কালিকা পুরাণ।

মহামুনি-মার্কণ্ডেয়-প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত ও সংশোধিত।

শ্রীদয়াল চাঁদ সাবুই মহোদয়ের
ব্যয়ে প্রকাশিত।

"এষাতিকামদা দেবী জাড্যহানিকরী সদা।
এতস্যাঃ সদৃশী কাচিৎ কামদা নহি দৃশ্যতে।"

"এই দেবী অতিকামদায়িনী; এবং সর্ব্বদা জড়তার নাশকারিণী। ইহাঁর সমান কামদায়িনী কোনও দেবীকে দেখা যায় না।"

কলিকাতা।
বিডিন্ যন্ত্র।
৬৬ নং বিডিন্ ষ্ট্রীট।

১২৮১

ভূমিকা।

ব্যাসোক্ত অষ্টাদশ পুরাণের সদৃশ নানামুনিপ্রণীত পুরাণসকলের নাম উপপুরাণ। পুরাণের ন্যায় উপপুরাণও প্রধানতঃ অষ্টাদশ সংখ্যায়ে পরিগণিত।

১. সনৎকুমার-কথিত। ২. নারসিংহ। ৩. কার্ত্তিকেয়-কথিত। ৪. শিবধর্ম্ম;—সাক্ষাৎ নন্দী কর্ত্তৃক কথিত। ৫. দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কথিত। ৬. নারদ-কথিত। ৭. কপিলোক্ত। ৮. বামন-কথিত। ৯. শুক্রাচার্য্য-কথিত। ১০. ব্রহ্মাণ্ড। ১১. বারুণ। ১২. কালিকা। ১৩. মাহেশ্বর। ১৪. শাম্ব। ১৫. সৌর। ১৬. পরাশর-কথিত। ১৭. মারীচ। ১৮. ভার্গব।

এই তালিকা দেখিয়া জানা যাইতেছে; কালিকা পুরাণ ১২ শ উপপুরাণ। মার্কণ্ডেয় মুনি জিজ্ঞাসিত হইয়া কমঠাদি মুনিদিগকে এই পুরাণ কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রধানতঃ মহামায়ার মাহাত্ম্য; এবং তাঁহার পূজার বিধি ও ধ্যানাদি বিশেষ ও স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এই পুরাণ যে শাক্তদিগের একান্ত উপজীব্য, তাহা আর বলিতে হয় না।

কেবল শক্তির মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক বলিয়া নহে; কালিকা পুরাণ কাব্যরূপেও সমধিক মনোজ্ঞ। ইহাতে কাম, রতি, বসন্ত, ও পার্ব্বতীপ্রভৃতির যে রূপ, এবং বসন্তাদির যে স্বভাব বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। মহাকবি কালিদাসের মাধুরীভাণ্ড চিত্তদ্রাবক সুকুমার কুমারসম্ভব অনেক অংশে এই কালিকা পুরাণের প্রতিভামাত্র।

মদীয় শ্রীভাগবতানুবাদের গ্রাহকমহোদয়দিগের মধ্যে কতিপয় মহাত্মা পক্ষপাতী হইয়া আমাকে কালিকা পুরাণ অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের উপর আস্থাবশতঃ আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে একখানি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত কালিকা পুরাণের পুথি আনিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই। পাঠ করিয়া, ইহার সংস্কৃত, বর্ণনামাধুরী, এবং আশ্চর্য্য উপাখ্যান আমাকে আনন্দিত ও অনুবাদকরণে প্রোৎসাহিত করে। সেই সাহসে সাহসী হইয়া, আমি এই মহামায়ার মাহাত্ম্যপ্রতি-

পাদক পুরাণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিব স্থির করিয়া ১ম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। অনুমান দশ খণ্ডে শেষ হইবে।

আমার অবলম্বন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়স্থ দুই খানি পুথি। এক খানি পূর্ব্বোল্লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরে, অন্য খানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। দুঃখের বিষয়, দুই খানিই অতিশয় অশুদ্ধ। প্রথম খানির লিপি অতি স্পষ্ট ও সুন্দর; কিন্তু বর্ণবিন্যাসে যথেচ্ছাচারিতা যথেষ্টরূপে ব্যবহৃত। দ্বিতীয় খানি সর্ব্ব অংশেই চমৎকার;—যথেচ্ছাচারিতা অপেক্ষাকৃত অধিকতররূপে ব্যবহৃত; ওকার, আকার, ইকারাদির প্রয়োগ প্রায় নাই; হস্তাক্ষর দুর্ব্বোধ; তাহাতে আবার কীট-নিষ্কৃষ্ট। অতএব অনুবাদকরণে বিশেষ কষ্ট। যাহা হউক্, সাধ্যমত কষ্ট স্বীকার, ও বুদ্ধিমত পাঠসামঞ্জস্য করিয়া অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। অনুবাদ পণ্ডিত বর্গের অনুমোদিত, এবং শাক্তবৃন্দের অণুমাত্রও তৃপ্তিপ্রদ হইলেই আয়াস সফল বোধ করিব।

অবশেষে পৌরাণিকপণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা এই যে, যদি কোনও মহাত্মা কোনও অংশকে ভ্রান্ত বলিয়া বোধ করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক, মূল উল্লেখ করত, সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট প্রেরণ করিয়া চিরবাধিত করেন। আমি বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণমাত্রে ঐ অংশ শোধিত করিয়া পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া দিব।

পাঠকমহাশয়েরা যদি পুস্তকের মধ্যে কোনও বর্ণাশুদ্ধি দেখিতে পান, তাহা হইলে অনবধানতা বলিয়া ক্ষমা করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আপনারাই শোধন করিয়া লইবেন।

মদীয় শ্রীভাগবতানুবাদের ও অদ্ভুতরামায়ণানুবাদের মধ্যে আমি ( ) এইরূপ চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। ইহার অর্থ এই যে, ইহার মধ্যে যে পদ বা বাক্য গুলি থাকে, সে গুলি মূলের নহে। নিবন্ধ পূর্ব্বাপর সুসংলগ্ন হয়, এই নিমিত্ত আমি সেগুলি প্রয়োগ করিয়াছি। না করিলে অর্থবোধের বাধা জন্মে ইতি।

কলিকাতা
বিডিন্ প্রেস্।
৬৬ নং বিডিন্ষ্ট্রীট।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মঙ্গলাচরণ	১	
বন্দনা	১	
মার্কণ্ডেয়ের নিকট কমঠাদি ঋষিগণের পৌরাণিকী কথা জিজ্ঞাসা	২	
মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক তদুত্তর	৩	৩
ষট্ সম্বাদ	ঐ	৬
প্রতিজ্ঞা	ঐ	১২
মরীচ্যাদি ঋষির উৎপত্তি	৪	১
সন্ধ্যার জন্ম	ঐ	৪
মদনের জন্ম	৬	১
কাম কর্ত্তৃক বাণ নিঃক্ষেপ	১০	১৭
বিধাতা সন্ধ্যার প্রতি কামভাব ও শরীর হইতে তেজ নির্গত	১১	১০
কামিনীর লাবণ্য প্রকাশ	১২	১
ব্রহ্মার প্রতি শিবের পরিহাস	১৩	১
শিব কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদির তিরস্কার	১৪	৪
ব্রহ্মার সেই ঘর্ম্মজল হইতে অগ্নিস্বত্তাদি পিতৃগণের উৎপত্তি	ঐ	২১
দক্ষের শরীরজাত ঘর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্টা কামিনী-সমূহের উৎপত্তি	১৫	৪
ক্রতু প্রভৃতি ৪০ জনের শরীর ঘর্ম্ম হইতে অপর পিতৃগণের উৎপত্তি	ঐ	১১

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সন্ধ্যা সকল পিতৃগণের জননী	ঐ	৯
শিবনিন্দায় ব্রহ্মার কন্দর্পের প্রতি কোপ	ঐ	২২
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কন্দর্পের অভিসম্পাত	১৬	৭
দক্ষ কর্ত্তৃক্ষ কামদেবের পত্নী নির্দ্দেশ ও রতি নামে বিখ্যাতা	১৮	১৫
ব্রহ্মার নিঃশ্বাস বায়ু হইতে বসন্তের উৎপত্তি	২৪	১৫
দক্ষ কর্ত্তৃক বিষ্ণুমায়ার আরাধনা	২৮	৫
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কালিকার স্তব	ঐ	১৮
ব্রহ্মার সমক্ষে যোগনিদ্রার আগমন	৩২	১৪
ব্রহ্মার প্রতি কালিকার বাক্য	৩৫	১
কামের নিকট ব্রহ্মার গমন	৩৬	১২
ব্রহ্মার নিকট মদনের জিজ্ঞাসা	৩৭	১০
ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে নানা রূপধারি গণের উৎপত্তি	৩৮	৬
কন্দর্পের নিকট যোগমায়ার মাহাত্ম্য বর্ণন	৪১	১৬
ব্রহ্মার প্রতি কন্দর্পের বাক্য	৪৪	৩
দক্ষের নিকট যোগনিদ্রার প্রত্যক্ষ	৪৭	১৭
দক্ষ কর্ত্তৃক কালীর স্তব	৪৮	৬
দক্ষের প্রতি বর প্রদান	৫০	১২
দক্ষ কর্ত্তৃক বীরণের কন্যা গ্রহণ	৫১	১৪
বীরিণী গর্ভে মহামায়ার উৎপত্তি	ঐ	১৭
দক্ষ কর্ত্তৃক কন্যা মহামায়ার স্তব	৫২	৪
ঐ কন্যার নাম সতী	৫৩	২০
নারদ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সতীর দর্শন	৫৪	৫
সতী কর্ত্তৃক শিবের আরাধনা	৫৫	৯
সাবিত্রী সহ ব্রহ্মার হরের নিকট গমন	৫৬	২০

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
শিব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার জিজ্ঞাসিত এবং নিজ প্রয়োজন প্রকাশ	৫৭	৭
ব্রহ্মার বচন শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন কহিলেন যে কামিনী যোনি দ্বারা মদীয় তেজঃ ধারণ করিতে পারিবে তাহাকে বিবাহ করিব ...	৫৯	১৮
হরের প্রতি হরির বাক্য	৬০	১৫
সতীর নিকট হরের প্রত্যক্ষ	৬১	৫
হরের প্রতি কামের বাণ নিঃক্ষেপ	৬২	২
সতীর প্রতি শিবের বর দান	ঐ	৩
দক্ষালয়ে প্রজাপতির গমন	৬৫	৬
দক্ষের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য	৬৬	১০
ব্রহ্মার নিকট শিবের সতীর কথা জিজ্ঞাসা ...	৬৮	৭
শিবের প্রতি ব্রহ্মা দক্ষোক্ত বাক্যের প্রকাশ ...	ঐ	১৫
ব্রহ্মার নিকট নারদাদির আগমন	৬৯	১৪
ব্রহ্মাদির সহিত শিবের দক্ষালয়ে গমন	৭০	৫
দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেব ও ব্রহ্মাদি দেবতার সম্মান ...	৭১	১২
সতীর বিবাহ	ঐ	১৬
কমলার সহ বিষ্ণুর আগমন ও শিবের নিকট বাক্য ...	৭২	১
সতীর অবলোকনে ব্রহ্মার বীর্য্য পতন ...	ঐ	১৬
ব্রহ্ম বীর্য্যে আবর্ত্তাদি মেঘের উৎপত্তি ...	ঐ	১৭
ব্রহ্মার প্রতি শিবের শূলোদ্দম	৭৩	৪
শিবের প্রতি বিষ্ণুর শান্তনা বাক্য	ঐ	২১
হরির প্রতি শিবের জিজ্ঞাসা	৮৭	১১
সতীর সহ শিবের হিমালয়ে গমন	৮৮	৫
পশ্চাৎ শিবের কৈলাসে গমন	৮৯	১৫
সতীর সহিত শিবের বিহার	৯০	৩

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হিমালয়ে শিবের পুনর্গমন	৯১	১৪
হরের প্রতি দক্ষনন্দিনীর গৃহ রচনার বাক্য	১০১	৩
সতী বাক্যে শিবের হিমালয়ে গমন	১০৪	১৯
দক্ষের যজ্ঞারম্ভ	১০৬	৯
সতীর ক্রোধ	১০৮	২
সতীর প্রাণত্যাগ	১০৯	১৮
বিজয়ার বিলাপ	১১০	
সতীর প্রাণত্যাগে শিবের ক্রোধ	১১৩	২১
শিবের দক্ষযজ্ঞে গমন	১১৪	২
শিব কর্ত্তৃক বীরভদ্রের প্রবেশ	১১৫	১৮
দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ	১১৬	৩
সতীর জন্য শিবের শোক	১১৭	৮
ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক শনির স্তব	১১৯	১৩
শনি কর্ত্তৃক শিবের বাষ্প ধারণ	১২০	২৩
সতীর মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া শিবের পূর্ব্বাভিমুখে গমন	১২১	২২
সতীর অঙ্গ, দেবতা কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া স্থানে স্থানে পতিত	১২২	৯
লিঙ্গরূপী হরের স্তব	১২৩	১৮
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব	১২৫	১
গিরিরাজ কর্ত্তৃক দেবতাদিগের পূজা	১৩০	৫
শিপ্রা নদীর উৎপত্তি	১৩৫	৪
চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য	১৪২	১১
চন্দ্র কর্ত্তৃক কৃত্তিকাদি পত্নীর নিরাস	১৪৫	৬
চন্দ্রের প্রতি পত্নীদিগের উপদেশ	ঐ	২৩
কৃত্তিকাদি কামিনীর প্রতি চন্দ্রের অভিশাপ	১৪৭	৭

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অশ্বিন্যাদির পিতৃ নিকট গমন	ঐ	১৮
চন্দ্রের নিকট দক্ষের গমন	১৪৮	১৪
চন্দ্রমার প্রতি দক্ষের উপদেশ	ঐ	২০
দক্ষের নাসা হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি	১৫১	১০
চন্দ্রেতে যক্ষ্মার প্রবেশ	ঐ	২২
দেবগণ কর্ত্তৃক দক্ষের স্তব	১৫৭	১১
চন্দ্র লোহিত্য সরোবরে স্নান করিবামাত্র যক্ষ্মা হইতে বিমুক্তি	১৬১	১৯
চন্দ্রের পক্ষে হ্রাস পক্ষে বৃদ্ধি	১৬৬	৬
সন্ধ্যার প্রতি বশিষ্ঠের পরমার্থ উপদেশ	১৭৪	৭
সন্ধ্যা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব	১৭৫	২৩
সন্ধ্যার প্রতি বিষ্ণুর বর প্রদান	১৭৯	৯
মেধা তিথির কন্যা অরুন্ধতী	১৮২	৭
অরুন্ধতী কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের দর্শন	ঐ	২১
উভয়ের মনোবিকার	১৮৭	২
সাবিত্রীবাক্যে অরুন্ধতীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ	১৯০	৯
বশিষ্ঠের সহ অরুন্ধতীর বিবাহ	১৯৪	৮
ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক যোগনিদ্রার স্তব	১৮৯	১৮
দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর মহাদেবের তপস্যা	২০৪	১
মার্কণ্ডেয়ের প্রতি কমঠাদি ঋষির জিজ্ঞাসা	ঐ	৩
প্রথমত বারাহ কল্প	ঐ	১৮
আদি সৃষ্টি	২২১	৩
ব্রহ্ম কায় হইতে অর্দ্ধ নর নারী উৎপত্তি	১১৫	১৯
প্রতিসর্গ	২১৭	৩
যোগনিদ্রার স্তব	২২২	১৬
শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য	২২৫	২

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বরাহরূপী বিষ্ণুর লোকালোক পর্ব্বতে গমন	২২৯	১২
পৃথিবীর সহ বরাহদেবের সুরত ক্রীড়া	ঐ	১৮
সুবৃত্তাদি তিন পুত্রের উৎপত্তি	২৩০	১
ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক বরাহের স্তব	২৩১	১৮
মহাদেবের শরভরূপ ধারণ	২৩৬	৩
শরভের সহ সুবৃত্তাদির যুদ্ধ	ঐ	১৫
বরাহগণের সহ শঙ্করগণের যুদ্ধ ও বরাহগণের বিনাশ	২৪২	৫
শরভরূপী শঙ্কর কর্ত্তৃক বরাহরূপী বিষ্ণুব সপুত্রের সহ বিনাশ	২৪৪	২১
বরাহ দেহে যজ্ঞ সকলের উৎপত্তি	২৪৯	১৮
সুব্রত্তাদির শরীর হইতে অগ্নির জন্ম	২৫১	১৭
কপিলের উৎপত্তি	২৫২	২১
শায়ম্ভুব মনুর প্রতি কপীলের শাপ	২৫৬	৭
মনুর বদরিকাশ্রমে গমন ও কঠোর তপস্যা	ঐ	১৫
বিষ্ণু মীনরূপী হইয়া কপীলের প্রত্যক্ষ	২৫৭	২১
মুনির নিকট মীনের পরিচয়	২৬১	১
মুনির প্রতি মীনরূপী হরির বরদান	২৬৫	১৭
প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি কথন	২৬৭	৫
নরকের জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	২৭৭	১৭
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বসুমতীর গর্ব্ভস্তম্ভন	২৭৯	২
রাম লক্ষণাদির উৎপত্তি	২৮৫	৫
জনকের পুত্রেষ্টি যাগ	২৮৫	১১
ভূভাগ হইতে সীতার লাভ	ঐ	২১
জনকের স্থানে বসুমতী নরককে প্রসব করেন	২৮৮	২১
জনক রাজা কর্ত্তৃক নরকের প্রতিপালন	২৯১	২৩

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নরকের জন্মাদি পৃথ্বী কর্ত্তৃক প্রকাশ	২৯৬	২৩
বিষ্ণু কর্ত্তৃক নরকের বাসস্থান নির্ণয়	৩৪০	১৭
কিরাতের সহ নরকের সংগ্রাম এবং নরক কর্ত্তৃক কিরাতাদির বধ	৩০৫	২
বিদর্ভ রাজকুমারীর সহ নরকের বিবাহ	৩০৮	২১
প্রাগ্জ্যোতিষে জনক রাজার গমন	৩১২	৪
বাণের সহ নরকের মিত্রতা	৩১৩	১৯
নরকের প্রতি বশিষ্ঠের শাপ	৩১৫	১৭
নরক, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বাণের সন্নিহিতে দূত প্রেরণ ...	৩১৯	৩
বাণের ভৌমনগরে গমন	ঐ	২০
নরক কর্ত্তৃক বিষ্ণু নিন্দা	৩২৩	২০
নরক কর্ত্তৃক ব্রহ্মার আরাধনা	৩২৪	১৬
ব্রহ্মা হইতে নরকের বর গ্রহণ	৩২৬	৭
নরক রাজ হইতে ভগদত্তাদির জন্ম	৩৩০	১৯
নারদের প্রাগ্জ্যোতিষে গমন	৩৩৮	১৭
প্রাগ্জ্যোতিষে শ্রীকৃষ্ণের আগমন	৩৩৯	১৭
নরকের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ	৩৪১	৯
নরক রাজার বিনাশ	৩৪৪	১১
পৃথিবীর বিলাপ	ঐ	২১
ভগদত্তের রাজাসন প্রাপ্ত	৩৪৭	৩
মেনকার গর্ভে কালিকার জন্ম	৩৫৪	২০
নারদের সহ গিরিরাজের কথোপকথন	৩৫৯	১০
কালিকার সহ গিরিরাজের শিবের নিকট প্রার্থনা ...	৩৬৫	১০
পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শিবের পরিচর্য্যা	৩৬৬	৯
সুরভির সহ কামের হিমালয়ে গমন	৩৮০	২১
শিবের প্রতি কন্দর্পের বাণত্যাগ	৩৮৩	৩

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
শিবনয়নানলে কামদেবের ভস্ম … …	৩৮৫	১
ঐ নেত্রাগ্নি বারবানল নামে খ্যাত … …	ঐ	১৩
হিমালয়ে পার্ব্বতীর তপস্যা … … …	৩৯১	১২
পার্ব্বতীর নিকট ছদ্মবেশী শিবের আগমন …	৩৯৩	২২
পার্ব্বতীর নিকট শিবের উক্তি … … …	৪০১	১০
হর পার্ব্বতীর বিবাহ … … … …	৪.০	৪
সগরের নিকট ঔর্ব্বের আগমন … … …	৪১৪	৬
পার্ব্বতী বিষাদিত হইয়া শিবত্যাগ … …	৪১৯	৩
শিবের বিলাপ … … … …	৪১৯	৫
কালিকার কঠোর তপস্যা … … …	৪২১	৮
কালিকা কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের দর্শন … … …	৪২২	৫
পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্তব … … …	ঐ	২৩
শিবের বরে কালিকা গৌরাঙ্গিনী হন … …	৪২৭	১২
মহাদেবের অর্দ্ধাংশ কালিকা হরণ করিলে হর গৌরী রূপ … … … … …	৪৩৪	১৮
ঔর্ব্বের প্রতি সগরের প্রশ্ন … … …	৪৩৮	১২
শিবের নিকট ব্রহ্মার গমন ও তৎ কর্ত্তৃক স্তব …	৪৪২	১৩
শিববীর্য্যে ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্ম … …	৪৪৭	৭
পার্ব্বতী দেবগণের প্রতি শাপ প্রদান … …	৪৪৯	৭
কুমারের জন্ম … … … … …	ঐ	২২
কুমার হইতে তারকাসুরের বিনাশ … …	৪৫১	৯
ভৃঙ্গী, মহাকালের প্রতি পার্ব্বতীর শাপ ও পার্ব্বতীর প্রতিও প্রত্যভিশাপ … … …	৪৫৩	১৮
পৌষ্য রাজার তিন স্ত্রীতে শিবের চন্দ্রশেখর নামে জন্ম … … … … …	৪৫৯	৮
পার্ব্বতীর জন্ম গ্রহণ … … … …	৪৬৬	২৩

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বলি প্রকরণ	৫৫০	১৮
পূজার স্থান নির্ণয়	৫৬০	১৪
মালার প্রতিপত্তি	৫৮৭	১৮
পূজার ফল নির্ণয়	৬০৬	২০
পবিত্রারোহণ	৬০৯	৪
দশভুজামূর্ত্তির আভির্ভাব	৬১৯	২২
কাত্যায়নের আশ্রমে দেবতাদিগের গমন	৬২৩	১৪
দেবতাগণের তেজঃ হইতে কাত্যায়নীর উৎপত্তি	৬২৪	১৮
দেবগণ কর্ত্তৃক পূজা	৬২৫	২
মহিষাসুরের প্রতি কাত্যায়নের শাপ	৬২৮	১১
মহিষাসুরের সম্বন্ধে গুণবতীর উগ্রচণ্ডারূপ ধারণ	৬৩০	২১
রম্ভাসুরের প্রতি শিবের বর	৬৩১	১৯
মধু, কৈটভের উৎপত্তি	৬৪২	২২
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগনিদ্রার স্তব	৬৫৪	২৩
মধু, কৈটভের সহ বিষ্ণুর যুদ্ধ	৬৫৫	২০
বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধু, কৈটভের বধ	৬৫৮	১১
কামাখ্যার মাহাত্ম্য বর্ণন	৬৬৮	৫
প্রণামের বিধান	৭০৭	১৮
মুদ্রা কথন	৭১০	৬
ষোড়শোপচারের নিয়ম	৭৩৯	১৭
নৈবেদ্যের পাত্র নিয়ম	৭৬৯	৭
কামাখ্যা কর্ত্তৃক বিষ্ণুবন্ধন ও লবণার্ণবে নিঃক্ষেপ	৭৭৩	১০
কামাখ্যার সিদ্ধ কবচ	৭৭৮	১৭
মাতৃকান্যাস	৭৮৪	৭
ত্রিপুরাভৈরবীর ন্যাস	৮০১	১৯
দেবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্র	৮০৮	২২

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ত্রিপুরাদেবীর পুরশ্চরণ বিধি	৮১০	১৩
মন্ত্র শুদ্ধি প্রকরণ	৮২৩	১
বেতাল, ভৈরবের সম্বন্ধে মহামায়ার প্রত্যক্ষ ...	৮৩১	৫
সিদ্ধস্তব	৮৩২	৮
বেতাল, ভৈরবের প্রতি বরদান	৮৩৪	৩
বেতাল, ভৈরবের সিদ্ধিলাভ	ঐ	১১
গোকর্ণবিনাশ	৮৫১	৭
হয়গ্রীবের রূপচিন্তা	৮৫২	৫
উগ্রতারার মূর্ত্তি বর্ণন	৮৬৩	৬
তারাবতীর স্বয়ম্বর সভা	৪৭৩	২
চন্দ্রশেখরে বরমাল্য প্রদান	৪৪৩	১৭
কাপোত মুনির নিকট চিত্রাঙ্গদার গমন ...	৪৮১	২১
কাপোত ও চিত্রঙ্গদার ২ সন্তান জন্মে ...	৪৮৩	৯
ককুৎস্থ ও উর্ব্বশীতে চিত্রাঙ্গদার জন্ম ...	৪৮৫	৮
চিত্রাঙ্গদার প্রতি অষ্টাবক্রের শাপ ...	৪৮৩	২৩
তারাবতীর প্রতি কাপাতের শাপ	৪৯০	১৩
তারাবতীর দেহে ভগবতীর প্রবেশ	৪৯৪	১৭
শিববীর্য্যে তারাবতীর গর্ব্ভে বানরমুখ ২ সন্তান জন্মে...	৪৯৫	২
নারদের নিকট চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ ...	৫০০	৭
তারাবতী চন্দ্রশেখর হইতে ৩ পুত্র উৎপাদন ...	৫০৮	৪
বেতাল, ভৈরবের বন গমন	৫১০	২১
কপোতের সহ বেতাল, ভৈরবের সাক্ষাৎ ...	৬১২	২১
বশিষ্ঠ হইতে বেতাল, ভৈরবেরর দীক্ষা ...	৫২৯	২০
নাটকাচলে বেতাল, ভৈরবের তপস্যা ...	৫২৮	২২
বেতাল, ভৈরবের নিকট শিবের গমন ও শিবের স্তব	৫৮৯	২৩

	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ব্রহ্মপুত্রের জন্ম	৯০৯	১৯
পরশুরাম কর্ত্তৃক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান	৯১০	১২
সত্যবতীর প্রতি ভৃগুর বরদান	৯১৩	
জমদগ্নির জন্ম	৯১৪	২১
বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি	৯১৫	১
পরশুরাম কর্ত্তৃক রেণুকার মস্তক ছেদ	৯১৮	২১
রাজনীতি	৯২৮	১
চারের লক্ষণ	৯৩১	৬
দুর্গের নিয়ম	৯৩৬	১
সদাচারের কথন	৯৩৯	১
পুষ্যাস্নানের বিধি	৯৪৮	
মণ্ডলের বিধি	৯৫২	২৩
শক্রোত্থান	৯৬২	৬
বিষ্ণুযাগ	৯৬৯	১
নিষেধ বিধি	৯৭১	১৩
দ্বাদশ প্রকার পুত্র	৯৭২	২১
পুরোহিতের নিয়ম	৯৭৫	৩
বিজয়ের জন্ম	৯৮৫	২
খাণ্ডববনের নির্ম্মাণ	ঐ	২২
সুদর্শন ও বিজয়ের যুদ্ধ	৯৮৮	১
বিজয় কর্ত্তৃক সুদর্শনের বিনাশ	৯৯৪	২০
কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট অগ্নির খাণ্ডবভোজন যাচিঞা ...	৯৯৭	২৩
খাণ্ডব দগ্ধ	৯৯৮	১৪
অগ্নি হইতে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব প্রাপ্ত	ঐ	১৫
কামধেনু, বেতাল হইতে বৃষরূপী ভৃঙ্গের জন্ম ...	১০০১	২০
কালিকা পুরাণের ফল শ্রুতি	১০০৪	১

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
সাতিশয় বিচিক্ত	বিবিক্ত	১	২
বসিষ্ঠ	বশিষ্ঠ	৪	২
মর্ত্ত	মর্ত্ত্য	৯	৬
যাবতীয়	যাবদীয়	ঐ	১১
মাকণ্ডেয়	মার্কণ্ডেয়	১৪	১৫
কহিল	কহিলেন	২৭	১৬
মমোহারিণী	মনোহারিণী	২৯	১৬
মহাদেব এই	ব্রহ্মা এই	৩২	১৩
উৎকষ্ট	উৎকৃষ্ট	৪৮	৯
ভোমার	তোমার	৫০	১৬
উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ	৮৩	৯
অবিষ্ঠাতা	অধিষ্ঠাতা	১০৬	১৩
দুভাগ্য	দুর্ভাগ্য	১৪৯	১৭
জগতের কর্ত্তা !	জগৎগর্ত্তঃ !	১৫৩	২২
তেজ	তেজঃ	১৬২	১৫
সন্মোহিত	সম্মোহিত	ঐ	২
কমলযোনী	কমলযোনি	২০২	১৭
অন্তর্ধ্যান	অন্তর্দ্ধান	২০৩	১২
ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম্য	২০৭	৯
তেজ দ্বারা	তেজো দ্বারা	২০৮	১৫
তৃণরাশী	তৃণরাশি	ঐ	১৭
উর্দ্ধভাগে	ঊর্দ্ধভাগে	২১৪	১০

শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ঈষাণ	ঈশান	ঐ	২৩
শিতরশ্মি	শীতরশ্মি	২১৮	১৮
তপ পরায়ণ	তপঃপরায়ণ	ঐ	২০
মৃকুণ্ড তনয়	মৃকণ্ড তনয়	২২০	১
ঐষানীক	ঐশানিক	২২১	১৮
পুরাবিদ্	পুরাবিৎ	২২২	৯
জগমোহিনি !	জগন্মোহিনি !	২২৩	৯
অনুমাত্র	অণুমাত্র	২২৬	৪
রতীলম্পট	রতিলম্পট	২২৭	২১
কৈলাশ	কৈলাস	২৪৫	১১
শলিল	সলিল	২৫৬	১৭
হে মীনরূপ ধারি !	মীনরূপধারিন্ !	২৬০	২২
তপানুষ্ঠান	তপোনুষ্ঠান	২৬৭	২০
কল্যান	কল্যাণ	২৭৪	২০
চক্রপাণি	চক্রপাণে	২৮১	১০
অন্তকরণে	অন্তঃকরণে	২৯৯	৬
কটত্তর	কটূত্তর	৩১৫	১৫
ঔরষ	ঔরস	৩৩১	৩
জগৎপাতাঃ !	জগৎপাতঃ !	৩৩৫	১১
কহিতে	করিতে	ঐ	১৩
জ্যোতি বিশিষ্ট	জ্যোতির্বিশিষ্ট	৩৪৬	৫
বীনা	বীণা	৩৫৭	১৬
পিনাকপাণি	পিণাকপাণি	৩৭৬	১১
ইতস্তাঃ	ইতস্ততঃ	৪১৯	৬
সর্ব্বমহা	সর্ব্বংসহা	৪৪০	৯
বিলপত্র	বিল্বপত্র	৫৫৯	১

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তৎ শম্বন্ধে	তৎ সম্বন্ধে	৫৭২	২০
শেধ্নার্থে	শোধনার্থে	৫৮৩	১৫
ষড়াধিক	ষড়ধিক	৬১১	৮
নিশাল	বিশাল	৬৩২	১৭
কুঞ্জিকা	কুব্জিকা	৬৯৯	১১
হে ত্রিনয়না !	হে ত্রিনয়ন !	৭০৭	৪
অষ্টাঙ্গি	অষ্টাঙ্গ	ঐ	১৮
ব্যাঘাদি	ব্যাঘ্রাদি	৭২৪	১৫
বৎস্য !	বৎস !	৭৩১	১৩
অন্যাদিশগণের	অন্য দেবগণের	৭৪৮	১৬
সসরবর	সরোবর	৮১৭	২১
সান করত	স্নান করত	৮৪৮	২১
বিণাক	পিণাক	৮৬৯	৫
রিধার	বিধাতার	৮৮৬	২২
আততায়	আততায়ী	৯২৮	২৩
অত্তমাঙ্গে	উত্তমাঙ্গে	৯৪৫	২০

শেষ অধ্যায়ের হেডিঙ্গে নবতিতম অধ্যায় হইবে।

কালিকা পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমো গণেশায় ॥ ওঁ নমো দুর্গায়ৈ ॥—

স্বাতিশয়বিবিক্ত-চেতা যোগিগণ ভব-ভয়পীড়া-শমন-যোগ্য যাহা প্রাপ্ত হইয়া বন্দনা করেন; এবং যাহা আবির্ভূত হইয়া ক্ষেপ[১] দ্বারা ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক বিলঙ্ঘন করিয়াছিল, সেই হরি-পাদ-পদ্ম-যুগল তোমাদিগকে পবিত্রিত করুক্।

যিনি সকল যোগীজনের চিত্তে অজ্ঞান-(সাগর-) তরণি; এবং অন্যান্য জন্তুগণের বিমোহ-কারিণী, বিধির মায়া; এই প্রকারে (যিনি) পৃথিবীতে মুক্তির কারণভূতা; এবং জগতে শুদ্ধ-সুবুদ্ধি-হন্ত্রী, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন্।

নিত্যজ্ঞানময়, অনাদি, জগতের আদি, পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কালিকানামক পুরাণ বলিব।

---

[১] অর্থাৎ পাদক্ষেপ।

হিমাচলের সন্নিকটে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া কমঠাদি মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্! বেদতুল্য পুরাণ সম্যক্‌রূপে কহিয়াছেন। সেইরূপ, অঙ্গ-সহিত সমুদায় বেদও বিশেষপ্রকারে মন্থন করিয়া সার সার (ব্যাখ্যা করিয়াছেন।) সমুদায় বেদে এবং শাস্ত্রে আমাদিগের যে যে সংশয় হইয়াছিল, ব্রহ্মন্! যেমন সূর্য্য কর্ত্তৃক তমোরাশি, তেমনি আপনা কর্ত্তৃক সে সমুদায়ই ছিন্ন হইয়াছে! হে দীর্ঘায়ুষ্কশ্রেষ্ঠ! হে দ্বিজসত্তম! আপনার প্রসাদে আমরা সমুদায় বেদে এবং শাস্ত্রে নিঃসংশয় হইয়াছি। ব্রহ্মন্! আপনার নিকট সর্ব্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি। ব্রহ্মা গোপনীয়-কথা-সম্বলিত যে ধর্ম্মশাস্ত্র কহিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি;—পূর্ব্বে কালী সতীরূপে কিপ্রকারে যোগী, সমর্থ,[২] সর্ব্বদা ধ্যানে নিমগ্ন,সংযমী যতিগণের শ্রেষ্ঠ, সংসারবিমুখ, (বন্ধন-)হারী হরকে বিমোহিত করিয়াছিলেন? সতীই বা কেন সুশোভনা হরদারা হইয়া উৎপন্না হইয়াছিলেন? হর কেন দার-পরিগ্রহ-কর্ম্মে মানস করিয়াছিলেন? কেনই বা সতী পূর্ব্বে দক্ষের প্রতি কোপ হেতু শরীর ত্যাগ করিয়া, আবার আসিয়া হিমালয়ের তনয়া হইয়াছিলেন? এবং কেনই বা পুনর্ব্বার স্মররিপুর অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিস্তারপূর্ব্বক এই সমুদায় বলুন। আপনার সমান সংশয়-ছেদন-কর্ত্তা নাই; এবং

---

[২] অর্থাৎ, প্রলোভন হইতে চিত্তকে নিবারণ করিতে "সমর্থ"।

তোমর, শঙ্কুল, পাশ, অঙ্কুশ, খট্টাঙ্গ, (এই বিশ্বের প্রতি
ত্রিশূল ও যষ্টি এবং ত্রিকণ্টক, পরশু, গতের প্রভু; এজন্য
প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভী রক্ষা কর। হে জগৎ-
পাতে! [illegible] ঘুরিতে লাগিল। পরিত্যাগ করিয়া এই
চরাচর সকল স্থির ভাবে রক্ষা কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ জনার্দ্দন, ব্রহ্মার প্রার্থনা বাক্য আকর্ণন করিয়া বিশ্বের উৎপাত বিনাশের বাসনা করিলেন। অনন্তর তিনি রোহিত নামক মৎস্যরূপ ধারণ করত জলগর্ভ হইতে বশিষ্ঠ, অত্রি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম ও যমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ, এই সপ্ত মুনি এবং জগতের হিতের নিমিত্ত সামাদি বেদচতুষ্টয় আত্ম পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া থাকেন। আর তিনি তখন সুমধুর বাক্য দ্বারা রণমত্ত (শরভরূপী) শঙ্করকে সাধনা করেন। এই কালে হরি পুনর্ব্বার নরসিংহকে স্মরণ করিবামাত্রে তিনি সখ্য-ভাবে অমনি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ আদি বরাহদেব তাঁহার তেজ আকর্ষণ করিয়া
কেহ শঙ্খ, বীর্য্যশালী হওত বরাহগণের নিকট উপনীত
ঘণ্টা, কেহ বং
বীণাদি লইয়া হরিপু শরভ, বরাহগণকে নরসিংহের নিকট-
করিতে লা দেখিয়া অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

হে ঋষি সিংহ নিস্তেজ হইয়াছিলেন। তখন আদিবরাহ কুপিত হইয়া মেঘ বিনিন্দিত গভীর গর্জ্জন করিলে, অসংখ্য বরাহ উৎপন্ন হয়। সেই মায়াবী শূকর সকল উৎপন্ন হইয়া

গম্ভীর গর্জ্জন করত টে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে
শরভরূপী গিরীশকে মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—
পরক্ষণেই আবার কা ম্যক্‌রূপে কহিয়াছেন। সেইরূপ,
গো, কখন শৃগাল, কখন বশেষ ..... করত (শরভ-
রূপী) মহাদেবকে স্পর্শ করিলে তিনি তত্তেজে বলীয়ান
হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি আহ্লাদ সহকারে নৃত্য
ও ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দশ ভূবন শব্দায়মান করিলেন।
এই সময়ে তাঁহারও শরীর ও মুখ হইতে পুনর্ব্বার অসংখ্য
গণ উৎপন্ন হইয়া কেহ শৃগাল, কেহ বরাহ, কেহ উষ্ট্র
কেহ ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিল
এবং পুনর্ব্বার তাহাদের দেহ হইতে কেহ বানর, শৃগাল,
ঋক্ষ, মার্জ্জার, ব্যাঘ্রমুখ, অশ্ব, কুকুর, গোমুখ, হয়গ্রীব,
মেষ, মহীষ, বৃষ,মৃগ, বৃষ মুখ, এবং মানব প্রভৃতি উৎপন্ন
হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ এক পাদ বিশিষ্ট কেহবা দ্বিপাদ।
কাহারও হস্ত আছে, কাহার তাহা নাই ও কেহ কেহ বহু
পাণি বিশিষ্ট, হে ঋষিগণ! সেই সকল জন্তুগণের মধ্যে
কাহারও বৃকলাশের ন্যায় মুখ, কাহারও বা মৎ করিয়াছি-
কেহ বা খর্ব্ব,কেহ দীর্ঘ এবং কেহ বা কুম্ভীরা কোপ হেতু
পদ কেহ বা চতুষ্পাদ বিশিষ্ট, এবং কাহার য়ের তনয়া
পদ নাই। সেই সকল জন্তুগণের মধ্যে কেহ র অর্দ্ধাঙ্গ
অশ্বমুখ, কেহ এক কর্ণ যুক্ত কেহ দ্বিবাহু বহুকর্ণ এই সমু-
বা একেবারেই কর্ণ নাই। হে দ্বিজগণ! এরূপে সেই
বিকট,কার প্রমথগণ সমুৎপন্ন হইয়া ভিন্দিপাল, খড়্গ,পরিঘ,

তোমর, শঙ্কুল, পাশ, অঙ্কুশ, খট্টাঙ্গ, (চিতিকাকাষ্ঠ) শক্তি, ত্রিশূল ও যষ্টি এবং ত্রিকণ্টক, পরশু, নাগপাশ, ও কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীষণরূপে গর্জ্জন করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সকল জন্তুগণ অর্দ্ধচন্দ্র ও জটাদিতে পরিশোভিত হইয়াছিল, এবং উহারা সেই আদি শরভ মহেশ্বরের মহত্তেজ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ বলশালী হইয়াছিল। কেহবা ভূতনাথের ন্যায় অর্দ্ধ নারীশ্বর হইয়াছিল। কেহ বা পরম রমণীয় চারুকলেবর ধারণ পূর্ব্বক ঐ সকল রমণীর সহযোগে আত্মবৎ বলবীর্য্য বিশিষ্ট অস্ত্রধারী বহুতর বীরপুরুষ উৎপন্ন করিয়াছিল। এই সকল কামচারীগণ স্বেচ্ছাসুখে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিত। ইহারা কেহ বা নীলোৎপল সদৃশ অতিশয় মনোহর দৃশ্য, কেহ বা শ্বেত বর্ণ, কেহ বা পীত, কেহ ধূম্র, এবং কেহ কেহ বা অর্দ্ধ পীত ও অর্দ্ধ রক্ত এবং কেহ বা সম্পূর্ণ জলদসদৃশ কৃষ্ণ বর্ণ। এই সকল নানা-রাগ-রঞ্জিত গণেরা সমুৎপন্ন হইয়া সেই সংগ্রাম মহোৎসবের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে কেহ শঙ্খ, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ পটহ, কেহ তুরী ও ভেরী, কেহ ঘণ্টা, কেহ বংশী, ও কেহ কেহ বা পঞ্চ তন্ত্রী সপ্তস্বরা ও বীণাদি লইয়া অতিশয় কোলাহল ও নৃত্য সহকারে রণবাদ্য করিতে লাগিল।

হে ঋষিগণ! এই সময়ে প্রমথনাথ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ও গভীর স্বরে কহিলেন, হে ভূতগণ! তোমরা ক্রূরমতি ও দুরন্ত বরাহগণের সহিত কূট-

যুদ্ধ করত তাহাদিগকে বিনাশ কর। অনন্তর গণেরা প্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানষে বরাহগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সময়ে জগৎ সমস্ত একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, সুতরাং সেই কামরূপী যথেচ্ছাবিহারী শরভ ও বরাহগণ অন্তরীক্ষ হইতে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ক্রমে মেঘদল যেমন প্রচণ্ড বাত্যাবেগে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ শৈবগণেরা, অমিত বলশালী সেই বরাহদিগকে ক্রমে ক্রমে হীন বীর্য্য ও বিনষ্ট করিল। আদি বরাহ নারায়ণ তখন আত্মীয়গণকে রণশায়ী হইতে দেখিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে ভীষণতর গর্জ্জন করত ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই কালে অখিল পতি জনার্দ্দন তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত সকল তাঁহার গোচর করেন। অনন্তর বরাহদেব নিজ (বরাহ) কলেবর পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন। এই সময়ে শরভ শ্রেষ্ঠ ব্যোমকেশ স্বকীয় তীক্ষ দংষ্টাগ্র দ্বারা দ্বিধা করিয়া নরসিংহকে বিনাশ করেন। অতঃপর তাঁহার প্রথম অংশে অদ্ভুত তেজস্বী ও তপপরায়ণ নর নামে এক ঋষি ও অপরাংশ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত নারায়ণ নামে এক মহাপুরুষ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উহাঁরা সেই বরাহদেবের তেজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে নিখিল শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ জনার্দ্দন, ঐ নরনারায়ণকে, শরভবপুধারী ভগবান্ ব্যোমকেশের শরীরের

সহিত একীভূত করিলে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, হে বিভো! এই চরাচর বিশ্বরক্ষা করিবার জন্য আমি যে এই শূকর দেহ পরিত্যাগ করিব, তাহা পূর্ব্বেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, জগৎপাতা বিষ্ণু, এবং রুদ্ররূপী মহাদেবের নিকট অঙ্গীকার করিয়া ছিলাম।

হে ঋষিগণ! ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত এই কথা বলিয়া সচিন্তিতভাবে নিরস্ত হওত পুনর্ব্বার সেই শরভশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে কহিয়াছিলেন, হে মহাবাহো! বোধ হয় তোমার ঐ শাণিত ত্রিশূল দ্বারা আমার এই সুখকর শূকরদেহ বিদ্ধ করত নাশ করিলে আমার আর কিছু মাত্রই দুঃখ হইবে না। আমি দেবগণের উপকারার্থে এবং জগতের হিতের নিমিত্ত আত্মনাশ কহিতেছি। হে বিশ্বনাথ! তুমি আমার ও আমার সুবৃত্ত, কনক, এবং ঘোর নামক সন্তানত্রয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অস্থিদ্বারা যজ্ঞের আয়োজন কর। এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, তাহা হইতে অন্ন, দেবতা, প্রজা, পরমহংস ও যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভূতগণ উৎপন্ন হইবে; যেহেতু যজ্ঞ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর আমা হইতেই এই যজ্ঞের উৎপত্তি, ও যজ্ঞ হইতে আর আর সমস্ত উৎপন্ন হয়। এজন্য আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান আছি বলিয়া প্রতিপন্ন ও সংসারে সকলই বিষ্ণুময় বলিয়া উক্ত হইবে।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে শ্রোতৃবর্গ! বসুমতী যে গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, তাহা তিনি আপনিই পুনর্ব্বার

গ্রহণ অর্থাৎ গোপন করিবেন। কালক্রমে উহা যখন পূর্ণ অবস্থাকে প্রাপ্ত হইবে, তখন তিনি ভারাক্রান্তা হইয়া উপায় দ্বারা সমস্ত বিনষ্ট করত সুস্থির হইবেন। বিষ্ণু এই কথা মহাদেবের গোচর করিয়া আরও কহিলেন, হে দেব! ধরণী যখন অন্তনিপীড়িত হইয়া নিম্নে শতযোজন পরিমিত ভূতলে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবেন, সেই সময়ে আমি শৃঙ্গবরাহ রূপ ধারণ করত জল নিমগ্ন হইয়া ইহাঁর পুনরুদ্ধার সাধন সহকারে সেই দেহেও (আমি) পরম সুখে অবস্থিতি করিব। অতঃপর হে পরমাত্মন্! অতি তেজস্বী শক্তিধর নামে তোমার এক সন্তান উৎপন্ন হইয়া দেবগণের সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিবেন। হে মহাদেব! আদি বরাহ বিনষ্ট হইলে তাঁহার বিপুল তেজোরাশী বিনিঃশৃত হওত কোটী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিবে। সেই সময়ে তিনি স্বয়ং (বরাহপুত্র) সুবৃত্ত, কনক, ও ঘোর হইতে তেজোরাশি আকর্ষণ করিলে, অতুল তেজভাগ বিষ্ণুতে নিহিত থাকিবে এবং উহারা সকলেই তখন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবেক। যাহা হউক, হে ঋষিগণ! বিষ্ণু, মহাদেবকে এইরূপ উপদেশ করিলে, শরভরূপী মহাদেব, বরাহরূপী হরিকে এবং তদাঙ্গজ (সুবৃত্ত, কনক, ও ঘোর এই) ভ্রাতৃ-ত্রয়কে কঠিনরূপে তুণ্ডাঘাত দ্বারা জলে নিপতিত ও তাঁহাদের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন।

হেতত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ! বরাহগণ এইরূপে বিগত প্রাণ হইলে তাঁহাদের অংশ চতুষ্টয় আসিয়া ভর্গের সম্মুখীন হই-

লেন। অনন্তর বরহাগণ ষট্ ত্রিংশৎ সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া জটাজুট ও অর্দ্ধ চন্দ্রে পরিশোভিত হয়েন। এই কালে উহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও যোগাভ্যাস সহকারে ঈশ্বর চিন্তায় চিত্ত অভিনিবেশ করেন। এইরূপে ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও কল্মষরাশি বিনষ্ট হইলে, শরভরূপী মহেশ্বরের প্রীতিকর কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। ঐ যোগী গণ, কাম ক্রোধাদি বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় ধ্যানাবলম্বনে মহেশ্বরকে চিন্তা করিলে, তিনি উহাঁদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অতি সুরম্য, মনোহর ও পবিত্র কৈলাশ শিখরে গমন করিলেন। তথায় ষোড়শ সমাখ্যা ব্রতাবলম্বী হওত সিংহ ও ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করিয়া অনিমাদি নামক যোগাশ্রয় পূর্ব্বক নিরন্তর সেই জ্যোতিস্বরূপ মহেশ্বরের চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকিলেন।

এদিকে কামরূপী শৈবগণ হরের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে চিত্র বিচিত্রাদি নানা রাগ, মনোহর সুগন্ধী গন্ধ, মাল্য, সুচিত্রিত বসন ও ভূষণাদিরূপে তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। কেহ দ্বারপাল রূপে অবস্থান করে। কেহ বা বিমান হইতে (ধ্যান পরায়ণ মহাদেবের নিমিত্ত) জল আনয়ন পূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যা করে। নবকোটি প্রমথগণ শেল, শূল, মূষল, মুদ্গার, পরশু, ও পট্টিশ প্রভৃতি ধারণ করিয়া ভীষণরূপে গর্জ্জন করত ত্রিলোক কম্পিত করিয়া থাকে। কোটীত্রয় ভূতযোনিজ বিশুদ্ধ রাগ লয় সমন্বিত সঙ্গীত ও

মৃদঙ্গ বংশী, বীণাদি যন্ত্র সহকারে বাদ্য ও তত্ত্বালে নৃত্য করত তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে। কোন কোন কামরূপী সর্ব্বত্র গমনশীল স্বেচ্ছাচারী নানা শাস্ত্রবিৎ প্রমথগণ শিবের তুষ্টি বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকে।

হে মনুজ শ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে ঐ সকল প্রমথেরা অমর নগরীতে অবস্থিতি করিয়া, নিরন্তর সেই সতীনাথের অর্চ্চনা ও সেবা করিয়া থাকে। ঐ সকল প্রমথগণ বজ্রবৎ কঠিনরূপে পাপাত্মা দুর্জ্জনগণকে যাতনা প্রদান পূর্ব্বক, একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিকগণকে সততই আশ্রয় দানে রক্ষা করিয়া থাকে। বরাহগণের নিধনসাধনার্থ ত্রিংশত কোটী গণ উৎপন্ন হইয়া এইরূপে মহাদেবের প্রীতি সাধন করত ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

হে ঋষিগণ! যৎকালে শরভরূপী মহাদেব, বরাহ ও নৃসিংহ রূপী ভগবান্ পরস্পর সাক্ষাৎ করেন, তখন পরমাত্মা হরি, উহঁাদের দর্শন করিয়া ভীষণ চীৎকার করিলে, তাঁহার মুখ হইতে নানা রূপধারী অসংখ্য গণ উৎপন্ন হয়। শরভ হইতে যে সকল গণেরা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা অতিশয় ক্রূরমতি ও কুটিল, এজন্য উহারা সদতই কূট যুদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ সকল গণেরা উৎপন্ন হইয়া অতি যত্ন ও ভক্তির সহিত মহাদেবের পরিচর্য্যা করিত। তাহারা জীবনধারণোপযোগী আহার কার্য্যেও বিরত থাকিয়া প্রভুর প্রীতিকর কার্য্য দ্বারা নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করিত। তাহাদের

ভোজনের সময় ফল মূলাদি যাহা কিছু আহরণ করিত তৎসমুদায়ই আপন প্রভু প্রমথ পতিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিত না। ঐ ক্রূর শৈবগণেরা কেহই সামিষ ভোজন করিত না। কিন্তু মধুমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে (শিব চতুর্দ্দশী) মহাদেব স্বয়ংই উহা গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তগণও অতিশয় প্রীতিসহকারে কেবল ঐ দিবসমাত্র মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিত। যাহা হউক, বরাহগণ নিহত হইলে পর শৈবগণ সকলেই চতুর্ভাগে বিভক্ত হওত ভর্গের অনুগামী হইলে, ব্রহ্মার বচনানুসারে উহাদিগকে ভুতগ্রাম বলা যায়।

হে তাপসবৃন্দ! শৈবগণ যেরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের আকার প্রকার ও আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল, তাহা আমি তোমাদিগকে নিজ মতি অনুসারে আনুপূর্ব্বিক সকলই অবগত করিলাম। এই মহাপাপ নাশক ও পুণ্যপ্রদায়ক শৈবোপাখ্যান যোগ বৃত্তান্ত প্রত্যহই শ্রবণ করিলে নরগণ দীর্ঘজীবি হয় এবং সদাকাল পরমানন্দ লাভ করিয়া যোগাশ্রয় করিতে সমর্থ হয়।

কালিকা-পুরাণে পারিষদোৎপত্তির্নাম
ত্রিংশত্তমো অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো! সেই আদি বরাহদেবের দেহ কি রূপে যজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইল?

স্বৃত্তাদি তাঁহার তনয়গণের দেহই বা কিরূপ প্রকারে যজ্ঞের অস্তিত্ব রূপে পরিণত হইল? জলক্ষয়কর মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ নারায়ণ কেনই বা মৎস্য রূপী হইয়া বেদের উদ্ধার সাধন ও একবার এই বিশ্ব বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার তাহার সৃষ্টি করেন? হে গুরো! মহাদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়া কি জন্য শরভ দেহ একবার ধারণ করত পুনরায় তাহা পরিত্যাগ করেন, এবং শূকর দেহ ধারণে কেনই বা নারায়ণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া ছিল? আপনি, হে মহামতে! এই সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে বিদিত আছেন; অতএব এক্ষণে অনুকম্পা প্রকাশ করত তৎসমুদায় সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র ও চরিতার্থ এবং আমাদের কর্ণকুহরকে অমৃত রসাভিষিক্ত করুন।

অনন্তর দ্বিজশার্দ্দূল মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে মহোদয় গণ! আপনারা আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি পবিত্র ও প্রীতিকর, এবং তাহা বেদপাঠের ফল প্রদ। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অত্যদ্ভুত বিষয় সকল আমি একে একে বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতেছি আপনারা (তাহা) এক চিত্তে শ্রবণ করুন।

হে তাপসবৃন্দ! প্রথমতঃ দেবগণ যজ্ঞেতে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যজ্ঞের দ্বারা এই ভারাবনত ধরণী সুরক্ষিতা হয়েন। যজ্ঞই সমস্ত সংসারবাসী জীবগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, এবং যজ্ঞেতেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পর্য্যন্য হইতে যে পরম-

অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই ভূতগণের একমাত্র জীবন রক্ষাকর অন্ন; সেই অন্নবর্দ্ধনকর পর্যন্য কেবল যজ্ঞ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ! এই হেতু সকলই যজ্ঞময় বলিয়া কথিত হয়।

হে শ্রোতৃবর্গ! আমি যেরূপে কহিতেছি, তোমরাও তেমনি এক মনে শ্রবণ কর। যৎকালে বরাহদেব নিহত হইয়াছিলেন তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা, জগৎ পাতা বিষ্ণু, কালাঅন্তক মহেশ্বর ও অমরাধিপ ইন্দ্র এবং অপরাপর দেবতা ও দিকপালগণ ভর্গের সহিত মিলিত হইয়া জলে নিপতিত সেই মৃত শূকরদেহ গ্রহণ করত স্ববলে উর্দ্ধস্থ আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে উহা বায়ুভরে পরিচালিত হইয়া উর্দ্ধ পথেই যেন ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় শাণিত চক্র দ্বারা সেই উৎক্ষিপ্ত মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করেন। হে ঋষিগণ! সেই কর্ত্তিত শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে পৃথক্ পৃথক্ নামে যজ্ঞ সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। হে তপোনিষ্ঠ ঋষি সকল! যে কারণে উক্ত শরীর হইতে যে সমস্ত যজ্ঞ উৎপন্ন হয়, তাহা এক্ষণে আমার নিকট বিস্তারিত রূপে শ্রবণ কর। হে ঋষিগণ! সেই শরীরস্থ ভ্রূযুগল ও নাসিকার সন্ধিস্থল হইতে জ্যোতিষ্টোম নামে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। কর্ণ হইতে বহ্নিষ্টোম, চক্ষু ও ভ্রূর সন্ধি হইতে ব্রাত্যষ্টোম উৎপন্ন হয়। মুখ ও ওষ্ঠের সন্ধি হইতে পৌনষ্টোম, জিহ্বামূল হইতে বৃদ্ধষ্টোম, অধোজিহ্বা (আলজিব্)

হইতে অতিরাত্র নামক যাগ উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, তর্পণ, বহ্নিহোম, বলিবৈশ্য, অতিথি সেবার্থ অন্নযজ্ঞ, এবং স্নান, ও স্নান-তর্পণাদি নিত্য যজ্ঞ, ইহারা কণ্ঠ ও জিহ্বা হইতে সমুৎপন্ন হয়। তাঁহার চরণ স্থল হইতে বাজিমেধ, মহামেধ ও নরমেধ এবং অপর অপর জিঘাংসা উত্তেজক যজ্ঞ সকল উৎপন্ন হয়। রাজসূয়, বাজপেয়, গ্রহযজ্ঞ, ইহারা পৃষ্ঠস্থল হইতে উৎপন্ন হয়। হৃদয় সন্ধি হইতে, প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ,দান, শ্রদ্ধা,এবং সাবিত্রী বা গায়ত্রী যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। মেঢ্র হইতে সংসারবাসিদিগের নিত্য প্রায়শ্চিত্তকর যজ্ঞ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পাদদেশ (খুর) হইতে রক্ষমন্ত্র, সর্পমন্ত্র, অভিচার মন্ত্র, এবং গোমেধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার লাঙ্গুলের সন্ধি হইতে মায়েষ্টি ও পরমেষ্টি, গীষ্পতি, এবং অগ্নিসোম ও নৈমিত্তিকাদি ও সংক্রান্তিজনিত অনুষ্ঠিত যে সমস্ত যজ্ঞ এবং দ্বাদশ বার্ষিকী ব্রত ও তীর্থ সকল উৎপন্ন হয়। নাভি সন্ধি হইতে, যজু (স্বাহা) আকর্ষণ, উৎকর্ষণ এবং অর্কপাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋচ মন্ত্র, ক্ষেত্র যজ্ঞ, এবং পঞ্চমার্গ, (হেরম্ব) ও অভিযোজন, ইহারা জানুজাত।

হে দ্বিজগণ! এইরূপে অষ্টাধিক এক সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামের যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার আরও কিছু কিছু কহিতেছি শ্রবণ কর। সেই বরাহের মুখ ও নাসিকার সংযোগস্থল হইতে স্রুক ও স্রুব উৎপন্ন হয়।

শ্রবণরন্ধ্র হইতে ইষ্টা অর্থাৎ যাগাদি পূর্ত্ত অর্থাৎ জলাশয়াদি ও স্বাহা এবং ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। তাঁহার দন্ত হইতে যপ, রোম হইতে কুশ এবং অগ্র পশ্চাৎ ও বাম এবং তদিতর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উদ্গাতা, অধ্বর্য্য, হোতা এবং সাবিত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার নখর হইতে পুরোরবা, নেত্র হইতে চরু ও যজ্ঞকেতু এবং মধ্যভাগ হইতে বেদী ও মেঢ্র হইতে আজ্যপাত্র ও ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার স্বর হইতে মন্ত্র সকল, পৃষ্ঠ হইতে যজ্ঞস্থল, হৃদয় হইতে যজ্ঞ, আত্মা হইতে যজ্ঞ-পুরুষ এবং কক্ষ হইতে মেখলা সমস্ত উদ্ভূত হয়। এবম্প্রকারে সেই শূকরদেহ হইতে হবি ও যজ্ঞাদির উপকরণ উৎপন্ন হইলে সেই দেহ যজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর হে দ্বিজেন্দ্রগণ! কমলজাত বিরিঞ্চী, গরুড়াসন বিষ্ণু ও পিণাকধৃক্ মহাদেব, এইরূপে যজ্ঞবিধান করিয়া সুবৃত্ত, কনক, ও ঘোর এই ভ্রাতৃত্রয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ ভাগত্রয়ে পিণ্ডাকার করেন। পরিশেষে ব্রহ্মা সুবৃত্তকে মুখবিনিঃসৃত বায়ু সহকারে অগ্নিসাৎ করিয়া থাকেন; তাহাতে দক্ষিণাগ্নি প্রজ্জলিত হয়। মধুকৈটভারি বিষ্ণু গার্হপত্যাগ্নি স্থাপনার্থ ঐরূপে কনককে ভস্ম ও পশুপতি মহাদেব, আহবণীয় অগ্নি স্থাপনার্থ ঘোরের দেহ দহন করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মপুত্রগণ! এই দিক্পালস্বরূপ ত্রিবিধ অনল জগতের মূল, ও ইহাঁরাই জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন। এই অগ্নি যেস্থানে অবস্থিতি করেন, সানুচর সার্দ্ধ ত্রিকোটী দেবগণ তথায় প্রহৃষ্ট মনে নিয়তই বিরাজ-

মান থাকেন। এই অগ্নিতে নিত্য আহুতি প্রদান করিলে সদতই জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে। যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে একান্ত মনে এই অগ্নির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ইহাঁ হইতে ধর্ম্মার্থ কামাদি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তরে পরম সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

ঋষিগণ! বরাহদেব ও তাঁহার পুত্রেরা যেরূপে যজ্ঞত্ব (যজ্ঞের অস্তিত্ব) ও ত্রিবিধ প্রকার পরম পূজনীয় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তারিতরূপে তোমাদের গোচর করিলাম; সম্প্রতি আর আর বিষয় কহিতেছি, এক-চিত্তে শ্রবণ কর।

কালিকাপুরাণে যজ্ঞাদি নির্ণয় নামক
একত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

—oo—

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাভাগ ঋষি সকল! পূর্ব্বকালে বারাহকল্পে ভগবান্ নারায়ণ জলশায়ী হইয়া যে অকালে প্রলয় করিয়াছিলেন; কেনই যে তিনি পুনর্ব্বার মৎস্যাবতার হইয়া জলমগ্না বসুন্ধরা ও বেদের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন? এক্ষণে সেই পাপ নাশক উপাখ্যান সকল কহিতেছি শ্রবণ কর।

ঋষিগণ! সিদ্ধগণের মধ্যে অতি সুবিখ্যাত ও হরিচরণ-প্রয়াসী মহামুনি কপীল, বিষ্ণু শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া,

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একদা স্বায়ম্ভুব মনুকে কহিয়াছিলেন, হে মনুশ্রেষ্ঠ! হে মহামতে! তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ। সম্প্রতি আমার এক প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। হে বিভো! এই নিখিল জগৎ তোমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, তুমিই ইহাকে প্রতিপালন কর। হে করুণাময়! তুমিই এই জগতের একমাত্র পতি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তোমারই আয়ত্তাধীন। তুমি দেব, মনুষ্য ও জন্তু এবং কীট পতঙ্গাদির একমাত্র প্রভু এবং তুমিই সনাতন। হে ব্রহ্মবিৎ! তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা ও তুমিই সকলের ঈশ্বর। হে ব্রহ্মণ্! তোমাতেই এই ভুবনত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে। হে গুণ সিন্ধো! আমার কথা এই যে, এই সংসারে তপশ্চরণ ব্যতিত শুভ ফল আর কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। তপঃপ্রভাবে মুনিগণ ভূত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সকলই অবগত হইয়া থাকেন; অতএব তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। হে প্রভো! এজন্য আমাকে কোন এক নির্জ্জন স্থান প্রদান করুন, যাহাতে আমি স্থিরভাবে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া, প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত বিদিত হইতে পারি। তৎপরে আমি পাপাত্মা দুর্জ্জনগণের কলুষ ও মোহনাশক জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞান কাণ্ড প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সুখের ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিব। হে নাথ! তুমি এই জগতের একমাত্র স্বামী। তুমিই পুজনীয় ও পরিপালক। এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কামনা পরিপূর্ণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু, কপীলের এই রূপ প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মুনে!

তুমি যে সংসারে জ্ঞান উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত আমার নিকট নিভৃত ও পবিত্র স্থান প্রার্থনা করিতেছ, সংসারে সেইরূপ স্থানের কিছুই অপ্রতুল নাই। অতএব আমি তোমার স্থানাভাব দেখিতেছি না। দেখ পুর্ব্বকালে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়মুৎপন্ন হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহার নিকট স্থানপ্রার্থী হইয়াছিলেন?—যখন মহাযোগী মহেশ্বর, দেবপরিমাণের ত্রিংশৎ বৎসর কাল অতিশয় তীব্রতর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহার নিকট স্থান যাচ্ঞা করিয়াছিলেন?—যখন দেবরাজ ইন্দ্র, তেজস্বী বীতিহোত্র, জীবনান্তকারী যম, রক্ষরাজ নৈঋত, জলাধিপ বরুণ, সদাগতি মরুৎ ও ধনাধিপতি কুবের, (ইহাঁরা) দিক্‌পাল হইবার প্রার্থনায় অতি দুরুহ তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাই বা কাহার নিকট স্থানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন? অতএব হে মহাত্মন্! এই পৃথিবীতে তোমারই বা স্থানের অনাটন কি? এখানে কত শত দৈবাবাস-তীর্থ ও পীঠ স্থান, কত কত পুণ্য ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে; হে মুনে! তন্মধ্যে যে কোন স্থানে তোমার অভিরুচি হয়, তুমি তথায় গমন করত যোগানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ দ্বারা গুণ প্রকাশক মহতী ব্রত পালন কর। তখন কপিল কহিলেন, হে মহাযশ! যেই স্থানে চিত্তশুদ্ধি ও মনের একাগ্রতা না জন্মে, সেই স্থলে কখনই স্থিরচিত্তে সাধনা হইতে পারে না। তাহাতে কেবল বৃথা কাল ব্যয় ও পণ্ড পরিশ্রম হেতু ক্লেশ

মাত্র হইয়া থাকে; বাস্তবিক প্রকৃতপক্ষে কিছুই ফল দর্শে না। মনু কহিলেন, হে মহামতে! নির্ম্মল ভাবে চিত্তের একনিষ্ঠতাই তপস্যার প্রধান উপযোগী, কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক স্থান কেবল নাম মাত্র। ফলতঃ আপনার বাক্যানুসারে আমার এই বোধ হইতেছে যে আপনার চিত্তবৈকুল্য উপস্থিত হইয়াছে। এই চিত্তবৈকুল্যতা মুনিগণের নিতান্ত অনিষ্টকর ও অশোভনীয়; অতএব তাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মনুর এবম্প্রকার বচন পরম্পরায় আকর্ণন করিয়া মহামুনি কপীল অতিশয় ক্রোধভরে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তাঁহাকে কহিলেন, মনু! আমি কেবলমাত্র তোমাতেই বিশ্বাস করিয়া তপস্যা সত্বর সুসিদ্ধ করিব, এই মানষ সহকারে তোমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি জগৎপতি এই মনে করিয়া গর্ব্বিতভাবে আমাকে উপেক্ষা করিলে-প্রমত্ত বারণের ন্যায় আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া আমার অবমাননা করিলে; সম্প্রতি তোমার এই প্রগল্‌ভতার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। তুমি যেমন আমাকে সদর্পে আমার "চিত্তবৈকুল্য হইয়াছে" বলিয়া আমার মনঃপীড়া প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ তুমিও এখন পীড়িত হইবে। মনু! তুমি জগতের অধিপতি বলিয়া যেমন অহঙ্কারে আমায় তাচ্ছল্য করিয়াছ, সেই রূপ এই দেব, দানব, (অসুর) যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, কিন্নর এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজসমন্বিত তোমার

এই জগৎ অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। আর যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে পুনরুদ্ধার, পালন ও কালে লয় করিবেন, তিনিও আমার এই বাক্যে জিঘাংসা পরবশ হইয়া ইহার সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবেন। মনু! তোমার এই অহঙ্কার-জনিত পাপে ও আমার এই অভিসম্পাত বাক্যে ধরণী সত্বর জলমগ্না হওত বিনষ্ট হইবে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহামুনি কপীল, স্বায়ম্ভুব মনুকে এই রূপে শাপ প্রদান করত রোষভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু, কপীলের এতাদৃশ রৌদ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষাদিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা মৌন-ভাবে জগতের মঙ্গল কারণ ভাবী প্রতিপদ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টি বিষয়ের আন্দোলন করত পরমেশ্বর গরুড়ধ্বজ নারায়-ণের স্মরণাপন্ন হইতে মানস করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গত হইয়া অতি পবিত্র কীর্ত্তি ভাগীরথী পরিশোভিত বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। হে ঋষিগণ! ঐ বদরিকাশ্রম পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে সর্ব্বদাই বিরাজিত, তথাকার বদরী বৃক্ষ সকল ফল ফুলে অবনত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করে! শুষ্কপত্র বিরহিত সেই বৃক্ষ, শীতল-কণা প্রবাহী ভাগীরথীর নির্ম্মল ও পবিত্র শলিল, তাহার সর্ব্বভাগে স্পর্শ করত অতিশয় পবিত্র ও শোভনীয় হওয়াতে যোগান্দ্র মুনীন্দ্রগণেরও অতিশয় প্রীতিপ্রদ আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। তথাকার বৃক্ষ মূলে দেবর্ষি, রাজর্ষি, পরম-হংস প্রভৃতি মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই আগমন করত যোগাবলম্বন

ও তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ স্থান জগতের মধ্যে ব্রহ্মর্ষিগণের শান্তসমাহিত হইয়া যোগাভ্যাস করণের যথাযোগ্য স্থল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

হে ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মনু তখন সেই পবিত্র বদরিকাকাশ্রমে আগমন পুরঃসর তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি মিতাহারী হইয়া সেই কারণের কারণ স্বরূপ হরির ধ্যান ও আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই হরি, যিনি এই সমস্ত জগতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় কারণ, যিনি নবীন জলদের ন্যায় মনোহর দৃশ্য ও নীলোৎপল সদৃশ যাঁহার নয়নকমল অতিশয় প্রফুল্ল, এবং যিনি চতুর্ভুজ বিস্তার করত শঙ্খ, চক্র ও গদা, শার্ঙ্গে শোভিত হইয়া থাকেন; যিনি পীতবাস পরিধান করত গরুড়াসনে উপবেশন করিয়া নয়নের অলৌকিক প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকেন, তিনিই জগন্ময় ও তিনিই ঈশ্বর। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনিই জগতের বীজস্বরূপ। সেই সহস্র হস্ত ও মস্তক বিশিষ্ট বিশ্বব্যাপী অজরূপী বিশ্বাত্মা নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। হে ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকারে অতি ভক্তি সহকারে এক মনে সেই বাসুদেবের আরাধনা করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ক্ষুদ্র মীনরূপ ধারণ করত কর্পূর কলিকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে উদারচেতা তপোধন্! হে মহাভাগ! আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে

পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি সামান্য মৎস্য বলিয়া মহামীনগণের সহিত যুদ্ধে নিত্যই পরাজিত হই। এক্ষণে তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হওয়ায় আমি প্রাণভয়ে আপনার নিকট পলাইয়া আসিয়াছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করত পৃথিবীতে সৎকীর্ত্তি ও সুযশ বিস্তার করুন। হে মুনে! হে কৃপাময়! স্থিরসরোবরস্থিত পাদপছায়া সকল কম্পিত করত যখন সেই প্রকাণ্ড মীনগণ সমবেত হইয়া আমাকে বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আমি ভীত ও নিরুপায় হইয়া আপনার একান্ত স্মরণাপন্ন হইলাম, হে দীনবৎসল! এই আর্ত্তজনকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়া জগতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও যশোরাশী বিস্তার করুন।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মনু সেই মীনের বাক্য আকর্ণন করিয়া অতিশয় দয়াপরতন্ত্র হইলেন, তিনি তখন আপন করোদরে জল গ্রহণ পূর্ব্বক মৎস্যকে তথায় রাখিয়া তাহার বিচরণ-ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতাকার হইলে তাহাকে এক জল পরিপূর্ণ মৃৎকটাহে রক্ষা করিলেন। এই রূপে ঐ মীন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলে যোগীন্দ্র তাহাকে এক তোয়পূর্ণ বৃহৎ অলিঞ্জর মধ্যে স্থাপন করিলেন। মীনকায় তাহাতেও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কালিকাপুরাণে দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোহধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ক্ষুদ্র মীন যখন সেই অলিঞ্জর মধ্যে থাকিয়া প্রবলকায় হইল, তখন মহামুনি স্বায়ম্ভুব মনু তাহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক স্বহস্তে ধারণ করত এক সুবিস্তীর্ণ জলাশয় শোভিত প্রান্তরে গমন করিলেন। ঐ প্রান্তর এক যোজন বিস্তৃত ও উহার সার্দ্ধ যোজন প্রমাণ আয়তন ছিল। তথায় সুদীর্ঘ কুবলয় প্রস্ফুটিত স্বচ্ছ ও শীতল শলিল বিশিষ্ট এক মনোহর সরোবর ও তৎপুলিনে অতি মনোরম চতুবর্গ ফল প্রদ নারায়ণের এক মন্দির জাজ্বল্যমান ছিল। মহামুনি মনু তথায় উপনীত হইয়া সেই মীন-ক্রীড়ণক সরোবরে আপন করস্থ মীনকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মীন জলে নিপতিত হইয়াই সুদীর্ঘ শরীর বিস্তার করত ঐ সরোবরের পূর্ব্ব ও তদিতর তটদ্বয়ে আপন মস্তক ও নিম্ন ভাগ রক্ষা করিল। তখন সেই দীর্ঘ শরোবরও তাহার দেহ রক্ষার উপযুক্ত স্থল না হওয়াতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মনুকে কহিতে লাগিল, হে মুনে! আমাকে উপযুক্ত স্থান দানে রক্ষা কর। অনন্তর মুনীবর সেই সামান্য মৎস্যের ক্রোশৈক পরিমিত দেহ দেখিয়া অতিশয় বল ও যত্ন পূর্ব্বক স্বহস্তে উহাকে ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে অতি বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই কালে হে ঋষিগণ! সেই মীন-

রূপী বিশ্বাত্মা ভগবান্, স্বয়ং শরীর সংকোচ করাতে পূর্ব্বাপেক্ষায় লঘুতর হইয়া পড়িল। তখন মনু সেই অণ্ডজাত মৎস্যকে স্বকীয় স্কন্ধে লইয়া মহাসাগরে নিক্ষেপ করত কহিলেন, মৎস্য রাজ! এখন তোমার যত ইচ্ছা তুমি স্বেচ্ছা সুখে ততই আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া পরম সুখে এই স্থানে অবস্থিতি কর। এখন আর কেহই তোমার হিংসা করিতে পারিবে না; তোমার শরীর এই অবধি সম্যক বর্দ্ধিত হউক।

অনন্তর লোক ভাবন মনু, সেই মীনের পূর্ব্বতন লঘু ও ক্ষীণদেহ পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন, এমন সময়ে সেই মৎস্যরাজ পূর্ণ অর্থাৎ প্রকাণ্ড শরীর প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই সমুদ্রের জল রাশীতেও আপন শরীর পরিচালনে অসমর্থ হইয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন।

মহামুনি স্বায়ম্ভুব মনু এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল স্থিরভাবে চিন্তা করত সেই মৎস্যকে কহিতে লাগিলেন। মনু কহিলেন, হে মীন! তোমাকে প্রকৃত মীন বলিয়া আর আমার বিশ্বাস হয় না; অতএব তুমি সত্য করিয়া আপন পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ কর। তোমার লঘুত্ব ও মহত্ত্বাদি কাণ্ড দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত ও হত বুদ্ধি হইয়াছি। হে বিভো! তুমি কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু না মহেশ্বর? হে মহামতে! হে মীন রূপধারি! তোমার এই কল্পিত দেহ, পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপতঃ আমার নিকট প্রকাশিত হও। অতঃপর

ভগবান্ কহিলেন, হে মুনে! আমি তোমার সেই আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা। তুমি যে কারণে ও যে ভাবে আমাকে আরাধনা করিতেছিলে, এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত সেই ভাবে তোমাকে দর্শন প্রদান করিলাম; অতএব তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্বায়ম্ভুবমনু, অমিততেজা বিষ্ণুর সেই সকল কথা শ্রবণ করত চমৎকৃত হইয়া তাঁহার স্তব ও আরাধনা করিয়াছিলেন। লোকশ্রেষ্ঠ মনু কহিলেন, হে পরমেশ্বর! হে পরমাত্মন্! তুমি এই জগতের একমাত্র প্রধান কারণ। হে বিভো! তুমি অব্যক্তভাবে স্থিতি করিয়া এই জগৎ পরিপালন কর। হে জগৎপতে! তোমার আজ্ঞানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, নিরন্তর ভ্রমণ করত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। হে করুণাময়! তুমিই সৃষ্টির সারভূত। হে পরমাত্মন্! হে মঙ্গলালয়! তুমি এই জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া থাক। হে বিশ্বব্যাপিন্! তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাকে ও অনন্তরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া থাক। হে সর্ব্বেশ! তুমি এইরূপে কোটী কোটী জগৎকে আপন মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিয়া থাক। হে অখিলাত্মন্! তুমি নিজে অযোনিজ-স্বয়ম্ভু-জন্ম মৃত্যু রহিত; কিন্তু তোমা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া লোকে তোমাকে জগদ্যোনি কহিয়া থাকে। হে জ্ঞানময়! তুমি হস্ত পদাদি বিহীন হইলেও সদাগতির ন্যায় সর্ব্বত্র

গমন ও পাণি বিশিষ্ট হইয়া এই জগৎ ধারণ কর। হে লোকেশ! তুমি তেজোময় হইয়াও কিছুরই গ্রাহ্য নহ। হে পরাৎপর দেবনাথ! তুমিই একমাত্র আদি ও তুমিই সকলের অনাদি। হে আদি পুরুষ! হে আদিনাথ! প্রলয়ান্তে তোমার শরীরজাত তেজস্পুঞ্জ, একার্ণবস্থায়ী জলরাশীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বীজ স্বরূপে পরিণত হইয়া তদ্বারায় এক অণ্ড ও সেই অণ্ডে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে জগদীশ্বর! তুমি একমাত্র নিরাধার ও বিশ্বের আধার। তুমি কারণ বিহীন ও সংসারের একমাত্র কারণ। হে বিশ্বেশ্বর! হে প্রভো! হে জগৎপতে! হে সর্ব্ব শক্তিমন্ পরমেশ্বর! আমি একান্ত ভক্তি সহকারে তোমাকে বার বার নমস্কার করি। (মনু কহিলেন) হে অখিলাত্মন্! তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই ত্রিবিধ গুণাশ্রয় করত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে স্থিতি কর। হে বহুরূপি! অসুর প্রভৃতি দুর্দ্দান্তগণের দৌরাত্ম্যে অবনী ভারাক্রান্ত হইলে তুমি আপন অংশ হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলভদ্র, বুদ্ধ ও কল্কি, এই দশবিধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহার ভার হরণ করিয়া থাক। হে পরমেশ! তোমার অলৌকিক কার্য্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? তুমি অণু হইতেও অণীয়াণ্ ও মহৎ হইতেও মহীয়াণ্। তুমি স্থূল হইতেও স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, হে ভগবন্! তোমাকে ভক্তি সহকারে বার বার নমস্কার করি। হে মহাভাগ! তুমি সহস্র শীর্ষ, সহস্র

চরণ, ও সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট এবং তুমিই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি তোমার চরণ প্রার্থী ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হও। হে মীনরূপি ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে জগদানন্দ! হে ভক্তবৎসল! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! ভগবান বাসুদেব এইরূপে স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক আরাধিত হইলে, তিনি জীমূত মন্দ্র গভীর ও অমিয় বচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ভগবান কহিলেন, ঋষে! অদ্য আমি তোমার পূজায় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তোমাতে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এজন্য তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে আমার আর কিছু মাত্রও বাধা নাই। এখন তুমি (স্বেচ্ছা সুখে) অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। মনু কহিলেন, হে দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে, এই জগতের মঙ্গলকর বর আমাকে প্রদান কর। হে প্রভো! পূর্ব্বে মহানুভব কপিল আমাকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, আমি তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার অভিসম্পাৎ বাক্যে এই জগৎ বিনষ্ট হইবে, এবং যাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা তাঁহারাও তৎপক্ষে সাহায্য করত ইহাকে জলশায়ী করিবেন। হে নাথ! এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যেন সেই বিপদুদ্ধার হয়, এই প্রকার বর আমাকে প্রদান কর। নারায়ণ কহিলেন, মুনে! কপিল কখনই

আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এজন্য সেই মহা প্রাজ্ঞ কপিলের বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে। তিনি যাহা যাহা কহিয়াছেন, তৎসমুদায়ই সফল হইবেক। যেহেতু মহাত্মাগণের বাক্য কদাচই মিথ্যা ও বিফল হয় না। আর আমিও সেই মুনি বাক্যের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া তোমাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, মহাত্মা কপিল তোমাকে যে অভিসম্পাত করিয়াছেন তাহার যেন কদাচই অন্যথা না হইয়া বরং সত্য হয়। হে মনো! সেই মুনিবাক্যক্রমে যখন এই ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন ও সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে তখন আমি কোনমতেই সেই জল শোষন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। এজন্য সম্প্রতি তোমাকে এক সৎপরামর্শ কহিতেছি অবধান কর। মনো! তুমি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সকল আহরণ করত তাহাতে সুদৃঢ় দশ যোজন বিস্তৃত ও নয় যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশতি যোজন আয়ত্তের রজ্জুযুক্ত এক বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত কর; তাহা হইলে সেই অর্ণব-জলে তাহার আর কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ঋষে! মায়ার প্রসাদে সেই রজ্জু সুদৃঢ় হইলে তাহাতে আর কোন ভয়ই থাকিবেক না। হে মহর্ষে! সেই নাবীতে এই নিখিল জগতের বীজ, বেদ চতুষ্টয়, সপ্ত ঋষি ও দক্ষের সহিত তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অবস্থিতি করিও। অনন্তর স্রোতবেগে যখন উহা কিয়দ্দূর চালিত হইবে তৎকালে তুমি আমাকে স্মরণ করিও। আমি তোমার স্মরণ মাত্রে তথায় আসিয়া উপনীত হইলে, তুমি আমার কৃষ্ণশৃঙ্গ দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিবে। তখন আমি

আমার এই সুদৃঢ়পৃষ্ঠে তোমার নৌকা ধারণ করিলে তোমার যে সকল আশঙ্কাই বিদূরিত হইবে তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর হে ব্রহ্মণ্! যখন সংসার জলে প্লাবিত হইবে, তৎকালে তুমি তোমার সেই নৌকার দৃঢ় রজ্জু আমার কঠিন শ্যামশৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া দিবে। সেই সময় হইতে দেবপরিমাণের সহস্র বৎসরকাল আমি ঐ তরণী আপন পৃষ্ঠে বহন করত জল শোষন করিয়া পুষ্কর দ্বীপবর্ত্তী হিমাচলের উচ্চ শিখরদেশে উহাকে বন্ধন করত যাবৎ সমস্ত জল পরিশুষ্ক না হয়, তাবৎ রক্ষা করিব। অতএব হে ব্রহ্মণ্! তুমি আমাকে সেই সময়ে স্মরণ করিলেই আমি তোমার নিকট আবির্ভূত হইব ও তুমিও তখন আমার জলদ সদৃশ এক শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে চিনিতে পারিবে।

হে মনো! অতঃপর তুমি সৃষ্টির মানস করিলে আমার প্রসন্নতায় ত্রিলোকের অজ্ঞেয় ও দুর্লভ অক্ষয় ও অচ্যুত রত্ন প্রাপ্ত হইবে। ঋষে! তুমি যে স্তববাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি তাহাতে প্রসন্ন হইয়া সেইকালে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব। মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, ঋষিগণ! মীনরূপী ভগবান স্বায়ম্ভুব মনুকে এই রূপে বর প্রদান করিলে, তিনি তাঁহাকে অতি ভক্তির সহিত নমস্কার করেন। তখন তিনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু, হরির আদেশানুযায়ী যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক এক বৃহৎ তরণী ও তাঁহার বল্কল সমু-

ভূত তন্তুদ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করেন। অতঃপর যেইকালে ভগবান্ বরাহ ও শরভরূপী হরিহরের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল—যখন সমস্ত সৃষ্টিই জলমগ্ন হইয়াছিল, তখন তিনি সৃষ্টির বীজ, বেদচতুষ্টয়, সপ্তর্ষি ও দক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিয়া, কথিত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে উহাকে বন্ধন করত মীনরূপী ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই কালে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতানুযায়ী ভগবান্, মনোহর কৃষ্ণ বর্ণের এক শৃঙ্গধারী হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হয়েন। অনন্তর যাবৎ সেই তরণী প্রলয়কালীন একার্ণবের ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে নৃত্য করিতেছিল, মৎস্যরূপী পরমেশ্বর তাবৎকাল ঐ তরণীকে আপন পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাহার রজ্জু কঠিন রূপে আপন শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতিবাহন করেন। ক্রমে কালসহকারে সমস্ত জল শুষ্ক হইতে লাগিলে পঞ্চাশৎ শিখরধারী, দ্বিসহস্র যোজন পরিমিত উচ্চ হিমালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শৃঙ্গে সুদৃঢ় রূপে বন্ধন ও সংস্থাপন পূর্ব্বক জলশোষনার্থ স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ রূপ মৎস্যরূপে বেদোদ্ধার করত কপিলের অভিসম্পাতক্রমে অকালে সৃষ্টি নাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হে তাপসগণ! যেরূপে অকালে প্রলয় হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই আমি তোমাদিগকে বিস্তারিত রূপে অবগত করিলাম।

কালিকাপুরাণে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামতি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! অকাল প্রলয় শেষ হইলে, পুনর্ব্বার যেরূপে সৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে ঋষিগণ! প্রলয়ান্তে পরমাত্মা বিষ্ণু, প্রভূত বলশালী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কূর্ম্ম রূপে পর্ব্বতসহ এই ধরণীকে উদ্ধার করত সমভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। যৎকালে শরভ ও বরাহের পরস্পরে ঘোরতর দ্বন্দ যুদ্ধ হয়, কথিত হইয়াছে যে, তখন তাঁহাদের পদভরে পৃথিবী অধোগতা হইয়াছিলেন। সেই কালে কমঠরূপী ভগবান্ ধরণীকে পূর্ব্ববৎ আপন পৃষ্ঠে নিজ বলদ্বারা ধৃত করিয়া সমান ভাবে সুস্থির করিলে, অচিন্ত্য শক্তি সহস্র শীর্ষ অনন্তদেব, আপন মস্তকে ধরণীকে ধারণ করেন।

অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু ও মহারুদ্র মহেশ্বর, তরণীস্থিত সেই সপ্তর্ষি, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব মনু ও নরনারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, বরাহ ও শরভের সহিত তুমুল সংগ্রামে এই সৃষ্টি একেবারে রসাতলে গমন করিয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনারা আমাদের উপকারার্থে নর নারায়ণের সহিত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত হে ঋষিগণ! তোমরা পরম তপানুষ্ঠান সহ-

কারে ঐ নারায়ণকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, তাঁহারা জনলোক হইতে অমরগণকে আহ্বান করিয়া বহুতর গণ সৃজন করিবেন। আরও তাঁহাদিগের তপস্যাক্রমে নবগ্রহ ও নক্ষত্র সকল এবং চন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র গমনার্থ পথও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। হে মনো! তুমি এই জগতের বীজ লইয়া ইতস্তত বিক্ষেপ (বপন) করিলে, পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ অবস্থাকে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তুমি পুনর্ব্বার বৃক্ষ, লতা, ওষধি, তৃণ ও গুল্মাদি রোপন করিলে ধরণী ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া অতিশয় শ্রীসম্পাদন করিবে। অতঃপর আদি প্রজাপতি দক্ষ, সপ্তর্ষির সহিত পূর্ব্বকথিত বরাহতনয়ের শরীরানলে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিলে, আদিবরাহ এই যজ্ঞাগ্নি হইতে সৃষ্টির কারণরূপে উৎপন্ন হইবেন, তখন তিনি ঐ যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন।

অতএব হে মনো! তোমরা এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সৃষ্টি করিলে, তখন আমরা তোমাদের সেই সৃষ্টিকে নিত্যই পরিবর্দ্ধিত করিব, এক্ষণে তজ্জন্য তৎপর হও। তাহা হইলে পুনর্ব্বার সকলই পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পাইবে।

মার্কণ্ডেয় তখন ঋষিগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! অতঃপর প্রজাপতি বিধাতা, ভগবান বিষ্ণু ও বৃষভধ্বজ মহাদেব, সুমেরু, মন্দর, কৈলাশ ও হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত

হইলে, দক্ষের সহিত সপ্তর্ষিগণ, পৃথক পৃথক দেবাবাস অমরাবতীর সৃষ্টি করেন।

অনন্তর সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, স্বায়ম্ভুব মনু, সেই নৌকা পরিত্যাগ করত বীজ সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বপন করেন। তখন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ওষধি, কমনীয় তৃণ ও ধান্য সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে জীব-প্রফুল্লকর ও উপকারজনক জাতি, জুতি, মল্লিকা, মালতী, চম্পক ও অশোকাদি পুষ্প এবং পনশ, আম্র, হরিতকী, বিভিতকী নারঙ্গা ও রম্ভাদি উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর উপকার ও পূর্ব্বের ন্যায় অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিতে লাগিল।

অতঃপর মহাতপা নর ও নারায়ণ তীব্রতর তপস্যা দ্বারা হরিকে পরিতুষ্ট করত তৎপ্রভাবে পৃথক পৃথক বিনষ্ট দেবতাগণকে জনলোক হইতে প্রকাশ করেন। পরিশেষে মুনিগণকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দিক্পালগণকে সৃজন করেন। এইকালে নররূপী নারায়ণ সুতলস্থ নাগাদি এবং চন্দ্র সূর্য্যের রথগতির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট শূন্য-পথ ও দিবারাত্রের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মতনয় দক্ষ এই সকল অবলোকন করত পরম পবিত্র ও নির্ম্মল জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞান প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি পুনর্ব্বার কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, যমদগ্নি ও ভরদ্বাজ, এই সপ্ত মুনির সহিত দ্বাদশবৎসরব্যাপী এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করত দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবণীয়াগ্নিতে পুনঃ পুনঃ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চারি বর্ণের

প্রজা উৎপন্ন করেন। হে ঋষিগণ! অনন্তর দক্ষ, প্রজা বৃদ্ধি কারণ পুনর্ব্বার অতি রূপলাবণ্যবতী ত্রয়োদশ কুমারী সৃজন করিয়া মহামতি কশ্যপকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে সেই কশ্যপের অনেক সন্তান জন্মিলে তাহারা সংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফলতঃ কশ্যপ হইতেই এইরূপে সৃষ্টি বর্দ্ধিত ও রক্ষা হইয়াছিল।

হে মুনিগণ! অতঃপর সেই কশ্যপ পত্নীগণের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। হে ঋষিগণ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অলায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, প্রাধী, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা ও কদ্রু। এই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষের অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়বলিয়া, তিনি সংসারে দক্ষ নামে বিদিত হইয়া থাকেন। দশটি মানস সন্তানের মধ্যে চতুরানন ব্রহ্মার, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় জন প্রলয়কাল অতীত হইলে নিরন্তর সৃষ্টি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। মরীচি হইতে লোকভাবন কশ্যপজাত হইয়া দক্ষসুতা অদিত্যাদির সহিত গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! অতঃপর যে যে কশ্যপ পত্নী হইতে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের নাম আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ অদিতি হইতে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতৃ, ত্বষ্টা, এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। এই সকল কুমারগণ অদিতির গর্ভজ বলিয়া লোকে

আদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন। এই কাশ্যপেয়গণের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রধান ও গুণবান, তিনিই জগতে তাপ দান করিয়া ঐ বংশের বংশধর বলিয়া ও দিবাকর নামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন। দিতির গর্ভ হইতে মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যকশিপু নামে একমাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ঐ হিরণ্যকশিপুর চারি সন্তান। তাহাদের নাম প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাস্কল ও শিবি। এই পুত্র চতুষ্টয় অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। ষট্‌পদ মধুমক্ষিকার ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই হরিচরণামৃত রসাস্বাদনেই তৃপ্তি ও অতুলানন্দ লাভ করিত। উহাদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ প্রহ্লাদের বিরোচন, কুম্ভ, এবং নিকুম্ভ নামে তিন সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে বিরোচনের বলি নামে এক অতি দাতা ও দানশীল পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বলি রাজের শিবপরায়ণ শান্ত অদ্ভুত বীর্য্যশালী ও প্রভূত যশস্বী বান নামে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর বলির কুশুম্ভ ও মকরাদি নামে সহস্র হস্ত বিশিষ্ট শত শত সন্তান উৎপন্ন হয়।

হে ঋষিগণ! দক্ষসুতা দনুর যে চত্বারিংশত তনয় উৎপন্ন হইয়াছিল সম্প্রতি তাহাদের নামও শ্রবণ কর। বিপ্রচিত্তি, সম্বর, নমুচি, পুলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, হয়শীরা, অশ্ম শীর্ষ, হয়, শঙ্কু, বিয়ন্মূর্দ্ধা, মহাবল, বেগবান, কেতুমান, সূর্য্য, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কণ্ডু, বৃষপর্ব্ব, অজক, হয়গ্রীব, সূক্ষ্ম, হুণ্ডু, মণ্ডল, উর্দ্ধবাহু, এক চক্র, বিরূপাক্ষ, হর, আহর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, পট, শরভ, সলভ,

ও চন্দ্র, সূর্য্য। হে ব্রাহ্মণগণ। ঐ চন্দ্র সূর্য্য দনুর পুত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা দেবযোনিজ। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দনুজ বংশই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অলায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, বশ ও বৃত্র নামে মহাবীর এই চারি সন্তান ছিল। ঐ প্রত্যেক সহোদরের শত শত পুত্র জন্মিয়াছিল। ঋষিগণ! কশ্যপ জায়া কালার বিনাশ, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু এই সন্তান চতুষ্টয় সঞ্জাত হয় এবং ইহাঁরাই অতি সুন্দর ও বলদর্পে দর্পিত হইয়া দানবগণের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; আর ইহাঁরাই জগতে কালেয়া (কালকেয়া) নামে বিদিত আছেন। সিংহিকার গর্ভে রাহু নামক একমাত্র ক্রূর সন্তান উৎপন্ন হয়। ইনিই পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্রকে বিমর্দ্দন করেন। ইহাঁ হইতে চন্দ্রার্ক মর্দ্দন, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্র বিমর্দ্দন, গণ, ক্রোধ, বসোনাম, ক্রূরকর্ম্ম ও বিমর্দ্দন উৎপন্ন হইয়া সাতিশয় নিন্দনীয় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করত অবস্থিতি করেন।

মুনিগণ! দাক্ষায়ণী ক্রোধারত্ত ঐরূপ বহুতর ক্রূর কর্ম্মী সন্তান উৎপন্ন হওত সিংহিকা বংশের সহিত মিলিত হইয়া মানবগণের অতিশয় অনর্থকারী ফল বিধান করিয়া থাকে। আর মুনি নামে কশ্যপের যে পত্নী হইতে এক মহাপ্রাজ্ঞ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শুক্র। সেই মহাকবি শুক্রই কালেয় প্রভৃতি দৈত্য ও দানবগণের আচার্য্য রূপে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন। শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করত অসুরগণের যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত

কর্ম্মচারী রূপে অতি তেজস্বী ও বহু গুণালঙ্কৃত ত্বষ্টাধর, অত্রি, সৌন, কৌন ও বাগ্মিন নামে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন।

হে ঋষিগণ! এইরূপে অসুর, দৈত্য, কালকেয়, ক্রোধাত্মজ ও সিংহীর তনয়াদির দ্বারা সংসার জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে। কালক্রমে উহাদের বংশজগণের দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, লোক সংখ্যা করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক, কশ্যপপত্নী বিনতার তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমী, (অরুণ) অনূরু, গরুড়, আরুণী ও বারুণী নামক সন্তানগণকে প্রসব করেন। কদ্রু শেষ, বাসুকী, ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কূর্ম্ম ও সুমনা ইহাদিগকে প্রসব করিলে, তাহারা কাদ্রবেয় বলিয়া বাচ্য হইয়া থাকে। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড় গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, পৃষ্টব, অর্কপৃষ্ট, প্রযুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুত, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ব্ববিদ্বসী, শানিশীর্ষ, পর্য্যন্য এবং কবি নারদ ইহাঁরা মুনির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়েন। ঐ কামিনী অনবধ্যা, সুস্বরা, সুস্মরা, মার্গনা, প্রিয়া, অসূয়া, সুভাগা ও ভাগা নামক কতিপয় পরম সুন্দরী তনয়াও প্রসব করিয়াছিলেন। প্রাধার নয় পুত্র বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হিপূর্ণ, পূর্ণতাঙ্গ, ব্রহ্মচারী রতিপ্রিয়, ভানু ও দশম। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অলম্বশা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপন্না, মহারম্ভা, অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুরতা, সুরজা, সুপ্রিয়া, বপু ও তিলোত্তমা এই কয় কন্যা ছিল। সেই কন্যাগণ অপ্সরা

বলিয়া জগতে বিদিত রহিয়াছে। ঐ বংশে অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা ও হুহু ইহারাও গন্ধর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। মারীচ হইতে, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি ও আর আর অপ্সরাগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ফলতঃ আদিত্যাদি দাক্ষায়ণী সকল হইতে যে সকল পুত্র কন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশপরম্পরায় এই ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হে ঋষিগণ! এইরূপে আকালীক প্রলয় অতীত ও যজ্ঞরূপ যজ্ঞবারাহ লয় প্রাপ্ত হইলে, মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু, নারায়ণ, অগ্নিত্রয় ও সপ্তর্ষির সহিত পুনর্ব্বার সৃজন কার্য্য আরম্ভ করিলে, ভগবান নারায়ণের প্রসাদে তাহা সম্যক্রূপে সমাধা হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণে চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঋষিগণকে কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে পশুপতি মহাদেব যেরূপে শরভদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই সকল কথা বিস্তারিত রূপে তোমাদিগকে কহিতেছি, এক মনে তাহা শ্রবণ কর।

ঋষিগণ! যখন যজ্ঞবরাহ বিনষ্ট হইয়াছিল, তখন লোক পিতামহ ব্রহ্মা জগতের কল্যান কামনায় সামবাক্যে শরভ-

রূপী শঙ্করকে কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! তোমার এই দেহভাগে বহু যোজন ভূভাগ আবৃত (যোড়া) হইয়া পড়ে, এজন্য হে সর্ব্বশক্তিমন্! তোমার এই সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড দেহ আশু সংকোচ (পরিত্যাগ) কর। হে করুণাময়! আর তোমার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জগৎ বিনষ্ট হয়,—যখন তুমি পরিক্রমণ, কর, তখন তোমার শরীর দর্শনে সমস্ত লোক ভীত হইয়া অতি ক্লেশে কালযাপন করে। এজন্য হে মঙ্গলালয়! তুমি ইচ্ছাসুখে এই অপকৃষ্ট দেহভার পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চলোকে গমন কর।

অতঃপর তপঃপরায়ণ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, চন্দ্রচূড় মহেশ্বর পিতামহের এইরূপ বাক্য আকর্ণন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই জলরাশীতেই আপন শরভতনু পরিত্যাগ করিলেন। যৎকালে শরভদেহ পরিত্যাগ করত মহাদেব উর্দ্ধলোকে গমন করিয়াছিলেন তখন, সেই অষ্টপাদবিশিষ্ট মৃত শরভদেহের দক্ষিণস্থ এক পাদ আকাশাভিমুখে গমন করিল। বাম পার্শ্বের এক পদ সূর্য্যলোকে গমন করিল। দক্ষিণের অপর এক পদ চন্দ্রাভিমুখে স্থিতি হইল। বামদিকস্থ পশ্চাতের এক পদ অনলাভিমুখে রহিল। অপর এক দক্ষিণ চরণ ক্ষিতিমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিল ও তাহার পার্শ্বস্থ এক বামপাদ জলে স্থিতি করিতে লাগিল। দক্ষিণের চতুর্থ পাদদেশ বায়ু মুখে গমন করিলে, অবশিষ্ট বাম চরণ যজমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এইরূপে সেই শরভ বপুধারী ধূর্জ্জটীর অষ্ট পদ বিভক্ত হইলে, তিনি স্বয়ং পরম পদ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ! সেই শরভের যে মধ্যভাগ পতিত হইয়াছিল, তাহা প্রচণ্ডরূপী কপালীভৈরব নামে কথিত হয়। ঐ শরভের মস্তিস্ক-মেদে যাহারা, মাসৈক-কাল-ব্যাপী পবিত্র অনলে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদের দ্বারা উহার আধার স্বরূপ যে মস্তকাবরণ (খুলি) তাহাতে দেবার্চ্চনার নিমিত্ত সুরা রক্ষিত হয় ও মনুষ্যগণ বলি প্রদানার্থ জীব হিংসা করিয়া তাহাদের শোণিত ঐ পাত্রে রাখিলে উহা অতি পবিত্র পানপাত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ঋষিগণ! ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বারত্রয় এই ধরণীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে ঐ কপালব্রতের পারণ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, কাপালী ব্রত হইয়া ও কপালী ভৈরব নামে সুবিখ্যাত হওত নিত্যই দেবগণের নিকট অতিশয় আদৃত হয়।

ঋষিগণ! অষ্টাদশ ভুজ বিশিষ্ট সেই ভৈরব অতিশয় ভীম দর্শন হইয়া থাকেন। তিনি শ্মশানে বিহার করেন ও দগ্ধ নরমাংস ভীষণরূপে চর্ব্বন করত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডা ও কালিকা প্রভৃতি নায়িকাগণের সহিত সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তাঁহার লোহিত্বর্ণ চক্ষু, এজন্য তিনি সাতিশয় লোহিতপ্রিয়। তাঁহার মুখমণ্ডল স্থুল, অধর অতিশয় দীর্ঘ এবং ওষ্ঠ হ্রস্ব। তাঁহার চরণযুগল প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যধারী স্তম্ভ হইতেও স্থূল ও তাঁহার অট্টহাস শব্দে চতুর্দ্দশ লোক কম্পিত হইয়া থাকে। এইরূপে সেই শরভদেহ হইতে ভয়ঙ্কর ভৈরব উৎপন্ন হইয়া ব্যোমকেশকে প্রণাম করত তাঁহার আদেশক্রমে প্রমথগণের সহিত সর্ব্বদাই

আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোক পূজিত ভৈরব কামার্থিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।

হে মুনিগণ! যদি কোন ভক্ত মধুমাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে মদিরা, মধু, দুগ্ধ, নানাবিধ ফল ও ফুল এবং মৎস্য, মাংস, ও রুধিরাদি তাঁহার প্রীতিকর বস্তু দ্বারা সকৃৎ তাঁহার আরাধনা করে, তবে সে পূর্ণকাম হইয়া, বৃষভধ্বজে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বসুখ-সম্পত্তি-সম্ভোগ-করণক স্থানে গমন করত নিবৃত্ত জন্ম হইয়া থাকে। হে তাপস সকল! তোমরা আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমাদিগকে বিস্তারিত রূপে তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তোমাদের যদি আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা আমাকে প্রশ্ন কর, আমি এখনিই তাহা তোমাদের গোচর করিব।

কালিকা পুরাণের পঞ্চত্রিংশত্তমোধ্যায় সমাপ্ত।

—০—

ষট্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

—০০—

কমঠাদি ঋষিগণ মর্কেণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! প্রভূত বীর্য্যশালী নরকরাজ কি প্রকারে বরাহের পুত্র হইয়াছিলেন? তিনি দৈব বংশোদ্ভূত হইয়া কিরূপে আসুরীক ব্যবহার করিয়াছিলেন? কেমন করিয়াই বা তিনি অমর হইয়াছিলেন? কেনই বা তিনি সুদীর্ঘকাল

জননী জঠরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন? তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি ভূমণ্ডলের কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেন? আর যৎকালে আমাদের এই ধরত্রী পৃথিবী ঋতুমতী হইয়াছিলেন তখন, কেনই বা বরাহদেব তাঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন? হে ঋষিগৌরব! আপনি সর্ব্বদর্শী, মিষ্টভাষী, ও আমাদের পরম গুরু এবং একমাত্র সাস্তা, আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করত আমাদিগকে ঐ সকল নিগুঢ় বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত করুন; আমরা উহা বিদিত হইবার নিমিত্ত পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। হে বহুদর্শিন! দেব দেহোৎপন্ন সেই নরকাসুর কি রূপে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া এত দুর্জ্জয় হইয়াছিলেন? কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা এখন আমাদের গোচর করুন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ! অতঃপর শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি এক্ষণে তৎসমুদায় আপন বিবেচনানুসারে কহিতেছি। হে শ্রোতৃবর্গ! যে প্রকারে মহাবীর নরকাসুর ভূগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপে তিনি সকাম রজস্বলা পৃথিবীর গর্ভ ও বরাহদেবের বীর্য্য সম্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দেবাংশজ হইলেও যে নিমিত্ত অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই সকল কথা একে একে কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

ঋষিগণ! বিলাসাশক্তা রজস্বলা ধরণী যখন বৈষ্ণবতেজে গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই দুরন্ত

গর্ভ লক্ষণ অবগত হইয়া সেই গর্ভ অচিন্ত্য দেব শক্তি প্রভাবে সুদৃঢ় রূপে স্তম্ভন করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রসবকাল সমুপস্থিত হইলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়াতে ধরণী অতিশয় ব্যথিত ও গর্ভভারাক্রান্ত এবং ব্যাকুলা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অশ্রুজল সম্বরণ পূর্ব্বক আপন প্রাণপতি চক্রপাণি নারায়ণের কথা স্মরণ করত কিঞ্চিত আশ্বস্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব প্রতিকূল প্রযুক্ত কোনমতেই গর্ভবেদনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া বারম্বার চিন্তা ও বিলাপ করত ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অতঃপর মেদিনী, আসন্ন বিপদ দর্শন করত বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বসুমতী কহিলেন, হে জগৎ-ব্যাপিন্! হে অব্যক্ত রূপ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে পরমাত্মন্! তুমি এই বিশ্বের একমাত্র প্রভু ও সকল কারণের কারণ। হে লোকাতীত! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। হে জগন্নিবাস! হে ভগবন! তুমি গূঢ়রূপে জগতে স্থিতি করত সংসারবাসী জীবগণের কল্যাণ বিধান করিয়া থাক। হে মঙ্গলালয় জগদীশ্বর! যৎকালে এই ধরণী অসুরগণের দেহভারে আক্রান্ত ও নিপীড়িতা হইয়া থাকেন, তখন তুমি সগুণ মায়া দ্বারা নিজ বাহুবলে ইহাঁকে পরিত্রাণ করিয়া থাক। হে জগৎকারণ! হে ত্রিলোকেশ! তোমাকে আমি নমস্কার করি।

যিনি নিত্যকাল এই বিশাল বিশ্বসংসারকে সর্ব্বতো-

ভাবে পালন করিয়া থাকেন, যিনি জলনিমগ্না এই ধরা মণ্ডলকে উদ্ধার করত রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার পবিত্র চরণারবিন্দে আমি বার বার নমস্কার করি। হে আনন্দ নিধে! হে করুণাময়! তোমার শরীরে কখনই কোন প্রকার ক্লেশ হয় না, অথচ তুমি অবলীলাক্রমে আপন ইচ্ছাদ্বারা জল সমূহ উৎপাদন করিয়া থাক। হে প্রভো! শীতোষ্ণাদির দ্বারা নিপীড়িত বা স্পর্শ না হইলেও তুমি লোক রক্ষার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন কর এবং তাহারা তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সুচারুরূপে স্বস্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। হে জ্ঞানাঞ্জন! পরমহংস এবং যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ যে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক চিৎস্বরূপে তোমাকে ধ্যান করিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করেন, সেই চিরানন্দও তুমি। হে জগৎপতে! হে ভক্তবৎসল! এক্ষণে আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম, তুমি কৃপা প্রকাশ করত গর্ভভারাক্রান্তা অনুগতা ধরণীকে গর্ভভার হইতে পরিত্রাণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে তাপসবৃন্দ! পরম কারুণিক ভগবান এইরূপে পৃথিবী কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ভগবান কহিলেন, হে দেবি ধরণি! কি নিমিত্ত তোমাকে এখন শোকার্ত্ত ও বিমনা দেখিতেছি? হে চার্ব্বঙ্গি! এক্ষণে তোমার কি পীড়া সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বিশেষ রূপে বল? আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর বিনয়াবনতা পৃথিবী সেই গরুড়ধ্বজের

এবম্প্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, হে মাধব! হে পৃথ্বিনাথ! আমি এইগর্ভভার বহনেঅসমর্থ হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপা প্রকাশ করিয়া ত্বরায় সন্তান বিনির্গত করত আমাকে সুস্থির কর। হে বিভো! তুমি পূর্ব্বে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করত গার্হস্থ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, আমি রজস্বলা থাকিলেও বারম্বার আমাতে আশক্ত হওত আমার এই কুক্ষিতে গর্ভাধান করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইলেও, কোনমতে প্রসব করিতে পারিতেছি না। এজন্য হে নাথ! হে চক্রপাণি! তুমি ভিন্ন আর বিপদ ভঞ্জক আর কাহাকেও দেখিতেছি না। অতএব সম্প্রতি এ যন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত কর; নতুবা নিশ্চয়ই আমি আশু বিনষ্ট হইব। হে মাধব! পূর্ব্বে আর কখন কোন নারী ঈদৃশ ক্লেশ ভোগ করে নাই। হে স্বামিন্! তুমি নক্রভর হইতে পূর্ব্বে কুঞ্জরকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমাকেও শীঘ্র এই অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর।

অনন্তর ধরাধর অনন্ত পৃথিবীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লিতান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, ধরিত্রি! তোমার এই উপস্থিত বেদনা বিদূরিত হইবে। হে বরাননে! এক্ষণে তোমার এই দুঃখ হইবার কারণ শ্রবণ কর। হে বসুমতি! তুমি রজঃস্বলাকালে কামে বিমোহিত হইয়া আমাতে বিহার করিয়াছিলে, এজন্য মদীয় বীর্য্যে সন্তান উৎপন্ন হইলেও অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই সমস্ত

কারণ অবগত হইয়া, তোমার এই গর্ভ স্তম্ভন করিয়াছেন। ঐ দুষ্ট জন্ম গ্রহণ করত পাছে দৌরাত্ম্য করিয়া স্বর্লোক বিনষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করে, এই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া দেবগণ জগতের ভদ্র বিধান হেতু পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ তোমার গর্ভকে এইরূপ করিয়া বন্ধন করিয়াছেন।

হে দেবি! অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সত্য এবং ত্রেতার মধ্যভাগেই তুমি পরম সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতে পারিবে। হে শুভে! যাবৎ ঐ প্রসব সময় সমুপস্থিত না হয়, তাবৎ তুমি এই গুরুতর গর্ভ ভার বহন কর। আমার বাক্যানুসারে তোমার আর কোন প্রকার দৈহিক পীড়া বোধ হইবে না। ঐ কাল আসিয়া উপস্থিত হইলে তোমার এই গর্ভস্থ দারুণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবেক, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। সেই কাল অবধি তোমার আর কোন পীড়ানুভব না হয়, এবম্প্রকারে আমি অতঃপর তোমাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ। ভগবান নারায়ণ এই পৃথিবীকে অভয়দান করত পাঞ্চজন্য শংখ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে স্পর্শ করিবামাত্র, তন্মধ্যস্থ সন্তান যেন আকুঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র কলেবরে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই কালে ধরিত্রী গর্ভজনিত আর কোন পীড়াই অনুমান করিলেন না। তখন তিনি যেন অগর্ভিনীর ন্যায় অবলীলা-

ক্রমে বিচরণ ও পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ! পৃথিবী এইরূপে গর্ভবতী থাকিলেও ভগবানের প্রসাদে আর তাহা বিন্দুমাত্রও অনুভূত হইল না। (কারণ সেই অবধি তিনি আর কোন ক্লেশই অনুভব করেন নাই।) অতঃপর ভগবান তাঁহাতে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার তুষ্টি বর্দ্ধনার্থে কহিলেন, হে শুভগে! হে জগদ্ধাত্রি! যাবতীয় জীব জন্তু ও কীট পতঙ্গাদি প্রাণী সকল ও আর আর পদার্থ, তুমি আত্মদেহে ধারণ করিয়া থাক, এজন্য আমার বাক্যানুসারে এখন হইতে তুমি ধরিত্রী নামে কীর্ত্তিতা হইবে। হে মহাসত্ত্বে! তুমি এই জগৎ ধারণ করিতে সম্যক পারগ, এবং নানা উপদ্রবেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাক, এজন্য তোমার অপর নাম ক্ষমা রহিল। হে কোমলাঙ্গি! তোমাতে বসুগণ ন্যস্ত রহিয়াছে, এজন্য বসুমতী নামেও তুমি বাচ্যা হইবে। হে দেবি! সম্প্রতি তুমি সকল ক্ষোভ দূর কর। আর যখন প্রসবকাল আসন্ন হইলে তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে, তখন তুমি আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া তোমার পুত্রকে পালন করিব। কিন্তু হে দেবি! তুমি এই রহস্যকর কথা প্রাণান্তেও আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। হে চারুশীলে! সত্যত্রেতার মধ্যবর্ত্তীকালে, যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া, মহাবীর দশাননকে নিহত করিবেন, তখন তোমার এই গর্ভ পূর্ণ অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবেক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! ভগবান কুঞ্জবিহারী

হরি, পৃথিবীকে এইরূপে সান্ত্বনা ও রক্ষা করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং পৃথিবীও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নির্ব্বেদনায় তথা হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কালিকাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে শ্রোতৃগণ! অতঃপর বহুকাল অতিবাহিত হইলে বিদেহনগরে সর্ব্বগুণ ও সুলক্ষণযুক্ত এবং প্রভূতঐশ্বর্য্য বলশালী ও পরম ধার্ম্মিক জনক নামে এক চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতি, সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয় ও রাজ নীতিজ্ঞ ছিলেন। দেব দ্বিজ, অতিথি ও গো ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি নিয়তই যত্নপূর্ব্বক উহাঁদের সেবা সুশ্রুষা করিতেন। প্রজাগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল, এজন্য অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন পূর্ব্বক অনাশ্য যশোরাশী সঞ্চয় করেন। একদা তিনি পিণ্ডাভাব প্রযুক্ত অপত্য কামনায় ধ্যান পরায়ণ আছেন, এমন সময়ে বীণাপাণি মহর্ষি নারদের বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অযোধ্যাধিপতি ধীশক্তি সম্পন্ন বৃদ্ধ রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া,

পুত্রকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের নাম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং বিভাণ্ডক তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠাদি অন্যান্য মহর্ষিগণের সহিত সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ প্রভাবে দেবাংশে তাঁহার সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাবীর ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি সুলক্ষণ বিশিষ্ট সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজর্ষি জনক এই সকল বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করত আপন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সস্ত্রীক যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলই স্থিরীকৃত হইলে, রাজর্ষি জনক আপন পত্নীচতুষ্টয়ের সহিত দীক্ষিত হইলেন। আর নিজ কুলপুরোহিত মহাত্মা গৌতম ও তদ্বংশ সম্ভূত শতানন্দ প্রভৃতি ঋষি ও ঋষিকুমারগণকে ব্রতী করিয়া ছিলেন। এইরূপে অপত্য কামনায় রাজর্ষি জনকরায় পুত্রোৎপাদন নামক যজ্ঞ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর হে ঋষিগণ! সেই যজ্ঞ হইতে জনকের সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভূগর্ভে এক কন্যা জন্মে। মহর্ষি নারদের বচনক্রমে রাজর্ষি জনক লাঙ্গল দ্বারা ভূমি খনন করত সেই সুলক্ষণা ও পরম রূপ লাবণ্যবতী কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া বড়ই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ! লাঙ্গল দ্বারা ভূমি খনন করিয়া ঐ কন্যাকে প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার নাম সীতা হইয়াছিল। অতঃপর ঐ ঋষি সকল উপবিষ্ট থাকিলে পৃথিবী তথা হইতে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া রাজর্ষি জনককে এইরূপে সম্বোধন পূর্ব্বক (দৈব-

বাণী) কহিয়াছিলেন। পৃথিবী কহিলেন, হে রাজন্! এই যে ত্রিলোকমোহিনী কন্যা আমি তোমাকে প্রদান করিলাম, ইনি অতি সুলক্ষণা, সাধ্বী ও লক্ষ্মী! ইনি পিতৃ ও ভর্ত্তৃ উভয় কুলেরই মঙ্গলকারিণী হইবেন। ইহাঁরই নিমিত্ত পৃথিবী দুর্ম্মদ অসুরগণের অত্যাচার ও দুর্ব্বহ ভার হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেন। অসামান্য ক্ষমতাশালী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস বীরগণ ইহারই জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপসত্তম! এক্ষণে তোমার এই সন্ততি হওয়াতে তুমি দেব, ঋষি ও পিতৃ ঋণ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে।

অনন্তর পৃথিবী আরও কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! হে জনক! সম্প্রতি আমার নিকট তোমাকে এক সত্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। আমি এক্ষণে সেই কথা তোমার ও তোমার কুলপুরোহিত মহাত্মা গৌতমের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে কহিতেছি যে, যখন রাবণাদি রক্ষগণ বিনষ্ট হইলে, আমি ভারশূন্য হইব, তখন তোমার এই যজ্ঞভূমিতে এক সন্তান উৎপন্ন করিব। তুমি সেই সন্তানকে আপন ঔরসজাত তনয়ের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। হে নর শার্দ্দূল! যাবৎ তাহার বাল্য লীলা শেষ না হয়, তাবৎকাল তাহাকে তোমায় প্রতিপালন করিতে হইবেক। অতঃপর তাহার কৈশোরাবস্থা অতীত হইলে আমি স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করিব। এইকালে হে নরেশ! তাহাকে তোমার রুচীর ন্যায় মানবনাট্যের উপযোগী করিতে হইবেক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর জনক রাজা

পৃথিবীর এইরূপ কৌতুকজনক বাক্য আকর্ণন করিয়া পরমোৎসাহে ও পুলকে পূর্ণিত হইয়া তাঁহাকে অতি ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত কহিয়াছিলেন, রাজর্ষি জনক কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! হে জগদ্ধাত্রি! তুমি আমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিলে, আমি স্বেচ্ছা সুখে তাহাই প্রতিপালন করিতে অনুমোদন করিতেছি, আমি সত্য করিয়া সেই কর্ম্মানুষ্ঠানেই স্বীকৃত হইলাম।

জনক কহিলেন, হে দেবি! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর। মাতঃ! আজ আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম। আমার পঞ্চভূতময় আত্মা চরিতার্থ হইল! আমার চক্ষু সার্থক ও দেহ পবিত্র হইল। হে ধরিত্রি! এই সংসার ভার বহনের তুমি একমাত্র যোগ্যা, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রসন্না হও। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মুনিগণ! রাজাধিরাজ জনকের এতাদৃশ স্তোত্র বাক্যে ভগবতী বসুন্ধরা প্রসন্না হইয়া গৌতমাদি ঋষিগণ পরিবেষ্টিত রাজর্ষির নিকট জগমনমুগ্ধকর মোহিনীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই চমৎকারিণী লোকাতীত রূপ মাধুর্য্য সন্দর্শনে সকলেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। বিকশিত নীলোৎপল সদৃশ তাঁহার নয়নযুগল, অক্ষমালা পরিশোভিত গ্রীবা, মৃণাল সদৃশ শ্বেত বাহু দ্বয়, নবীন জলদের ন্যায় কুটিল কুন্তল গুচ্ছ, বিম্ববৎ ওষ্ঠাধর, কোমল তিল প্রসুনের ন্যায় নাসিকা ইত্যাদি পরম রমণীয় অতুলরূপ ও

দেহকান্তি সন্দর্শনে রাজর্ষি তাঁহাকে বারম্বার ভক্তি লোমাঞ্চ কলেবরে নমস্কার করিয়াছিলেন। অতঃপর পৃথিবী নিজ করকমলদ্বারা জানকীর কোমল কমক পাণি ধারণ করত পুনর্ব্বার জনক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, [illegible] জনক! এই জগৎ প্রসবিতা সীতা মানবী শরীর ধারণ পূর্ব্বক তোমার দুহিতা রূপে অবনীমণ্ডলে থাকিয়া আমাকে গুরুভার হইতে মুক্ত করিবেন। হে পার্থিব শ্রেষ্ঠ! এজন্য তুমি আমার বাক্য রক্ষা দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই প্রকারে ভগবতী বসুমাতা রাজর্ষি জনককে, বীনাপাণি নারদকে ও গৌতমাদি ঋষিবৃন্দকে সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন জনকরাজ সেই অলোকসামান্য কন্যাকে ও মহাবীর পুত্রদ্বয়কে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কালক্রমে জগৎপতি নারায়ণ, মানবাকারে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রবংশোচিত বাহুবল ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়া দশাননকে স্বদলে নিধন করত দারুণ ধরণীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবতী বসুমতী পূর্ব্বানুযায়ী বিদেহ রাজের যজ্ঞস্থলে গমন করত (যেই স্থান হইতে জানকী প্রকাশ পাইয়াছিলেন) তথায় মহাবীর এক তনয় প্রসব করিলেন। বীর প্রসূ পৃথিবী, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই বিশ্বপাতা ভগবান বিষ্ণুর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করত তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকভাবন হরি, তখন

তাহা অবগত হইয়া; নবপ্রসূত কুমারের সহিত পৃথিবী যে স্থানে উপবিষ্টা ছিলেন, তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন ভগবতী মেদিনী, নারায়ণকে তথায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া, অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করত সুনৃত বচনদ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

হে ঋষিগণ! পৃথিবী কহিয়াছিলেন, হে ভক্তজনাশ্রয়! হে প্রভো! এই তোমার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অতএব হে ভক্ত বৎসল! এক্ষণে তুমি পূর্ব্ব কথা সকল স্মরণ করত এই কিশোরকে প্রতিপালন কর। ভগবান কহিলেন, হে দেবি! সমস্ত বীরগণের মধ্যে তোমার এই সন্তান অতিশয় বীর্য্যশালী হইবে। ইনি নরভাবাপন্ন হইয়া অতিশয় বিচক্ষণ ও পণ্ডিত হইবেন এবং চিরকালই রাজচক্রবর্ত্তী স্বরূপে অতি ভদ্রভাবে প্রজাপালন করিবেন। হে বসুন্ধরে! যখন ইনি মানবভাব ধারণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন স্বল্পকালমাত্র জীবিত থাকিবেন। ইহাঁর বাল্যকাল অতীত হইলে যখন ইনি ষোড়ষবর্ষ বয়ক্রমকালে উপনীত হইবেন, তখন রাজ্য, ধন, রত্ন, রথ, অশ্ব, গজ, এবং বিদ্যাদি লাভ করত অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবেন। হে শুভে! যে যে যুগে যে যে নরপতি যাদৃশ ব্যবহার করিবেন, ইনি তাঁহাদের সহিত তাদৃশ ব্যবহারই করিবেন। হে বসুন্ধরে! তোমার এই তনয় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক স্থানে মনোহর হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত প্রধান অধিপতি হইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে চিরদিনই অবস্থিতি করিবেন।

হে ঋষিগণ! বিশ্বপালক হরি, এইরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া ভগবতি পৃথিবীকে পরিতুষ্ট করত তৎক্ষণাৎ তথাহইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে পৃথিবী কনকোত্তম কান্তিবিশিষ্ট দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় কুমার প্রসব করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কথিত তাবৎ রহস্যজনক বাক্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়াদিলেন। তখন বিদেহনাথ জনক সেই নবপ্রসূত ভূতনয়ের বিষয় অবগত হওত ত্বরায় আপন যজ্ঞ ভূমে গমন করিলেন। হে ঋষিগণ! পৃথিবী, সেই রাত্রিকালেই জনক রাজকে তাঁহার যজ্ঞ ভূমে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। এই কালে জনকরাজ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজশালী সেই কুমারকে দর্শন করিয়াছিলেন। কুমার তখন স্বকীয় (বাল সুলভ) হস্ত পাদাদি পরিচালন করত অত্যন্ত রোদন করিতেকরিতে সেই যজ্ঞস্থল হইতে কিয়ৎপরিমাণে উর্দ্ধপথে উত্থান করিল। বালক কিয়দ্দূর সেই পথে গমন করত সহসা তথায় এক নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই উপাধানের ন্যায় আপন মস্তক ন্যস্ত (রক্ষা) করিল এবং কিছু কাল অতিশয় রোদন করত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। জনকরাজ, এই সময়ে ঐ ভূগর্ভজাত তনয়কে আপন যজ্ঞস্থলে দেখিতে না পাইয়া তাহার ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে এইরূপে তাহার এক প্রান্তভাগে উহাকে দেখিতে পাইয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে গ্রহণ ও গৃহাভিমুখে গমন করি-

লেন। জনকরাজ ঐ কুমারের মস্তকে উপাধান স্বরূপ এক নরমুণ্ড দর্শন করিয়া আপন কুলপুরোহিত মহাত্মা গৌতমকে তাহা অবগত করিলেন।

হে ঋষিগণ! অনন্তর জনক রায় অন্তঃপুরে গমন করিয়া আপন মহিষীকে সেই তনয় প্রদর্শন করত, তাহাকে যে রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলেন। রাজ্ঞী (জনক জায়া) সেই কুমারের সুদীর্ঘ বাহু, আকর্ণ নয়ন, বিশাল বক্ষস্থল, নীলোৎপল সদৃশ (অথচ কাঞ্চনের ন্যায় আভাবিশিষ্ট) অঙ্গরাগ এবং কেশরীর ন্যায় স্কন্ধ প্রভৃতি সুলক্ষণ সকল অবলোকনান্তে হৃষ্টচিত্তে কহিলেন যে, রাজন্! এই সর্ব্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন বালককে আমি অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিব। তখন জনকরাজও প্রফুল্লিতান্তঃকরণে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! এই ভূমিজাত কুমারকে তুমি সেচ্ছাসুখে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন কর। হে ঋষিগণ! জনকরাজ ঐ তনয়কে যে রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্তই আপন সহধর্ম্মিনীর গোচর করিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধীয় কোন রহস্যকথা তাঁহাকে বিদিত করেন নাই। জনকরাজ অবশেষে কেবল তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, প্রিয়ে! কন্দর্প তুল্য পরম দৃশ্য এই প্রাণাধিক ধরণীতনয়কে আমার ঔরষ ও তোমার গর্ভজাত সন্তান বিবেচনা করিয়া এক্ষণে অতি যত্ন ও স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষা ও প্রতিপালন কর।

কালিকাপুরাণে সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর জনক, আপন কুলগুরু গৌতম দ্বারা ঐ পুত্রের মানুষোচিত জাত-কর্ম্ম সকল সমাধা করিলেন। পরিশেষে ঐ মহর্ষির দ্বারায় তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। ঐ কুমার আপন মস্তক দ্বারা নরমস্তক ধারণ করিয়াছিল, এজন্য তাহার নাম নরক হইল। ক্রমে স্বকুলোচিত বংশপরম্পরানুগত বৈদান্তিক মতানুযায়ী সংস্কার কর্ম্ম সকল সমাধা করিলেন। ঐ নৃপনন্দন তখন জনক গৃহে শারদীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজর্ষিজনক তাঁহাকে গৌতমাত্মজ শতানন্দের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যাদি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এদিকে বসুমতী স্বয়ং ধাত্রীরূপে ঐ কুমারকে মানুষোচিত নাটকাদি নিয়তই শিক্ষাপ্রদান করিতেন। হে ঋষিগণ! পৃথিবী ঐ সন্তানকে পালন করিবার নিমিত্ত মায়াকৃত মানবী হইয়া জনক রাজার আদেশক্রমে তাঁহার অন্তঃপুরে ধাত্রী রূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনিই আপনি সর্ব্বদা ঐ সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, কিন্তু মায়া প্রভাবে কেহই তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিত না।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এইরূপে ঐ ক্ষিতিসুত নরক দিন দিন নানা শস্ত্র বিদ্যায় অতিশয় সুনিপুন হইয়া জনক তনয়দিগকে

পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রীড়াকালে স্বকীয় বাহু বলে গদা ও বাণযুদ্ধে বিদেহ নন্দনদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করত অতিশয় পীড়ন (ব্যথিত) করিতে লাগিলেন। ফলতঃ নরক, অস্ত্র বিদ্যায় এরূপ নিপুন হইয়াছিলেন যে, তিনি ধনুক ধারণ করিলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ গাণ্ডিবী অর্জ্জুন বলিয়া বোধ হইত। বাহুবলে তিনি ভীমসেনের সদৃশ হইয়াছিলেন, এবং গদাযুদ্ধে, ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালেই অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন।

ধরিত্রী তনয় নরকের এবম্প্রকার পরাক্রম ও পুত্রের অবমাননা ও যাতনা প্রত্যক্ষ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একদা জনক রাজা মৌনভাবে ঐ সকল মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে, এই কুমার বাহুবলে ভবিষ্যতে আমার সন্তানগণকে পরাস্ত করিয়া আমার এই সিংহাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মিথিলানগরে আধিপত্য ও আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরম সুখে উপভোগ করিবেক। ঋষিগণ! এইরূপে রাজর্ষি যখন আত্ম কুমারগণকে নরকের সহিত কৃত্রিম যুদ্ধে পরাস্ত হইতে দেখিতেন, তখন তিনি অধিকতর শঙ্কিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন।

একদা জনকজায়া, মেদিনী নন্দন নরককে অতিশয় পরাক্রমশালী ও আপন তনয়গণের বিমর্ষভাব এবং পতির ম্লান মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভর্ত্তাকে কহিয়াছিলেন, স্বামিন্! আমি আপনাকে কোন গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিবার

মানিষ করিয়াছি। হে রাজন্! এক্ষণে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট সত্বর প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তের উদ্বেগাতিশয় বিদূরিত করুন। হে নৃপেন্দ্র! যখন আমার তনয়গণের সহিত নরক ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে আপন বীর্য্য প্রকাশ করত উহাদিগকে পরাস্ত করে, তখন কি নিমিত্ত আপনি তাহাকে দর্শন করিয়া কম্পান্বিত কলেবর ও শশঙ্কিত হইয়া থাকেন? আমি প্রতিদিনই আপনার মুখভঙ্গী দ্বারা ঐরূপ অবস্থা অবলোকন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এক্ষণে তাহার কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছি। আর মৎ প্রতিপালিত নরকের যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যাতিশয় এবং বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও যুদ্ধ নৈপুণ্য গুণে সকলকে পরাজিত হইতে দেখিয়া কেনই বা আপনি এত ম্রিয়মান হইতেছেন? দিন দিন, কেনই বা আপনাকে এত কৃশ দেখিতেছি? হে রাজন্! এই সকল গুহ্য বৃত্তান্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

অনন্তর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! জনকরাজ আপন মহিষীর এইরূপ বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। জনক কহিলেন প্রিয়ে! স্থির হও। তুমি সম্প্রতি আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আরও মাসত্রয় অতীত না হইলে আমি কোন ক্রমেই সে সকল কথা তোমার গোচর করিতে পারিব না। যেহেতু আমি এখনও সেই প্রতিজ্ঞাতকাল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। অতএব সেই কাল পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেক। অতঃপর মার্কণ্ডেয় পুনর্ব্বার ঋষিগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন যে, জনক রাজা যখন এইরূপ নিজ মহিষীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন,তৎকালে ধাত্রীরূপধারিণী মায়াময়ী পৃথিবী তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সেই সকল কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। হে ঋষিগণ! অতঃপর ঐ মাসত্রয় যাবৎ অতিবাহিত না হইয়াছিল, তত দিন তাঁহারা সকলেই শঙ্কিত চিত্তে অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেন। ক্রমে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতানুযায়ি নরকের বয়ক্রমের ষোড়শ বর্ষাধিক মাসত্রয় অতীত হইলে জনক রাজা তাঁহার পত্নীকে সেই সমস্ত রহস্য বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ষষ্ঠদশ বর্ষ অতীত হইলে একদা বাৎসল্য স্নেহপ্রবণ বসুমতী আত্মজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সুখবিধান মানষে-জনক ও তন্নিকটস্থ মহর্ষি গৌতমকে এক নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি আপনাকে আমার যে পুত্র প্রতিপালনের নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রতিজ্ঞাত কাল পূর্ণ হওয়াতে আমি তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; আপনি তাহাকে প্রত্যর্পণ করুন। হে রাজন্! আমার বাক্য ও নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার যে তনয়কে আপনি আপন ঔরষজাত সন্তানের ন্যায় অতিশয় স্নেহ সহকারে লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে আমার সেই তনয় আমাকে প্রত্যর্পণ

(করত তাহার ভদ্র বিধান) দ্বারা জগতে যশোরাশী সুবিস্তার করুন। এই বলিয়া সত্বর তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজগণ! মহামায়া জগদ্ধাত্রী ধরিত্রী তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলে, জনক রাজা সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ নিজ কুলপুরোহিত গৌতমের সহিত মেদিনীর সাক্ষাৎকার সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক দিবস ধাত্রীবেশধারী ধরণী আপন তনয় নরককে কহিয়াছিলেন, বৎস! আমার অভিপ্রায় এই যে আমি তোমার সহিত গমন করিয়া এক দিবস সুললিত লহরী হিল্লোলযুক্ত সচ্ছতোয়া-পবিত্রসলিলা ভাগীরথী গঙ্গা দর্শন ও তাহাতে অবগাহন করি। অতএব যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে, অদ্যই আমি তোমার সহিত তথায় গমন করি। অনন্তর নরক কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতা জনকের অনুমতি ব্যতিরেকে কিরূপে আপনার সহিত তথায় গমন করিব? মাতঃ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পিতা জনকের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করুন, তাহা হইলে আমি তাঁহার আজ্ঞাক্রমে আপনার ইপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। হে মাতঃ! পিতৃদেব জনক, কুলপুরোহিত গৌতম ও তৎপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ শতানন্দ আমাকে আদেশ করিলে, আমি নিশ্চয়ই আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব।

ধাত্রী কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই জনক রাজা কখনই তোমার জন্ম দাতা পিতা নহেন। যাঁহার মায়াপ্রভাবে এই

জগৎ তন্তুপটের ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকে, হে বৎস! সেই জগৎ প্রতিষ্ঠাতা চক্রপাণি নারায়ণই তোমার পিতা। হে শ্রীমন্! আমার সহিত তুমি ভীষ্ম জননীর পবিত্র সন্নিধানে গমন করত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তোমার সেই বিশ্বারাধ্য পিতার চতুর্ব্বর্গফল-প্রদ পাদপদ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। হে তাত! এই মিথিলাধিপতি জনক তোমাকে এতাবৎ-কাল প্রতিপালন করাতে তিনি তোমার পালিত পিতা হইয়াছেন মাত্র। বৎস! তুমি তাঁহার পুত্রগণের ন্যায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না, ও তাঁহার রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্যেরও কিছুমাত্র অংশ প্রাপ্ত হইবে না। অতএব বৎস! যাঁহা হইতে তুমি এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধাতা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া সকল সুখ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ কর। বৎস! এতৎ-সম্বন্ধে আরও যে সকল রহস্য কথা আছে, আমি তৎসমুদায়ই তোমাকে ভগবতী ভাগীরথীর সন্নিহিত হইয়া প্রকাশ করিব। এখানে সে সমস্ত কহিতে গেলে, সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িবেক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! এইরূপে ধাত্রীর নিকট সমস্ত আকর্ণন করিয়া অবশিষ্ট রহস্য জানিবার নিমিত্ত তাঁহার পরামর্শানুযায়ী আপন বয়স্যদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নরক একাকী ধাত্রীর সমভিব্যাহারে গঙ্গার উদ্দেশে পদ-ব্রজে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় উপনীত হইলে ধাত্রী তাঁহাকে এক বিচিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া আপন

মায়াবরণ উন্মোচন করিলেন। এই সময়ে ধরণী ধাত্রীরূপ পরিত্যাগ করত তনয়কে নিজ প্রকৃত রূপে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নীলোৎপল সদৃশ শ্যামল বর্ণ, সফরী মীনের ন্যায় অক্ষিদ্বয়, কুন্দ পুষ্প সদৃস দশনপঁক্তি, অধঃপতিত কুটীল ও বেল্লিত কেশাবলি, বিকশিত কমলের ন্যায় মনোহর মুখমণ্ডল ও নানাভরণ বিভূষিতা, পরম দৃশ্যা, তাহাকে দর্শন করিয়া নরক চিত্রাৰ্পিতের ন্যায় চমৎকৃত হওত অনিমিষ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। এইকালে তিনি পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। হে তাত! আমি তোমার গর্ভধারিণী জননী। তুমি আমার এই কুক্ষি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। বৎস! আমি পৃথিবী, আমি জগদ্ধাত্রী, আমি প্রয়োজন বশতঃ নিজ মায়াদ্বারা কখন দশভূজা, কখন অষ্টভূজা হইয়া অতুল পরাক্রমী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া দুষ্টগণের অত্যাচার হইতে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিয়া থাকি।

পৃথিবী আরও কহিলেন, বৎস! যিনি অব্যয়, অক্ষর ও অচ্যুত, যিনি এই জগতের একমাত্র অধীশ্বর ও প্রাণীগণের অনন্যগতি এবং যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কেবলমাত্র কারণ; যিনি রসাতলগামী এই ধরণীকে শূকর রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই জগৎপতি পরমাত্মা নারায়ণ তোমার জন্মদাতা পিতা। সেই সর্ব্বশক্তিমান বাসুদেব আমার এই কুক্ষিতে আপন বীর্য্য স্খলন করিলে,তুমি তৎসম্ভূত হইয়াছিলে। অনন্তর তিনি তোমাকে

রক্ষা করিলে, তুমি পূর্ণকালে অবনীমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়াছ। পরিশেষে আমার বাক্যানুসারে বিদেহ রাজ জনক তোমাকে এতাবৎকাল পালন করিয়াছেন।

তপোধন মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষিগণ! মহাবীর নরক এইরূপে জগদ্ধাত্রী পৃথিবীর কথা শ্রবণ করত হর্ষ বিষাদিত অন্তকরণে ভগবতী বসুন্ধরাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, হে লোকপূজিতে! শৈশবাবস্থা হইতেই যে আমি মাতৃহীন, এই মাত্র আমি লোক মুখে বিদিত হইয়া আছি। তবে এক্ষণে আমি আপনার নিকট হইতে অবগত হইতেছি যে, লোক ভাবন নারায়ণ আমার যথার্থ পিতা ও আপনি আমার জননী। কিন্তু মাতঃ! এসকল বিষয় আমি নিজে কিছু মাত্রই অবগত নহি। আর্য্যে! আমি আজন্মকাল মিথিলাধিপতিকে পিতা ও তৎপত্নী রাজ্ঞী সুমতীকেই মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। আমি তাঁহাদের পুত্রগণকেই আপন ভ্রাতা ও সুলক্ষণা আর্য্যা সীতাকে ভগ্নী বলিয়া চিরদিনই অবগত আছি। মিথিলাবাসী জনগণও মৎসম্বন্ধে এইরূপ বিদিত আছে। এজন্য হে মাতঃ! আপনি যে সমস্ত বিষয় এক্ষণে আমার গোচর করিলেন, তাহার সকলই প্রপঞ্চ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। হে দেবি! এজন্য আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ভগবান্ কমলেক্ষণ যে আমার পিতা, এবং আপনি যে আমার গর্ভধারিণী তাহা বিশেষরূপে যথাযথ বর্ণন করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে শ্রোতাগণ! ভগবতী বসুমতি পুত্রের এই প্রকার বচন পরম্পরায় শ্রবণ করত তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পৃথিবী কহিলেন, বৎস! পুরাকালে বারাহকল্পে আমার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, একদা মদনবানে আহত ও অসহিষ্ণু হইয়া জগন্নাথ বরাহরূপধারী চক্রপাণির নিকট অতিশয় আশক্ত হওত গমন করিলে, তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছিলাম। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহা অবগত হইয়া নিজ নিজ ঐশী শক্তি প্রভাবে ঐ গর্ভ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সেই কালে আমি গর্ভ বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হই। তখন ভক্তবৎসল হরি, আমার সেই দুঃখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার করস্থিত পাঞ্চজন্য আমার কুক্ষিতে স্পর্শ করিবা মাত্র, গর্ভভার শিথিল ও বেদনার উপশম হইল। অতঃপর তিনি সময় অবধারিত করিলে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি তোমাকে বিদেহপতি জনকরাজের যজ্ঞশালে প্রসব করিয়াছিলাম। বৎস! তোমাকে প্রসব করিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি জনকের নিকট, ও জনক আমার নিকট, প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। তুমি ভূমিষ্ট হইলে, তোমাকে সেই সময় হইতে ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কাল পর্য্যন্ত তিনি লালন পালন করিবেন; ও আমি ধাত্রীরূপে ঐ কাল পর্য্যন্ত তোমাকে রক্ষা করিব। আর ঐকাল অতীত হইলে তোমার পূর্ণযৌবনাবস্থায় আমি তোমাকে পুনঃগ্রহণ করিব, (এইরূপ কহিলে) তিনি তাহাতেই সম্মত

হইয়া তোমাকে আপন ঔরসজাত তনয়ের ন্যায় অতি স্নেহপ্রবণচিত্তে ভরণপোষণ ও নানামতে পালন করিয়া আপন সত্য অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। ঋষিগণ! ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী এইরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে তাহার সমস্ত জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনি সত্তম! আমরা আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। হে গুরো! ধরণীকে প্রসব করিবার নিমিত্ত ভগবান নারায়ণ কেন তাঁহাকে এতকাল অবসর (সময়) প্রদান করিয়াছিলেন? আর কেনই বা তিনি, “হে দেবি! কোশলাধিপতি দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুরাত্মা রক্ষশ্রেষ্ঠ মহাবীর রাবণ বিনষ্ট হইলে তোমার এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে বলিয়াছিলেন?” হে সর্ব্ববিৎ! আপনি পরম তত্ত্বদর্শী ও মহাপ্রাজ্ঞ, এজন্য উহা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া আমাদের মহান্ সংশয়চ্ছেদ করুন।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নিকটোপবিষ্ট ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ! সর্ব্বদা মাংসভোজী রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্যে ও পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইয়া সপ্তপাতালতলস্থ অধিকতর পঞ্চযোজন রসাতলভেদ করত নিম্নগামী হইয়াছিল। সুতরাং বরাহমূর্ত্তিধারী সাক্ষাৎ নারায়ণের বীর্য্যসম্ভূত ও পৃথিবীর গর্ভজাত এবং দ্বিতীয় দশগ্রীব সদৃশ অতুল পরাক্রান্ত (ঐ) কুমার (নরক) জন্ম গ্রহণ করিলে, উভয় ভারে আক্রান্ত ও অসহিষ্ণু

হওত মেদিনী একেবারেই বিনষ্ট হইবে; এই ভাবিয়া রাবণ বধের পর ভগবান হৃষিকেশ উহঁার জন্ম বিধান করিয়াছিলেন। যে হেতু পৃথিবী এই কালে উহার একমাত্র ভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ হইবেন।

যাহা হউক, হে দ্বিজেন্দ্রগণ! অতঃপর মহাবীর নরক পৃথিবীকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। নরক কহিলেন, হে দেবি! বিশ্বপাতা নারায়ণ যদি আমার পিতা ও আপনি যদি আমার জননী হয়েন, তাহা হইলে সেই বিশ্বাত্মা হরি আমার এই বাক্যানুযায়ী যদি আমার নিকট প্রকাশিত, এবং আপনি যে ধাত্রীরূপে আমাকে পরিপালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি সেই রূপ পুনর্ব্বার ধারণ করত আমার নিকট প্রকাশিত হয়েন, তবে তৎপক্ষে আমার সকল সংশয়ই বিদূরিত হইবেক।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! পুত্রের এবম্প্রকার বচনপরম্পরায় শ্রবণ করত মহামায়া ধরিত্রী স্বকীয় মায়াদ্বারা পুনর্ব্বার ধাত্রীরূপিণী হইয়া তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন, ও আপনার প্রকৃত নারায়ণী মূর্ত্তিদ্বারা সেই গাঙ্গেয় স্থলে আবির্ভূতা হইলেন। মহাবাহু নরক এইসকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হওত তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজর্ষি জনকের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল কহিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিগণ! সেই কালে পুত্রের সন্তোষ বর্দ্ধনার্থে পৃথিবী তাঁহাকে জনক বৃত্তান্ত সকল অবগত করিয়াছিলেন।

অনন্তর নরক ধরিত্রীর এইরূপ অলোক সামান্য কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। এই কালে পৃথিবী লোকভাবন নারায়ণকে স্মরণ করিলে, নীলোৎপলকান্তি, পীতবাস, শ্রীবৎস চর্চ্চিত বক্ষ, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধারী চতুর্ভুজ গরুড়ধ্বজ নারায়ণ তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন পৃথিবী অতিশয় ভক্তি রোমাঞ্চিত শরীরে তাঁহাকে বার বার উত্তমাঙ্গ অবনত করত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড় পূর্ব্বক কহিলেন, হে রমানাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই সময়ে ধরিত্রীতনয় নরক নয়নদ্বয় উন্মীলন করত বিশ্বপাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অতুলানন্দ উপভোগ ও তত্তেজে অধিকতর বলীয়ান হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূভাগে উপবেশন করিলেন। অকস্মাৎ পুত্রকে ঐরূপে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার কল্যান কামনায় ভগবতী নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রের দিকে নিরীক্ষণ করত আপন করস্থ পাঞ্চজন্য শংখ দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। বিশ্বাত্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্য হইয়া নরক অত্যন্ত উৎসাহিত, সবল, সুদৃঢ় ও আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন।

অতঃপর নরক ভক্তি-লোমাঞ্চ শরীরে মাধবের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া (সাষ্টাঙ্গে) প্রণাম করিলেন, এবং পরিশেষে গাত্রোত্থান করত অতিশয় ভক্তি সহকারে যেন বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া তদীয় পার্শ্বে যোড় করে চিত্রার্পিতের

ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অনিমিষ নয়নে তদীয় পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই কালে মহামায়া পৃথিবী হরিকে পুত্রের প্রতি প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিধিবৎ স্তব ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবী কহিলেন, হে দেবেশ! হে সর্ব্ব শক্তিমন্! এক্ষণে এই সেবীকার প্রতি প্রসন্ন হওত, তোমাকর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত যে পূর্ব্ব বাক্য তাহা পালন কর। হে নাথ! তোমা হইতে আমি এই তনয়কে লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতেই তুমি এই তনয়ের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে, হে বিভো! কৃপাবলোকনে এক্ষণে তাহা পূর্ণ কর। ভগবান কহিলেন, দেবি! তুমি তোমার এই পুত্রের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই যে আমাকে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি তোমার সেই সন্তানকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম নগর সমস্তই প্রদান করিব। হে ঋষিগণ! ভগবান বিষ্ণু এই কথা কহিয়া ঐ কুমারকে আপন অঙ্কে ধারণ করত স্বপত্নী পৃথিবীর সহিত উত্তরকণা প্রবাহিনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলগর্ভে প্রবেশ করত, প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরে গমন করিলেন। সেই কামরূপের মধ্যভাগ সর্ব্বদা নায়িকাদ্বারা আকীর্ণ হওয়াতে, কামাখ্যা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরাকালে ভগবান ভবানীপতি রহস্য নামক অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবান চক্রী উহা স্বকীয়াত্মজ নরককে প্রদান করেন। ঐ নগরীতে সাতিশয় ক্রূরকর্ম্মী কিরাতগণ অবস্থিতি করিত। ঐ মনোহর দৃশ্য পুরী

মধ্যে প্রতি দ্বারে শত শত হেমকুম্ভ নিরন্তর পূর্ণ ভাবে সজ্জিত থাকিত। শ্বেত, রক্ত ও নীল, পীত প্রভৃতি নানা রাগরঞ্জিত বিচিত্র ধ্বজপতাকা সকল উড্ডীয়মান হইত। এতাদৃশ মনোহর নগরীতে কেবল মূঢ়, মদ্য মাংসপ্রিয় কিরাত সৈন্যই বিচরণ করিত। কিরাতেশ্বর ঘট্রিক এক্ষণে ভগবান ও তদাত্মজকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল; এবং বিজাতীয় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দন্তদ্বারা কম্পিতাধর নিষ্পেষণ করত, অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক চতুরঙ্গ বলে সুসজ্জিত হইয়া উহঁাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে (উহঁাদের) সম্মুখীন হইল। কিরাতরাট্ স্ববলে সম্মুখসমরে অবতরণ করিয়া আপন সৈন্যগণের সহিত নারায়ণের প্রতি তীক্ষ্ণ শায়ক সকল বর্ষণ করত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিতে লাগিল। এইকালে ভগবান কংস নিসূদন, আপন কুমার নরককে আহ্বান করত উহঁাদিগের সহিত সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন।

হে ঋষিগণ! অনন্তর পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে নরক অমনি শত সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান এক শরাসন গ্রহণ করত তাহাতে বিবিধ সুতীক্ষ্ণ বাণ যোজনা করিয়া উহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। একদা যুদ্ধকালে রণকৌশল নরক, আপন ধনুর্গুণে একেবারেই বিশ্ব বিনাশক অগ্নির ন্যায় পঞ্চশর যোজনা করত কিরাতাধিপের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক নিপাত করিলেন, এবং পরিশেষে তাহার প্রধান কতিপয় সেনাপতিগণেরও নিধন সাধন করিয়া, মদোদ্ধত করীকেশরীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই

কালে অবশিষ্ট কিরাতগণ কেহবা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, কেহবা একেবারেই তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া শরণ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হওত সকলকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক আপন জনক ভগবান নারায়ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত যুদ্ধ বৃত্তান্ত সমস্তই তাঁহার গোচর করিলেন।

নরক কহিলেন পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুক্রমে দুরাত্মা কিরাতরাট ও তাহার প্রধান সেনানী সকলকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আর আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে? আপনার আদেশ হইলে তাহা শীঘ্রই সম্পন্ন করিব। ভগবান কহিলেন, বৎস! তুমি যেসময়ে কিরাতগণকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলে, সেই কালে কতিপয় পলায়মান কিরাত, দেবী দিগ্‌বাসিনীর শরণাপন্ন হইলে; তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় ও অভয় দান সহকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাক্‌দান করিয়াছেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! অতঃপর মহাবীর শত্রুঘ্ন নরক দন্তচতুষ্টয়ধারী ঐরাবৎ সদৃশ এক প্রবল ও দীর্ঘকায় শ্বেত হস্তীর উপর আরোহণ করত অমরাধিপ সহস্রাক্ষ শক্রের ন্যায় দৃঢ় রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। বৈনতেয় গরুড়ের ন্যায় সাতিশয় প্রচণ্ড ও বেগবান সেই নরক ঐ গজপৃষ্ঠে বিচিত্রাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দিক্‌বাসিনীর শরণাপন্ন ও প্রাণভয়ে পলাতক সেই দুরন্ত কিরাতদিগকে ত্রাসিত ও বিদূরিত করত ভগবানের

নিকট পুনরাগমন করত কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া ঐরাবত সদৃশ এই মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দুরন্ত কিরাতগণকে সাগর পারে দূর করিয়া দিয়াছি, এবং অবশিষ্ট কিয়দ্দংশ সেনানায়কদিগকে একেবারেই বিনাশ করিয়াছি। হে পিতঃ! এক্ষণে আমাকে আর কি আজ্ঞা পালন করিতে হইবেক, তাহা আপনি ত্বরায় আদেশ করুন? আমি সেই কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিয়া আসিব। ভগবান কহিলেন, বৎস! পবিত্রসলিলা পতিতপাবনী ভগবতী গঙ্গানদীর পূর্ব্বসীমায় যে দেশ আছে, তথায় সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বদাই বিরাজমানা আছেন; এক্ষণে সেই নগরী তোমার অধিকৃত হইবে। ঐ স্থলে মহামায়া জগদম্বিকা কামাখ্যা রূপে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। নদ প্রধান ব্রহ্ম পুত্র ও ইন্দ্রাদি দিকপালগণ স্ব স্ব পীঠ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। বৎস! এখানে সতীনাথ ব্যোমকেশ, চতুরানন ব্রহ্মা এবং আমি ও চন্দ্র, সূর্য্য, ইহাঁরাও অবস্থান করিয়া থাকেন। আমরা সকল সময়ে এই স্থলে বিহার করি বলিয়া ইহা রহস্য স্থল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, এখানে পদ্মালয়া লক্ষ্মী ও মঙ্গল এবং নানাবিধ ভোগ্য বস্তু. নিরন্তরই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কমলযোনি ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রাচীনকালে নক্ষত্রমালা সৃজন করিয়াছিলেন। বৎস! এই হেতু ইহা প্রাগ্জ্যোতিষ নামেও কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি এই স্থল তোমাকে প্রদান করিলাম—এখানে আমি তোমাকে

যৌবরাজ্যে অভিশিক্ত করিলাম। তুমি এই পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিয়া অমাত্যগণের সহিত পরম সুখে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ ও নিরন্তর অবস্থিতি কর।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এইরূপে নরককে আদেশ করিলে, পিণাকধৃক মহাদেবও তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন কিরাতগণ তথা হইতে সাগর-পরপারে বাস করিতে লাগিল। ফলতঃ ললিতকান্তা মহামায়া যেই স্থলে বিরাজমানা ছিলেন, তাহারই পূর্ব্বভাগ হইতে কিরাতগণের আবাস স্থল হইয়াছিল। মহামায়ার পশ্চাৎস্থিত করতোয়া নদী, কামাখ্যা নগরী ও নীল পর্ব্বতের সীমা হইতে উহারা একেবারেই বহিস্কৃত হইলে, বেদ এবং শাস্ত্রবিৎ বহুদর্শী ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই কাল হইতে ঐস্থলে নিরন্তর শাস্ত্রালোচনা ও বেদ পাঠ হইতে লাগিলে, উহা যেন দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় বিবেচিত হইতে লাগিল। ভগবান কমলেক্ষণ স্বয়ং মুনিগণের সহিত তথায় অহরহ যাগ যজ্ঞ ও দানাদির অনুষ্ঠান করিলে অচিরকাল মধ্যেই সেই স্থল কামরূপ নামে বিদিত হইল।

অতঃপর হে শান্তচিত্ত ঋষিগণ! পীতাম্বর নারায়ণ, বিদর্ভরাজতনয়া বৈদর্ভীর সহিত আপন পুত্রের শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করত উভয়কেই এককালে কামরূপের সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। এই রূপে নারায়ণ স্বেচ্ছাসুখে ঐ রহস্য পুরী সৃজন করত আপনার তনয়কে প্রদান করিয়া

ছিলেন; এবং ঐরাবত সদৃশ পঞ্চাধিক বিংশতি সহস্র কুঞ্জর মহামূল্য বিবিধরত্ন রাজী, নানা রাগরঞ্জিত মণিমাণিক্যখচিত বসন সকল ও কনকাদি বিনির্ম্মিত বলয়, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি ভূষণ সকল কিরাত রাট্ হইতে জয় করিলে, উহাকেই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে আরও সার্দ্ধ যোজন সুবিস্তৃত সহস্র তুরঙ্গ যোজিত ত্রিলোক বাঞ্ছিত অষ্টচক্রযুক্ত সুবর্ণ বেদী সমন্বিত এক লৌহরথ প্রদান করেন; ঐ রথের ধ্বজা সুবর্ণ ও রজত বিনির্ম্মিত ছিল। তাহাতে যে সকল পতাকা উড্ডীয়মান হইত, তন্মধ্যে কোন পতাকায়, অয়স্কান্ত, কোন পতাকায় নীলকান্ত, কোন পতাকায় চন্দ্র ও সূর্য্যকান্ত মণি উজ্জলরূপে শোভা পাইত। সেই লৌহ রথ, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মৃগগণের চর্ম্মে আবৃত ছিল। উহা শ্বেত পীতাদি বিবিধ বর্ণের কিঙ্কিনী (ঝালর) দ্বারা সুসজ্জিভূত হওয়াতে নয়নের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। ঐ রথ নানা মায়ায় সমাকীর্ণ, ও উহাতে অসংখ্য প্রহরীগণ নানাবিধ প্রহরণ ধারণ করত নিরন্তর উহার শান্তি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। অপিচ, তিনি কুমারকে শত্রু হস্ত হইতে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত অমোঘ ও শত্রুঘ্ন এক অগ্নিসদৃশ আভাশালী মহাভয়ঙ্কর শক্তি প্রদান পূর্ব্বক সত্য পাশে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন।

ভগবান কহিলেন, বৎস! আমি তোমার কল্যানের নিমিত্ত এই যে মহাভয়ঙ্কর অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি,

ইহার লক্ষ্য অব্যর্থ। অতএব নিজের প্রাণ সংশয়কর—যুদ্ধকাল উপস্থিত না হইলে কদাচ ইহা প্রতিযোদ্ধার প্রতিনিয়োগ করিও না। আর এই যে বৈদর্ভীকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, ইনি তোমার জীবনান্ত অবধি তোমার সহিত বাস করিবেন; কিন্তু হে তাত! তুমি তাঁহা হইতে ত্রেতাযুগের মধ্যে কোন অপত্য কামনা করিও না। কারণ দ্বাপরের প্রারম্ভেই ইহাঁর গর্ভে তোমার এক পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হইবে। আরও হে বৎস! প্রাণান্তে কখনই দেবপ্রিয় তপপরায়ণ ঋষি ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ বা তাঁহাদের অবমাননা করিও না। হে বৎস! যদি চিরজীবন ইচ্ছা কর, যদি অমরত্ব লাভের বাসনা করিয়া থাক, এবং আত্মজীবনের প্রতি যদি কিছুমাত্র মমতা থাকে তবে, মঙ্গলপ্রদ দেবদ্বিজের হিংসা কখনই করিও না; আমি ইহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিতেছি। হে পুত্র! তুমি এই সংসারের মধ্যে সুদিব্য রতি বিনিন্দিতা কুলকামিনীগণের সহিত যোজিত হইয়া রাজ্যাদি অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ কর। হে সত্যনিষ্ঠ! তুমি এই কামরূপ পর্ব্বতে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করত আর কোন দেবদেবীর অর্চ্চনা না করিয়া অহরহ কেবল আদ্যাশক্তি যোগমায়া কামাখ্যাদেবীর সেবা করিও। বৎস! তুমি আমার এই সমস্ত বাক্য পালন করত আত্ম ধর্ম্ম রক্ষা কর।

ঋষি কহিলেন, হে ঋষিগণ! পরম পাতা নারায়ণ এইরূপে আপন কুমারকে উপদেশ ও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া সন্নিকটস্থ পৃথিবীকে কহিলেন, দেবি! পূর্ব্বে আমি তোমার

নিকট যে সমস্ত বিষয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পালন করিবার নিমিত্ত সেই সমস্ত তোমার জীবনাধিক তনয়কে প্রদান করিলাম। হে শুভে! তুমি যখন ইহাঁর প্রাণান্ত কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে স্মরণ করিবে, সেই কালে কোন মনুষ্য আসিয়া ইহঁাকে বিনাশ করিবে। অনন্তর পৃথিবী কহিলেন, প্রভো! প্রজাবর্দ্ধন হেতু আমি বহু আয়াস লইয়া এই কুমারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। নাথ! এক্ষণে তুমি অনুকম্পা প্রকাশ করত ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

অনন্তর তপপরায়ণ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, নারায়ণ প্রণয়িনী পৃথিবীর এবম্প্রকার কথা শ্রবণ করত "ইহাই হইবেক," বলিয়া নরককে বাৎসল্যভাবে সম্ভাষণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্ধ্যান হইলেন।

বিষ্ণু স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর, একদা পৃথিবী আপন তনয়কে (বিষ্ণু) পিতৃ নিয়োজিত কর্ত্তব্য সকলের আদেশ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, দানশীল, নীতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীমান নরক, মহা নীলপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক যোগমায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা দেবীর অর্চ্চনায় নিয়মিত ও নিয়োজিত হইলেন। যুবরাজ ক্ষিতিসুত ভগবানের বর প্রভাবে বিবিধ রত্নাদি ও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করত সাক্ষাৎ সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় তথায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই স্থান, অমরনগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এদিকে বিদেহাধিপতি, যুবরাজ নরকের যশোরাশী ও রাজ্যলাভাদি শ্রবণ করত আপন পুত্রকলত্রের সহিত অসংখ্য সেনাবলে পরিবৃত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তিনি কামরূপান্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রাপ্ত হইয়া, তথায় নিষ্কলঙ্ক শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নরককে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি নরকের আবাস ভূমি দর্শন করিয়া, তাহা দ্বিতীয় অমর ভবন ও নরককে দেবরাজ শক্রের ন্যায় অনুমান করিয়াছিলেন। রাজর্ষি এইরূপে সমস্ত দর্শন শ্রবণ করত তখন আপন সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী সুমতীকে সমস্ত ভুত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। জনক কহিলেন, দেবি! এই নরক রাজ তোমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। ইনি নারায়ণের শক্ত্যুৎপন্ন হইয়া মহাদেবী পৃথিবীর কুক্ষি হইতে আমার যজ্ঞশালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে দেবী বসুন্ধরা উহাঁকে পরিপালনার্থ আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সেই ধরণী তনয়কে অনিমিষ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন কর। মহাতপা মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, জনক রাজা এই রূপে সমস্ত ভুতপূর্ব্ব আখ্যায়িকা আপন সহধর্ম্মিণীর নিরট প্রকাশ করত হর্ষাতিশয় হইয়া তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করত নরকের অতুল বিভব দর্শন করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জনকরাজা ধরিত্রীতনয় নরকরাজ কর্ত্তৃক

পূজিত ও সম্মানিত হইয়া কিয়ৎকাল পরে তথা হইতে পরিজনাদি সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে নরকরাজ স্বকীয় বাহুবলে পৃথিবীস্থ সমস্ত মদোদ্ধত বীরগণকে পরাভূত করিয়া আস্থরিক দুবুর্দ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরের ন্যায় পরম সুখে ক্ষিতিমণ্ডলে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

কালিকা পুরাণে অষ্ট ত্রিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহাপ্রাজ্ঞ ও মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ! মহাবীর নরকরাজ প্রকৃত মানবের ন্যায় রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ ও ধরণী শাসন করিতেছিলেন। এই সময়ে ত্রেতা অতিক্রম করিয়া দ্বাপরযুগ আগতপ্রায় হইলে, শোণিত নগরে সত্যব্রত বলিরাজের অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও প্রভূত পরাক্রম এবং বীর্য্যশালী বাণ নামে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইনি অতি শিবপরায়ণ শৈব ছিলেন। সেই দেবাদিদেব ভগবান্ পিনাকপাণি মহাদেবের প্রসাদাৎ তিনি সহস্র হস্ত বিশিষ্ট ও অতিশয় পরাক্রমী হইয়াছিলেন। ইহাঁর সহিত বিষ্ণুতনয় নরকের অতিশয় সৌহৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পর পরস্পরের দেশে সর্ব্বদা গতিবিধি হওন প্রযুক্ত জলপঙ্কের

ষ্যায় প্রগাঢ়তর সখ্যতার সংঘটন হয়। বাণরাজা অতিশয় আসুরিক ব্যবহার প্রিয় ছিলেন; এজন্য তিনি মঙ্গলালয় শিবারাধনা দ্বারা বীরাগ্রগণ্য ও অসুরশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ধরণীতনয় নরক প্রধান, সেই সময় হইতে উহাঁর সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার যথেচ্ছচারীত্ব সন্দর্শনে আপনিও অবৈধকার্য্যে অনুরক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি পিতৃবাক্য উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করত দেব, ঋষি ও ব্রাহ্মণাদির প্রতি ভক্তি লাঘব হইয়া তাঁহাদের সেবায় বিরত হইলেন। যাগ যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা এবং ব্রত ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান রহিত করিলেন; এবং বিষ্ণু পূজা ও পৃথিবীর সৎকারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। হে ঋষিগণ! অধিক আর কি বলিব, তিনি যে এত ভক্তিসহকারে মহামায়া কামাখ্যার অর্চ্চনা করিতেন, দেখ, সংসর্গের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনশীল ক্ষমতা যে, সেই নরকরাজ এক্ষণে তাহাতেও বিরত হইলেন। এইরূপে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি যথেচ্ছায় বশীভূত হইয়া কাল যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাহউক, একদা ব্রহ্মতনয় মহামুনি বশিষ্ঠদেব তীর্থ ভ্রমণে বিনির্গত হইয়া যোগমায়া কামাখ্যার চরণ যুগল অর্চ্চনা করিবার মানষে প্রাগ্‌জ্যোতিষে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার দুর্গাভ্যন্তরস্থ নীলকূট পর্ব্বতে সেই ত্রিলোক মুগ্ধা দেবীকে দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলে, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইল না। কারণ মহা-

বাহু দুষ্ট নরকাসুর তাঁহার নিমিত্ত দ্বার উদ্ঘাটন করিল না। ঋষিগণ! যখন তিনি দেখিলেন যে, সেই অবরুদ্ধ দ্বার কোন মতেই তাঁহার নিমিত্ত উন্মোচিত হইল না; তখন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া নিতান্ত পরুষ বচন দ্বারা নরককে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রে কুল-কলঙ্ক! তুই কি নিমিত্ত চির-পবিত্র বসুন্ধরার গর্ভে ও ভগবান নারায়ণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিতেছিস? আমি বহু ক্লেশ স্বীকার করত মহামায়া কামাখ্যার উদ্দেশে আত্ম চরিতার্থ-হেতু এই প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে আগমন করিয়াছি; অতএব ব্রাহ্মণকে কোনক্রমেই তাহাতে বঞ্চিত করা তোমার ন্যায় রাজার কর্ত্তব্য নহে।

অতঃপর হে ঋষিগণ! নরক, বশিষ্ঠ দেবের এবম্প্রকার রৌদ্র বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া অগ্রাহ্য পূর্ব্বক, তাঁহাকেও নানা কটূত্তর করিতে লাগিল। এই কালে মহর্ষি দ্বিগুণতর কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গভীর রুদ্র বাক্যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি কহিলেন, রে পাপাত্মা ক্ষিতিতনয়! তুই যাঁহা হইতে এই দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিস্, এক্ষণে আমার এই অভিসম্পাত বাক্যে তিনিই আবার মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোর জীবন নাশ করিবেন। রে দুর্বুদ্ধে! তোর আসন্নকাল সমুপস্থিত। ধর্ম্মঘাতক! তুই বিনষ্ট হইলে; তোর এই রাজশরীর ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলে, আমি পরম

সুখে এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া জগদীশ্বরী কামাখ্যা দেবীর আরাধনা ও অর্চ্চনা করিব। নরাধম! তুই অদ্যাবধি যত দিন জীবিত থাকিবি, ভগবতী (কামাখ্যেশ্বরী) তত দিনই আত্মগণের সহিত এই স্থান হইতে তিরোহিত হউন।

মহাপ্রাজ্ঞ মার্কণ্ডেয় ঋষিগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! মহামুনি বশিষ্ঠদেব ক্রোধ ভরে নরক রাজকে এইরূপ নিদারুণ শাপ প্রদান করত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্বাভিলষিত প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে নরক অতিশয় ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কালে তিনি বিশ্ববিমুগ্ধা কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে আগমন করত পূর্ব্ববৎ আর তাঁহাকে, কিম্বা তদ্‌যোনিস্থিত কোন দেবগণকে তথায় না দেখিতে পাইয়া অতিশয় ভয়ব্যাকুল হওত আপন পিতা চক্রপাণি নারায়ণকে ও জননী ধরিত্রীকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আর কিছুতেই তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না। হে দ্বিজগণ! ভগবতী বসুমতী ও চক্রপাণি নারায়ণ, পুত্র কর্ত্তৃক বারম্বার আহুত হইলেও তাঁহার সম্মুখীন হইলেন না। যেহেতু প্রথমতঃ তাঁহাদের বাক্যের অবমাননা, পরে সত্যের বৈপরীত্য, কথার অন্যথাচরণ, নীতি বহির্ভূত ব্যবহার, দেবদ্বিজাদিতে অনাস্থা ও ব্রাহ্মণের মনঃকষ্ট দান প্রভৃতি ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যই তাহার হেতুভূত। এই সমস্ত মহাপাপজনিত ব্যবহারে নরক আপন পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

অনন্তর ভৌম নরক মনঃক্লেশে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামাতার দর্শন লালসায় একাগ্রচিত্তে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিলেও তাহাতে বঞ্চিত হইয়া আপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। এই কালে তিনি শ্রী ভ্রষ্ট রমণীর ন্যায় আপন নগরীকে সৌন্দর্য্যবিহীন দেখিতে লাগিলেন। হে ঋষিগণ! মহাদেবী যোগমায়া তাঁহার পুরী পরিত্যাগ করিলে, সমস্ত গণ, (পীঠ মাহাত্ম্য) শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, শাস্ত্র প্রভৃতি সকলই তথা হইতে তৎসমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন আর বেদধ্বনীও তথায় শ্রবণ গোচর হইত না।

হে তপোধন সকল! অতঃপর অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। প্রজাদ্বারা জনতা পূর্ণ সেই পরম সুন্দর ভৌমনগর, ব্রহ্মকোপানলে যেন ভস্ম হওত শ্মশানভূমি সদৃশ লোক শূন্য হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে কি দেবতা, কি ব্রাহ্মণ, কি ঋষি বা তপস্বী, কেহই আর নরকের নিকট গমন করিত না। পূর্ব্বের ন্যায় হবির্গন্ধ ও যজ্ঞীয় ধূমে আকাশ পূর্ণ ও সমাচ্ছন্ন হইত না। ক্রমে সেই নগরী নৃত্যগীতাদি উৎসব বিবর্জ্জিত হইল। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় সদাগতির ন্যায় তথায় অবস্থিতি করত প্রজাপুঞ্জকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। অপর্য্যাপ্ত ঈতি * প্রযুক্ত জনগণ অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে নানা প্রকার

---

* অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, খগ ও রাজপীড়ন এই ছয় প্রকারে যে উৎপাত জন্মিয়া থাকে।

উৎপাত ও অমঙ্গল উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ আসন্ন মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই উৎপাত কালে তাহাদিগের প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইয়াছিল। এই কালে ব্রহ্মপুত্র সলিলবিহীন ও শুষ্ক প্রায় হইয়া আসিলে ধরণীতনয় নরকরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এই ব্রহ্ম শাপই আমার সমস্ত অনর্থের মূল ও জীবন নাশের কারণ হইল।

অনন্তর, প্রাগ্‌জোতিষাধিপতি নরকরাজ সাতিশয় দুশ্চিন্তাদ্বারা বিকলান্তঃকরণ হইয়া, আপন মনোদুঃখে যেন মনে মনে প্রিয় সুহৃদ বলি পুত্র বাণরাজের নিকট উপনীত হইলেন। * উহঁাদের পরস্পরের এতাদৃশ প্রণয় জন্মিয়াছিল যে, উভয়ে উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে পারিতেন। এবং পরস্পর পরস্পরকে রক্ষাও করিতেন। ফলতঃ দেব-ভীষক অশ্বিনী ও কুমার, এই পৃথক নামদ্বয় যেমন এক ব্যক্তিতেই আরোপিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা দুই নহে; সেইরূপ নরক ও বাণরাজের পৃথক্ কায়া হইলেও অতিশয় বন্ধুতা নিবন্ধন তঁাহারা উভয়েই এক আত্মা ও এক মন ছিলেন। যাহা হউক, এই কালে নরক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি এই সমস্ত বিষয় আমার প্রিয় সুহৃৎ সহস্র ভুজশোভিত বাণরাজাকে অবগত এবং তঁাহার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করি, তাহা হইলে এই বিপদকালে অবশ্যই তঁাহার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইব।

---

* বাণরাজের উদ্দেশে চিন্তা।

হে ঋষিগণ ! বরাহতনয় নরকরাজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াও বুদ্ধি স্থির করত শোণিতপুরে বাণরাজের নিকট আপন দূত প্রেরণ করিলেন। দূতবর দ্রুতগামী রথারোহনে সত্বর বাণ নগরে উপনীত হওত রাজ সম্মুখে আপন প্রভুর সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষিগণ ! ব্রহ্মতনয় বশিষ্ট দেব কুপিত হইয়া যে রূপে নরক রাজের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন—যে রূপে যোগ মায়া জগদ্ধাত্রী ভৌমনগর হইতে স্বগণে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন—অমরাবতীর ন্যায় শোভাবিশিষ্ট প্রাগ্জ্যোতিষ এক্ষণে যে রূপে হীনশ্রী হইয়াছে, এবং বহু আরাধনার দ্বারাও যে সত্য ভঙ্গ হেতু জনক জননীর সহিত নরক রাজার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ না হইবার কারণ, প্রভৃতি সমস্তই একে একে তাঁহার গোচর করিলেন। তখন মহা শৈব বাণ রাজা বন্ধুর এতাদৃশ দুরাবস্থা ও তৎপ্রতি দৈবের প্রতিকুলতাচরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার ভাবী মঙ্গল চেষ্টায় সৎপরামর্শ প্রদানার্থ স্বয়ং তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার লৌহ চক্র যুক্ত, সুবর্ণ দণ্ডে চামর ও ময়ূরধ্বজ শোভিত, কাঞ্চন স্তম্ভ বিশিষ্ট, কিঙ্কিনী জাল বিভূষিত, নানা রত্নমালা খচিত, সুবর্ণ বেদী সমন্বিত ও ত্রিশত হয় সংযোজিত মনোহর রথ ভৌম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বাণ রাজা আপন চতুরঙ্গ বলে তথায় উপনীত হইলেন।

ঋষিগণ ! বাণ রাজা সেই নগরে প্রবেশ করত উহাকে শ্রীবিহীন ও বন্ধুকে মলিন এবং বিষাদিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া অতিশয় ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। নরক

রাজ, বাণরাজাকে সমাগত দেখিয়া যথাসম্ভব পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করত আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর বাণ রাজা কহিতে লাগিলেন, সখে! তোমার তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় চাক্‌চিক্য-শালী বর্ণ কি নিমিত্ত সহসা এত মলিন হইয়াছে? কেনই বা তোমার শরীর এত কৃশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে? শোভাবিশিষ্ট অপূর্ব্ব তোমার নগরেরই বা কেন এরূপ দুর্দ্দশা দেখিতেছি? তোমার সদানন্দ চিত্তকে কেনই বা এখন বিষণ্ণ ভাবে অবস্থিতির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে? আত্মন্! তোমার সহসা উপস্থিত এই যে দুঃখের কারণ সমস্ত আমার নিকট বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

ঋষিগণ! এইরূপে বাণরাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরকরায় ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠদেবের শাপ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। অনন্তর শোণিতাধিপতি মহাশৈব বাণরাজা, ধরণীতনয় নরক প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া এবং দূতরাজের পূর্ব্ব কথিত ঐ সকল কথা স্মরণ করত তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, সখে! আর বৃথা দুঃখ করিও না। দেখ, ইহ সংসারে জীবকে প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর তাহাদের জীবনদণ্ডে ঘূর্ণায়মান হওত পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব সে জন্য কোন বুদ্ধিমান মনুষ্যেরই একেবারে অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ পণ্ডিতেরা বিপৎকালে অধৈর্য্য না হইয়া বরং শান্ত সমাহিত ভাবে সেই দুঃখ অপনোদনার্থ নিয়তই প্রতি-

কারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব হে সখে! অনুতাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে তাহার প্রতীকারে যত্নশীল হও। হে ভ্রাতঃ! এই জগতিতলে দানব, দৈত্য কি অসুর কিম্বা মনুষ্য যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, (তিনি) ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব, লাভ করিলে, সুরপতি ইন্দ্রের তাহা নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তিনি স্বভাব সিদ্ধ কুটিলতা দোষে ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া দেবগণের সহিত সমবেত হওত ত্বরায় তাঁহাকে সেই সুখ হইতে ভ্রষ্ট ও শ্রীহীন করিয়া থাকেন।

ভ্রাতঃ! এবম্প্রকার সেই ইন্দ্রের পরাজয় কামনা করিয়াও শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে, সেই কৈবল্যনাথ তাঁহাকে তৎ-সম্বন্ধীয় সচ্ছিদ্রবর * প্রদান করত নিজ মায়ায় বিমোহিত করিয়া থাকেন। ভ্রাতঃ! এজন্য দেখা যাইতেছে যে সেই নারায়ণের আরাধনা করিলে কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। সখে! ইহা সত্য বটে যে, মহত্তপোনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসুখ-দাতৃ, শ্রীমন্নারায়ণের পূজা করিলে, তিনি শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনার অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা ব্যতিরেকে কোন্ কালে কোন্ ব্যক্তি বাঞ্ছনীয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা হইতে পারিবে? হে ভ্রাত! তুমি পূর্ব্বকালে কেবল সেই একমাত্র শ্রীনিবাস নারায়ণেরই আরাধনা করিয়াছিলে, কমল নিবাস ব্রহ্মার কিম্বা মঙ্গলবিধাতৃ মৃগবাস মহেশ্বরের অর্চ্চনা কর নাই। সেই নিমিত্ত এখন তোমাকে

---

* চলিত কথায় যাহাকে (হাতে রেখে) বলা যায়।

এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আর সখে! সেই জগৎপাতা বিষ্ণু সহজেই কখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নাই; কেবল ভগবতী বসুন্ধরা দেবীর বাক্ কৌশলে যখন তুমি পুনঃ পুনঃ তাঁহার অর্চ্চনা ও সেবা করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাকে সচ্ছিদ্রবর প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব সে নিমিত্ত তুমি কখনই অপরাধী হইতে পার না। যাহা হউক, ভ্রাত! যদি তুমি মদীয় বাক্যের অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে আর কোনক্রমেই পূর্ব্ববৎ তোমার সৌভাগ্যের উদয় হইবে না।

ভ্রাতঃ! যদিও ব্রহ্মশাপে তোমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতীতি হইবে যে, সে শাপ কেবল নিমিত্ত মাত্র, আর বিষ্ণুর চাতুরীই ইহার প্রকৃত কারণ। সখে! এইহেতু তুমি ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইয়া অনুতাপ সহকারে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন পিতা মাতাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন না। ভ্রাত! এজন্য তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, এই সমস্ত ঘটনা কেবল কুচক্রী ও কুটিল নারায়ণ হইতেই সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু হে মিত্র! তজ্জন্য বৃথা চিন্তা সহকারে তৎপক্ষে তোমার এখন কোন মতেই আলস্য বা ঔদাস্য শোভনীয় নহে। হে অরিন্দম! সম্প্রতি আমি তোমাকে যে কথা কহিলাম ও তোমার ভাবী মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা কহিব, তুমি এক নিষ্ঠ হইয়া তদনুষ্ঠানে অনু-

রক্ত হইলেই সফল কাম হইবে। সখে! তোমার পিতা বরাহদেব এক্ষণে লোকান্তর আশ্রয় করিয়াছেন; তুমি যে তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাক, তাহা বাস্তবিক ভ্রম বলিয়া জানিবে। কারণ তিনি কখনই তাঁহার অংশ সম্ভূত নহেন, অংশাংশ মাত্র বলিয়া জানিবে। অতএব অদ্য হইতে তুমি চতুরানন ব্রহ্মার অথবা পঞ্চানন মহেশ্বরের আরাধনায় নিয়োজিত হও। কারণ তাঁহাদের একের প্রসন্নতাতেই তোমার সকল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে ও এই ভয়ানক ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, ভৌমরাজ, বলিতনয় বাণের বাক্য শ্রবণ করত তাহাতেই স্থির বিশ্বাস করিয়া আচার্য্য বাক্য স্বরূপে দৃঢ় হইলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বাণরাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মিত্র শ্রেষ্ঠ! আপনি এই মাত্র যে সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিলেন, তাহা যে নিতান্তই যুক্তি সঙ্গত, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। আর এ নিমিত্ত আমি আপনার বাক্য গ্রহণ করিব। যাহাহউক, সম্প্রতি আমি ভবদীয় বাক্যানুসারে সত্বর তপোনুষ্ঠানে বিনির্গত হইব। আর প্রাণান্তেও সেই কুচক্রী বিষ্ণুর আরাধনা করিব না। কারণ সেই কুটিলের ক্রূর কার্য্য ত সকলই আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। আর ভুতভাবন মহেশ্বরেরও অর্চ্চনা করিব না। কারণ তিনি আমার এই

স্থানেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিলেও আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন, এবং সর্ব্বদা বিষ্ণুর বাক্যেরই অনুমোদক হইয়া থাকেন। অতএব আমি আপনার উপদেশানুযায়ী লৌহিত্য তীরে গমন করিয়া সেই মরালবাহন ব্রহ্মারই আরাধনা করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! মহাবাহু বজ্রধ্বজ এই রূপে অসুর শ্রেষ্ঠ বাণের কথায় পুলকিত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিলেন। পরিশেষে বাণরাজা তাহাতে পরিতুষ্ট হওত অমিয় বচনদ্বারা মিত্রবরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে নরকরাজ, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে প্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইয়া লৌহিত্য তীরে গমন করত আপন চিত্তকে সংযম করিয়া জলাহার (গণ্ডুষ মাত্র জলপান) করত মনুজ পরিমাণের শত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই শতবর্ষান্তে লোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা ভক্তের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নয়ন গোচর হইয়া ছিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আগমন করত কহিতে লাগিলেন, হে সুব্রত! আমি তোমার এইরূপ কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়াছি। বৎস! নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক আমাকে দর্শন ও অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। অতঃপর নরক কমলাসন ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ ও দিব্যচক্ষে তাঁহাকে আশাতিরিক্ত দর্শন করিয়া

অতিশয় ভক্তি গদগদ স্বরে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! হে লোক পিতামহ! হে ভক্তবৎসল প্রভো! যদি এই অধমের প্রতি একান্তই প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমাকে এই বর প্রদান কর, যেন আমি দিব্যলোকবাসী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ কিম্বা অন্য কোন অসুরের বধ্য না হই। হে বাঞ্ছা কল্প তরো! আমি আর অন্য কাহারও উপাসনা না করিয়া এক্ষণে কেবল তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার আরও প্রার্থনা এই যে, হে করুণাময়! এই জগতিতলে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্ভব হইবে, ততকাল যেন আমি সন্তান সন্ততিগণের সহিত অবিচ্ছেদে কালাতিপাত করিতে পারি। আর হে কৃপাময়! আমি যেন তিলোত্তমা ও পঞ্চচূড়া প্রভৃতি স্বর্গ বিদ্যাধরীর ন্যায় রূপগুণ বিশিষ্ট ষোড়শ সহস্র দয়িতা প্রাপ্ত হইয়া সংসারত্রয়ের অজেয় হই। এবং হে ভগবন্! জগৎবাঞ্ছনীয়া লক্ষ্মী হইতে আমি যেন অতুল ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়া যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হই; আমার ধন যেন কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, এবং আমি যেন কদাচিৎ লক্ষ্মী পরিত্যক্ত হইয়া হতঃশ্রী না হই। হে প্রজাপতে! হে ব্রহ্মণ! এই দীনের প্রতি—এই ভক্ত ও সেবকের প্রতি কৃপা প্রকাশ করত এই পঞ্চ বর মাত্র বিধান কর। হে লোকেশ! (আমাকে) ঐ পঞ্চ বর প্রদান করিয়া জগতে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং আমাকে চরিতার্থ কর।

ঋষি শ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ঋষিগণকে কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! ভূমি তনয় নরক যেইকালে ব্রহ্মার নিকট হইতে

বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্ম মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মহামুনি বশিষ্ঠদেব কর্ত্তৃক “ মনুষ্য হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে ” এই নিদারুণ অভিসম্পাত একেবারেই বিস্মৃত হইয়া ছিলেন ; এজন্য তন্মুক্ত হইবার নিমিত্ত আর কিছু না বলিয়া একেবারেই অন্যান্য অভিলষিত বিষয়ের বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এইরূপে পঞ্চ বর প্রার্থনা করিলে, হংসারূঢ় ব্রহ্মা তাহাতেই অনুমোদন পূর্ব্বক “ তাহাই হইবে ” বলিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কালে আরও নরককে কহিয়াছিলেন যে, বৎস ! দ্বাপর যুগান্তে তিলোত্তমাদি দেবাঙ্গনাগণ তোমাকর্ত্তৃক বলাকৃষ্ট হইয়া স্বর্লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার সহধর্ম্মিণী হইবেন। কিন্তু বৎস ! যেকাল পর্য্যন্ত মদীয় মানষ তনয় দেবর্ষি নারদ তোমার নগরীতে গমন না করেন, তত্কাল তুমি উহঁাদের সহিত সুরতব্যাপারে পূর্ণ মনোরথ হইয়া থাকিবে। পিতামহ এই কথা বলিয়া সত্বর তথা হইতে অন্তর্ধ্যান হইলেন।

এদিকে নরক, লব্ধবর হইয়া প্রফুল্লচিত্তে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন সেই শ্রী-ভ্রষ্ট নগরী পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার মনোহর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তথায় প্রজা বৃদ্ধি ও লোক সকল মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। নরকরাজ, লোক ভাবন্ ব্রহ্মার প্রসাদে তথায় আর রোগ শোক কিছুই অনুভব করিলেন না। তখন যেন ইতস্তত উৎসব উৎসারিত দেখিতে লাগিলেন। তথায় দিন দিন মৃগ

পক্ষী সকল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অশ্ব ও কুঞ্জরগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হ্রেষা ও বৃংহতি রবে রাজধানীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই কালে ব্রহ্মবরে নরকপুরী যেন অমর ভবনের ন্যায় জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিল।

ক্রমে পরমমিত্র নরকরাজ যে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট হইতে স্বাভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপরম্পরায় বাণরাজা তাহা অবগত হইয়া শরীর রক্ষকগণে পরিবৃত হওত মনোরথগতি রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়বরকে আগত দেখিয়া নরক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সহস্রভুজ বাণরাজা তদীয় কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! তোমার তপস্যার কুশল বৃত্তান্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। হে মিত্রোত্তম! তুমি মনে মনে কি কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলে, এবং কত দূরেইবা তাহার পর্য্যবশিত হইল? আর ভগবান প্রজাপতি হইতে তুমি কি বর প্রাপ্ত হইলে? তাহার সবিস্তার আমাকে বর্ণন কর। ভ্রাত! এই যে তোমার সেই শ্মশানবৎ শূন্য নগরী সহসা জনাকীর্ণ ও বিকশিত কমলের ন্যায় প্রফুল্লিত দেখিতেছি, বাজী রাজী ও করী বৃন্দ ইতস্তত: উৎফুল্ল হইয়া একত্রে বিচরণ করিতেছে, মঙ্গল নিনাদ আকাশ ভেদ করত চতুর্দ্দিক শব্দায়মান করিতেছে, ইহারই বা কারণ কি? হে আর্য্য! অদ্য তোমাকে শস্য পূর্ণ এই অনাময় মেদিনী পুনর্ব্বার শাসন করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত একেবারেই আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাসা

করি যে, কমলাবাস ব্রহ্মা হইতে তুমি কি বর প্রাপ্ত হইয়াছ? মেদিনী নন্দন কহিলেন, হে মিত্র শ্রেষ্ঠ! অতঃপর শ্রবণ কর। আমি পরম পবিত্র ও স্বচ্ছ এবং শীতল তোয়রাশী সমন্বিত লৌহিত্য তীরস্থ সত্য, মাল্য ও ঘন এই ত্রিবিধ মন্দ মারুৎ প্রবাহিত মনোহর (পর্ব্বত শৃঙ্গে) স্থানে গমন করত নিত্য গণ্ডুষমাত্র জল গ্রহণ করিয়া, মরালবাহী ব্রহ্মার উদ্দেশে শত বৎসরব্যাপী অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম। পরিশেষে ঐ কাল পূর্ণ হইলে, পিতামহ পর্ব্বত রূপে মহামায়া কামেশ্বরীকে আশ্রয় করত আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই কালে তাঁহার আদেশক্রমে আমি তাঁহাকে দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই তপস্যা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া এক্ষণে তোমাকে ইপ্সিত বর প্রদান করিতে আসিয়াছি; অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

অনন্তর হে অরিন্দম! আমি কহিলাম, হে বিভো! যদি আমার সমাধি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া থাক তবে, আমাকে এই বর প্রদান কর যেন, দিব্যবাসী হইতে আমার জীবনের কোন ভয় না থাকে। আমি যেন সংসারের অজেয় হই। আর চন্দ্র সুর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কদাচিৎ যেন আমাকে সন্তান সন্ততির বিচ্ছেদ ভোগ করিতে না হয়; ও স্থির যৌবনা সুরকামিনীগণ যেন আমার পত্নী হইয়া, আমার বিলাস কামনা পূর্ণ করেন, এবং বিষ্ণু হৃদ্বিলাসিণী লক্ষ্মী যেন কখনই

আমাকে পরিত্যাগ না করেন। হে মিত্রবর! আমি এইরূপ পঞ্চবর প্রার্থনা করিলে, করুণাসিন্ধু পিতামহ তাহাই অনুমোদন করত তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে, অমাত্যগণ আমাকে যথেষ্ট সম্মান সহকারে পূজা করিল। পৌরজনগণ আমাকে দর্শন করত পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিল। এই কালে আমিও সমাগত বন্ধুবর্গকে সাদর সম্ভাষণে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম, এবং প্রচুর ধনদান দ্বারা দীন দুঃখীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন ও দুঃখ বিমোচন করিয়াছিলাম।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! এইরূপে নরক আপন বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলে, কোটরীনন্দন বাণরাজা তাহা শ্রবণ করত অতিশয় বিষণ্ণভাবে ও সুনৃত বচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এ কি করিয়াছ? দুস্তর ব্রহ্মশাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তুমি যে কঠোর তপশ্চরণ করিলে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কি প্রার্থনা করিলে? সখে! এখন নিশ্চয়ই জানিলাম যে, বিধির নির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। ভবিতব্য নিতান্তই অনতিক্রমণীয়। অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কোন ব্যক্তিই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। হে মিত্র! যেমন আসন্নকালমুপাগত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া থাকে; সেই রূপ

(বিধিকৃত) ভাগ্য—লিখন জনিত ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হইবেক। যাহা হউক, ভ্রাতঃ! অভীষ্টপ্রদ মহাদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি যে ব্রহ্মার সাধনার দ্বারা পঞ্চবর প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে তাহার পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এজন্য পাবকোপম ভীম পরাক্রম দৃঢ়কায় ও কালান্তক সদৃশ মহা মহা বীরগণকে উপযুক্ত বৃত্তিদান দ্বারা সেনাপতিরূপে আপন দুর্গদ্বার রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত কর। আর ত্বরায় আপন পত্নী সহযোগে আত্মজ উৎপন্ন করিলে, লব্ধ বর পরীক্ষিত হইবে; এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। হে ঋষিগণ! অতঃপর বাণরাজা গমনোন্মুখ হইলে, নরক কর্ত্তৃক ঐ যথা বিহিত সম্মানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নরকরাজও মিত্র কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অতিশয় যত্ন সহকারে তদনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন।

কালিকা পুরাণে উনচত্বারিংশত্তমোহধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশত্তমোহধ্যায়।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! কিয়ৎকাল অতীত হইলে নরক আপন পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত জানিয়া, অতিশয় কামাশক্ত হওত তাঁহার সহিত বিহার করিলে, যথা সময়ে ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবন্ত ও সুমালী,

এই সন্তান চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রফুল্লচিত্তে ব্রহ্মচরণে চিত্ত অভিনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ কুমারগণ সাতিশয় বীর্য্যশালী হইয়া দিন দিন শশীকলার ন্যায় পিতৃমন্দিরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতঃপর ভূতনয় নরক, পরম সুহৃৎ বাণের বাক্য স্মরণ করত মহাসুর হয়গ্রীবকে সাদর সম্ভাষণে আহ্বান করিয়া (তাঁহাকে) সেনাপতিত্ব পদে বরণ ও নিযুক্ত করিলেন। হে ঋষিগণ! হয়গ্রীব সেনাপতি হইলে, ক্ষিতি মণ্ডলবাসী যাবদীয় অসুরগণ নরকের পক্ষ অবলম্বন করিল। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক প্রবল অসুরদ্বয় ঐ সকল বিষয় শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যেশ্বর বিরূপাক্ষের সহিত বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বলবৃদ্ধি হেতু নরকপুরে আগমন করিয়াছিল। এইকালে নরক রাজা উহাঁদিগকে দর্শন করিয়া হর্ষিত ভাবে বহু সেনাগণে পরিবৃত হইয়া, পশ্চিম দ্বারে স্বয়ং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে উত্তর দ্বারে অত্যদ্ভূত বীর্য্যশালী মহাসুর হয়গ্রীবকে, পূর্ব্ব দ্বারে পাবকোপম নিসুন্দ নামক মহাবীরকে, দক্ষিণ দ্বারে দুর্দ্দান্ত বিরূপাক্ষকে এবং মধ্যভাগে অতিশয় পরাক্রমশালী সুন্দ ও অপর পঞ্চ ব্যক্তিকে অসংখ্য সৈন্য সহিত নিযুক্ত করিলেন।

হে ঋষিগণ! নরক রাজ এই রূপে আপন নগর ও দুর্গ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহা মহা বীর পুরুষগণকে সেনানায়ক রূপে অভিষেক করিয়া অসংখ্য সৈন্য সহযোগে আপন রাজ্য রক্ষা ও পূর্ব্বতন বিচক্ষণ সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য সুচারুরূপে পর্য্যালোচনা ও অসুর-

গণের সহিত পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই কালে তিনি পূর্ব্বকৃত সদ্ব্যবহার সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া নিরন্তর ত্রিদশবাসী অমরগণের সহিত বিবাদ ও বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। নরক এই সময় হইতে কি দেবতা, কি মুনি, কি ধ্যান পরায়ণ যোগী, কি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সকলকেই অতিশয় পীড়ন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে ঋষিগণ! নরকের এইরূপ দৌরাত্ম্যে ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ ও কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন ত্রিদশ-নাথ ইন্দ্র, অন্যান্য দেব ও ঋষিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ক্রমে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তিনি লোকবাঞ্ছন দ্বারকায় উপনীত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শনে চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়াছিলেন। এইকালে তিনি দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হওত অতি ভক্তি ভরে তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেব নাথকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হওত সাদর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত সুবর্ণ আসন প্রদান করিলেন। দেবরাজ এই কালে সুযোগ বিবেচনায় নরক সম্বন্ধীয় সমস্ত দৌরাত্ম্য বিষয়ক ব্যাপার ভগবান বাসুদেবের গোচর করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে পদ্মনাভ! হে জগদর্চ্চিত! হে অচ্যুতা নন্দ! হে ব্রহ্মাণ্ড স্বামিন্! এক্ষণে আমি যে

নিমিত্ত তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা কৃপা পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে নাথ! পুরাকালে ধরণীর গর্ভে নরক নামে,বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবানের ঔরসজাত এক তনয় উৎপন্ন হয়। সেই নরক জনক জননীর প্রসাদে দীর্ঘজীবি হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। হে মহামতে! এক্ষণে সেই দুরাত্মা জনক জননীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাঁহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া, তাহার পরম বান্ধব বলিপুত্র বাণের পরামর্শানুযায়ী মধুবংশোদ্ভব মাধব ও সর্ব্বলোক ধরিত্রী এই পৃথিবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাপতি ব্রহ্মার আরাধনা দ্বারা বর লাভ করিয়া সাতিশয় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে নরক পরম ধার্ম্মিক ও দেবদ্বিজ প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই তিনি স্বার্থপর অসুরের ন্যায় ক্রূরভাবে ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া, নিত্য ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছেন। সেই মন্দমতি সম্প্রতি দেবজননী অদিতীর অমৃত সম্ভব কর্ণকুণ্ডলদ্বয় বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া সুর ও ঋষিগণের সহিত বিষম কলহ করিয়া তাঁহাদের ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দুষ্ট অসুরগণের ন্যায় আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে।

হে নারায়ণ! নরকাসুর, পঞ্চাধিক বিংশতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রাগ্জ্যোতিষ নগরে প্রভুত্ব করিতেছে। এক্ষণে ভগবতী বসুন্ধরা তাহা হইতে নিপীড়িতা ও তাহার দুর্ব্বহ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া লোকভাবন প্রজাপতির আরাধনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বংসহা পৃথিবী অতিশয় ক্ষমাশালিনী হইলেও

উহার অত্যাচর নিবারণের নিমিত্ত পিতামহের চরণোপ্রান্তে উপনীত হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পৃথিবী কহিয়াছিলন হে বিধে! জগদাবাস দৈত্য, দানব ও নৃসংশ রাক্ষসগণকে (ভগবান নারায়ণ) শীঘ্র নিধন না করিলে, এই দীনা ধরণীর আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কারণ অসংখ্য দুষ্টগণে অবনীমণ্ডল পরিপূর্ণ ও তাহাদের দৌরাত্ম্যে অসহিষ্ণু হইয়াছেন। শীঘ্র তাহারা নিপাত না হইলে, আর সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারিতেছি না, ক্রমেই তাহাদের গুরুতর ভার ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতেছে। হে বিধাতঃ! ঐ সকল দুরাত্মাগণের সংখ্যার ইয়ত্তা হয় না। তথাপি অনুমান শতাধিক অষ্ট সহস্র অসুরগণের মধ্যে আমি কতিপয় প্রধানগণের নামোচ্চারণ করিতেছি শ্রবণ কর।

হে দেব! দৈত্য শ্রেষ্ঠ মহাবীর কংস, বলি পুত্র সহস্রভুজবাণ, দুরন্ত ধেনুকাসুর, অরিষ্ট, প্রলম্ব, সুনামাসুর শল, তোশল, চানুর, মুষ্টিক, মাগধাধিপতি জরাসন্ধ, দ্বিবিদ, বানর, শ্রুতায়ুধ, মহাদৈত্য, শতায়ুধ, সুবাহু, মহাবাহুক এবং হিরণ্যপুরবাসী কালকঞ্জ। হে কমলোদ্ভব! এই সকল সুরদ্বেষীগণের দুর্ব্বহ ভারে আক্রান্তা হইয়া আমি দিন দিন শীর্ণা বিশীর্ণা হইতেছি। হে সুরসত্তম! এক্ষণে আমি আর কোন ক্রমেই উহাদের দৌরাত্ম্য ও ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান কর; নতুবা, শীঘ্রই আমাকে রসাতলশায়ী হইতে হইবেক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই প্রকারে ব্রহ্মা সুরগণের সহিত লোক পূজিতা বসুমতীর প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে সুমধুর স্বরে কহিলেন, আর্য্যে! অশ্রু সম্বরণ করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত বহন কর। তোমার দুঃখ ও ভার শীঘ্রই বিদূরিত করিব।

হে মাধব! এক্ষণে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সমবেত হইয়া তোমাকে এই সমস্ত বিষয় বিদিতার্থ আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। হে নলিন নেত্র! ঐ মহাবীর নরকের অত্যাচার ও উৎপীড়নে অখিলবাসী জনগণ বাতাহত কদলী পর্ণের ন্যায় সর্ব্বদা ভয়-কম্পিত ভাবে অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেছে। হে জগদীশ! হে জগৎপাতাঃ! সেই দুর্জ্জয় নরক ব্রহ্মবরে এক্ষণে ত্রিলোকেরই অজেয় হইয়াছে। দেব, দানব, যক্ষ; রক্ষ, সুরাসুর প্রভৃতি কেহই তাহাকে জয় কহিতে সমর্থ হইবে না। সে ব্রহ্ম বরে ঐ সকলেরই নিতান্ত অবধ্য। অতএব হে ধরণী নাথ! তুমি অনুকম্পা করিয়া উহাকে বধ না করিলে, জগতের আর কিছুতেই ভদ্র নাই। যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ এক্ষণে উহার উৎপাতে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছে। এজন্য হে দুষ্কৃতি হারক! হে শান্তি বিধায়ক! এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তুমি ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। প্রভো! এক্ষণে দুষ্ট নরককে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড বাসীগণকে রক্ষা কর।

হে অনঘ! পূর্ব্বকালে সেই কুলকণ্টক নরক, দুর্বৃত্ত হয়গ্রীবকে সৈন্যাধ্যক্ষ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তৎসহায়ে

অমর কন্যাগণকে বলপূর্ব্বক হিমালয় প্রস্থে লইয়া গিয়া রতিসম্ভোগ করত সমস্ত দেবকুলকেই কলঙ্কিত করিয়াছে। দুষ্ট শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণীর সহিত নিত্যই বিহার করিয়া থাকে। হে রমানাথ! অধিক আর কি বলিব, সেই প্রচণ্ডবাহু স্বকীয় বাহু বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জয় ও অধিকার করিয়া যাবদীয় পরমোৎকৃষ্ট মণিরত্নাদি পরম সুখে ভোগ করিতেছে। সে লৌহিত্য তীরে মণি পর্ব্বতে অলকা নামক এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করত তথায় পরম সুন্দরী যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণকে লইয়া সম্ভোগ করিয়া থাকে। ঐ সকল সুকেশিনী কুলকামিনীগণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী থাকিলেও উহারা নিজ নিজ বিষয় ভোগে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা ঐ দুরাত্মা কর্ত্তৃক নিজ নিজ স্থান হইতে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখে নিরন্তর তোমারই চিন্তা করিয়া আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। যাবৎকাল বীণাপাণি দেবর্ষি নারদ তথায় গমন না করিবেন, তত কাল আর কিছুতেই তাহাদের অব্যাহতি নাই। হে বিশ্বপালক! ভগবান ব্রহ্মার সহিত নরকের এই রূপে সময় অবধারিত হওয়ায়, সে এখনও তাহাদের সহিত পরম সুখে কামকেলী করিতেছে। অতএব প্রভো! তুমি এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নরকপুরে গমন করিলে দেবর্ষি নারদ অবশ্যই সেই প্রাগ্জ্যোতিষে গমন করিবেন। তাহা হইলে দুষ্টের সমস্ত রতিসম্ভোগের পর্য্যাপ্তি হইবে। হে গরুড়াসন! এইরূপে তুমি সেই ক্রূরকর্ম্মা মানবরিপু নরককে সত্বর বিনাশ কর। নতুবা কালবিলম্ব

হেতু দেবতা, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই অতি ক্লেশে সময়াতিপাত করিতেছেন।

হে সুর পূজিত! তুমি দুরাত্মা নরককে বধ করিলে, ভগবতী বসুন্ধরা দেবী কদাচই পুত্রশোকে আকুলা হইবেন না। কারণ তিনি ঐ দুর্বৃত্তের অত্যাচারে ব্যথিতা হইয়া উহাকে বধ করিবার নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট স্বয়ংই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব হে কমলাকান্ত! তুমি ত্বরায় সেই পাপাত্মা জগৎ-কণ্টক নরককে মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়া ভোগ বিরহিত দেবাঙ্গনাগণকে উদ্ধার এবং উহার মণি-মুক্তাদি রত্নরাজী গ্রহণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! এই রূপে দেবরাজ বাসব কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নরককে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। হে ঋষিগণ! অতঃপর সেই ভগবান্, অমর নাথের সহিত মিলিত হইয়া নরককে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাগ্জ্যোতিষ নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই কালে নারায়ণ, শক্রের সহিত বৈনতেয় খগেন্দ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করত প্রথমে অমরনগরে যাত্রা করিলেন। ভগবান বাসুদেব ও শচীপতি ইন্দ্র, ইহাঁরা উভয়ে একত্রিত হইয়া যখন সুরলোকে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন; তৎকালে তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া যদুবংশাবতংস সমস্ত যাদবগণ তাঁহাদিগকে অনিমিষ নয়নে দর্শন করিয়া এককালেই চন্দ্র সূর্য্যের উদয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তৎকালে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত সিদ্ধ ও অমরগণ এবং যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ অতি ভক্তি ভরে ও প্রফুল্ল অন্তরে আকাশ মার্গে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের আরাধনা করিয়াছিলেন। ভক্তগণের এই প্রকার আকিঞ্চনাতিশয় সন্দর্শনে ভগবান প্রসন্নভাবে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল শূন্যে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগকে আশাতিরিক্ত দর্শন প্রদান পূর্ব্বক, ত্রিদশনাথের সহিত অবিলম্বে পরম রমণীয় প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হইলেন।

হে ঋষিগণ! দেবকীনন্দন, পুরন্দরের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর প্রাপ্ত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথাকার দুর্গ ও নগরদ্বার অষ্ট সহস্র রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এবং ক্ষুর ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও কালপাশের ন্যায় ভয়ঙ্কর দর্শন পাশ অস্ত্রের দ্বারা ঐ নগর সুরক্ষিত হইতেছিল।

যাহা হউক, হে ঋষিগণ! এই কালে ত্রিতন্ত্রী নারদ, সহসা পৃথ্বীনন্দন নরকের রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ নরকাসুর তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতানুযায়ি তোমার রমণী-সহবাসের কাল এক্ষণে পূর্ণ অর্থাৎ শেষ হইল। এজন্য হে মহাবাহো! কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি অমর কুলোদ্ভব, কোন দিব্যকামিনীগণের সহিত আর রাসলীলা করিতে সমর্থ

হইবে না। আর হে রাজন্! সম্মুখে শুক্ল পক্ষীয় বসন্ত পঞ্চমী আগতপ্রায়, অতএব তোমারও আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি। হে ধরানন্দন! শীত পক্ষীয় নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে দিব্যাঙ্গনাগণ ঋতুমতী হইলে তুমি তাহার প্রতি চতুর্থ দিবসে উহাদের প্রতি আশক্ত হইয়া বল পূর্ব্বক বিহার ও সহবাস করিয়াছিলে; এজন্য তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষা করিতেছে; অতএব এক্ষণে সতর্কিতভাবে অবস্থান কর।

হে ঋষিগণ! ব্রহ্মপুত্র নারদের মুখ-বিনিঃসৃত এই ভয়ঙ্কর ও নিদারুণ কথা আকর্ণন করিয়া নরক ভয়-চকিত অন্তরে সত্বর তথা হইতে আপন দুর্গ ও পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নরক, পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য ও সেনাপতিগণকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হওত অতি সাবধান ও সতর্কতার সহিত নগর রক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; এবং আপনি সভয়ে আসন্ন মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত মনে মনে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! এই কালে ভগবান নন্দনন্দন প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে গমন পূর্ব্বক, দূর হইতে ভীষণ প্রহরণধারী শান্তিকগণকে ও নগর রক্ষার্থ শাণিত অস্ত্র জাল সকল দর্শন করিয়া, সহসা আপন সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই অস্ত্রমালা অবলীলাক্রমে ছেদ করিলেন। ক্রমে শমনোপম প্রহরী ও বিকট দর্শন বহুতর দ্বার ও পুরীরক্ষক সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ষট পুত্রের সহিত মহাসুর মুর-

নামধারী প্রবল দৈত্যকে নিধন করিলেন। অনন্তশক্তি ভগবান এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সেনাগণের সহিত অসংখ্য দানবপতিগণকে নিপাত করিলেন। ঋষিগণ! যে একমাত্র ভীমপরাক্রম হয়গ্রীবকে সহায় করিয়া নরকাসুর দেবরাজের সহিত সহস্র বৎসর ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ করত অমরগণকেও পরাস্ত করিয়াছিল, এক্ষণে তিনি, তাঁহারও মস্তক নিশীত সুদর্শন দ্বারা ছেদন করত লৌহিত্যতীরে গমন পূর্ব্বক উদকাম, বিরূপাক্ষ এবং সুন্দকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। জগৎপতি পরমেশ্বর, এইরূপে দ্বার রক্ষক সাক্ষাৎ কালরূপী ঐ মহাকায় পঞ্চবীরকে নিধন করিয়া (প্রাগ্জ্যোতিষ) নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ বীণাপাণি দেবর্ষি নারদের সহিত মিলিত হইয়া একতানে নভোমণ্ডল হইতে স্বস্তিবাচক জয় শব্দ গান করিয়াছিলেন; সুতরাং ভগবানের পুরঃপ্রবেশ অতিশয় মঙ্গল বিধায়ক হইয়াছিল।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, ঋষি সকল! খগবরবাহী নারায়ণ তৎকালে পুরঃপ্রবেশ করিয়া, তাহার প্রতিদ্বারে কনক নির্ম্মিত পূর্ণ কুম্ভ, ও তৎপশ্চাতে কদলী বৃক্ষ রোপিত এবং নানা রত্ন সমন্বিত ও কিঙ্কিনী জাল জড়িত অভ্র পত্রের ঝালর সকল এবং বিচিত্র বিচিত্র পতাকা সকল উড্ডীয়মান হওয়াতে, তাহা সুরপুরীর ন্যায় শোভা বিশিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর ভগবান গরুড়াসন, নরক সৈন্যের সহিত ত্রিলোক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। পূর্ব্বতন কালে দেবাসুর পরস্পরের যেরূপ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে ভগবান কৃষ্ণও সেইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিলে, সংসারবাসী জীবগণ আতঙ্কে একেবারে শিহরিয়া উঠিল। তিনি স্বকীয় শরাসনে বিষম ও অব্যর্থশর সন্ধান সহকারে জ্যাকর্ষণ পূর্ব্বক বহুতর শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিয়া, চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলেন। যোদ্ধৃপিপাসু নরক সৈন্যগণ সেই অমোঘ শর সকল প্রাণপণ সহকারে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তদাঘাতেই সকলে এককালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অপ্রমেয় বলশালী হরি, স্বকীয় বাহু বলে নরক রাজের অষ্ট শতাধিক অষ্ট সহস্র মহাবীর সেনা ও সেনানায়কগণকে সমরশায়ী করিয়াছিলেন।

মৃকণ্ডুতনয় মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মনন্দন ব্রাহ্মণগণ! সৈন্যবল নিধন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ডভাবে নরকরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এইকালে নরক আত্মবল নিহত শুনিয়া যেন, তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, বিবেচনা করিলেন। অনন্তর তিনি নিরুপায় হইয়া অনন্তশক্তি গরুড়ারোহী কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের অভিশম্পাত বাক্য স্মরণ করত আসন্ন মৃত্যুই স্থির করিলেন। এই কালে নরক আরও নিজ পিতা বরাহরূপী নারায়ণের ও হরিনামামৃতোপজীবি দেবর্ষি নারদের কথা মনে করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মার যে, ছলনা পূর্ণ বর প্রদান, (তাহা) এক্ষণে স্পষ্টই অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋষিগণ! জগদ্বিজয়ী নরকরাজ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার সমস্ত মানবলীলা এই খানেই সমাপ্ত হইল। অতএব, দেখা যাইতেছে যে এই ক্ষণস্থায়ী জগতে যশ ও কীর্ত্তি ব্যতীত সকলই নশ্বর। এজন্য জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষায় কীর্ত্তি রক্ষা করাই শ্রেয় ও নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। যখন অচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতেছেন, তখন আমি তাঁহার সামান্য সৃষ্টজীব হইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং নিজ বীর্য্য ও পরাক্রম প্রকাশ করত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেও সংসারব্যাপী অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিব। এই ভাবিয়া নরক স্বকীয় বজ্রধ্বজযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া নানা প্রহরণ ও অলঙ্কারে বিভূষিত হইলেন। সহস্র অশ্বযুক্ত, অষ্ট লৌহ-চক্র বিশিষ্ট অতি বেগবান তদীয় রথ, তৎকালে অতিশয় মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। তাহাতে বিচিত্র পতাকা ও কাঞ্চন-বেদী পরিপাটী সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই রথে মুক্তামালা জড়িত ঝালরাবলি, গমনবেগে ও বায়ুভরে দোদুল্যমান হইলে নয়নের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়া ছিল।

ঋষিগণ! মহাসুর ভৌমরাজ এইরূপে সেই পরম সুসজ্জিত ও সুন্দর রথে আরোহণ করত যুদ্ধার্থ ভগবান্ কৃষ্ণের সম্মুখীন হইলেন। তিনি প্রথমেই রণস্থলে অবতরণ করিয়া সেই পরমতত্ত্ব নারায়ণের অপূর্ব্ব মদনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে দিব্য কিরীট, কর্ণে দিব্য

সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডল ও কণ্ঠে কৌস্তুভ রতন বিশিষ্ট মালা দোদুল্যমান হইতেছিল। তখন সেই পীতবাসের বিশাল বক্ষ শ্রীবৎস চর্চ্চিত ও উষ্ণীশ বন্ধন মুক্তা গুচ্ছ তাঁহার সুন্দর কপোল প্রদেশে পতিত ও দোলায়মান হওয়াতে নিরুপম শোভা হইয়াছিল। এইকালে নরক তাঁহাকে ঐ রূপ দর্শন করিয়া বিকলান্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরিশেষে দৃঢ়মনে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ শায়ক বর্ষণ করত তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। রণ-কৌশলবিৎ মাধবও তখন উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনন্তর নরকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে নরকরাজ, এককালে অসংখ্য বাণ কৃষ্ণের প্রতি সন্ধান করিলেন। কৃষ্ণ তখন, আপন বাণদ্বারা রিপু বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। নরকরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপে কৃষ্ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিলে, তিনি স্বকীয় সুদর্শন নামক প্রকাণ্ড চক্রের দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে তাপসগণ! যৎকালে মেদিনী ও দৈবকী নন্দন দ্বয়ের পরস্পর দ্বন্দ যুদ্ধ হইতেছিল; সেই সময়ে নরক রক্তাস্য, দীর্ঘনয়না, করালবদনা, চপলাশোভিতা ভৈরবমূর্ত্তি মহাদেবী কালিকাকে নয়ন-গোচর করিয়াছিলেন। নরক সেই ত্রিপুরাসুন্দরী—সেই খড়্গ ও পাশাস্ত্র পাণিনী কামরূপিণী কামাখ্যা দেবীকে সহসা তথায় দর্শন করত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ছিলেন। যাহা হউক,

ঋষিগণ! নরক ও মাধব রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর সাধ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল এইরূপ ঘোরতর ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বাপর কেহই কখন এরূপ যুদ্ধ দর্শন করে নাই। মহাবীর নরক ও অপ্রমেয় শক্তি নারায়ণ, পরস্পর যুদ্ধ সহকারে পরস্পরকে শিক্ষার কৌশল ও নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকেও কোন রূপেই পরাস্ত করিতে পারেন না। পরিশেষে ভগবান্ জনার্দ্দন অতিশয় কোপে কুপিত হইয়া সুযোগক্রমে তাহার সমস্ত বল একেবারেই বিনষ্ট করত পরিশেষে, দেবরাজ শক্রের প্রীতি বর্দ্ধনার্থ সেই সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহার মধ্য দেশ দ্বিধা করিয়া তাহাকে নিপাত ও বিনাশ করিলেন।

অতঃপর হে তাপসবৃন্দ! দুরাত্মা বিনষ্ট হইয়া ধরণী-পৃষ্ঠে নিপতিত হইলে, গগণভেদী ভীষণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গভীর শব্দ ও ধরণী কম্পিত হইয়া উঠিল। এই কালে জগন্মাতা বসুমতী তাহা অবগত হইয়া পাগলিনীর ন্যায় সরোদনে ভগবান্ কমলেক্ষণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! যেই কালে তুমি আমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলে, তখন আমি তোমার সহযোগে গর্ভবতী হইয়া এই কুমারকে প্রাপ্ত ও প্রতিপালন করিয়াছিলাম। সে তোমার প্রসাদে এই জগন্মণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যবলশালী হইয়াছিল। কিন্তু হে করুণাময়! এক্ষণে সেই তুমি আপন সন্তানকে দ্বিধা করত বিনাশ করিলে। হা বিধে! হা পুত্র-

রীকাক্ষ! আমাকে ধিক্! আমি কি বজ্রবৎ কঠিন? নতুবা ইহাও আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শম করিতে হইল?

হে ঋষিগণ! এইরূপে জগজ্জননী পৃথিবী পুত্রশোকে আকুলা হইয়া কিয়ৎকাল রোদন ও বিলাপ করত অদিতীর কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের হস্তে সমর্পণ করত কহিয়াছিলেন, হে শ্রীপতে! এক্ষণে তোমার সমীপে আমার প্রার্থনা এই যে,তুমি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার স্নেহাস্পদ নরকের সন্তান সন্ততিগণকে পরিপালন কর। ভগবান কহিলেন, হে দেবি! আমি ভুভারহরণ করিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। দেখ, হে মৃগাক্ষি! আমি পূর্ব্বেই ঐ দুরাত্মা নরককে কোন কালে বিনাশ করিতাম, কিন্তু কেবল একমাত্র তোমারই অনুরোধে সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, দেবরাজ হইতে আমি শুনিলাম যে তুমি উহার অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া তাহার অপনোদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ পদ্মযোনির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে; তখন নিতান্তই অসহিষ্ণু ও অসূয়াপরবশ হইয়া আমি উহার প্রাণবধ করিয়াছি। আর্য্যে! এজন্য তুমি শোক ও বৃথা বিলাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে হে সুলোচনে! তোমার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তাহার সন্তান সন্ততিগণকে সম্যক প্রকারে পরিপালন করিব। দেবি! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পৌত্র, শ্রীমান্ ভগদত্তকেই উহার পৈতৃক এই প্রাগ্জ্যোতিষ নগরের সিংহাসন প্রদান করিব, এবং মহাসমারোহের সহিত উহাকে এই স্থলের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব।

হে ঋষিগণ! ভগবান বাসুদেব, পৃথিবীকে এই রূপে পরিতুষ্ট করিয়া, অতঃপর নরক রাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি দেখিলেন যে, নরকের কোষাগার ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে স্তূবাকার প্রবাল মরকতে অতিশয় জ্যোতিবিশিষ্ট রত্ন-পর্ব্বতের ন্যায় সজ্জিত হইয়াছে। কোথাও নীলকান্ত অয়স্কান্ত ও বৈদুর্য্যাদি মণির উজ্জলতায় চতুর্দ্দিক জ্যোতিষ্মান করিয়াছে। কোথাও সুবর্ণনির্ম্মিত রজত-রাজী-খচিত পালঙ্ক সকল, ও বায়ুভরে দোদুল্যমান মুক্তাঝালরে পরিশোভিত তাহার চন্দ্রাতপ সকল নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। তথাকার গৃহদ্বারে হেমময় পূর্ণ কুম্ভ ও তদুপরি কমনীয় আম্রপত্র সকল সুসজ্জিত আছে। স্থানে স্থানে মহার্হ রত্ন-খচিত দণ্ডোপরি নানাবিধ বিচিত্র শ্বেত-পতাকা সকল শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ, নরকের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ফলতঃ নরক যেরূপ ঐশ্বর্য্য বলশালী হইয়াছিল যে, তেমন ঐশ্বর্য্য, কি সুরপতি ইন্দ্রের অমরালয়ে, কি যক্ষরাজ কুবেরের ত্রিলোক বাঞ্ছন আগারে, কি দণ্ডধর ধর্ম্মগৃহে, কিম্বা মকরালয় বরুণের অনন্তভাণ্ডারে, কুত্রাপি দেখা যায় না। যাহা হউক, ভগবান কমলেক্ষণ তখন ত্রিতন্ত্রী নারদের সহিত সেই সমস্ত ধন রত্ন হইতে পরমোৎকৃষ্ট রত্ন সকল গ্রহণ করিলেন। এই কালে তিনি আরও তথা হইতে পূর্ব্বে নরককে যে অব্যর্থ সন্ধান বৈষ্ণব শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহাও হরণ করিয়া লইলেন।

অনন্তর হে ঋষিগণ! যাদবপতি কৃষ্ণ, পৃথিবী ও নারদের সহিত মিলিত হইয়া, নরক পুত্র ভগদত্তকে তথাকার সিংহাসন প্রদান করিলেন। এই কালে পৃথিবী আপন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নপ্তৃকে রাজ্যাভিষিক্ত ও সিংহাসনোপবিষ্ট দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে উহার নিমিত্ত ভগবানের নিকট সেই নিদারুণ বৈষ্ণব অস্ত্র (শক্তি) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভগবতী পৃথিবীর প্রার্থনায় ও দেবর্ষি নারদের অনুমোদনে, ভগবান্ বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে উহা ভগদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরাকালে নরকাসুর জলাধিপ বরুণদেবকে জয় করত যে বারুণ ছত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই হৈমদণ্ড বিশিষ্ট পরম ছত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ঋষিগণ! তিনি আরও নিত্য অষ্ট সুবর্ণ ভার প্রসবকারক এক মহার্হ মণি ও ক্রোশৈক বিস্তীর্ণ এবং অর্দ্ধযোজন আয়তন পরিমিত রত্নমণ্ডিত দীর্ঘ দন্ত চতুষ্টয় বিশিষ্ট মদোদ্ধত বহুতর বারণ লইয়া দৈত্যগণের দ্বারা (তাহা) স্বকীয় কুশস্থলী দ্বারকা রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। নরকরাজ যে সমস্ত দিব্যাঙ্গণাগণকে বলপূর্ব্বক স্বভবনে আনয়ন করিয়াছিল, এক্ষণে কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া নরকাসুরপুর হইতে মুক্ত করত, তাহাদিগকে বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত করিয়া বহুতর দাস দাসী ও রক্ষগণের সহিত নারদ নিরূপিত বিমান যানে আরোহণ করাইয়া দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। আর হে ঋষিগণ! নরকরাজ যে ঐ সকল কামিনীগণের মনোরঞ্জনার্থ মণিময় পর্ব্বত সকল রচনা করিয়াছিল,

গোবর্দ্ধনধারী হরি এক্ষণে তাহা উন্মলিত করিয়া খগেন্দ্র পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন।

ঋষিগণ! ভগবান মাধব, এই রূপে বারুণছত্র, কুঞ্জরবৃন্দ, মণি রত্নাদি ও স্বর্গ-কামিনীগণকে গ্রহণ করিয়া, ভগদত্তকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পৃথিবীর নিকট বিদায় লইয়া সুভ্রবর্ণা সুলোচনা সত্যভামার সহিত তার্ক্ষ্য পৃষ্ঠে আরোহণ করত শূন্যপথে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষীরাজ বিনতানন্দন গরুড়, ভগবানের সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্যজাত ও সত্যভামা দেবীকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই দ্বারকায় উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, দ্বারকাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উৎসাহিত ও আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। এইকালে, কামদায়িনী যোগমায়া মহাকালী কামাখ্যেশ্বরী, পরাৎপর সর্ব্বমঙ্গল, বিশ্বকারণ ও জ্ঞানগম্য সাক্ষাৎ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে মনোময় প্রসূনোপহারে পূজা করিয়াছিলেন।

হে ঋষিগণ! পরম সুহৃদ বাণরাজের মন্ত্রণানুসারে যেরূপে মহারাজ নরক, বিধাতার আরাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকর্ত্তৃক যে রূপে মায়ায় বিমোহিত হইয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং ভগবান প্রজাপতি যাহাকে বর প্রদান দ্বারা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াও তাহার অজ্ঞানতার সমুচিত প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন, যে নরক, ব্রহ্ম বরে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও লম্পট হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত রতি সম্ভোগ করিয়াছিল, সেই নরক এক্ষণে নিজ

দোষে ক্ষীণ পরমায়ু হইয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। হে তাপসগণ! যিনি বিষ্ণুঅংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে স্বার্থপর পিশাচ স্বরূপ হইয়াছিলেন, যিনি স্বকীয় একমাত্র বন্ধু বলিপুত্র বাণের উপদেশানুযায়ি লোকভাবন্ পিতামহের সন্তোষ জন্মাইয়া আপন দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তদুদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারই বরে যেরূপে অতুল আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন; হে ঋষিগণ! আমি তোমাদিগের নিকট তাহা সবিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে যদি আর কিছু তোমাদিগের জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে ত্বরায় তাহার প্রশ্ন করিলে, আমি বিবেচনানুসারে বর্ণন করিব।

কালিকা-পুরাণে চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

———00———

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামতে! জগৎপ্রসবিত্রী মহাদেবী স্বয়ম্ভবা কালিকাদেবী দক্ষকন্যা হইয়াও কি কারণে পুনর্ব্বার দেহত্যাগ পুরঃসর হিমালয়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন? আর কেনই বা তিনি একবার পিনাকধৃক্ মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া পুনর্ব্বার অর্দ্ধ শরীরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?

হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিয়া আমাদের মহান্ সংশয় বিদূরিত করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! পূর্ব্বতনকালে যে নিমিত্ত ভগবতী দাক্ষায়ণী সতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদ্রিনাথের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। যে গিরিজায়া মেনকা তাঁহাকে তনয়া রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আমি তৎসমুদায়ই বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি একচিত্তে শ্রবণ কর।

হে ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে দক্ষকন্যা মহামায়া সতী যখন শঙ্করের সহিত আপন মনে বিহার করিতেন, সেইকালে মেনকা তাঁহাদের সমীপবর্ত্তি থাকিয়া কায়মনোবাক্যে অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। তাহাতে ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তদীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। একদা দক্ষরাজ এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান মহেশ্বরের অবমাননা ও নিন্দা করিলে, পরমসাধ্বী সতী তাহা আকর্ণন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে ঋষিগণ! এই কালে যথার্থ অবসর বিবেচনা করিয়া মেনকা সেই সর্ব্বমঙ্গলার আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর বসন্তকালে শুক্ল, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে অনশন থাকিয়া, নিদ্রাস্বরূপিনী, যোগমায়া ভগবতী মহিষমর্দ্দিনী জগদ্ধাত্রীকে বিবিধ উপচারে সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ সপ্তাধিক বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা দুর্গতি-

নাশিনী দুর্গা তাহাতে পরিতুষ্টা ও তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, হে গিরিরাজমহিষি! আমি তোমার পূজায় পরিতুষ্টা হইয়াছি; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি এক্ষণে তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। অনন্তর হে ঋষিগণ! গিরিজায়া মেনকা এইরূপে ভগবতী ভদ্র কালিকাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবি বরদে! আমি তোমার এই ব্রহ্মময়ী কালিকা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া চরিথার্থ হইয়াছি। হে শিবে! হে নারায়ণি! যদি আমার প্রতি একান্তই প্রসন্না হইয়া থাক, তবে আমি তোমাকে প্রার্থনা ও স্তব করি। এই বলিয়া বিবিধ স্তোত্র বাক্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন ভগবতী ভদ্রকালী, আর থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং মনুষ্যের ন্যায় "হে মাতঃ! হে জননি!" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক স্বকীয় কনকবিনিন্দিত কোমল ভুজদ্বারা তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

অনন্তর হে ঋষিগণ! মেনকা তখন চরিতার্থ হইয়া আনন্দগদগদস্বরে ভগবতীকে কহিলেন, হে মাতঃ! হে জগজ্জননি! পলকমাত্রে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়া পুনর্ব্বার তমোগুণে উহাকে বিনাশ করিয়া থাক, অতএব হে সর্ব্বকামপ্রদে! হে মঙ্গলবিধায়িনি! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে ভুবনমোহিনি বিন্ধ্যবাসিনি! হে নিস্তারিণি! তোমাকর্ত্তৃক সংসারবাসী জীবগণ মায়া

প্রবর্ত্তিত হইলেও, তাহারা তোমাকেই বারম্বার স্মরণ করিয়া থাকে, অতএব হে মাতঃ! আমি তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি। হে রাজরাজেশ্বরি! হে দুর্গে! তুমি যুগে যুগে নানা মূর্ত্তি ধারণ করত দুর্জ্জয় অসুরগণকে নিহত করিয়া, অসুর নিপীড়িত সংসারকে রক্ষা ও তাহার শান্তি বিধান করিয়া থাক, অতএব হে যোগনিদ্রে! হে চণ্ডিকে! হে কালভয় নিবারিণী মুক্তিপ্রদে! তোমাকে আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করি। হে দুর্ম্মদ অসুর বিমর্দ্দিনি! হে কাত্যায়নি! হে ভক্ত জনাশ্রয়ে! তুমি ভবমোহিনী। তুমি স্বকীয় মায়া প্রভাবে এইরূপে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করত রক্ষা করিয়া থাক। হে দেবি শিবানি! আমি স্ত্রীজাতি, সুতরাং স্বভাবতই অজ্ঞান, তাহাতে আবার বেদ ও মন্ত্রাদি বিহীন হইয়া কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? তবে পূর্ব্বে শঙ্করের সহিত তোমার যে সেবা করিয়াছিলাম, সে পুণ্য বশতঃ যে জ্ঞান লাভদ্বারা যাহা কিছু জানিয়াছি, এক্ষণে সেই মতি অনুসারে তোমার যৎসামান্য স্তব করিতেছি; অতএব হে করুণাময়ি! তাহাতেই আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া কৃপাকটাক্ষ দান কর। হে দেবি! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাশ্রিত যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তাঁহাদিগেরও শরীর ধারণের তুমিই একমাত্র কারণভূতা, অতএব হে ত্রিগুণাত্মিকে! হে কামদে! হে নারায়ণি! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন যে, অতঃপর লোকজননী

সেই সর্ব্বমঙ্গলা, পুনর্ব্বার অধিকতর পরিতুষ্টা হওত মেনকাকে কহিতে লাগিলেন, হে সুব্রতে! এক্ষণে বাঞ্ছিত বিষয় প্রার্থনা কর; এখনই তাহা পূর্ণ হইবে! তখন অপত্যকামা মেনকা তাঁহার নিকট দীর্ঘজীবী, সর্ব্ব গুণান্বিত ও বীর্য্যবান শত পুত্র ও লোকাতীতা পরম রূপবতী ও সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা এক তনয়া প্রার্থনা করিলেন। দেবী ভগবতী তাহাতে অনুমোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে আর্য্যে! হে পাষাণরাজমহিষি! তুমি অচিরকালমধ্যেই শত সন্তান প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সাতিশয় বলশালী ও রূপ গুণ বিশিষ্ট হইবেন, এবং তুমি এক কন্যাও প্রাপ্ত হইবে। হে সুব্রতে! তোমার সেই কন্যা লোকাতীত রূপগুণ বিশিষ্টা হইবেক। তাহার ন্যায় অনুপমা সুন্দরী কি স্বর্লোকে, কি গন্ধর্ব্বলোকে, কিম্বা নরলোকে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া থাকে। হে শৈলজায়ে! এই জগতের উপকারার্থে আমি স্বয়ংই তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। সেই কালে তুমি অনায়াসে বাৎসল্যস্নেহে বিমোহিত হইয়া পুত্রিকাভাবে আমাকে লালন পালন করিয়া তজ্জনিত সুখরাশী সম্ভোগ করিও। আর তুমি ইহ লোকে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তিমকালে অভীষ্টলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! মহামায়া জগদ্ধাত্রী এইরূপে রাজ্ঞী মেনকাকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। মেনকাও

সেইকালে অভীষ্ট সিদ্ধি জানিয়া সাতিশয় হর্ষিতভাবে স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর যেমন বিচিত্র পক্ষ মৈনাক-রাজ সিন্ধুমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ মেনকা শুভ-কাল প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রের ন্যায় ক্রমান্বয়ে একশত পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন।

হে ঋষিগণ! ঐ নবজাত সুকুমারগণ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গিরিপত্নী মেনকা পরম সুখে তাহাদের মুখচুম্বন করত বিমলানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সেই (পূর্ব্ব পরিত্যক্ত দেহা) ভগবতী সতী, আপন প্রতিজ্ঞা পরিপালনের নিমিত্ত এবং মেনকার কামনা সফল করিবার জন্য তদীয় গর্ভে আসিয়া আবির্ভূতা হইলেন। তখন গর্ভ লক্ষণ-জনিত মেনকার শরীর-কান্তি স্বভাবত আরও সুন্দর হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য উপাদেয় বস্তু সত্ত্বেও তাঁহার অম্লাদি বস্তুতে অভিরুচি জন্মিতে লাগিল। হে তাপসবৃন্দ! এইরূপে পূর্ণকাল উপস্থিত হইলে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া জগন্মাতা কালিকা, সর্ব্ব সুখাবহ ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্তকালের মৃগশীর্ষ-নক্ষত্র-যুক্ত নবমী তিথির অর্দ্ধরাত্র সময়ে সৌভাগ্যবতী মেনকার গৃহে ভূমিষ্ঠ ও প্রকাশিত হইলেন।

হে ঋষিগণ! সিন্ধুগর্ভ হইতে যেমন ত্রিলোক মুগ্ধা বিষ্ণু-প্রিয়া কোমলাঙ্গিণী কমলা প্রকাশিতা হইয়াছিলেন, এবং শীতরশ্মি চন্দ্রমণ্ডল হইতে যেরূপ শুভ্রকান্তি বিশ্বপাবনী

গঙ্গাদেবী ভূমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন; সেইরূপে ত্রিভুবনজননী কামদাত্রী কালিকাদেবী মেনকার গর্ভসম্ভূতা হইয়া তদ্‌গৃহে জন্ম লাভ করিলে, দিক্ সকল সুপ্রসন্ন ও সাগরের ভীষণ তরঙ্গোত্থিত গভীর নিক্কণ অতিশয় সুললিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। সৌভাগ্যশালিনী মেনকার গর্ভ হইতে ত্রিভুবনপরিত্রাত্রী ভগবতী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলে, বায়ু শৈত্য, সৌগন্ধ, ও মাল্য এই ত্রিবিধ প্রকারে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া বিশ্ব নিবাসী জনগণকে প্রফুল্লিত করিল।

অনন্তর গিরীন্দ্রজায়া মেনকা, সেই প্রমোদত্তমা সদ্যজাত তনয়ার নীলোৎপল সদৃশ নেত্র, বিকশিত কমলের ন্যায় মুখমণ্ডল, নীলবর্ণ ও বেল্লিত কেশ গুচ্ছ, মৃগেন্দ্র লাঞ্ছিত কটীদেশ, হৈমগিরির ন্যায় নিতম্ব, বিম্ববৎ ওষ্ঠাধর এবং নীল পঙ্কজের ন্যায় অঙ্গরাগ দর্শন করিয়া, একেবারে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন অন্তরীক্ষ হইতে স্বস্তিকর জয়ধ্বনীর সহিত নানা বর্ণের সুগন্ধযুক্ত পুষ্পরাশী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দিব্য লোকবাসিনী কিন্নরীগণ সুমধুর তান-লয়ে গাণ ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; তদ্দৃষ্টে জনগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বেদবিৎ ঋষিগণ তৎকালে সর্ব্বমঙ্গলারও মঙ্গল সাধনার্থ জগদ্ব্যাপী প্রজ্জ্বলিত অনলত্রয়ে গম্ভীরস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। জলদমালা তখন অল্প অল্প বর্ষণ সহকারে সংসারের কল্যান করিতে

লাগিল। বাস্তবিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ তখন প্রফুল্লিত হইয়াছিল।

হে তত্ত্বজিজ্ঞাসুঋষিগণ! কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া শৈলনাথ তখন দেব, ব্রাহ্মণ ও দীনগণকে আহ্বান করত প্রচুর মণিরত্নাদি দান ও বিতরণ করিলেন। সেই দিবসে অধিকন্তু তিনি “ কালিকায়ৈ নমঃ ” (কালিকাকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রদান) এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া, ঐ কন্যার নাম কালিকা রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ পর্ব্বতকুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, উহাঁর এক নাম পার্ব্বতী ও অপর গিরিনন্দিনী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

এইরূপে দুর্গতিনাশিনী গিরিতনয়া দুর্গা শারদীয় শশধরের ন্যায় ও বর্ষাকালীন চতুর্ভুজা পবিত্রসলিলা গঙ্গা দেবীর ন্যায় পিতৃমন্দিরে ক্রমশই পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার বর্দ্ধনশীল মনোহর ও মনোজ্ঞ রূপ লাবণ্যে সকলেই চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি সমবয়স্কা সখীগণের সহিত বাল্যক্রীড়া ও সুরতরঙ্গিনীর জলে পরম সুখে অবতরণ করিয়া প্রতিদিনই জলকেলী করিতেন। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অতি কঠোরতার সহিত যে ষড়্‌গুণ প্রাপ্ত হইতেন, ইহার পক্ষে তাহা অনায়াসলভ্য হইয়াছিল। কালিকা ঐ ষড়্‌গুণসম্পন্না হইয়া অমরাঙ্গণাগণকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই ষড়্‌গুণসম্পন্না হইয়া আপন অঙ্গসৌষ্ঠবে অপ্সরাগণকে লজ্জিত এবং বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে গান করিয়া গন্ধর্ব্ব কন্যা-

দিগকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। হে ঋষিগণ! ভগবতী ভদ্রকালী এইরূপে মানুষ ভাবাপন্না হইয়া কুমারী অবস্থাতেই মনোমত ক্রীড়া সহকারে সকলেরই প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তদবস্থা হইতেই তিনি আপন জনক ও জননীরও অতিশয় স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। ত্রিলোকবাঞ্ছিতা কৃষ্ণপ্রিয়া কালিন্দী যেমন সূর্য্যের অতিশয় প্রীতি প্রদা, এবং জনকনন্দিনী জানকী যেরূপ নিজ পিতা রাজর্ষি জনকের নয়নানন্দদায়িনী হইয়াছিলেন; মহাদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীও তদ্রূপ ভ্রাতৃগণের সহিত নিরন্তর জনক জননীর পরিচর্য্যা ও সখীগণের সহিত বাল্যক্রীড়া সহকারে বিচরণ করিয়া সকলেরই অতিশয় অনুরাগপাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা দেবকন্যাগণের সহিত পরিবৃতা হইয়া আপন পিতার নিকটেই উপবিষ্টা থাকিতেন।

একদা শৈলেন্দ্র, কুমারীকে সন্নিকটে উপবিষ্টা দেখিয়া, কার্ত্তিকেয় সদৃশ কুমারগণের সহিত পরম সুখে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে বীনাপাণি দেবর্ষি নারদ হরিগুণানুবাদ গান করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। নারদ, পর্ব্বতনিকেতনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পর্ব্বতরাজ আপন তনয়গণে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে পরম সুখে সমাসীন আছেন। এই কালে তিনি কোটী সূর্য্যসম তেজস্পুঞ্জ-যোগী-মানস-পদ্মিনী সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালিকাকেও তথায় উপবিষ্টা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। হে ঋষিগণ! এই কালিকার ন্যায় অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা

বাস্তবিক জগতের আর কুত্রাপিই দেখা যায় না। ইনি সকল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা হইলেও গুণত্রয়ের অতীতা হইয়া থাকেন। ত্রিকালদর্শী নারদ এবম্পকার সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িনী, কালভয়-নিবারিণী কালিকাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিলেন।

অনন্তর গিরিরাজ, মুনিবরকে আগত দেখিয়া অতিশয় সাদর ও সন্মান সূচক বাক্যে গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে দিব্য কণকাসন প্রদান পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিলেন। তখন মুনিবর তাহাতে পরিতুষ্ট হওত তাঁহাকে শিষ্টাচার ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে গিরীন্দ্র! শশিকান্তি সমুজ্জলা যৌবনোন্নতা তোমার এই কুমারী ভগবান হরির সাহায্যার্থে, ভগবান মহেশ্বরের পত্নী হইবেন। সেই শঙ্করের তপোনুরক্ত চিত্তকে একমাত্র কেবল ইনিই বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন। আর তিনিও ইঁহা ব্যতিরেকে দারান্তর কখনই গ্রহণ করিবেন না। ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্রপ্রেমে বদ্ধ হইবেন, তাদৃশ প্রেম (ত্রিকালেই,) সংসারে নিতান্তই বিরল হইয়া থাকে। হে রাজন্! তোমার এই তনয়া-হইতে সংসারবাসী জীবগণের বিস্তর উপকার সাধিত হইবে। ইনি অর্দ্ধ নারীশ্বর মহাদেবের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলে, (শিব ও দুর্গা) পরস্পরেই ছায়ার ন্যায় পরস্পরের অনুবর্ত্তী হইবেন। হে গিরিরাজ! কালিকা নামে বিদিতা তোমার এই কন্যা, তীব্রতর তপস্যাদ্বারা শেষবিভূষিত শঙ্করের

অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া স্বর্লোক বিলাসিনী গৌরীর ন্যায় ও আকাশ মধ্যবর্ত্তি সৌদামিনীর ন্যায় কণক বিনিন্দিত সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা হইবেন। অতঃপর হে রাজন্! ইনি গৌরী নামে সংসার-পূজিতা হইবেন। অতএব, হে শৈলরাজ! তোমার এই কালিকা কুমারীকে কদাচ অন্য কোন বরপাত্রে সম্প্রদান করিবার স্পৃহা কদাচ করিও না। আর ইনি যে স্বয়ং দেবঃগণেরও পূজনীয়া এই সমস্ত রহস্য কথাও যেন লোকসমাজে বিদিত করিও না।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন সকল! উদারচেতা দেবর্ষি নারদের এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া গিরিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দেবর্ষে! আমি পরম্পরায় অবগত হইয়াছি যে, সেই মহাযোগী মহেশ্বর সাংসারিক সমস্ত অভিলাষ ও নারীসহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়ভাবে আত্মসংযম করত দেবগণেরও অগম্য স্থানে গমন পূর্ব্বক অতি নিভৃতে বসিয়া শান্তিকারণ সেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। অতএব হে দেবর্ষে! ধ্যানাবলম্বী বৃষভধ্বজ মহাদেব যে এক্ষণে সেই দীপকলিকোপম ব্রহ্মমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া সামান্য বিষয়কামী সংসারীর ন্যায় পুত্র কলত্র ও রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবেন, তৎপক্ষে আমার নিতান্তই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে পুনর্ব্বার অবগত হইয়াছি যে, সেই পরমযোগী মহেশ্বর আত্মসংযমদ্বারা

পরম ধ্যানযোগে নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ-রস পাণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য সংসার রূপ বিষবৎ ফলের অনুশরণ করিবেন? ঋষে! আরও আমি অবগত হইয়াছি যে, ঐ শূলপাণি শঙ্কর পূর্ব্বকালে ভগবতীর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও সত্য করিয়াছিলেন যে, হে দেবি! আমি তোমা ব্যতিরেকে কদাচ অপর কোন রমণীরই পাণিগ্রহণ করিব না। আমার এই সত্যবাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে, তাহা তুমি দৃঢ় রূপে অবগত হও। হে ঋষে! যে সতী শঙ্করের একমাত্র চিরবাঞ্ছনীয়, সেই ভগবতী দাক্ষায়ণী সতী এক্ষণে নিজ কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুযায়ী ভগবান মহেশ্বর তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য কোন কামিনীর সহিত পরিণয় সূত্রে কি নিমিত্ত ও কি প্রকারে আবদ্ধ হইবেন?

অনন্তর নারদ কহিলেন, হে শৈলরাজ! আপনি সে নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। কারণ আপনার এই দুহিতাই সেই শঙ্করের হৃদ্বিলাসিনী সতী। ইনি এক্ষণে (মানুষ ভাবাপন্না হইয়া) ভবদীয় পত্নী মেনকা দেবীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন; অতএব তৎপক্ষে আপনি সকল সংশয় বিদূরিত করুন। (হে রাজন্! এই সেই দাক্ষায়ণী যেরূপে আপনার তনয়া হইয়াছেন, তাহা আমি এক্ষণে সবিস্তরে আপনাকে কহিতেছি।) এই বলিয়া নারদ, ভগবতী সতীর, মেনকা-গর্ভসম্ভূতা হইবার কারণ, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বর্ণন করিলেন।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! বীণাপাণি নারদ প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা আকর্ণন করিয়া পর্ব্বতরাজের মন হইতে পূর্ব্ব সংশয় সকল অপসৃত হইয়া গেল। এ দিকে পার্ব্বতী নারদের মুখবিনিঃসৃত মধুর বাক্য সকল অবগত হইয়া লজ্জাবনতমুখী হইলেন। তখন নগপতি তাঁহাকে ধারণ করিয়া মনে মনে অর্চ্চনা ও প্রণাম করত, বাহ্যে বাৎসল্য-স্নেহ-রসাভিষিক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া স্বকীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মনন্দন নারদ তদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া গিরিরাজকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন! হে নগেন্দ্র! তোমার যে তনয়া নিরন্তর মহাদেবের সুকোমল অঙ্কে আসীনা হইয়া শোভনীয়া হইয়া থাকেন, তাঁহার আর এই বিচিত্র কনকাসনের প্রয়োজন কি? সেই আসন ব্যতীত ইহাঁর আর কোন আসনই প্রয়োজনীয় ও শোভনীয় নহে। মহামুনি নারদ এইরূপে উদারভাবে গিরীন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিমানযানে আরোহণ করত ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। অতঃপর পর্ব্বতনাথ প্রফুল্লচিত্তে পার্ব্বতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কালিকা-পুরাণে একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ! এদিকে মহাদেব শিপ্র সরোবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মলোক হইতে ভগবতী পতিতপাবনী গঙ্গা অবনীতে অবতীর্ণা হইয়া হিমালয়ের যে প্রদেশ হইতে নির্ঝরণীরূপে প্রবল-স্রোতে বিনির্গত হইয়া থাকেন, সেই ওষধিপ্রস্থ শৃঙ্গ প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই শীতল কণাপ্রবাহি মনোরম প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ ও একান্তঃকরণে নিত্য,অদ্বিতীয় ও জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই কালে প্রমথগণ তাহা অবগত হইয়া, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নন্দী ও ভৃঙ্গীকে অগ্রসর করত ভূতনাথের সমীপবর্ত্তী হইল। ঐ সকল প্রমথগণ পূর্ব্বকাল হইতেই শঙ্কর ও শঙ্করীর সেবা এবং তদালয়ের দ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিত। উহারা মহেশ্বরকে ধ্যাননিমগ্ন দেখিয়া তখন সাত্ত্বিকভাবে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। কেহবা তথা হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিয়া পরমসুখে ক্রীড়া ও বিচরণ করিতে লাগিল। কেহবা নবপ্রস্ফুটিত পুষ্প ও ত্রিদল বিল্বপত্র এবং পর্ব্বত-বিনিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র ও শীতল জল লইয়া মঙ্গলময় সতীপতি হরের চরণ পূজা করিতে লাগিল।

অনন্তর শৈলরাজ, শিবাগমন জানিয়া নানাবিধ পূজোপহার সহিত স্বগণে পরিবৃত হওত অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে দর্শন, বন্দন ও অর্চ্চনাদি করিয়াছিলেন। তখন মহাযোগী আশুতোষ তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সাদর ও প্রিয়সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করত কহিয়াছিলেন। ভবানীপতি বৃষভধ্বজ কহিলেন; হে অচলেন্দ্র! আমি তোমার এই স্থানে তপস্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তোমার এই স্থান সর্ব্বতোভাবে তপস্যা করিবার উপযোগী; কিন্তু কোন ব্যক্তি এখানে বিনা কারণে আগমন করিয়া আমার তপোবিঘ্ন না করে, হে শৈলপতে! তদ্বিষয়ে তোমাকে যত্নসহকারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হে নগশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাত্মা ও উদার স্বভাব, এজন্য তীব্রতপস্বী ঋষিগণ সর্ব্বদা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর দেবতা যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও বেদবিদিত ব্রাহ্মণগণ এবং ত্রিপথগামিনী জগত্তারিণী গঙ্গাদেবীও স্বয়ং তোমার সীমা মধ্যে সর্ব্বদাই যেমন অবস্থান করেন, তদ্রূপ আমিও এখন হইতে তোমার নিতান্ত আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তিমধ্যে পরিগণিত হইলাম। অতএব হে রাজন্! শরণাগতের প্রতি তোমার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়, এক্ষণে তাহাই সম্পন্ন কর।

হে ঋষিগণ! ত্রিলোচন মহাদেব এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, নগনাথ হিমালয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার সপ্রণয় বচনে কহিলেন, হে করুণানিলয়! হে জগন্নাথ! হে

পরমেশ্বর! যদিও আমি এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক যথেষ্ট সমাদৃত হইলাম, তথাপি এখন আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে? হে পরমাত্মন! তুমি এইরূপ তীব্রতর তপস্যা দ্বারা কাহার আরাধনা করিয়া থাক? হে ভূতনাথ! তুমি স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব জগতে তোমার দুষ্প্রাপ্য বস্তু এমন কি আছে যে, তন্নিমিত্ত তুমি এইরূপ উগ্র তপস্যা করিতেছ! হে নাথ? এক্ষণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি স্বয়ং এইরূপ তপশ্চরণ করিয়া সংসার-তাপ-তাপিত জীবগণকে মুক্তির অনন্য পথ প্রদর্শন করিলে। (অর্থাৎ তাহারা তোমার প্রদর্শিত পথের অনুগামী হওত যোগাভ্যাস সহকারে পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া (আত্মার উন্নতির দ্বারা) শান্তি লাভ করিবে।) অতএব তুমিই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সেতু সংস্থাপন কর্ত্তা। হে জ্ঞানসিন্ধো! এখন এই ধরাধামে আমা অপেক্ষায় পুণ্যবান্ ব্যক্তি এমন কে আছে? অদ্য আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পবিত্র, ক্রিয়াসকল সফল ও আমি ধন্য হইলাম। আর আমার কুলও পবিত্র হইল। যেহেতু ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান তপশ্চরণের নিমিত্ত স্বয়ংই আমার এই হিমপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন। অতএব হে পরমেশ্বর! এখন আমার এই সামান্য দেহও দেবরাজ ইন্দ্রের শরীরাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। হে বিশ্বরঞ্জন! তুমি স্বগণে পরিবৃত হইয়া অনায়াসে এই স্থানে অবস্থিতি করত তপস্যানুষ্ঠান কর।

অনন্তর গিরিরাজ স্বালয়ে গমন করত পরিজনবর্গের মধ্যে এইরূপ প্রচার করিলেন যে, অদ্য হইতে আমার আজ্ঞা ব্যতীত কি অমাত্যবর্গ, কি ভৃত্যগণ, বা কি আত্মীয় সকল, কেহই যেন আমার গঙ্গাবতরণপ্রদেশে গমন না করেন। তাহা হইলে তিনি আমার এই রাজদণ্ডে কঠিন রূপে দণ্ডিত হইবেন। অনন্তর হে ঋষিগণ! গিরিরাজ এইরূপে নিয়ম প্রচার করিয়া তিল, পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত স্বকীয় কালিকা কুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবসন্নিধানে উপস্থিত হওত দেবীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া যথা বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! তোমার চরণ সেবা করিবার নিমিত্ত মদীয় পার্ব্বতী কন্যা তোমার সমীপে সমাগতা হইয়াছেন। অতএব অদ্য হইতে তিনি সমবয়স্কা সখাগণের সহিত তোমার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত পরিচারিকারূপে এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। হে বিশ্বব্যাপিন্! যদি আমার প্রতি তোমার কিছু মাত্র দয়া হইয়া থাকে, তবে আমার বাক্যানুযায়ী এই পার্ব্বতীর পূজা গ্রহণে অনুমোদন কর। অনন্তর মহাদেব, সেই ত্রিলোকমুগ্ধা পরমহংস ও যোগীন্দ্র-মানস-বিকাশিনী, চারুনেত্রা, সুমৃণালভুজা, ক্ষীণকটী ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্না, নীলোৎপলকান্তি কৃষ্টবেণীশোভিতা, কুন্দপুষ্পোপম দশনপংক্তিবিশিষ্টা, স্থিরযৌবনা, স্থূলনিতম্বী, প্রেমাননা ও লাক্ষারসরঞ্জিতপবিত্রচরণা পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া হিমালয় উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, হে গিরীন্দ্র!

তোমার এই পার্ব্বতী, সখীগণের সহিত পরিবৃত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে এই স্থানে অনায়াসে অবস্থান করুন। অনন্তর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অদ্রিনাথ পরমানন্দ চিত্তে সখীগণের সহিত পার্ব্বতীকে তথায় শিবসেবার্থ নিয়োজিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর দেবাদিদেব মহেশ্বর পরমতত্ত্ব ধ্যান করিবার নিমিত্ত একান্তঃকরণে যোগাবলম্বন করিলেন। এইকালে কুমারী পার্ব্বতীও সখীগণের সহিত গমন করত একচিত্তে নিত্যই তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। একদা তিনি ঐরূপে সখীগণের সহিত শিবার্চ্চনা করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক শিব-সন্নিধানে পঞ্চমস্বরে বিশুদ্ধ তান-লয়-যুক্ত সুললিত গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পার্ব্বতী কখন মহাদেবের অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অন্বেষণ করিয়া সখীগণের সহিত প্রসূনাদি চয়ন করিতেন। কোন দিবস তাঁহার সমীপে একান্ত মনে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহার শশীবিনিন্দিত বদনমণ্ডল অনিমিষ-নয়নে দর্শন করিয়া স্মরশরে নিপীড়িতা হইতেন। এই প্রকারে পার্ব্বতী হরচরণ চিন্তা করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরের চরণ সেবা ব্যতিরেকে তাঁহাকে কার্য্যান্তরে গমন করিতে হইলে, তাঁহার দুঃখের আর ইয়ত্তা থাকিত না। হে ঋষিগণ! সেই পার্ব্বতী অহরহ কেবল শঙ্করের নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। হে বিধাতঃ! হে সর্ব্বশক্তিমন্ নীলকণ্ঠ! কত দিনে তুমি এই দাসীর প্রতি

প্রসন্ন হইয়া ইহার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সাদর ও সপ্রণয় সম্ভাষণে সম্ভোগ করিবে? মহামায়া কালিকা এইরূপে প্রার্থনা করিলে (তিনি) নিত্যই স্বপ্নযোগে সেই মহেশ্বরকে দর্শন করিতেন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! মহাশৈবী সেই ভগবতী এইরূপে সদাকাল সেই পরমহংস সেবিত শিবচরণারবিন্দ আপন মনোময় প্রসূন দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। যৎকালে তিনি ভক্তি সহকারে শিব—সন্নিধানে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহার পূজা করিতেন, তখন তিনি সেই দেবীর মুখারবিন্দ দর্শন করিতেন। ফলতঃ তিনি যে (বীজ দ্বারা ধৃত দেহী) গর্ভসম্ভবা কালিকার পাণিগ্রহণ করিবেন, তৎকালে তাহা কিছুতেই প্রতীয়মান হইত না। যাহা হউক, দেবাদিদেব মহেশ্বর পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই নগেন্দ্রনন্দিনী সুকুমারী কালিকা ঈদৃশ কোমলাঙ্গী হইয়া কি রূপে কঠোর তপশ্চরণে সমর্থ হইবেন? আর ইনি আচরিতব্রতা হইলেও যখন (ইনি) গর্ভবীজে দূষিতা হইয়াছেন, তখন আমিইবা কি রূপে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিব? যাহা হউক, যখন ইনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্না ও আমার উদ্দেশে আচরিতব্রতা হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আমি ইহাঁকে স্বদারারূপে পরিগ্রহণ করিব। মহাদেব এই বলিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে বরাননে! যদি উগ্রতর তপস্যা বা অন্য কোন প্রকার সংস্কার দ্বারা স্বকীয় গর্ভজনিত ও বীর্য্যজাত দোষ সংস্কৃত

করিতে সমর্থ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব।

অনন্তর ভগবতী তীব্রতর তপস্যানুষ্ঠান করিয়া সেই মহেশ্বরকেই আপন হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইকালে সতীনাথ শঙ্কর, কালিকাকে নিয়তই দর্শন করিয়া সতীশোক প্রায় বিস্মৃত হইতে লাগিলেন।

এদিকে হে ঋষিগণ! তারক নামে এক প্রচণ্ড অসুর, ব্রহ্মবরে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। জগৎত্রয় তাহার দৌরাত্ম্যে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সেই দুর্বৃত্ত স্বকীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী ও স্বর্লোক এবং পাতাল জয় করিয়া তাহাতে ইন্দ্রের ন্যায় একাধিপত্য করিতে লাগিল। সে, অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণদ্বারা ইন্দ্রাদি অমরগণকে তাড়না করিয়া স্বকীয় অসুরাত্মীয়গণকে তত্তৎপদে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মার অত্যাচারে আসন্নকালমুপাগত ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হইলেও দণ্ডধারী ধর্ম্মরাজ যম, তাহাকে স্বকীয় অধিকারভুক্ত করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। কারণ তাঁহাকেও ঐ দুষ্টের ভয়ে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ সহকারে অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে হইত। ঐ দুরাত্মার ভয়ে ভীত হইয়া প্রখররশ্মি দিবাকর, অনুরূপ তাপদান করিতে সমর্থ হইতেন না। এইরূপে কি চন্দ্রমা, কি অন্যান্য গ্রহগণ ও দিকপাল সকল, কেহই তাহার ভয়ে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। ফলতঃ সে

সকলকেই আপন অধিকারভুক্ত ও বল পূর্ব্বক বশীভূত করিল। তখন শীতরশ্মি চন্দ্রমা তাহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অতিশয় নম্রভাবে জ্যোৎস্না প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ু, শৈত্য, সৌগন্ধ ও মান্দ্য এই ত্রিবিধরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওত পরিমল বহন করিয়া তারকাসুরের প্রীতিবর্দ্ধনে তৎপর হইলেন। যক্ষপতি কুবের অতুলধনের অধিকারী হইয়াও ঐ দুর্দ্দান্ত অসুরের সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত আপন বিবিধ মণি-রত্ন-যুক্ত ভাণ্ডার হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নরাজী গ্রহণ করিয়া নিত্যই উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করিতেন। অগ্নি স্বকীয় প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যগণের ভোজনার্থ শাক, শুক্ত ও অন্যান্য বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী স্বয়ং পাক করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নৈঋত, বৃত্তিভোগী ভৃত্যের ন্যায় অন্যান্য রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী দ্রুতগামী অশ্ব, মদমত্ত কুঞ্জরবৃন্দ ও মণিমুক্তাদি খচিত হৈম রথ সকল পরিমার্জ্জন ও রক্ষা করিতেন। দিব্যলোকনিবাসী অপ্সরাগণ নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়া ঐ অসুররাটের মনাকর্ষণ করিতেন। সুত, মাগধ ও অপরাপর বন্দীগণ নিরন্তর বিবিধ স্তবনীয় বাক্যে ঐ অসুরশ্রেষ্ঠের স্তব করিতেন। গন্ধর্ব্বকন্যাগণ বিবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নানা সুমিষ্ট রাগালাপ সহযোগে সুললিত ও বিশুদ্ধ-তান-লয়-যুক্ত সংগীত সকল পঞ্চমস্বরে গান করিয়া সর্ব্বদা উহার মনোরঞ্জন করিতেন। যোগী ও পরমহংসগণ ধর্ম্মোপা-

সনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ভীত হইয়া নিরন্তর কেবল তাহারই স্তব করিত। এইরূপে সেই দুর্নিবার বিশ্ববিজয়ী দৈত্যেশ্বর তারক, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আধিপত্য করিতে লাগিলে, প্রাণীগণ সশঙ্কচিত্তে কম্পিতকলেবর হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। শক্রাদি অমরবৃন্দ ভয়বিহ্বলচিত্তে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন ও সেবা করিতেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! অতঃপর দেবতারা সকলেই ভীত ও একত্রিত হইয়া বাসবকে অগ্রসর করত অতি দীন ও বিষণ্ণভাবে ভগবান ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া বিরিঞ্চিকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্তব করিয়া কহিলেন, হে সাবিত্রীপতে! হে লোকসাক্ষিন্! হে ব্রহ্মন্! তোমার বরে এক্ষণে তারকাসুর অতিশয় প্রচণ্ড ও গর্ব্বিতভাবাপন্ন হইয়া আমাদের অধিকার সমস্তই হরণ করিয়াছে। জগতে এরূপ স্থল অতি বিরল যে ঐ দুষ্টের ভয়ে আমরা প্রাণ লইয়া তথায় গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারি। হে প্রভো! আমরা কি স্বর্লোক, কি মর্ত্তভবন, কি পাতালপুরী যেখানেই যাই না কেন, সেই দুষ্ট তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে তথা হইতে আনয়ন পূর্ব্বক ক্রীত-দাসের ন্যায় অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। সে নিজ বাহুবলে দেবতাগণের ন্যায় একেবারেই সর্ব্বস্থানে নিজ বীর্য্য পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। হে প্রজাপতে! অগ্নি, যম, বরুণ, নৈঋত, পবন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এক্ষণে বৃত্তিভোগী ভৃত্যের ন্যায় সেই অসুরাধমের পরিচর্য্যা

করিতেছেন। হে করুণানিধে! ঐ পাপাত্মার প্রচণ্ড শাসনে কি দেবতা, কি যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, বা মনুষ্যগণ, সকলেই সশঙ্কভাবে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে। অবৈধ কার্য্যোৎসাহী সেই তারক, উর্ব্বশী প্রভৃতি সুরবিলাসিনী দিব্যাঙ্গনা ও অপ্সরী এবং কিন্নরীগণকে বলপূর্ব্বক হরণ ও সম্ভোগ করিয়াছে, হে বিধে! ত্রিলোকবাঞ্ছিত চতুর্দ্দশ ভুবনের সমস্ত সার পদার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সে, আত্মপ্রাসাদে লইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যাগ যজ্ঞাদিধর্ম্মকর্ম্মসকল রহিত হইয়াছে, এবং তাপসবৃন্দ তাহার অত্যাচারে ভীত ও উৎপীড়িত হইয়া তপশ্চরণে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তুমি যে দানাদি সৎকর্ম্ম সকল বিধান করিয়াছিলে,এক্ষণে উহার নিমিত্ত সেই সকল শুভ ও কল্যাণকর কার্য্য একেবারে রহিত হওয়াতে জীবগণের অতিশয় ক্লেশ ও মুক্তি লাভের বড়ই ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

হে বিধে! ক্রৌঞ্চ নামে এক নিদারুণ অসুর, ঐ দুর্বৃত্ত তারকের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সেই সেনানায়ক অতিশয় ক্রূর ; এজন্য সে সুতল পর্য্যন্ত গমন করিয়া তন্নিবাসী প্রজাগণেরপ্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিলে, তাহারা অহর্নিশি দারুণ কষ্ট সম্ভোগ করিতেছে। হে মঙ্গলপ্রদ! দুষ্ট তারকাসুর এই সংসারের সমস্ত শ্রী একেবারেই বিনষ্ট করিয়াছে। অতএব হে পিতামহ! এক্ষণে সেই দুর্বৃত্তের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমরা কোথায়

গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিব, অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বল? যেহেতু হে লোকনাথ! হে জগদ্গুরো! তুমিই আমাদের অনন্যগতি। হে কৃপাসিন্ধো! তুমিই আমাদের একমাত্র শাস্তা, ত্রাণকর্ত্তা এবং পিতা ও পিতামহ। হে ভক্তবৎসল! তুমি আমাদিগের সহিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ এবং সত্ত্বগুণাবলম্বন করত ইহাকে রক্ষা ও পালন করিতেছ। হে কমলাসন! সম্প্রতি এই যে তারকাসুরের দৌরাত্ম্যরূপ দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তোমার অনন্ত সৃষ্টি এককালে দগ্ধ করিতেছে, হে অখিলাত্মন্! আমরা প্রাণপণ করিয়াও সেই দারুণ অনল নির্ব্বাণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া তোমারই একান্ত শরণাপন্ন হইলাম। অতএব প্রভো! তুমি ভিন্ন সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে আর কে সমর্থ হইবে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! মরালবাহী ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ হইতে এই সকল বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! সেই দুষ্ট তারকাসুর মদীয় বরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এজন্য আমা হইতে তাহার বিনাশ কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। হে দিবৌকসঃ! পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তোমাদের প্রতি আমারও সেইরূপ উপকার করা বিধেয়। কিন্তু হে অমরগণ! আমার সেই পরম ভক্ত তারকাসুরকে আমি স্বয়ং কখনই বিনাশ করিতে না পারিলেও, তোমাদের কল্যাণ ও জগতের উপকারার্থে আমি

তোমাদিগকে তাহার বিনাশের উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ! জগৎকণ্টক তারকাসুর আমার দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না বলিয়া, সে ভগবান্ বিষ্ণুরও অবধ্য। আর ঐ নিমিত্ত প্রলয়কারী সাক্ষাৎ মহারুদ্র মহেশ্বরও তাহার হননকারী হইতে পারিবেন না। সুতরাং হে দেবগণ! সে যে আর কাহারও বধ্য হইতে পারিবে না, তাহার কথা আর কি বলিব? হে সুরগণ! সেই দুরাত্মা অসুররাজ আমার প্রসাদে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথাপি হে দেবগণ! তোমরা তাহার বিনাশে যত্নবান্ হও। ভগবতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্বতন কালে পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্প্রতি গিরীন্দ্রনগরে মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যে সাক্ষাৎ কমলার ন্যায়, পাতিব্রত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে বশিষ্ঠজায়া অরুন্ধতীর ন্যায়, এবং সহিষ্ণুতাতে জনকনন্দিনী জানকী অপেক্ষায় কোন অংশেই ন্যূন নহেন। সেই পার্ব্বতীকে পিনাক্‌ধৃক্ মহাদেব অবশ্যই দাররূপে পরিগ্রহ করিবেন। অতএব যাহাতে মহাদেব সত্বর পার্ব্বতীর সহিত পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েন, তোমরা এক্ষণে অকালবিলম্বে তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে সচেষ্টিত হও। হে দেবগণ! রমণ দ্বারা প্রভূত রেতঃস্খলন করিয়া যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, পার্ব্বতী ব্যতীত সেই ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী মহেশ্বরের নিকট এমন কোন রমণীই এখন উপস্থিত নাই। সেই পার্ব্বতীর সহবাসে শিবঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন

হইবে ; সেই সন্তান হইতে দুরন্ত তারক নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেক। তারকাসুর, পার্ব্বতীগর্ভসম্ভূত কুমার ব্যতীত আর কাহারই বধ্য নহে। এক্ষণে সেই হিমপ্রস্থে চন্দ্রচূড় যোগাবলম্বন করিয়া আছেন ও শৈলরাজের আদেশক্রমে কুমারী কালিকা স্বীয় সখীগণের সহিত সম্যক্ প্রকারে ও অতিশয় ভক্তিসহযোগে নিত্যই তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। দেবাদিদেবের আদেশক্রমে তিনি সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু ধ্যানাবলম্বী যোগীন্দ্র পরমতত্ত্ব ব্যতীত কদাপিই ঐ সর্ব্বাবয়বসম্পন্না কুমারী পার্ব্বতীর মোহিতকর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করেন না। এক্ষণে হে সর্ব্ববিদ্ অমরগণ! সেই গঙ্গাধর যাহাতে ঐ কুমারীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া উহাঁর পাণিগ্রহণ করেন, তোমরা সর্ব্বাগ্রে ও আশু তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর। এই কালে যাহাতে তারকাসুর তোমাদের আর কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, অতঃপর তদ্বিষয়ে আমি যত্নবান্ রহিলাম। অতএব তোমরা আর বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া এক্ষণে স্ব স্ব আবাসে গমন কর।

হে ঋষিগণ! জগৎপিতা ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপে আশ্বস্ত ও বিদায় করিয়া ত্বরায় তারকাসুরের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে মধুরবচনে অনাময় ও মঙ্গলাদি সমাচার জিজ্ঞাসা করত এই কথা কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে অসুরপতে! স্বর্লোক লোভে উৎসাহিত হইয়া তুমি আর কদাচ অমরগণের প্রতি অত্যাচার করিও না;

আমি তোমাকে তাহা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি। কারণ তুমি সে জন্য পূর্ব্বে কখনই তপশ্চরণ কর নাই, এবং দেবতাগণের প্রতি উপদ্রব করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বর প্রদান করি নাই। তৎকালে তুমি অমরনগর লাভের কোন প্রত্যাশা করিয়া আমার আরাধনা কর নাই। অতএব হে বৎস! এক্ষণে সেই দিব্য ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিতিমণ্ডলে থাকিয়া পরম সুখে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ কর। যেহেতু সুরপুরী কেবল অমরগণের নিবাসস্থল ও বাসবই তাঁহাদের অধিপতি।

হে ঋষিগণ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা অসুরকে এই কথা কহিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইকালে অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত তারক, ব্রহ্মার বচনপরম্পরায় শ্রবণ করত স্বর্লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভূভাগে থাকিয়াও ইন্দ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে কোনমতেই ক্ষান্ত হইল না। সে দেবরাজ ইন্দ্রকে আপন রাজস্বসংগ্রহ কর্ম্মে নিয়োজিত করিল। সুতরাং অমরনাথ, দেববৃন্দের সহিত কর-স্বরূপে উহাকে নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতেন। পরন্তু পুরন্দর কর্ত্তৃক সে এইরূপে বারম্বার সমাদৃত হইলেও, কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিত না। বরং তাঁহাদের প্রতি আরও উপদ্রব বৃদ্ধি করিল। এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে দেবরাজ ব্রহ্মার অনুজ্ঞামতে কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন।

অনন্তর শচীনাথ বাসব, সুরগুরু নীতিজ্ঞ বৃহস্পতির

সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধীয় মন্ত্রণা স্থির করত, তৎক্ষণাৎ রতিপতি কুসুমায়ুধকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রতিপতে! হে ভুবনমোহন! এই অনন্ত সংসার তোমা কর্তৃক পরিপালিত ও সর্ব্বতোভাবে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হে মনসিজ! তুমি কমলাসন ব্রহ্মা, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং বৃষাসন মহেশ্বরের পরম প্রীতি সাধন করিবার জন্য, অতি প্রাচীনকালে সমুৎপন্ন হইয়াছিলে। হে কামদেব! তোমার প্রভাবে চতুরানন ব্রহ্মা সাতিশয় আগ্রহের সহিত আচরিতব্রতা ভগবতী সাবিত্রীকে এবং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি-জগদর্চ্চিতা কোমলাঙ্গিনী কমলাকে, কলত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ঐরূপে পিনাকপাণি মহেশ্বরও দাক্ষায়ণী সতীর, ব্রাহ্ম বিধানানুসারে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ব্রাহ্মী, লক্ষ্মী ও মাহেশ্বরী তখন নিজ নিজ ভর্ত্তাগণকে আপনাপন সৌন্দর্য্য দ্বারা বিমুগ্ধ করিতেন। হে জগন্মোহন কন্দর্প! এইরূপে তুমি সদাকাল সংসারবাসী জীবগণের পরম প্রীতিকর কার্য্য সাধন করিয়া থাক। হে মকরধ্বজ! তুমি কি দিব্যলোকবাসী দেবগণের, কি রসাতলবাসী নাগগণের, বা কি পৃথ্বীনিবাসী জনগণ প্রভৃতির কাহারই অপ্রিয় নহ। হে অনঙ্গ! তুমি সকল প্রাণীগণেরই আদরণীয়। আর তুমি সকল প্রাণীগণের প্রতিপালক ও কর্ত্তা। তুমি জীবগণের মানস-সরোবরে প্রবেশ করিয়া, এই বিশ্ব সমুৎপন্নের কারণরূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। অতএব হে মন্মথ! হে বিশ্বরঞ্জন! এক্ষণে তুমি সেইরূপে

এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত ও দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, এবং কিন্নরাদির মঙ্গল বিধান জন্য শ্রেয়স্কর কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হও।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, অমরনাথের এই সকল কথা আকর্ণন করত রতিবল্লভ মদন পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে সহস্রাক্ষ! হে দেবরাজ! আমি যে কার্য্য অনায়াসে সাধন করিতে সমর্থ হইব এবং যাহা তোমার অভিপ্রেত, ত্বরায় তাহা আমার গোচর কর; আমি ভবদীয় আদেশানুসারে সত্বর তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন করিব। আমার এই পঞ্চবাণ, কোমল হইতেও কোমল এবং ইহার শিঞ্জিনী ভ্রমরাত্মিকা। মলয়ানিল বসন্ত ও রতি দেবীই আমার পরম সহায়। হে অমরেন্দ্র! মৃদুগামী শৈত্য, সৌগন্ধ ও মান্দ্য, এই বায়ুত্রয় সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় আমার অনুগামী হইয়া থাকে ও সুধাকর চন্দ্র আমার পরম সুহৃৎ। হে দেবেন্দ্র! শৃঙ্গার আমার সেনাপতি ও বিবিধ হাব ভাব এবং রূপ লাবণ্যাদি আমার সেনা। হে অমরনাথ! আমার ঐ সমস্ত সাহায্যকারীগণ অতিশয় ধীরস্বভাব ও কুটিলতা বিহীন। আর আমিও স্বয়ং অতিশয় নম্রপ্রকৃতি এবং অক্রূর। অতএব হে ত্রিদশনাথ! পণ্ডিতেরা যে কর্ম্ম যাহার যোগ্য, তাহাকে সেই কর্ম্মেই নিয়োজিত করিয়া থাকেন; এজন্য আমা-কর্ত্তৃক সম্ভবনীয় কার্য্য আমার প্রতি বিধান ও আদেশ কর।

অনন্তর দেবরাজ কহিলেন, হে জন-রঞ্জন! আমি যে, কার্য্যে তোমাকে নিয়োগ করিবার বাসনা করিয়াছি, তাহা

তোমাকর্ত্তৃক অবশ্যই সম্ভব হইতে পারিবে। সেই কার্য্য তুমি ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব তজ্জন্য তোমাকে ত্বরায় দৃঢ় ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমি সেই কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকেই কেবল একমাত্র সুযোগ্য বিবেচনায়, তাহাতে নিয়োগ করিলাম। হে মন্মথ! সম্প্রতি দার পরিগ্রহ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দেবাদিদেব মহেশ্বর হিমপ্রস্থে গমনকরত তীব্রতর তপস্যানুষ্ঠান করিতেছেন। এদিকে কালিকাকুমারী তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া পিতৃ আদেশে সখীগণের সহিত নিরন্তর তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হওত পরিচর্য্যা করিতেছেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, রমণীশ্রেষ্ঠা, পূর্ণযৌবনারূঢ়া, পার্ব্বতীর ন্যায় কামিনী বোধ হয় ত্রিসংসারে কুত্রাপি নাই। হে কুসুমায়ুধ! এবম্প্রকার সেই পার্ব্বতী অহর্নিশি তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী থাকিলেও তিনি ভ্রমক্রমে তাঁহার প্রতি দৃক্পাতও করেন না। অতএব হে অনঙ্গ! মহেশ্বর যাহাতে সত্বর সেই বিশ্ববিমোহিনী পার্ব্বতীর প্রতি আশক্ত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে তোমাকে যত্নবান হইতে হইবেক।

হে শম্বরারে! সম্প্রতি তুমি জগতের ভদ্রবিধানহেতু স্বকীয় কুসুম শরাসনে কোমল ও শাণিত এবং অব্যর্থ পঞ্চ শায়ক সন্ধান করিয়া মহেশ্বরকে বিদ্ধ ও আকুলিত কর। তখন তিনি তদীয় বাণাহত হইয়া জর জর কলেবরে পার্ব্বতীর সহিত সুরতব্যাপারে আশক্ত হইবেন। তাহা হইলে অতিশয় তেজঃপুঞ্জ তদ্বীর্য্যসম্ভূত কুমার ত্বরায় জন্মলাভ করিয়া

অতি দুর্দ্দান্ত সেই জগৎকণ্টক তারকাসুরকে বিনাশ করিবেন।

অনন্তর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! রতিবল্লভ কন্দর্প, দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করত বিধাতার পূর্ব্ব অভিসম্পাতবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক আপনার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং তখন মনে মনে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া কহিলেন, হে অনঘ! একদা পুরাকালে আমি স্বকীয় কুসুম শর নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি ও তদীয় মানসাত্মজা সুকুমারী সন্ধ্যাকে বিদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা আমাকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে অনঙ্গ! তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় যেমন আমার প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে, সেইরূপ আমার বাক্যানুসারে কোপবশত মহেশ্বরের নেত্রানলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইবে। পরে ত্রিলোচন যৎকালে পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবেন, সেই সময়ে তুমি পুনর্জীবিত হইবে। এক্ষণে হে দেবেন্দ্র! সেনিমিত্ত আমার অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিতেছে। যাহাহউক, হে ঋষিগণ! ব্রহ্মশাপ স্মরণ করত কন্দর্প অতিশয় ভীত ও ম্রিয়মান হইলেও দেবরাজের আদেশ উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাহাতে অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবনাথ! অচিরকাল মধ্যে যাহাতে হরপার্ব্বতীর সম্মিলন হয়, এবম্প্রকার কার্য্য সমাধা করিতে আমি অবশ্যই তৎপর হইব। হে সুরপতে! পূর্ব্বকালে ভগবতী দাক্ষায়ণী সতীর সহিত মহাদেবের যেরূপ প্রগাঢ় ও পবিত্র প্রণয় জন্মিয়াছিল, এক্ষণে

আমি পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার সেইরূপ প্রণয় সংঘটন করিবার নিমিত্ত যত্নশীল থাকিব। কিন্তু হে সচীপতে! যৎকালে আমি দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে শিবসন্নিধানে গমন করিব, তখন আমাকে বিশেষরূপে তোমার সাহায্য করিতে হইবেক। এক্ষণে আমি সুরভির সহিত বিশ্বনাথের অন্তঃকরণে বিকার উৎপাদন করিয়া বিমুগ্ধ করিবার উদ্দেশে হিমালয়স্থ গঙ্গাবতরণ প্রদেশে যাত্রা করিলাম। হে অনঘ! সেইকালে যদি আমি মৃত্যুমুখে নিপতিত হই, তাহা হইলে তুমি আমার এই উপকার স্মরণ করিয়া তৎকালে আমাকে রক্ষা করিও।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন যে, মদন এইরূপে পুনঃ পুনঃ দেবরাজকে মিষ্টসম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া শঙ্করসন্নিধানে গমন করিলেন। এই সময়ে অমরনাথ দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! এক্ষণে কামদেব, বিরূপাক্ষকে সম্মোহিত করিতে গমন করিয়াছেন; অতএব তোমরা সকলে একত্রিত ও তদনুবর্ত্তী হইয়া যথাকার্য্যে তাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে সাহায্য প্রদান কর, এবং কার্য্যকালে প্রয়োজনমত তোমরা আমাকে উহা স্মরণ করিয়া দিলে আমিও তাঁহার সম্মুখীন হইব। এই বলিয়া সকলে যথাসময়ে মনোভবের নিকট গমন করিলেন।

এদিকে মদন, সুরভিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তুষারাবৃত, নির্ঝরণীপ্রবাহিত, শঙ্কর বিরাজিত, শৈলশিখরে গমন করিলেন। সুরভি শিবসান্নিধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন যে, নানাবিধ ওষধি এবং বৃক্ষ লতাদিতে সেইস্থান সমাকীর্ণ হইয়াছে।

তথায় পলাশ, বক, চম্পক ও নাগকেশরাদি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। কমল সকল বিকশিত হইয়া বায়ুভরে সরোবরে ঈষৎ দোদুল্যমান হইতেছে। শ্বাপদগণ হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মৃদুগামী মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে। বিহঙ্গম সকল বৃক্ষশাখায় পরমসুখে উপবিষ্ট আছে। দীর্ঘদর্শন কুরঙ্গ সকল একদৃষ্টে বিশ্বনাথকে সন্দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া ও রোমন্থন করিতেছে। মদনসেনা, কমনীয় জাতি, জুঁই, মল্লিকা, অশোক, চম্পক ও পুন্নাগাদি প্রসূন প্রস্ফুটিত ও সৌগন্ধযুক্ত এবং ত্রিদল বিল্বপত্র সকল বৃক্ষহইতে বায়ুভরে শিবশরীরে নিপতিত হইয়া যেন তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কিন্নর ও সিদ্ধগণ তথায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর নিক্কণে নানাবিধ বাদ্য করিতে ছিল। হে ঋষিগণ! এবম্প্রকার সেই সুখকর স্থানে সমাসীন হইলেও মহাযোগী মহেশ্বরের কিছুতেই চিত্তবৈকুল্য হয় নাই। তদ্দর্শনে মদন তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য করিবার নিমিত্ত মধুকর সকলকে নিয়োগ করিল। ভৃঙ্গগণ নানা পুষ্প হইতে মধুপানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার ইতস্ততঃ গুঞ্জ গুঞ্জ ধ্বনী করত উড্ডীন হইতে লাগিল। পরমরূপলাবণ্যবতী সুরভি বিবিধ হাবভাব সহকারে হরের সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

এদিকে কুসুমায়ুধ মদন, বসন্তাদি আত্মগণের সহিত মিলিত হইয়া সুযোগানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু

যাবৎ তাঁহার যোগ ভঙ্গ না হইয়াছিল, তাবৎ কাল তিনি (তাঁহার) সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। হে ঋষিগণ! মদন, সুতরাং দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াও সমাধি ভঙ্গের কোন ছিদ্র না পাওয়াতে পরিশেষে নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজ্বলিত ব্যালাগ্নির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, জবাকুসুম সদৃশ আরক্তিম নয়নত্রয়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভীষণ জটাজুট এবং রজত গিরির ন্যায় প্রভাশালী সেই মহাযোগী মহেশ্বরের সমাধি কোন্ ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়?

যাহাহউক, একদা পার্ব্বতী, সখীগণের সহিত শিবার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ তৎসম্মুখে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে তাঁহার যোগ ভঙ্গ হওয়াতে তিনি ক্ষণকাল পার্ব্বতীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ছিদ্র (সুযোগ) প্রাপ্ত হইয়া মদন তৎপার্শ্বে প্রচ্ছন্ন ভাবে আপন কুসুম শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে কামদেবের সাহায্যার্থে শৃঙ্গার, হাব, ভাব ও লাবণ্য সমভিব্যাহারে সুরভি শিবসম্মুখে গমন করিলেন। তখন কন্দর্প-বাণনিপীড়িত মহেশ্বর প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রেম দৃষ্টিতে কালিকার কমলানন দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অবসর প্রাপ্ত হইয়া মদন পুনর্ব্বার তাঁহার চতুর্দ্দিকে সম্মোহন অস্ত্র সকল বিকীর্ণ করিলেন। এই কালে মহেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থিতা রতি, বামপার্শ্বস্থিতা প্রীতি, পশ্চাদ্দেশ স্থায়ী ঋতুরাজ বসন্তের সাহায্যক্রমে

আপন তূণীর হইতে তীক্ষ্ণ ও কুসুমময় বাণ গ্রহণ করিয়া আলীঢ়ভাবে উপবেশন করত জ্যাকর্ষণ পূর্ব্বক একেবারেই তৎপ্রতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর স্মরশরে নিপীড়িত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি অতিশয় আশক্ত হইয়াছিলেন। এই কালে অমরগণ, পর্জ্জন্যনাথ শক্রের সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া কন্দর্পের কুশল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাদেব কিয়ৎকাল ইন্দ্রিয় দমন ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ব্রতাদি বিবর্জ্জিতা, যোনিসম্ভূতা এই পর্ব্বতনন্দনী কালিকাকে আমি কামবশতঃ কিরূপে গ্রহণ ও সম্ভোগ করিব? যাহাহউক, সম্প্রতি ইহাঁকে আচরিতব্রতা দেখিয়া দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় পূর্ব্ববৎ ইহাঁর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সম্ভোগ করিব; কিন্তু এক্ষণে ইহাঁকে দর্শন করিয়া সহসা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরূপ ইন্দ্রিয় বৈকূল্য ও চিত্তচাঞ্চল্য হইবার কারণ কি? ত্রিশূলী শম্ভু এইরূপে সহসা ইন্দ্রিয় বিকারের কারণ চিন্তা করিতে করিতে কামদেবকে আপন পুরোভাগকে নিরীক্ষণ করিলেন। এইসময়ে কমলযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করত ও দেবগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর মহারুদ্র মহেশ্বর অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া আপন ক্রোধাগ্নিদ্বারা মদনকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন। এইকালে পূর্ব্ব নিয়োজিতানুযায়ী, মদন যে আমাকে কামাশক্ত

করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিয়া, আপন ইন্দ্রিয় সকল সংযত করত অধিকতর কুপিত হইয়া মনে মনে কহিলেন যে, এই কুট দেহধারী কামকে এখনই শমনসদনে প্রেরণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহেশ্বর কোপাবিষ্ট হইয়া এইরূপে চিন্তা করিলে, তাঁহার নয়নত্রয় হইতে ক্রোধরূপ অগ্নি বিনির্গত হওত ক্ষণকাল মধ্যেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ প্রজাপতি, জাতবেদঃস্বরূপ সেই শিবক্রোধ অবগত হইয়া কন্দর্পের কোমল ধনুর্গুণ ও কুসুমায়ুধ সকল এবং তদীয় পত্নী রতি ও ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্তাদিকে অন্তর করিয়া সামর্থানুযায়ী বিবিধ স্তবনীয় বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিতে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন প্রকারেই কন্দর্পের জীবন রক্ষা হইল না। আকাশস্থিত দেবগণ তখন সেই রুদ্রের প্রচণ্ড কোপাগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক অমিয়বচনে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে পশুপতে! হে পিনাকধারিন্! এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিরীহ কন্দর্পের প্রতি প্রসন্ন হও। হে জগন্নাথ! তুমিই শম্ভু রূপে এই মদনকে অতি প্রাচীনকালে সৃষ্টি করিয়াছিলে, এবং তুমিই তাহাকে পূর্ব্ব হইতে যে কর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে সে, তাহাই সম্পন্ন করিয়াছে। হে দেব! যদি তুমি একান্তই তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়া থাক তবে, তোমার ঐ নয়নত্রয় বিনিঃসৃত ক্রোধাগ্নিতে ইহাকে ভস্মীভূত কর। অনন্তর ব্রহ্মাদির বাক্যানুসারে মদন

সেই অনলেই একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছিল। তখন বিধাতা মদনকে ভস্ম হইতে দেখিয়া সেই মহেশ্বরের কোপাগ্নি (আর প্রজ্বলিত হইতে না পারে এবম্প্রকারে) স্তম্ভিত করাতে উহা তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে আর কোনরূপেই শক্ত হইল না।

অনন্তর মৃগবরা মহেশ্বর, কাম দগ্ধভস্ম লইয়া প্রথমেবিভূতির ন্যায় স্বকীয় শরীরে লেপন করিলেন। পরিশেষে অবশিষ্ট ভস্ম লইয়া কালিকাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সম্মুখ হইতে স্বগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পরন্তু স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সেই শিবক্রোধানল, ব্রহ্মাণ্ডকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া (উহা) বাড়বানলরূপে স্থাপন করত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিলেন। শিবক্রোধানল দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই অমরগণের যে আশঙ্কা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বাড়বানলরূপে পরিণত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের সকল বিভীষিকাই বিদূরিত হইল।

অনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই অত্যুগ্র বাড়বানল গ্রহণ পূর্ব্বক মহাসাগরের উদ্দেশে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইলে সিন্ধুবর তাঁহাকে বিধিবৎ পূজা করিলেন। তখন ভগবান ব্রহ্মা সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন, এবং কহিলেন, হে সিন্ধো! এক্ষণে তুমি অনুকম্পা পূর্ব্বক মহেশ্বরের নয়নত্রয় হইতে বিনিঃসৃত এই ক্রোধানল স্বেচ্ছাসুখে ধারণ কর। হে সরিৎপতে! যাবৎ আমি প্রত্যাগমন না করি, তুমি তাবৎকাল ইহাকে ধারণ কর। আর ইহার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত তুমি ইহাকে শীতলবারি প্রদান করিও।

হে সমুদ্র! তুমি আমার কথা স্মরণ রাখিয়া অতি যত্ন ও সাবধানে এই বড়ব রূপী শিব-ক্রোধানল এরূপে ধারণ কর যেন, ইহা আর কোন স্থানে গমন করিতে না পারে। হে ঋষিগণ! চতুরানন ব্রহ্মা এইরূপে সিন্ধুকে মিষ্টালাপে সেই বাড়বাগ্নি ধারণ করিতে অনুরোধ করিলে, সরিৎপতি তাহা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ধারণ করিতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া এই অনল ধারণ করিলাম। অনন্তর হর-নয়নোৎপন্ন সেই কোপানল, বাড়বানল রূপে অনতিবিলম্বেই মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার জলসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল।

এ দিকে শিব-ক্রোধে মদন যখন তাঁহার নেত্রানলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই সময়ে সর্ব্বভেদী ভীষণ এক শব্দ হইয়াছিল। সেই শব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হওয়াতে সখীদ্বয়ের সহিত পার্ব্বতী অতিশয় ভীত ও শোকাকুলা হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। হিমালয়, সেই ভীষণ হৃদ্বিদারক শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। তিনি সেই কালে ভয়-ভীত ও বিকলেন্দ্রিয় এবং রোরুদ্যমানা কালিকাকে দর্শন করিয়া বাৎসল্য স্নেহবশত তাঁহাকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক "মা তোমার ভয় কি" এইরূপ আশ্বাসিত বাক্যে সান্ত্বনা ও স্বহস্তে তাঁহার বিগলিতাশ্রু প্রোঞ্ছন করিয়া তৎসহ আপন প্রাসাদে সত্বর প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলে, অতিবিরহব্যাকুলা কালিকাদেবী শোক মোহাদিদ্বারা অতি ক্লেশে পিতৃমন্দিরে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন কি শৈলরাজ, কি মেনকা, কি শশাঙ্কবদনা অন্যান্য পুরনারী সকল, কি বা পার্ব্বতীর সহচরীদ্বয়, সকলেই তাঁহাকে বিবিধ মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টিত হইলেও তিনি কিছুতেই পশুপতি শঙ্করকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

কালিকা-পুরাণে দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়

সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর ত্রিতন্ত্রী নারদ, দেবরাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া একদা গিরীন্দ্র ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। শৈলপতি তাঁহাকে আত্ম সকাশে আগত দেখিয়া বিবিধোপচারে তাঁহার যথামত সৎকার করিলেন। তখন দেবর্ষি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতিকর বচনে নগপতিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক জগতের কল্যাণ কারণ পার্ব্বতীকে কহিতে লাগিলেন যে, হে কালিকে! হে পাষাণাত্মজে! আমার বাক্য সকল শ্রবণ করত তাহা যথার্থ বলিয়া অবগত হও। হে দেবি! তুমি যে একান্তান্তঃকরণে ভগবান মহেশ্বরের সেবা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া তোমার প্রতি একান্তই অনুরক্ত হইয়াছেন। তিনি তোমাকে ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিবেন

না; অতএব তুমিও সেই শঙ্কর ব্যতীত আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিও না। হে কালিকে! তুমি সেই বিশ্বেশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে তপশ্চরণ আরম্ভ কর। হে দেবি! তপশ্চরণদ্বারা তুমি আপনাকে পরম পবিত্র করিলে বৃষভধ্বজ মহেশ্বর সত্বর তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। হে পার্ব্বতি! যে মন্ত্রে আরাধনা করিলে লোকে; সত্বর সেই মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে দেবি! "ওঁ নমঃ শিবায়" (অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সেই মঙ্গলময়কে আমি নমস্কার করি।) এই মন্ত্রই তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে, অতএব আরাধনাকালে একান্তঃকরণে ইহা জপ করিলে, তুমি রজতগিরির ন্যায় প্রভাশালী, ব্যাঘ্রাজিনে পরিশোভিত, জটা এবং পিণাগ্বিশিষ্ট সেই করুণাময় সেই মহেশ্বরের প্রীতিলাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর কালিকা, পণ্ডিত ব্যক্তির রোগের উপশমকারক প্রকৃত ঔষধের ন্যায় নারদের সেই বাক্য যথার্থ ও তৎপক্ষে অতিশয় কল্যাণকর বলিয়া অবগত হইলেন। হে ঋষিগণ! এইরূপে দেবর্ষি নারদ বিবিধ প্রবোধ বাক্যে দেবীকে সান্ত্বনা করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হওত স্বর্লোকে গমন করিলেন। অতঃপর কালিকা সেই মহেশ্বরের উদ্দেশে তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া স্বয়ংই তাহা আপন জননীর নিকট বিজ্ঞাপন করত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কালিকা কহিলেন, হে মাতঃ! আমি মহেশ্বরকে লাভ করি-

বার নিমিত্ত নিবিড় অটবী মধ্যে গমন করিয়া তীব্রতর তপস্যানুষ্ঠান করিব; অতএব তজ্জন্য তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। আর যোগানুষ্ঠানে যে আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় আমার জনক শৈলপতির গোচর কর যে, আমি মহেশ্বরের বিরহানলে যাবৎ একবারে দগ্ধ না হই, তাবৎকাল এইরূপে উগ্রতর তপস্যা করিব।

তনয়া পার্ব্বতীর এবম্প্রকার নিষ্ঠুর বচন পরম্পরায় আকর্ণন করিয়া অতিশয় বিমনায়মানা গিরিপত্নী মেনকা কন্যাকে স্বকীয় অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি কদাপি তপস্যার্থ গভীর অরণ্যে গমন করিও না, এবং তপস্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত কদাপি সচেষ্টিত হইও না। কারণ উহা তীব্রতপস্বী ঋষিগণের পক্ষেও যখন অতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে, তখন তত ক্লেশ তোমার এই কমনীয় শরীরে কখনই সহ্য হইবে না। বৎসে! বনগমন করিয়া কঠোর যোগানুষ্ঠান করিতে যখন শক্রাদি দেবগণও ভীত হইয়া থাকেন, তখন সেই বনগমন তোমার পক্ষে কখনই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এক্ষণে গৃহত্যাগী হইয়া (বাণপ্রস্থ) বনগমন পুরঃসর তপস্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেবল আত্মাকল্যাণকর তপোব্রতানুষ্ঠান কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! জননী মেনকার এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া কালিকাকুমারী অতিশয় ম্রিয়মানা হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে জননি! আমি যে

তপস্যানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত গহন বনে প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে কখনই নিবৃত্তমন হইতে আদেশ করিও না। যদি আমি তোমার অজ্ঞাতসারে ও প্রচ্ছন্নভাবে বনে গমন করিতাম, তাহা হইলে আমাকে আর তোমার অনুজ্ঞার পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে হইত না। মেনকা কহিলেন, বৎসে! আমার এই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অপরাপর দেবতারা সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; অতএব তুমি স্বেচ্ছাসুখে আপন গৃহে ও সুদ্ধাসনে অবস্থিতি করিয়া সংযত মনে অভিলষিত দেবতাকে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা কর। বৎসে! বিশেষত এইরূপ কন্যকাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বামী ব্যতীত কখনই কাহাকে বনগমন করিতে দেখা যায় না। এজন্য হে পার্ব্বতি! তুমিও এই অবিবাহিত কৌমারী অবস্থায় স্বামীবিহীন হইয়া কদাপি অরণ্য যাত্রা করিও না।

হে তাপসশ্রেষ্ঠগণ! পার্ব্বতী এইরূপে তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত বনগমনোন্মুখ হইয়াছিলেন বলিয়া, স্বাধ্বী মেনকা কর্ত্তৃক তাঁহার অপর এক উমা নাম রক্ষিত হইয়াছিল। যাহাহউক, উমা তৎকালে স্বীয় জননী মেনকার এবম্প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করত সখীদ্বয়ের সহিত হিমালয়কে আপনার সমস্ত মনন বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনিও তখন তনয়ার বনগমন বিষয় অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। গৌরী তথাপিও কোনমতে পিতাকে সম্মত করিয়া যথায় কন্দর্প ভস্ম হইয়াছিল, সেই গঙ্গাবতরিত

পর্ব্বত প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যথায় চন্দ্রচূড় যোগীন্দ্র যোগাসনে সমাসীন হইয়া পরব্রহ্মেচিত্ত অভিনিবেশ করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন, তথায় মহেশ্বরকে দেখিতে না পাওয়াতে তদ্বিরহব্যাকুলা হইয়া, হা হর! হা শিব! প্রভৃতি বিলাপকর বাক্যে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল শোকাভিভূতা কালিকা এই রূপে করুণস্বরে অতিশয় বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়া শিবের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল চিন্তা সহকারে ক্রমশ সেই শোকাপনোদন করিলেন।

অতঃপর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, উমা ধৈর্য্যাবলম্বন করত অনতিবিলম্বে তপস্যানুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া নিয়মানুসারে দীক্ষিতা হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ফলমাত্র ভোজন করিয়া শাম্ভবী মুদ্রা ও শাম্ভব (শিবমন্ত্র) জপ করত পঞ্চতপা প্রভৃতি ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিদাঘ সময়ে চতুর্দ্দিকে হস্তান্তরে চতুর্হস্ত পরিমিত [illegible]গুলি সংস্কৃত করত শুষ্ক যজ্ঞীয় সমীধাদি কাষ্ঠদ্বারা চতুর্ব্বিধ রৌদ্র রশ্মিযুক্ত অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বৈশ্বানর নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তিনী হওত, প্রখর রবিবিম্ব বীক্ষণক গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন। শিশির কালে তিনি বারিমধ্যে প্রবেশ করত প্রথম মাসে ফল ভক্ষণ, দ্বিতীয় মাসে জল পান ও ক্রমে গলিতপর্ণ দ্বারা কোনমতে জীবন রক্ষা করিয়া, পরিশেষে শুষ্ক পত্র ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনশনে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ঋষিগণ! এই কালে

দেবী একেবারে পর্ণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি, অপর্ণা নামে বিদিতা হইয়াছিলেন। অনন্তর বসন্তকালে সেই পঞ্চতপা, তোয়মধ্যস্থিতা কালিকাদেবী এক পাদ দণ্ডায়মানা হইয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র জপ করত কঠোর তপস্যা করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি মস্তকে জটাভার ধারণ ও পরিধেয় বল্কল পরিধান পূর্ব্বক কৃষ্ণ কৃষা হইয়াও তপশ্চরণ দ্বারা ঋষিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কালে মহেশ্বর স্বয়ং তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে ঋষিগণ! দেবী এইরূপে তিন সহস্র বৎসরকাল সেই তপোবনে থাকিয়া উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ বৎসর অতিবাহিত হইলে পার্ব্বতী যে সংস্কৃতা হইয়া ভগবান হরের পাণিগ্রহণে যোগ্যা হইয়াছিলেন, ভগবান ব্রহ্মাও তাহা স্বয়ং তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

অনন্তর পার্ব্বতী, মহেশ্বর যথায় অষ্টাদশ সহস্র বৎসরব্যাপী উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন, তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া মনে মনে এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি যে নিয়মিত হইয়া এক্ষণে তপস্যা করিয়া থাকি, মহেশ্বর কি এখনও আমাকে তন্নিমিত্ত জানিতে পারিতেছেন না? আমি এতকাল তপস্যা করিয়াও কি (এখনও) তাঁহার অনুগ্রহের পাত্রী হইতে পারিলাম না? অতএব বোধ হইতেছে যে মহেশ্বর এখন এলোকে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু ঋষিগণই বা তাহা হইলে কি রূপে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন?

ব্রহ্মাদি দেবগণই বা কি রূপে তাঁহার চিন্তা করিতে সমর্থ হয়েন? যে মহেশ্বর সর্ব্বগামী ও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি দেবতার দেবতা ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর; তিনি সর্ব্বাত্মা ও সকলেরই হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত এবং তিনি সমস্ত ভূতগণের আরাধ্য। সেই ভূতভাবন মহেশ্বর এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না? আমি সেই ত্রিলোচন কৈলাশপতির চরণ ব্যতীত আর কিছুই মনে স্থান দান করি না। তাঁহার চরণ চিন্তা ব্যতীত আমার আর কোন ইতর চিন্তা নাই। অতএব ভদ্রবিধাতা করুণাময় মহেশ্বর অবশ্যই আমাতে প্রসন্ন হইবেন। যদি আমি নারদপ্রদত্ত সেই ষড়বর্ণাত্মক শিবের মহামন্ত্র একান্ত ভক্তি সহকারে জপ করিয়া থাকি তবে, সেই মহানুভব মহেশ্বর অবশ্যই তাঁহার এই সেবিকার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। যদি তপশ্চরণ সত্য হয়, এবং আমি যদি একান্তঃকরণে তাহা সম্যক্ প্রকারে উগ্রতার সহিত (তাঁহার আরাধনাদ্বারা) সুসম্পন্ন করিতে পারগ হইয়া থাকি তবে, অবশ্যই সেই প্রমথনাথ আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ দান করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শৈলসুতা—জটাবন্ধনে শোভিতা সেই কালিকাদেবী এইরূপে তদাশ্রমে অধোমুখে উপবিষ্টা হইয়া দীনার ন্যায় কেবল চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে, এক দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় সুদীপ্তশালী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশে কৃষ্ণাজিন এবং ত্রিসূত্র বিশিষ্ট যজ্ঞোপবীত ও অক্ষয় এক কমণ্ডলু ছিল।

তিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সুদীপ্যমান এবং তাঁহার প্রভা রজত গিরির ন্যায় ও উত্তমাঙ্গে সুদীর্ঘ জটাভার। সেই দ্বিতীয় তপনের ন্যায় ব্রাহ্মণ রূপধারী ছদ্মবেশী বাগ্মী মহেশ্বর গিরিজাকে ছলনার দ্বারা জানিবার ও তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে কুমারি! তুমি কে ও কাহার কন্যা? আর কি নিমিত্ত বা কাহার উদ্দেশে তুমি এই শ্বাপদ সমাকীর্ণ নিবীড় বনে অবস্থিতি করিয়া ঋষিগণ সমাচরিত অতি ক্লেশকর তপস্যানুষ্ঠান করিতেছ? হে কল্যাণি! তোমাকে কুমারী দেখিতেছি এবং তরুণ বয়স্কা বলিয়া বিবেচনা হইতেছে, আর হে সুব্রতে! ত্রিভুবণের মধ্যে তোমাকে একমাত্র সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু তুমি পতিবিহীনা হইয়া একাকিনী কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যা করিতেছ? ভদ্রে! তোমার এই নবীন বয়সে তপস্বিনী হইবার কারণ কি? তুমি কি কাহারও প্রণয়িনী অথবা, কোন মহাত্মা তপস্বীর প্রয়োজন বশতঃ প্রসূনাদি চয়ন করিবার নিমিত্ত এই গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছ? হে বরাননে! এইসকল প্রশ্ন সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু গোপনীয় না থাকে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। হে জগন্মোহিতে! যদি ক্রোধ বা অসূয়া পরবশ হইয়া তুমি সেই সকল বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করিতে অসমর্থা হও তবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

হে ঋষিগণ! সেই তেজস্বী (ছদ্ম) ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে

অভিহিত হইলে, কালিকা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত আপন সখীর প্রতি নয়নভঙ্গী দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। তখন বিজয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এই কুমারী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা। ইনি পার্ব্বতী নামেই বিদিতা, এবং সৌন্দর্য্য বশতঃ ইহাঁর অপর নাম কালিকা। এক্ষণে ইনি কন্যকাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন; কারণ অদ্যাপিও কাহারও সহিত ইহাঁর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। হে বিপ্রেন্দ্র! এক্ষণে ইনি বৃষভধ্বজ শঙ্করকে পতিকামনা করিয়া তদুদ্দেশে এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আগমন করত উগ্রতর তপস্যানুষ্ঠান করিতেছেন। হে দ্বিজবর! ইনি বর্ষসহস্রত্রয় ক্রমান্বয়ে কঠোর রূপে তপস্যা করিলেও (এ পর্য্যন্ত) সেই অভীষ্টপ্রদ দেবতাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া অতিশয় ম্রিয়মানা হইয়া চিন্তা করিতেছেন যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর, যাঁহাকে পরমেশ্বর জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ও উগ্রতপস্বী ঋষি সকল নিরন্তর (যাঁহাকে) গান করিয়া থাকেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষ কি আমাকে, কিম্বা আমার এই তপস্যার বিষয় কিছুই অবগত হইতেছেন না? অথবা এই পর্ব্বত প্রদেশে এখন একেবারেই তিনি স্থিতি করেন না? যাহাহউক, হে দ্বিজেন্দ্র! এই আমি আপনাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত পার্ব্বতীর সেই সমস্ত বিষয় আপনার গোচর করিলাম। এক্ষণে তিনি সেই মহেশ্বরের চিন্তাতে সমস্ত সুখ-শান্তি বিহীনা হইয়া অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। অতএব সম্প্রতি আপনি যদি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া কোনরূপে মদীয় পার্ব্বতী সখীর সহিত

অদ্য সেই শঙ্করের মিলন সংঘটন করিয়া দিতে পারেন তবে, এই জগতিতলে আপনার অসীম যশোরাশী প্রকাশিত হইবেক।

হে ঋষিগণ! বিজয়ার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করত সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, শুভে! তুমি যে আমাকে সন্দর্শন করিলে, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি অবলীলাক্রমে সেই ধূর্জ্জটিকে এখানে আনয়ন করিতে সমর্থ হই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি যাহা তোমাকে কহিতেছি, তাহা একান্তঃকরণে অবহিত হও। হে বালিকে! আমি সেই বৃষভধ্বজ জটিলকে বিশেষরূপে অবগত আছি। সম্প্রতি তুমি তাহার রূপের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই চন্দ্রচুড় মহাদেব জগন্নিবাসী হইয়াও মস্তকে দীর্ঘ ও ভীষণ জটাভার বহন করিয়া থাকেন। তিনি নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপন করিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠে নাগময় যজ্ঞোপবীত ও হস্তে কপাল পাত্র সর্ব্বদাই বিকটরূপে শোভিত হইয়া থাকে। কালকূট সহকারে তাঁহার কণ্ঠ দেশ নিলীমা হইয়াছে ও তাঁহার সমস্ত অঙ্গই গরল উদ্গীরক নাগগণে পরিবেষ্টিত ও সেই ত্রিনেত্র বিশিষ্ট বিরূপাক্ষ ভস্মাচ্ছাদিত শরীরে সাতিশয় ভীষণ দর্শন হইয়া থাকেন। তিনি গার্হস্থ ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ও তাঁহার জন্মের কিছুই স্থিরতা নাই এবং তিনি আত্মীয় ও বন্ধুবিবর্জ্জিত। তিনি রসচতুষ্টয় বিহীন ভক্ষ্য ভোজন ও সৎসঙ্গ বিহীন

হইয়া নিরন্তর বিকট কণ্ঠী, ভীম দর্শন ভুত প্রেতাদির সহিত শ্মশানে অবস্থিতি ও বিচরণ করিয়া থাকেন। এজন্য পরম হর্ষণকর শৃঙ্গাররসে বঞ্চিত হইয়া অপত্যবিহীন হইয়াছেন। অতএব হে ত্রিপুরাসুন্দরি! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কিনিমিত্ত এরূপ অপবিত্রাত্মা শঙ্করকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছ? হে দেবি! আমি পূর্ব্বকালে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে কদর্য্য কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়াছি, যদি বাসনা হয় তবে, (তাহা আমি) বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর।

হে সুব্রতে! পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষরাজার সতী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি দৈবনির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত ঐ সর্ব্বসম্ভোগবিবর্জ্জিত বৃষভধ্বজ ভুতনাথের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্ণলতা সদৃশী সতী রাজকুমারী হইয়া একজন সামান্য কপালীর সহধর্ম্মিণী রূপে পরিগৃহীত বলিয়া মহাত্মা দক্ষরাজা তাঁহাকে পরিত্যজ্য করিয়াছিলেন। একদা এক মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে আহ্বান ও যজ্ঞভাগ প্রদান করেন নাই। তাহাতে সাধ্বী ও পতিব্রতা সতী স্বামীর নিমিত্ত হতমান হইয়া ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখ বশতঃ স্বকীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে তাহা জানিয়া শুনিয়া এরূপ সম্ভ্রান্ত ও জগদ্বিখ্যাত পর্ব্বতরাজ হিমালয় কিরূপে তাঁহার এই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে তাদৃশ অসৎপাত্রে সম্প্রদান করিবেন?

হে চারুনেত্রে! এই ত্রিলোকমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, ধনেশ্বর কুবের, অতুল বলশালী বায়ু, সরিৎপতি বরুণ, সাক্ষাৎ প্রভা হুতাশন, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনী ও কুমার, এবং অন্যান্য সুরগণ ও বিদ্যাধর, কিন্নর ও নাগ এবং বিবিধ সদ্গুণমণ্ডিত, রূপ যৌবন সম্পন্ন, সৎকুলোদ্ভব মানবগণ বর্ত্তমান আছে। হে কল্যাণি! তন্মধ্যে যিনি অতিশয় পণ্ডিত, সুশ্রী ও কুলীন হইবেন, তিনি তোমার যোগ্য পতি হইতে পারেন। হে শুভে! যিনি শ্রীমান, রত্ন সমূহাদিদ্বারা ধনবান, অগৌর ও মাল্যাদিদ্বারা এবং ধূপচুর্ণের ন্যায় প্রীতিকর শৌরভে যাঁহার দেহ সদাই সুগন্ধীযুক্ত হইয়া আছে, যিনি সদাকাল হর্ষিত ভাবে মনোরম অট্টালিকা মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবম্প্রকারে সর্ব্বতোভাবে যিনি কুলশীল ও ধনাদি দ্বারা তোমার যোগ্য ও উপযুক্ত বরণীয় হইতে পারেন; সেই পাত্রেই তুমি পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা কর। নতুবা ঐরূপ মহামহোৎকৃষ্ট পাত্র সত্ত্বেও যদি তুমি শঙ্করকে বরণ করিবার বাসনা করিয়া থাক তবে, তোমার এই উগ্রতপস্যায় কি প্রয়োজন? আমি তাহাকে অনায়াসেই তোমার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! নগেন্দ্রনন্দিনী কালিকা সেই ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অপ্রিয় ও অহিতকর শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হওত তাঁহাকে সত্য ও হিতকর কথা কহিতে লাগিলেন। কালিকা কহিলেন, হে বিপ্রনন্দন! তুমি মহাদেবকে যে, বিশেষরূপে অবগত আছ,এই কথা আমাকে

বিদিত করিলে, কিন্তু বাস্তবিক তুমি তাঁহাকে অবগত নহ। তবে কেবল তাঁহার বাহ্যভাব মাত্র অবগত হইয়া থাকিবে। হে দ্বিজতনয়! যে মহেশ্বরের অসীমপ্রভাব ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণও সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারেন না; তখন তুমি শিশুর ন্যায় ক্ষীণ বুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? অতএব আমি সত্য কহিতেছি যে, তুমি সেই মহান্ পুরুষ শঙ্করকে কখনই দর্শন কর নাই। তুমি ইতর লোক পরম্পরায় তাঁহার বহির্বিষয় সকল শ্রুত হইয়া এক্ষণে তাহাই আমার নিকটে অবাধে প্রকাশ করিয়া স্বকীয় অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলে। যাহাহউক, সম্প্রতি আমি তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতে বাসনা করি না, এবং তোমাদ্বারা কোন পতিও যাচ্ঞা করি না; কারণ সম্প্রতি যে কোনতাপসশ্রেষ্ঠ হইতে সেই শঙ্করের সৎসঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হইব, আমি তাঁহার নিকটেই বর প্রার্থনা করিব।

অনন্তর কালিকা ব্রাহ্মণকে এইরূপে মিষ্ট বাক্যে ভৎসনা করিয়া আপন সহচরী বিজয়ার বদনারবিন্দে নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিলেন, বিজয়ে! এতাবৎকাল আমি যাঁহার উদ্দেশে এই উগ্রতর তপশ্চরণ করিলাম, এক্ষণে এই মূঢ় বিপ্র নন্দন আমার সম্মুখেই সেই অচিন্ত্যস্বরূপ মহেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্রভাবে অহেতু দোষারোপ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিন্দা করত আমার বিরাগভাজন হইতেছে। আমি এক্ষণে বিবিধ স্তুতিকর বাক্যে উহাঁকে তৎকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে

অনুরোধ করিতেছি। কারণ পূর্ব্বে আমি পিতৃদেব হইতে এইরূপ শ্রুত হইয়াছি যে, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মহতের বৃথা দোষানুবাদ করে ও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করে, তাহারা উভয়েই তুল্য দোষভাগী হইয়া থাকে; অতএব আমার ন্যায় তুমিও সত্বর এই বটু ব্রাহ্মণকে শিবনিন্দা করিতে নিরস্ত কর।

হে ঋষিগণ! কালিকা এই বলিয়া শিবনিন্দা শ্রবণজনিত কলুষরাশী হইতে মুক্তি কামনায় ত্বরায় এইরূপে মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন। কালিকা কহিলেন, জগতের কারণ-ত্রয়ের হেতুভূত এবং শান্তমূর্ত্তি সেই সদা শিবকে আমি অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া আত্মসমর্পণ করি। যেহেতু হে পরমেশ্বর! তুমিই আমার অনন্যগতি। তুমি জ্ঞানদাতা ও সৌভাগ্যবিধাতা, তুমি সখা ও মায়া বিনাশক, তুমি শ্রেষ্ঠ ও জগদর্চ্চিত; অতএব হে পদ্মসম্ভব নারায়ণ আমি জগতের হিতের নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার করি।

হে ঋষিগণ! কালিকাদেবী এইরূপে পুনঃ পুনঃ স্তব করিলেও ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ না করিয়া পুনর্ব্বার শিবনিন্দা করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দেবী পুনর্ব্বার বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সখি! একি হইল? বোধ হয় এই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার শিবনিন্দা করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। আমি শিবনিন্দা শ্রবণে অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি; অতএব তুমি উহঁাকে তদ্বিষয়ে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত কর। আর যাবৎকাল শিবনিন্দা উহাঁর বক্ত্র হইতে বিনির্গত

হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলিদ্বারা স্বকর্ণ আচ্ছাদন কর। সখি! আর আমাদের এখানে অবস্থিতি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। চল, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আমারা সত্বর এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণ হইতে দূরে অবস্থিতি করি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর আপন সখীর সহিত তথা হইতে স্থানান্তরে গমনোন্মুখ হইলেন।

হে ঋষিগণ! এই কালে ভগবান মহেশ্বর নিজ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য সহকারে গজেন্দ্রগামিনী পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি! এই দেখ আমিই তোমার সেই হর। পূর্ব্বে তুমি আমারই নিমিত্ত স্তব ও আরাধনা করিয়াছিলে, অতএব হে শঙ্করি! এক্ষণেই বা সেইরূপে কেন আমার স্তব না কর। হে ঋষিগণ! ত্রিলোচন মহেশ্বর এই কথা বলিয়া আপন হস্তদ্বয় বিস্তার করত পার্ব্বতীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। অনন্তর কালভয় নিবারিণী সেই কালিকা সহসা শঙ্করকে তথায় নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বল ও লজ্জাবনতমুখী হইলেন এবং জড়পদার্থের ন্যায় কিয়ৎকাল যেন স্পন্দন রহিত হইয়া অনীমীষ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। কোন কথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কিছুতেই তখন সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ হে মুনীন্দ্রগণ! মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া তখন কালিকাদেবী যেন পূর্ণ মনোরথ হওত চতুর্দ্দিক সুধাময় অনুভব

করিতে লাগিলেন; সুতরাং তৎকালে তাঁহার শরীর যেন রসাবেশে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একাদিক্রমে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দর্শন ও বরণ লালসায় যাঁহার উদ্দেশে কঠোর ব্রতধারণ করিয়াও লাভ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই তাঁহাকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণরূপী শঙ্করকে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইয়াও অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, এই চিন্তায় তাঁহাকে অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল।

এদিকে প্রণয় ও লজ্জাবশত পার্ব্বতীকে লজ্জাবনতমুখী হইতে দেখিয়া মহাদেব, নিজ কলেবরস্থিত ভস্মরূপে রূপান্তরিত কামের প্রভাবে রসভাবাপন্ন হইয়া কহিলেন, হে গজেন্দ্রগামিনি! তুমি কিনিমিত্ত এখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া এরূপ মৌনবতী হইয়া রহিলে? সুদীর্ঘকাল কঠোর তপশ্চরণদ্বারা আমাকে স্মরণ করিয়া (এক্ষণে) প্রাপ্ত হইলেও কেন এত কোপবশত আমাকে বাক্যসুধা বর্ষণদ্বারা পরিতৃপ্ত না করিতেছ? আমি তোমাবিহীন হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ও শোকে কালাতিপাত করিয়া থাকি। হে দেবি! তুমি যে, আমার বাক্যানুসারে আমার উদ্দেশে অত্যুগ্র তপস্যানুষ্ঠান করিয়াছ, আমি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া এক্ষণে তোমাতেই কেবল অনুরক্ত হইব। হে দেবি! এক্ষণে তুমি সংস্কৃতা হইয়াছ, অতএব সম্প্রতি এই তপশ্চর্য্য ব্রতধারণীয় দুর্ব্বহ জটাভার ও পরিধেয় বল্কল পরিহার করিয়া রবিবিম্ব বিনিন্দিত উজ্জ্বল (নীলাম্বরী) বসন পরিধান কর। তোমার তপস্যার প্রভাবে এক্ষণে ক্রীত দাসের ন্যায়, আমি

তোমার অনুগত রহিলাম, অতএব আমার প্রতি যেরূপ কার্য্যের অনুজ্ঞা হইবে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। হে দেবি! এক্ষণে তোমার এই কমনীয় কনকোত্তম দেহের সংস্কারার্থ মহামূল্য মণিময় হার, নূপর, ও কেয়ূরাদি মনোহর অলঙ্কার সমূহদ্বারা সত্বর অঙ্গ ভূষিত কর। হে চারুনেত্রে! হে কমলবরাননে! পূর্ব্বে আমার নয়নত্রয় বিনিঃসৃত কোপানলে দগ্ধ হইয়াও ভস্মাকারে কাম আমার শরীরে নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে সে সুযোগ বিবেচনায় তোমার সম্মুখে আমাকেই দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইতেছে, অতএব হে সুভগে! সম্প্রতি প্রসন্না হইয়া তোমার মুখারবিন্দ হইতে আমাকে অধর সুধা দান ও আপন কমনীয় অঙ্গদ্বারা আমাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া সেই দুরন্ত কামানল হইতে সত্বর পরিত্রাণ কর।

কালিকাপুরাণে শিবদর্শন নামক ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়
সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামতি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! সুপীনস্তনী কুমারী পার্ব্বতী মহেশ্বরের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে আপন ভর্ত্তা বলিয়াই মনে মনে বরণ করিলেন। পরন্তু তৎকালে তিনি বিজয়ার ইঙ্গিত

বাক্যক্রমে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেব! পাণিগ্রহণ বিষয়ে বিধানানুসারে পিতাই স্বীয় কন্যাকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তপস্যার দ্বারা তাহা কখনই সম্পাদিত হয় না। আমি তপশ্চরণ দ্বারা তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি ইহা সত্য বটে; কিন্তু আমার পিতা পর্ব্বতরাজ বৈবাহিক প্রথানুক্রমে আমায় (ভবদীয় হস্তে) সম্প্রদান করিবেন। এজন্য মহেশ্বর সেই শৈলেন্দ্রকে সম্মত করিয়া বিহিত বিধানানুযায়ী আমার পাণিগ্রহণ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন যে, এই কথা বলিয়া অচলাত্মজা কালিকাদেবী তৎক্ষণাৎ সাতিশয় লজ্জাবনতমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ত্র্যম্বক তখন সেই কথা যথার্থ জানিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থানে আত্মগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইকালে কুমারী কালিকাও আপন সখীর সহিত স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন ও পরমারাধ্য পরম গুরু মহেশ্বরকে আর দেখিতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে মদনারি ভূতনাথ কালিকাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিদিগকে স্মরণ করিবামাত্র, তাঁহারা যেন আকৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শিবসান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। ত্রিনেত্র শম্ভু তখন অতুল তেজস্বী ও জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সেই ঋষিগণকে ও বশিষ্ঠের সহিত পরম সাধ্বী ও পতিব্রতা অরুন্ধতীকে দর্শন করিয়াছিলেন। হে ঋষিগণ! ভূতনাথ সেই একান্ত পতিপরায়ণা অরুন্ধতীকে, ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠের

সহিত আগতা দেখিয়া মনে করিলেন যে, ইনি নারীগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপা।

অনন্তর সেই সপ্তর্ষিগণ বৃষভাসন মহাদেবকে যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া কহিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! তোমার যে শুদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ দর্শনদ্বারা মুনিগণের চিত্তে জ্ঞানানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, এজন্য হে বিভো! তোমার সেই অর্দ্ধ চন্দ্র শোভিতরূপ, বুদ্ধির প্রকাশক ও মহামন্ত্রস্বরূপ। হে করুণাশ্রয়! তুমি ধ্যেয়রূপে ধ্যানাবলম্বী ঋষিগণের অন্তরে স্বয়ংই উদিত হইয়া থাক। হে ভক্তজনাশ্রয়! তাঁহারা যোগবলে তোমার তত্ত্বস্বরূপ নানাবিধ বাহ্যরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। হে ত্রিতাপহর! পরমহংস ও ঋষিগণ সুতীক্ষ্ণ রবি বিম্বের ন্যায় তোমার জ্যোতিঃস্বরূপ রূপ অন্তরে দর্শন করিয়া থাকেন। হে শিব! হে অমঙ্গলবিনাশন! আমরা তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময়রূপ নিরন্তর (জ্ঞানচক্ষে) দর্শন ও ভক্তিভরে স্তব বন্দনাদি করিয়া থাকি। হে দীনবন্ধো! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকাশিত, যিনি পরমাত্মা ও পরম পুরুষ, যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা এই অখিল সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই অনন্তমহিমা হর আমাদিগের প্রতি এক্ষণে প্রসন্ন হউন।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন যে, বিনয়াবনত সপ্তর্ষিগণ এইরূপে একান্ত ভক্তি সহকারে বারম্বার স্তব করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে বিভো! এক্ষণে কি কারণবশত

আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছ? তাহা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক বল।

অনন্তর মহাদেব সেই পরমতত্ত্বদর্শী সপ্তর্ষিগণের কথা শ্রবণ করত ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাঁহাদের প্রত্যেককে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর মহাদেব কহিলেন, হে ঋষিগণ! জগতের মঙ্গল, আত্মসুখ সম্ভোগ, দেবতাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধন প্রভৃতি কার্য্য করিবার নিমিত্ত আমাকে তোমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে হইবেক, অতএব সে বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পাণিগ্রহণার্থ নগাধিরাজ হিমালয় হইতে তাঁহার কালিকা কুমারীকে প্রার্থনা করুন। যাহাতে তিনি সেই কন্যা স্বেচ্ছাসুখে আমাকে সম্প্রদান করেন, তাহাই করুন। আর এই উপলক্ষে তিনি যে সকল বাক্য প্রকাশ করিবেন, আপনারা তাহা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া যথামত তদুত্তর প্রদান করিবেন!

অনন্তর মহানুভব সপ্তর্ষিগণ, ভগবান হরের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে আশ্বস্ত করত অনতিবিলম্বে গিরিরাজভবনে গমন করিলেন। তখন অদ্রিনাথ তথায় অরুণ প্রভার ন্যায় শান্ত ও সুপ্রভ সপ্তর্ষিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মধুপর্কাদি দ্বারা বিবিধোপচারে তাঁহাদিগের সৎকার ও অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর সেই ঋষিগণ তদ্দত্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদ ও রাজসম্মান সহকারে তাঁহাকে কুশলাদি সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া মধুর

বচনে কহিলেন, হে রাজন! যিনি এই জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা ও সংহার কর্ত্তা, যিনি ভক্ত বৃন্দের শুভ কামনা সকল সর্ব্বদাই পূর্ণ করিয়া থাকেন, যিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও অধীশ্বর, সেই বৃষভবাহী চন্দ্রশেখর, তোমার পরম রূপ-লাবণ্যবতী কুমারী কালিকার পাণিগ্রহণ করিতে এক্ষণে স্বয়ং অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব তোমার সেই কুমারীর যদি কোন বরপাত্র থাকে তবে, কেবল একমাত্র মহেশ্বরকেই তদীয় উপযুক্ত বরণীয় পাত্র বলিয়া অবগত হও। হে রাজন! এক্ষণে অকালবিলম্বে পার্ব্বতীকে সেই শূলপাণি মহেশ্বরের সহিত শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ কর।

অনন্তর অচলরাজ এইরূপে মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণকর্ত্তৃক অবহিত হইলে, পার্ব্বতীর বরপাত্রের বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এবং তৎকালে তিনি অতুলানন্দে উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপস শ্রেষ্ঠগণ! অদ্য আপনাদিগের শুভাগমনে আমি চরিতার্থ হইলাম, আমার কুল পবিত্র ও কালত্রয়ব্যাপী যশস্তম্ভ প্রোথিত হইল। কারণ যে কোন স্থলে ভবাদৃশ ব্যক্তির পদরেণু সম্পৃক্ত হয়, তথায় লক্ষ্মী চিরদিনই স্বয়ং বিরাজমানা হইয়া থাকেন; সুতরাং মহৎ সম্পদ সে স্থল হইতে কখনই তিরোহিত হইতে পারে না। অতএব হে মুনীন্দ্রগণ! সম্প্রতি আপনাদিগের এইরূপ প্রসন্নতায় আমি ধন্য ও পূর্ণ মনোরথ হইলাম। এক্ষণে হে মহর্ষিগণ! আমি আপনাদিগের প্রার্থনানুসারে আমার কালিকা কুমারীকে

সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকেই সম্প্রদান করিব। হে ব্রহ্মর্ষিগণ! পার্ব্বতী ইতঃপূর্ব্বে সেই মহেশ্বরকে পতিকামনা করিয়া তদুদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিল, অতএব ভবিতব্য নিতান্তই অনিবার্য্য। বিধি নিয়োজিত কার্য্যের অন্যথাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে? হে যোগীন্দ্রগণ! চন্দ্রচূড় মহেশ্বর স্বেচ্ছাসুখে যাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন অপর কে আর পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিতে সমর্থবান হইবে?——যখন আমার কালিকা একান্তঃকরণে সেই প্রমথপতিকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে,—যখন প্রমথনাথ ব্যতীত তাঁহার অন্তরে আর কোন চিন্তাই স্থান প্রাপ্ত হয় না, তখন বৃষভবাহী মহেশ্বর ব্যতীত অপর কোন্ পুরুষ তাঁহার পতিযোগ্য হইতে সমর্থ হইবেন? অতএব হে তাপসেন্দ্রগণ! আপনারা ইহা নিশ্চয়ই অবগত হউন যে, শৈলরাজ স্বকীয় সহধর্ম্মিণী মেনকার সহিত পরমাদরে অতিশয় সমারোহের সহিত সুব্রতা পার্ব্বতীকে সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরেই সম্প্রদান করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর সেই সপ্তর্ষিগণ গিরিবাক্য আকর্ণন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবসন্নিধানে প্রত্যাগমন করত তাঁহাকে শৈলরাজের সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সপ্তর্ষিগণ কহিলেন, হে অখিলাত্মন্! অচলরাজ হিমালয় সাতিশয় উৎসাহ ও আহ্লাদের সহিত তদীয়াত্মজা কালিকাকে

তোমারই সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবেন। হে বিভো! হে করুণানিধে! এক্ষণে যাহা অভিলাষ ও কর্ত্তব্য তাহাই শীঘ্র সম্পন্ন কর, এবং আমাদিগকে স্বস্থানে গমন করিবার অনুমতি দাও।

অনন্তর, সর্ব্বতোভাবে কার্য্য সিদ্ধি হইল জানিয়া আশুতোষ, যথাযোগ্য প্রীতিকর বচনদ্বারা সেই সপ্তর্ষিদিগকে পরিতুষ্ট করত কহিতে লাগিলেন, হে তাপসেন্দ্রগণ! এক্ষণে আপনারা স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছেন, কিন্তু) পার্ব্বতীর (সহিত আমার) শুভ পরিণয় সময়ে আপনাদিগকে এই স্থানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তখন সপ্তর্ষিগণ তাঁহাতে অনুমোদন করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কামরিপু পঞ্চানন আপন (দেবাদি) বন্ধুবর্গের সহিত বিবাহ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং দিনস্থির করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর বসন্তানিলযুক্ত বৈশাখমাসের শুক্ল পক্ষীয় গুরুবার যুক্ত পঞ্চমী তিথি ও উত্তরফাল্গুনী যুক্ত চন্দ্র এবং ভরণীস্থিত রবি যোগ দেখিয়া, তাহাকেই বিবাহের শুভ কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। সেই কালে মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণ পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এইকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ দিক্‌পালগণ এবং তপোধন ঋষি সকল তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। তৎকালে সপত্নীক ইন্দ্র ও ব্রহ্মণ্যাদি মাতৃগণ এবং ব্রহ্ম নন্দন দেবর্ষি নারদও তথায় সমাগত হইয়া-

ছিলেন। হে ঋষিগণ! দেবাদিদেব মহেশ্বর এইরূপে স্বীয়গণে পরিবৃত হইয়া মহা সমারোহে গিরীন্দ্র ভবনে গমন করত (বৈবাহিক) ব্রাহ্ম বিধানানুযায়ী পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই কালে পর্ব্বতরাজ বিবিধ রত্নালঙ্কার দান দ্বারা জামাতাকে অর্চ্চণা ও মনোহর বসন ভূষণাদি দ্বারা নিজ কুমারী কালিকাকে অলঙ্কৃত ও বিভূষিত করিয়াছিলেন। ষড়জটা শোভিত দ্বিভুজ মহেশ্বর তখন স্বকীয় প্রভা ও সৌন্দর্য্যদ্বারা হিম-ভবন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত হওয়াতে, মণি অপেক্ষা শতগুণ প্রভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! জগদর্চ্চিত ত্রিলোচন এইরূপে গিরিপ্রদত্ত মহামূল্য হীরকাদি রত্নরাজীতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিনে পরিশোভিত হইলেন। অধিকন্তু তিনি তৎকালে সুগন্ধ প্রবাহী মলয়োদ্ভব বিভূতি, নিজ রজত কলেবরে লেপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মাদি অমরবৃন্দ ও গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর এবং উরগ প্রভৃতি ইহারা সকলে বৃষধ্বজ পার্ব্বতীনাথের কন্দর্প বিনিন্দিত চারুচন্দ্রের ন্যায় মনোহর মূর্ত্তিনিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। হিমালয় এইকালে হর পার্ব্বতীর অলোকীক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া একেবারে যেন আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন, এবং পরিজন ও আত্মীয়বন্ধুবর্গ সকলেই তাঁহাদিগকে বরবধূরূপে অসীম ও

অতুল সৌন্দর্য্যশালী দর্শনে একেবারেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্বরারি মহেশ্বর এইরূপে গজেন্দ্রগামিনী পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করত হিমালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কমলাসন ব্রহ্মা তাঁহাকে নিত্যই দর্শন করিতেন। মহেশ্বর সমস্ত মঙ্গলকর কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক এজন্য তিনি শিব নামে সংসারে বিদিত হইয়া থাকেন। যিনি আপন মানসকমল দ্বারা এই মহেশ্বরকে অর্চ্চনা ও একান্ত মনে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহার সর্ব্বাভিষ্ট পূর্ণ ও নিরন্তর কল্যাণ হইয়া থাকে।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, হে ঋষিগণ! এইরূপে যোগনিদ্রাস্বরূপিণী মহামায়া জগজ্জননী কালিকা দেবী পূর্ব্বকালে দাক্ষায়ণী সতী নামে বিদিতা হইয়া পরিশেষে গিরিবালা নামে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। সেই কালিকা দেবী স্বকীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা শঙ্করকে একেবারে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থা হইলেও জগতের ভদ্র বিধান হেতু উক্ত প্রকারে উগ্রতর তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করত লাভ করিয়াছিলেন।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! দক্ষসুতা সতী যেরূপে স্বকীয় পূর্ব্বতনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মান্তরে গিরীন্দ্রভবনে পার্ব্বতীরূপে সেই মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে তোমাদের গোচর করিলাম। যিনি পরম পুণ্যপ্রদ পবিত্র কীর্ত্তি কালিকা দেবীর এই আখ্যান একান্ত ভক্তির সহিত পাঠ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন, তিনি অনতিবিলম্বে

আধি ব্যাধি শূন্য হইয়া দীর্ঘজীবি হইবেন। হে ঋষিগণ! কালিকা দেবীর এই পূত ও কল্যাণদায়ক বিচিত্র চরিত্র ও ঐশ্বর্য্যলীলা যিনি সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে একবার শ্রবণ করিবেন, তিনি অনায়াসে শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ যে যজমান শ্রাদ্ধকালে আদ্যাশক্তি কালিকা দেবীর এই মহচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে শ্রবণ করান, তাঁহার পিতৃগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তৎপক্ষে আর কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই। যিনি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে ভগবতী কালিকা দেবীর এই সদুপাখ্যান শ্রবণ করিবেন, তিনি স্বয়ংই শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিবেন।

হে ঋষিগণ! এই আমি তোমাদিগের নিকট সর্ব্বপাপবিনাশক ও পুণ্যপ্রদ উপাখ্যান সকল প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আর যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল; আমি তাহাও নিজ মত্যনুসারে বর্ণন করিব।

কালিকা পুরাণে কালিকা-বিবাহ নামক চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়।

তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ব্রহ্মণ! হর-পার্ব্বতীর সম্মিলনজনিত এই বিচিত্র আখ্যান সাতিশয় সুখ প্রদ, পুণ্যজনক কলুষ নাশক ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু হে মহর্ষে! অতঃপর আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কারণে (কৃষ্ণাতনু) অঞ্জনবর্ণা কালিকা পুনর্ব্বার গৌরবর্ণা হইয়াছিলেন? হে গুরো! অনুকম্পা করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে সেই কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! সেই আনন্দ প্রদ, পুণ্যবর্দ্ধক বিচিত্র ও বিস্তৃত আখ্যান আমি কহিতেছি; শ্রবণ কর। হে ঋষিগণ! এই আখ্যান সম্বন্ধে পুরাকালে সগর রাজা, মহাত্মা ঔর্ব্ব মুনিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপই তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া কহিতেছি।

হে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ! পুরাকালে সূর্য্যবংশে সগর নামে এক ধীশক্তি সম্পন্ন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় বীর্য্যশালী ও সর্ব্বদা শ্রীবিশিষ্ট ছিলেন। প্রজাগণের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল, এবং প্রার্থনা মাত্রেই তিনি তাহাদের কামনা পূর্ণ করিতেন। একদা তিনি সমস্ত বীরবরাগ্রগণ্য নৃপতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক এক রথে

আরোহন করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম, প্রভৃতি দিক হইতে কতিপয় তপঃপরায়ণ, দিনকর করশালী তেজঃপুঞ্জ মুনিগণ তৎসমীপে আগত হইয়া বিবিধ প্রসংশনীয় বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা ঔর্ব্ব মুনিও তাঁহাকে (অভিনন্দন) করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাজ সগর তাঁহাকে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট দর্শন করিয়া বিবিধোপচারে পাদ্যার্ঘাদি আচমনীয় ও মধুপর্কাদি দ্বারা যথাবিধানে তাঁহাকে (অন্যান্য ঋষিগণের সহিত) বরাসনোপবিষ্ট করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে সাতিশয় ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত মিষ্ট বচনে তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব তাঁহার সৎকারে পরম প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি ত্রিভুবন বিজয়ী, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি যেন আনন্দসলিলে সন্তরণ করিতেছি, সুতরাং আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জানিবে। হে রাজন্! এই ব্রহ্মাণ্ডের নৃপতিগণের মধ্যে কোন্ রাজা তোমার ন্যায় যুদ্ধ কার্য্যের সুকৌশল সকল বিশেষরূপে অবগত আছে? তুমি একাকীই সমস্ত নরপতিগণকে পরাজয় করিয়া যেন, নিত্যই অদ্বিতীয় ও মঙ্গল স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। অতএব হে নরপতে! তুমি প্রতিদিনই সদাচারানুষ্ঠান করিয়া এই পৃথ্বী পালন ও রক্ষা কর। হে ভূপতে! তুমি বর্দ্ধিত হইলে এই পৃথিবীও সম্যক পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবেক। হে

রাজন্! সুধাকর চন্দ্র দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে, সাগর যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগৎবর্দ্ধনের নিমিত্ত তুমিও বৃদ্ধি পাইতে সচেষ্ট হও। হে রাজন! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান সন্ততির দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি করিতে থাক। রাজন্! তোমার আত্মগুণ উৎকৃষ্ট হইলে তোমার অমাত্য সকলে সদাচারী হইবে। দেখুন, যেরূপ শম্ভু সঙ্গম লালসা নগেন্দ্র নন্দিনী, সর্ব্বমঙ্গলা হইয়াও অশেষ মঙ্গলকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করের অনুমত্যনুসারে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দ্বারা ক্রমে তাঁহার অর্দ্ধ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি ভূতভাবন মহাদেব, অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া আর দারান্তর গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে হে রাজেন্দ্র! তুমিও তদ্রূপ দার গ্রহণ করিয়া নিরন্তর তাঁহাকে আত্মসকাশে রক্ষা করত আশু প্রজা বর্দ্ধন কর।

মাকণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ। মহামুনি ঔর্ব্বের এইরূপ বাক্য সকল শ্রবণ করত সূর্য্যকুলোজ্জ্বল সগর সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঋষিবরকে মিষ্টালাপে সম্ভাষণ পুর্ব্বক কহিয়াছিলেন। সগর কহিলেন, ঋষে! পার্ব্বতী কি রূপে কৈলাসপতি শঙ্করের অর্দ্ধ শরীর হরণ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজেন্দ্র! এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, এবং কোন্ নীতিযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ভার্য্যা, পুত্র ও পরিজনাদি সকলই বশীভূত হয়,

আমি সেই নীতিশাস্ত্রও জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে ঋষে! রাজনীতিজ্ঞ ও সদাচারী মহদ্ব্যক্তিগণের দ্বারা আচরিত যে কার্য্য, তাহা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ রূপে আমার গোচর কর। হে ব্রাহ্মণ! যদি এতৎ সম্বন্ধে কিছু গোপনীয় না থাকে তবে, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাত্মা ঔর্ব্ব মুনি সগর রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! সম্প্রতি তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে—যেরূপে পর্ব্বত তনয়া পার্ব্বতী ত্র্যম্বকের অর্দ্ধবপু হরণ কহিয়াছিলেন—যেরূপে ও যে কার্য্য তোমার করণীয় এবং সর্ব্ব কার্য্যেই সদাচারের যে যে ক্রম, তাহা আমি একে একে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে রাজন্! পুরাকালে শঙ্করের সহিত পার্ব্বতীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ভূতনাথ কিয়ৎকাল কালিকার সহবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা স্বচ্ছ সময়ে তিনি স্মর-শরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া পার্ব্বতীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা কিয়ৎকাল বিহার করিয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবসান্তে তিনি স্বগণে পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাসধামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় মৃগাক্ষি পার্ব্বতী নিরন্তর মহেশ্বরের পাদপদ্ম আপন হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিতেন। কখন তিনি আপন নয়নত্রয় দ্বারা তাঁহার মুখশশী নিরীক্ষণ করিয়া চকোরের ন্যায় তাঁহার অধর সুধা পান

করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হইতেন। এই সময়ে এক দিবস আশুতোষ স্বয়ং বনগমন করত মল্লিকা, চম্পক, অশোক, বকুল ও পুন্নাগঃ প্রভৃতি প্রসূনরাশী চয়ন করিয়া মালা গ্রথিত ও তদ্বারা কালিকার সর্ব্বাঙ্গভূষিতা করিয়াছিলেন। তিনি কখন বা স্বচ্ছ দর্পণে, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এককালে আপন ও প্রণয়িনী পার্ব্বতীর বদন কমল নিরীক্ষণ করিতেন। কখন বা তিনি মৃগনাভি ও অপরাপর বিবিধ সৌগন্ধী দ্রব্য দ্বারা কালিকার পীনোন্নত স্তনযুগলে ও ললাটদেশে বিলেপন করত তাহাতে বিচিত্র তিলক রেখা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জলদজালে যেন সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতিদ্বারা তাঁহার কুটিল কুন্তল সকল সুশোভিত হওয়াতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হইতে মনোহর গন্ধ বিনির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার নৃত্য করিবার নিমিত্ত কবরীপ্রদেশে বিচিত্র চিত্র শিখি-পুচ্ছসকল ও সুবর্ণ বিনির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারসকল যথা যোগ্য স্থানে ভূষিত করিলে তাঁহার কনকোত্তম কান্তি তখন তড়িল্লতার ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে মহাদেবী কালিকা দেবপ্রদত্ত অলঙ্কার ও পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিতা হইলে, যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতির ন্যায় তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই হেমলতা সদৃশ কালিকাকে দর্শন করিয়া জগৎপতি মহেশ্বর অত্যন্ত অনুরাগবশতঃ জগতের তন্ত্র বিধান হেতু তাঁহার সহিত প্রগাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা রতিক্রীড়া-

শক্ত হইয়াছিলেন। তখন আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, যোগপরায়ণা যোগমায়া, অবিদ্যাবিনাশিনী, সর্ব্বমঙ্গলা কালিকাও সৃষ্টির উপকারার্থে চতুঃষষ্টী কামকলা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বকীয় কামোদ্দীপক কটাক্ষ বিক্ষেপদ্বারা শঙ্করকে অতিশয় বিমোহিত করত শৃঙ্গারাশক্তা হইলেন। পরন্তু হে ঋষিগণ! চন্দ্রিকা যেরূপ সুধাংশুর সহিত সম্মিলিত হইলে মনোহর দৃশ্য হইয়া থাকে; এই সময়ে হর পার্ব্বতীরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল।

হে ঋষিগণ! এইরূপে প্রমথনাথ দ্বারা পার্ব্বতীর সহিত পুলকিত হইয়া সেই কৈলাস শিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় সর্ব্বসুলক্ষণা স্থির যৌবনা, মুনি-মন মুগ্ধকর উর্ব্বসীর সহিত মঙ্গলপ্রদা অপ্সরাগণ রক্ত ও হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত ও নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তথায় উপনীত হইল। অতঃপর তাহারা শিব-পার্ব্বতীকে অতিশয় ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। তখন মহাদেব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া কালিকাকে কহিলেন, হে ভিন্নাঞ্জন শ্যামে! এক্ষণে তুমি এই উর্ব্বসী প্রভৃতি পরমসুন্দরী নারীগণের সহিত রমণী-স্বভাব সুলভ বাক্যালাপ কর। তখন ভগবতীও প্রথমে তাঁহাদিগের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ব্বার আপনাকে কৃষ্ণবর্ণ অতিশয় (আত্মস্মরণ করত) তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই অপ্সরাগণের সম্মুখেই যে প্রিয়তম মহেশ্বর পার্ব্বতীকে ঐ রূপ অপ্রিয়কর পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে পার্ব্বতী অভিমানিনী হইয়া বিষাদসাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধবশতঃ শঙ্করকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়া অনতিদূরস্থ এক শৈলসানুতে উপবেশন করিলেন।

এদিকে মহেশ্বর পার্ব্বতীকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলিতান্তঃকরণ হওত তাঁহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সেই পর্ব্বত প্রদেশে কিয়ৎকাল তদ্বিরহ-ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! কোন নিন্দা ও অপ্রিয় বাক্য ব্যতিরেকে কি নিমিত্ত তোমার এই দুর্জ্জয় অভিমান উপস্থিত হইল? কুলকামিনীগণ আত্মসম্বন্ধে ভর্ত্তার কোন ছল বা অপরাধ প্রাপ্ত হইলে, অভিমান পরায়ণা হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে আমাকর্ত্তৃক কোন্ অপরাধকর কার্য্যানুষ্ঠান হওয়াতে তুমি এইরূপে অভিমানবশতঃ আমাকে দারুণ বিরহবাণে বিদ্ধ করত আমা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছ? হে দেবি! তোমার এতাদৃশ রোষের কারণ কি? আর কেনই বা তুমি অকারণে আমার চিত্তকে এরূপ দুঃখ রূপ শল্যের দ্বারা বিদ্ধ করিতেছ, তাহা ত্বরায় বল?

হে ঋষিগণ! মহেশ্বর পার্ব্বতীকে এইরূপে সুমিষ্ট বচনদ্বারা সম্ভাষণ করত অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে পার্ব্বতী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে ভূতেশ! আমি

কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া তুমি যে সেই পরম সুন্দরী অপ্সরাগণের সম্মুখে আমাকে "ভিন্নাঞ্জন শ্যামে" এরূপ সম্বোধনে পরিহাসকর উপমাযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। (আমার কৃষ্ণবর্ণে কজ্জলকেও লজ্জিত করে, ইহা সত্য বটে,) কিন্তু পূর্ব্বে কি তুমিআমাকে দর্শন কর নাই, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ যে, তুমি জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপগুণ-বিহীন এবং জন্ম ও অঙ্গাদি রহিত হইলেও আমি তাহাতে কথনই ক্ষোভ প্রকাশ করি না। তোমার এই সর্ব্ব প্রকাশিত দোষ সকল পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা তাহা বেদ মধ্যেও ন্যস্ত করিয়াছেন, এবং মহা মহাত্মা ঋষিগণ এখনও তাহা গান করিয়া থাকেন, অতএব হে বিভো! আমি তোমার সেই সকল দোষ জানিয়া শুনিয়াও তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। বরঞ্চ কেহ তোমার নিন্দা করিলে আমি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকি। কিন্তু হে নাথ! এক্ষণে তুমি আমাকে শ্যামা বলিয়া উপহাস ও তাচ্ছল্য করিয়াছ, অতএব আমি যতকাল পুনর্ব্বার গৌর বর্ণা হইতে না পারি, আমি সত্য কহিতেছি যে, ততকাল আমি, আর তোমার সহিত কদাচ বাক্যালাপ করিব না। কিন্তু তুমি, ভিন্ন আর কাহা হইতেও সেইরূপ গৌরবর্ণা হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এক্ষণে তদুপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে নাথ! হে প্রাণকান্ত আমার মনোগত সমস্ত অভিপ্রায় এই আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

অনন্তর পার্ব্বতীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করত পশুপতি

মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে হিমালয়ের মহাকৌষিক প্রপাত নামক উত্তম এক সানু প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এইকালে মহাদেব অবশ্যম্ভাবী ঘটনা স্বকীয় পরমজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়া পার্ব্বতীকে আর কিছুতেই নিবারণ করিলেন না। পাষাণপুত্রী তখন সেই স্থানে উপবিষ্টা হইয়া প্রাণ মন সকলই সেই ভূতনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া একশত বৎসর কাল তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি এক পদ উর্দ্ধে রাখিয়া অপর পাদ দ্বারা মেদিনী সংস্পর্শ করত উত্তরাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক নিরাহারে উর্দ্ধমুখী হওত তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় শান্তমূর্ত্তি চিন্তা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি নিরন্তর কেবল ঐ রূপে অবস্থিতি করিয়া সেই অদ্বিতীয় মহীমার্ণব করুণানিলয় শিবকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ধ্যান (চিন্তা) করিয়াছিলেন। অতঃপর অসামান্যা সেই তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্টা, একান্তমনা কালিকাকে যোগাবলম্বিনী দেখিয়া যোগীন্দ্রগণ জানিতে পারিলেন যে পরম তত্ত্বময় সেই ভূতনাথকে কেহই জানিতে সক্য হয় না। যাহা হউক, এইরূপে মহাদেবী কালিকা তপস্যাদ্বারা একশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হে নৃপসত্তম! অতঃপর শ্রবণ কর। নিরূপিত তপস্যার সেই একশত বৎসর গত হইলে, পরম ব্রহ্মস্বরূপ সেই পরম যোগী মহেশ্বর, ধ্যানপরায়ণা কালিকাকে ক্রমে ক্রমে (আত্মজ্ঞান) আত্মা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ

মরালবাহী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, গরুড়াসনে আসীন অনন্তমূর্ত্তি নারায়ণ ও তৎপরে বৃষভবাহী ত্রিলোচন মহেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ ত্রিমূর্ত্তি একত্রিত হইলে মহাদেব, তাহাহইতে শুদ্ধস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মরূপ তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যোগনিদ্রা মহামায়া ও পরম বৈষ্ণবী সেই কালিকা এইরূপে মহত্তপস্তারদ্বারা প্রথমতঃ সেই ব্রহ্মের ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তি ও তৎপরে বিশুদ্ধজ্ঞান তাঁহার নিজে অব্যক্ত প্রকৃতি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যথার্থতত্ত্ব অবগত হওত অন্তর্ব্বাহ্যে দৃষ্টি দ্বারা মহেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও আপনাকেও জগন্ময়ী বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন। তিনি পরমদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকেও জগদ্ব্যপ্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন। এইকালে তিনি আত্ম তত্ত্ব, অবগত হইয়া স্থির করিলেন যে, আমিই সমস্ত প্রকৃতি, আমিই যোগনিদ্রা আমিই সতী ও পার্ব্বতী হে রাজন্! সেই পার্ব্বতী এইরূপে পরম ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থে যখন একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বলিয়া বোধ করিলেন। তখন তিনি সমাধি পরিত্যাগ করত নয়নত্রয় উন্মিলন করিয়া বহির্দ্দেশে সেই শম্ভুকে পরমতত্ত্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

অনন্তর হে রাজন্! সেই সুব্রতা পার্ব্বতী তখন যোগীমানস-বিহারী দেবাদিদেব শঙ্করকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া অতি বিনীতভাবে ও মধুরবচনে পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, হে জগন্নাথ! হে বিশ্বব্যা-

পিন্! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশব! হে অব্যয় ও প্রধানপুরুষ! হে জগৎপূজিত! তুমি কারণত্রয়ের কারণ। তুমি যোগ, মোহ, মন ও বাক্য এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি সকল কর্ম্মেরই একমাত্র কারণ। হে পুরুষোত্তম! হে জগদ্ধাত্রো! তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যারস্বরূপ। হে শম্ভো! তোমার এই দেহেতে তুমি সমস্ত জগৎসংসার ধারণ করিয়া আছ। হে বিভো! তুমি মঙ্গলপ্রদ ও অমঙ্গল বিনাশক। হে পশুপতে! তুমি দৃশ্য ও তুমিই অদৃশ্য। তুমি যোগমূর্ত্তি স্বরূপ অথচ মনীষী! (পরম পণ্ডিত) হে করুণানিলয়! পৌরুষকর কার্য্যে তুমি শ্রদ্ধা স্বরূপ এবং তুমি জ্যোতির্ম্ময় ও শান্তি স্বরূপ। হে ত্রিলোচন! তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু ও তুমিই মহেন্দ্র। তোমার বাহুবলে এই সুরনগরী সুচারুরূপে সংরক্ষিত হইতেছে। হে সুর-পূজিত! তুমি সূর্য্য; এজন্য তোমারই প্রকাশক্রমে (উদয়াস্ত) নিয়মিতরূপে দিবারাত্রি অনুভূত হইতেছে। হে ধূর্জ্জটে! তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অনল ও তুমিই ধনেশ। হে নীলকণ্ঠ! তুমি জলের অধীশ্বর ও তুমিই সাক্ষাৎ কালরূপে অবস্থিতি করিয়া প্রাণীগণকে সংহার করিতেছ। হে পতিত পাবন! তুমি রক্ষ ও তুমিই শেষ। হে বিভো! এই জগতিতলে কোন্ প্রাণী তোমা হইতে ভিন্ন! তুমিই সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে একাকীই অবস্থিতি করিতেছ। হে অনঙ্গারে শূলপাণে! তুমি ভূমি, তুমি আকাশ, ও তুমিই সাধুগণের সুপন্থাস্বরূপ। তুমি স্থাবর ও জঙ্গমাদি ধারণ করিয়া থাক। হে জ্ঞানসিন্ধো!

তুমি জ্ঞান ও তুমিই জ্ঞানের বিষয়। হে করুণানিধে! তুমি ধ্যানগম্য পরমতত্ত্বস্বরূপ এবং পরাৎপর। তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তুমি পুরুষ ও তুমি পরমাত্মা। তুমি একমাত্র সকলের শ্রেষ্ঠ ও অজ্ঞান সাগরের অদ্বিতীয় নাবিক স্বরূপ। হে অখিলগুরো! তুমি ভাব। তুমি মৃত্তিকাদি পঞ্চভূত দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বন করত তাহা পালন করিয়া থাক। হে প্রতিপালক! তুমিই কীর্ত্তি ও কীর্ত্তনীয়। তুমি স্তুতি ও স্তুতির বিষয়। হে ত্র্যম্বক! তুমি দৃষ্টি ও তুমিই দৃষ্টির বিষয়। হে প্রমথনাথ! তুমি নিত্য ও তুমি অনিত্য এবং তুমি যোগযুক্ত। হে বিভো! হীন হইতে ও তুমি হীন, সামবেদ তোমাকে অভেদরূপে গাণ করিয়া থাকে। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তুমি নীতি ও তুমি নীতির বিষয়। হে জগত্তারণ! তুমি দীক্ষারূপে এই জগতে অবস্থিতি করিয়া ইহাকে পবিত্র করিতেছ। হে বিভো! তুমি সকল বস্তুর সার ও অসার। হে প্রজাপতে! তুমি সকল কার্য্যই সম্যক্‌রূপে বিধান করিয়া থাক, অথচ তুমি স্বয়ংই বিধেয়। হে সর্ব্বার্থপ্রদ! তুমি আর্য্যরূপের একশেষ ও (রূপ বিহীন) অনার্য্য। তুমি দীব্য অর্থাৎ ক্রীড়ার বিষয় এবং তুমিই দেবতার দেবতা। তুমি মানুষ ও তুমিই অমানুষ। হে পিণাকপাণে! হে গঙ্গাধর! তুমি সৃজ্য ও তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি পাল্য ও পালকরূপে সংসারে অবস্থিতি কর। হে দেবেশ! তুমি সংসারবাসী জীবগণের ষড়ূর্ম্যাদি দোষ বিবর্জ্জিত জ্ঞানরূপে স্থিতি করিয়া থাক। হে কুসুম-

শন! তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে এই বিশ্ব সংসারে বিরাজমান আছ। বেদাদি কোন শাস্ত্রই তোমার অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। হে জগন্নিবাস! হে ত্রিগুণাত্মক! তুমি এককালেই প্রখর ও সৌম্যরূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। হে বিভো! ভাব ও অভাব এতদুভয়ই তোমাতে বর্ত্তমান। কিন্তু হে বিভো! তুমি মুনিগণকে নিরন্তর সুন্দর, মনোহর ও বিশুদ্ধরূপ প্রদর্শন এবং শান্তি সুখ প্রদান করিয়া থাক। হে ত্রিনেত্র! তুমি কখন দ্বন্দ্ব ও কখন দ্বন্দ্বাভাবে স্থিতি কর। তুমি কখন গমনশালী ও কখনও বা গতিবিহীন হইয়া থাক, তুমি স্বয়ং কখন ভ্রমণ কর, কখন বা ভ্রমণ করাইয়া থাক। হে কামবিনাশন! তুমি প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ও বাস্তবিক অসিদ্ধ। হে দুঃখবিমোচক! তুমি এক স্থানে অবস্থিতি করিয়াও সর্ব্বলোকে ও সকল প্রাণীতেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি দেহবিহীন হইয়াও দেবকার্য্যে শরীরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাক। হে নিরঞ্জন! তুমি স্থূল হইতেও স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তুমি সত্য, তুমি নির্ব্বিকার ও প্রকাণ্ড শরীর বিশিষ্ট। হে দেব! এজন্য তুমি বিশ্বাত্মা ও বিশ্ববীজ। তোমা ব্যতিরেকে এই বিশাল বিশ্ব সংসারে আর কিছুই নয়ন ও মন গোচর হয় না। হে উমাকান্ত! হে ত্রিভুবনার্চ্চিত! তুমি কখন কার্য্য, কখন বা অকার্য্য রূপে, কখন ব্যাপ্য কখন বা ব্যাপক রূপে ও কখন ধ্যানপরায়ণ যোগীগণকে তোমার অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি-

র্ম্ময় রূপ প্রদর্শন করত তাহাদিগকে শ্রীপ্রদান করিয়া থাক; অতএব হে করুণাময়! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ ভক্তির সহিত নমস্কার করি। যে বিধাতা শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি কালরূপী হইয়া এই সংসারবাসী জীবগণকে যথা সময়ে সংহার করিতেছেন, এবং যিনি প্রধান পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বরপ্রদ মহান্ আত্মা ও পরম মহেশ্বরকে আমি একান্ত ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে নমস্কার করি। যিনি অক্ষয়, অচ্যুত ও অব্যয়, এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ ও ক্ষেত্রজ্ঞ; আর যিনি এই নিখিল সংসার ধারণ করিয়া আছেন, আমি সেই বৃষভধ্বজ পরমাত্মা পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। যাঁহার প্রসাদে শিতাংশু সুধাকর (জ্ঞানরূপ) অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই অব্যক্ত ও অপ্রকাশ এবং স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর পশুপতি কিরূপে আমার জ্ঞেয় হইতে পারেন; অতএব আমি উদ্দেশমাত্রে সেই পরম পুরুষ ভূতনাথকে বার বার নমস্কার করি।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ! ভূতভাবন মহেশ্বর এইরূপে সেই মহাদেবী কালিকাকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া প্রসন্নবদনে ও ঈষদ্ধাস্য মুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! এক্ষণে তোমার আরাধনায় আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; অতএব তোমার মঙ্গল হউক। সম্প্রতি তুমি বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। কালি! তোমার এই দুঃসহ তপস্যায় আমি পরমাপ্যায়িত

হইয়াছি। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ইহাঁরাও তোমার তপস্যায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রিয়ে! তোমার ন্যায় কি তপস্যায়, কি শীলতায় কিম্বা সচ্চরিত্রতায়, এমন আর কেহই নাই। তোমা ব্যতিরেকে আমারও আর কিছুতেই আনন্দ ও তৃপ্তি নাই। অতএব প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছাসুখে বর প্রার্থনা কর। অনন্তর কালিকা ভবমায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া কহিলেন, হে দেব! এক্ষণে আমার এই কৃষ্ণবর্ণা দেহ, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর বর্ণ হউক। আর হে নাথ! অদ্যাবধি আমা ব্যতীত তুমি দারান্তর গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে পারিবে না। অনন্তর মহাদেবীর এই বাক্য আকর্ণন করিয়া মহেশ্বর তাঁহাকে আকাশ গঙ্গায় * নিমজ্জন করিলেন। তখন পার্ব্বতী গৌরাঙ্গী হইয়া তড়িল্লতার ন্যায় সেই জল হইতে সমুত্থিতা হইলেন।

হে ঋষিগণ! পর্ব্বততনয়া কালিকা সেই পবিত্র, শীতল ও শুভ্র গঙ্গাজল হইতে মেঘাঙ্কে বিদ্যুতের ন্যায় শোভাবিশিষ্টা হইয়া প্রকাশিতা হইলে, ত্রিলোচন মহেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আর কোন নারীকে কখনই মনোমধ্যেও স্থান দান করিব

---

* গিরি রাজের প্রথমাকন্যার নাম আকাশ গঙ্গা, অথবা অপর নাম সুর নদী। কিন্তু বোধ হয় যে, বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠধাম হইতে গঙ্গা মহীতলে আসিবার কালে যখন আকাশ পথে অবস্থিতি করেন, সেই শূন্যস্থা গঙ্গাকে "আকাশ গঙ্গা" বলা হইয়াছে, অথবা শুভ্র পথই ইহার প্রকৃত অর্থ। এখানে এইরূপ কল্পনার ভাব হইতে পারে।

না। হে প্রাণাধিকে! ইহা আমি তোমার নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি।

ঔর্ব্ব মুনি কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে সেই পার্ব্বতী কাঞ্চনের ন্যায় পরম সুন্দরী হইয়া মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করত তপঃ ক্লেশ বিদূরিত করিয়া শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন বৃষভধ্বজ মহাদেব তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর নিজভবন কৈলাসনগরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় তিনি পার্ব্বতীকে আভরণে ভূষিতা করিয়া রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট হওত নানা প্রকার নর্ম্ম ও কৌতুককর রহস্যবাক্য দ্বারা বিমোহিত করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীও সেই মহেশ্বরের কন্দর্প-গর্ব্ব খর্ব্ব-কর মনোহর সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শনে মদনোন্মত্তা হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই রাসক্রীড়াশক্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল সেই কৈলাসধামেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদা মেনকানন্দিনী মৈনাকী মহেশ্বরের বামপার্শ্বে আসীনা আছেন, এমন সময়ে তিনি সহসা আপন প্রতিবিম্ব মহাদেবের স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও চাক্‌চিক্যশালী উরুদেশে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভ্রান্তের ন্যায় আপন ছায়াকে অপর কোন কামিনী বিবেচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! একি আশ্চর্য্যের বিষয়! মহেশ্বর পূর্ব্বে আমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াও এখন তাহার বিপরীতে আবার দারান্তর গ্রহণ করিয়াছেন! এই ভাবিয়া একেবারে বিষাদ সাগরে নিমগ্না হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখচন্দ্রের সহসা বৈলক্ষণ্য

দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, দুরন্ত দুঃখরূপ রাহুকর্ত্তৃক তাহা গ্রাষিত হইয়া মলিনা হইয়াছে। যাহা-হউক, তখন তাঁহার ভ্রূকুটী কুটিল বদন নিরীক্ষণ করিয়া বৃষকেতু মহাদেবের স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মলাননও মলিন বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সেই ছায়া (বনিতা) সতীকে দর্শন করিয়া পরমসতী গৌরী, বিপর্য্যয় মানভরে তথা হইতে বেগে পলায়ন করত গিরিগহ্বরে লুক্কায়িতা হইলেন। সুতরাং বিরহ-ব্যাকুল মহেশ্বর তাঁহাকে ইতস্ততো বিস্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি সেই চিরাভিমানিনী পলায়মানা পার্ব্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিকা; অতএব এক্ষণে কি কারণে বৃথা রোষপরবশ ও অভিমানিনী হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা তুমি ক্রোধ ভরে এ অধীনকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া এখানে পলায়ন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট স্বরূপ বল? হে সুচারুনেত্রে! তোমার এ দুরন্ত মান ও বিপর্য্যয় ক্রোধের কারণ আমি জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী ও ব্যগ্র হইয়াছি, অতএব তাহা ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমার মনোদ্বেগ দূর কর। হে কমলবরাননে! আমি, কি শারীরিক, কি মানসিক বা কি বাচনিক, কোন্ বিষয়সম্বন্ধে তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি যে, তুমি তজ্জন্য আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়াছ? প্রিয়ে! তুমি আমার সেই অজ্ঞানত বিষয় সকল অবিলম্বে আমার নিকট প্রকাশ কর।

অনন্তর পার্ব্বতী কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! পূর্ব্বে

আমি তপস্যা দ্বারা তোমার নিকট প্রার্থনীয়া হইলে, তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে “হে সুন্দরি! “আমি তোমা ব্যতিরেকে অপর কোন কামিনীকে কখন মনাগ্রেও স্থান দান করিব না”। হে ভগবন্! তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত সেই সত্যের বিপরীতে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দারান্তর গ্রহণ করিয়াছ? হে কন্দর্প-বিনাশন হর! আমি তোমার স্ফটিকাভহৃদয়ে পীতবর্ণা, পীন পয়োধর সুন্দর ও জগদবিমোহিনী অন্য এক রমণীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। বিভো! তুমি স্বয়ং সর্ব্বব্যাপী ও অনন্তজ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর; কিন্তু আমি ক্ষীণ বুদ্ধি ও অবলা রমণী বলিয়া যদি পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা তোমাকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ না হইয়া থাকি তবে, এখন আবার উগ্রতর তপস্যার দ্বারা তোমার প্রীতি বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। হে শঙ্কর! এক্ষণে তুমি আমাকে জানিতে পারিবে, এই আমি তপস্যানুষ্ঠান আরম্ভ করি; আর বিলম্ব করা অবিধেয়।

অনন্তর মহেশ্বর সন্দিগ্ধমনা পার্ব্বতীর বাক্য আকর্ণন করিয়া চমকিত হওত কহিতে লাগিলেন, হে পার্ব্বতি! আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট বাক্যদ্বারা যেরূপ সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম; এক্ষণেও পুনর্ব্বার সেইরূপে কহিতেছি যে, আমি কখনই তোমা ভিন্ন অন্য কোন কামিনীকে গ্রহণ করিব না। আর সেই অবধি অদ্যাপিও আমি অপর কোন কামিনীর সহবাস করি নাই। প্রিয়ে! তুমি ভ্রমবশত

আমার শরীরে যে অন্য কামিনী দর্শন করিয়াছ, আমি তৎসম্বন্ধে তোমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; যদি ইচ্ছা হয় তবে রোষ ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। হে দেবি! আমার এই বিশাল বক্ষঃস্থল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, সুতরাং তাহাতেই তুমি মোহবশত নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আত্ম বিস্মৃত ও রাগভরে অভিমানিনী হইয়াছ। নতুবা হে পর্ব্বতরাজ তনয়ে! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে এই জগতিতলে, তোমা ভিন্ন আমার আর কেহই নাই। তোমা ব্যতিরেকে আমি স্বপ্নেও কখন ইতর বনিতার চিন্তা করিনা। কিন্তু তুমি নিরন্তর দুর্জ্জয় মানভরে আমার হৃদয়পদ্মকে মুদিত করিতেছ।

অতঃপর পার্ব্বতী কহিলেন, হে বিশ্বরঞ্জন! আমি তোমার সন্নিহিত থাকিলেই যে আমার প্রতিবিম্ব তোমাতে প্রতিভাত হইবে, কিন্তু অন্তরিত থাকিলে যে তাহা আর দৃষ্ট হইবে না তাহা আমি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইব, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল? ভগবান মহেশ্বর কহিলেন, হে দেবি! এক্ষণে তুমি বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া গবাক্ষাভ্যন্তর হইতে এক বিভূতি বিলেপিত শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জল সন্নিহিতে রাখিয়া তাহাতে কিম্বা বৃহদ্দর্পণে নিজ আদর্শ দর্শন করিলে, সেই আত্মদৃষ্টি দ্বারা তোমার সকল সংশয়ই বিদূরিত হইবে। সুতরাং তখন তুমি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

মহাত্মা ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! মহেশ্বর পার্ব্বতীকে এইরূপে উপদেশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তোয় সমূহে এক কৃত্রিম শিবরূপ নির্ম্মাণ করত প্রতিফলিত দর্পণের ন্যায় তাহাতে নেত্র বিভ্রমকর আত্মছায়া পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি পুনর্ব্বার গবাক্ষদ্বারে আগমন করত বিভুতি বিলেপিত অপর এক কৃত্রিম শিব মূর্ত্তিতে সেইরূপ প্রতিরূপ দেখিতে না পাইয়া, সন্দেহ নিরাকৃত হওয়াতে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব সেই লজ্জাবনত মুখী পার্ব্বতীকে প্রেমভরে স্বকীয় ভুজলতায় বদ্ধ করিয়া বারম্বার তাঁহার বদনশশী নিরীক্ষণ ও চুম্বন করত আশ্বাসিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগে! হে প্রাণপ্রিয়তমে! লোকমাত্রেরই সময়ে সময়ে এইরূপ ভ্রান্তির উদ্রেক হইয়া থাকে, অতএব তজ্জন্য তুমি ব্রীড়া পরিত্যাগ কর। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে সর্ব্বদাই প্রায় অভিমানিনী হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে প্রসন্নবদনে আমার দিকে নিরীক্ষণ কর; নতুবা সর্ব্বদা তোমার এইরূপ বিমর্ষভাব দর্শন করিয়া আমিও সাতিশয় বিমর্ষভাবাপন্ন হই। তখন পার্ব্বতী, অতিশয় প্রেমবশতঃ সুনৃত বচনদ্বারা আশুতোষকে কহিয়াছিলেন।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব! হে প্রাণবল্লভ! অনুগামীর ন্যায় আমার ছায়াও যেমন তোমার সহিত নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেইরূপ আমার প্রকৃত শরীরের সমস্ত অংশকেও তুমি নিত্য প্রগাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা নিরন্তর

সংস্পর্শ ও একতাপাশে আবদ্ধ কর। হে প্রমথনাথ! এক্ষণে আমি তোমার সহিত নিরন্তর অবিচ্ছেদে অবস্থিতি করিতে বাসনা করি। হে প্রভো! হে স্বামিন্! যদি সেবিকার প্রতি অনুকম্পা হয় তবে, প্রার্থনা পূর্ণ করত সত্বর প্রণয়-কার্য্য সম্পাদন কর। পার্ব্বতীনাথ মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সম্প্রতি তুমি যেরূপ বাসনা করিতেছ ও তদ্বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি, তুমি যদি তাহা সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহা সম্পাদিত হইবে। হে মাহেশ্বরি! আমার এই শরীরের অর্দ্ধাংশ তুমি গ্রহণ কর। তাহা হইলে সেই দেহে তোমার অর্দ্ধাঙ্গ নারীরূপে ও আমার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষরূপে একত্রে অবস্থান করিবে। কিন্তু তুমি যদি আমার সেই অর্দ্ধাঙ্গ ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থা হও, তাহা হইলে তোমার অর্দ্ধাঙ্গ আমিই হরণ করিব। এক্ষণে হে দেবি! এবিষয়ে তোমার যেরূপ বাসনা হইবেক, আমি স্বেচ্ছাসুখে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। অনন্তর কালিকা কহিলেন, হে ভবেন্দ্র! এক্ষণে আমিই তোমার অর্দ্ধ শরীর আত্মস্থ করিব। কিন্তু তুমি যখন উচ্চ হইবার বাসনা করিবে, তৎকালে আমি সেই অর্দ্ধ শরীর পরিত্যাগ করিব। ফলতঃ তখন আমার প্রার্থনা এই যে, সেই কালে যেন ঐ অর্দ্ধ দেহ পূর্ণত্বকে প্রাপ্ত হয়; তাহা হইলে আমি তোমার শরীরের অর্দ্ধ ভাগ হরণ করিতে পারি। অনন্তর করুণাময় পরমেশ্বর কহিলেন, দেবি! সম্প্রতি তুমি যেরূপে আমার দেহভাগ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, আমি অনুমতি

করিতেছি যে, এক্ষণে সেই প্রকারই হউক। তপঃপ্রভ ঔর্ব্ব কহিলেন যে, পার্ব্বতী তখন পূর্ব্বের ন্যায় যোগাসনে উপবেসন করত আত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে শঙ্করের পরম পবিত্র চরণে অবনতা হইয়া প্রণাম করত পরিশেষে পদ্মাসন ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পূর্ণ ব্রহ্ম জগন্নাথ নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। ততঃপর এককালে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে আপন হৃদয় মন্দিরে ধ্যান করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই জগন্মাতা পার্ব্বতী ক্রমে ক্রমে আত্মা ও যোগ নিদ্রার চিন্তা করিয়া স্বকীয় শরীরের দক্ষিণাংশে সাতিশয় প্রেমদ্বারা মহেশ্বরের বামভাগ প্রগাঢ় রূপে আলিঙ্গন করত তাহা হরণ করিলেন। সুতরাং তখন প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া মহেশ্বর আপন প্রণয়িণীর প্রীতি সম্পাদনার্থ নিজ শরীরের অর্দ্ধাংশ পার্ব্বতী শরীরের অর্দ্ধাংশের সহিত সন্নিবেশ করিলেন। এইরূপে পার্ব্বতী মহেশ্বরের শরীরে নিজ শরীর একত্রিত করিয়া আত্মাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পার্ব্বতী শিবশরীরে নিজ দেহ সন্নিবেশিত করিয়া অতুল শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! সেই অর্দ্ধ নারীশ্বর হরগৌরী দেহের বামার্দ্ধভাগে নীলকুন্তলাবৃত ও দক্ষিণাংশে জটাজূট দ্বারা মণ্ডিত.হইয়াছিল। উহার এক কর্ণে সর্পাভরণ ও অপর কর্ণে স্ববর্ণ বিনির্ম্মিত দিব্য কুণ্ডল সন্দোলিত হইতেছিল। তাহার অর্দ্ধ নাসা স্থূল ও অপরার্দ্ধ তিলপুষ্পের ন্যায়। এক পার্শ্বের নয়ন কুরঙ্গেরন্যায় ও অপর পার্শ্বে বৃষভসদৃশ মনোহর।

বদনের এক প্রদেশ দীর্ঘ শ্মশ্রুদ্বারা পুরুষ ভাব ও অপর প্রদেশ নারীর ন্যায় শ্মশ্রুবিহীন। এক পার্শ্বের দশন পঁক্তি দাড়িম্ব কুসুমোপম রক্ত বর্ণে রঞ্জিত—অপর শুক্ল মাত্র। ঐ শরীরস্থ একাংশ (কণ্ঠদেশ) নবীন জলদের ন্যায় নীল বর্ণ, অপরাংশ রত্নহারে বিভূষিত। উহার এক হস্তে শঙ্খ ও হেমময়ী কেয়ূর কঙ্কনাদি বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত—অপর নাগবলয়ে পরিশোভিত। বক্ষস্থলের আংশিক পীনোন্নত মনোহর কুচদ্বারা শোভিত ও অপর রোমরাজীতে পরিপূর্ণ। এক পার্শ্বের বক্ষদেশ স্তম্ভাকৃতি কদলী তরুর ন্যায় অপর অশ্বত্থ পত্রাকার। কটীতটের একাংশ কেশরীর কটীর ন্যায় ক্ষীণ ও অপর সাতিশয় স্থূল এবং মনোহর। উহার পরিধেয় একাংশে ব্যাঘ্রাজিন ও অপরাংশ দিব্য কৌষেয় বসন দ্বারা পরিশোভিত। এইরূপে সেই শরীরের একাংশ (যোষিল্লক্ষণে চিহ্নিত) কমনীয় কামিনীর ন্যায় অপর অতিশয় দৃঢ় বীর্য্যশালী ও পুরুষাকৃতি হইয়াছিল।

হে সগর! জগন্মাতা পার্ব্বতী এইরূপে জগতের হিতের নিমিত্ত কামরিপু মহেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গ আত্মার্দ্ধভাগে হরণ ও ধারণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এই কালিকার ন্যায় ঈদৃশী রূপলাবণ্যবতী কামিনী ত্রিলোকের মধ্যে কুত্রাপি আর দ্বিতীয়া নাই। বিশেষতঃ যৎকালে তিনি মহেশ্বরের শরীরের সহিত অর্দ্ধার্দ্ধভাগে সম্মিলিত হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার তাৎকালীন সেই লোকাতীতরূপ এই জগতিতলে নিতান্তই নিরুপম হইয়া থাকে; বাস্তবিক

তাহার তুলনা, কি সুরলোকে, কি নাগলোকে, বা নরলোকে, এ সকলের কোন স্থলেই সম্ভব হইতে পারে না। রাজেন্দ্র! পারিজাত ও কল্প বৃক্ষ (ইহারা) অদ্বিতীয়, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরভাবে অমরগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারাও তত্ত্ববিধায় এই কালিকার সমকক্ষ হইতে কদাপি সমর্থ হয়না। রাজন্! মহেশ্বরের সহিত এই কালিকা, লোক ব্যবহারে পৃথগ্ ভাবে অবস্থিতি করিলেও তাঁহারা সদাকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি আশক্ত হইয়া নিরন্তর রমণ করিয়া থাকেন। একদা অর্দ্ধনারীশ্বরী পার্ব্বতীর সহিত অর্দ্ধনারীশ্বর হর (হর-গৌরী) নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! যদিও পিণাকপাণি মহেশ্বর অনায়াসে সেই কালিকাকে একেবারেই গৌর বর্ণ করিতে সমর্থ ছিলেন তথাপি, তিনি বিবিধোপায় দ্বারা প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে তপস্যানুরক্তা করিয়াছিলেন। তপস্যার দ্বারা পার্ব্বতী সংস্কৃতা হইলে মহেশ্বর তখন তাঁহাকে আত্মদান করিয়াছিলেন। কিন্তু হে ঋষিগণ! মহেশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে পার্ব্বতীকে তপশ্চরণে আশক্তা ও নিজ অর্দ্ধ শরীর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য। (মনুষ্যের কথা দূরে থাক্,) শক্রাদি দেবগণও সে অভিপ্রায় জানিতে পারেন না। তবে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম নন্দী প্রভৃতি শিব-গণাধ্যক্ষগণ, সবিশেষ অবগত আছেন। কারণ নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল এবং ভৈরব প্রভৃতি শৈবগণেরা, সাক্ষাৎ মহাযোগী মহেশ্বরের অঙ্গস্বরূপ, ভয়বিহীন এবং তপস্যাপ্রিয়। উঁহারা

পূর্ব্বকাল হইতেই মানবদেহে থাকিয়া উগ্র তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সম্প্রীত করত গণশ্রেষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরের প্রকৃততত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছিল। ঔর্ব্ব কহিলেন, অতএব হে নৃপবর! এক্ষণে তুমিও তদ্রূপ স্বানুচরবর্গকে একান্ত বশীভূত করিয়া, নিজ বনিতাকে সদনুষ্ঠানকর কার্য্যে নিয়োজিত করিলে নিরন্তর ভদ্র লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

এই অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ হরপার্ব্বতী সম্বন্ধীয় বিচিত্র, পরম প্রীতিকর ও পুণ্যপ্রদ আখ্যান যিনি একান্তভক্তি পূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, তিনি নির্ব্বিঘ্নে জীবদ্দশা অতিবাহিত করিয়া পুণ্যলোকে গমন ও পুণ্যজীবের প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া সদাকাল আনন্দ লাভ করিবেন। হে নৃপসত্তম! হরপার্ব্বতীর এই মহচ্চরিত্র শ্রবণে লোকে শিবলোকে গমন ও ত্বরায় শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কালিকা পুরাণে হর গৌরী উপাখ্যান নামক
পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

——oo——

সগর রাজা কহিলেন, হে মুনে! যাঁহাকে আপনি ভৈরব কহিলেন, তিনি কে? বেতাল নামাখ্য ব্যক্তিই বা কে? ইহাঁরা কিরূপে মনুষ্য শরীরে তপস্যা করিয়া গণাধিপতি হইয়াছিলেন? হে দ্বিজশার্দ্দূল! হে মহামুনে! আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক সেই সকল কথা বিশেষরূপে আমাকে বিদিত করুন। হে মুনে! শিতচন্দ্রার্দ্ধধারী মহেশ্বরের পরম সেবক ও সহায় নন্দীকে আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। কারণ পূর্ব্বে আমি কোন সময়ে তাঁহার বিষয় দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে হে দ্বিজেন্দ্র! ভৃঙ্গী ও মহাকাল যে প্রকারে মহেশ্বরের গণরূপে পরিগণিত ও উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমি ভবদীয় সমীপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি, ও আপনার মুখারবিন্দ হইতে উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার উৎসাহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইতেছে। মুনে! পূর্ব্বতনকালে শরভরূপী মহেশ্বরের শরীরাংশ হইতে যে মহাভৈরব সমুৎপন্ন হইয়াচিল, ইনিই কি সেই মহাভৈরব? অথবা ইনি অপর কেহ হইবেন? হে করুণাময় মুনে! আমি এই সমস্ত বিষয় জানিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, আপনি কৃপাবলোকনে তাহা যথাযোগ্য বর্ণন করুন। মুনে!

ঐ গণাধ্যক্ষ সকল কাহার তনয় হইয়া গণত্ব ও গণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল? তাহাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

অনন্তর মহামুনি ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি তোমার অভিলাষানুযায়ী মহাকাল, ভৃঙ্গী, ভৈরব ও মহাত্মা বেতালের কথা বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যে প্রকারে ভৃঙ্গী ও মহাকাল শরভরূপী ভগবান মহেশ্বরের আত্মজগণরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যে প্রকারে উঁহারা ভগবতী গৌরীর অভিসম্পাত বাক্য ক্রমে আত্ম ভ্রষ্ট হইয়া নর যোনি প্রাপ্ত হওত মহীতলে রাজগৃহে বেতাল ও ভৈরব নামে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন, আমি তৎসমুদয় তোমাকে কহিতেছি, অবহিত হও।

হে রাজন্! পূর্ব্বে শরভরূপ ধারণ করিলে ভগবান মহাদেবের শরীর হইতে যে ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইনি (কথিত ভৈরব) তাঁহা হইতে সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। পূর্ব্বকালে যখন দুরন্ত তারকাসুরের ভয়ঙ্কর দৌরাত্ম্যে ও উত্তেজনায় দেবগণ নিতান্তই উৎপীড়িত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তখন মহেশ্বরের সন্তানুৎপাদনের নিমিত্ত শক্রাদি দেবগণ বিবিধ স্তোত্র বাক্যে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং মহেশ্বর তখন দেবকার্য্য সাধনোদ্দেশে পার্ব্বতীকে বিধিপূর্ব্বক দাররূপে গ্রহণ করত অতিশয় কামাশক্ত হইয়া অপত্যকামনায় দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত রমণক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকালের ন্যায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতি-

বাহিত হইলেও সেই রমণক্রীড়ায় কোনক্রমেই তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে (ও কৃতকার্য্য হইতে) পারিলেন না। কারণ, হে রাজন্! মহাদেবের সেই অমোঘশক্তি (প্রগাঢ় বীর্য্য) কোন মতেই স্খলিত না হওয়াতে, পার্ব্বতীও সেই মৈথুন জনিত আনন্দ কোন প্রকারেই অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে হরপার্ব্বতী একান্তমনে অতিশয় কাম পরবশ ও আশক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে রতি ক্রীড়ায় জয় লাভ করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ়রূপ আলিঙ্গন ও চুম্বন সহকারে মৈথুন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তখন সর্ব্বসহা বসুন্ধরা তাঁহাদিগের বেগযুক্ত শৃঙ্গারভারে নিপীড়িতা ও সাতিশয় কম্পিতা হইয়াছিলেন। এইকালে যে দেবতা যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন অতিশয় শশব্যস্ত ও ভয়াকুলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে পর্ব্বত সকল ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়াছিল। মহাদেবের শৃঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন যেন বাতাহত তরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি ও তাঁহারা তখন কিছুতেই মনের শান্তি অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণ ও চন্দ্রাদি দিক্পালগণের সহিত শিবের রতি ক্রীড়া দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করত বিবিধ স্তবনীয় বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া শিব—বিহার সম্বন্ধে জগতের যেরূপ শোচনীয়াবস্থা তাহার সমস্ত বিষয় তাঁহার

নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৃত্রহা ইন্দ্রদেব, চন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকে পশ্চাৎ করিয়া, হর-পার্ব্বতীর শৃঙ্গার জনিত যে মহাভয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তৎসমস্তই তিনি স্বয়ং পিতামহের নিকট প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে প্রজাপতে! গৌরীপতি মহেশ্বরের নিদারুণ রমণক্রীড়ায় কি দিব্যবাসী, কি পাতালবাসী বা কি পৃথ্বীবাসী, সমস্ত মরামর লোকেই ভীত ও বিকলান্তঃকরণ হইয়া অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতেছে। এক্ষণে আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া, হে ব্রহ্মন্! তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। হে পিতামহ! বোধহয়, কামরিপু মহেশ্বরের প্রগাঢ় বীর্য্যে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে আমাকেও পরাস্ত করিয়া অমরনগরীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়া থাকিবেক। অতএব হে প্রজাপতে! পশুপতির এবম্প্রকার রমণোৎপন্ন যে মহাশক্তিধর তনয় জন্ম গ্রহণ করিবে, তৎপ্রতি তারকাসুর অপেক্ষাও আমার আশঙ্কা অধিক হইতেছে। এক্ষণে হে দেব! তুমি চন্দ্র সূর্য্যাদির সহিত অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা কর যেন, সেই শিবনন্দন জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করেন। হে পিতামহ! তুমি সচেষ্ট হইয়া আমাদিগকে এই বিপজ্জাল হইতে মুক্ত কর।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবরাজ! যদি দৈব শক্তিতে উমার গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে, বাস্তবিক এরূপ তেজস্বী ও

পরাক্রমী সন্তান কি স্বর্লোকে, কি ভূলোকে, বা কি নাগলোকে, নিতান্ত বিরল। অতএব মহেশ্বর যাহাতে এক্ষণে নিজ বীর্য্য উমার গর্ভে চালন করিতে না পারেন, অথচ তাঁহার সেই শক্তিতে এক সন্তান জন্মিয়া দুরন্ত তারকাসুরকে নিধন করে; আমি এইরূপ কোন এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিব সন্নিকটে গমন করিব। হে দেবগণ! তাহা হইলে তোমাদিগেরও সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। অনন্তর বাক্য সমাপ্ত করিয়া সুরগণের সহিত কমলযোনি ব্রহ্মা শৈলশিখরে পশুপতির নিকটে গমন করিলেন।

হে রাজন্! দেবগণ কৈলাসধামে আগমন করত গিরীশ্বর যথায় পার্ব্বতীকে লইয়া রতিসম্ভোগ করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর পিতামহ সেই ভগবান বৃষকেতুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, প্রভো! যে তুমি এরূপ রতিসম্ভোগেও প্রীতি প্রাপ্ত হও না, যে তুমি জন্ম রহিত, আমি সেই তোমাকে নমস্কার করি। হে ভক্তাধীন! তুমি ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চবক্ত্র বিশিষ্ট হইয়া থাক; আমি তোমাকে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। হে ভক্তজনাশ্রয়! এই লোকত্রয়ের হিতের নিমিত্ত তুমি যে জায়া পরিগ্রহ করিয়াছ, হে ত্র্যম্বক! আমি সেই তোমাকে নমস্কার করি। যেহেতু সেই মঙ্গলময় পরম শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বিষ্ণুমায়া যোগনিদ্রা স্বরূপা অম্বিকা স্বয়ং যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন, আমি সেই তাঁহাকে অবনত মস্তকে

নমস্কার করি। সদ্যজাত অঘোর ও বাম দেব এবং উমাপতি ও ঈশান মূর্ত্তি যিনি ধারণ করিয়াছিলেন, আমি সেই পরম মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যিনি রণস্থলে রিপুগণের প্রতি অশিব ও ভক্তগণের প্রতি শিব বিধান করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সত্বর আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন; আমি তাঁহাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করি। যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলম্বী হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহাররূপী হররূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, আমি সেই পরম পুরুষ বৃষধ্বজকে নমস্কার করি। যিনি বারম্বার এই জগৎকে উৎপন্ন করিয়া পুনর্ব্বার তাহা লয় করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যিনি ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ ও মৃগাঙ্ক ধারণ করিয়াছেন, আর যিনি বৃষধ্বজরথে আরূঢ় হইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও পঞ্চরূপ বিশিষ্ট সেই প্রভাশালী জাতবেদস্বরূপ মঙ্গলময় শঙ্করকে আমরা পুনঃ পুনঃ ভক্তি সহকারে প্রণাম করি। হে প্রভো! সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম, নাগময় যজ্ঞোপবীতে দেহ সর্ব্বদাই সুশোভিত, ত্রিপুরাসুরের অন্তকারী এবং বীতগর্ব্ব, এবম্প্রার যে তুমি, এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

হে বিভো! তুমি ব্রহ্ম, তুমি জ্যোতির্ম্ময়; তুমি অনন্ত, তুমি এই দুস্তর সংসার সাগরের একমাত্র তারক; তুমি আনন্দস্বরূপ, ভর্গ স্বরূপ, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণান্বিত,

আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! তুমি সতীপতি, তুমি দেবতার দেবতা ও পরম দেবতা, তুমি ত্রিলোকের স্বামী, তুমি কল্যাণ ও কল্যাণকর, তুমি শান্তমূর্ত্তি এবং জীবের শান্তি প্রদ; এক্ষণে দেবগণের প্রতি কৃপাচক্ষে অবলোকন কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি।

অনন্তর হে রাজন্! মহেশ্বর শক্রাদি ত্রিদশগণকর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া পার্ব্বতীসঙ্গম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদশগণের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অমরগণ! তোমরা কি নিমিত্ত এই কৈলাসধামে আমার নিকট সমাগত হইয়াছ, তাহা সত্বর বিজ্ঞাপন কর? তখন ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ পার্ব্বতীপতি শঙ্করকে কহিলেন, হে রুদ্র! হে সংহাররূপিন্! তোমার এইরূপ শৃঙ্গারজন্য জগৎসংসার এককালে ব্যাকুলিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীও তজ্জন্য ভার বহনে নিতান্ত অসমর্থা হইয়া মুহুর্মুহুঃ কম্পিতা হইলে, পর্ব্বত সকল ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া পড়িতেছে। নদ নদী এবং সাগর সকল সংক্ষুব্ধ হইয়া উচ্ছাসিত হইতেছে, এবং দেবেন্দ্র প্রভৃতি অমর ও দিক্‌পালগণ সাতিশয় ভয়ভীত হইয়া সুখ শান্তি বিহীন হইয়াছেন। অতএব হে বিভো! হে লোকেশ! হে জগত্তারণ! এক্ষণে তুমি ঐরূপ রমণক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমার অব্যর্থ বীর্য্য পরিত্যাগ কর।

অতঃপর পরমাত্মা মহেশ্বর, ব্রহ্মার এইরূপ বচন পরম্পরায় আকর্ণন করিয়া স্মিত মুখে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগি-

লেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের এইরূপ প্রবৃত্তি পরম মঙ্গলেরই জন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি যদি সেই পরম বাঞ্ছনীয় মহা মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর গর্ভে রেতঃ পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে কখনই তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইবে না; সুতরাং দুরন্ত অসুর বধেরও কোন উপায় থাকিবে না। এজন্য যাহাতে পার্ব্বতীর গর্ভে মহাশক্তিধর এক পুত্র, জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, আমি তদ্বিষয়েই সচেষ্টিত আছি। কারণ তাহা হইলে সেই কুমার, দুর্দ্দান্ত তারককে বিনাশ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে সুরগণ! তজ্জন্য তোমরা আর কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া বরং প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান কর; আমি অতঃপর তাহার উপায় চেষ্টা করিব।

অনন্তর দেবগণ কহিলেন, হে কৃপাসিন্ধো! হে হর! উমার গর্ভে ত্বদীয় ঔরষজাত কোন কুমার যাহাতে জন্ম গ্রহণ না করে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে তুমি সচেষ্টিত হও এবং এইরূপ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর মহা মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই উদ্যম সফল কর। মহেশ্বর কহিলেন, সুরগণ! পার্ব্বতীতে কেবলমাত্র শুক্র পরিত্যাগ করিলে, কথনই তাঁহার সন্তান হইবে না, সুতরাং তাঁহাকে বন্ধ্যার ন্যায় অজাততনয় হইয়া থাকিতে হইবে। যাহা হউক এক্ষণে যদি তোমরা আমার এককার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ও ব্রহ্মার প্রার্থনা

বাক্যে এবং ত্রিভুবনের পরিত্রাণার্থ এই মহা রমণ পরিত্যাগ করিতে পারিব। দেবগণ! তোমরা অগ্রে এরূপ কাহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর, যিনি অনায়াসে নিষ্কম্প ও নির্ব্বিকার ভাবে আমার এই মহা মৈথুনোৎপন্ন অব্যর্থ তেজোরাশি ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। হে দেবগণ! যদি তোমরা ঐ রূপ কাহাকেও আমার নিকট লইয়া আসিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হও তবে, আমি এইক্ষণেই পার্ব্বতী রমণোত্থিত মদীয় বীর্য্য বিনিঃসৃত করিব।

মহর্ষি ঔর্ব্ব কহিলেন, হে নৃপসত্তম! বৃষভধ্বজ মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই সাক্ষাৎ রৌদ্রতেজ ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ যোগাবলম্বন সহকারে জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ প্রভাশালী বীতিহোত্রকে স্মরণ করিলন। তখন তিনি আহূত হইয়া তথায় উপনীত হওত মরালাসন ব্রহ্মার চরণারবিন্দে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া করযোড় পূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় তদগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর দেবতারা তাঁহাকে তথায় আগত নিরীক্ষণ করিয়া ভূতভাবন মহেশ্বরকে, এই কথা কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিলেন, হে পরমেশ্বর! এই সম্মুখস্থিত পরম তেজঃপুঞ্জ অগ্নি অতিশয় জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট, শ্রীমান ও অতুল বলশালী। ইনি, হে কৈলাসপতে! তোমার মথনোত্থিত অমোঘ বীর্য্য অবলীলাক্রমে ধারণ করিতে ইনি সমর্থ হইবেন। দেবতারা এই বলিয়া বীতিহোত্রকে পুরোবর্ত্তী করত, শিবের অনুজ্ঞাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। তখন মহে-

স্বকীয় তেজোরাশী সেই প্রজ্জলিত শিখার ন্যায় পরমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ কালে অগ্নি হইতে কোন প্রকারে বিন্দুদ্বয় শিব শক্তি উচ্ছাসিত হইয়া সেই গিরিপ্রস্থে পতিত হওয়াতে, তাহা হইতে দুই সন্তান সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক জন ভৃঙ্গবর্ণ হওয়াতে তাহার নাম ভৃঙ্গী হইয়াছিল, এবং অপর এক ব্যক্তি প্রগাঢ় অঞ্জন বিনিন্দিত কৃষ্ণ বর্ণ হওয়াতে বিধাতা, মহাকাল বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে শঙ্কর অতিশয় বাৎসল্য স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ংই উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অপর্ণা দুর্গাও সেই শিববীর্য্যজাত সন্তানদ্বয়কে রমণীসুলভ স্নেহপ্রবণ চিত্তে লালন পালন করিতেন, ঐ কুমারেরা দিন দিন কলাধর শশধরের ন্যায় পিতৃ মাতৃ স্নেহে ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে তাঁহারা অতিশয় বলবান ও তেজস্বী হইলে, পরম কারুণিক মহেশ্বর তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বিবেচনায় মনোহর কৈলাসপুরীর দ্বার রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

সগর রাজ কহিলেন, হে মহামুনে! প্রমথনাথ শঙ্করের যে মহাতেজ অনলমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তদ্বারায় কি কার্য্য সম্পন্ন হইল? তাহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংক্ষেপ করিয়া বল; আমি সেই কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি। অতঃপর সূর্য্যবংশাবতংস সগর রাজ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিতহইয়া মহামুনি ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! মহেশ্বর যৎকালে নিজ বীর্য্য-বীতি

হোত্রতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি শৈল সুতা আকাশগঙ্গাকে মনন করিয়াছিলেন। সুতারাং সেই কালে ত্রিলোচন ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, হে সুরগণ! এই শৈবতেজ দারুণ তেজস্বী; সুতরাং ইহা যোগমায়া উমা কিম্বা শৈলতনয়া আকাশ গঙ্গা ব্যতিরেকে অন্য কোন কামিনীই ধারণ করিতে সমর্থ নহে। হে রাজন্! এক্ষণে আমি, সেই তেজোদ্বারা যেরূপে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কথা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। আর সেই শৈবতেজ যেরূপে ও যেস্থলে পতিত হইবে, এবং যে নারী উহা ধারণ করিবেন, তাহাও আমি তোমার গোচর করিতেছি। হে সূর্য্যকুলাবতংস! উমার অগ্রজা শৈলনন্দিনী আকাশগঙ্গার গর্ভে শিববীর্য্য-সম্ভূত অতিশয় বীর্য্যশালী, অদ্বিতীয় পরাক্রমী, শ্রীমান, ও অরিন্দম এবং সেনাপতির উপযুক্ত কুমার নামক এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। তিনি শিখিধ্বজে আরোহণ করত দেবগণ সম্মুখে দুরন্ত তারকাসুরকে বিনাশ করিবেন। স্বয়ং মহাদেব এই সকল কথা সুরগণকে অবগত করিয়া পার্ব্বতীকে প্রিয় সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করত আত্ম শুদ্ধার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এইকালে পার্ব্বতী, দেবগণের নিষ্ঠুর বচন আকর্ণন ও কার্য্যান্তরের অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া উহাঁদের প্রতি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন। তদবলোকনে দেবতারা সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন পতিসহবাসসুখ বঞ্চিতা পার্ব্বতী দেবগণের প্রার্থনাক্রমে মহাদেবের

সহিত বিহার সুখে বঞ্চিত হইয়া ভগবান ত্রিলোচনের সম্মুখেই দেবগণকে রৌদ্রবাক্যে কহিয়াছিলেন, হে অমরগণ! আমি শিবের ধর্ম্মপত্নী হইয়াও যেমন তাঁহার সহিত সহবাস সুখে ও নিজ গর্ভে তদৌরসজাত কুমারের মুখাবলোকন জনিত সুখ লাভ করিতে অসমর্থা হইলাম, অতএব তোমরাও অদ্য হইতে সেইরূপ সহবাসদ্বারা নিজ নিজ পত্নীর গর্ভে কখনই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীগণ আমার এই বাক্যানুসারে অদ্য হইতে স্বামীর সহবাস জন্য কদাচ সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবেন না। আর আমি এখন যেরূপে প্রজা বৃদ্ধির আশয়ে সম্প্রতি একেবারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিষণ্নভাবে অবস্থিতি করিতেছি, তোমাদিগের সহধর্ম্মিণীরাও সেইরূপ মনস্তাপে তাপিত হইয়া নিরন্তর আক্ষেপ করিতে থাকিবেন।

এইরূপে দারুণ কোপে কুপিতা হইয়া পর্ব্বতনন্দিনী কালিকা দেবী, দেব দেবীগণের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিলে, দেবতারা কেহই আর স্বপত্নীসন্তান জনিত বিমলানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীর সেই অভিশাপক্রমে অদ্যাপিও কোন দেবতার সন্তান হয় নাই। যাহাহউক, সাক্ষাৎ প্রতক্ষ্য অগ্নি তখন সেই শিবতেজ গঙ্গার গর্ভে চালনা করিলেন। অনন্তর পতিতোদ্ধারিণী আকাশ গঙ্গা সেই অব্যর্থ শিববীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে কন্দর্প সদৃশ মনোহর দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একের মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ ও

দক্ষিণ হস্তে শিবপ্রদত্ত ভীষণ ও দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী অব্যর্থ এক শক্তি সুশোভিত ছিল। অপর তনয়ের হস্তে শাণিত বাণ ও তিনি চারু কলেবরে মনোহর দৃশ্য হইয়া যেন সকল প্রাণিগণের বিভীষিকা সকল নিবারণ করিবার জন্য সমুদিত হইলেন। ঐ অসামান্য কিশোরদ্বয় একত্রে সম্মিলিত হইয়া যেন সাধারণ এক শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। গঙ্গাদেবী ঐ সদ্যজাত তনয়কে বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া, উহাঁকে নিবীড় শরবনে সহসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কুমারের জন্ম ও নিজের গর্ভ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত এবং যেরূপে তাহাকে শরবনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই কীর্ত্তিকা দেবীর নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, কীর্ত্তিকা দেবীও সেই মহেশ্বরের তেজোৎপন্ন কুমারকে বনমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। অতঃপর তিনি প্রেমপ্রবণ চিত্তে ঐ সন্তানকে জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কীর্ত্তিকা দেবী প্রমথনাথ মহেশ্বর ও পার্ব্বতীর অনুনয় বাক্যক্রমে কালিকাদেবীকে ঐভীম পরাক্রম ও অরিমর্দ্দন শক্তিধর বালক প্রদান করিয়াছিলেন। তখন সেই কুমার দিন দিন কলাধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া জনকপ্রদত্ত অব্যর্থ শক্তিদ্বারা ত্রিলোক কম্পিত করিতে লাগিলেন। ত্রিলোচন ঐ কুমারকে প্রচণ্ড পরাক্রম অবলোকন করিয়া দেবগণেরসেনানায়করূপে নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কুমার কার্ত্তিকের নানা-

ভরণে ভূষিত হওত মনোহরবেশে শক্তিধারণ করত দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে দুর্বৃত্ত অসুর, হরকুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রতি নিশিত পঞ্চশায়ক নিঃক্ষেপ করিল; তাহাতে শিখী বরবাহী স্কন্দ রোষাবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ডবেগে স্বকীয় বিশ্ববিজয়ী অমোঘ শক্তি অসুরের প্রতি ত্যাগ করিলে, তদাঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও দ্বিধা হওয়াতে, সে অসহিষ্ণু হইয়া ধরাশায়ী ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

হে নৃপসত্তম! এইরূপে শিবকর্ত্তৃক স্বীয় শুক্র অনলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া শিবসন্তান জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে অশেষ দুঃখার্ণব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তোমার প্রশ্নানুযায়ী ভৃঙ্গী ও মহাকাল যেরূপে মানবকুল-সম্ভব হইয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে ষড়াননোৎপত্তি নামক
ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

মহামুনি ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! সংসারের কল্যাণার্থ মহেশ্বর, দেবগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আত্মমহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনর্ব্বার গাঢ়আলিঙ্গনদ্বারা পার্ব্বতীকে পরিতুষ্টা করিয়াছিলেন। একদা তিনি পরম গোপনীয় কেলীমঞ্চে পার্ব্বতীর সহিত সমাসীন থাকিয়া অতিশয় রাসোৎসাহী হওত তাঁহার সহিত পরিহাস ও প্রেমালাপ করিতেছিলেন। কিন্তু সকামা পার্ব্বতী যখন মহেশ্বরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন; তৎকালে ভৃঙ্গীওমহাকাল তথাকার দ্বাররক্ষার্থ অবস্থিতি করিতেছিলেন। নর্ম্মাবসানে, কালিকার কেশগুচ্ছ আলুলায়িতভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কলেবর; কাম-বিনির্ম্মুক্ত বিন্দু বিন্দু স্বেদজলে পূর্ণ ও নিতম্বাবৃত বসন, স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্থিত কুসুমমালা, শৃঙ্গার কালীন প্রগাঢ় আলিঙ্গন জনিত সংঘর্ষনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শরীরের স্থানে স্থানে ঘর্ম্মরসে যেন প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে। বক্ষোপরি কুম্কুমাবৃত কমঠ পৃষ্ঠের ন্যায় পীনোন্নত পয়োধর যুগলে শিবদেহ সংস্পর্শ হওয়াতে কুম্কুম্ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার তাম্বুলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ও মুক্তাসদৃশ দশন-

পঙক্তির অর্দ্ধরাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি শৃঙ্গার শ্রমে অবসাঙ্গ হইয়া নিরন্তর শ্রান্তভাবে ঘর্ম্মবারি ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোহর কুরঙ্গবিনিন্দিত নয়নত্রয় তখন ঈষৎ ঘূর্ণায়মান হইয়াছিল। গৌরীর এবম্প্রকার ভাব, মহেশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও অদর্শনীয় হইলেও, তাঁহার সেই কেলীমন্দির হইতে বহির্গমন কালে তথাকার দ্বাররক্ষক ভ্রাতৃদ্বয় তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ ভাবে দিগম্বরী কালিকাকে সহসা দর্শন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হওত পরিশেষে কোপাবিষ্ট হইয়া চিন্তাবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এদিকে অপর্ণা কালিকাও ভৃঙ্গী ও মহাকালকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হওত তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, রে পাপাত্মন্! রে কুলকলঙ্কস্বরূপ মূঢ়গণ! আমি এক্ষণে কাম-বিহ্বলা হওয়াতে, তোরা সন্তান হইয়াও আমাকে ব্যাপিকার ন্যায় দর্শন করিয়া আমার চিরাভ্যস্ত লজ্জায় ও প্রকৃত মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদান করিলি। রে নির্লজ্জগণ! যেমন তোরা এক্ষণে আমার অমর্য্যাদা করিলি, তেমনি এখনই সেই পাপে নর-কুলে জন্ম গ্রহণ কর। দুষ্টগণ! যেমন আমার স্ত্রী চিহ্ন দর্শন করিয়া আমাকে লজ্জাহীনা করিয়াছ, সেইরূপ তোমরা নরযোনি সম্ভূত হওত অবনীমণ্ডলে বানরানন প্রাপ্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ কর।

অতঃপর ভৃঙ্গী ও মহাকাল শঙ্করপ্রিয়ার এবম্প্রকার নিদা-

রুণ অভিসম্পাত বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে জননীর প্রতি কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! আমরা তোমার নিতান্ত নিরপরাধী ও অবোধ সন্তান; অতএব সহসা কি নিমিত্ত এতাদৃশ কোপাবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে এই নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলে? হে জগজ্জননি! ভূতনাথ মহেশ্বর আমাদিগকে এই দ্বার রক্ষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন; আমরা তাঁহার প্রজা, সুতরাং সেই পিতৃ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে তোমার এই দ্বার সংরক্ষণ করিতেছি। অতএব সহসা তোমার এইরূপ বিপর্য্যয় ভাবে এখানে আগমন করা কোনপ্রকারেই বিধেয় হয় নাই। যাহাহউক, মাতঃ! তুমি আমাদিগের প্রতি বিনাপরাধে রুষ্টা হইয়া বজ্র সমান কঠিন শাপপ্রদান করত আমাদিগকে নিতান্তই দুঃখ সাগরে নিপাত করিলে। অতএব এক্ষণে, হে অনিন্দিতে! হে বরদে! জননীসুলভ স্নেহদ্বারা আমাদের প্রতি বাৎসল্যভাবে সত্বরই শাপান্ত কর, নতুবা তুমি ও মহেশ্বর (আমাদের বাক্য ক্রমে) মানুষ ভাবাপন্ন হইয়া নরলোকে গমন করিলে, আমরা শৈবতেজে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। হে ত্রিলোকপূজিতে! আমরা যদি যথার্থই শিববীর্য্যে সমুৎপন্ন হইয়া থাকি, তোমাকে যদি সরাগ বিশিষ্ট হইয়া অবলোকন করিয়া থাকি,—অথবা আমরা যদি এই বিষয় সম্বন্ধে তোমার নিকট বাস্তবিক কোনরূপেই অপরাধী হইয়া না থাকি তবে, যেন আমাদেরও এই সত্য বাক্যের অন্যথাচরণ না হয়।

হে নরশার্দ্দূল! এইরূপে উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর, অবশ্যম্ভাবীকার্য্য অবগত হইয়া কিয়ৎকাল পরে স্বয়ংই সেই মহাকাল ও ভৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে নর ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন হে ঋষিগণ! কমলাসন ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই দক্ষের অদীতি নামে যে এক কন্যা জন্মিয়াছিল, তিনি সেই কন্যা মহাত্মা কশ্যপে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ অদীতির গর্ভে কশ্যপের অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে পুষা নামক এক সন্তান ছিল। এই পুষার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দীন প্রতিপালক, সর্ব্বজীবে সমভাব ও কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরম সুন্দর এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের ন্যায় পণ্ডিত ও রাজা তৎকালে আর কেহই ছিল না। কিন্তু তিনি অপত্যবিহীন হওয়াতে সাতিশয় মনোদুঃখে কালাতিপাত করিয়া, পরিশেষে আপনবনিতাত্রয়ের সহিত (তাঁহার) বার্দ্ধক্যাবস্থায় প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে কমলাসন ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর করুণাময় ব্রহ্মা তাঁহার অকপট ভক্তি ও আরাধনাদ্বারা পরম প্রীতি লাভ করত তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে আমার আরাধনা করিতেছ, তাহা আমাকে বল? হে নৃপসত্তম! আমি তোমার আরাধনায় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,

এবং তোমার সহধর্ম্মিণীগণও যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাহাও তাঁহাদিগকে প্রদান করিব।

অনন্তর ধীশক্তিসম্পন্ন সেই পৌষ্য রাজা কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মণ! হে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতে! আমি প্রজাবিহীন, এজন্য অপত্যকামনায় তোমার আরাধনা করিতেছি। বিভো! তুমি প্রসন্ন হইলে আমি অবশ্যই সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন পুত্ররত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইব, এই বিবেচনায় সদার হইয়া তোমার সর্ব্বপ্রদ চরণে একান্ত ভক্তিসহকারে শরণ লইয়াছি। হে প্রজাপতে! হে করুণানিধে! এক্ষণে যাহাতে আমার এক সন্তান জন্মে, তুমি এই প্রকার বর আমাকে প্রদান কর। কারণ হে, সাবিত্রীপতে! সন্তান বিহীন জনক ও জননী কিছুতেই পুন্নাম নরক হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন না। অতএব এক্ষণে হে ব্রহ্মণ! সেই নরকভয় হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। হে পিতামহ! অপত্যবিহীনদিগের ধন, মান ও কুলাদি সকলই বৃথা এবং তাহাদিগের পিতৃগণ পিণ্ডজলাদি বিবর্জ্জিত হইয়া, হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া রোদন করত অধঃপতিত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আমার প্রতি এক সৎপুত্র বিধান কর। হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলে সত্বর কুলপ্রদীপ স্বরূপ পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাকে এক ফল প্রদান করিতেছি, ইহা বহুকালেও নষ্ট হইবার নহে। তুমি এই ফল গ্রহণ কর। ইহার রস ও আস্বাদন শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে না।

রাজন্! যাবৎ দুই বৎসর পরিপূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল তুমি সস্ত্রীক ইহা গ্রহণ করত ভগবান ভবানীপতির আরাধনা কর; তাহা হইলেই তাঁহার প্রসন্নতায় তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। মহেশ্বর তৎকালে তোমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, তুমি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, একান্তঃকরণে এই ফল চিন্তা করিলে সর্ব্ব লক্ষণযুক্ত ও কুলবর্দ্ধনকর এক সন্তান প্রাপ্ত হইবে। পরে সেই সন্তান সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইবেন এবং তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও চিরকাল সংসারে পূজনীয় হইয়া থাকিবেন।

অনন্তর বর প্রদান করিয়া প্রজাপতি স্বর্লোকে গমন করিলে, পৌষ্যরাজ পত্নীগণের সহিত ব্রহ্মবাক্যক্রমে মহেশ্বরের অর্চ্চনারব্ধ করিলেন। তিনি কোন দিবস নিরাহারে, কখন বা যতাহারে, কখন বা বন্য ফল মুল ভোজন করত দৃশদ্বতী নদীতীরে ব্রহ্ম প্রদত্ত সেই ফল পুরোভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক, ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও অন্যান্য বিবিধ উপচারদ্বারা পূজা করিয়া পরমদেবতা মহেশ্বরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৎসরদ্বয় পূর্ণ হইলে, মহেশ্বর তাঁহার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! হে সুব্রত! তুমি কি নিমিত্ত এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারেআমার উপাসনা করিতেছ, তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর? আমি এখনি তোমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিব। রাজা কহিলেন, হে প্রভো! হে মহেশ্বর! আমি পুত্রবিহীন হইয়া অতিশয়

ক্লেশানুভব করত তোমার দ্বারে এক্ষণে আগমন করিয়াছি; অতএব আমি যাহাতে ত্বরায় এক সন্তান লাভ করিতে পারি,এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই বরপ্রদান কর।

পৌষ্যরাজ ভার্য্যাগণের সহিত সানন্দচিত্তে সাতিশয় ভক্তি সহকারে সদানন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর মহেশ্বর ব্রহ্মপ্রদত্ত সেই ফল স্বহস্তে গ্রহণ করত সহর্ষে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্ম প্রদত্ত এই ফল ত্রিধা করিয়া তুমি স্বহস্তে উহা আপন প্রণয়িনীত্রয়কে একে একে ভক্ষণার্থ প্রদান কর। অতঃপর নিশীযোগে তুমি উহাঁদের প্রত্যেকের সহিত সহবাস করিলে, তাঁহারা তিন জনেই এককালে গর্ভবতী হইবেন, এবং পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা (তিনজনেই) একেবারে (তিনটী ভিন্ন ভিন্নাংশ) প্রসব করিবেন। অর্থাৎ তোমার প্রথমা পত্নীর গর্ভে মূর্দ্ধাভাগ, দ্বিতীয়ার গর্ভে মধ্যভাগ এবং কনিষ্ঠার গর্ভে অধোভাগ উৎপন্ন হইবে। হে রাজন্! তখন তুমি সেই খণ্ডত্রয় স্বহস্তে একত্রিত করিলে, (উহা) যোজিত হইয়া পূর্ণ শরীর প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিশিষ্ট এক পরম সুন্দর সন্তান দেখিতে পাইবে,ঐ সন্তানের উত্তমাঙ্গ অর্দ্ধচন্দ্র বিশিষ্ট বলিয়া উহাঁর নাম চন্দ্রশেখরহইবে।

অনন্তর মহেশ্বর, ঐ রাজমহিষীগণের গর্ভ পবিত্র করিবার নিমিত্ত স্বকীয় মস্তকস্থ জটা হইতে জাহ্নবীর পবিত্র সলিল লইয়া তাঁহাদের গর্ভে অভিষেচন করিলেন। অতঃপর

তিনি স্বয়ংই সেই ব্রহ্ম প্রদত্ত ফলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহেশ্বর সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উহা আপনিই ত্রিধা হইয়া গেল। তখন পৌষ্যরাজ সানন্দচিত্তে ঐ ত্রিখণ্ড ফল গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত মহাদেবকে স্মরণ করিয়া স্বহস্তে (উহা) পত্নীত্রয়কে (পূর্ব্বাদেশ মত) ভোজন করাইলেন। অনন্তর হে নরপতে! সেই ফলপ্রভাবে পৌষ্য-মহিষীগণ সদ্যই গর্ভবতী হইলেন ও কালক্রমে শিব-বাক্যানুসারে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নাংশে একই তনয় প্রসব করিলেন। পৌষ্য রাজ সেই ত্রিখণ্ডজাত তনয়ের ভিন্ন ভিন্নাংশত্রয় একত্রিত করিলে, উহা একতালাভ করিয়া পরম প্রভাশালী এক সুদর্শন পুত্রের ন্যায় পূর্ণাকার ধারণ করিল। হে রাজন্! সহজতঐ কিশোরের কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, তাহাতে আবার পরম সুন্দর দেহকান্তি, সুতরাং আরও মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। ঐ বালকের বক্ষস্থল বিশাল, নাসাগ্র-ভাগ সাতিশয় সুন্দর, গ্রীবাদেশ সিংহের ন্যায় দৃঢ় ও চক্ষু বিশাল এবং বাহুযুগল অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল। পৌষ্য রাজা তখন আপন পত্নীর গর্ভজাত ঐ সর্ব্বাবয়ব ও সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্রমুখাবলোকনে একেবারেই আহ্লাদসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ বহু মূল্য রত্নৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া থাকে, অপত্য-হীন পৌষ্যরাজও এই পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর উহাঁর নাম করণার্থ রাজা আপন কুলপুরোহিত-

দ্বারা জাতকর্ম্মাদি ষাট্‌ পৌরুষিক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া, চন্দ্রার্দ্ধমুর্দ্ধা বলিয়া উহঁার নাম চন্দ্রশেখর রাখিলেন। ঐ শিশু (স্বভাব সম্ভব) নিশাকরের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল, এবং একেবারে জননীত্রয়ের জঠরে সম্ভূত বলিয়া বিধাতা উহঁাকে ত্র্যম্বক নামে বেদে উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহাহউক, হে সগর! ঐ কুমার কি কৈশরাবস্থায়, কি দুগ্ধপোষ্যাবস্থায় বা কি তরুণাবস্থায়, সকল সময়েই প্রবীনের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তিনি ভগবান বাসুদেবের ন্যায় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও যথার্থ তত্ত্ববিদ্যাও বিদিত ছিলেন। রাজকুমার চন্দ্রশেখর কি রণকৌশলে, কি অস্ত্র বা শাস্ত্র বিদ্যা এবং শীলতাদিতে, কোন অংশেই বাসুদেব অপেক্ষায় ন্যূন ছিলেন না।

হে নৃপসত্তম! তৎকালে যুবরাজ চন্দ্রশেখরের ন্যায় কি রূপে, কি গুণে, কি বীর্য্যে, কি সৌন্দর্য্যে, কি গাম্ভীর্য্যে, কি শীলতায়, কি অধ্যবসায়, কি সৌজন্যতায়, বা কি শস্ত্র, ও শাস্ত্রাদি বিদ্যাচর্চ্চায়, এমন আর কোন রাজা বা রাজকুমার (তাঁহার সমকক্ষ) ছিলেন না। তিনি কৈশরাবস্থা অতিবাহিত হইলে, যৌবনকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পিতা পৌষ্যরাজ আসন্নকাল নিকট জানিয়া আপন সহধর্ম্মিণীগণের সহিত প্রায়োপবেশনার্থ নিয়ম পরম্পরায় গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন চন্দ্রশেখর স্বকীয় বাহুবলে সংসারকে আত্মবশ ও ত্রিভুবনের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত

প্রতাপশালী নরপতিগণকে পরাজয় করত তৎকর্ত্তৃক সেবিতচরণ হইয়া পৃথিবীর একাধিপত্য (সম্রাট) হইয়াছিলেন। চন্দ্রাদি দিকপাল ও অমরগণ পরিবেষ্টিত দেবেন্দ্র যেরূপে অমরনগরী রক্ষা ও পালন করিয়া থাকেন, সেই অতুলযশ ও পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজকুমার চন্দ্রশেখর ও তদ্রূপ দৃশদ্বতী নদীতীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে মনোহর করবীর পুরী নির্ম্মাণ করত আত্ম অমাত্যগণের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া পরমানন্দচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা বাণপ্রস্থাবলম্বী জনক জননীদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত চন্দ্রশেখর মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হওত প্রকাণ্ড ধনুর্ধারণ করিয়া স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক একাকী বনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ত্র্যম্বক তথায় উপনীত হইয়া সম্মুখে তপঃপরায়ণ মহামুনি [illegible] দেখিতে পাইলেন। মুনিবর কৃষ্ণাজিনে সুশোভিত, তাঁহার কান্তি সূর্য্য প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল, জটা সকল ঊর্দ্ধোত্থিত, এবং পরম ব্রহ্ম চিন্তায় তাঁহার নয়নযুগল ভাবানুরক্ত। তাঁহার তপঃপ্রভাবে বনস্থলী যেন প্রদীপ্ত শারদীয় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মনোহর ও উজ্জ্বল হইয়া আছে। রাজা, এবম্প্রকার সেই ঋষিবরকে অবলোকন পূর্ব্বক রথ হইতে ভূমে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপান্তিকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ্! আমি মহারাজ পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম চন্দ্রশেখর; এক্ষণে আপনাকে

যোগ নিরত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় জানিয়া পুনঃ পুনঃ ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

হে রাজন্! এই ঘটনার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একদা পৌষ্যরাজ ঐ নমুচকে প্রাপ্ত হইয়া পূজা করত এইরূপে সুনৃত বচন দ্বারা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে করুণানিধে! যদি আমার প্রতি আপনার বিন্দু মাত্রও কৃপা হইয়া থাকে তবে, আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, চন্দ্রশেখর নামে আমার এক তনয় আছে, সে স্বভাবতই (ইন্দু কলায় পরিবৃত) এবং বালসুলভ চঞ্চলচিত্ত। হে মুনে! সেই বালক যদি কদাচিৎ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অনবধানতা বশতঃ কোন গুরুতর অপরাধ করে তবে, আপনি তাঁহাকে নিতান্ত চপল মতি জানিয়া তাঁহার সেই অপরাধ কৃপাবশত মার্জ্জনা করিবেন। মুনিবর নমুচ তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সেই পৌষ্যনন্দন ত্র্যম্বককে সমীপাগত দেখিয়া এবং পূর্ব্বের প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করত ও এক্ষণে তাঁহাকে বিনয়াবনত এবং তাঁহার সৌজন্যতা ও সদ্গুণ সকল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সদয়াস্তঃকরণে তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস চন্দ্রশেখর! আমি তোমার সৌজন্যতা ও বিনয়ীভাব দর্শনে তোমাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি আমার নিকট বাঞ্ছনীয় বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে এখনিই তাহা প্রদান করিতেছি।

অনন্তর সেই মহানুভব ঋষিবরের এবম্প্রকার কথা শ্রবণ

করিয়া চন্দ্রশেখরপুনর্ব্বার তাঁহাকে অত্যধিক ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সুনৃত বচনদ্বারা এই কথা কহিয়াছিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কি শারীরিক, কি মানসিক বা কি বাচনিক, এতৎসম্বন্ধে আমি যে কোন্ কার্য্য করিয়া থাকি সে সমস্তই আমার বিনয়ের বশতাপন্ন হউক। আর হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! (আপনি মনের ভাব সকলই জানেন, অতএব) আমার বাঞ্ছনীয় অথচ দুষ্প্রাপ্য, এবং যাহা আমি অপর কাহা হইতেও আশা করিতে পারি না, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া আমার সেই মনোভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুণ। অতঃপর মুনিবর নমুচ কহিতে লাগিলেন, হে চন্দ্রশেখর! তোমার সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে, তুমি ত্রিভুবন সুন্দরী ও সর্ব্বগুণান্বিতা একভার্য্যা প্রাপ্ত হইবে। হে রাজন্! পূর্ব্বতন কালে ভগবান মহেশ্বর যেমন শৈলনন্দিনী ত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবান নারায়ণ যেমন সিন্ধুবালাকে লাভ করিয়াছিলেন, অমরপতি শতক্রতু যাদৃশ প্রিয়তমা শচীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রতিপতি কন্দর্প যেমন ভুবনমোহিনী রতিদেবীর সহিত যোজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ হে পার্থিবোত্তম! তুমিও এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীরত্ন লাভ করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে অবস্থিতি করিবে। হে রাজন সগর! এই বলিয়া মুনিবর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত স্বস্থানে প্রত্যাগমনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া, আপনি ব্রহ্ম চিন্তায় পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলেন।

এদিকে যুবরাজ চন্দ্রশেখরও তখন বরলব্ধ হইয়া পরমানন্দ চিত্তে স্বস্থানে গমনোন্মুখ হইলেন। পথিমধ্যে তিনি আপন জনক জননীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে পূজা ও প্রণাম করিলে, তাঁহারা পরমাপ্যায়ীত হইয়া তাঁহাকে “মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক” এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বস্থাপিত করবীর পুরে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সচীবগণে পরিবেষ্টিত হওত পরম সুখে দুষ্ট দমন ও শিষ্ট সমাদর করিয়া প্রজাপালন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

কালিকা পুরাণে সপ্তচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় ।

-oo-

মহাত্মা ঔর্ব্ব কহিলেন যে, মহেশ্বর এইরূপে স্বেচ্ছা-সুখে পৌষ্যজায়ার গর্ভে স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এদিকে মনুজমানের বর্ষদ্বয় অতিবাহিত হইলে পূর্ব্বকালে যেরূপ গিরীন্দ্রভবনে মেনকার গর্ভে জন্ম সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পার্ব্বতী, ধীশক্তি সম্পন্ন সূর্য্যবংশোদ্ভব ককুৎস্থ রাজমহিষীরগর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিষয় শ্রবণ কর ।

হে রাজন্! পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে ইক্ষাকু বংশাবতংস ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ককুৎস্থ নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সাতিশয় প্রজাপ্রিয়, ধর্ম্মানুরাগী অসামান্য বদান্য, সুর ও সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ছিলেন। ,সকল প্রাণিতেই ইহাঁর দয়া সমভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। ভোগবতী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি তথাকার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিচক্ষণ অমাত্যগণের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও একাধিপত্য করিতেন। মহাত্মা ভর্গদেবের এক পরম রূপ-লাবণ্যবতী ও সর্ব্বগুণ সম্পন্না মনোন্মথিনী নামে এক পুত্রিকা ছিল। সেই পরম সাধ্বী ও পতিপ্রাণা দেবী ককুৎস্থ রাজের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ঐ নৃপতির ঔরসে এবং তাঁহার গর্ভে অতুল বলবীর্য্যশালী একশত সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু

রূপে রচনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে দূতগণ দ্বারা সত্বর নিকটস্থ ও দূরস্থ নৃপতিগণকে এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নৃপতিগণ তারাবতীর গুণ ও সৌন্দর্য্যাতিশয় এবং তাঁহার স্বয়ম্বরের বিষয় অবগত হইয়া সকলেই সত্বর স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সভায় আসিতে আরম্ভ করিলেন। এইকালে পৌষ্যনন্দন চন্দ্রশেখরও ঐ স্বয়ম্বরের বিষয় অবগত হইয়া চতুরঙ্গবলে পরিবৃত হওত বিবিধ দেবদত্ত ভূষণে ভূষিত হইয়া সত্বর সেই অযোধ্যাধামে সভামণ্ডপে স্বয়ং উপনীত হইলেন। ত্রিলোকবাসী রাজন্যবর্গ সকলেই সেই সভায় যথাযোগ্য স্থানে সমাসীন হইয়া অনিমিষ নয়নে সেই সজ্জিত সভার অনুপম শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সেই সভার দ্বারদেশের পার্শ্বদ্বয়ে স্তরে স্তরে কদলী বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে। তাহার নিম্নভাগে হেমময় পূর্ণকুম্ভ সকল সিন্দুররাগ বিচিত্রিত পুত্তলিকাগণে শোভা পাইতেছে। উপরিভাগে সপ্তপর্ণযুক্ত আম্রদল ও তদুপরি সশিখ লাঙ্গলী ফলে সুসজ্জিত রহিয়াছে। আর শ্বেত, পীত, নীল এবং রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের পতাকা সকল স্থানে স্থানে উড্ডীয়মান হওয়াতে নয়নের অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। স্থানে স্থানে রজত স্তম্ভে অয়স্কান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত ও সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি সকল উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছে। সভা গৃহের চতুর্দ্দিকে মুক্তাজালজড়িত ঝালর সকল বায়ুভরে ঈষৎ সন্দোলিত হইয়া অতিশয় রমণীয়

হইয়াছে। সুবর্ণ ও রৌপ্য সূত্রে নানাবিধ চিত্র বিচিত্রকর চন্দ্রাতপদ্বারা ঊর্দ্ধদেশ আবৃত হইয়াছে। রাজগণ এইরূপে সেই সভার নানাবিধ মনোহর বস্তুদ্বারা সুসজ্জিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

এদিকে সূর্য্যকুলসম্ভব কোশলাধিপতি ককুৎস্থ সমাগত রাজমণ্ডলীকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও সুনৃত বচনদ্বারা সকলকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান ও বিবিধ রসনারঞ্জক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে শুভসময় সমুপস্থিত হইলে, নৃপতিগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। তখন অযোধ্যাপতি ককুৎস্থ, কন্যা তারাবতীকে সভামধ্যে আনয়নার্থে যাত্রা করিলেন,এই সময়ে তারাবতী আপন প্রতিপালিকা প্রাচীনা ধাত্রীকে, স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ও সর্ব্বদাই আমার মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাক। তুমি সদাকালই আমার সৌভাগ্যের পথ নিরীক্ষণ কর। অতএব মাতঃ! এক্ষণে যাহাতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, ভাগ্যবান এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপ বিশিষ্ট এক পতি আমি লাভ করিতে পারি তুমি তদ্বিষয়ে সচেষ্টিত হও। তুমি সভা মধ্যে গমন করত ঐরূপ এক সৎপাত্র মনোনীত করিয়া আইস। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সভা মধ্যে প্রেরণ করত, স্বকীয় গর্ভধারিণী জননী যথায় মঙ্গল প্রদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলাচণ্ডিকার আরাধনা ও ধ্যান করিতেছিলেন, তথায়

সত্বর উপনীত হইলেন। হে ঋষিগণ! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং, পরমেশ্বরী হইলেও মানুষ-ভাবাপন্ন হইয়া (লীলা বশতঃ) চণ্ডীকালয় প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিয়া ভগবতী কালিকা দেবীকে প্রণাম করত এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তারাবতী কহিলেন,হে যোগমায়ে! হে যোগনিদ্রে! আমি তোমাকে একান্ত ভক্তির সহিত প্রণিপাত করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। যদি আমার এই জননী আমার নিমিত্ত সত্যই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন, এবং হে মাতঃ! তুমিও যদি তাঁহার পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া থাক, তবে যেন কোন ত্রিলোকেশ্বর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাজপুত্র আমার পাণিগ্রহণ করেন। তখন ভগবতী চণ্ডিকা কহিলেন, হে কুমারি! পৌষ্যরাজতনয় চন্দ্রশেখর, যিনি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, বিষ্ণুর ন্যায় দয়াশীল, কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী, এবং সত্যনিষ্ঠায় যিনি ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরেরন্যায়, এবং স্বভাবতঃ অর্দ্ধ চন্দ্রেই তিনি পরিশোভিত অতএব সেই চন্দ্র শেখরই তোমার পতিরযোগ্য। এক্ষণে হে বরারোহে! হে সুন্দরি! তুমি সেই চন্দ্রচুড় নরনাথের কণ্ঠেই বরমাল্য প্রদান কর। চণ্ডিকা রাজকুমারী তারাবতীকে এই কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন। পরমসতী তারাবতী তখন প্রহৃষ্টান্তঃকরণে চণ্ডিকাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় মন্মোথিনী জননীর সহিত মঙ্গল গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে সেই সুমতী ধাত্রী নৃপবালার যোগ্য পতি

নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট সত্বর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই রহস্যজনক কথা কহিয়াছিলেন। তারাবতী প্রথমতঃ সাতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, হে মাতঃ। তুমি কোন্ রাজকমারকে আমার পাণিগ্রহণের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়াছ, আমাকে সত্বর বল? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ধাত্রী কহিলেন, হে বৎসে রাজকুমারি! আমি তোমার নিমিত্ত অনেক নৃপনন্দনকে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তন্মধ্যে নানাশাস্ত্রদর্শী, পরম বিজ্ঞ, অথচ দয়ালু, শান্তপ্রকৃতি, অদ্ভুত বলশালী, শস্ত্র বিদ্যায় অদ্বিতীয়, এবং মহদ্বংশোদ্ভব, পরম সুন্দর ও শ্রীমান এক রাজপুত্রকে দর্শন করিয়াছি। হে কুমারি! আমি তাঁহার রূপ ও গুণের পরিচয় তোমাকে আর কি প্রদান করিব? বোধ হয় তত্তুল্য ব্যক্তি ত্রিজগতে আর কুত্রাপিই নাই। তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর। তিনি আসমুদ্র সমস্ত পৃথিবীর কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এবম্প্রকার সেই সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন যুবরাজ চন্দ্রশেখর স্বয়ং তোমার স্বয়ম্বর সভায় শোভা পাইতেছেন। সেই সভা মণ্ডপে সমাগত রাজন্যগণের মধ্যে মহারাজ চন্দ্রশেখর ব্যতীত আমি আর কাহাকেও মনোনীত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তিনি সাতিশয় বীর্য্যবান। তাঁহার সিংহের ন্যায় স্কন্ধ, দীর্ঘ হস্তদ্বয়, পাণিতল আরক্তিম, নয়ন দ্বয় আকর্ণ বিস্তারিত, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মুখমণ্ডল অতিশয় মনোহর, বিশাল বক্ষস্থল নাসিকা অতিশয় সুন্দর, ইন্দ্র প্রদত্ত কুণ্ডলদ্বয়

কর্ণযুগলে ঈষৎ সন্দোলিত, মস্তকে দিব্য উষ্ণীষ, কণ্ঠে মুক্তামালা, হস্তে সুবর্ণ বিনির্ম্মিত দিব্য বলয় ও সুরগণ প্রদত্ত বিবিধ রত্ন রাজীতে তাঁহার শরীর বিভুষিত। তাঁহার শরীরে ঈষদুত্থিত কৃষ্ণরোমরাজী ক্ষণপ্রভা হইতেও চাকচিক্যশালী, মুখারবিন্দ শারদীয় পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও দীপ্তিকর, এবং অর্দ্ধচন্দ্রে সুশোভিত, তাঁহার লাবণ্য দর্শনে বোধ হয় সুধাকর চন্দ্রমাও লজ্জিত হইয়া থাকেন। অতএব হে কন্যে! সেই নৃপ সত্তম চন্দ্রশেখরই তোমার অনুরূপ পাত্র, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ কর।

অনন্তর রাজকুমারী তারাবতী ধাত্রীর এবম্প্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রতিপালিকে! হে স্তন্য প্রদে! যৎকালে আমি সেই সভা মধ্যে মনোহর বেশে গমন করিব, তখন তুমি আমার অনুগামিনী হইয়া সেই নৃপসত্তম চন্দ্রশেখরকে আমার ঈঙ্গিত সহকারে প্রদর্শন করিও। নতুবা হে ধাত্রি! আমার স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য অনেকানেক নৃপতিগণ সমাগত ও সমবেত হইয়াছেন, অতএব আমি বালিকা হইয়া কি রূপে তাঁহাদের মধ্য হইতে নৃপশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখরকে জানিতে পারিব। এদিকে সময় উপস্থিত জানিয়া অঙ্গনাগণ পরিবেষ্টিত, কৃতকৌতুক মঙ্গলা তারাবতীকে সেই সুসজ্জিভূত স্বয়ম্বর সভায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত মহারাজ ককুৎস্থরায় যত্নশীল হইলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুর মধ্যে কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া বাৎসল্যরসে আদ্র হওত মনোহর

গন্ধ চর্চ্চিত এক সুদিব্যপুষ্পমালা লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করত কহিলেন, বৎসে! তুমি স্বয়ম্বরসভায় গমন করত সমাগত ও সভাস্থ নৃপতি কিম্বা দ্বিজগণের মধ্যে যাঁহাকে পরিণয় করিতে অভিলাষ হয়, (তুমি) স্বেচ্ছা সুখে তাঁহারই গলে এই বরমাল্য প্রদান কর। মহারাজ ককুৎস্থ, কন্যাকে এই কথা বলিয়া শিবিকারোহণে তাঁহাকে সভামধ্যে লইয়া গেলেন।

তারাবতী সভামণ্ডপে সমাগতা হইলে শক্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য দিকপাল রাজাগণ সকলেই সেই স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। তখন মুনিমানসবিহারিণী তারাবতী শিবিকা হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া আপন ধাত্রী সমভিব্যাহারে সেই মহতী সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় স্বেদাক্ত কলেবরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বরপ্রদা সেই চণ্ডিকাদেবীকে আপন মনোমন্দিরে ধ্যান করিয়া পরিশেষে ধাত্রীর ইঙ্গিতক্রমে নরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখরের কণ্ঠে সেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। তখন বেদবিত্ত ব্রাহ্মণগণ অমনি মঙ্গলার্থ সামবেদোক্ত ঋচদ্বারা যথা বিধানানুসারে তাঁহাদের শুভ বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎকালে গাথকগণ কলস্বরে বিশুদ্ধ তান লয়যুক্ত গান আরম্ভ করিলেন। নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ বিবিধ হাব ভাব সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বাদ্যকরগণ শ্রুতিসুখকর বাদ্য সকল বাজাইতে লাগিল। এইকালে

বন্দি ও মাগধগণ পরস্পর পরস্পরকে সুখ্যাত করিয়া মহদ্বংশসম্ভূত চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের গুণগান করিতে আরম্ভ করিলে, ত্রিদশগণ পুলকে পূর্ণিত হইতে লাগিলেন। নরপতি শ্রেষ্ঠ ককুৎস্থ তখন মহাবল চন্দ্রশেখরকে জামতা রূপে প্রাপ্ত হইয়া অতুলানন্দ অনুভব করিলেন।

এদিকে কুমারী তারাবতী পুরুষশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখরের গলে বরমাল্য প্রদান করাতে অন্যান্য যাবদীয় নৃপতিগণ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলে, মহাবল চন্দ্রশেখর অমনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ক্রমে দেবতারা স্বর্লোকে প্রস্থান করিলে আহূত নৃপতিগণও তখন স্বেচ্ছা সুখে বিদায় লইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতঃপর বৈদিক মন্ত্রদ্বারা বিবাহের উত্তর ক্রীয়া অর্থাৎ সপ্তপদী গমনাদি নির্ব্বাহ হইলে, নববিবাহিতা বধু রাজকুমারী তারাবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহারাজ চন্দ্র শেখর সত্বর নিজ করবীর পুরে গমন করিলেন। উহাঁদিগের গমন কালীন অযোধ্যা নাথ ককুৎস্থ, দিব্য পট্টাম্বরা ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভুষিতা রূপও যৌবন সম্পন্না দ্বাবিংশতি সহস্র দাসী প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যৌতুকস্বরূপে আরও ষষ্টি সহস্র গাভী ও (ষষ্টি সহস্র) সুরভী প্রদান করিয়া তৎসেবার্থ আর আর দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। চিত্রাঙ্গদা নামে তারাবতীর এক সহচরী ছিলেন, তিনিও প্রায় তারাবতীর সদৃশ রূপবতী ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রধানা পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করিলে তিনিও উহাঁ-

দিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ ককুৎস্থের আজ্ঞানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাবসু নামক যুবরাজ পিতৃপ্রদত্ত দ্রব্য সকল ও বরবধূকে লইয়া স্যন্দনে আরোহণ করত করবীর নগরীতে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহামতি চন্দ্রশেখর তারাবতীকে আপন-অঙ্গনা-রূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে তাঁহার সহিত করবীর নগরে কামকেলী করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দেবাদিদেব মহেশ্বর ও জগন্মাতা পার্ব্বতী এইরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহাকাল ও ভৃঙ্গী যেরূপে তাঁহাদের ঔরসে ও গর্ভে পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই আমি কহিতেছি; তুমি অনন্যমনে (তাহা) শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে তারাবত্যুদ্বাহ নামক অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন যে, হে ঋষিগণ! এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা তারাবতী স্নানার্থ আপন সখী ও অপরাপর কামিনীগণের সহিত দৃশদ্বতী নদীতে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সেই নদীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া জল হইতে উঠিবা মাত্রেই

পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক রূপবতী হইয়াছিলেন। তখন তিনি সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় হেমাঙ্গিনী হইলেন। তাঁহার ভানুকর-বিনিন্দিত পট্টবাস, নিতম্বোপরি আরও সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে নীল চিকুর বৃন্দ পতিত কর্ণে কনক-নির্ম্মিত কুণ্ডল দ্বয় কম্পিত, ও ভালে অরুণ বর্ণ সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইতেছিল।

অনন্তর অর্দ্ধাঙ্গ নিমগ্না পরম সুন্দরী তারাবতীকে এই-কালে কপোত মুনি দর্শন করিয়াছিলেন। এই কপোত মুনি জিঘাংসাশঙ্কায় (প্রাণীবিনাশ ভয়ে) কপোতরূপী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু এক্ষণে পরমদৃশ্যা তারাবতীকে নিরীক্ষণ করত স্মরশরে নিপীড়িত হইয়া এককালীন যেন মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পরিশেষে নিতান্ত অধীর হওত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এইরূপে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! হে চারুনেত্রে! তুমি কে, এবং কাহারই বা দয়িতা? তুমি কাহার নন্দিনী এবং কি নিমিত্তই বা এই নদীপুলিনে সমাগতা হইয়াছ? তোমার লাবণ্য দর্শনে শশাঙ্ককেও লজ্জিত হইতে হয়। তোমার তিলফুলের ন্যায় নাসিকা, নীলাব্জ সদৃশ, ঘূর্ণিত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় অতিশয় মনোহর। তোমার বাহুবল্লী মৃণাল বিনিন্দিত। হে কমলাক্ষি! তোমার কটিতট এত ক্ষীণ যে, তদ্দর্শনে মৃগরাজ কেশরী লজ্জিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বনে বাস করিয়া থাকে। হে সুন্দরি বক্ষোপরি তোমার পীনপয়োধর দর্শনে বিল্ব ফল যেন তজ্জন্যই অবনত হইয়াছে। সমস্ত কামিনী মণ্ডলীয় মধ্যে তোমার ন্যায়

রূপবতী আর কেহই নাই। হে বরাঙ্গনে! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মানবী, না দেবাঙ্গনা, কিম্বা দানব নন্দিনী, অথবা অপ্সর কামিনী, ইহার মধ্যে কেহই হইবে? অথবা তুমি সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসতনয়া? আমার বোধ হয় যে, তুমি হরসীমন্তিনী ভবানী অথবা ইন্দ্রাণী শচীদেবী হইবে? হে বরাননে! এক্ষণে তুমি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, (তোমাতেবিমুগ্ধ যে আমি,) আমাকে কামশর হইতে রক্ষা কর।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! মুনিবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখরভামিনী তারাবতী, নদী হইতে উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, হে মুনে! আমি মহারাজ ককুৎস্থের তনয়া, আমার নাম তারাবতী এবং আমি ভুবনবিজয়ী মহারাজ চন্দ্রশেখরের মহিষী। হে ঋষে! আমি ঋষিকুলে, কি গন্ধর্ব্বকুলে, কি রাক্ষসকুলে কিম্বা দেবকুলে উদ্ভব হই নাই। আমি সামান্য মানবকুলসম্ভবা। সম্প্রতি চারিত্র্য নামক ব্রতাবলম্বন করিয়া এই দৃশদ্বতী নদীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছি। কাপোত কহিলেন, হে চারুদর্শনে! আমি তোমাকে দর্শন করিয়া একেবারেই বিমুগ্ধ হওত কামশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়াছি, তোমার অঙ্গশৌষ্ঠব দর্শনে আমি নিতান্তই বিহ্বল হইয়াছি, অতএব হে মানসবিমোহিনি! হে মৃদুভাষিণি! তোমার ঐ সুন্দর উরুতরীর দ্বারা আমাকে সত্বর কামসাগর হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলে আমা হইতে তুমি সর্ব্ব

সুলক্ষণযুক্ত ও অদ্ভুত বীর্য্যশালী সন্তানদ্বয় লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর তারাবতী সেই কাপোতের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে একেবারেই ভয় ও দুঃখে অভিভূত ও কাতরা হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে গদগদ স্বরে এই কথা কহিয়াছিলেন, হে ঋষে! আমি কুলকামিনী ও সাধ্বী রমণী হইয়া কি রূপে এই মহৎ পাপজনক কর্ম্মে অনুমোদন ও ইহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব? অতএব আর আপনি আমাকে ঐ প্রকার কথার আদেশ করিবেন না। বিশেষতঃ আপনি তপস্যানুরক্ত ঋষি অতএব লম্পট ও কামুকের ন্যায় আপনারও ঈদৃশ কামপরবশ হইয়া পাপচিন্তা করা বিধেয় নহে। কারণ পরদারাহরণ-পাপে আপনারও চিরসঞ্চিত তপোজনিত পুণ্যপুঞ্জ অনায়াসে নষ্ট করিতে পারে। অনন্তর কাপোত কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি যতই কেন বলনা, আমার প্রাণই বিনষ্ট হউক, অথবা তপস্যাই নষ্ট হউক, কিন্তু তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; অতএব আমি প্রাণান্তেও তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে প্রাণাধিকে! হে রতিপ্রদে! তুমি আমাকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিয়া অবশ্যই আমাকে কামানল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থা হও। হে সুদৃশ্যে! যদি তুমি আমার বাসনা পূর্ণ না কর, তবে আমি নিতান্তই তোমার বিরহানলে এককালীন দগ্ধ হইব। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ও সবান্ধবে ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিব।

অনন্তর দেবী তারাবতী কপোত ঋষির এতাদৃশ রৌদ্র ও নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মশাপ ভয়ে আর একটী-মাত্রও বাক্য প্রয়োগ করিলেন না। পরিশেষে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি ঋষিবরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে! তুমি কিয়ৎক্ষাল এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি সখীগণের সহিত শীঘ্রই এখানে প্রত্যাগমন করিতেছি। অতঃপর তিনি সখীগণের মধ্যবর্ত্তিনী হওত সুচতুরা চিত্রাঙ্গদাকে কহিতেলাগিলেন, সখি চিত্রাঙ্গদে! এই কপোতমুনি কামবাণে বিমুগ্ধ হইয়া আমার প্রতি অত্যন্ত আশক্ত হইয়াছেন, এবং আমাকে আলিঙ্গন প্রদান করিবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতেছেন। অতএব সখি! আমি পরম সতী হইয়া কিরূপে ব্যাপিকার ন্যায় তাঁহাকে রতি প্রদান করিয়া তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ করি? হে সহচরি! আমি তাঁহার মানস পূর্ণ না করিলে তিনি কুপিত হইয়া ব্রহ্মশাপে আমার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় পরিজনের সহিত এককালীন আমাকে ভস্ম করিয়া বিনাশ করিবেন। কিন্তু আমি কদাপি সেই কাম নিপীড়িত কপোত মুনিকে আমার এই নবযৌবন দান করিতে সম্মত নহি। কারণ রমণীর সতীত্ব রক্ষা অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। অতএব হে সখি! এখন আমি এই ঘোরতর বিপদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছি!

অনন্তর সুমতি চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে সত্যবাদিনি! হে পতিব্রতে! এবিষয়ে তোমার কোন চিন্তা বা

আশঙ্কা নাই। এক্ষণে যে উপায় দ্বারা তুমি এই আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, আমি সেই কথা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপতনয়ে! তুমি যেরূপ অনুপমা রূপবতী, তাহাতে কামাশক্ত সেই কপোতমুনি তোমার আশা কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। এজন্য সম্প্রতি তুমি এক পরম সুন্দরী সখীকে তোমার ন্যায় বেশভুষায় ভূষিত করিয়া সেই কামান্ধ মুনির নিকট প্রেরণ কর, সুতরাং সে কামবাণে আহত হইয়া আর কিছুই অনুভব করিতে অসমর্থ হওত তোমাকে বিবেচনা করিয়া তাহাতেই পরিতুষ্ট হইবে, সেই সুন্দরী সখীকে এরূপ ভাবে ভূষিত করিতে হইবে যেন শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য অধিকতর রূপে বর্দ্ধিত হয়। হে পতিব্রতে! তাহা হইলে সেই ঋষি উহাকে, তোমা ব্যতিরেকে আর ইতরবিশেষ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারিবে না।

হে মহভাগে! তুমি সত্বর এই প্রকারে তাহাকে প্রতারণা করিলে, আশু সেই লম্পটের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে, আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবেক না, এবং তাহা হইলে ঋষির কামনা পরিপূর্ণের সহিত তোমারও সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। অতঃপর তারাবতী, চিত্রাঙ্গদার এই প্রকার সদ্যুক্তি শ্রবণ করিয়া পরম রূপ গুণ বিশিষ্টা ও পূর্ণ যৌবনা সমবয়স্কা চিত্রাঙ্গদাকেই কহিলেন, ভগ্নি! তুমিই আমার ন্যায় রূপ যৌবনবিশিষ্টা, অতএব এক্ষণে আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার এই সকল বসন ভূষণ পরিধান

করত সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া সেই লম্পট কাপোত মুনির নিকট গমন কর। নতুবা অন্য কাহাকেও ইহার দ্বারা সুসজ্জিতা করিয়া প্রেরণ করিলেও মুনিবর তাঁহাকে জানিতে পারিয়া আত্মীয় ও স্বজনের সহিত নিদারুণ ব্রহ্মকোপানলে আমাকে দগ্ধ করিবেন। অতএব হে সখি! তুমি প্রায় আমার তুল্যই রূপবতী ও সমবয়স্কা, এজন্য আমার অনুরোধ বশত এই সকল বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক ত্বরায় তাঁহার সন্নিহিতে গমন করিয়া ধর্ম্ম ও স্বজনের সহিত আমার প্রাণ রক্ষা কর।

অনন্তর রাজকুমারী তারাবতীর এতাদৃশ কাতরোক্তি ও অনুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত বিষাদিত চিত্তে ও কাতর স্বরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে ভগ্নি! অদ্য আমি তোমার অনুরোধ ক্রমে (তোমার) এই কথা রক্ষা করিতেছি, কিন্তু যথাকালে তুমি আমাকে স্মরণ করিও। আমার হইয়া তুমি, জনক ভূপতি ককুৎস্থ ও সংসার বিজয়ী মহারাজচন্দ্রশেখরকে মিষ্টবাক্যে আশ্বাসিত করত এই সকল সখীগণকে আমার ন্যায় যত্ন সহকারে পালন করিও। চিত্রাঙ্গদা এই বলিয়া রাজকুমারী তারাবতীর বেশ ভূষা ধারণ করত অপূর্ব্ব মুনি-মন-মুগ্ধকর বেশে সেই লম্পট কাপোত মুনির নিকট গমন করিলেন।

অনন্তর তারাবতী আপন আভরণাদি শরীর হইতে উন্মোচন করত সেই দাসীগণের মধ্যে মিলিতা হইয়া

একান্তঃকরণে বিপদনাশিনী ভগবতীর নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কামান্ধ সেই কাপোত দ্বিতীয় সৌদামিনীর ন্যায় সেই কামিনীকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া এককালে মদন বাণে আকুলিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বকালে পরম সাধ্বী পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া তপোনিষ্ঠ ধীমান ভরদ্বাজ যেরূপে কামে বিমোহিত হইয়াছিলেন,তদ্রূপ এই কাপোত মুনি প্রমোদোত্তমা চিত্রাঙ্গদাকে প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক বিমুগ্ধ হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই হৃষ্টচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! পুরাকালে পদ্মাবতী যেরূপ পরম তপোনুষ্ঠায়ী ভরদ্বাজের কামানা পূর্ণ ও তাঁহাকে আহ্লাদিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও আমাকে সেই রূপ পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ কর। তখন চিত্রাঙ্গদা তাহা আকর্ণন পূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবকাশে ঋষিবর কন্দর্প দেবকে স্মরণ করত তাঁহার সহিত শৃঙ্গারের উপক্রম করিলেন। কুসুমায়ুধ কামদেব, মুনি কর্ত্তৃক আবাহিত হইলে তৎক্ষণাৎ সৈত্য, সৌগন্ধ ও মান্দ্য এই ত্রিবিধ অনিলের সহিত আপন ধনুর্ব্বাণে পরিশোভিত হইয়া মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিবর সুবাসিত মাল্য ও চন্দন চর্চ্চিতাঙ্গ এবং প্রখর রবি কর বিনিন্দিত উজ্জ্বল ও অত্যাশ্চর্য্য বসন পরিধান করত অতিশয় মনোহর বেশধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভায় দিবাকরকেও হীনপ্রভ

বলিয়া বিবেচনা হইতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে তাঁহার সেই পরম রূপ সন্দর্শন করিয়া রাজ্ঞী তারাবতী ব্যতীত সকল কামিনীগণ একেবারে মদনবাণে আহত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। এইকালে মুনিবরকে সহসা এরূপ রূপবান হইতে দেখিয়া ককুৎস্থরাজনন্দিনী তারাবতী সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

এদিকে মহামতি কাপোত ত্রিলোক মুগ্ধা চিত্রাঙ্গদার সহিত প্রীতি প্রফুল্ল মনে কাম কেলী করিতে আরম্ভ করিলে, সদ্যই তাঁহার গর্ভে দুই সন্তান উৎপন্ন হইল। ঐ দেবগর্ভোপম সন্তানদ্বয় সাতিশয় সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রভা, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট ও সাক্ষাৎ দেবগণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন মুনিবর সেই সন্তান দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং স্বীয় করপুট দ্বারা চিত্রাঙ্গদার কোমল পাণিদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় সম্মান সহকারে ও বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন যে, হে প্রিয়ে! যে পর্য্যন্ত তোমাতে আমার বাসনার পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার নিকট অবস্থিতি করিয়া আমার কামনা পূর্ণ কর। আমি তোমাকে অনুমতি করিলে, তুমি স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিও, তাহাতে রাজা হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই।

হে রাজন। এইরূপে চিত্রাঙ্গদাদেবী সেই ঋষিবরবাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় ভীতান্তঃকরণে তাঁহার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঋষিবর (চিত্রাঙ্গদা

ব্যতীত) অন্যান্য যোষিদবর্গকে তথা হইতে স্বস্ব আবাসে যাইতে অনুমতি করিলেন। তখন রাজনন্দিনী তারাবতী স্বীয় ভগ্নী চিত্রাঙ্গদার বিরহে ব্যাকুলা হইয়া অগত্যা অন্যান্য সখীগণের সহিত নিজগৃহে গমন করিলেন। তিনি গৃহে উপনীতা হইয়াই কাপোত সম্বন্ধীয় সমস্ত রহস্য বৃত্তান্ত আপন ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই বর্ণন করিলেন। তখন করবীর নাথ সেই অদ্ভূত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চন্দ্রশেখর কিয়ৎকাল গভীর ভাবে চিন্তা করত, কাপোতের অনুমত্যনুসারে (তিনি) চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই ঋষিবর চিত্রাঙ্গদাদেবীর সদ্যোজাত তনয়-দ্বয়ের জাতকর্ম্ম ও সংস্কারাদি কার্য্য সকল সদন্তঃকরণে বিধিবৎ সমাধা করিতে লাগিলেন।

সগররাজ কহিলেন, হে ঋষিবর! পূর্ব্বতন কালে সেই সুনীতিজ্ঞা চিত্রাঙ্গদাদেবী কিরূপে ককুৎস্থ রাজার তনয়া হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব হে দ্বিজসত্তম! আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণন করত আমার আগ্রহাতিশয় চিত্তকে সুস্থ করুন।

অনন্তর মহামুনি ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে একদা মহারাজ ককুৎস্থ মৃগয়ার্থ হিম গিরিতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তিনি বহুতর মৃগ ও মৃগ শাবক-দিগকে বিদ্ধ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে

শৈলসানুতে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে তথায় সুরলোক হইতে পৃথ্বীতলে সমাগতা উর্ব্বসীকে নিরীক্ষণ করত স্মরশরে নিতান্ত আকুল হইয়া বারম্বার তাঁহার সহিত সম্ভোগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই দেব-বারাঙ্গনা উর্ব্বসী তাঁহাকে শক্রসন্নিভ নর শার্দ্দূল জানিয়া সেই গিরিকন্দরে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সদ্য সদ্যই সেই উর্ব্বসীর গর্ভে ভূপাল ককুৎস্থ হইতে এক তনয়া জন্মিয়াছিল। এই কালে রাজাকে পরিতুষ্ট জানিয়া উর্ব্বসী যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুন্দরি! হে রতি-প্রদে! এই সদ্যজাতা কুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কিরূপে কোন্ প্রাণে স্থানান্তরে গমনোন্মুখী হইয়াছ? এক্ষণে মদীয় ঔরসজাত এই তনয়াকে সম্যক্ প্রকারে প্রতি-পালন কর। উর্ব্বসী কহিলেন, হে রাজন্! আমি সর্ব্বদাই দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। অতএব এক্ষণে কিরূপে ত্বদীয় বীর্য্যোৎপন্না তনয়াকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব?

বিশেষত বারাঙ্গনাগণের শরীর সর্ব্বদাই বিকার বিনির্গত হইয়া থাকে, অতএব কোন্ কালে কোন্ কামিনীই বা তজ্জাত সন্তান সন্ততি গ্রহণ করিয়া থাকে? অতএব হে রাজন্! আমি স্বরূপ কহিতেছি যে, সম্প্রতি যদি সদ্য-জাতা তনয়ার প্রতি তোমার একান্ত দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি নিজেই ইহাকে গ্রহণ ও প্রতিপালন

কর, এবং আমাকে স্ব স্থানে গমনে অনুমতি প্রদান কর।

উর্ব্বসী রাজাকে এইরূপ কহিয়া যথেচ্ছারূপে স্থানান্তরে গমন করিলেন। তখন নরশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থ নবাত্মজাকে অঙ্কে লইয়া স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন ও উহাঁর নাম চিত্রাঙ্গদা রাখিলেন। ককুৎস্থ রাজা নিজ সহধর্ম্মিণীকে ঐ তনয়া প্রদান করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, প্রিয়ে! এই বালিকা আমার পুত্রী শৈলেন্দ্রাচলে ইহাঁর জন্ম হইয়াছে, এবং আমি ইহাঁকে এখানে প্রতিপালনার্থ আনয়ন করিয়াছি। হে প্রাণাধিকে! তুমি মদাদেশ বশবর্ত্তিনী হইয়া কদাচ ইহার প্রতি অযত্ন প্রকাশ করিও না। এইরূপে রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষী তৎক্ষণাৎ পতিবাক্য শিরোধার্য্য করত সাতিশয় স্নেহ প্রবণ চিত্তে ঐ কুমারীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কখনই তাঁহাকে অপ্রিয় কথা কহিতেন না, এবং স্বগর্ভ সম্ভূতা তনয়ার ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন।

মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! অতঃপর শ্রবণ কর। একদা মহামুনি অষ্টাবক্র বক্রভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কুমারী চিত্রাঙ্গদা তাহা দেখিতে পাইল, এবং বাল্যবুদ্ধিবশতঃ (কিছুই না জানিয়া) তৎপ্রতি হাস্য করিয়াছিল। তখন ঋষিবর তাহাতে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, রে দুরুৎসহে! রে পাপচারিণী!

তুই যেমন ইতর ব্যক্তির ন্যায় আমাকে দেখিয়া পরিহাস করিলি, তেমনি তুই এই ককুৎস্থ রাজবংশের দাসী হইয়া অবস্থিতি কর। কালক্রমে অনূঢ়াবস্থায় তোর গর্ভে দুই সন্তান উৎপন্ন হইলে, রে পাপীয়সি! (তখন) তোর দাসীত্ব মুক্ত হইবে,—তখন তুই ভদ্রলাভ করিবি। এই জন্যই হে রাজন্! সেই চিত্রাঙ্গদা আপন জনক কর্ত্তৃক তারাবতীর দাসীত্ব কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিল। পরিশেষে উপযুক্ত সময়ে তিনি কাপোতমুনি হইতে যমজ সন্তান প্রাপ্ত হইয়া ভদ্র লাভ করিয়াছিলেন! ঐ মহাভাগ পুত্র যুগল, পরিশেষে মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! যে প্রকারে চিত্রাঙ্গদা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে রাজকুমারী তারাবতীর প্রশ্ন যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসমুদয় কহিতেছি অবহিত হও।

কালিকাপুরাণে চিত্রাঙ্গদোপাখ্যান নামক একোন
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

ঔর্ব্ব মুনি কহিলেন, হে সূর্য্যবংশাবতংস! অতঃপর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, একদা তারাবতী চারিত্র্যব্রতানুষ্ঠান জন্য বেদবিহিত স্নানার্থ দাসী সহস্রে পরিবৃতা

হইয়া নানালঙ্কারে বিভূষিতা হওত পুনর্ব্বার সেই দৃশদ্বতী নদীতে গমন করিয়াছিলেন। রম্ভাদি সখীগণের মধ্যে ইন্দ্রাণী শচী যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন, রাজ্ঞীতারাবতীও তদ্রূপ আত্মপরিচারিকাগণের মধ্যে ততোধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সেই নদীজলে অবতীর্ণা হইলে, ঘন জাল মধ্যে তড়িল্লতা যাদৃশ দীপ্তিশালিনী হইয়া থাকে, ত্র্যম্বকভামিনী তারাবতীও সেই তোয়োপরি উজ্জ্বলরূপে ততোধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় প্রভায় নদীকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। হৈম প্রতিমা যেরূপ স্বচ্ছ (কাচ) দর্পণের সন্নিহিত হইলে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া থাকে, সেইরূপ তারাবতীর ছায়া সেই নদীর জলে নিপতিতা হইয়া নয়নের অলৌকীক প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

অনন্তর নাভি পর্য্যন্ত নিমজ্জমানা পরম সুন্দরী তারাবতীকে তথায় পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া কাপোত এক কালে বিলুপ্তচেতন হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সংজ্ঞালাভ করত কিয়ৎকাল অনিমিষ নয়নে তাঁহার অসামান্যরূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! এই দৃশদ্বতীতে সহস্র সখী পরিবেষ্টিতা হইয়া যিনি অবগাহন করিতেছেন, ইনি কে? ইহাঁকে বিষ্ণু জায়া লক্ষ্মী হইতেও সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। ইনি কি শৈলেন্দ্রবালা অপর্ণা? ইহাঁর রূপেই যেন ত্রিভুবন এককালীন উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর ঋষি বাক্য শ্রবণ করিয়া,

অভিসম্পাতভয়ে ভীতা হওত পরম সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা নানাবিধ স্তবনীয় বাক্যে ঋষিকে পরিতুষ্ট করত কহিতে লাগিলেন, হে ঋষে! ইনি ককুৎস্থ রাজের কন্যা, ইহাঁর নাম তারাবতী, এবং ইনি বিশ্ববিজয়ী নরেন্দ্র চন্দ্রশেখর মহীপালের ধর্ম্মপত্নী; ও সাতিশয় প্রীতির পাত্রী। হে মুনে! পূর্ব্বে তুমি ইহাঁকেই সন্দর্শন করিয়া স্মরশরে নিপীড়িত হইয়াছিলে। তৎকালে এই তারাবতী আত্মসতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার্থ তাঁহার বস্ত্রাভরণ দ্বারা ভূষিতা করিয়া আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং গৃহে গমন করিয়াছিলেন। হে মুনে! সেই ইনি আমারই ভগ্নী তারাবতী; এক্ষণে স্নানার্থ স্বীয় সখীগণ সমভিব্যাহারে এই দৃশদ্বতী নদীতে পুনরাগতা হইয়াছেন। হে মুনে! হে প্রাণাধিক! ইনি আমার জ্যেষ্ঠা, অতএব ইহাঁকে তোমার কোন কথা বলা অনুচিত, কারণ (মৎসম্বন্ধে) ইনি (পরিচয়ে) তোমারও গুরুজন। যাহা হউক, হে দ্বিজেন্দ্র! সম্প্রতি তুমি কিয়ৎকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমি আমার ঐ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ ও মিষ্টালাপ করিয়া সত্বরই এখানে প্রত্যাগমন করিব।

চিত্রাঙ্গদার এতাদৃশ বাক্য আকর্ণন ও তারাবতীর রূপমাধুর্য্য স্মরণ করত মহর্ষি কাপোত এককালে প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় ক্রোধারক্তিম নয়নে কহিলেন, এই দুষ্টবুদ্ধি পাপীয়সী আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে? ভাল, আমি সদ্যই ইহাঁর সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি। মুনিবর এইরূপে রোষাবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমা চিত্রাঙ্গদার সহিত,

সহস্র পরিচারিকায় পরিবেষ্টিতা তারাবতীর নিকট গমন করিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! অতঃপর কাপোত তারাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় কোপভরে (তাঁহাকে) এই কথা কহিয়াছিলেন, পাপীয়সি! ইতঃপূর্ব্বে আমি তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার সহিত সহবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া আত্মযৌবন ও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর। দুষ্টে! পাপাত্মন্! তুমি যেমন আমার নিকট সতীত্বের আস্পর্দ্ধা করিয়াছ এবং আপন সৌন্দর্য্যে প্রগল্‌ভতার সহিত উন্মত্তা হইয়া আমাকে রূপ বিহীন অবলোকন করিয়া অবমাননা করিয়াছ, সেই হেতু এক ধনহীন ও কুরূপ ব্যক্তিকর্ত্তৃক সহসা যাচিতা হইয়া সদ্যসদ্যই বানর মুখাকৃতি পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে।

অনন্তর মুনিবরের এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত বাক্য শ্রবণ করিয়া তারাবতী ওষ্ঠাধর কদলী পর্ণের ন্যায় কম্পিত করত কহিতে লাগিলেন। মুনে! যদি আমার জননী, সত্য সত্যই জগদম্বিকা চণ্ডিকার আরাধনা করিয়া, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদি ভূপেন্দ্র চন্দ্রশেখরের চরণে একান্ত ভক্তি থাকে, তবে আমি অন্য কাহাকেও ক্ষণকালের নিমিত্তও মনোমধ্যে স্থান প্রদান করিব না এবং সত্য সত্যই যদি আমি মহারাজ ককুৎস্থের ঔরসজাতা হই, তাহা হইলে এই সমস্ত সত্যের বলে দেবতা ব্যতীত আর কেহই আমাকে কামনা করিতে পারিবেক না। হে মুনে! (আপনি ইহা সত্য জানি-

বেন যে,) সেই চন্দ্র শেখরের চরণার বিন্দে আমার একান্ত ভক্তি থাকিলে, কোন দুর্ব্বৃত্ত স্বপ্নযোগেও, আমার এই যৌবন উপভোগ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। তারাবতী এই কথা বলিয়া কাপোতকে প্রণাম করত নিজভর্ত্তা চন্দ্রশেখরের পাদ পদ্ম চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে মুনিগণ! রাজকুমারী তারাবতী তথা হইতে প্রস্থান করিলে, তপঃপরায়ণ কাপোত তখন তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, কি আশ্চর্য্য! এই রাজকুমারী তারাবতী অকুতোভয়ে ও প্রগল্ভভাবে আমার অগ্রে এতদূর দম্ভ প্রকাশ করিয়াছে? ইহার মধ্যে অবশ্যই কিছু কারণ নিহিত আছে। মুনিবর এই বলিয়া আত্ম সংযম দ্বারা ধ্যানপরায়ণ হইলে, দিব্য জ্ঞানলাভ করত তাঁহার সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিলেন। মুনিবর ধ্যানদ্বারা, পার্ব্বতী যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উহারাও যেরূপে পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই জানিতে পারিলেন। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মহাদেব ও জগদম্বিকা দুর্গা যেরূপে ও যে জন্য মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেবী চিত্রাঙ্গদারও জন্ম কারণ স্পষ্টরূপেই অবগত হইয়া আর কোন কথা কহিলেন না।

অনন্তর ঋষিবর অমীয়বচনে চিত্রাঙ্গদা দেবীকে সম্ভাষণ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সহিত সহবাসদ্বারা (তাঁহার) বাসনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পতিপ্রাণা তারাবতী ঋষির অভিসম্পাৎ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আপন স্বামীকে অবগত করিলেন। তখন পৌষ্য নন্দন চন্দ্রশেখর তৎসমস্ত আকর্ণন করত সবিশেষ চিন্তা করিয়া প্রণয়িণী তারাবতীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুমধুর বচনে কহিলেন, দেবি! এ বিষয়ে তোমার কিছু চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কারণ যে স্ত্রী ধর্ম্মার্থ কামদ্বারা একান্তমনে ও ভক্তি সহকারে পতিসেবা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকট ঋষিক্রোধ কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারে না; অতএব ভামিনি! এক্ষণে তুমি চারিত্র্য ব্রত ধারণ কর। তাহা হইলে তোমার কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং নিত্যই কল্যাণ হইবে। করবীর পতি চন্দ্রশেখর এইরূপে স্বীয় প্রণয়িণীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গগণস্পর্শী উচ্চ এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই গৃহ চতুঃশতহস্ত উচ্চ, তিন শত হস্ত আয়ত্ত এবং তৎপরিমাণেই বিস্তৃত ছিল। উহার নিম্নদেশ স্ফটিক ও রত্নরাজীদ্বারা বিনির্ম্মিত, এবং শুভ্র ও মনোহর বৈদুর্য্যাদি মণিদ্বারা খচিত। উহার চতুর্দ্দিকে কাঞ্চন স্তম্ভ সকল অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত এবং চন্দ্রকান্ত মণিদ্বারা সুসজ্জিত। এইরূপে জগদাধিপ চন্দ্রশেখর আপন প্রণয়িণীর সন্তোষ বর্দ্ধন এবং রক্ষার কারণ বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা অপূর্ব্ব এক পুরী সংরচন করিলেন। সেই দেব হর্ম্মের সোপানের স্তরে স্তরে কেবল বৈদুর্য্যাদি মণি মুক্তায় শোভিত হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত সেই প্রাসাদ দেবরাজের অমরাবতী অপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছিল। ঐ পুরীর চতুর্দ্দিকে,

সুবর্ণ জাল জড়িত ঝালর দোদুল্যমান হইতেছিল। ঐ গৃহে বাস করিলে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, উহার সুধর্ম্মা নাম হইয়াছিল। উহাতে মৃদু, সুস্বাদু প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্য বস্তুই ছিল। চন্দ্রশেখর ঐ প্রাসাদে আপন বয়স্যগণের সহিত অবস্থিতি করিয়া রাজ্ঞী তারাবতীর সহিত প্রণয়ালিঙ্গনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথ্বীনাথ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে লইয়া পূর্ণ সম্বৎসর কাল আপন অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন।

একদা সাক্ষাৎ ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর ন্যায় পতিপরায়ণা তারাবতী একাকিনী আপন প্রাসাদশিখরোপরি উপবেশন করত আত্ম সংযোগ দ্বারা এককালে আপন অভীষ্ট দেবতার (শিবদুর্গার) ধ্যান ও পতি পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছিলেন; এই সময়ে তিনি যুগল ত্র্যম্বক হরকে একভাবে ও একত্রে দর্শন করিয়া, কে দেবতা চন্দ্রশেখর কে বা রাজা চন্দ্রশেখর, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রাসাদ স্থিতা চারুরূপা তারাবতী তখন সুধর্ম্মা সভা মধ্যে গমন করিলে, সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় দীপ্তি শালিনী হইলেন। অনন্তর দেবাদিদেব চন্দ্রশেখর, স্বীয় প্রণয়িণী উমার সহিত রহস্যজনক বাক্যালাপ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিলেন। তৎকালে তিনি সাক্ষাদ্ ভগবতী উমার ন্যায় তারাবতীকে দর্শন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর হৃদয় বিলাসিনী সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় তারাবতীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ বৃষাসন ঈষৎ হাস্য বদনে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন।

ভগবান মহাদেব কহিলেন হে প্রিয়ে তারাবতি ! তুমিত এই নারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, অতএব এক্ষণে ভৃঙ্গী ও মহাকাল তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে। হে দেবি ! যে আমি তোমার অনন্য স্বামী এবং তোমাব্যতীরেকে (আমি) অন্য কোন রমণীতেই অনুরক্ত হইবার অভিলাষী নহি, এক্ষণে সেই আমি ভৃঙ্গী ও মহাকাল এই সন্তানদ্বয়কে উৎপন্ন করিব, এতাবৎ তুমিও স্বীয় প্রকৃত রূপ ধারণ কর।

অনন্তর ভগবতী কহিলেন, হে বিশ্বরঞ্জন ! ত্বদীয় বাক্যক্রমে এই আমি মানব মুর্ত্তি সঙ্কোচ ও সম্বরণ করিলাম, এক্ষণে তুমি ভৃঙ্গী ও মহাকালকে উৎপন্ন কর। কারণ হে বিভো ! মহাকাল ও ভৃঙ্গী যে, মদীয় গর্ভজাত হইবে, ইহা কথিতই আছে, এবং মহামুনি কাপোতও আমাকে এই প্রকার শাঁপ প্রদান করিয়াছেন। হে ভর্গ ! হে শিব ! এক্ষণে তুমি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমার প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

ঔর্ব্ব মুনি কহিতে লাগিলেন, হে রাজন ! এইরূপে সেই দেবী ভগবতী স্বয়ং তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাদেব কামবাণে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাতে গমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী তারাবতী ও স্বয়ং সেই কালে মহাদেবকে ভজনা ও প্রেমালিঙ্গন দ্বারা তাঁহার অভীষ্টপূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহার সময়ে মহাদেব কণ্ঠে অস্থিমালা ও কপালীর ন্যায় রৈবত (বিকৃত) বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পলিত ও পূতিগন্ধযুক্ত দেহে রমণ করিলে সদ্য সদ্যই

তারাবতীর গর্ভে সন্তানদ্বয় উৎপন্ন হইল। হে নৃপশার্দ্দূল! ঋষিবাক্য ক্রমে ঐ তনয়দ্বয়ের মর্কটানন হইয়াছিল।

এবম্প্রকারে শিব বীর্য্য হইতে সন্তানদ্বয় প্রজাত হইলে, অপর্ণা পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরহইতে বিনিঃসৃতা হওত তাঁহাকে মায়ার দ্বারা বিমোহিত করিলে, তিনি এই সকল বিষয় কিছু মাত্রই জানিতে পারিলেন না। পার্ব্বতী তখন, আমি গৌরী ও আমিই অপর্ণা, অতএব কিরূপে এখন মানব মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করি; এই বলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

এদিকে তারাবতী তখন সহসা সদ্যজাত তনয়দ্বয়কে ভূমি তলে নিরীক্ষণ করিয়া সতী ব্রত হইতে আত্মাকে দর্শন করত বিকৃত বেশধারী হরকে পুরোভাগে দর্শন করিয়া কালান্তকোপম ঋষিবরের অভিসম্পাৎ স্মরণ করিলেন। পতি পরায়ণা তারাবতী ত্রিশূলী শম্ভুকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাতিশয় বিমর্ষভাবযুক্ত হইয়া (তাঁহাকে) এই কথা কহিয়াছিলেন যে, তুমি মৌনব্রত মুনিগণের একমাত্র অদ্বিতীয় বরদাতা এবং রমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষণের কারণ, পুরাকালে পণ্ডিতেরা এইরূপ কহিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাহা সকলই মিথ্যা হইল, এবং আমারইবা ঈদৃশ প্রবৃত্তি জন্মিল? এইরূপে তারাবতী বারম্বার আক্ষেপ সহকারে, মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলে, তৎকালে ত্রিশূলী কহিলেন, হে চারুনেত্রে! হে বরাননে! তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ ইহাতে তোমার সতীত্ব ধর্ম্মের কিছুমাত্র বিপর্য্যাপ্ত হয়

নাই। কারণ হে দীর্ঘলোচনে! যৎকালে কাপোত তোমাকে ক্রোধভরে শাঁপ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তুমি নিজ মুখেই তাঁহাকে কহিয়াছিলে, যে যদি আমি কখন সেই ভগবান শিবের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সংকলে দেবতা কিম্বা চন্দ্রশেখর ভিন্ন আর কেহই ভ্রমক্রমে ও আমাকে কামনা করিবে না। অতএব যাঁহাকে তুমি আরাধনা করিয়াছিলে, আমিই সেই মহাদেব চন্দ্রশেখর, এক্ষণে কামাশক্ত হইয়া তোমার কামনা পূর্ণ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিলাম। অতএব হে মঙ্গলে! তজ্জন্য তুমি কদাপি ইতর বিশেষ চিন্তা করিও না। মহাদেব এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং দেবী তারাবতী মায়াদ্বারা নিতান্ত বিমোহিতা হইয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ও মলিন বেশে ভূশয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং তৎকালে তিনি সেই নব-প্রসূত সন্তানদ্বয়কে ভূতলশায়ী দেখিয়াও তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া ও আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ফলতঃ অশোকবনে জনক নন্দিনী জানকী যেরূপে বন্দীভাবে থাকিয়া শোকাকুল হৃদয়ে আপন প্রাণপতি সেই রামচন্দ্রের চরণ একান্ত চিন্তা করিয়াছিলেন, রাজ্ঞী তারাবতীও এখন সেইরূপে শিববাক্য শ্রবণ করিয়া আলুলায়িতকেশী হইয়া আপন পতি চন্দ্রশেখরের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে তারানাথ চন্দ্রশেখর সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণয়িণীকে দীনার ন্যায় মলিন বাসা, বিষন্নবদনা, মুক্তবেণী ধূল্যবলুণ্ঠিতা দেখিয়া চমকিত

হওত তৎসন্নিহিত হইলেন। তখন তিনি বালার্ক সদৃশ উজ্জল ও বানরাস্য বিশিষ্ট ভূতলশায়ী তনয়দ্বয়কে নিরীক্ষণ করত ভীত ও আশ্চর্য্য জ্ঞানে তারাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি পূর্ণযৌবনা হইয়া কি নিমিত্ত এই জনশূন্য গৃহে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ? তোমার এরূপ নীচ প্রবৃত্তিই বা কেন হইল? তুমি সিংহ পত্নী হইয়াও সম্প্রতি কোন্ দুর্ব্বৃত্ত অসম সাহসী শৃগাল কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছ? এই উজ্জল তনু ও মর্কট মুখাকৃতি কিশোরদ্বয়ই বা তুমি কাহা হইতে প্রাপ্ত হইলে? ইহার বৃত্তান্ত সকল স্পষ্টরূপে তুমি ত্বরায় আমার গোচর কর। এক্ষণে তুমি কাহার সহিত মিলিত হইয়াছ, তাহা আমি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, হে সগররাজ! ভর্ত্তার এবম্প্রকার কটূক্তি সকল শ্রবণ-পূর্ব্বক পরমসাধ্বী তারাবতী তাঁহাকে ভর্গাগমন ও তদ্ভাষিত সমস্ত বৃত্তান্ত সজল নয়নে ও অনুচ্চৈস্বরে আদ্যোপান্ত সমস্তই বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলেন। পতিপরায়ণার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মহারাজ চন্দ্র-শেখর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এককালে চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি (এইরূপে পুনঃ পুনঃ) মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! শূলপাণি স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও কি, ভূতলে সমাগত হইয়াছিলেন? বিশেষতঃ সেই নয়নত্রয় শোভিত কৈলাস নাথ অনন্ত কান্ত, তিনি পার্ব্বতী ব্যতিরেকে কখনই অন্য কোন রমণীকেই কামনা করেন

না; এজন্য ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সেই মহামহেশ্বর কখনই এস্থানে সমাগত হয়েন নাই। (তবে বোধ হইতেছে যে,) সেই ঋষি বাক্যই বলবৎ। (কারণ তাঁহারই অভিসম্পাৎ বাক্যক্রমে) কোন দুর্ব্বৃত্ত মায়াবী রাক্ষস মায়া দ্বারা সেই শঙ্করের ন্যায় অদ্বিতীয় পরম সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে এখানে আগমন করত ছলনা করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এক্ষণে এই পরম পবিত্র-চরিত্র তারাবতী, রাক্ষস কর্ত্তৃক স্পৃষ্য ও দূষিতা হওয়াতে তিনি ব্যাপিকাগণের ন্যায় ভ্রষ্টা, পর পুরুষগামিনীও অপবিত্রা হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আমি পুনর্ব্বার কি প্রকারে এই ভ্রষ্টা রমণীকে পুনর্গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব?—আরও এই যে সদ্যজাত তনয়দ্বয় যদি নিতান্তই রাক্ষস-বীর্য্য জাত না হইবে তবে কি নিমিত্তই বা ইহাদের মুখাকৃতি শাখা মৃগের ন্যায় (কদর্য্য ও ভীষণ) হইবে?

রাজা চন্দ্রশেখর এবম্প্রকারে সংশয়িত চিত্তে গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কমলাসনা সরস্বতী আকাশ সম্ভবা বাণী দ্বারা ভূপাল চন্দ্রশেখরকে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপসত্তম! তুমি পরম সতী তারাবতীর পবিত্র চরিত্রে কদাপি অবিশ্বাস ও সন্দেহ করিও না। চন্দ্রচূড় মহেশ্বর যে স্বয়ং কাম নিপীড়িত হইয়া এখানে আগমন করত তোমার পত্নীতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই সত্য। অতএব আমি তোমাকে ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া কহিলাম।

আর এই যে সদ্যজাত তনয়দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহাঁরা শিব বীর্য্য জাত ও ভবদীয় পত্নী পরম সাধ্বী তারাবতীর গর্ভ সম্ভূত ; এজন্য হে রাজন ! তুমি এই কুমারদ্বয়কে সাতিশয় স্নেহ ও যত্ন সহকারে লালন পালন কর। অপিচ এবিষয়ে যদি তোমার এখনও আর কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে বীণাপাণী দেবর্ষি নারদ আসিয়া তোমার সেই সংশয় চ্ছেদ ও ভ্রম নিরাকরণ করিবেন।

অনন্তর পৌষ্য নন্দন চন্দ্র শেখর সেই সরস্বতী দেবী কৃত দৈব বাণী শ্রবণ করিয়া তখন তাঁহার সতত বিস্বাস ও সন্দেহ নিরাকৃত হওয়াতে, প্রণয়িণী তারাবতীকে অমিয় বচনে পরিতুষ্ট করিয়া নবপ্রসূত তনয়দ্বয়ের কুলোচিত জাত কর্ম্ম ও সংস্কারাদি সুসম্পন্ন করিলেন। চন্দ্র শেখর ত্রই রূপে কুমার দ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে লালন পালন করত একান্তঃকরণে মহর্ষি নারদের নিমিত্ত আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তরর কিয়ৎকাল পরে একদা বীণাপাণি নারদ ঋষি করবীর নগরীতে সমাগত হইলে, পৃথ্বীনাথ চন্দ্র শেখর অরুণ-দেবের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া যথামত ভক্তি ও পূজোপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। রাজেন্দ্র চন্দ্র শেখর ও তদীয় পত্নী তারাবতী উভয়ে একত্রে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথামত সম্মান সহকারে সুরেন্দ্র ভবন সদৃশ সেই বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সস্ত্রীক চন্দ্রশেখর তখন (উভয়ে শ্রবণ করিতে পারে এরূপ ভাবে)

ঋষিপ্রবরকে কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার আগমনে আমি পূত হইলাম। আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মনন্দন। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি অন্তর্ব্বাহ্য সকলেরই সাক্ষি স্বরূপ। হে ব্রহ্মন্! আমার মনোমধ্যে এক্ষণে একটী মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত সেই সংশয় চ্ছেদ করিবার আর দ্বিতীয় কেহই নাই; অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন।

হে দেবর্ষে! কপোত মুনির অভিসম্পাত বাক্যক্রমে একদা কোন এক জটিল, বিকৃত্যাকার পূতি গন্ধ বিশিষ্ট পুরুষ, আমার পত্নী তারাবতীকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ঔরসে ও তারাবতীর গর্ভে এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঋষে! তদবধি আমার মনোমধ্যে নিত্যই নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। (কারণ শুনিয়াছি যে, স্বয়ং মহেশ্বর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন) কিন্তু ভগবান মহেশ্বর অনন্য কান্ত, ভগবতী পার্ব্বতী ব্যতীত তিনি কখনই অন্য নারীর প্রতি দৃক্পাত করিয়া থাকেন না। বিশেষতঃ (তাহাতে আবার) তারাবতী হীন মানবযোনি সম্ভূতা; অতএব তিনি (স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া) কিরূপে সেই নীচ সহবাস দ্বারা এই সন্তানদ্বয় সমুৎপন্ন করিবেন? অতএব হে ব্রহ্ম নন্দন! যদি এতৎ সম্বন্ধে কোন গোপনীয় না থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সত্যাসত্য আমাকে অবগত করুণ।

ঔর্ব্ব মুনি কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! মহারাজ

চন্দ্র-শেখর এই রূপে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করিলেন। পুরাকালে মহাকাল ও ভৃঙ্গী যেরূপে মহেশ্বরের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, জগদম্বিকা পার্ব্বতী যেরূপে তাহাদিগকে ক্রোধভরে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উহারাও যেরূপে তাঁহাকে প্রত্যভি সম্পাৎ করিয়া কহিয়াছিল যে, হে মাতঃ! আমাদিগকে যদি যথার্থই শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমরা তোমার গর্ভে ও ভগবান মহেশ্বরেরই ঔরসে জন্ম লাভ করিব। ঋষি আরও তাঁহাকে, যে প্রকারে ভর্গ পৌষ্যরাজ হইতে কলেবর প্রাপ্ত ও চন্দ্রশেখর নামে বিদিত এবং পার্ব্বতী ককুস্থ রাজের তনয়া হইয়া তারাবতী নামে যেরূপে বিখ্যাতা ছিলেন, তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিলেন। ত্রিতন্ত্রী নারদ এই রূপে সেই পরমাখ্যান্ রাজা চন্দ্র-শেখরকে বিদিত করিয়াছিলেন। বৃষভধ্বজ মহেশ্বর যৎকালে পার্ব্বতীকে ভিন্নাঞ্জন শ্যামা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া গৌরী হইবার নিমিত্ত উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন। কৈলাস নাথ শঙ্করের অমর্ষ বাক্য প্রযুক্ত গিরিজা কালিকা হিমাদ্রি গহ্বরে গমন করিলে, ভগবান শঙ্কর তদ্বিরহ ব্যাকুল হইয়া রত্নরাজী প্রতিষ্ঠিত কৈলাসধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেরুপৃষ্ঠে (পার্ব্বতীকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ পূর্ব্বক) বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর তথাকার এক পরম রমণীয় বিচিত্রপুরে প্রবেশ করিলে

(তথায়) ত্রিবিধ মলয় পরিমাণ সহকারে সঞ্চালিত হওয়াতে তাঁহার পার্ব্বতী বিরহ যেন এককালীন উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল। এই অবকাশে পূর্ব্ব-বৈরী-কন্দর্প দেব নিজ শরাসনে অব্যর্থ কুসুম শায়ক সন্ধান করত তন্নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাযোগী মহেশ্বর স্মরশরে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া এককালে আকুল ও কামতরঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এই কালে সেই মেরুপৃষ্ঠে নবযৌবনা সাবিত্রী পরিক্রমণ করিতেছিলেন। তিনি পার্ব্বতীর সহ রূপা ছিলেন। মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন-মাত্রে (আত্ম বিস্মৃত হইয়া) প্রাকৃত মানবের ন্যায় (ভ্রম বশত) পার্ব্বতী জ্ঞানে তাঁহার প্রতি সত্বর ধাবিত হইলেন। তিনি মদন বাণে আহত ও বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে পার্ব্বতি! হে প্রাণাধিকে! তোমার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইতে দেখিয়া কন্দর্প পূর্ব্ব শক্রতা স্মরণ করিয়া এখন আমাকে নির্যাতন করিতেছে। অতএব হে প্রাণবল্লভে! সম্প্রতি তুমি অধর সুধাদান করিয়া আমার কামানল নির্ব্বাণ কর। বৃষভধ্বজ মহেশ্বর এই কথা বলিয়া বিমুখ গামিনী সাবিত্রী দেবীর অংশু প্রদেশে হস্তার্পণ করিলে, তিনি সাতিশয় রোষাবিষ্টা হইলেন। অনন্তর দারুণ কোপভরে মহেশ্বরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার রৌদ্রবাক্যে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন মূঢ় পশুপতে! তুমি কি কুকর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইয়াছ। প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায়, বা তদপেক্ষায়ও কি তুমি

লম্পট হইলে? তুমি আত্মদারার সহিত কলহ করিয়া এক্ষণে কামবাণে ব্যথিত হওত পরনারী বিলাসের অভিলাষ করিতেছ? আমাকে সন্তুষ্ট ও সম্মত না করিয়া অর্ব্বাচিনের ন্যায় আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছ? মূঢ়! আমি কি তোমার সেই পার্ব্বতী যে তুমি অনায়াসে ও অসম্মতিক্রমেও আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়াছ?

হে দেবাধম! তুমি পতিপ্রাণা শুদ্ধা সাবিত্রীকে বিদিত হইয়াও যদি তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়াও থাক, তাহা হইলে তুমি মানবোচিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ; এবং সেই জন্য (আমার বাক্যক্রমে) তুমি মানব যোনিতে সুরত সম্ভোগ কর, এবং পার্ব্বতী ব্যতীত তুমি যে অনন্য কান্ত, অদ্য আমা হইতে তোমার সেই একমাত্র গৌরব বিনষ্ট হইয়া তুমি অন্য কান্ত হইবে। হে মূঢ়! তুমি যেমন কামাশক্ত হইয়া লম্পটের ন্যায় আমাকে স্পর্শ করিয়াছ, তেমনি এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন কর। পরম সাধ্বী পতিব্রতা সাবিত্রী এইরূপে মহেশ্বরকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক নিজালয়ে গমনোম্মুখী হইলেন। তখন মৃগধর মহেশ্বর লজ্জিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অপ্রসন্ন বদনে নিজাস্পদে প্রত্যাগমন করিলেন। ১

নারদ কহিলেন, হে রাজন! মহেশ্বরের নারীযোনি সম্ভোগের এই একমাত্র কারণ বলিয়া, তিনি ভবদীয় তারাবতী পত্নীতে গমন করিয়াছিলেন। অতএব রাজ্ঞী তারা-

বতী বাস্তবিকই পরম সতী। তুমি আর তাঁহার চরিত্রের প্রতি সংশয় না করিয়া অনায়াসে তাঁহাকে গ্রহণ কর। আর হে রাজন। এই যে নবজাত তনয় দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহাঁরা ভর্গবীর্য্য জাত ও তারাবতীর তনয়। তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাদিগকে স্বকীয় ঔরস জাত তনয়ের ন্যায় প্রেমপ্রবণ চিত্তে ও বাৎসল্য ভাবে লালন পালন কর।

মহর্ষি ঔর্ব্ব কহিলেন যে, দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ এই সকল কথা আকর্ণন করিয়া নরসত্তম চন্দ্রশেখর চমৎকৃত হইলেন। তিনি স্বয়ং শম্ভু ও তারাবতী যে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী; কেবল শাপ প্রভাবেই নরযোনি প্রাপ্ত ও তাহাতে বিহার করিতেছেন, এই বিচিত্র, রহস্য জনক অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পুলকিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি মুনি শার্দ্দূল নারদ ঋষিকে মিষ্ট সম্ভাষণে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে ঋষে! আমার শঙ্করত্ব ও রাজ্ঞীর গৌরীত্ব কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা করি, অতএব যে প্রকারে তাহা সম্ভব হয়, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই বিষয় আমাকে তারাবতীর সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলুন! তখন হরিপরায়ণ দেবর্ষি নারদ কহিলেন, হে নরপতে! তুমি তারাবতীকে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া চক্ষুর্দ্বয়মীলন কর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চক্ষুমীলন করুন; তাহা হইলেই পশ্চাৎ সেই স্বয়ম্ভূ শম্ভূকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে। দেবর্ষি এই প্রকার কহিলে, রাজা চন্দ্র-শেখর বামপাণি

দ্বারা নিজ প্রণয়িণী তারাবতীকে ধারণ করিয়া চকিত মাত্রে চক্ষুদ্বয়নিমীলিত করিয়া স্বকীয় শম্ভুত্ব, ও তারাবতী গৌরীত্ব দর্শন করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের শিবত্ব ও গৌরীত্ব বিষয়ক ধ্রুব জ্ঞান হইলে, নারদ ঋষি ঈষদ্ধাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো! তুমি সাক্ষাৎ শম্ভু ও তারাবতী স্বয়ং পার্ব্বতী, অতএব এক্ষণে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় অর্থাৎ আত্মাদ্বারা আত্মাকে দর্শন কর। রাজা, আত্ম জ্ঞানানুসারে ও নারদ ঋষির বাক্যক্রমে স্বকীয় প্রকৃত দেহ দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন আপনাকে ব্যাঘ্রাজিন পরিধান, দশ বাহু দ্বারা সুশোভিত, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, শক্তি ও তোমার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র যুক্ত, বৃষভোপরি সংস্থিত এবং জটাজট দ্বারা বিভূষিত শিবরূপী নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তারাবতী বিদ্যুতের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাযুক্ত, (গৌরবর্ণা) এবং তাঁহার হস্তে কুবলয় শোভা পাইতেছে। তারাবতীর চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ঈষদ্ধাস্য বদনকমল বিন্দু বিন্দু স্বেদাক্ত হওয়াতে যেন মুক্তা গুচ্ছের ন্যায় পরম শোভায় শোভিত হইয়াছে। রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ দিব্য জ্ঞান লাভ করত আত্ম দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে ও পত্নী তারাবতীকে সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইয়াছিলেন।

অনন্তর নারদ ঋষি কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যখন তোমরা নরদেহে বিরাজ করিতে তখন, বৈষ্ণবী মায়া তোমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া নরভাবাপন্ন করিয়াছিল। সেই জন্য তখন যবনিকা-

ব্যবধানের ন্যায় স্বরূপ ঈক্ষণে সমর্থ হও নাই। কিন্তু এক্ষণে হে বিভো! তুমি তোমার সত্তুত্ব দর্শন করিতেছ। হে করুণানিলয়! সম্প্রতি তুমি পুনর্ব্বার নয়ন দ্বার উন্মীলন করত লীলা দ্বারা প্রকৃত মানবগণের ন্যায় এই দেহেই (মায়ামোহ ও মমতাদি বিশিষ্ট হইয়া) সংসার বাসী হও। রাজ্ঞী তারাবতীও এখন নারী রূপে এই ভূমিতলে মানবনাট্যের অনুকরণ দ্বারা তোমার সহিত লীলা করুণ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন্! রাজা চন্দ্রশেখর ও রাজ্ঞী তারাবতী নয়ন নিমীলিত করিয়া দিব্যচক্ষে আপনাদিগের পরম সুন্দর অলোকসামান্য দৈবরূপ সন্দর্শন করত পরমানন্দ লাভ ও নিঃসন্দেহ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মানবভাবাপন্ন হইলেন। রাজদম্পতী (রাজা ও রাজ্ঞী) মানবভাবাপন্ন হইবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণু মায়ায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে (আমি রাজা ও ইনি আমার মহিষী তারাবতী, “আমি রাজ্ঞী ও ইনি আমার পতি, চন্দ্রশেখর এবং শিব শক্তি সম্ভূত সদ্যজাত তনয়দ্বয় আমারই ইত্যাকার”) ভ্রান্তিকর বোধের উদয় হইল, তখন নৃপশ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখর সানন্দ চিত্তে পুনর্ব্বার সেই দেবর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! আপনি আমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন এক্ষণে দেখিতেছি যে, সে সকল নিশ্চয়ই সত্য; অতএব ভবদীয় বাক্যানুসারে ইহা স্থির করিলাম যে,

এই নব প্রসূত তনয়েরা অবশ্যই শিব শক্ত্যুৎপন্ন হইয়াছে; এজন্য আমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সাদরে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগের কুলোচিত সংস্কার কার্য্য বিধানানুসারে আপনাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

ঔর্ব্ব মুনি কহিতে লাগিলেন, হে নৃপসত্তম! সেই রাজেন্দ্রের বাক্যানুসারে দেবর্ষি ঐ কুমারগণের নাম করণ করিয়াছিলেন। ঋষিবর সেই অগ্রজাত বালককে ভীম দর্শন দেখিয়া তাহাঁর নাম ভৈরব রাখিয়াছিলেন, এবং বেতাল সদৃশ দেখিয়া অন্তজকে বেতাল বলিয়া নাম করণ করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্ম তনয় নারদ ভূভৃত চন্দ্রশেখরের অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে ঐ জাতবালকদ্বয়ের অন্যান্য সংস্কার কর্ম্ম সকল সমাধা করিতে লাগিলেন।

মুনি সত্তম নারদ এবম্প্রকার রাজা চন্দ্রশেখরের সমস্ত সংশয় চ্ছেদ ও তদীয় সন্তান দ্বয়ের জাত কর্ম্ম ও নাম করণাদি কার্য্য সমাধা করত রাজা কর্ত্তৃক বিহিত পূজা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া শূন্য পথে স্বর্লোকে গমন করিলেন। অনন্তর পৌষ্য নন্দন চন্দ্রশেখর সাতিশয় পুলকিতান্তঃকরণে স্বীয় মহিষীকে লইয়া করবীর নগরীতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশ সম্ভব চন্দ্রশেখর শক্ত্যংশ জাতা রাজ্ঞী তারাবতীর সহিত শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া নিজ ভুজবলে এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীকে শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন। ভৈরব ও বেতাল পিতৃগৃহে

শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে নৃপ-সত্তম্! রাজ্ঞী তারাবতীর গর্ভে চন্দ্রশেখরের ঔরস জাত রূপ-যৌবন-সম্পন্ন মহাবীর্য্য-শালী তিন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সন্তানত্রয়ের মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ উপরিচর, মধ্যম মদন, এবং কনিষ্ঠের নাম অলর্ক হইয়াছিল। ইহারা শিব নন্দন ভৈরব ও বেতালের সহিত বাল্যক্রীড়া করিত। তৎকালে ঐ কুমারেরা যেন ত্রিভুবনই জয় করিতে সমর্থ হইত, এজন্য রাজা ও রাজমহিষী উহা-দিগকে উপযুক্ত বাহন ও পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ পঞ্চ পুত্রের সহিত মহারাজ চন্দ্রশেখর করবীর নগরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রেরাও দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি ও শোভা পাইতে লাগিল।

কালিকা-পুরাণে বেতাল ভৈরব-উৎপত্তির্নামক পঞ্চাশত্ত-মোহধ্যায় সমাপ্ত।

এক পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়।

তপঃপরায়ণ ঔর্ব্ব মুনি কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! কালক্রমে মহারাজ চন্দ্রশেখরের ঐ পঞ্চবালক মহাশক্তি-সম্পন্ন হইয়া, অস্ত্র, শাস্ত্র ও তত্ত্ব জ্ঞানাদি বিষয়ে পরিনিষ্ঠিত হইয়া বাল্য কালেই প্রবীণের ন্যায় বিচক্ষণ রূপে কার্য্যা-

নুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্যে যেন সংসার এককালে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কুমারেরা ধর্ম্মার্থ, সত্য ও দয়ানিষ্ঠ হইয়া পরম ব্রহ্ম চিন্তনে মনোভিনিবেশ করিলেন। ঐ পঞ্চ কুমারগণের মধ্যে ভৈরব ও বেতাল উভয়ে একত্রিত হইয়া পরম প্রীতি ও সৌহাদ্য সহকারে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। নৃপনন্দন উপরিচর, মদন ও অলর্ক ইহাঁরাও পরস্পর অবিরোধে নিজ নিজ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা কুমারগণকে নিরীক্ষণ করিয়া শিব-নন্দনগণাপেক্ষায় উপরিচরগণের প্রতি ক্রমশই অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরকুমার ভৈরব ও বেতালের প্রতি তাঁহার স্নেহ ভাব ক্রমশই শিথিল হওয়াতে তিনি আর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আহ্লাদিত হইতেন না। শিব-নন্দন ভৈরব ও বেতাল সাতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ ও বীর্য্যবান্ ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলে ত্রিলোকই জয় করিতে সমর্থ হইতেন; কারণ তাঁহারা বাণাদি অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় অতিশয় সুনিপুণ হইয়াছিলেন। এজন্য রাজা চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভীষণ বল বীর্য্য ও অস্ত্র নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেন, কি জানি কোন্ সময়ে তাঁহারা কি অনিষ্টাচরণ কিম্বা আমাকে অথবা মদীয়াত্মজগণকে নিগ্রহ করিয়া এই সসাগরা ধরিত্রীর উপর একাধিপত্য করে? যাহা হউক, রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপে সর্ব্ব-

দাই শঙ্কিত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভৈরব ও বেতাল রাজার নিতান্ত আজ্ঞাকারী ও বাধ্য থাকিলেও তিনি আত্মজ স্নেহের একান্ত বশীভূত হইয়া উপরিচরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই উপরিচরই রাজার জ্যেষ্ঠাংশ, এবং তিনি রাজকর্ম্মে অতিশয় সুদক্ষ হইয়াছিলেন। ইনি রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া তাঁহার পিণ্ডপ্রদ ছিলেন। ইনি নীতি-শাস্ত্রবলে সমস্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই ইহঁার নাম উপরিচর হইয়াছিল।

অনন্তর নৃপ শ্রেষ্ঠ চন্দ্রশেখর, মধ্যম মদন ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ অলর্ক্ককে অতুল ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রকারে আত্মজগণকে আপন চতুরঙ্গিনী সেনা, মদ মত্তহস্তী, ও রণোপযুক্ত বেগগামী বাজী রাজী এবং অন্যান্য বিবিধ অতুল ধন রত্ন (ও আর আর যাহা কিছু মনোহর ও অপূর্ব্ব বস্তু ছিল) সকলই আপন সন্তানত্রয়কে প্রদান করিলেন; কিন্তু পক্ষপাতীর ন্যায় ভৈরব ও বেতালকে কিছু মাত্রই প্রদান করিলেন না। ইহাতে তাহারাও অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সাতিশষ অভিমানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরন্তু তৎকালে উহাদিগের বলবৎ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ না হওয়াতে তাহারা রাজৈশ্বর্য্য ভোগে সস্পৃহ হইয়া তপশ্চরণার্থ কৃত নিশ্চয় হইলেন, এবং বন গমন করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন। এইকালে রাজ্ঞী তারাবতী ভৈরব ও বেতালকে দর্শন করিবার নিমিত্ত

চন্দ্রশেখর ও কুমার উপরিচর প্রভৃতি কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বন গমন ও তাহাদিগকে দর্শন করিয়া অমিয় বচনে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কৃত বিদ্য কাপোত সুচরিত্রা চিত্রাঙ্গদার সহিত সুরত ক্রীড়া দ্বারা পরিতুষ্ট হওত নিবৃত্তকাম হইলেন, এবং সবৎস তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তপস্যার্থ বন গমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ে! হে চিত্রাঙ্গদে! আমি তীব্রতর তপশ্চরণার্থ তপোবনে সত্ত্বর গমন করিব, অতএব এক্ষণে আমাকে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা শীঘ্র আমার গোচর কর? তখন দেবী চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে সুব্রত! হে স্বামিন্! যাহাতে আমার তুম্বুর ও সুবর্চ্চা এই তনয়দ্বয়ের ভদ্র ও কল্যাণ হয়, তুমি এক্ষণে তাহাই বিধান কর; এবং হে মুনে! আমাকে এখন ভগিনী তারাবতীর গৃহে সংরক্ষা করিয়া, যদি অভিরুচি হয় তবে, তপোবনে গমন কর।

অনন্তর মুনিসত্তম কাপোত চিত্রাঙ্গদার এবম্প্রকার বচন আকর্ণন পূর্ব্বক স্থির চিত্তে বিবেচনা করত হিরণ্যার্থী হইয়া কুবের সদনে গমন করিলেন। মহাত্মা কাপোত ধনেশ্বরের নিকট গমন করত ষট্‌শত সুবর্ণ ও সহস্র নিষ্ক প্রার্থনা করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া সেই শত সুবর্ণ আত্মজদ্বয়কে প্রদান করিলেন, এবং বহু মূল্য রত্নালঙ্কার দ্বারা চিত্রাঙ্গদাকেও ভূষিতা

করিলেন। ঋষিবর নারদ কুবের প্রদত্ত ধন দ্বারা ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয়কে পরিতুষ্ট করত তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া করবীরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি করবীর নগরীতে উপনীত হইয়া রাজা চন্দ্রশেখর ও কুমার উপরিচরকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভূপ! তুমি পূর্ব্ব হইতেই ককুৎস্থ নন্দিনী চিত্রাঙ্গদাকে বিশেষ রূপে বিদিত আছ; তাহার গর্ব্তে ও মদীয় ঔরসে এই কুমার দ্বয় জন্ম লাভ করিয়াছে, অতএব তুমি এই ধনরত্নমণ্ডিত কুমারদ্বয়কে (ইহাদিগের) জননীর সহিত প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। মহামুনি কাপোত এবম্প্রকারে নিজ পুত্র কলত্রদিগকে রাজ হস্তে রক্ষণার্থ সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থ বন প্রয়াণ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি সুপ্রভ ও বীর্য্যশালী অনূঢ় পুরুষ ভৈরব ও বেতাল এই ভ্রাতৃদ্বয়কে সাক্ষাৎ শশাঙ্ক ও দিবাকরের ন্যায় সুন্দর রূপে বনপর্য্যটন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের আস্য বানরের ন্যায় ছিল। তদ্দর্শনে মুনিবর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করত পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! দ্বিতীয় চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দেববীর্য্যসম্ভব কে তোমরা এখানে ভ্রমণ করিতেছ? এক্ষণে তোমাদের যথার্থ পরিচয় আমাকে প্রদান কর।

অনন্তর ঋষি বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভ্রাতৃদ্বয় সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই তপোজ্জল-কলেবর মুনিবরকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

হেমুনে! হে বিভো! আমরা আমাদিগের আত্ম পরিচয় আপনাকে স্বরূপ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ঋষিবর! আমরা করবীরনাথ চন্দ্রশেখরের ঔরসে ও তারাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে হে ঋষে! তোমার চরণে অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। মুনিবর! নৃপ সত্তম চন্দ্রশেখর পক্ষপাতী হইয়া আমাদিগের প্রতিনিতান্ত অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা তদ্বিষয় ভোগে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধ ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হওত এই জনশূন্য কানন প্রদেশে বিচরণ করিতেছি। হে মহাভাগ! ভূপতি চন্দ্রশেখর কি নিমিত্ত আমাদিগের প্রতি রাগান্ধ হইয়া আমাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও প্রদান করিলেন না? তাহার কারণ কিঞ্চিন্মাত্র জানিতে পারিলাম না, অতএব যাহা হউক, এক্ষণে আমরা কেবল সেই মহদ্দুঃখে তপশ্চরণার্থ জনশূন্য এই অটবীতে আগমন করিয়াছি। অতএব হে ভগবন্! আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে উপদেশ প্রদান দ্বারা বাধিত করুন।

অতঃপর সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের দুঃখকর বাক্য সকল শ্রবণ করত ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি কাপোত ঈষদ্ধাস্য সহকারে তখন তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে নরসত্তমৌ! তোমরা কখনই সেই চন্দ্রশেখর নরপতির বীর্য্যজাত সন্তান নহে। ভগবান মহেশ্বরের বীর্য্যে তোমরা তারাবতীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছ, মহাদেবের অমোঘ রেত স্খলন মাত্রেই

তোমরা জন্ম লাভ করিয়াছ ; এবং তোমরা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও তত্ত্বদর্শী। হে শৈবগণ! পূর্ব্বে তোমরা মহাকাল ও ভৃঙ্গী নামে বিখ্যাত ছিলে, এবং সদতই শিব সন্নিধানে কৈলাস দ্বারে অবস্থিতি করিতে। কিন্তু এক্ষণে অভিসম্পাত ক্রমে এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছ। এজন্য রাজাও তোমাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও প্রদান করিলেন না। অতএব এক্ষণে তোমরা শীঘ্র সেই আশুতোষের শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাদিগের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। এবং তোমাদিগের উগ্রতর তপস্যা দর্শন করিলে, যাহাতে তোমাদিগের ভদ্রবিধান হয় তিনি তাহাই প্রতিবিধান করিবেন।

পরমার্থবিৎ ত্রিকালজ্ঞ কাপোত, পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এইরূপে শিব নন্দন বেতাল ও ভৈরবকে সমস্ত বিষয় বিস্তার রূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে. তাঁহারা মহাকাল ও ভৃঙ্গী রূপে কৈলাস বাসী হইয়াও অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে প্রকারে বিশ্বেশ্বর মহাদেব চন্দ্রশেখর ও বিশ্বেশ্বরী পার্ব্বতী তারাবতী রূপে মানুষ দেহ সম্ভব ও মানব ভাবাপন্ন হইয়াছেন, এবং যে প্রকারে পূর্ব্বে ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শিবনন্দন ভৃঙ্গী ও মহাকাল ইহাদিগকে বেতাল ও ভৈরব নামে ভূমিতলে জন্মপ্রদান করিয়াছেন, এবং রাজ্ঞী তারাবতীর পবিত্র চরিত্রে সন্দিগ্ধমনা হইয়া রাজা চন্দ্রশেখর যে রূপে দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক, বিদূর সংশয় হইয়াছিলেন ; ঋষি কাপোত তৎসমু-

য়ই উহাদিগের নিকট একে একে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঋষিপ্রমুখাৎ এই সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করত যেন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ঋষে! আমরা যে, শিবনন্দন তাহা আপনা কর্ত্তৃক যথার্থই কথিত হইল। হে মুনে! এক্ষণে আমরা যেরূপে সেই শিব পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই, আপনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই সদুপায় আমাদিগের নিমিত্ত অবধারিত করুন। যাহাতে আমরা সত্বর সেই মহেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি আপনি আমাদিগকে এইরূপ কোন সদ্যুক্তি প্রদান করুন। হে মুনিসত্তম! আমরা সেই বিশ্বপতি মহেশ্বরের পুত্র হইয়াও যে দীনজনের ন্যায় বিজন বনে দগ্ধ হৃদয়ে পর্য্যটন করিতেছি; (সেই অন্তর্যামী পুরুষ তাহা বিদিত হইয়া) এক্ষণে তিনি যাহাতে আমাদিগের শোক-শল্য-বিদ্ধ তাপিত হৃদয়ের শল্যোৎপাটন করেন, আপনি তাহাই বিধান করুন।

অনন্তর কাপোত কহিলেন, হে হরকুমারদ্বয়! তোমরা যেই স্থান হইতে আরাধনা করিলে, মহেশ্বর পরম প্রীতিলাভ করত অচির কাল মধ্যেই তোমাদিগের প্রতিসাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত হইবেন, য়েস্থলে তিনি নিত্যই বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি তোমাদিগকে সেই দেব দেবী বাঞ্ছিত দুর্লভ, পরম পবিত্র ও গুহ্যস্থান কহিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। হে ধর্ম্ম পরায়ণৌ! উত্তর বাহিনী গঙ্গা পুলিনে বারানসী নামে এক মনোহর পুরী আছে, উহার বামপার্শ্বে বরুণা,

(দক্ষিণে অসি) ও মধ্যভাগ সদতই চাপাকৃতি। বৃষভধ্বজ বিশ্বেশ্বর নিত্যই তথায় অবস্থান করিয়া যোগিদিগকে সর্ব্বদাই প্রীতি প্রদান করিয়া থাকেন। মহেশ্বর সেই পুরীকে স্বকীয় যোগবলে শূন্যমার্গে স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ম্রিয়মান হইয়া তথায় বাস করে, পরম পবিত্র বারানসী, তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং মহেশ্বর তত্রস্থ মৃতজনগণকে দুঃসহ সংসার শৃঙ্খল গ্রন্থি হইতে মুক্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত (উপদেষ্টারূপে) তারক ব্রহ্ম রাম নাম দক্ষিণকর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য কাশী মৃত ব্যক্তিগণ ভবান্তরে পরম যোগী হইয়া সুলভ কর্ম্মফল দ্বারায় স্মরহা সদৃশ পরম পরিতোষ ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহেশ্বর মহান্ যোগাশ্রয় করত সদারা পার্ব্বতীর সহিত, দেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ এবং মানবগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর সেই আনন্দ কানন বারাণসী ধামে বিরাজমান আছেন। হে শিবনন্দনগণ! তথায় ক্ষেত্রও প্রকাশিত আছে; কিন্তু সেই ক্ষেত্র মধ্যে মহেশ্বর অচিরকাল মধ্যেই সাধকের কোন অভীষ্ট পূর্ণ করেন না। তথায় তিনি তত্ত্বদর্শী ও ভক্তিযুক্ত উপাসক জনগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর আরাধিত হইলে, তবে তাঁহাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া সত্বর মুক্তি পদ (নির্ব্বাণ) প্রদান করেন। বারাণসীর ঐ মহাক্ষেত্র ভাগে ভগবতী গৌরী কদাচই গমন করেন না, এজন্য তদ্বিবর্জ্জিত বলিয়া উহা পরম যোগাশ্রয়-কর স্থান হইলেও তদ্রূপ ফল বিধায়ক হয় না।

হে নরসত্তমৌ! তোমাদিগের তপশ্চরণের নিমিত্ত সেই কাশীক্ষেত্র অনতি দূরেই বিরাজ করিতেছে; এক্ষণে অমরগণ কর্ত্তৃক সদতার্চ্চিত অতি গুহ্য পীঠস্থান আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। হরগৌরী বিরাজিত পরম শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষপ্রদ পুণ্যক্ষেত্র (পীঠস্থান) সকল আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মহেশ্বর যথায় সাধকদিগের আত্মাভীষ্ট পুর্ণ করিয়া থাকেন, এবং যথায় তিনি ভক্তগণকে শ্রেষ্ঠ ও দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, মহামহা বিজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ সেই সেই ক্ষেত্রকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতম কামরূপ মহা পীঠস্থান (বলিয়া) সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহেশ্বর সদাকাল তথায় পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করেন বলিয়া উহা সাধকগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইলে, তিনি আশুই তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। মহাপীঠস্থান কামরূপে একান্ত শিব-পরায়ণ জনগণের প্রতি ভগবতী পার্ব্বতীও সানুকুলা হইয়া থাকেন, এজন্য সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আশুতোষও একান্ত শৈব পরায়ণগণের কামনা সকল পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব আমি সেই মহা পীঠস্থানের কথা কহিতেছি।

হে মনুজ শ্রেষ্ঠৌ! পূর্ব্বতনকালে করতোয়া নামে এক সুবিস্তীর্ণ নদী ছিল। সেই নদী ত্রিংশত যোজন বিস্তৃত ও একশত যোজন আয়তন ছিল। উহা ত্রিকোন বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভূতালয় পরিপূরিত। তথায় শত নদী পরিবেষ্টিত যে এক স্থান আছে, তাহাই কামরূপ নামে কীর্ত্তিত হইয়া

থাকে। ঐ স্থানের কামরূপ নাম হইবার কারণ এই যে, পুরাকালে কুসুমায়ুধ কন্দর্প যখন শঙ্করের কোপ দৃষ্টি প্রভব নয়নানলে দগ্ধ কলেবর হওত তদেশানুবর্ত্তী হইয়া ঐ স্থানে যে হেতু অবস্থিতি করিয়াছিল, তদবধি সেই হেতুই উহা কামরূপ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পীঠস্থানের বায়ু কোণ ও নৈঋতাংশের মধ্যবর্ত্তি ঐশানদিকের আগ্নেয় সীমার মধ্যভাগে ভগবান শঙ্করের ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যে আশ্রম তন্মধ্যে এক মনোহর মন্দির শোভা পাইতেছে। মহেশ্বর এতাদৃশ সুরম্য প্রদেশে পীনস্তনী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর নর্ম্মক্রীড়া দ্বারা পরম সুখে নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। সেই পুরীর মধ্যভাগে বাসোপযোগী বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভূতনাথ. সর্ব্বমঙ্গলার সহিত একান্ত অনুরক্ত হইয়া মনোজ্ঞ বাসস্থলী নীলাচলে সম্যক্‌প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকেন। উহার ঈশানভাগে মনোহর নাটকাচলে এক বিচিত্র মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করত নিত্যানন্দ আশুতোষ সদাকাল সানন্দ চিত্তে তথায় বাস করিতেছেন, এবং ভগবতী পার্ব্বতী তথায় পতি বশবর্ত্তিনী হইয়া সম্যক্ প্রকারে পতির বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। প্রজাগণসাতিশয় যত্ন সহকারে ঐ গৃহান্তিকে আশ্রম সকল নির্ম্মাণ করিলেও উহা কোন ক্রমেই শঙ্করাশ্রমের সহিত সমতুল্য হইতে পারে না। অতএব হে নরসত্তমৌ! তোমরা উভয়ে সেই স্থানে গমন করত ভগবান্ বৃষাসনের আরাধনা করিলে সত্বরই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। যদি মনাগ্র

দ্বারাও তোমরা সেই স্থল চিন্তা করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেও সেই ত্রিশূলী মহেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অনন্তর বীর্য্যবান্ বেতাল ও ভৈরব কহিতে লাগিলেন, হে মুনি সত্তম! যে স্থলে ভগবান শঙ্কর সেই শঙ্করীর সহিত নিত্যই বিহার করিয়া থাকেন, আমরা সত্বরই সেই পরম পীঠস্থান কামরূপে গমন করিব। হে ঋষে! ভূতনাথ মহেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের একান্তই বাসনা হইয়াছে, অতএব যেরূপে আমরা তাহাতে সমর্থ হই, আপনি এক্ষণে অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতিতদ্বিধান করুন। যে মন্ত্র দ্বারা আরাধনা করিলে, আমরা শীঘ্রই সেই আশুতোষকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইব, যেরূপে তিনি এই দীনগণের প্রতি সত্বর দয়া প্রকাশ করেন, হে মহাভাগ! যদি এই দীন জনগণের প্রতি স্নেহ ও দয়া হয় তবে, আমাদিগকে সেই প্রকার সত্যতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন।

কাপোত কহিলেন, হে ধর্ম্মনিষ্ঠগণ! সমস্ত শৈলকুল মধ্যে নাটকাচলই শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবান কন্দর্পহা, অপর্না পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর সেই স্থানেই বিরাজ করিয়া থাকেন; অতএব তোমরাও এখন সত্বর তথায় গমন কর। হে মহাবল পরাক্রমৌ! ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠদেব সেই সন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিয়া একান্ত প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সেই মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব এখন

তোমরাও উভয়ে তদনুবর্ত্তী হও। আর মহেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত কি মন্ত্র তোমাদিগকে প্রদান করিব? তোমরা নিজেই যে মন্ত্র বিদিত আছ, তন্মন্ত্র দ্বারাই তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি তাহাতেই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। হে বেতাল! হে ভৈরব! কাল অতি সন্নিকট এজন্য আমি অনতিবিলম্বেই তপস্যার্থ গমন করি; এখন তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া মুনিসত্তম কাপোত ত্বরায় নির্জ্জন বনোদ্দেশে গমন করিতে মানস করিলেন। বেতাল ও ভৈরব তখন মুনিবর কাপোতকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঋষিসত্তম কাপোতকে স্বীকৃত করিয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হওত শিবনন্দন বেতাল ও ভৈরব পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুগণের অনুমতি লইয়া কামরূপে গমন করিলেন।

এদিকে কুমারদ্বয় তপস্যার্থ আগমন করিতেছে জানিয়া শঙ্কর ও শঙ্করী ইন্দ্রাদি দেবগণকে এই কথা কহিয়াছিলেন। হে সুরসত্তম! সম্প্রতি মৎপুত্র বেতাল ও ভৈরব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তঃকরণে আমার আরাধনা করিবার নিমিত্ত তপশ্চরণে আসিয়াছে। তাহাদিগকে গাণপত্য কর্ম্মে নিয়োগ করিতে মানস করিয়াছি। হে নির্জ্জরগণ! এই শরীরে উহারা গণেশত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা তপশ্চরণ দ্বারা তাহাদিগের মানবোচিত দেহভার পরিত্যাগ করিলে, আমি তাহাদিগকে সৌরভাব প্রদান

করিব। এই কথা বলিয়া মহেশ্বর সেই মহেশ্বরীর সহিত অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বৃষাসনে আসীন হওত আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। এইকালে শক্রাদি দেবগণ ও অন্যান্য দিক্‌পালগণ বৃষাগনের পশ্চাদ্গামী হইলেন। এদিকে কৃষ্ণাজিন ধারী বেতাল ও ভৈরব কিয়ৎকাল গমনানন্তর তপোপযোগী বেশভূষা ধারণ করত ভাগীরথী সাদৃশ্যা দৃষদ্বতী নদী প্রাপ্ত হইলেন। এইকালে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ভগবান মহেশ্বর তনয়দ্বয়কে (দৈববলে) রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে নৃপোত্তম! শিব শক্ত্যুৎপন্ন বেতাল ও ভৈরব এইরূপে গমন করত মনোহর করতোয়াস্থিত কাম রূপাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নন্দী-কুণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই তখন ঐ কুণ্ডে মন্ত্র পূর্ব্বক অবগাহন স্নান করিয়া পুনর্ব্বার জটোদ্ভবা নাম্নী নদীর পবিত্র জল সংস্পর্ষ করিয়া মহামতি নন্দীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা ও প্রণামাদি সমাপণ করত নাটকাচলে গমন করিলেন। তাঁহারা নাটকাচলে উপনীত হইয়াই সেই মহর্ষি কাপোতের বাক্য স্মরণ করত শিবারাধনার নিমিত্ত যথায় সন্ধ্যাচল, সংস্থিতি করিতেছে সেই দক্ষিণ কাষ্ঠায় অতি সত্বরই গমন করত উপস্থিত হইলেন। ঐ সন্ধ্যাচলে ললিতকান্তা নামে এক নদী সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে; উহা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অবতারিতা। তথায় শৈল নামে এক তরুলতায় সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত আছে, এবং ঐ পর্ব্বতের ছায়া অতি সুশীতল! তদ্বিদিত হইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ

মুনি সেই শৈলতলে সমাসীন হইয়া দৈনন্দিন সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া থাকেন, এজন্য বিধি ও সুরসত্তম সকলে উহাকে সন্ধ্যাচল কহিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় সুপ্রভ এবং মহেশ্বর গিরীশের চরণানুরক্ত ও ধ্যান-পরায়ণ বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রাপ্ত হইয়া বেতাল ও ভৈরব (তাঁহাকে) বিনীত ভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত তাঁহাদের আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, হে ঋষে! বিশ্ববিজয়ী মহারাজ চন্দ্রশেখরের ক্ষেত্রে পতিপরায়ণা সাধ্বী তারাবতীর গর্ব্ভে আমরা জন্ম লাভ করিয়াছি। আমরা মনুষ্য জাতী এবং বাস্তবিক সেই ভগবান ভর্গের তনয়। আমরা সম্প্রতি কার্য্যানুরোধে সেই মহেশ্বরের আরাধনা করিতে বাসনা করিয়াছি। হে সুব্রত! এক্ষণে আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, যাহাতে আমাদের সেই শুভ বাসনা পরিপূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

অনন্তর মুনি সত্তম বশিষ্ঠ, বেতাল ও ভৈরবের এবম্প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে শিবনন্দন বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে নরসত্তমৌ! ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা করা তোমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কারণ তিনি ধর্ম্মার্থ ও কাম মোক্ষ প্রদানের বিধানকর্ত্তা এজন্য তাঁহার আরাধনায় তোমাদিগের একাগ্রতা হইলে, তিনি তোমাদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিবেন। হে শিবপরায়ণৌ! মহেশ্বর, যে মন্ত্র প্রভাবে সত্বর বরপ্রদ হইয়া থাকেন, সেই সিদ্ধ মন্ত্র তোমরা গ্রহণ কর।

অতঃপর বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে যোগিন্! যে মন্ত্র প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই আমরা সেই বিশ্ব রঞ্জন হরকে সম্যক্ রূপে প্রাপ্ত হইতে পারি আপনি এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই কীর্ত্তন করুন। হে মুনিসত্তম! যে মন্ত্র যে রূপ বিধানানুসারে জপ করিতে হয়, হে ব্রহ্মবাদিন্! হে মুনি শার্দ্দূল! তুমিই তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও অতএব যে প্রকারে আমরা সেই মহেশ্বরের প্রসন্নতা সত্বর লাভ করিতে সমর্থ হই, এক্ষণে এই দীনগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাই তুমি বিধান কর; যে হেতু আমরা তোমার ঐ চরণ যুগলে একান্তই শরণাপন্ন হইলাম। মহামুনি বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নরসত্তমৌ! সেই ভগবান্ বৃষকেতু ও পার্ব্বতী তোমাদিগের মঙ্গল বিধানার্থ আপনারাই এই স্থানে আগমন করিবেন। সম্প্রতি তাঁহারা শক্রাদি দেববৃন্দের সহিত নিজ সন্তানগণের ভদ্র বিধান ও বাসনা পূর্ণ করিবার বাঞ্ছা করিয়া, আকাশ পথে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে তোমরা মহদ্ব্রতানুষ্ঠান করিয়া এই গুণময় মানবদেহ সংস্কৃত কর; তাহা হইলে মহেশ্বর স্বয়ং তোমাদিগকে গণনায়ক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। হে পার্ব্বতী নন্দনগণ! এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র তোমরা সেই শঙ্করের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হও, এবং যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, এবম্প্রকার সৎ ও মহদুপদেশ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। যে মন্ত্র দ্বারা যে রূপে ধ্যান ও অর্চ্চনাদি করিলে, সেই চিরারাধ্য মহেশ্বর

সত্বর তোমাদিগের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিবেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে কহিতেছি, এক চিত্তে শ্রবণ কর।

হে নরর্ষভৌ! সর্ব্বকালেই তেজোময় ও পরম বিশুদ্ধ এবং জ্ঞান ও অমৃত বিবর্দ্ধিত, জগন্ময়, চিতানন্দ গৌরী-ব্রহ্ম স্বরূপ ধৃক্ এবং পরম যোগাবলম্বী ও সৌম্য মূর্ত্তি যে মহেশ্বর তাঁহাকে এই জগতিতলে কোন্ ব্যক্তি (বাক্য দ্বারা) বলিতে সমর্থ হইয়া থাকে? সে জন্য সেই ভগবান্ শঙ্কর যে রূপে এই স্থানে বিচরণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে তাঁহার যে কোন অংশ ইষ্টস্বরূপ, আমি সম্প্রতি সেই অংশই তোমাদিগের সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি। হে হরকুমারগণ! সর্ব্ব প্রথমে তোমরা সেই মহামহিম মহাদেবের মন্ত্র শ্রবণ কর। অনন্তর ধ্যান গোচর তাঁহার রূপ মাধুর্য্য ও তদনন্তর পূজার ক্রম এবং পশ্চাদ্বিত্তাদি সমস্তই একে একে অবগত হও।

হে শিব পরায়ণৌ! স্বরবর্ণের শেষদ্বয়ের হ্রস্ব ও দীর্ঘ (এ, ঐ, ও, ঔ) এই কএক বর্ণে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার যোগ করিয়া (এং, ঐং, ওং, ঔং) ঐ মন্ত্রে এক এক মূর্ত্তি পূজা করিবে; অথবা উহাতে এককালীন সকল মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিবে। কিম্বা প্রাসাদ মন্ত্র অর্থাৎ সিদ্ধ মন্ত্র (হৌঁ) এতদ্বারা ভগবান্ মহাদেবকে পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিবে। ঐ সম্মাদিষ্ট (সর্ব্ববাদী সম্মত) মন্ত্রেতে আশুতোষ আশুই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এজন্য মহামুনিগণ ইহাকে প্রাসাদ মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ঋষিগণ! শ্রবণ কর। ভগবান

শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষায় ঐ প্রাসাদ মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহার নিতান্ত প্রীতি ও সর্ব্বদাই আনন্দ বর্দ্ধনকর হইয়া থাকে। অপিচ উহা মনকে প্রকৃষ্ট রূপে পূর্ণ করিয়া থাকে, এজন্য (উহা) সম্মোহন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। বিন্দুর সহযোগে ঐ মন্ত্ররাজ সমস্তই আকর্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া, অথবা উহা গুরুত্ব প্রযুক্ত গৌরব নামেও কীর্ত্তিত হয়। ঐ মন্ত্র সমস্ত অর্থাৎ বিভিন্ন ও একত্র, এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ বিপরীত রূপে সেই পরম দেবতা শিবের নিতান্তই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। পঞ্চাস্যের যে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তিত আছে, হে পার্ব্বতী তনয়গণ! এক্ষণে তোমরা সেই মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বর শূলপাণির আরাধনা কর। হে বেতাল ভৈরব! সম্প্রতি আমি তাঁহার ধ্যান তোমাদিগকে কহিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। যিনি বৃহৎ কায়, পঞ্চাননবিশিষ্ট, জটাজূটে যাঁহার মস্তক সমাবৃত, সুচারু চন্দ্র যাঁহার মূর্দ্ধিদেশে সুশোভিত, ভুজঙ্গ সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং যিনি দশবাহু সমন্বিত; ব্যাঘ্র চর্ম্মে যাঁহার কটীদেশ আচ্ছাদিত (বিষপান সহকারে) কণ্ঠে যিনি কালকূট ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, যিনি নাগযজ্ঞোপবীতে বিভূষিত, যাঁহার উত্তমাঙ্গে দিব্য কিরীট শোভা পাইতেছে, যাঁহার হস্ত সকল ভুজঙ্গ বলয় দ্বারা সমালঙ্কৃত, যাঁহার তনুরাগ শারদীয় চন্দ্ররশ্মীঃ অপেক্ষাও নির্ম্মল, এবং বিভূতি দ্বারা পরিলেপিত, প্রতি বদনে নয়নত্রয় শোভিত হওয়াতে পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নয়নের যেন, জ্যোতিঃ সমস্ত সংসারকে জ্যোতি-

ম্লান্ করিয়াছে। তিনি বৃষভোপরি সংস্থিত, তাঁহার কর্ণমূলে ঈষৎসন্দোলিত ধুস্তূর কুসুম অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, বিশ্ব পাবনী পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী দেবী তাঁহার শীর্ষস্থ জটাভারে কল্ কল্ ধ্বনী করিতেছেন, সদ্য জাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান, এই তাঁহার পঞ্চবক্ত্রে প্রকীর্ত্তিত। তন্মধ্যে সদ্যজাত, স্ফটিকের ন্যায় সুপ্রভ। বামদেব, পীতবর্ণ কমনীয় ও মনোহর। অঘোর, নবীন জলদের ন্যায় নীলবর্ণ এবং দংষ্ট্রভয় হইতেও ভয়ানক। তৎপুরুষ, বালার্কের ন্যায় আরক্তিম এবং দিব্য মূর্ত্তি ও অতি মনোহর। ঈশান মূর্ত্তি নীলাব্জের ন্যায় শ্যামল, অথচ সদাকালীন শিবাত্মক। হে শক্ত্যাত্মজৌ! পশ্চিম ভাগে তাঁহার আদি মূর্ত্তি চিন্তা করত উত্তরদিকে বামদেব চিন্তা করিবে। দক্ষিণাংশে ভীষণ অঘোর ও পূর্ব্বভাগে তৎপুরুষ মূর্ত্তিধ্যান করিবে এবং অতি ভক্তি সহকারে মধ্যভাগে তাঁহার ঈশান মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। শিবের দক্ষিণদিকস্থ হস্ত সকল শক্তি, ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ, (চিতিকা কাষ্ঠ) ও অভয় মঙ্গল প্রদবর হস্ত চিন্তা করিবে। তদিতর (তাঁহার বাম হস্তভাগে) অক্ষসূত্র, বীজপূর (দারিম্ব) ডমরু, উৎপল এবং ভুজঙ্গ বিশিষ্ট (অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে সমাযুক্ত) এবম্ভূত জগৎপতি মহাদেবকে আপন হৃদয়-মন্দিরে নিরন্তর দ্বারপাল গণেশাদি দেবতাগণকে বিবিধোপচারে পূজা করিয়া, মোক্ষার্থ পঞ্চদেবতাগণকে চিন্তা ও তৎপরে অষ্ট নাম দ্বারা অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবেক।

হে বেতাল! হে ভৈরব! প্রথমে কমলাসনায় নমঃ এই বলিয়া আসন শুদ্ধি, পরে ভাবাদি অষ্ট হৃদ্‌পদ্ম বিনিয়োগ দ্বারা নারাচ মুদ্রায় উহা সন্তাড়ন করিবে। তদনন্তর ধেনু মুদ্রা দর্শন করত যথা বিধানক্রমে বিসর্জ্জন করিবে। পরে আত্ম মূর্দ্ধ্নিদেশে নির্ম্মাল্যাদি ধারণ পূর্ব্বক চণ্ডেশ্বরকে ধ্যান করিবে; ঐ দেবের অঙ্গন্যাশাদি মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গ যথামত পূজা করিবে। ভগবান্ হরের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাগা, জ্যৈষ্ঠা, রৌদ্রা, কালী, বল বিকারিণী, বল প্রমথিনী, দমনী এবং মনোন্মথিনী এই দেব্যষ্টনামে অর্চ্চনা করিবে, অনন্তর মালা ধারণ পূর্ব্বক একান্তঃকরণে পরমেশ্বর শঙ্করকে ধ্যান করিয়া গুরু দত্ত মূল মন্ত্রে উহা জপ করিবে। হে নরসত্তমৌ! এবম্প্রকারে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্দ্র ও মেরু যথা সম্ভব নিরন্তর জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পার্ব্বতী তনয়ৌ! এই আমি তোমাদিগের নিকট সেই শিবের ধ্যান, মন্ত্র, জপ ও পূজাদিক্রম, বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিলাম। অতএব এক্ষণে তোমরা নাটকাখ্য পর্ব্বতে গমন করত আশুতোষের আরাধনা কর।

অনন্তর তারাবতী তনয় বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে ঋষে! আমরা তোমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও শিবের পঞ্চমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরমানন্দে সেই দেবাদি দেব মহাদেবের পূজা করিব। অনন্তর তাঁহারা মুনি প্রবর বশিষ্ঠ দেবকে সাতিশয় ভক্তি-পূর্ব্বক গদ গদ ভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তদাদেশ ক্রমে নাটকাখ্য শৈল প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ নাটকা-

চলে সরসী নামক এক সুশীতল তোয়রাশি সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় এক মনোহর নদী আছে। উহার সলিল অতিশয় স্বচ্ছ এবং তাহাতে প্রফুল্ল পদ্মদল সকল শোভা পাইতেছে। তথায় কামরিপু মহেশ্বরের এক আশ্রম আছে। সেই স্থানে তিনি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ ও প্রমথগণাদিতে পরিবৃত হইয়া নিত্যই নৃত্য গীতাদি কৌতুক করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ঐ পর্ব্বত প্রদেশ নাটকাচল নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ঐ ছত্রাকার অচলাচলে শিবের নিতান্তই প্রিয়। মহাবল পরাক্রম বেতাল ও ভৈরব সেই সরসী নদী বিশিষ্ট পর্ব্বত প্রদেশে গমন পূর্ব্বক পরম দৃশ্য হরাশ্রম দর্শন করিয়া ছিল।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে সগর! সহোদর বেতাল ও ভৈরব এই প্রকারে নয়নেতে হরের আশ্রম দর্শন করিয়া ও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই। পরন্তু মহামুনি বশিষ্ঠ দেবের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া সেই নদী পুলিনে শিবারাধনার নিমিত্ত ও এক স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিলেন তাঁহারা বিবিধোপহারে শিব পূজা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাদির আহরণ করিতে সযত্ন হইলেন। মহানুভব মহেশ্বর তখন ওকারাশ্রয় করত শক্রাদি অমরগণের সহিত অপর্ণা পার্ব্বতীকে লইয়া সেই নাটকাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সময়ে তদীয়াত্মজ বেতাল ও ভৈরব উর্দ্ধভাগে পদদ্বয় ও অধোভাগে মস্তক ন্যস্ত করিয়া তীব্রতর তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আত্মজগণ কর্ত্তৃক

নিত্যই পরমানুষ্ঠিত মঙ্গল কার্য্য দর্শনে শচীপত্যাদি সুরগণে পরিবৃত হওত অসীম আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া একান্ত মনে আনন্দ-সুচক গান ও বাদ্যাদি করিতে লাগিলেন, ফলতঃ পুত্রগণের প্রতি নিতান্ত সদয়ান্তঃকরণে দর্শন দিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদিগের তপস্যায় অসম্পূর্ণত্ব হেতু তাহা আর ঘটিয়া উঠিতেছে না।

হে রাজন্! এবম্প্রকারে দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া মহেশ্বর সদতই সেই নাটকাচলে বিরাজমান আছেন। ভূপেন্দ্র! তারাবতী যাদৃশ স্বধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা বর্দ্ধিতা হইয়াছেন, ঐ নাটকাচল পর্ব্বতরাজও তদ্রূপ নিত্যই (ধর্ম্মবলে) পরিবর্দ্ধিত হইতেছেন। শৈব বেতাল ও ভৈরবেরা এবম্প্রকার সেই শৈল প্রদেশে অবস্থিতি করত অটল ভাবে থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি অর্চ্চনা কালে, কি উপবেশন, বা গমন কালে, ক্ষণকালের নিমিত্ত ও নিজ নিজ চিত্ত বৃত্তিহইতে সেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হরকে অন্তর করিতেন না। হে রাজন্! হে নরেন্দ্র! এইরূপে তাঁহারা একান্ত ভক্তি সহকারে সহস্র বৎসর কাল পঞ্চাক্ষর তত্ব মন্ত্র দ্বারায় ভগবান বৃষকেতনের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখন যতাহারী ও কখন বা নিরশনে থাকিয়া বর্ষা অতিক্রম দ্বারা শিবের উদ্দেশে উগ্রতর তপস্তানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর বৃষভবাহী মহেশ্বর আত্মজগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। তখন ধ্যান গম্য মহেশ্বরকে

প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বেতাল ও ভৈরব ভক্তি রোমঞ্চ শরীরে গদগদ স্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ দেবের প্রসাদ গুণে ঐ শিবপরায়ণ বেতাল ও ভৈরব ধ্যানস্তিমিত লোচনে যেরূপ তেজোবিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় শিব রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপই (প্রকাশ্যভাবে) স্তব করিতে লাগিলেন।

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, যিনি পঞ্চবক্ত্র, যিনি মহান্-কায় এবং যিনি জ্ঞানময় ও পরাৎপর এবং এই বিশাল বিশ্ব সংসারের এক মাত্র সার পদার্থ, ও যিনি প্রশান্ত মূর্ত্তি, আমরা সেই বৃষভধ্বজকে প্রণাম করি। বিভো! তুমি পর ও পরমাত্মা এবং পুরুষোত্তম, তুমি কূটস্থ হইয়া এই নিখিল জগতে ব্যাপক রূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে করুণাময়! তুমি সর্ব্ব প্রধান ও তুমিই পরমেশ্বর। হে অখিলাত্মন্! তুমি আত্মময় হইয়া আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছ এবং তুমি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ ও সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা (গুরু)। অতএব হে কৃপাসিন্ধো! তোমার (সংখ্যা) তত্ত্ব জানিতে কোন্ ব্যক্তি শক্ত হয়? সংসার বাসনা নিবর্ত্তক যোগাবলম্বী পরমহংস ও বিশুদ্ধ-চেতা ঋষিগণ (ও আর আর সকলেই) তোমার পাদপদ্ম একান্তঃকরণে চিন্তা করিয়া থাকেন। হে বিভো! তুমিই একমাত্র নিত্য ও তুমিই অনিত্য, এবং তুমি জগৎ কর্ত্তা অথচ, প্রলয়েরও একমাত্র মূলাধার। তুমি এক হইয়াও বহুতর হইয়া থাক, এবং তুমি শরণাগতের প্রতিপালক। তুমি স্বভাব সুদ্ধ ও শান্ত মূর্ত্তি

এবং এই সংসারের একমাত্র আধার স্বরূপ। তুমি নির্ব্বিকার, নিরাধার এবং নিত্যই আনন্দময় ও সনাতন। হে দীনেশ! তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু ও তুমিই মহেশ্বর এবং তুমিই লোকত্রয়ের অধিপ।

(বেতাল ও ভৈরব কহিলেন,) যিনি সমস্ত বস্তুর একমাত্র ঈশ্বর ও বিভূতির ভূতিপ্রদ, এবং যিনি নিরবগ্রহ, (অর্থাৎ কিছুই গ্রাহ্য বা গ্রহণ করেন না) আর ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য যিনি গুণাতীত পরব্রহ্ম হইয়াও গুণাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি যোগেশ্বর হইয়া পরম হংসাদি (মহজ্জনের) জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন; আর মধুকরের ন্যায় যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহার চরণকমল নিরন্তর অন্বেষণ করিয়া থাকেন; হে ত্রিগুণাত্মক! তৎকালে তুমি তাঁহাদিগকে জ্ঞানামৃত প্রদান করিয়া থাক। হে দেব! তুমি পরম সূক্ষ্মাক্ষরের ও তত্ত্বদর্শী ও সুরগণের শরণ্য এবং অদ্বিতীয়। হে বিভো! তোমার অপরিবচ্ছিন্ন দেহের ইয়ত্তা করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইয়া থাকে? তবে, কেবল তোমার লীলাকাণ্ডের কিয়দংশ মাত্র ভক্তবৃন্দের জ্ঞান গম্য হইয়া থাকে। হে জ্ঞানার্ণব! তুমি পরমাত্মা ও তুমিই ইন্দ্রিয় সমূহের পরিচালক। হে দীনেন্দ্র! তুমি অনাথের নাথ, এবং তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের বোধ ও পরম যোগ গম্য। হে জগদাধার! তুমি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে কটাক্ষে ধারণ ও পালন করিতেছ। এজন্য হে করুণানিলয়! তুমি বিশ্বাত্মা ও বহুবিধ মায়া প্রকাশক। হে

সর্ব্বাত্মন্! তুমি জ্ঞানামৃতপায়ীগণের সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ জ্যোতি বিশিষ্ট এবং অজ্ঞান মূঢ় জনগণের পক্ষে নিবীড় তমসাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় ভীষণ। হে শিব! তুমি ভক্তাত্মজদিগের পরম পিতা,- এবং নিখিল শাস্ত্র সমূহের তুমিই আদি কর্ত্তা। হে ব্রহ্মন্! তুমি ব্রহ্মারূপে এই বিশাল বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করত মহাবিষ্ণু রূপে ইহাকে পরিপালন কর। হে সংসাররূপিন্! তুমি ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিমিষ মধ্যে এই সংসারকে সংহার করিয়া থাক, অতএব হে হর! এই জগতে তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? হে ত্রিপুরারে! তুমি রজনীর একমাত্র নাথ ও তুমিই দিনেরঈশ্বর এবং তুমিই সাক্ষাৎ অগ্নি। হে পর্ব্বতী প্রিয়! তুমি পবন ও তুমিই ধাত্রী। হে উমাবল্লভ! তুমিই নভ ও তুমিই ক্রতুভেত্তা এবং তন্ত্র মন্ত্রাদিও তুমি। হে বিশ্বরঞ্জন! তুমিঅষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট এবং তুমিই অনন্ত মূর্ত্তি ও সকলেরই মুখ্য। হে কালিকাপ্রিয়! তুমি ভিন্ন সকলেই অসৎ। হে বিভো! বেদে তোমাকে অনন্ত মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে তুমি অষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্ত দিগকে আত্মস্বকীয় পদ প্রদান করিতেছ। হে দিগেশ! তুমি জঠর এয়ে সমুৎপন্ন হওত ত্র্যম্বক নামে সুবিখ্যাত হও, এবং দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করত এই জগতিতলে ত্রিপুরান্তক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ। হে বিশ্বপ্রতিপালক! তুমি শম্ভু, তুমি ঈশ, তুমি শমন ও তুমিই বিধাতা। হে শমনগর্ব্ব খর্ব্বকারীন! তুমি বিশ্বপালক,

তুমি সহস্র হস্তদ্বারা এই সংসার সকল প্রতি পালন করত হিরণ্য ব স্থ ধারণ করিয়া থাক। করুণানিলয়! তুমি স্বেচ্ছা সুখে কখন সহস্রানন ও কখন বা পঞ্চানন হইয়া ভক্ত বৃন্দ হইতে বিল্বদলাদি গ্রহণ করিয়া থাক। হে বিশ্বেশ! তুমি প্রভূতনয়নাধিপ হইয়াও নয়নত্রয়ে ত্রিলোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাক। হে দুর্গেশ! তুমি অসংখ্য ভুজলতা বিশিষ্ট হইয়াও দশ হস্ত দ্বারা তোমার ভক্ত দিগকে অভয় প্রদান করিতেছ। হে করুণাশ্রয়! তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ বিশিষ্ট হইয়াও জীবগণের শিক্ষার্থ পরিমিত ভোগ করিতেছ, এবং সমস্ত ভোগরাশী সত্বেও তুমি নিরবগ্রহ রূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে শিব! তুমি নিত্য ও অনিত্য এতদুভয়েরই তুল্যভাবে সংস্থান করিয়া থাক, অতএব তুমিই পরম তত্ব স্বরূপ ও জ্যোতির্ম্ময় এবং বিকারাদি বর্জ্জিত ও চিদ্রূপে ভাষমান; হে মঙ্গলালয়! তোমাকে নমস্কার করি। হে জগদ্ব্যাপিন্! ভগবান বিষ্ণু এবং বিশ্বশ্রষ্টা ব্রহ্মা ও যাঁহার লিঙ্গের তদন্ত জানিতে সমর্থ নহেন কি এবম্প্রকার যে তুমি হে করুণাময়! আমরা তোমাকে কিরূপে স্তব করিতে সক্য হই, হে সর্ব্বার্থপ্রদ! যাঁহার স্বরূপাংশ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষাদি কেহই অবগত নয়, এবম্প্রকার যে, তুমি হে অখিলাত্মন! হে পরমেশ্বর! আমরা সামান্য বালক হইয়া কি রূপে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব। হে দেবেশ! জগজ্জনক! আমরা মনুষ্য এবং তন্ত্র মন্ত্রাদি বিহীন, অথচ কেবল একমাত্র ভক্তি

দ্বারা তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করিতেছি, অতএব এক্ষণে এই দীন সন্তান গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া করুণা নয়নে নিরীক্ষণ কর ।

অনন্তর ঔর্ব্ব ঋষিকহিলেন যে, মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব এই রূপে সেই ভূতনাথ মহেশ্বরের প্রার্থনা করিলে, হে রাজেন্দ্র ! তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিয়া ছিলেন। ভূত ভাবন মহেশ্বর কহিলেন, হে কুমারগণ ! তোমাদিগের স্তবনীয় বাক্যে আমি পরিতুষ্ট আর তোমাদিগের ব্রত চর্য্যায় আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগের অভীষ্ট পুর্ণ করিব। হে পুত্রগণ ! আমি (তোমাদিগের) স্তব ও ধ্যানে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনায় তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছি প্রার্থনা কর। তখন পার্ব্বতী নন্দনেরা কহিলেন হে বৃষভধ্বজ ! যদি সত্য সত্যই তুমি আমাদিগের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া থাক এবং আমরা যদি তোমার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকি, তবে আমাদিগকে কল্যাণকর বর প্রদান কর। হে করুণার্ণব ! তুমি জগৎ পিতা এবং আমরাও তোমার সন্তান, অতএব যাহাতে আমরা অনুদিনই তোমার সহবাসজ্জনিত পরমানন্দ লাভ করিতে পারি, তুমি এই রূপ ভদ্র বিধান কর। হে দেব ! যেন ভ্রম ক্রমেও আমাদিগের চিত্ত বহির্ব্বিষয়ে সংলিপ্ত না হয়, অথবা অপর কোন দেবতাদিতে এবং মণি রত্ন প্রভৃতি রত্নরাজীতে আমাদিগের

কদাপি বাসনা না হইয়া কেবল ভবদীয় চরণে ঐকান্তিক ভক্তি থাকে, নিরন্তর যেন শিব কথা প্রসঙ্গে ও শিবার্চ্চনায় আমরা যেন ভৃঙ্গ রূপে নিরন্তর তোমার চরণপদ্মের মকরন্দ পান করিতে সমর্থ হই। বিভো! আমাদিগের রসনা যেন চব্যাদি চাতুর্ব্বিধ দ্রব্যে লোলুব্ধ না হইয়া কেবল তোমার নামামৃত রস পানে পরিতৃপ্ত হয়। হে মহেশ্বর! যাহাতে আমাদিগের এই নয়নদ্বয় নিরন্তর কেবল তোমারই ঐ অচিন্ত্য রূপ দর্শন ও মন তোমাকেই চিন্তা এবং অহ রহ অর্চ্চনা করিতে পারে, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহাই আমাদিগের প্রতি বিধান কর। হে বিঘ্ন বিনাশন! আমরা কেবল এই দেহের ও ইহ জীবনের জন্য তোমার প্রার্থনা করিতেছি না; কল্পে কল্পে, কোটি জন্মার্জ্জিত সাধনের ফলেও যাহা নাহয়, অনন্তর এই জীবন পর্য্যন্ত আমরা তোমার এই চরণে অটল ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। অনন্তর বৃষভধ্বজ মহাযোগী মহেশ্বর, বেতাল ও ভৈরবের এবম্প্রকার অকপট ভক্তি যুক্ত ও প্রেম পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সহিত উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রদান করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর দেবরাজের সম্মতি গ্রহণ করত অমরাবতী হইতে সুধারস আনয়ন করিয়া পুত্র দিগকে তাহা পান করিতে প্রদান করিলেন। তখন সহোদর বেতাল ও ভৈরব সেই পিতৃদত্ত সুধা পান করিয়া মানব কলেবর সঙ্কোচ পূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিলেন, দেব দেব মহেশ্বরের প্রসাদাৎ মহাত্মা

বেতাল ও ভৈরব সেই মানব শরীরেই অমরত্ব এবং দিব্য জ্ঞান লাভ ও বিশাল অরিন্দমরূপ ধারণ করিলেন। এই কালে ভগবান শঙ্কর পরম হর্ষোৎফুল্ল বদনে স্বকীয় সন্তানদ্বয়কে এই কথা কহিয়া ছিলেন।

পার্ব্বতীপতি পঞ্চানন কহিলেন, হে সুর সত্তমৌ! তোমাদিগের প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি ইহা সত্য বটে, কিন্তু মদীয় পত্নী পার্ব্বতীকে মঙ্গল ও ভক্তি পুঞ্জদ্বারা সত্বর আরাধনা করিয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন কর; যে হেতু তিনিই সাক্ষাৎ শক্তিপ্রদাত্রী। সেই ত্রিলোকেশ্বরী দুর্গম বিনাশিনী দুর্গা ব্যতীত কোন ক্রমেই আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা দর্শন দানে শক্ত হই না, অতএব তোমরা একান্তমনে সেই জগৎকর্ত্রী জগজ্জননীর আরাধনা করিয়া তদীয় চরণে একান্ত শরণাপন্ন হও। আর যে প্রকারে সেই ত্রিলোক মুগ্ধা মহামায়া জগদর্চ্চিতা হইয়াও তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বিশেষ রূপে কহিতেছি, শ্রবন কর।

ইতি কালিকা পুরাণে এক পঞ্চাশত্তমো ধ্যায়।

সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

তপঃ পরায়ণ ঔর্ব্ব মুনি কহিতে লাগিলেন যে, ভূতেশ মহেশ্বর বেতাল ও ভৈরবকে এই রূপে উপদেশ প্রদান করিলে, তখন বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে ভগবন্! ভগবতী পার্ব্বতীর অর্চ্চনাবিধি ও ধ্যানমন্ত্রাদি আমরা কিছুমাত্রই অবগত নহি; অতএব আমরা কিপ্রকারে সেই জগদম্বা কালিকার আরাধনা করিব? অনন্তর মহেশ্বর কহিতে লাগিলেন, হে কুমারগণ! যে মন্ত্রদ্বারায় সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমি সেই পরম তত্ত্বযুক্ত মহামায়া ত্রিপুরাসুন্দরী কালিকা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রকল্পাদির বিষয় তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমরা অবহিত হও। অনন্তর মহামুনি ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন যে, ভগবান মহেশ্বর এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা বেতাল ও ভৈরবের নিকট মহা মহেশ্বরী কালিকার ধ্যান ও মন্ত্রাদির ক্রম সম্যকরূপে কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। হে রাজন্! অষ্টাদশ পটলের যে যে মন্ত্রবিধি ও কল্পাদি যাহা, শিবামৃতে সমুদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় ভগবান আশুতোষ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সগররাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বকালে যে মন্ত্রাদিদ্বারা মহামায়া কালিকার আরাধনা করিয়া মহাত্মা শিবনন্দনদ্বয় গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবম্ভূত কীদৃশ মন্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া ছিলেন, তাহা আমার

নিকট আপনি ব্যক্ত করুন? যেহেতু সেই রহস্য সঙ্কল্প সাঙ্গেরসহিৎ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত ঔৎসৌক্য জন্মিতেছে। আর শিবামৃতে যে অষ্টাদশ পটল নির্দ্ধারিত আছে, আমি তাহাই বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। মুনিবর ঔর্ব্ব কহিলেন, হে রাজন! দশাষ্টপটল দ্বারা শিবামৃতে যে মন্ত্র ভৈরব কর্ত্তৃক নিরূপিত আছে, চিরকাল কীর্ত্তন করিলে বাহুল্যতা প্রযুক্ত কেহই তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারে না। এজন্য তাহার সারাংশ সকল গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। হে রাজন্! পার্ব্বতী তনয়দ্বয় কর্ত্তৃক ঐ সকল বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, ভগবান মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে সুরসত্তমৌ! তোমরা শ্রবণ। কর ভূতভাবন ত্রিলোচন কহিলেন, বৎসগণ! মহামায়া বৈষ্ণবীর যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র, উহা গুহ্য হইতে ও গুহ্যতম এবং মহামহোৎসব যুক্ত। ঐ মন্ত্রের নারদ ঋষি, সম্ভুদেবতা, অনুষ্টপছন্দ এবং সর্ব্বকাম সাধনার্থ "নিয়োগ" করিবে। এই অষ্টাক্ষর যুক্ত মন্ত্র শিবামৃতে বিশেষ রূপে কথিত আছে, ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র মধ্যে রক্ত পদ্মের ন্যায় প্রভাযুক্ত যে মন্ত্র উহাই প্রণব মন্ত্র, এবং ঐ মন্ত্রই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক সাধকগণকে নিরন্তর জপ করিতে হয়। পরম বৈষ্ণবী মহামায়া পার্ব্বতীর (এই) মহামন্ত্র সাতিশয় গোপনীয়।

বীজের সহিত মহামায়া পার্ব্বতীর সেই মন্ত্র, এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর হে ভৈরব! কল্প শ্রবণ কর, তীর্থে,

নদীতে, দেবখাতে, গর্ত্তে (কূপে' স্রোতস্বতী জলে, কিম্বা পরকীয় জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক আচমন দ্বারা স্থচি হইয়া বিশুদ্ধাসনে উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হওত স্থণ্ডিল সম্মার্জ্জন করিবে। ওঁ যূং সঃ, এই মন্ত্রে কর প্রমাণ করদ্বারা ক্ষিতি তলে স্বহস্তে স্থণ্ডিল অঙ্কিত করিয়া ওঁ হুঁ সঃ, এই মন্ত্রে জলদ্বারা উহার স্থান অভ্যুক্ষণ করত পশ্চাৎ ভূত শুদ্ধি আচরণ করিবে। অতঃপর সব্য হস্তদ্বারা ঐ পবিত্র স্থণ্ডিল গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বমন্ত্রদ্বারা যথাক্রমে দিগ্‌বন্ধন করিবে। পরন্তু ওঁ ফট্” এই মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্বহস্তে ঐ স্থণ্ডিল রেখা নিবদ্ধ করিবে। অনন্তর অষ্টযব তণ্ডুল দ্বারা একাঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বকীয় হস্তের অদীর্ঘযোজিত প্রমাণ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি দ্বারা যে এক হস্ত হইয়া থাকে, তৎপ্রমাণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে বিতস্তি প্রমাণ পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদর্দ্ধ প্রমাণ কর্ণিকা নির্ম্মাণ করিবে। পরে উহাদিগকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া (উহার) সাতিশয় বিস্তৃত দল সকল নিয়োজিত করিবে; পরন্তু উহা ন্যূনাধিক না হইয়া যেন সমভাবে (উহার) বহির্বেষ্টনের সহিত (দল বিদল) সংলগ্ন থাকে। অপিচ মণ্ডলের সমসূত্রপাত করিয়া উহার মধ্যভাগদ্বারা নির্ম্মাণ করত (সুবর্ণ বিনিন্দিত) রক্তোৎপল, বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে। পরম বৈষ্ণবী পার্ব্বতীর ঐ মণ্ডলের লক্ষণ যদি ভাগ বিহীন করিয়া বিনির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে কদাচই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং অভীষ্ট অনিষ্টে সংঘটিত হইয়া পড়ে। এজন্য দেবী

পার্ব্বতীর মন্ত্র সাধন নিমিত্ত তাঁহার পূজায় এইরূপে মণ্ডল বিচিত্র করিবে।

কালিকা পুরাণে মহামন্ত্র কল্পে অষ্টাদশ
পটলোক্ত মহামন্ত্র নামক দ্বিপঞ্চাশত্তমোধ্যায়
সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়।

——oo——

ভগবান্ মহেশ্বর কহিলেন যে, ঐমন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এক মণ্ডল সংলিখন করিয়া উহার দ্বারদেশ পদ্মবিবর্জ্জিত করিবে। অতঃপর দ্রী দ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা তদুপরি অর্ঘ্যপাত্র সংস্থাপন করত লং এই মন্ত্রে উহার পূজা করিবে। তৎপরে ঐঁ দ্রীঁ দ্রৌঁ এই মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প এবং জল লইয়া সেই পাত্রে নিক্ষেপ করত পুনর্ব্বার উহাকে তন্মমণ্ডলোপরি সংরক্ষণ করিবে। অতঃপর ঐ মন্ত্রে পূর্ব্ববন্মণ্ডল করত ত্রিভাগ জল দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে পুষ্প প্রদান করিবে। পরিশেষে দ্রীঁ মন্ত্রে স্বকীয় আসন পূজা করত ক্ষৌঁ মন্ত্র দ্বারা উহাতে আসীন হইয়া নিজ দেহ গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে শিরোদ্দেশে গন্ধ পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিবে। অনন্তর ওঁ, ত্রীঁ, ফট্ এই মন্ত্রদ্বারা (সব্যহস্তে) পুষ্প সংমার্জ্জন করত উহার আঘ্রাণ

লইয়া ঈশান দিকে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর রক্ত পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক কূর্ম্ম মুদ্রা করিবে, ও তৎপশ্চাৎ উহা দহন ও পুরণাদি করিবে। সব্যহস্তের তর্জ্জনীর ও দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোজনা করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণকরের তর্জ্জনী বাম করের অঙ্গুষ্ঠের সহিত সংযোগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বাম করের মধ্যমাদি অঙ্গুলি সকল দক্ষিণ করপৃষ্ঠে সংযোগ করিবে। বাম করের মধ্যমা এবং অনামিকা পিতৃতীর্থে (অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর মধ্যভাগ) অধোমুখে সংযোজিত করিবে। এবম্প্রকারে কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায়, বামকরোপরি দক্ষিণহস্ত সন্নিবেশ করিয়া ভগবতী পার্ব্বতী দেবীর চিন্তা করিলে, তিনি (সাধককে) অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত মুদ্রা (প্রণব) আত্ম হৃদয়াসনে সংস্থাপন করত নিমীলিত নয়নে ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান,ধারণা বা জপ·কালীন কায়, শির, এবং গ্রীবা স্থির ও সমান ভাবে রক্ষা করত একান্ত চিত্তে দাহপ্লবন পূর্ব্বক ভগবতী পার্ব্বতীর চিন্তা করিবে। অনল, অনিলে নিক্ষেপ, জলে, বায়ু নিক্ষেপ, হৃদিতে (অর্থাৎ আকাশে) অম্বুরাশী নিক্ষেপ করিবে। পরে চঞ্চল হৃদয় নিশ্চল (অর্থাৎ স্থির) হইলে পুনশ্চ উহাকে আকাশে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ওঁ হ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ঐ শব্দের সহিত জীবাকাশে সংস্থিত হইবে। তদনন্তর বায়ু অগ্নি শক্র এবং বরুণ ইহাদিগের স্বীয় স্বীয় বীজের দ্বারা চরাচর সমস্ত সরিদ্বিন্দু অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত

শোষণ, দহন ও উৎসাদন করত পুনরায় পীযুষ দ্বারা যথামত সেচন করিবে। এবম্প্রকারে চিন্তা করিলে ধ্যান বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

হে সগররাজ! মহাদেব স্বকীয়তনয় বেতাল ভৈরব নামক পুত্রদ্বয়ের নিকট অতঃপর যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। হে রাজন্! ঐ রূপে দেবীর বীজ মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করত সুবর্ণাকৃতি এক অণ্ড প্রাপ্ত হইলে শ্রীঁ মন্ত্র দ্বারা উহা দ্বিধা করিবে। ঐ দ্বিধাকৃতি হীরণ্যাণ্ডের আদি খণ্ডে নিত্যই স্বর্লোক এবং আকাশ সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হয় এবং উহার (অবশিষ্ট) শেষ ভাগে ভূ, পাতাল, তোয়রাশী এবং সপ্তদ্বীপা এই মেদিনীচিন্তা করিবে। ঐ শেষাণ্ড খণ্ডে লবণাদি সপ্ত সিন্ধু ও সুবর্ণ দ্বীপ বিশিষ্টরূপে চিন্তা করত তন্মধ্যে রত্ন মণ্ডপ সংস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি আকাশ গঙ্গার তোয়রাশী দ্বারা সর্ব্বদা পরিষিক্ত হওত সর্ব্বতোভাবেই শুভ হইয়া থাকে। তৎপর্য্যঙ্কে রক্ত পদ্ম অথচ সুপ্রসন্ন ও সর্ব্বদা মঙ্গলময় এবং স্বর্ণ মালায় আলবাল সকল, সপ্ত পাতাল সংলগ্ন ও আব্রহ্ম ভুবন স্পর্শ সুবর্ণাচলে কর্ণিকা সমস্ত সংস্পৃশ্য, এতাদৃশ পদ্মে জগদম্বা মহামায়াঃপার্ব্বতী সর্ব্বতোভাবে বিরাজমানা আছেন। সাধকগণ একাগ্র চিত্তে সেই জগজ্জননী কৈলাস বাসিনী কালিকাকে ধ্যান করিবে। তাঁহার দেহকান্তি রক্তোৎপলের ন্যায়, কেশাবলি আলুলায়িত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিতম্বোপরি চিকুর সকল নিপতিত।

কনক নিন্দিত বিশুদ্ধ কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার শ্রুতি যুগলে পরিকম্পিত হইতেছে ও শীর্ষ প্রদেশ উজ্জ্বল রত্ন কিরীট এয়ে সুশোভিত। এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও অরুণ, এই বর্ণত্রয় বিশিষ্ট তাঁহার নয়নত্রয় বিলোকনে সাক্ষাৎ অরুণকেও লজ্জিত হইতে হয়। সুদীর্ঘ লোচনা পার্ব্বতীর দশন পঁক্তি দাড়িম্ব বীজের ন্যায় সুপ্রভ এবং ভ্রূ যুগল সাতিশয় সুন্দর ও মনোহর। পার্ব্বতীর নাসা শিরীষ প্রসূনের ন্যায় ও রসনা বন্ধুক পুষ্প সদৃশ উৎকৃষ্ট। সুপ্রভা কালিকার গ্রীবাদেশ কম্বুগ্রীবার ন্যায় ও চক্ষু সাতিশয় বিশাল ও উজ্জ্বল। তিনি চতুর্ভুজা ও পীনোন্নত পয়োধর। তাঁহার দক্ষিণ উর্দ্ধকরে তীক্ষ্ণ নিস্ত্রিংশৎ (খড়্গ) ও তন্নিম্ন ভূজে সিদ্ধ সূত্র (অক্ষয় কমণ্ডলু) এবং তাঁহার সব্যহস্তদ্বয়ে অভয় ও বর প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার শোভা অলৌকীক অনুপমেয় ও আশ্চর্য্য জনক। তাঁহার নিম্ন নাভী ও কটি দেশ কেশরী অপেক্ষা ও ক্ষীণ ও মনোরম। আনম্র কদলী শাখার ন্যায় তাঁহার উরু ও গুল্ফ প্রদেশ অতিশয় গোপ্য ও পার্ষ্ণিস্থল সুন্দর। তিনি রত্নরাজী বিশিষ্ট বিবিধ ভূষণে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি নিবীড়াসনে আসীনা থাকিয়া ভক্ত দিগকে "কিমিচ্ছাসি" (অর্থাৎ কি ইচ্ছা করিতেছ) বলিয়া মুহুর্মুহুঃধ্বনী করিয়া থাকেন। পুরোভাগে স্বকীয় বাহন মদমত্ত পঞ্চাননকে নিরীক্ষণ করত রত্ন ও মুক্তাবলী যুক্ত হার কঙ্কনাদিতে নিজ কলেবর ভূষিত করিয়া উজ্জ্বলরূপে বিচিত্রাসনে বিরাজ করিতেছেন। ফলতঃ পার্ব্বতী

কোটি কোটি বালার্কের ন্যায় স্বকীয় শরীরপ্রভায় সমুজ্জ্বল ও সুশোভমানা হইয়াছেন। সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সেই পার্ব্বতীর নবীনযৌবন শ্রী ও কান্তিতে যেন দিগ্‌বিদিক্ জ্যোতিষ্মান করিতেছে। ঈদৃশীপরম বৈষ্ণবী যোগমায়া জগদম্বিকাকে ধ্যান করত ওঁ নমঃ ফট্ এইমন্ত্রদ্বারা পুষ্পাদি নিজ শীর্ষে স্থাপন করিয়া, সেই দেবীই আমি ইত্যাকার চিন্তা করিবে। তদনন্তর ঐ মন্ত্রদ্বারা ক্রমে নিজদেহে ও করান্যাস করিয়া ওঁ অঃ এই বাক্য উচ্চারণ দ্বারা চিৎস্বরূপা সম্পদপ্রদা রক্ত বর্ণা ও সর্ব্বজনমনোহরা দেবী কালিকাকে চিন্তা করিবে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্বেষ্টন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ এইমন্ত্রে উহা সমাপন করিবে। ক্রমে হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নেত্রাদি সমস্ত অঙ্গে উহা যথাক্রমে ন্যাশ করিবে।

হে রাজন্! অতঃপর দিগ্‌বসনা ত্রিনয়না কালিকার অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট মূল মন্ত্রে ওঁকার স্মরণ ও উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজ বক্ত, পৃষ্ঠ, জঠর, বাহুদ্বয়, গুহ্য প্রদেশ এবং পদ ও জঙ্ঘাদি দেহ প্রদেশে বিন্যাস করিবে। হে রাজন্! এই প্রকারে মন্ত্রপূত দ্বারা বিশুদ্ধ দেহ হওত দেব পূজানুষ্ঠান করিলে, আত্মাভীষ্ট সত্বরই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথাভাবে শত সহস্র দেবার্চ্চনা করিলেও তাহাতে কিছু মাত্র ফল দর্শে না, প্রত্যুত নির্ব্বাণঅনলে সহস্র সহস্র ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। প্রথমে শরীর শুদ্ধ, তৎপরে পবিত্রদেহ দ্বারা চিন্তা করত ভূতাদি বিশুদ্ধ করিবে।

এবম্প্রকারে ভক্তগণের প্রতি দয়াদ্র চিত্ত করিয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, হে ভক্তগণ! তোমরা বিশেষরূপে আরাধনা কর।

কালিকাপুরাণে অষ্টাদশ পটলোদ্ধারে মহাকল্পে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

ভগবান মহাদেব বলিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা একান্তমনে সেই জগদারাধ্যা জগন্মাতা কালিকার পূজানুক্রম শ্রবণ কর। অর্ঘ্যপাত্রে পার্ব্বতীর অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র জপ করিয়া (তত্রস্থিত) উদক দ্বারা (পূজোপকরণ) গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি মণ্ডল ও আসন সমস্তই অভিষেচন করিবে। তৎপরে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ, এই মন্ত্রে দ্বারপাল সকল পূজা ও তৎপরে মহাদেবী ভগবতীর আসন সকল পূজা করিবে। অনন্তর নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, গণেশ এবং দ্বারপালদিগকে উত্তরাদি যথাক্রমে পূজা করিয়া আসন সকল পূজা করিবে। পরে আধারশক্তি প্রভৃতি ও হেমাদ্রীর যথোপচারে পূজাকরা আবশ্যক। কারণ সর্ব্ব তন্ত্রেই পূজাকল্পে উক্ত দেবতাগণের পূজা সর্ব্বাগ্রেই বিধান হইয়াছে। তদনন্তর ইন্দ্রাদি দশ দিক্পাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি (আভরণ) শোভনীয় দেবতাদিগকে ঐ মণ্ডলের অগ্নিকোণ

হইতে প্রাচীদেশ পর্য্যন্ত পূজা করত সূর্য্য, অনল, সোম, মরুদ্গণকে এবং মণ্ডলের সহিত পদ্মও পূজা করিবে ; এবং সত্ত্ব, রজ, তমো, যোগপীঠ, গুরু পাদপদ্ম, সপ্তসাগর ও ভদ্রপীঠ সকল সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণডিম্ব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সুবর্ণ দ্বীপ এবং সমণ্ডল রক্তপদ্ম ও পর্য্যঙ্কের সহিত রত্নস্তম্ভ পূজা করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে পঞ্চানন কেশরীর পূজা করিবে। অতঃপর দ্রীঁ এই মন্ত্রে পাণিদ্বয় কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় একত্রী করণ পূর্ব্বক মহামায়া পার্ব্বতীর ধ্যান ও উত্তমাসন প্রাপ্ত হওত হৃদয়-মন্দিরে স্বর্ণদ্বীপ চিন্তা করিয়া মনোময় চক্রে, রত্নরাজী বিরচিত পর্য্যঙ্কোপবিষ্টা সেই জগদম্বিকা কালিকাকে একান্তমনে স্মরণ করিবে। এইরূপে আপন মনোমন্দিরে সেই পরমারাধ্যা পরমেশ্বরী হৃৎপদ্ম স্থিতা সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী কালিকাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত মানস কুসুম দ্বারা ষোড়শোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

হে ভৈরব! হে বেতাল! অনন্তর যং এই বায়ুবীজ দ্বারা স্বকীয় দক্ষিণনাসাপুটে করস্থ ত্রীঁ মন্ত্র সমাযুক্ত কুসুমাঘ্রাণ গ্রহণ করত হৃৎপদ্ম মধ্যে সংস্থাপন করিবে ; কিন্তু হস্ত কদাচই অগ্রে বিযুক্ত করিবে না। হে বৎস ভৈরব! যদি সেই করস্থ পুষ্পের আঘ্রাণ না গ্রহণ করিয়া অগ্রে হস্ত বিয়োগ করে তবে, পার্ব্বতী, গন্ধসৌরভ দ্বারা প্রতি নিয়ত পুজিতা হইলেও তাদৃশ ফল প্রদান করেন না। যাহা হউক, অতঃপর দেবীর আহ্বান কার্য্য সমাধা করিয়া এই

গায়ত্রী পাঠ করিবে, হে মহামায়ে! আমরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বিদিত আছি, এবং চণ্ডিকা যে তুমি, আমরা তোমাকে পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া থাকি। অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গফল প্রদান কর, এবং আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল ধর্ম্মার্থে প্রেরণ কর।

হে ভৈরব! এইরূপে গায়ত্রী পাঠ সমাপণ করিয়া কুশ দ্বারা দেবীর আপাদমস্তক সম্মার্জ্জন করিবে। পরে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে স্নানার্থ পবিত্র শীতল জল প্রদান পূর্ব্বক অষ্টাক্ষর মূল মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুস্বাদু মোদক, রসনারঞ্জক পায়সান্ন, মনোরম সিতা (মিশ্রী) গুড়, দধি, নিবীর ক্ষীর, সর্পি ও অপরাপর নানাবিধ গ্রাম্যারণ্য ফল মূলাদি নিবেদন করিবে। অনন্তর রক্তপুষ্প, পুষ্পমাল্য এবং সুবর্ণ ও রত্নরাজী বিনির্ম্মিত অলঙ্কার সমূহ ও সিতা শর্করাদি প্রচুর উপকরণের সহিত শালিতণ্ডুল বিরচিত উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য তদুদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। পরে বিল্ব, নারিকেল, করক (করমচা), কুষ্মাণ্ড, হরীতকী, নাগরঙ্গ এবং বালক প্রীতিকর কশেরুক (ভুঁইকুমড়া) প্রভৃতি বস্তু সকল সেই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী পার্ব্বতীকে প্রদান করিবে। অনন্তর সাতিশয় যত্নসহকারে নারিকেলোদক ও তৎপরে রক্ত কৌষেয় বসন প্রদান করিবে; কিন্তু নীল বসন কদাচই দান করা বিধেয় নহে।

যাহা হউক, অতঃপর ত্রিনয়না কালিকার পরম প্রীতিকর বকুল, নাগকেশর, মন্দার, করবীর, চম্পক, অর্কপুষ্প, শাল্মলক প্রভৃতি পুষ্প ও দুর্ব্বাঙ্কুর প্রদান করিবে। কুশ মঞ্জরী, বন্ধুক, কমলদল, বিলপত্র ও পুষ্প এবং রক্তপত্র ও পুষ্প সকল পার্ব্বতীর সাতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। হে ভৈরব! কুসুমাদিরমধ্যে বন্ধুক পুষ্প, বকুল ও মাধবী এবং ত্রিদল বিল্বপত্র এবং ভক্ষ্য পেয়াদি মধ্যে পায়সান্ন ও মোদক তাঁহার সাতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সাধক সাতিশয় প্রীতিভক্তি সহকারে সেই পার্ব্বতীকে বন্ধুক ও বকুল মালা তদুদ্দেশেপ্রদান করত করবীর বা মাঘ পুষ্প উপহার স্বরূপে অর্পণ করিলে তিনি অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করেন। যিনি শ্বেত ও কৃষ্ণ চন্দন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন তিনি, তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যানুষ্ঠান জন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্য সত্বেও কর্পূর, কুসুম, মৃগনাভী ও কৃষ্ণচন্দন, কালিকা পার্ব্বতীর অধিকতর প্রিয় হইয়া থাকে। যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিণ্ডাকার ধূপ, অগুরু, সৈন্ধবাকার ধূপ, ইহাও তাঁহার সাতিশয় প্রীতিকর। অঙ্গরাগের মধ্যে রস সংযুক্ত সিন্দূর তাঁহার পরম প্রিয়। সৌগন্ধীশালীতণ্ডুল জাত মধুমাংস সমন্বিত পরম পবিত্র অন্ন ও পায়স এবং পূপ ও প্রগাঢ় ক্ষীর, তাঁহার পূজোপহারে সর্ব্বতোভাবেই প্রশস্ত। তাঁহাকে স্নানার্থ রত্নরাজী বিনির্ম্মিত প্রশস্ত পাত্রে কর্পূর ও কুসুম প্রদান পূর্ব্বক সুবাসিত জল প্রদান করিবে। অনন্তর

ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া মুল মন্ত্রে তাহা উৎসর্গ করত পরিশেষে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

এইরূপে হে ভৈরব! নিখিলোপচার প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ বক্ষমান দেবতাদিগের পূজা করিবে, অনন্তর কামেশ্বরী গুপ্ত-দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, কন্দরবাসিনী, কোটেশ্বরী, দীর্ঘিকাখ্যা. প্রকটী ভুবনেশ্বরী, আকাশগঙ্গা, কামাখ্যা, বিল্ববাসিনী. মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, ভৈরবী, সিদ্ধিদা, বালপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডপ্রভা. উগ্রা, ভীমা, শিবা, শান্তা এবং জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঞ্চপুষ্করিণী, দমনী, সর্ব্বভূতদমনী, এবং সর্ব্বদর্প বিনাসিনী দমনী, ইহাঁদিগকে সেই মণ্ডল মধ্যে পূজা করিয়া পশ্চাৎ চতুঃষষ্ঠী যোগিনীগণের পূজা করিবে।

অনন্তর সেই মহাদেবী কালিকার হৃদয়, শির, শিখা, কবচ. নেত্র ও বাহু. এই কয়েকাঙ্গের আদ্যাঙ্গ অষ্টাক্ষরীয় মূল মন্ত্রের তিন আদি অক্ষর দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চাৎ এক একাক্ষর বর্দ্ধিত করিয়া উক্ত অক্ষরের সহযোগে অবশিষ্টাঙ্গ সকল পূজা করিবে। অনন্তর খড়্গমন্ত্রে সিদ্ধ সূত্র ও খড়্গের পূজা করিয়া পদ্মের অষ্টদল-স্থিত অষ্ট যোগিনীর বক্ষমান নাম গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, এই যোগিনী চতুষ্টয়কে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দলে অর্চ্চনা করিয়া চণ্ডিকা কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরীকে নৈঋত্যাদি অপরদলে পূজা করিবে। অতঃ-

পর অষ্টধা মুলমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা কালনিবারিণী মহামায়া কালিকাকে পুনঃপুনঃ প্রণামকরত সেই পদ্মমধ্যস্থিত অন্যান্য আভরণ দেববৃন্দকে পূজা ও তৎপরে বলিপ্রদান করিবে।

হে সুরসত্তমৌ! এইরূপে কল্প বিধান দ্বারা সেই কামদেশ্বরী জগদম্বিকার পূজানুষ্ঠান করিলে, তিনি সেই অষ্টদল পদ্মের মধ্যে স্বয়ং সমাগতা হইয়া সম্যক্‌রূপে সেই ইষ্ট ফল গ্রহণ করত সাধককে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন।

কালিকা-পুরাণে অষ্টাদশ পটলোদ্ধারে মহামায়া
কল্পে ত্রিপঞ্চাশত্তমোধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

ভগবান আশুতোষ কহিলেন, হে ভৈরব! পূজা সমাপনান্তে মহাদেবী কালিকার প্রীতি বর্দ্ধনার্থ এবং তুষ্টি সাধন জন্য বলি প্রদান করা অত্যাবশ্যক। মোদক, গন্ধ বস্ত্র, হবি এবং তৌর্য্যত্রিক প্রভৃতি এতদ্দ্বারা ভগবান হর হরির যে রূপ আনন্দ বর্দ্ধন হইয়া থাকে, বিবিধ বলি প্রদানে সেই চণ্ডিকাদেবীর ততোধিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে। সেই হেতু হে ভৈরব! আমি বলি প্রকরণ কহিতেছি, অবহিত হও। নানা প্রকার পক্ষী, কচ্ছপ, গ্রাহ, (জলজন্তু) ছাগ, বরাহ, অসংখ্যমহীষ, গোধিকা, সর্প, শরভ, (মৃগচামর)

কৃষ্ণসার, শশক, পঞ্চানন, মৎস্য এবং নিজগাত্র রুধির, ইত্যাদি বলি সেই পরমেশ্বরী চণ্ডিকাকে বলি স্বরূপে সমর্পণ করিবে। কিন্তু এই সকল বলির অভাবে হস্তী বলিদান করিবে। ফলতঃ হে ভৈরব! ঐ সকল বলিরমধ্যে, ছাগ, শরভ, এবং নরবলি সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ ও মহাবলিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চিত যে বলি উহা জগদম্বিকা কালিকার অগ্রভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক, যজমান বলিমন্ত্রে পুনঃ পুনঃ সেই পার্ব্বতীদেবীর পূজা করিবে। যজমান, উত্তর বা পূর্ব্বাভিমুখে উক্ত বলি দ্রব্য সকল সংরক্ষণ করত তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এই মন্ত্রপাঠ করিবে, হে নর! তুমি আমার ভাগ্যক্রমে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব সর্ব্বতোরূপে এবং বলিরূপী যে তুমি, তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে বলে! সেই চণ্ডিকাদেবীর প্রীতি বর্দ্ধনার্থ এবং দান কর্ত্তার সমস্ত আপদ বিপদ শান্তির নিমিত্ত বৈষ্ণবী রূপী বলি যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। বলি সকল যে যজ্ঞের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, স্বয়ং স্পষ্টরূপেই কহিয়াছেন; অতএব তন্নিমিত্তই আমি তোমাকে বিনাশ করি। কারণ যজ্ঞার্থে যেবধ করা যায়, তাহাতে (কর্ত্তাকে) হত্যাজনিত পাপে কদাচ লিপ্ত হইতে হয় না। যাহা হউক, হে ভৈরব! অতঃপর ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই সকল মন্ত্রে আমার স্বরূপজ্ঞান করিয়া তাঁহার মস্তকোরি পুষ্প প্রদান করিবে।

অনন্তর আত্মাভীষ্ট পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সেই মহাবিপদনাশিনী কালিকার উদ্দেশে এই মন্ত্রে খড়্গ পূজা করিবে। হে করবাল! তুমি সেই বিশ্বেশ্বরী চণ্ডিকার রসনা স্বরূপ, এবং সুরলোকের প্রীতিকারক (অতএব আমি তোমার অর্চ্চনা করি) এই বলিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীং এই মন্ত্র দ্বারা সেই খড়্গে দেবীরূপ ধ্যান ও পূজা করিবে। খড়্গ! তুমি স্বভাবত কৃষ্ণ বর্ণ, পিণাক যে শিবধনু, তাঁহার করে তুমি সর্ব্বতোভাবে সুশোভিত হও এবং তুমি কালরাত্রি স্বরূপ, তোমার মহোগ্র রক্ত বর্ণ আস্য ও নয়ন, লোহিত মাল্য ও রক্ত চন্দনে পরিশোভিত। রক্তাক্ত অম্বর তোমার পরিধেয় ও তোমার হস্ত পাশদ্বারা সুশোভিত এবং তুমি কুটুম্ব সমুহে পরিবেষ্টিত। তুমি তৃপ্তি সাধনার্থ রুধির ধারা পান ও ক্রব্য সংহতি মাংস ভোজন কর। (বিস পর্য্যন্ত তোমার অশন। তুমি সুতীক্ষ্ণধার ধারণ করত দুর্দ্দান্ত ও দুরাস প্রাণী সমুহের গর্ব্ব খর্ব্ব কর (এবং শ্রী গর্ভে অধিকৃত হইয়া সম্যক্‌রূপে জয় কর, অতএব হে ধর্ম্মপাল! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। অনন্তর খড়্গকে প্রণাম করিয়া আং হুং ফট্‌ এই মন্ত্রে বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া উত্তম বলি উৎকৃষ্ট রূপে ছেদ করিবে। অতঃপর সেই রুধির সকল, সৈন্ধব, জল, উৎকৃষ্টফল এবং মধু, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌষিকী বলিয়া কালিকার উদ্দেশে নিবেদন করিবে। অনন্তর দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎপশ্চাৎ শীর্ষপ্রদেশে উহা প্রদান করিবে। এইরূপে বলি

প্রদান করিলে, সাধক সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার অন্যথারূপ আচরিত হইলে, সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

হে বেতাল! ভৈরব! সেই ভগবতী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনার বলিপদ্ধতি যে রূপে উক্ত হইল, অন্যান্য পূজাস্থলেও সেইরূপ বলি বিধান হইয়া থাকে। অতএব তোমরা পূর্ব্ববদ্ধ্যান তৎপর হইয়া পশ্চাৎ তাঁহার একান্তমনে জপ আরম্ভ কর। এক হস্তদ্বারা মালা লইয়া চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা সেই জগজ্জননী কালিকাকে একান্তঃকরণে চিন্তা করা সর্ব্বথাপ্রকারেই কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ (নিজ) মূর্দ্ধ্ন্‌দেশে সচরাচর বিশ্ব প্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করত যথাক্রমে বর্ণাদি বিরচিত ন্যাস সকলের অনুষ্ঠান করিয়া মূল মন্ত্র কণ্ঠভাগে জপ করত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীত্রয়ের গতি শক্তি চিন্তা করিবে। অনন্তর ঐ নাড়ীত্রয়ের স্বরূপগতি একত্র লক্ষ্য করিয়া (উহা) অষ্টচক্রে সম্যক্‌রূপে যোজনা করিবে। সেই চক্রে শিবাঙ্কস্থিতা মহামায়া পার্ব্বতীকে কিয়ৎকাল চিন্তা করত মূলমন্ত্র দ্বারা সংস্থাপন করিবে। পরে ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধিনী সেই ষট্‌চক্র সংস্থিতা ত্রিলোকতারিণী কালিকাকে যথাশক্তি চিন্তা করত যজমান জপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ভ্রূর উপরিভাগে নাড়ীত্রয়ের প্রান্তঃসীমা তথায় ত্রিপথ স্থান বিশিষ্ট ও ষট্‌কোন্, অথচ চতুরঙ্গুলি রূপে পরিগণিত (এবং যোগজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক রক্তচন্দন দ্বারা যে আজ্ঞাচক্র তাহাই (উহাতে) ইচ্ছা করিবে।

মানবগণের কণ্ঠদেশ সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে পরিবেষ্টিত এবং উহা ষড়ঙ্গুলি পরিমিত ও ষট্কোন বিশিষ্ট। কণ্ঠের মধ্যভাগে শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট ষটচক্র (এতদ্রূপে এই স্থানে) কথিত হইল। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ হৃদয় মধ্যে ঐ নাড়ীত্রয় একত্র সন্নিবেশ করিয়া সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ সেই আদি ষট্চক্রে নিরন্তর মূল মন্ত্র ধ্যান করত পীতবর্ণযুক্ত চিন্তা করিবেক। কারণ আপন হৃৎপদ্মে আদ্যক্ষণে চিন্তা করণ হেতু তিনি আদ্যা এই নামে সুবিদিতা হইয়া থাকেন। জপারম্ভের প্রাক্কালে জপমালা পূজা করত বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা উহা অভ্যুক্ষণ করিয়া মণ্ডল সন্নিহিতে উহা বামহস্তে স্থাপন করিবে। অনন্তর ওঁ মাং এই মন্ত্র দ্বারা স্তব করিবে হে মালে! মহামায়ে! হে সর্ব্ব শক্তি স্বরূপিণি! তোমাতে ধর্ম্মার্থ কামাদি ফল সকল ন্যস্ত রহিয়াছে, অতএব হে মালিকে! তুমি আমার শীঘ্রই মঙ্গল বিধান কর। হে বেতাল! ভৈরব! এইরূপে সেই জপমালা অর্চ্চনা করত (উহা) দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া আপন মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যভাগে তর্জ্জনী বর্জ্জন পূর্ব্বক অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি নম্রভাবে সংযুক্ত করিয়া তদ্গতচিত্তে অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা প্রত্যেক বীজ (একে একে) গ্রহণ করিয়া জপ্যমন্ত্র জপ করিবে। জপকালে পুনঃ পুনঃ মন্ত্র পাঠ করিবে, কিন্তু কদাচ ওষ্ঠ পরিচালন (কম্পন) করিবে না। জাপী, জপকালে কদাচই সেই মালার এক বীজের সহিত অন্য বীজের পরস্পর সংলগ্ন করিবেক না; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা

পূর্ব্ব বীজ জপ করিয়া পরে অন্য বীজ জপ করত (তাহাতেও আবার উক্ত প্রকারে) জপ করিবে যদি ঐ রূপে জপ না করিয়া তাহার অন্যথাচরণ হয়, তাহা হইলে সকলই বিফল হইয়া থাকে। ঐ জপ মালা আত্মহৃদয় সন্নিধানে দক্ষিণ পাণিদ্বারা ধারণ করিয়া জপ্য মন্ত্রে সেই জগদারাধ্যা মহামায়া পরমেশ্বরী কালিকা দেবীকে বিশিষ্ট রূপে চিন্তা করিবে। কিন্তু সব্যহস্তদ্বারা উহা কদাপি সংস্পর্শ করিবে না। স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রজীব, সুবর্ণ, মণি, প্রবাল, এবং অব্জ (শঙ্খ) ইহাদ্বারা অক্ষমালা রচনা করত সংযত মনে জপ করিলে, সেই দেবী কালিকা সদতই পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। কুশগ্রন্থি সংযুক্ত পাণিদ্বারা নিরতই উপাংশু জপকরিবে। আর সর্ব্ব প্রকার জপ্য মালার মধ্যে রুদ্রাক্ষমালা পার্ব্বতীর সাতিশয় প্রীতিপ্রদা কারণ রুদ্র রূপী যে আমি, উহা আমার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য উহায় তাঁহার সাতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে। প্রবালাদি দ্বারা অষ্টাবিংশতি বা পঞ্চপঞ্চাশৎ জপ গুটিকা একত্র সম্মিলিত করিবে, কিন্তু তাহার ন্যুনাধিক নিয়তই পরিত্যজ্য হইয়া থাকে। আর যদি ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মালাদ্বারা জপ করিতে বাসনা হয় তবে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে জপ মালা রচনা করিয়া জপ করিবে। জপকালে অক্ষমালারে যদি অন্য কোন কম্প যোগ করা হয়, তাহা হইলে মোক্ষপ্রিয়ঙ্করী সেই কালিকাদেবী জপকারীর অভীষ্ট কদাচই পূর্ণ করেননা, বরং তিনি যদিচ বেদবেদান্তে

পারদর্শী হইলেও জন্মান্তরে নিরত পাপানুরক্ত ও চণ্ডালাচরণ দ্বারা মিশ্র ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাহাহউক, ঐ জপ মালান্তর্গত সর্ব্ববীজাপেক্ষায় স্থূল সম্ভব এক মেরু প্রদান করিয়া (উহার) আদ্যমূল ভাগ হইতে তদিতর শেষভাগ পর্য্যন্ত ক্রম সূক্ষ্ম গুটিকা সকল স্তরে স্তরে সর্পাকারে গ্রথিত করিয়া জপমালা সংরচনা করিবে। ঐ সকল প্রত্যেক বীজ বা গুটিকা যথাযোগ্য ব্রহ্ম গ্রন্থি দ্বারা অথবা তাহাতে সুদৃঢ় রজ্জুর সহিত বাঁধনি করিবে। ঐ মালার মধ্যদেশ ত্রিরাবৃত্ত ও অন্তঃপ্রদেশ আবৃত না করিয়া গ্রন্থি পথ দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে উহাই ব্রহ্মগ্রন্থি বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা আত্মাদ্বারা সেই অক্ষমালা সংযোজিত করিয়া অন্তে তাহাতে নাম জপ করিবেন। সুদৃঢ় সূত্রদ্বারা মালাবদ্ধ ও জপ করিলে, সূত্র হইতে গুটিকা সকল কদাপিই বিযুক্ত হয় না। জপ কালীন যেন স্রক সকল হস্ত হইতে কদাপি চ্যুত বা স্খলিত না হয়, এবম্প্রকার সতর্কতার সহিত উহা ধারণ করা বিধেয়। নতুবা তাহাতে বিঘ্নোৎপত্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভবনা। অথবা সেই জপকালে মালা ছিন্ন হইলে, জপ কর্ত্তার আসন্ন কাল সন্নিহিত হয়।

হে বেতাল ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর। যে কোবিদ (পণ্ডিত) এবম্প্রকারে পরম ভক্তি যোগে মালা লইয়া জপ্য মন্ত্র জপ করিতে সমর্থ হয়েন তিনি নিশ্চয়ই ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু উহার এক একাংশের যদ্যপি

ত্রুটি বা বিপর্য্যয় হইলে উহার বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক অন্যত্র স্থলে পূজাদি কালে দক্ষিণ করে (ঐ রূপে) মালাগ্রহণ পূর্ব্বক মনোহর দেব মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তাহা জপ করিবে। নিয়মিত সংখ্যা করিয়া যপকরা কর্ত্তব্য, নতুবা তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানে সর্ব্বথাই নিস্ফল হইয়া থাকে। এইরূপে মালাজপ করিয়া মস্তকোপরি কিম্বা কর্ণমূলে স্থাপন করত স্তবনীয় মন্ত্রে সেই জগদম্বিকার স্তব করিবে, এবং বাঞ্ছিত বিষয় সকল তদুদ্দেশেই নিবেদন করিবে, তাহা হইলে স্তুতি রূপ মহামন্ত্রে তিনি সর্ব্ব কর্ম্মই সাধকের সাধন করিয়া থাকেন। অতএব হে মহাভাগো! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক সেই স্তবনীয় মন্ত্র সকল আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে! হে শিবে! হে সর্ব্বার্থ সাধিকে! হে শরণ্যে! হে ত্র্যম্বকে! হে গৌরি! হে নারায়ণি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। এই রূপে সাধক সপ্তধা প্রদক্ষিণ করত এই স্তব পাঠ, করত ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা পঞ্চবার প্রণাম করিয়া পরিশেষ আর আর দেবতাদিগকে যথেচ্ছা প্রণাম করিবে। অনন্তর যোনিমুদ্রা দর্শন করত বিসর্জ্জন করিবে। এখন সেই সকল ক্রম ক্রমান্বয়ে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

হে বেতাল! ভৈরব! প্রথমতঃ পাণিদ্বয় প্রস্তুত করত অঞ্জলি উত্তোলন করিয়া কণিষ্ঠ ও অনামাঙ্গুলের অগ্রভাগদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক বাম করের অনামিকাতে উহা স্থাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণ করের অনামিকাতে ঐ

দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিন্যাস করত অনামার পৃষ্ঠভাগে ও মধ্যমাদ্বয়ে তর্জ্জনীদ্বয় সংযোগ পূর্ব্বক কনিষ্ঠাগ্রে তদগ্র যোজনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলেই যোনিমুদ্রা নামে বিখ্যাতা হইয়া দেবী পার্ব্বতীর পরম প্রীতিকর হইয়া থাকে। সাধক, কালিকাদেবীর সম্মুখে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বারত্রয় সেই যোনিমুদ্রা দর্শন করত উহা মস্তকে সংস্থাপন ও তৎপশ্চাৎ ঈশানভাগস্থ পার্ব্বতীর অগ্রভাগে অষ্টদল পদ্মের দ্বারদেশ বর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মূল মন্ত্রে মণ্ডল চিত্রিত (লিখন) করিবে। সাধক ঐ মণ্ডল মধ্যে শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা রক্তচণ্ডাকে প্রণাম পূর্ব্বক (রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ) এই বলিয়া উহাতে নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট সাকুল্য নির্ম্মাল্য উদকে বা তরুমূলে পরিত্যাগ করিবে। যে সাধক এইরূপে সেই কল্যাণ-বিধায়িনী কালিকাকে পূজা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তিনি অচিরকাল মধ্যেই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন।

হে বেতাল! ভৈরব! সাধক প্রথমত অর্দ্ধলক্ষ সেই পূজিত দেবতার নাম জপ করিয়া বৈশিষিক উপচার দ্বারা ব্রহ্মময়ী পার্ব্বতীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবেক। অনন্তর তিনি মহাষ্টমীতে অনশনে থাকিয়া তৎপর দিবস (শুক্লপক্ষীয় মহানবমীতে) পঞ্চরাগরঞ্জিত রজোদ্বারা (পূর্ব্ববৎ অবিকল স্থণ্ডিলাকৃতি মণ্ডল বিনির্ম্মিত করিয়া গুরু, পিতা, মাতা, ইহাঁদিগের সন্নিহতে উহা ঐ মণ্ডলীমধ্যে সংস্থাপন করত মহামায়া চণ্ডিকা দেবীকে পূজা করিবে।

পরে (ঐ মহানবমীতে) তিল মিশ্রিত অভগ্ন ত্রিদল বিল্বপত্র দ্বারা অষ্টোত্তর ত্রিশত হোম করিয়া উক্ত মন্ত্রে ত্রিসহস্র বার ঐ নাম জপ করিবে। নৈবেদ্য গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র এবং যমুৎ প্রভৃতি প্রীতিকর দ্রব্য সকল সেই কালিকার উদ্দেশে প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পায়স ও পিষ্টকাদি (তন্মন্ত্রে উপহার রূপে) নিবেদন করিবে। হে পুত্রগণ! যে সকল বস্তু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে, পার্ব্বতীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থে সেই সকল দ্রব্য সমুহ পূজাবসানে প্রদান করিবে। মূর্দ্ধি শোভাকর সিন্দুর, নয়নাঞ্জন ও সুবর্ণ বিনির্ম্মিত অলঙ্কার সমুহ সেই পার্ব্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া বহুবিধ সৌরভান্বিত কুসুম গ্রথিত মালা লইয়া তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিবে। অনন্তর বিবিধ ব্যঞ্জন সমন্বিত (সশস্ক শাল্যান্ন) প্রদান পুর্ব্বক বিবিধ উপহার জনক ঘৃতাক্ত বলি লইয়া সেই কালভয় নিবারিণী কালিকার উদ্দেশে নিবেদন করিবে। অতঃপর আচার্য্যকে (গুরুকে) সুবর্ণ, গো, কিম্বা তিল লইয়া সেই পার্ব্বতীর উদ্দেশে দক্ষিণা দান করিবে। পরন্তু অভিশপ্ত (মিথ্যাপবাদগ্রস্থ) অপুত্র, শাঠ্য (নিন্দিত) কিতব, ক্রিয়াবিহীন, অকম্পজ্ঞ বামন, গুরুনিন্দক ও সর্ব্বদা (মৎসর সংযুক্ত) জন্মান্ধ এবম্প্রকার গুরুরমন্ত্রে উপদেশ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। তাহার কারণ এই যে, মূল মন্ত্র সকল সদ্গুরুর উপদেশে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্বেই গুরু পরীক্ষা করিবে। শঠতা ও ক্রোধ মোহাদি দোষে যে সকল ব্যক্তি দূষিত হইয়া থাকে, এবং ছদ্মবেশধারী (ভণ্ড) ইহা, জানিয়া

শুনিয়া সেই সকল গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে (দীক্ষিত হইলে) সে ব্যক্তি জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের পাপ দ্বারা তামিস্র নামক নরকে মন্বন্তরত্রয় অবস্থিতি করিয়া পশ্চাৎ পাপগ্রহে পুনর্ব্বার জন্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শঠ, ক্রূর, মূর্খ, ছদ্মবেশধারী, ভণ্ড, দূষিত এবং অভক্ত এবম্প্রকার ব্যক্তি সকল যদ্যপি কর্ণমূলে (কুহরে) মন্ত্র প্রদান করেন, তবে কেবল নিবীড় বন মধ্যে সুবীজ বপনের ন্যায় বৃথা মাত্র হইয়া থাকে। এবং পুরশ্চরণ পূর্ব্বক লক্ষমন্ত্র জপ করিলে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট আশুই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তাঁহার চিরার্জ্জিত কলুষরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ত্রিসন্ধ্যায় ঐ মন্ত্র দুই লক্ষবার জপ করিলে, সাধক সকল কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বাগ্মী, সুপণ্ডিত ও লোকসমাজে যশস্বী ও সমাদৃত হইয়া থাকে এবং চরমে শ্রেষ্ঠ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে মহাভাগৌ! অতঃপর পূজাস্থান শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি নির্জ্জন প্রদেশে ভক্তি পূর্ব্বক সেই মহাদেবী কালিকার পূজানুষ্ঠান করে, দেবী, তদ্দত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও অন্যান্য পূজোপহার সকল স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূজাদিতে শিলাময় স্থান সকল সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রশস্ত এবং নির্জ্জন প্রদেশে স্থণ্ডিলও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাবদীয় জপের মধ্যে উপাংশু জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এজন্য পণ্ডিতেরা উঁহাকেই পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশুচি ব্যক্তি কদাচই সেই সিংহবাহিনী কালিকা দেবীর অর্চ্চনা করিবেক না। তন্মধ্যে যিনি সাতিশয় ভক্তিমান,

তিনিই কেবল তাঁহার আরাধনা করিবেন। কাহারও দন্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র শোণিত যদ্যপি নির্গত হয় তবে, তিনিও কদাপি মনোদ্বারাও বারেক তাঁহাকে চিন্তা করিবেন না। কারণ তদবস্থায় উক্ত মন্ত্র সকল স্মরণ করিলে, সেই পুরুষকে নিরয়গামী হইতে হয়, ইহা সর্ব্ব প্রকার মন্ত্র কল্পেই বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি জানুর ঊর্দ্ধস্থানে ক্ষত বা শোণিতপাৎ হয় তবে, নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান রহিত করা বিধেয়, এবং তন্নিম্নভাগে ঐরূপ হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল পরিবর্জ্জনীয়। (শোকাদি দ্বারা) নয়নবারি বিগলিত হইলে, কিম্বা ক্ষৌরকার্য্য দিবসে, অথবা মৈথুনাশক্ত, বা বমন ও সধূম উদ্গার সমুৎপন্ন হইলে, নিত্যকর্ম্ম সকল সর্ব্বতোভাবেই পরিত্যাগ করিবে। অজীর্ণ দোষবশতঃ তত্ত্বদর্শী সাধক যাবৎ সুস্থ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করেন, তাবৎকাল তিনিও কদাপি নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন না। সূতিকাশৌচ, মরণাশৌচ, বা কালাশৌচেও কোন দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। পরন্তু পত্র, পুষ্প, তাম্বূল, পিপপলিকা এবং ভেষজত্বে পরিকল্পিত ও নিষেধক কিঞ্চিন্মাত্র ফল প্রভৃতিও গ্রহণ (ভোজন) করিয়া কদাপি নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবে না। হে নরশ্রেষ্ঠৌ! রোগাদি ব্যতিরেকে যদি উদক মাত্রও পান করে, তথাপিও সর্ব্বদা নৈমিত্তিকের সহিত ক্রিয়মান যে নিত্য ক্রিয়া তাহাও বর্জ্জন করিবে। জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি ও গণ্ডপাদ ইহাদিগকে স্বেচ্ছাসুখে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া নিত্য কর্ম্ম সকল আচরণ করা কর্ত্তব্য

নহে। বিশেষতঃ প্রমীত পিতৃমাতৃক ব্যক্তি সংবৎসর কাল যাবৎ পূর্ণ না হয়। তাবৎ সেই মানব শিবারাধনা করিবেননা, এবং মহাগুরুর নিপাতে কাম্যকর্ম্ম সকল আচরণ করা অবিধেয়। আত্বির্জ্য, ব্রহ্মচর্য্য, দৈবযুক্তশ্রাদ্ধ, দীক্ষা, দান প্রভৃতি কার্য্যে, পিতৃমাতৃ-বিয়োগ-জনিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে, অথবা রেতঃপাত হইলে, নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচই করিবে না। আসন ও অর্ঘ্যপাত্র যদি ভিন্ন দশাকে প্রাপ্ত হয় তবে, তাহা কদাপি কার্য্যোপযোগী হয় না, সেই প্রকার উঁষর ভূমি (ক্ষার ভূমি) এবং কৃমিজ স্থান সকল সদত পরিমার্জ্জিত ও পরিস্কৃত হইলেও তাহা কালিকা দেবীর প্রীতিকর হয় না; সুতরাং এবম্প্রকার স্থানে কদাচই তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না।

হে মহাভাগৌ! আমি সেই ভগবতী কালিকা দেবীর পূজার বিষয় তোমাদিগকে বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণকর। যজমান পবিত্র অথচ নির্জ্জন স্থানে গমন করত বাহ্য প্রদেশ শুচি হইয়া সেই জগজ্জননী চণ্ডিকা দেবীকে অন্যান্য অমরগণের সহিত অর্চ্চনা করিবে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রভৃতি দিঙ্মণ্ডলীর মধ্যে কৌবেরী দিকই সেই শিবানীর সাতিশয় প্রীতিপ্রদা, এজন্য সাধক সর্ব্বদাই তন্মুখে সমাসীন হইয়া তাঁহার পূজা করিবেন। কীট সংযুক্ত, শীর্ণ, কেশসংযুক্ত, ও দন্তসংস্পৃষ্ট পুষ্প সকল পূজার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জনীয়। অপর ব্যক্তি হইতে যাচিত, পরকীয়, পর্যুষিত, অন্ত্যজ কর্ত্তৃক অথবা চরণদ্বারা সংস্পৃষ্ট বা পতিত,

এবম্প্রকার পুষ্প সকল সর্ব্বদা যত্নের সহিত দূরে পরিহার করিবে। যে সাধক এইরূপে সেই পরম মঙ্গল প্রদায়িনী কালিকা দেবীর অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া সদাকাল সেই চণ্ডিকালয়েই বাস করিয়া থাকেন।

কালিকা-পুরাণে ঔর্ব্বসগর সম্বাদে অষ্টাদশ পটলোদ্ধারে মহামায়াকল্পে ভৈরবোপাখ্যান নামক পঞ্চপঞ্চাশত্তমোধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

ভগবান শিব কহিতে লাগিলেন, হে বৎস বেতাল! হে ভৈরব! অঙ্গ মন্ত্রের কবচ শ্রবণ কর, বৈষ্ণবী তন্ত্রে বৈষ্ণবী পার্ব্বতীর যাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলিতেছি। তন্ত্রে, মন্ত্রের আদ্যাক্ষর বাসুদেবস্বরূপ এবং দ্বিতীয়বর্ণ ব্রহ্মা তৃতীয় চন্দ্রশেখর, চতুর্থ গজবক্ত্র, পঞ্চম দিবাকর। পকার সাক্ষাৎ মহামায়া আদ্যাশক্তি, যকার স্বয়ং মহালক্ষ্মী, শেষ বর্ণ সরস্বতী। পূর্ব্ব বর্ণের অধীশ্বরী যোগিনী যিনি, সতত শৈলপুত্রী নামে পরিকীর্ত্তিতা; দ্বিতীয়বর্ণের অধিষ্ঠাতৃ চণ্ডিকা, তৃতীয় চণ্ডঘণ্টা; চতুর্থ কুষ্মাণ্ডী, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি এবং অষ্টম বর্ণের ঈশ্বরী মহাদেবী। প্রথম বর্ণকবচ, তৎপরে যোগিনী কবচ, তদনন্তর

দেবাদি কবচ, পশ্চাৎ দেবী কবচ, তৎপশ্চাৎ পার্শ্ব কবচ, ততোত্তর দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর কবচ, তৎপরে ষড়বর্ণ কবচ,অতঃপর সর্ব্বত্রাণ পরায়ণ অভেদ্য কবচ। এই অষ্ট প্রকার কবচ, যে নরোত্তম বিশেষরূপে অবগত হইয়া থাকেন, সেই সাধক স্বয়ংই মহাদেব এবং সাক্ষাৎ দেবীরূপ ও শক্তি সম্পন্ন। এই বৈষ্ণবী তন্ত্র কবচে, নারদ ঋষি, ঈশ্বর দেবতা, অনুষ্টুপ-চ্ছন্দ ও কাত্যায়নী দেবীর নাম সর্ব্বাভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত বিশিষ্ট রূপে উচ্চারণ করিবে।

পূর্ব্বদিকে উদিত সুতীক্ষ্ণমার্ত্তণ্ড রৌদ্র কীরণ হইতে আদি-অকার (বর্ণ) আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। অগ্নিকোণে অনল ভয় হইতে দ্বিতীয় বর্ণ ককার আমাকে সদাকাল রক্ষা কর। তৃতীয় (বর্ণ) চকার দক্ষিণ প্রদেশের মহিষ বাহী ভীষণ কালকবল হইতে আমাকে সত্বর রক্ষা কর। নৈঋত দেশে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অথচ মাংসাশী রাক্ষসগণ হইতে টকার বর্ণ প্রতি নিয়তই আমাকে রক্ষা কর। পাশ্চাত্যদেশের অধিপ জলেশ্বর বরুণপাশ হইতে পঞ্চমবর্ণ তকার নিরন্তর আমাকে সংরক্ষণ করুণ, আর ষষ্ঠবর্ণ, পঞ্চমবর্গের আদ্যবর্ণ পকার, মরুৎ কোণস্থ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু হইতে সততই আমাকে রক্ষা করুণ। উদীচী দিকে সংস্থিত কৌবেরগণ কিম্বা যক্ষগণ ইহা হইতে, যকারবর্ণ সম্যকরূপে আমাকে রক্ষা করুণ; এবং ঈশানদিকে রুদ্রানুচর মহারৌদ্রগণ হইতে শেষ য়কারবর্ণ আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুণ। আমার উত্তমাঙ্গকে পূর্ব্ববর্ণ অকার, সদতই সংরক্ষণ, এবং

দ্বিতীয় কবর্ণ আমার এক বাহু প্রদেশ ও তৃতীয় বর্ণ চকার অপর বাহু সংরক্ষণ করুণ। চতুর্থবর্ণ টকার আমার হৃদয়-স্থান ও পঞ্চমবর্ণ তকার সর্ব্বদা কণ্ঠ প্রদেশ রক্ষা করুণ। শক্তি অর্থাৎ পকারবর্ণ আমার কটিদেশ এবং সপ্তমবর্ণ য কার আমার দক্ষিণ চরণ পরিরক্ষণ ও অষ্টম শেষবর্ণ শকার বাম চরণ সংরক্ষণ করুণ। অনন্তর শৈলপুত্রী আমার পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করুণ।

চণ্ডিকা আগ্নেয় দিক্ পরিরক্ষণ করুণ এবং যমভয় নিবারিণী চণ্ডঘণ্টা যাম্যদিক ও জগজ্জননী কুষ্মাণ্ডী নৈঋতভাগে আমাকে রক্ষা করুণ, স্কন্দমাতা পশ্চিমদিক্ হইতে আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা ও লোকেশ্বরী কাত্যায়নী বায়ব্য দিকে সতত রক্ষা করুণ। কালরাত্রি আমাকে স্বয়ং কৌবেরদিকে সদাকাল সংরক্ষণ ও পবিত্র চরিত্রা মহাগৌরী ঈশানাংশে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর দেবতাদের কবচ শ্রবণ কর। সনাতন বাসুদেব অহরহ মদীয় নয়নদ্বয় ও কমলাসন ব্রহ্মা আমার বদনপ্রদেশ রক্ষা করুণ। ভুতনাথ চন্দ্রশেখর আমার নাসিকা ও গজবক্ত্র আমার স্তনযুগ্ম সদাকাল রক্ষা করুণ। ভগবান দিবাকর আমার সব্য ও দক্ষিণ পাণি নিয়তই রক্ষা করুণ, ও পরমেশ্বরী মহামায়া নাভিদেশ রক্ষা করুণ। ধনেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমার গুহ্য প্রদেশ ও বীণাপাণি সরস্বতী জানুদ্বয় রক্ষা করুণ।

সুমঙ্গলা মহামায়া পূর্ব্বভাগে আমাকে নিত্যই রক্ষা

করুণ। আগ্নেয় ভাগ হইতে বরাসিনী ও অগ্নিজ্বালা নিত্যই আমাকে সংরক্ষণ করুণ। রুদ্রাণী, করাল যাম্যভয় হইতে সম্যকরূপে রক্ষা ও তৎপশ্চাৎ নৈঋত দেশস্থিত রাক্ষসবৃন্দ হইতে চণ্ডনায়িকা আমাকে সততই রক্ষা করুণ। পশ্চিম দিক্ হইতে পরমেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সর্ব্বতোরূপে আমাকে রক্ষা করুণ, লোকবিমুগ্ধা প্রচণ্ডা বায়ুকোণে আমাকে রক্ষা করুণ। ভয়ঙ্কর ঘোররূপিণী কৌবেরদেশে আমাকে সংরক্ষণ করিলে, অপর ঈশানদিকে সনাতনী আমার শরীর রক্ষা করুণ। এবং স্বপ্রদেশে জগত্তারিণী মহামায়া সর্ব্বদা আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সংরক্ষণ করিলে, ত্রিনয়না পরমেশ্বরী অধোভাগে রক্ষা করুণ। উগ্ররূপা আমার অগ্রভাগ রক্ষা করিলে, বৈষ্ণবী তদ্রূপে পৃষ্ঠস্থান রক্ষা করিবেন। নির্ম্মল কলেবরা ব্রহ্মাণী দক্ষিণ পার্শ্বদেশ রক্ষা করিলে, অপর বামপার্শ্বে বৃষধ্বজপত্নী মাহেশ্বরী নিত্যই আমাকে সংরক্ষণ করুণ। আর পর্ব্বতপ্রদেশে কৌমারী নিয়তই আমাকে সংরক্ষণ করুণ, সলিল হইতে বরাহ রূপিণী রক্ষা করুণ। বিপিনে ভীষণ দংষ্ট্রা ভয় হইতে উগ্রমূর্ত্তী নারসিংহী সংরক্ষণ করিলে, ঐন্দ্রীমূর্ত্তিদ্বারা আমার অপর আকাশ পথ নির্ভয় করুণ। জলে কিম্বা স্থলে রাজপত্নী ইন্দ্রাণী সততরূপে আমাকে সংরক্ষণ ও সেতুঃ সমস্ত অঙ্গুলি রক্ষা করুণ। ঋক, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব ইহারা শ্রবণদ্বয় সংরক্ষণ ও বেদান্ত সকল চিবুক স্থান নিয়তই রক্ষা করুণ। শক্তিরূপ অথচ পঞ্চম বর্গের পূর্ব্ববর্ণ পকার পার্শ্বদ্বয় পরিরক্ষা করত বামোরুভাগ

হকারবর্ণ রক্ষা করুণ। মা বর্ণ জঙ্ঘাস্থান সংরক্ষণ করুণ, এবং যা এই বর্ণ আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় রক্ষা করুণ। মা এই বর্ণ রোমকূপ, ও ত্বচ সর্ব্বদা পরিরক্ষা করত ঐ বর্ণে, ওষ্ঠ প্রান্তও রক্ষা করুণ। নখ, দন্ত, কর, এবং ওষ্ঠাদি এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বিতীয় বর্গের আদিবর্ণ চকার সন্ধাক্ষর দ্বিতীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা রক্ষা করুণ। দেবাদি, বস্তিস্থান হইতে নিরন্তর আমাকে রক্ষা করত, দেবান্ত কক্ষস্থান রক্ষা করিয়া থাকেন, যকারবর্ণ দেহের বহির্ভাগে সম্যকরূপে রক্ষা করুণ। এবং আজ্ঞা চক্রে, সুষুম্না, ষট্ চক্র, হৃদি, সন্ধিস্থান, আদিষোড়শচক্র, এবং ললাটাকাশ এই সকল স্থানে, বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মন্ত্র, সম্যকরূপে স্থিত হইয়া আমাকে সদাকাল সংরক্ষণ করুণ।

ক্লম গর্ভনাড়ী, পার্শ্ব, কুক্ষি, শিরা সকল, রুধির, স্নায়ু, মজ্জা, মস্তিস্ক, এবং পর্ব্ব সকল (সন্ধি স্থান) দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর মন্ত্র ও কবচ সর্ব্বোতোভাবে এই সকল স্থানরক্ষা করুণ। রেত, বায়ু, নাভিরন্ধ্র, পৃষ্ঠ এবং সমস্ত সন্ধিস্থান, ষড়ক্ষর তৃতীয় মন্ত্র সর্ব্বদা সংরক্ষণ করুণ। মহামায়া নাসারন্ধ্র রক্ষা করুণ, এবং বৈষ্ণবী পার্ব্বতী কণ্ঠস্থান ও বক্ত্র সংরক্ষণ করুণ, দুর্গতিহারিণী রণদুর্গা সর্ব্বসন্ধিস্থান সংরক্ষণ করুণ। হুঁফট্ এতন্মন্ত্র দ্বারা কালিকাস্বয়ং আমার শ্রোত্রদ্বয় সংরক্ষণ করিয়া নেত্রবীজত্রয়, নয়নদ্বয়ে সংস্থিত করত সদাকালই রক্ষা করুণ। ও ঐঁ হ্রী হ্রৌঁ এই মন্ত্রে নাসিকাতে স্থিত হওত চণ্ডিকা স্বয়ং ঐস্থান সংরক্ষণ করুণ। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র দ্বারা তারা-

দেবী জিহ্বামূলে স্বয়ং স্থিতি হওত তদন্তর হৃৎপদ্মে স্থায়ী হইয়া দিব্য পরমোৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুণ। সেতুঃ আমার হৃদয় দেশে সম্যকরূপে সংস্থিত হওত উত্তম জ্ঞান প্রদান করুণ।

মহামায়া, ওঁ ক্ষৌঁ ফট্ এই মন্ত্রে আমাকে সদাকাল সংরক্ষণ ও কৌষিকী, ওঁ যূঁ সঃ এতন্মন্ত্র দ্বারা আমার পঞ্চ প্রাণ রক্ষা করুণ। ওঁ ঐঁ গৌঁ এত দ্বারা শূন্যভরে আমার শরীর গ্রহণ করুণ, আর নমঃ এই মন্ত্র(পাঠ করিয়া শৈলপুত্রী আমার শারীরিক সমস্ত রোগ বিনাশ করুণ। ওঁ হ্রাঁ সঃ স্ফে ক্ষঃ ফড়স্ত্রায়, এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবদূতী, আমাকে, সিংহ এবং ব্যাঘ্র ভয় হইতে সতত রক্ষা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে নিরন্তর আমার অন্তঃকরণ সম্যকরূপে সংস্থাপন করুণ। ওঁ দ্রৌঁ শ্রীঁ সঃ এই মন্ত্রপাঠ করত চণ্ডঘণ্টা আমার কর্ণরন্ধ্র সংরক্ষণ করুণ। আর কামেশ্বরী ওঁ ক্লীঁ সঃ এতন্মন্ত্রদ্বারা আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ ও সততই আমাকে রক্ষা করুণ। ওঁ আঁ দ্রৌঁ ফট্ এতন্মন্ত্রে উগ্রচণ্ডা মদ্রিপুগণ বিনাশ করণানন্তর সমস্ত বিঘ্নাদিও বিনষ্ট করুণ। কালরাত্রি ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এতন্মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুণ। জগদীশ্বরী বৈষ্ণবী প্রখরত্রিশূল হইতে মৎপ্রাণ সদাকাল সংরক্ষণ কর। ওঁ কং এই মন্ত্রপাঠ করিয়া ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মাণী ভীষণ চক্র হইতে আমাকে রক্ষা করুণ, সর্ব্বমঙ্গলা রুদ্রাণী ওঁ ভং এই বীজদ্বারা প্রচণ্ড শক্তি হইতে নিরন্তর সংরক্ষণ কর। এবং কুমারশক্তি কৌমারী ওঁ

টং এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দোর্দ্দণ্ড বজ্র ভয় নিবারণ করুন। আর ওঁ তং এতন্মন্ত্রে তীক্ষ্ণকাণ্ডভয় হইতে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। দেবী নারসিংহী ওঁ পং এই দ্ব্যক্ষর বীজ মন্ত্রদ্বারা ক্রব্যাদ ভয় হইতে রক্ষা করণ পূর্ব্বক, অস্ত্রজন্য ভয় সকল সর্ব্বথারূপে নিবারণ কর। চণ্ডিকাদেবী সর্ব্বশাস্ত্র ও যমভয় হইতেও সদাকাল সংরক্ষণ করিলে, ওঁ য এই মন্ত্রে তদুদ্দেশে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। বিশ্বাস ঘাতক হইতে সুররাজমহিষী ইন্দ্রাণী, মং এই একাক্ষর বীজদ্বারা সংরক্ষণ কর। আমি তাঁহাকেও অবনত মস্তকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

সর্ব্বত্র স্থানে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে যিনি আমাকে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই মহামায়া পরমেশ্বরী পরমবৈষ্ণবীর উদুদ্দেশে আমি বারম্বার নমস্কার করি। আধার স্থানে, বায়ুমার্গে, হৃৎপদ্মে, চন্দ্র ও সূর্য্যরশ্মিতে, যে কোন বস্তুতে ও বহ্নিতে কিম্বা জলে অথবা উচ্চ প্রদেশে এই সমস্ত স্থলে যিনি সর্ব্বদা সদাগতির ন্যায় (বায়ু) প্রবেশ করেন, এবং কমলাসন ব্রহ্মা যাহাকে মূর্দ্ধ্নিদেশে ধারণ করেন, ও ভগবান হরি যাহাকে কণ্ঠস্থলে ধারণ পূর্ব্বক, এই বিশাল বিশ্বসংসার অবলীলাক্রমে সংরক্ষণ করিতেছেন, আর চন্দ্রচূড় মহাদেব যাঁহাকে হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং পদ্ম গর্ভাণ্ডবীজ অখিলব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর, ও প্রধান পুরুষ তিনি আমাকে সদাকালীনই সংরক্ষা করুন। আদ্যাশক্তি সমস্ত সুর সমূহের

সহিত সদাকালীন পদ্মকর্ণিকায়, অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং মন্ত্রে যে সেতু সকল সততই বৈষ্ণবীতন্ত্রে অবস্থিত আছেন, তিনিও নিরন্তর আমাকে, কি আকাশে, কি জলে কিম্বা স্থলে সমস্ত স্থানেতেই রক্ষা করুন। অষ্টাঙ্গ, অষ্টবসু, অষ্টমূর্ত্তি এবং অণিমাদি অষ্টযোগাঙ্গ ইহারা সদাকাল আমাকে সংরক্ষা করুন, এবং গণসমূহ অষ্টাষ্ট (অর্থাৎ শোড়ষকলা) ইহারাও নিরন্তর আমার হৃদয় স্থানে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করুন।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের নিকট রহস্য, পরম পবিত্র, সর্ব্বার্থ সাধন এবং ধর্ম্মার্থ ও কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ এই কবচ আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতএব যেজন মদ্ভক্ত এই কবচ সকৃৎ (একবার) শ্রবণ করে, তিনি ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করত, পরলোকে সাক্ষাৎ শিবের তুল্য রূপ সম্প্রাপ্ত হন। আর মৎকর্ত্তৃক এতৎ কবচ যে নর একবার কর্ণে আকর্ণন করে, তিনি সমস্ত যাগ ও যজ্ঞাদির ফল লাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, আর সংগ্রামে তিনি শত্রুদিগকে অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, যেমন্ মদমত্ত মাতঙ্গগণকে, বিশাল বলশালী কেশরী নিমেষমাত্রে বিনাশ করিয়া থাকেন, এবং প্রজ্বলিত বহ্নি যেরূপ অনায়াসে তৃণরাশি দাহন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মৎ কর্ত্তৃক উক্ত কবচ শ্রবণ করিয়া শত্রুকুল সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এবং যিনি সর্ব্বোত্তমোত্তম্ মদভাষিত এই কবচ, শ্রবণ করেন,

কিম্বা পাঠ করেন, অথবা আনুসঙ্গিকও যদি আকর্ণন করেন, তবে তত্তজ্জনগণের শরীরে বিপক্ষ প্রেরিত শাণিত অস্ত্র শস্ত্রও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না; এবং তাঁহার শরীর সম্বন্ধে কোন ব্যাধি সমুৎপন্ন হয় না, আর যাবজ্জীবন কদাচ দুঃখ ভাগী হয়না। গুটিকাঞ্জন দ্বারা পাদতল পরিলিপ্ত করত উচ্চাটনাদি সমস্ত কার্য্য, আশুই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং বায়ুর ন্যায় তাঁহার গতি হয়, ও অন্য কাহা কর্ত্তৃক বাধিত হয় না, এবং দীর্ঘায়ু ও আত্মাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া ধনেশসদৃশ ধনবান হয়। অষ্টমী তিথিতে সংযত হইয়া পর দিবস নবমী তিথিতে বিধি বিধানানুসারে ত্রিনেত্রা শিবাকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া একান্তঃকরণে শিবানীকে চিন্তা করিবেক। হে বৎস ভৈরব! যেজন সর্ব্বার্থপ্রদ এই কবচ আত্মশরীরে সংরক্ষণ করে, তাঁহার ফল শ্রবণ কর। কদাচ তিনি রোগাক্রান্ত হয়েন না; এবং শতবর্ষ সংসারে জীবিত থাকেন, আর সদাকাল রূপবান ও সর্ব্বগুণাক্রান্ত হইয়া থাকেন। তিনি বিবিধ ধনরত্ন পরিভোগ করত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যাবান হইয়া, জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্ম পরায়ণৌ! মদভাষিত এই দেবী কবচ যিনি একান্তঃকরণে শ্রবণ করেন, অগ্নি জাজ্বল্যমান ও সপ্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়াও তাঁহার শরীর দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এবং অম্ভোরাশি কদাচ তৎকায় আপ্লবন করিতে পারেন না, ও বলবদ্বায়ু তৎ কলেবর সংশোষণ করিতে সক্ষম নহে। কোন জন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সমূহদ্বারা কদাপি তৎশরীর

বিদ্ধ করিতে পারে না, আর ভাস্কর, তীক্ষ্ণ প্রখর কর-দ্বারাও তাঁহাকে উত্তাপ দান করিতে সক্ষম হয়েন না, এবং কদাপি তৎসম্বন্ধে কোন বিঘ্ন জন্মে না। বেতালগণ, কি পিশাচগণ, কিম্বা রাক্ষসগণ এবং গণনায়ক সকল ইহারা সকলেই তৎসম্বন্ধে বশতাপন্ন হন। আর যে জন ঐকান্তিক ভক্তি পূর্ব্বক এই হর বিনির্ম্মিত কবচ নিত্য পাঠ করে, সেই যে এই আমি মহাদেব, এবং মহামায়া পার্ব্বতী, আমরা তাঁহার করে সাক্ষাদ্ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকি। যিনি সতত মদ্ভাষিত এই পার্ব্বতীকবচ নিত্য ত্রিকালীন পাঠ করিবেন, তিনি অন্যের সম্বন্ধে বরপ্রদ হইবেন; এবং এই জগতীতলে সুবিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইতে পারিবেন, আর কবিত্ব ও সত্যবাদিত্ব সততই লাভ করিবেন। এই দেবীকবচ যে সাধক একান্ত-চিত্তে একবার যদি উচ্চারণ করে, তবে তিনি বক্ত্র হইতে একদা সহস্র শ্লোক বলিতে সক্ষম হইবেন, আর শ্রুতিধর-দিগের মধ্যে অদ্বিতীয়রূপে বিখ্যাতবান হইয়া থাকেন। হে ভৈরব! শ্রবণ কর যিনি সর্ব্বার্থপ্রদ এই দেবীকবচ সংলিখন করিয়া গৃহে সংরক্ষণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে, কি দুর্গতি, কি দূষণাবহ কার্য্য কদাচ ঘটে না, এবং গ্রহ সকল তৎশম্বন্ধে সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট থাকেন, ও রাজগণ নিরন্তর তদ্বসবর্ত্তী হন। এবং মদুক্ত পার্ব্বতী কবচ বিদিত জনগণ যে রাজ্যে অবস্থিতি করেন, তদ্রাজ্যে কস্মিন্‌কালেও ঈতয়ঃ (অর্থাৎ অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, (কীট) মূষিক, খগ,

রাজপ্রতিকূল ইত্যাদি ভয় সমুৎপন্ন হয় না। সেতু, দেব, শাক্তবীজ, পঞ্চম দিবাকর, বায়ু, ইহারা বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে দ্বিতীয়াষ্ট্যক্ষর রূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, এতত্ত্রয় যাঁহার জিহ্বাগ্রে সততই অবস্থিতি করে, তাঁহার শরীরে দেবী মহামায়া নিয়ত রূপেই সংস্থিতা থাকেন। মন্ত্রের প্রণবই সেতু, সেই সেতুই প্রণবে পরিকীর্ত্তিত, এই কারণবশতই মন্ত্রের আদ্যে ও পরে ওঁকার পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ, এবং নমস্কার করিবে। মহামন্ত্রও দেবতা রূপে সুরগণ কর্ত্তৃক সুস্পষ্টই কথিত আছে। অতঃকারণ দ্বিজাতিদিগের এই মন্ত্র সর্ব্বতোরূপে পাঠ্য এবং শূদ্রজাতির কর্ম্ম মাত্রেই ঐ মহামন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা উচ্চারণ করিবেক। আদ্যস্বর অকার (বাসুদেব) পঞ্চমস্বর উকার (শঙ্কর) পবর্গের পঞ্চমাক্ষর মকার (ব্রহ্মা) পুরাকালে বেদত্রয় হইতে, এই বর্ণত্রয় সমুদ্ধার করিয়া বিধান কর্ত্তা ব্রহ্মা এই প্রণব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঐ প্রণব উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিবে, রাজন্যগণ অনুদত্ত স্বরে সমুচ্চারণ করিবে, এবং উরুজাত বৈশ্য সকল ঐ প্রণব মন্ত্র মনোদ্বারা তদ্রূপাচরণ করিবেক। স্বরবৃন্দের মধ্যে চতুর্দ্দশ স্বর ওকারই তিনি (সেতু সংজ্ঞক ওকার স্বর অনুস্বার (চন্দ্রবিন্দু দ্বারা) সংযুক্ত করিলেই, অজিবজাত শূদ্রগণের সম্বন্ধে সেতুরূপে সমুচ্চারিত হইয়া থাকে। সেতু রহিত তোয়রাশি যেপ্রকার নিম্নভাগে ক্ষণকাল মধ্যে পতিত হয়, তদ্রূপ সেতু বিহীন মন্ত্র ও যজমানদিগের সম্বন্ধে ক্ষণকালমধ্যে চ্যুত

হওত তৎক্ষণাৎ বিষম অমঙ্গল সংঘটন হয়, সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণেরাই সকল মন্ত্রেই পার্শ্বদ্বয়ে সেতু গ্রহণ পূর্ব্বক, জপকর্ম্ম সমারম্ভ করিবে। মন্ত্রের আদিতে সেতূচ্চারণ করত অন্তে ও সেতু প্রয়োগ করিবে, কিন্তু দ্বিসেতু সংযুক্ত মন্ত্র বিশেষ দ্বিজাতিগণের সম্বন্ধেই সর্ব্বথারূপে কীর্ত্তিত হইল।

মহামুনি ঔর্ব্ব বলিতেছেন, সগররাজ! তোমার নিকট ভগবান ত্র্যম্বকোদিত কবচ সর্ব্বতোভাবেই বর্ণন করিলাম; এবং অভেদ্য কবচ ও কবচাষ্টক, মহামায়ার মন্ত্রকল্প, আর তন্ত্র সংযুক্ত কবচ এবং লোকত্রয়ের দুর্লভ যে ষড়ক্ষরীয় কবচ, যেজন এতৎ সমস্তই ভক্তি পূর্ব্বক নিত্য পাঠ করেন, হে নৃপোত্তম! বৈষ্ণবী পার্ব্বতীর অষ্টাক্ষরীয় মন্ত্র যদ্যপি জপ করেন, তিনি সর্ব্বতোরূপে আত্মাভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কালিকা-পুরাণে মহামায়া কবচ নামক ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিতেছেন যে; সগররাজা, তারাবতী-সন্তান বেতাল ও ভৈরব ইহাদিগের সহিত ভগবান ভর্গের যে আশ্চর্য্য সংবাদ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ

করিয়াও পুনর্ব্বার মুনিপ্রবর ঔর্ব্বের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। দিবাকরকুলোৎপন্ন রাজা সগর বলিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! কলেরবগত আদি মন্ত্র তোমা কর্ত্তৃক মৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রোক্ত হইয়াছে. সংপ্রতি ঈশ্বরী কালিকাদেবীর এই অঙ্গ মন্ত্র আমার সম্বন্ধে, দ্বিজেন্দ্র! তুমি সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন কর। তথা যন্ত্র সকল, সমস্ত পূজার স্থান এবং তদ্রূপ তন্ত্রসার ধৃত নিখিল কবচ, পৃথক্ পৃথক্ রূপে হে করুণাত্মন! তুমি বর্ণন কর। আর উমাপতি মহাদেব, নিজ সন্তান ধর্ম্মানুরাগী বেতাল ও ভৈরব ইহাদিগের সম্বন্ধে শিবের প্রকট লীলাস্থান যে কামাখ্যা, তাহার যে মাহাত্ম্য এবং সরহস্য মন্ত্র. যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিস্তারিতরূপে তদুপাখ্যান আখ্যান করুণ। কারণ হে মহামুনে! তোমার মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত শিবভাষিত ভগবতী কালিকাদেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণের পরিতৃপ্তি হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব মহদদ্ভূত ও পরম কৌতুহলাক্রান্ত তদুপাখ্যান মৎসন্নিহিতে কীর্ত্তন করুণ, আমি ঐকান্তিক চিত্তে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। তখন ঋষি শ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন। রাজশার্দ্দূল! তুমি শ্রবণ কর, ভগবান উমাপতি স্বকীয় তনয় বেতাল ও ভৈরব ইহাদিগের নিকট যে মহদুপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তদুপাখ্যান তৎসম্বন্ধে আমি বর্ণন করিতেছি। পাপনাশন পরম পবিত্র ও নরগণের সম্বন্ধে পরম স্বস্ত্যয়ণস্বরূপ এই রহস্য গর্ভে পুংসবনের ন্যায় কথিত

ও কল্যাণকারক ভদ্রপ্রদ অথচ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু শিব ভাষিত এতদুপাখ্যান কি শঠ, কি চলচ্চিত্ত কিম্বা নাস্তিক ও অজিতাত্মা অথবা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ইহাদিগের নিন্দাকারী; সতত পাপানুষ্ঠায়ী, অভিশাপান্বিত, খঞ্জ, শ্রদ্ধা রহিত ব্যক্তিগণ এবং নিরবচ্ছিন্ন রোগগ্রস্থ ইহাদিগের সম্বন্ধে প্রাণান্তেও বলিবে না, কিম্বা প্রদান করিবেক না। অতএব হে রাজন্! যোগেশ্বর পার্ব্বতীনাথ ধর্ম্মপরায়ণ বেতাল ও ভৈরব ইহাদিগের স্থানে পরমেশ্বরী মহামায়ার যে মন্ত্র কল্প কহিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই রহস্য মন্ত্র কল্প তোমার সমীপে আমি কীর্ত্তন করিতেছি।

ভগবান শিব কহিতে লাগিলেন, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! সকল পূজাতেই সুসঙ্গত যে অঙ্গমন্ত্র, তন্মন্ত্রই প্রথমে তোমাদিগের স্থানে কীর্ত্তন করিতেছি, একচিত্তে অবহিত হও। দেবপূজায়, বিধি-বিধানানুযায়ী স্নান পূর্ব্বক শুচি তৎপর হওত, আচমন করিয়া চতুর্হস্ত পরিমিত পূজাবেদীর বহির্ভাগে অর্থাৎ দ্বারদেশে সংস্থিত হইয়া পবিত্র মনোদ্বারা গুরুকে প্রণাম করিবে। তৎপশ্চাৎ স্বীয় ইষ্ট দেবের চরণ চিন্তা পূর্ব্বক প্রণাম করত স্বচ্ছান্তঃকরণে ইন্দ্রাদি দিকপালগণকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণাম করিবেক। জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ, কি তদ্দিনার্জিত কিম্বা দিনান্তসঞ্চিত কলুষরাশী, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনোদন করত তৎকালীন বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা তত্তৎ পাপনিচয় স্মরণ করিবেক, এবং তত্তৎ পাপরাশীর বিনাশের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণোক্ত মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিবেক। দেবি!

পাপাক্রান্ত যে আমার প্রাগ্গতচিত্ত হইয়াছে, তচ্চিত্ত হইতে সেই পাপরাশি নিঃসারণ পূর্ব্বক হুঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহা কর, এজন্য হে মাতঃ! জগদম্বিকে! তোমাকে বিনত শিরে নমস্কার করি। প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি-সূর্য্য, সুধাকর-চন্দ্র, দণ্ডধারী যম ও অখণ্ডদোর্দণ্ড কাল, আর ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ মরুৎ, আকাশ) ইহারা আমার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষী। অতঃপর পুনর্ব্বার হুঁ ফট্ এতন্মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক, আত্ম-ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা পার্শ্বদ্বয়, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ নিরীক্ষণ করিলে, পশ্চাৎ নির্ম্মল ও পবিত্র মন হইবেক। পাপোৎসার কার্য্যে যে সাধক, প্রথমেতে এবম্প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করে, তদ্দেহে যদ্যপি দৃঢ়তর পাপও থাকে, তথাপি তত্তৎ পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। এবম্প্রকারানুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি অপনীত হইলে, সাধক স্বয়ংই পুনর্ব্বার পূজা স্থান প্রাপ্ত হইবেক, তথাপিও যদি অল্পতর পাপ থাকে, তাহা আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে। ওঁ অঃ ফট্ এই মন্ত্র পঠনানন্তর পূজাবেদী প্রবেশ করিবে, এবং পূজাকার্য্যে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা বিগত পাপ হইলে, ক্ষণকাল মধ্যেই ইষ্টাভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। অতঃপর নারাচ মুদ্রাদ্বারা হাঁ হীঁ হুঁ এতন্মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্যাদি সমস্তই অবলোকন করিবেক, আর যৎকালে আত্ম বুদ্ধি দ্বারা দূষিত-পুষ্পাদি বিশেষরূপে বিদিত হইতে পারা যায়, বা অস্পৃশ্য বস্তু যদ্যপি সংস্পর্শ হয়, কিম্বা অন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু অথবা

নির্ম্মাল্য ও কীটাদ্যারোহিত যে কোন দূষণীয়, নৈবেদ্যাদি, অবলোকন মাত্রে তৎসমস্তই বিদূষিত হয়। তদনন্তর এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত দীপশিখা সংস্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ দীপ শিখা তাঁহার সম্বন্ধে শুভপ্রদা হইয়া থাকে, এবং ক্রব্যাদ (মৃত দেহ) পতঙ্গ, কীট, কেশাদি, বসা, (মাংসপিণ্ড) মজ্জা এবং অস্থি ইত্যাদি দূষণীয় পদার্থ সমস্তই যদ্যপি যজ্ঞাদি কার্য্যে অজ্ঞাত রূপে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই প্রজ্বলিত দীপশিখা সংস্পর্শ মাত্রে তত্তদ্দোষরাশি বিনষ্ট হয়। যাজক, নারসিংহ মন্ত্র, কিম্বা দেবতীর্থ মন্ত্র দ্বারা ঘট মধ্যস্থ জল গুহ্যভাবে নিরীক্ষণ করত, বাম পার্শ্বে রক্ষা করিয়া বামপাণি দ্বারা সন্ধারণ পূর্ব্বক, তৎপাত্র আধার মন্ত্রে, সংস্কার করিয়া দক্ষিণ হস্তে তজ্জল সংস্পর্শ করিবে। এবং অজ্ঞান বসত যদ্যপি কোন অপেয়াদি তজ্জলে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, কি তৎপাত্রে যদি কোন অস্পৃশ্য সংঘটনা হয়, কিম্বা জ্ঞানক্রমে তত্তোয়েতেইবা সংঘটন হয়, অথবা জলাশয়ে অধম অর্থাৎ কোন নিকৃষ্ট জন কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, তবে পূর্ব্ব কথিত তন্মন্ত্র দ্বারা তজ্জল, সংস্পর্শ করিবামাত্র তত্তদ্দোষরাশি তৎক্ষণাৎ বিনাশ হয়। তদনন্তর আধার মন্ত্রে দ্বিহস্ত দ্বারা স্বকীয়াসন গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সুচন্দনাক্ত কুসুম তদুপরি প্রদান করত আসনমন্ত্র পাঠ করণানন্তর সেই বরাসনে আসীন হইবে। দুঃশিল্পিজন কর্ত্তৃক রচিত কি অন্য কোন দোষে দূষিত বা অজ্ঞাতসারে যে কোন কারণে হউক না

কেন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ মন্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর মাতৃকা মন্ত্রে নাদ বিন্দু সংশ্লিষ্ট মাতৃকান্যাস আত্ম শরীরে বিন্যাস করিবে, কারণ মন্ত্রোচ্চারণ কার্য্যে যে কোন বর্ণ ভ্রষ্ট হয় কি অস্পষ্ট কিম্বা মাত্রা ভ্রষ্ট দোষ ঘটে, হে বৎস ভৈরব! তৎ সমস্ত দোষই মাতৃকা মন্ত্রোচ্চারণে, সততই দোষশূন্য হইয়া থাকে। সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বিষ্ণ্বাদি স্বরবৃন্দ, ইহারা সকলেই মাতৃকা মন্ত্রের চূড়া স্বরূপ, এ জন্য বিন্দুরূপে (রত্নরাজীর ন্যায়) সেই ব্যঞ্জন বর্ণের শিরোভাগে শোভা পাইতেছেন। মাতৃকা, যাবদীয় ব্যঞ্জনবর্ণের মূর্দ্ধ্নিদেশে কীরীটের ন্যায় শোভমান হওয়ায়, নিখিল মন্ত্রকল্পে স্বয়ংই সর্ব্বদাই সঙ্গত হইয়া থাকেন, এবং ঐ মাতৃকা বর্ণ সকল এক মাত্রা যোগে হ্রস্ব দ্বিমাত্রাযোগে দীর্ঘ ত্রিমাত্রাযোগে প্লুতস্বরবাচ্য হইয়া থাকে, সুতরাং এই সকল বর্ণ এতদ্রূপেই ব্যবস্থিত ও উচ্চারিত হইবে। হে প্রাণাধিক বেতাল ও ভৈরব! তোমরা বিশেষ রূপে অবহিত হও, সেই বর্ণ সমূহের যে মাত্রা সকল তাহারাই মাতৃকাদেবী রূপে প্রতীতি হয়েন, এই হেতু শিবদূতী প্রভৃতি সকল সমুচ্চারণ পূর্ব্বক শরীরাবয়বে ন্যাস করত যদি কোন অংশ ন্যুন থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ সম্যক রূপে পূর্ণ হইবে, এবং চতুর্ব্বর্গের ফল দান করিবেন, আর সদাকাল. দেবার্চ্চনে তত্তজ্জনগণকে সততই রক্ষা করেন। বিশেষ মাতৃকান্যাস, চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান পূর্ব্বক, সর্ব্বাভীষ্ট

ও তুষ্টি, পুষ্টি ইত্যাদি সমস্তই দান করেন। যদি কোন সাধক মাতৃকান্যাস ব্যতীত স্বর পূজানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সতত সেই পূজা হইতে চতুর্ব্বিধ গ্রাম্য ভূতাদি দ্বারা; উৎপীড়িত হন। অতএব যে সাধক, সর্ব্বতোভাবে মাতৃকান্যাস অনুষ্ঠান করেন, তিনি মহা যশস্বী ও জগদারাধ্য হইয়া থাকেন, এবং দেবতাগণও তাঁহার সন্দর্শন বাঞ্ছা করেন, এবং সেই সাধক, সমস্ত প্রাণিগণের বাধ্য হন, আর কদাচ তাঁহার পরাভব হয় না। অনন্তর সাধক বিষ্ণুমন্ত্রে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কুসুম, বিমর্দ্দনার্থ গ্রহণ করিয়া প্রাসাদ মন্ত্রে বা কামবীজোচ্চারণ পূর্ব্বক, করদ্বয়ে মর্দ্দন করত ব্রাহ্ম্যবীজের দ্বারা তন্নির্ম্মাল্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাসাদ মন্ত্রে ঈশানাংশে সেই নির্ম্মাল্য কুসুম ত্যাগ করিবে। এবম্প্রকার কর শুদ্ধির অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বথা সুচারু ও বিশুদ্ধমতে করশুদ্ধি হইয়া থাকে। উলূক, গূঢ়পাদাদি, অশুদ্ধ সংস্পার্শ এবং দুর্গন্ধ উত্তোলনের নিমিত্ত যদ্যপি কোন অসংস্পৃষ্ট ঘটে, অর্থাৎ যে কোন প্রকারে করের দোষ সংলগ্ন হয়, তৎসমস্ত দোষরাশি করশোধন দ্বারা বিনষ্ট হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ পুষ্প গ্রহণ মাত্রেই বিশুদ্ধ হয়, তৎপুষ্প বিমর্দ্দন করণদ্বারা করতলদ্বয়ও বিশুদ্ধ হয়, এবং পাণিপৃষ্ট সেই নির্ম্মার্জ্জন কুসুম, নাসিকাগ্রে ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ যাবদীয় তীর্থরাশি, আপন হইতেই তন্নাসাগ্রে ও করদ্বয়ে অধিষ্ঠান করে। সেই হেতু হে ভৈরব! সর্ব্বতোভাবে যত্নের সহিত এই এই

কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে মুখশুদ্ধার্থ প্রথমতই দীর্ঘস্বরে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক, অনন্তর বাসুদেববীজ দ্বারা প্রাণায়াম সমারম্ভ করত যে যে দেবতার যে যে রূপ ও যে যে ভূষণ এবং যে যে বাহন সেই সেই দেবপূজনে ইহাদিগকেও বিশেষ রূপে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা চিন্তা করিবে। পরে সর্ব্ব পাপ বিনাশের জন্য গঙ্গাবতার বীজে, ধেনুমুদ্রা দ্বারা প্রথম অর্ঘপাত্রস্থ জলে অমৃতী করণ করিবে, তাহার কারণ অমৃতী করণ হইলে, তোয়ে যে অমৃত প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য দেবগণের প্রীতি প্রদানার্থ সুরপূজনেও গঙ্গাদেবী স্বয়ংই আগমন করেন।

হে ভৈরব! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলোদ্দেশের নিমিত্তে অমৃতীকরণ অনুষ্ঠান করিবে, স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, অর্দ্ধস্বস্তিক, পর্য্যঙ্কাসন ইহারাও সুরগণের পূজায়, অতিশয় প্রশস্ত এই জন্য সততই অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্ব যন্ত্রের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট যে পাদযন্ত্র কথিত আছে, সেই পাদযন্ত্র প্রথমেই বরাহবীজ দ্বারা গ্রহণ করিবে। এবং ঐ বরাহ বীজ সংসৃষ্ট সেই বিশুদ্ধ পাদযন্ত্রদ্বয় সংস্পর্শ করত অভীষ্টপ্রদ দেবতাকে তৎক্ষণাৎ সন্দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে, কদাচ পাদ দোষ সন্দর্শন হয় না। সুরার্চ্চনে তাদৃশ পাদযন্ত্র অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক, কারণ ঐ মন্ত্রে সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে, এই জন্য সর্ব্ব প্রকারেই পাদযন্ত্রানুষ্ঠান করিবে। অতঃপর সাধক, কূর্ম্মমন্ত্রে আত্ম পাণিতলদ্বয় কচ্ছপাকার করত তন্মধ্যে

সংস্কৃত কুসুম দ্বারা আত্মবপুঃ পূজা করিবেক, এবং তৎপুষ্পে স্ব শরীর পূজিত হইলে, তৎশরীরে তৎক্ষণাৎ দেবত্ব জন্মিয়া থাকে। তৎপরে সাধক, দশরন্ধ্রের দহন ও প্লবনাদি বিষয়ে মন্ত্র, অথবা প্রণব এই উভয়ের একতর দ্বারা ভেদ করিবে, এবং বাসুদেব বীজে প্রাণের সহিত তদংশ (অর্থাৎ ভেদাংশ) আকাশধামে সংস্থাপন করিবে। অজ্ঞাত কিম্বা অসংযত ইত্যাদি দোষ সংশোধনার্থ মণ্ডল স্থান সংমার্জ্জন করিবে। মধু ও কৈটভ ইহাদিগের মেদসমূহ দ্বারা এই টলটলায়মানা পৃথিবী নিষ্টলা হইলে, তদবধি এই মেদিনী সদাকালীনই বিশুদ্ধারূপে পরিগণিতা হইয়াছে, এই জন্য দেবার্চ্চনে পৃথিবী সর্ব্ব প্রকারই শুদ্ধা। এবং আজ পর্য্যন্তও ত্রিদশ সকলেরা ক্ষিতিতলে চরণার্পণ করেন না, আর স্বীয় তনুচ্ছায়া ভূতলে সংযোজনা করেন না, সেই দোষের পরিহারার্থ সাধক ক্ষিতিতলে মন্ত্র বীজ সংলিখন করিবে, এবং প্রোক্ষণ ও বীক্ষণাদি দ্বারা তৎক্ষণাৎ মেদিনী পরিশুদ্ধা করিবেক।

অতঃপর ধর্ম্ম-বীজ দ্বারা বীক্ষণ করিয়া অনন্তর স্থণ্ডিলাচরণ করিবে, ঐ ধর্ম্ম-বীজে, তন্মণ্ডল সন্দর্শন করিবেক। অতঃপর যাজক বক্ষমাণ মন্ত্রে ভূতাদি সমস্ত অপসারণ করিবে, নচেৎ ভূতাপসারণ ব্যতীত যদি পূজোপহার দ্রব্যাদি আহরণ করে, তবে তত্রস্থ সদালুব্ধ ভূত সমূহেরা নৈবেদ্যাদি ও মণ্ডল এতৎ সমস্তই বিনষ্ট করে, এবং দেবগণেরা কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন না, সেই-

হেতু যন্ত্রের সহিত ভূতাদ্যপসারণ কর্ত্তব্য। অস্ত্র, শস্ত্রের সহিত ভূতাপসারণ ও মন্ত্র পাঠ করিবে, যে ভূতাদি এই বসুন্ধরাতে সমবস্থান করিতেছে, সম্প্রতি সেই ভূতগণ অপসর্পণ করুন (অর্থাৎ পৃথিবী হইতে অন্যত্র গমন করুন) আমি ভূতাদির অবিরোধে, পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করি। এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিলস্থ ভূতগণ অপসারণ করত পশ্চাৎ সাধক বিষ্ণু-বীজে, দশদিক্ বন্ধন করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপদ্রবকারী সেই ভূতাদি সকল অপসারণ করিবে। এবম্প্রকারে নিজ করে, শ্বেত সর্ষপ কিম্বা অক্ষত ইহার একতর গ্রহণ পূর্ব্বক, দশ দিকে নিক্ষেপ করত দিক সকল সংরক্ষিত হইলে, সুরার্চ্চনে আত্মাধিকার হয়। তৎপরে যোগপীঠ সদৃশ আসন পূজা করিয়া স্বাভাবিক সদাকাল বিশুদ্ধ পঞ্চভূতাত্মক শরীরমল, পূতিগন্ধ, শ্লেষ্ম, বিষ্ঠা, মূত্র, পিচ্ছল, রেত, নিষ্ঠীবন এবং বমনাদি এ সমস্ত দোষে দূষিত আর সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত যে এতদ্দেশ, তৎশোধনার্থে পঞ্চ মহাভূত, তদ্দেহে সংযোজনা করিয়া সর্ব্ব ভূতাদির বীজ যে, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ইহাদিগের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে শোষণ, দাহন, প্রোৎসাদ, অমৃত বর্ষণ, আপ্লবন ইত্যাদি যথান্বয়ে অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বতোভাবেই চিত্তবৃত্তি সংশোধিত হয়। অতঃপর অণ্ডের চিন্তা করত তদণ্ড, ত্রিখণ্ডরূপে ভেদ করিয়া পূর্ব্ব খণ্ডে দেবতারূপ পরিচিন্তা করিয়া, পশ্চাৎ স্বকীয় ইষ্টদেবতারূপ বিশুদ্ধ চিত্তে ভাবনা করিবে। এবং সততই সেই আমি ইত্যাদি

ভাবনা করত, সংস্কৃত পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক, আত্মাতে সাক্ষাদ্দেবজ্ঞান করিবে, এবম্প্রকার অনুষ্ঠান করত আমিই দেবতা ইত্যাকার জ্ঞানানন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এবং যে কোন পূজোপকরণ দ্রব্যাদি সমস্ত বস্তুতেই দেবত্ব হউক, এবম্প্রকার চিন্তা করিবে।

আর দেবতাধারে আমি স্বয়ংই দেবতা ইত্যাকার জ্ঞান করত দেবোদ্দেশে দেবতা পরিযোজনা করিয়া সমস্ত সুরগণের মধ্যে আত্মাকে দেবজ্ঞান পূর্ব্বক, পরম বিশুদ্ধ ভাব ভাবনা করিবে। এবং প্রাণায়াম দ্বারা মনকে জীবাত্মা জ্ঞান পূর্ব্বক,অন্তর্গত যে মল তৎসমস্তই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধরূপে পরিণত হয়। গৃহেতে যদি দেবার্চ্চনানুষ্ঠান করে তবে, তৎকালে চতুঃপার্শ্বেতেই সর্ব্বব্যাধি বিনাশন আদিত্যবীজদ্বারা ক্রমান্বয়ে তদ্দেবতাবলোকন করিবে। ধর্ম্মার্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহাদিগের কারণ, আর তুষ্টিদায়ক এবং অশুদ্ধ, পক্ষিসংযোগ, পক্ষিমলাগ্রসেচন, মূষিক, কৃমি এবং কীটাদি প্রভৃতি এতৎ সকলই গৃহাবলোকনে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য গৃহাবলোকন সততই কর্ত্তব্য। অতঃপর প্রথমতই যোগপীঠধ্যানাচরণপূর্ব্বক, ঐ ধ্যানাবলম্বী যোগপীঠ সংস্পর্শ করত মণ্ডলে প্রবেশ করিবে। যোগপীঠে সমগ্র দেবতাই অধিষ্ঠান আছেন, বিশেষ যোগপীঠ হইতে আর অতিরিক্ত কিছুই নাই এজন্য পরম আসন রূপে বিদ্যমান থাকেন। যাহার ধ্যানানুষ্ঠান করিলে, সচরাচর মানুষের ধ্যান করা হয়,তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে এই জগতিতলে

কোন্ ব্যক্তি না সমুৎসাহিত হয়। এবং যাহা চিন্তা করিবামাত্র যাবদীয় শোক, তাপ বিনষ্ট হয়, আর যে যোগপীঠধারণ জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইত্যাদি চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ স্ফটিকেব ন্যায় সুপ্রভ চতুষ্কোণাবচ্ছিন্ন ও আধারশক্তিরূপে কথিত এবং উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণাপেক্ষাও সুসন্নিভ, আগ্নেয়াদি চতুষ্কোণে ক্রমান্বয়ে সংস্থিত আছেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য ইহারা যথাবিধিমতে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ রূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য, ইহারাও তদ্দিক অবলম্বন পূর্ব্বক সংস্থান করিতেছেন। অতঃপর হে বৎস বেতাল ও ভৈরব। শ্রবণ কর, সেই পাঠোপরি অম্বুবাশি এবং তাহাতেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, ঐ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের বহির্ভ্যন্তরে তোয় সমূহ তদুপরি কূর্ম্ম অবস্থিতি করিতেছে। সেই অটল কূর্ম্মের উপরিভাগে সহস্রানন অনন্তদেব স্বয়ংই অবস্থিতি করেন, এবং তাঁহার উত্তমাঙ্গের উপর এই পৃথিবী সংস্থিতা। ঐ অনন্তের গাত্র সংলগ্ন মৃণাল সকল রসাতলে সংপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু পৃথ্বী মধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিতরূপে সংস্থিতি করিতেছে, তৎ কেশর সমস্ত শৈলপ্রদেশে সমবস্থিত। সেই পদ্মের অষ্টদলে দিকপাল সকল স্বর্গ মধ্যে সংস্থিতি করিতেছেন, ঐ পদ্মের কর্ণিকাতে ব্রহ্মলোকও অবস্থিতি করিতেছে, এবং তদূর্দ্ধে মহর্লোকাদি সকল পরিকল্পিত আছে। স্বর্গেতে পরম জ্যোতিঃ এবং দেবতা সকল ও ঋগ, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ও অবস্থিতি

করিতেছেন। আর প্রকৃতি সম্ভবা সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয় ঐ পদ্মমধ্যে সর্ব্বদাই সংস্থিত, এবং পরমতত্ত্বও তৎ পদ্মে অবস্থিতি করিতেছেন। তৎপদ্মে সংস্থিত আত্মতত্ত্ব ঊর্দ্ধচ্ছদে সমবস্থান করত তৎপদ্মের অধশ্ছদে পাতাল প্রদেশ পরিমিত আছে। অগ্নি, চন্দ্র মরুৎ, ইহারা ঐ পদ্মের কেশরাগ্রে অবস্থান করত পুনর্ব্বার যথান্বয়ে মণ্ডল মধ্যেও সংস্থান করিয়া থাকেন। এবং ঐ যোগপীঠে প্রথমেতঃ শাবাসন অর্চ্চনা করণানন্তর সুখাসন পূজা করিবে, তৎপশ্চাৎ আরাধ্যাসন পূজা করত তদনন্তর বিমলাসন পূজা করিবে, আর সেই যোগপীঠাসনের মধ্যভাগে সচরাচর এই হেমময় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবতাত্রয়কে বিভক্ত রূপে কৃতনিশ্চয় করিয়া, তন্মধ্যে আত্মাকে চিন্তা করত সম্যক রূপে তৎসন্নিহিতে পূজা করিবে। মণ্ডল, যোগপীঠ এবং পদ্ম এতত্ত্রয় ঐ যোগপীঠে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বকথিত শাবাদি চতুঃপ্রকার আসনও চিন্তা করিবে। অতঃপর যোগপীঠকে পৃথক রূপে চিন্তা করিয়া, ঐ মণ্ডলের সহিত একত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ধারণা পূর্ব্বক, পশ্চাৎ ঐ মিলিতাসন পূজা করিবে। যোগপীঠের ধ্যান করণানন্তর যথানুক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যাদি ইত্যুপচার দ্বারা এই যোগপীঠের পূজা করিলে, দেবতা, গন্ধার্ব্ব, গুহ্যক এবং চরাচর পদার্থ ইহাদিগের সকলেরই ধ্যান ও পূজা করা হয়। ইষ্টদেবতা পূজা ব্যতিরেকেও যদি যোগপীঠের পূজা

করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়, এবং সদাকাল অন্তঃকরণ পরিতুষ্ট থাকে ও শরীরের পুষ্টি জন্মে। আবাহনান্তর সংলগ্ন করতলদ্বয় উর্দ্ধেতে বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে আত্মাধারের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত লইয়া পাণিদ্বয় দ্বারা এই রূপে অবতারণা করিবে। হে দেব! হেরম্ববীজ দ্বারা তোমাকে বারম্বার চিন্তা করিলে অভীষ্ট সম্পন্ন হয়। পরে ঐ বীজ দ্বারা নাসিকা হইতে বায়ু নিঃসারণ করত আকাশে সংস্থাপন করিবে, এবম্প্রকার সদনুষ্ঠান ঐ মণ্ডল মধ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বারাধ্যা ত্রিলোকতারিণী কালিকাদেবী প্রফুল্লান্তঃকরণে তন্মধ্যে সংস্থিতি করিয়া থাকেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আশন, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বসন, ভূষণ এবং অন্যান্য যে কোন দেয় বস্তু তৎ সমস্তই বরুণবীজে সংপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক; দেবতা নামোচ্চারণ করত মূল মন্ত্র দ্বারা সমুৎসর্গ করিয়া প্রতি নাম দ্বারা নিবেদন করিবে। এবং তাবদ্দেয় দ্রব্য সকল পৃথক পৃথক্ রূপে সন্দর্শন করত পূজা ও দান পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুষ্ঠান করিবেক। অতঃপর জপকর্ম্মানুষ্ঠানে মালার তিন প্রকার প্রতিপত্তি করিবে, মূলমন্ত্র দ্বারা মালা সকল সম্যক রূপে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক গানপত্য বীজোচ্চারণ করত এই প্রার্থনা করিবে। হে মালে! হে বিঘ্ন বিনাশিনি! তুমি নিরন্তর আমার বিপদ বিনাশ কর, এতদ্রূপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করত, মালা নিজ করে গ্রহণ করিয়া জপ করিবেক। জপ সমাপনান্তে সেই জপমালা নিজ শীর্ষে সংরক্ষণ করত শ্রী

বীজে, দ্বি পাণি দ্বারা পুনর্গ্রহণ করিয়া তদ্রূপ জপ করিবে। এবম্প্রকারে যদি মস্তকোপরি মালা সংন্যাস্ত করে, তবে সারস্বত বীজ দ্বারা সেই মালা দ্বি হস্তে পুনর্গ্রহণ করিবে। পৌরাণিক মন্ত্র, কি বৈদিক মন্ত্র, কিম্বা তন্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্র, সকল মন্ত্রেই প্রাণিগণ ভক্তি পূর্ব্বক সেই মালাতেই জপ করিয়া ধর্ম্মাদি সাধনোদ্দেশে বিধানানুজায়ী প্রদক্ষিণ করিবে।

হে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর। ক্ষিতিবীজে পূর্ব্বভাগে ভূমীক্ষণ করত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া তদ্‌ভূভাগ সংস্পর্শ করণান্তর অবনত শিরে ভূমিকে প্রণাম করিবে। তৎপরে হে ভৈরব! পূর্ব্বোক্ত নৈবেদ্যাবলোকন মন্ত্র দ্বারা দর্পণ, চামর, ব্যজন, ঘণ্টা ইত্যাদি বস্তু প্রোক্ষণ পূর্ব্বক, মহাদেবী কালিকার সম্মুখে প্রদর্শন করিবে। অতঃপর বাগ্‌ভব দ্বিতীয় বীজ, কিম্বা কামবীজ এতদ্বারা মুদ্রা বন্ধন করত অনন্তর মূলমন্ত্রে ঐ মুদ্রা, দেবী কালিকাকে প্রদর্শন করিবেক, এবং তারা বীজ দ্বারা তন্মুদ্রা পরিত্যাগ করিবে। হে বৎস ভৈরব! এবম্প্রকারে মুদ্রা প্রদর্শন করিলে, মহামায়া কালিকা পরম পরিতুষ্টা হইয়া আপন ভক্তকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, ও মুদ্রা প্রদর্শনানন্তর পূজাদিও পরিসমাপ্তি হয়। পূজান্তে গমনোৎসুকা কালিকা দেবী পরম পরিতুষ্টা হইয়া সাধকোদ্দেশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই ফল চতুষ্টয় প্রদান করিয়া থাকেন।

এবং মুদ্রাসকল দর্শনান্তে এই ছয়টী মন্ত্র সমুচ্চারণ করিবে। হে পরমেশ্বরি! হে জগদাত্মিকে! আমা কর্ত্তৃক পত্র, পুষ্প,

ফল, জল ও নৈবেদ্য ইত্যাদি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, দেবি! তৎসমস্তই তুমি পরিগ্রহ কর। কারণ আমি নিতান্ত বালক অতএব হে দেবি! হে মাতঃ! তোমার আবাহন জানিনা, তোমার বিসর্জ্জনও জানিনা এবং তোমার পূজা ও কল্পাদি বিশেষ রূপে বিদিত নহি, তথাপি হে পরমেশ্বরি! তুমি আমার এক মাত্র গতি ও মুক্তিপ্রদা। কর্ম্মদ্বারা, কি মনোদ্বারা কিম্বা বাক্যদ্বারা দেবি! কিছুতেই তোমার অন্ত জানিতে সক্ষম হই না, অতএব পরমারাধ্যে, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই, এই হেতু হে কালি! তুমি সত্বরই ভক্তের প্রতি প্রসন্না হও। হে মহামায়ে! ত্রিজগদ্বিধায়িনি! তুমি অন্তর্ব্বিচরণ দ্বারা এই নিখিল প্রাণির সৃষ্টি করিতেছ, অতএব হে সর্ব্বেশ্বরি! তুমি সদয়ান্তঃকরণে ভক্তেরপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। হে জগদম্বে! ত্রিনয়নে! আমি সহস্র সহস্র যোনিতে যে যে কালে পরিভ্রমণ করিব, তখন সেই সেই জন্মে যেন, আমার অন্তঃকরণ তোমাতেই সদাকাল ন্যস্ত থাকে, অন্য পথে কদাচই যেন না যায়। হে জগজ্জননি! তুমি দাতা তুমিই ভোক্তা হে দেবি! এই নিখিল জগতের একমাত্র অধিষ্ঠাতৃই তুমি, অতএব হে দেবি! তুমি সর্ব্বত্র (অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম ইত্যাদি) সমস্তই জয় কর। মাতঃ! জগত্তারিণি! মৎপ্রদত্ত পূজায়, যে কোন অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, কিম্বা মাত্রাবিহীনই হউক, হে দেবি! আমার সম্বন্ধে তুমি সমস্তই ক্ষমা কর, কারণ কাহারই বা মন কোন্ কার্য্যে স্খলিত না হয়, অতএব হে কালি!

মৎকর্ত্তৃক মন্ত্র সকল পঠিত হইলে তুমি স্বয়ংই তৎক্ষণাৎ সুপ্রসন্না হও, এবং ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান কর। হে বৎস ভৈরব! এতদ্রূপে দেবী কালিকার নিকট প্রার্থনা করিয়া অনন্তর বিসর্জ্জনার্থ দ্বারদেশ বিবর্জ্জিত এক মণ্ডল ঈশানাংশে অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর পাদ্যাদি দ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা ও ধ্যান করত, সেই মণ্ডলে নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল যাহারা তোমার পরম পদ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না এমন যে তুমি, দেবি! হে পরমেশ্বরি! পার্ব্বতি! সংপ্রতি তুমি এ স্থান হইতে নিজ স্থানে প্রস্থান কর, এতন্মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করত অনন্তর পূরক বায়ু পরিচালনের সহিত দেবীকে ধ্যান করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই দেবী পার্ব্বতীকে আপন হৃদ্‌পদ্মে স্থাপন করিবে।

হে জগদম্বে। হে পরমেশ্বরি! আমার হৃদয়মন্দিরে তুমি সম্যক্‌ রূপে অবস্থিতি কর, কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবতা সকল যে স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, হে দেবি! তুমি তত্রস্থান স্বস্থান জ্ঞান করিয়া তথায় গমন কর। অতঃপর এক জটাবীজ কিম্বা শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করত ধর্ম্মাদি সাধনোদ্দেশে তন্নির্ম্মাল্য নিজ মূর্দ্ধিুতে ধারণ করিবে। তৎপর মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ সেই মণ্ডলের প্রতিপত্তি (বিসর্জ্জন) করিবে। সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা অষ্টদল পদ্মের সহিত ঐ মণ্ডল, ক্ষিতি বীজে মুঞ্জন করিবেক। হে ভৈরব! অতঃপর মূলমন্ত্র দ্বারা কিম্বা সর্ব্ব বশ্য মন্ত্রে, অনা-

মিকার অগ্রভাগ দ্বারা ললাট পর্য্যন্ত সংস্পর্শ করিবে। এবং তারাবীজে সমাপ্তি পর্য্যন্ত ঐ মণ্ডলের প্রান্ত ভাগ পরিমুঞ্জন করত বসুবীজ দ্বারা অথবা এক জটাবীজে, বিসর্জ্জন করিবে, এবং এই বীজ ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অনন্তর ভাস্কর বীজে কিম্বা মূল মন্ত্র দ্বারা দিবাকর সূর্য্যদেবের অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক, পশ্চাৎ অছিদ্রাবধারণ করিবে। হে ব্রহ্মন। হে দিবাকর! সাক্ষাৎ বিষ্ণু তেজঃস্বরূপ যে তুমি তোমাকে নমস্কার করি, এই বিশ্বসংসারে সবিতৃরূপে উদিত যে তুমি হে বিভো! তোমাকে বার বার নমস্কার। জগৎপবিত্রকারীন্! মার্ত্তণ্ড! তুমি অত্যন্ত পবিত্র এবং তোমার প্রকাশেই জীব সকল নানা প্রকার যাগ, যজ্ঞ ও ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করে, হে প্রভো! তুমি কর্ম্মের একমাত্র মূল এবং সাক্ষী স্বরূপ অতএব হে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তে! তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। এবম্প্রকারে কৃতাঞ্জলি বার বার মন্ত্র পাঠকরত, এই মন্ত্র পুনরায় পাঠ করিবে। একাগ্রমনোদ্বারা বিবিধ বাক্যানুসারে এই পূজাদি কার্য্যের যাহাতে কোন ক্রমে ছিদ্র না হয় এতদ্রূপ সতত রূপেই চেষ্টাকরিয়াছি, তথাপি যদি আমার এই যজ্ঞাদির কোন অংশ ছিদ্র কিম্বা জপ, তপাদিরও যদ্যপি কিঞ্চিদংশ ছিদ্র হইয়া থাকে; হে ভাস্কর! সর্ব্বসাক্ষীন! তবে তোমার প্রসাদাৎ তৎ সমস্তই অছিদ্র হউক। তদনন্তর দেবীবীজে পুষ্প, নৈবেদ্য এবং তোয়পূর্ণ পাত্র সমস্ত পুনর্ব্বার অবলোকন করিবে। হস্ত, কিম্বা চক্ষু এতদ্দ্বারা পূর্ব্বে যে যে মন্ত্রের

ন্যাস কৃত হইয়াছিল ; সেই সেই মন্ত্রে বস্তু বীজ দ্বারা পুনশ্চ বিসর্জ্জন করিবেক।

স্থণ্ডিল, জ্বলদগ্নি, জল, সূর্য্য, মরীচিকা, (রশ্মী) বিশুদ্ধ প্রতিমা, শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ, শিলা, এই এই যন্ত্রে পূজাকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ও অতুল বিভূতি লাভ করিতে পারে। সকল পূজাতেই একাগ্রচিত্ত বৃত্তি দ্বারা সাধক যোগপীঠবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক, স্থণ্ডিলাদিতে মনোরম্য মণ্ডল বিন্যাস করিবে। বাসুদেব, রুদ্র, ব্রহ্মা এবং দিবাকর ইহাদিগের সমস্ত পূজাতেই ভক্তগণ এতদ্রূপে প্রতিপত্তি (অর্থাৎ সমাপ্তি) করিবে। এবম্প্রকারে যে সাধক, জগৎপতি বিষ্ণুর বিশেষ রূপে পূজা করিয়া যদ্যপি ইত্যাকার প্রতিপত্তি করে, তবে সেই সাধককে, তৎক্ষণাৎ ভগবান হরি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। শিব, কি মিহির, (সূর্য্য) কিম্বা লম্বোদরাদি দেবতা সকল, ইহারা সকলেই এতদ্রূপ বিধি বিধানানুযায়ী পূজিত হইলে, আশুই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং যজমানের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল দান করেন। বিশেষত মহামায়া জগজ্জননী কালিকাদেবী, নিজ পূজায় সস্পৃহা হইয়া, নিত্যই এই রূপ প্রতিপত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন। হে ভৈরব! হে বেতাল! যে ভক্তগণ এবম্প্রকারে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পূজানুষ্ঠান করে, তিনি সম্যকরূপে ফল ভাগী হইয়া থাকেন, এতদ্বিষয় অন্যথাচারণ করিলে, কিম্বা যদি কোন অঙ্গ বিহীন হয়, তবে সম্যক ফল প্রাপ্ত না হইয়া কেবল অল্পাল্প ফল মাত্র [illegible]

না হইয়া কেবল অল্প অল্প ফলমাত্র প্রাপ্ত হয়েন। প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু আহরণ করিতে অসমর্থ, এবং অঙ্গবিহীন পুরুষ যেমন কদাচ যাজ্ঞিক শব্দে পরিগণিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অঙ্গবিহীন পূজাও সম্যক্ রূপে ফলপ্রদ হইতে পারে না। হে কল্যাণপ্রদ ভৈরব! যে সাধক মহতী ভক্তি সহকারে এই পরম রহস্য ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ সাক্ষাৎ বেদমন্ত্র এবং পরম বিশুদ্ধ সমস্ত পাপ বিনাশক এই পূজাকল্প শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে এবং পূজায় যদ্যপি ব্রাহ্মণ সন্নিধানে শ্রবণ করেন, তবে তিনি পূজা ব্যতীত সম্যক্ রূপে ফল লাভ করিতে পারিবেন। এবং পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

কালিকাপুরাণে উত্তরতন্ত্রে পূজাকল্প নামক সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভ।

ভগবান্ মহেশ্বর কহিলেন, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যে স্তব দ্বারা পার্ব্বতীর আরাধনা করিলে, তিনি অচিরকাল মধ্যেই বরপ্রদা হইয়া থাকেন। সম্প্রতি আমি সেই পার্ব্বতীর পূজা তন্ত্রের বিধি কহিতেছি, তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

হে ভৈরব! সকল তন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম যে পূর্ব্বতন্ত্র তোমাদের নিকট তাহা বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে,

এক্ষণে তৎপূজনে যে তন্ত্র হইতে প্রগাঢ় ভক্তি সমুৎপন্ন হয় তাহা পুনরায় বলিতেছি, একাগ্রচিত্ত হও। যদি কোন সাধক একাগ্রমনে মহামায়া কালিকা দেবীকে অঙ্গিমন্ত্র কিম্বা অঙ্গমন্ত্র দ্বারা ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি তদ্বাঞ্ছনীয় ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পত্র, পুষ্প, ফল, তাম্বুল এবং অন্ন পানাদি যে কোন বস্তু হউক না কেন মহামায়া কালিকাকে প্রদান না করিয়া কণ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও তাহা কদাচ ভোজন করিবেক না। সাধকগণ, ভোজ্যপানীয় দ্রব্য সমূহ পথিমধ্যে কি পর্ব্বতাগ্রে কি সভাতে যে কোন স্থানেই হউক না কেন, প্রাপ্ত হইবামাত্র যে কোন প্রকারে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া সমর্থানুযায়ী পরিকল্পনা করিবে। মদিরা-ভাণ্ড, রক্তবসনে পরিভূষিত কুলকামিনী, সিংহ, শব, রক্তপদ্ম, ব্যাঘ্র, বারণসঙ্গম, গুরু, রাজা এবং মহামায়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ইহাদিগের দর্শনমাত্রেই তৎক্ষণাৎ নমস্কার করিবে। ঋতুকালীন পতিব্রতা ভার্য্যায় যখন সঙ্গম অনুষ্ঠান করিবে, তখন ত্রিলোকমুগ্ধা চণ্ডিকাকে ধ্যান করিয়া তদনুষ্ঠান করিলে, তিনি তদ্ভক্তজনগণকে মহাবিভূতি প্রদান করিয়া থাকেন। শান্তিক কর্ম্ম, পৌষ্টিক কার্য্য অথবা যাগাদি কার্য্য এতত্রয়ের যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, তৎকালেই পরমারাধ্যা পার্ব্বতীকে নমস্কার করত যাত্রাদি কার্য্যেও তচ্চরণ সুচিন্তা করিবে। হে বৎস ভৈরব। তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য এবং গীত যদ্যপি শ্রবণ কিম্বা দর্শন করে, তাহা

হইলেও ভক্তিমান সাধক তৎ সমস্ত ত্রিলোকতারিণী কালিকোদ্দেশে নিবেদন পূর্ব্বক মানসিক সমর্পণ করিবে। আর যৎ কালে উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণ কিম্বা মলয়ানিল নিকর অথবা সুবাসিত কুসুম সমূহ ইত্যাদি সেবনীয় বস্তু সকল স্বকীয় কলেবরে ধারণ করিতে যদ্যপি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মন্ত্রপাঠ কিম্বা নির্ম্মলান্তকরণে সর্ব্বারাধ্যা পরমেশ্বরীকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ আত্মগাত্রে বিন্যাস করিবে। ব্যায়ামে, কি সভাতে, জলে কিম্বা স্থলে, অর্থাৎ যে যে স্থানে যখন যখন গমন করিবে, সেই সেই স্থলে সদাকালীন পরমারাধ্যা কালিকাদেবীকে স্মরণ করিবে।

হে বেতাল! হে ভৈরব! পূজাদিতে নৈবেদ্যাবলোকন মন্ত্রে অপরাপর যে সমস্ত কার্য্য সমস্তই সম্পূর্ণ করিবে, এবং ইষ্টমন্ত্রদ্বারা দেবী কালিকার মণ্ডল বিন্যাস করিবে। পূজা পরিসমাপ্তি হইলে সেই মণ্ডল পারিলেপন করত তদ্দ্বারা কপালে তিলক প্রদান করিবে, কিম্বা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ যে সর্ব্ববশ্য মন্ত্র তদ্দ্বারা বলিদানে বলি ছেদন করত খড়্গস্থ রুধির দ্বারা ললাটে তিলক বিন্যাস করিবে।

যদ্যপি সাধক অহরহ ঐরূপ তিলকানুষ্ঠান করে, তাহাইলে স্বভাবতই যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও প্রজা সমূহ এবং সর্ব্ব শাসন কর্ত্তা রাজা ইহারা সকলেই পূজাব্যতীত অনায়াসে তাঁহার বশতাপন্ন হন। এবং সাক্ষাৎ রাজা, কি রাজপুত্র, কিম্বা কামিনীগণ, বা যক্ষ, রাক্ষস ইহারা সকলে, আর ভূত, প্রেত, গ্রাম্য ও আরণ্যদেবতা সকলেই তদ্বশতাপন্ন হয়।

হে সাধকশ্রেষ্ঠ ! যদি কখন প্রবাসে, পথিমধ্যে, বা দুর্গম স্থানে পতিত হও এবং জলে, কিম্বা কারাগারে নিবদ্ধ হও, তাহা হইলে তখন ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় না হইয়া স্থিরচিত্ত হওতঃ ভক্তিভাবে অত্যুত্তম মানসী পূজানুষ্ঠান করিবে, কারণ মনের পরিতুষ্টি হইলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহীষ ইহাদিগ কর্ত্তৃক পরিসেবিত যে স্থান কিম্বা পরকীয় স্থান সদাকালীনই মানস পূজা করিবে। হৃৎপদ্মমধ্যে মনোবৃত্তিদ্বারা যোগপীঠ, ধ্যান করত তন্মধ্যে পূজাতন্ত্র সমারম্ভ করিবে, এবং মৈত্র (অর্থাৎ মলাদিত্যাগ) প্রসাধন, (বেশাদি) স্নান, দন্তধাবন ইত্যাদি কর্ম্ম সকল মনোদ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া পশ্চাৎ পূজানুষ্ঠান করিবে। পুষ্পাদি দ্বারা বহির্দেশে যে রূপ পূজা বিধেয় হইয়াছে, তদ্রূপ হৃদয় মন্দিরে পূজাচরণ করত, অতঃপর তদনুরূপ প্রতিপত্তি করিবে। শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যাজক ব্রতী হইয়া সর্ব্বক্ষণ দেবীকে নানা উপহারে পূজা করত তৎপরদিবস নবমী তিথিতে তদ্রূপ জপার্চ্চনা করিয়া নিজ কলেবরোৎপন্ন শোনিত প্রদান করিবে।

হে বৎস ভৈরব ! অতঃপর শ্রবণ কর, লিঙ্গে, পুস্তকে, স্থণ্ডিলে, পাদুকায়, প্রতিমাতে; বিচিত্রিত পটাদিতে, ত্রিশিখে, (বিল্ববৃক্ষে) কিম্বা ত্রিশূলে) খড়্গে, জলে, শিলাতে, পর্ব্বতশিখরে, শৈলগহ্বর ইত্যাদি যে স্থানেই হউক না কেন যজমানগণ সাতিশয় ভক্তি ও দৃঢ়তর শ্রদ্ধাসহকারে কালিকাদেবীকে সম্যক রূপে পূজা করিবে। বারানসীতে

যিনি সংপূর্ণোপচার দ্বারা মহামায়া পার্ব্বতীকে একাগ্র মনে পূজা করেন, তাঁহাকে দেবী কালিকা সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যদ্যপি শ্রদ্ধাশালী হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলে জগজ্জননী মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হন, তাহা ইলে, বারানসী অপেক্ষায় দ্বিগুণতর ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। দ্বারবতীতে তদ্রূপ পূজানুষ্ঠান করিলে, পুরুষোত্তম হইতেও দ্বিগুণতর ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং সর্ব্বক্ষেত্র ও সকল তীর্থে অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, বিশেষ দ্বারকাধামে দেবী ভগবতীর পূজা করিলে, নিখিল স্থানের পূজাফলপ্রাপ্ত হয়। বিন্ধ্যগিরিতে এবং গঙ্গাতীরে পূর্ব্বোক্ত ফলঅপেক্ষাও শত গুণাধিক ফল সংপ্রাপ্ত হয়। আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ও ব্রহ্মবর্ত্তে, প্রয়াগে এবং পুস্করে ইত্যাদি স্থানে দেবী সুপূজিতা হইলে, তিনি বিন্ধ্যবৎ ফলদান করিয়া থাকেন। করতোয়া নদীজলে যে যজমান শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গণেশজননী কৈলাসবাসিনীর পূজা করে, তিনি কথিত শতগুণ ফল হইতেও তচ্চতুর্গুণ ফল লাভ করিতে পারিবেন। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যে ভক্তিপরায়ণ মনুষ্য একাগ্র চিত্তে নন্দিকুণ্ডে কালিকা জগদম্বার আরাধনা করেন, তিমি পূর্ব্বোক্ত শতগুণ ফল হইতেও তচ্চতুর্গুণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে মানব স্বচ্ছান্তঃকরণে ত্রিলোকারাধ্যা কালিকা দেবীর অর্চ্চনা জল্পীশেশ্বর সন্নিহিতে করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে, তিনি তাহা হইতে পূর্ব্বকথিত চতুর্গুণাপেক্ষাও তচ্চতুর্গুণ ফল লাভ

হে সাধকশ্রেষ্ঠ ! যদি কখন প্রবাসে, পথিমধ্যে, বা দুর্গম স্থানে পতিত হও এবং জলে, কিম্বা কারাগারে নিবদ্ধ হও, তাহা হইলে তখন ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় না হইয়া স্থিরচিত্ত হওতঃ ভক্তিভাবে অত্যুত্তম মানসী পূজানুষ্ঠান করিবে, কারণ মনের পরিতুষ্টি হইলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, মহীষ ইহাদিগ কর্ত্তৃক পরিসেবিত যে স্থান কিম্বা পরকীয় স্থান সদাকালীনই মানস পূজা করিবে। হৃৎপদ্মমধ্যে মনোবৃত্তিদ্বারা যোগপীঠ, ধ্যান করত তন্মধ্যে পূজাতন্ত্র সমারম্ভ করিবে, এবং মৈত্র (অর্থাৎ মলাদিত্যাগ) প্রসাধন, (বেশাদি) স্নান, দন্তধাবন ইত্যাদি কর্ম্ম সকল মনোদ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া পশ্চাৎ পূজানুষ্ঠান করিবে। পুষ্পাদি দ্বারা বহির্দেশে যে রূপ পূজা বিধেয় হইয়াছে, তদ্রূপ হৃদয় মন্দিরে পূজাচরণ করত, অতঃপর তদনুরূপ প্রতিপত্তি করিবে। শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যাজক ব্রতী হইয়া সর্ব্বক্ষণ দেবীকে নানা উপহারে পুজা করত তৎপরদিবস নবমী তিথিতে তদ্রূপ জপাশ্চনা করিয়া নিজ কলেবরোৎপন্ন শোনিত প্রদান করিবে।

হে বৎস ভৈরব ! অতঃপর শ্রবণ কর, লিঙ্গে, পুস্তকে, স্থণ্ডিলে, পাদুকায়, প্রতিমাতে; বিচিত্রিত পটাদিতে, ত্রিশিখে, (বিল্ববৃক্ষে) কিম্বা ত্রিশূলে) খড়্গে, জলে, শিলাতে, পর্ব্বতশিখরে, শৈলগহ্বর ইত্যাদি যে স্থানেই হইক না কেন যজমানগণ সাতিশয় ভক্তি ও দৃঢ়তর শ্রদ্ধাসহকারে কালিকাদেবীকে সম্যক রূপে পুজা করিবে। বারানসীতে

যিনি সংপুর্ণোপচার দ্বারা মহামায়া পার্ব্বতীকে একাগ্র মনে পূজা করেন, তাঁহাকে দেবী কালিকা সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যদ্যপি শ্রদ্ধাশালী হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলে জগজ্জননী মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হুন, তাহা হলে, বারানসী অপেক্ষায় দ্বিগুণতর ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। দ্বারবতীতে তদ্রূপ পূজানুষ্ঠান করিলে, পুরুষোত্তম হইতেও দ্বিগুণতর ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং সর্ব্বক্ষেত্র ও সকল তীর্থে তদর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, বিশেষ দ্বারকাধামে দেবী ভগবতীর পুজা করিলে, নিখিল স্থানের পূজাফলপ্রাপ্ত হয়। বিন্ধ্যগিরিতে এবং গঙ্গাতীরে পুর্ব্বোক্ত ফলঅপেক্ষাও শত গুণাধিক ফল সংপ্রাপ্ত হয়। আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ও ব্রহ্মবর্ত্তে, প্রয়াগে এবং পুস্করে ইত্যাদি স্থানে দেবী সুপুজিতা হইলে, তিনি বিন্ধ্যবৎ ফলদান করিয়া থাকেন। করতোয়া নদীজলে যে যজমান শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গণেশজননী কৈলাসবাসিনীর পুজা করে, তিনি কথিত শতগুণ ফল হইতেও তচ্চতুর্গুণ ফল লাভ করিতে পারিবেন। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যে ভক্তিপরায়ণ মনুষ্য একাগ্র চিত্তে নন্দিকুণ্ডে কালিকা জগদম্বার আরাধনা করেন, তিমি পূর্ব্বোক্ত শতগুণ ফল হইতেও তচ্চতুর্গুণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে মানব স্বচ্ছান্তঃকরণে ত্রিলোকারাধ্যা কালিকা দেবীর অর্চ্চনা জল্পীশেশ্বর সন্নিহিতে করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে, তিনি তাহা হইতে পূর্ব্বকথিত চতুর্গুণাপেক্ষাও তচ্চতুর্গুণ ফল লাভ

করিতে পারেন। এবং যদি সেই স্থলে সিদ্ধেশ্বরীযোনিপীঠে তদ্রূপ পূজানুষ্ঠান করে, তাহা হইতেও দ্বিগুণতম ফল সংপ্রাপ্ত হয়। যে নর লৌহিত্যনদপাথসি (অর্থাৎ জলে) ভক্তিযুক্ত হইয়া মহেশহৃদয়বিলাসিনী পার্ব্বতীর আরাধনা করে, সে পূর্ব্বোক্ত দ্বিগুণ ফলাপেক্ষাও তচ্চতুর্গুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জন কামরূপে জলে কিম্বা স্থলে যদ্যপি মহাদেবী জগদম্বার তথানুযায়ী অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহা হইলে তিনিও তত্তৎ ফল লাভ করিতে পারিবেন।

হে প্রাণাধিক ভৈরব! সকল অমরবৃন্দের মধ্যে পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেমন শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল সুরনারীর মধ্যে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী দেবী যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্টা তেমনি অন্যান্য সমস্ত স্থানে দেবদেবীর পূজাপেক্ষা সুরালয় কামরূপে দেবী পূজা সাতিশয় সুপ্রশস্তা। কামরূপ ক্ষেত্র ভগবতী কৈলাসবাসিনী পার্ব্বতীর যেরূপ প্রিয়তম অন্যান্য স্থানসকল কোন রূপেই তত্তুল্য প্রিয়তম না, বিশেষ অন্যান্য স্থলে দেবীর সমাগম অতি বিরল, কামরূপে গৃহে গৃহেই তিনি গমন করিয়া থাকেন।

হে বৎস ভৈরব! নীলকূট পর্ব্বতে যে নর অকপট ভক্তিযুক্ত হইয়া মহামায়া পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করে, সে নর কামরূপ পূজাজনিত যে চতুর্গুণ ফল, তাহা হইতেও শত শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। এই উক্ত ফলাপেক্ষা হিরকেশ্বর শিবসন্নিধানে পূর্ব্ববৎ দেবীর পূজানুষ্ঠান করিলে, তদ্দ্বিগুণ ফল সম্প্রাপ্ত হয়। শৈলপুত্রীযোনিতে যদ্যপি শৈলপুত্রী

পার্ব্বতীর পূজা করে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিগুণ ফল হইতেও তদ্দ্বিগুণ ফল সংপ্রাপ্ত হয়। হে মহাভাগ বেতাল! যে সাধক স্বচ্ছান্তঃকরণে কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ত্রিনয়না কালিকার অর্চ্চনা করে, সে পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত ফলাপেক্ষাও শত গুণ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। বিশেষত কামাখ্যাতে যে জন ঐকান্তিক ভক্তি পূর্ব্বক মহামায়া পরমেশ্বরী পার্ব্বতী দেবীর অর্চ্চনা যদ্যপি সকৃদনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ইহলোকে সর্ব্বাভিলাষ সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া পরলোকে শিবের স্বারূপ্যত্ব লাভ করিতে পারে। আর তৎ সদৃশ লোক অতি বিরল, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন, অনায়াসে তখন তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে বিচরণ করেন, আর সদাগতির ন্যায় তাঁহার গতি হয়, এবং কোন জন কর্তৃক বাধিত হন না। তিনি সংগ্রামে শাস্ত্রবাদানুবাদে, অত্যন্ত দুর্জ্জেয় হয়েন, (অর্থাৎ তাঁহাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি সহসা জয় করিতে পারে না)। যে ভক্তিমান্ মানব কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্বমোহিনী কালিকার একবার সমর্চ্চনা করে, সে তৎক্ষণাৎ শত গুণ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।

হে বৎস ভৈরব! মূল মূর্ত্তি জগদারাধ্যা মহামায়া ভগবতী কালিকদেবীর বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। সংপ্রতি তৎশরীর হইতে বিনির্গতা শ্রেষ্ঠ শৈলপুত্র্যাদি যে অন্যান্য মূর্ত্তি মার্ত্তণ্ড মরীচিকার ন্যায় সুদীপ্যমানা তাঁহাদিগের অঙ্গমন্ত্র সকল তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন

করিতেছি, অবহিত চিত্ত হও। সেই জগদারাধ্যা মহামায়া ভগবতী পার্ব্বতী দেবী একমাত্র আদ্যা, কিন্তু কামার্থ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেম! বিশেষ কামাখ্যা যে মহামায়া তিনি মূলমূর্ত্তি রূপে নিরন্তর পরিগীয়মানা আছেন যে রূপ বিষ্ণু নিত্যই সনাতন রূপে অবস্থিতি থাকিয়াও প্রাণিসমূহের মঙ্গল করণ জন্য জনার্দ্দন নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। তেমনি মহামায়া ভগবতী আত্মাভিলাষ সম্পূর্ণ করিবার জন্য গিরিকূটে বিচরণ করিয়া থাকেন, এবং তিনি সদাকাল দেবতা ও নরগণে পরিবৃতা হইয়া সততই সুমধুর শব্দ করিতেছেন। যেমন কোন ছত্রীযুক্ত পুরুষ হইতে, অপর কোন পুরুষ ছত্র গ্রহণ করিলে, তিনিও ছত্রী রূপে পরিচিত হইয়া থাকেন, তেমনি সেই জগদম্বা মহাদুর্গা নিজ কামনা সম্পূর্ণার্থ নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন! ত্রিনয়না কালিকা আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করণ জন্য উজ্জ্বল-কুঙ্কুম দ্বারা উপযোজিত লোহিত কিম্বা পীতবর্ণাক্ত যে স্রজ (মালা) কামকালে খড়্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং যে কালে তিনি কামাশা উপেক্ষা করেন, তখন শাণিত অসি ধারণ করিয়া থাকেন, কামকালে যদ্যপি লোহিত পঙ্কজকরে শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া রণোন্মত্তা হওত রণস্থলে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে থাকেন। সেই প্রকার সিংহোপরি স্থিতা হইয়া ইতস্তত গমনাগমন করত ভক্তদিগের প্রতি অত্যন্ত কামপ্রদা হইয়া থাকেন। সেই মহাদেবী কালিকা কখন সিতপ্রেত, কখন বা

রক্ত পঙ্কজে, কিম্বা কেশরীপৃষ্ঠে আরোহিতা হইয়া স্বচ্ছান্তঃকরণের সহিত রমণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই তিনি কামরূপিনী নামে সুবিখ্যাতা। দেবী পার্ব্বতী যৎকালে লোহিতপদ্মাসনে অবস্থিতি করিতে থাকেন, তৎকালে তাঁহার পুরোভাগে মহাবলী কেশরীকে নিরীক্ষণ করেন, এবং যখন প্রেতাসনে আসীনা হন, তখন অপরাপর বস্তু সমূহ তাঁহার সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। মহামায়া পার্ব্বতী যে সময় স্বরূপমূর্ত্তি দ্বারা আপনার ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, সেই সময় পূজকের সম্বন্ধে নিজ বাহন পঞ্চাননের বিশাল বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া থাকেন। সাধক যে কালে রক্তপদ্মে সংস্থিতা বরদা কালিকাকে ধ্যান করিবে, তৎকালে তদ্বাহন মৃগেন্দ্রকে চিন্তা করিবে। আর যখন সিংহপৃষ্ঠারূঢ়া মহামায়াকে অন্তঃকরণের সহিত ধ্যান করিবে, তখন নিজ সম্মুখে শ্বেত বর্ণাক্ত এক অশ্ব চিন্তা করিবেক। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যদ্যপি কোন ব্যক্তি প্রেতাসনে, পদ্মাসনে এবং সিংহাসনে এককালীন সেই ত্রিলোকারাধ্যা কালিকাদেবীর আরাধনা কিম্বা চিন্তা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্টা হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। একস্থানে একাপ্রকৃতি কালিকাকে ব্যাপককাল চিন্তা করিলে, সমস্ত জগতের একমাত্র পরা প্রকৃতিরূপা সেই কালিকা, তদ্বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই বিশ্বের একমাত্র প্রকৃতি স্বরূপা যে আদ্যাশক্তি

কালিকা, তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি দেবাদিগণ সচ্ছন্দ চিত্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি সংসারে জগন্ময়ী নামে সুবিখ্যাতা। সিতপ্রেত মহাদেব, লোহিত পঙ্কজ ব্রহ্মা, হরি হরী (অর্থাৎ সিংহ) ইহারা যশস্মিনী পার্ব্বতীর বাহন রূপে নিয়তই আকাঙ্ক্ষীত। অতএব হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! একা সেই আদ্যা প্রকৃতি জগজ্জননী কালিকার বাহনাদি কার্য্যের জন্য নিজ মূর্ত্তি দ্বারা, মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া বাহনত্ব কার্য্যে ব্রহ্মাদির বাসনা ত্রিরূপে সাধন করিয়া থাকেন। মহামায়া কালিকা যৎকালে সাতিশয় প্রীতিযুক্ত ও রণোন্মত্তা হয়েন, তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসনত্রয় রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ সিংহোপরি রক্তপদ্ম; তদূর্দ্ধে সিতপ্রেত (শিব) তদুপরি অভয়দারিনী বরপ্রদা মহামায়া কালিকা সম্যকরূপে স্থিতা আছেন। অতএব হে বৎস ভৈরব! এবম্প্রকারে সংস্থিতা সেই জগজ্জননী কালিকার যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান ও অর্চ্চনা করিবে, তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবম্প্রকারে সদাকালীন সেই মহামায়া কামাখ্যাতে একরূপিণী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধ্যান ও রূপ হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি এই হেতু তাঁহাকে কামাখ্যাতে নিয়তই পূজা করিবে। এবম্প্রকার ভগবতী দুর্গাদেবীর তন্ত্র সকল বিশেষ রূপে মৎকর্ত্তৃক কথিত হইল, হে দ্বিজে-

ন্দ্রগণ! তাঁহার অঙ্গ মন্ত্র সকল পরে একে একে শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে ত্রিদেবার্চ্চন নামক অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায় আরম্ভ।

ভগবান মহেশ্বর বলিতেছেন, ভগবতী চণ্ডিকার অঙ্গমন্ত্র বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, যে অঙ্গমন্ত্র দ্বারা দেবী কালিকা আরাধিতা হইলে, তৎক্ষণাৎ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কৈলসবাসিনী দুর্গাদেবীর নেত্রবীজত্রয় বাম নয়নে, ঊর্দ্ধনেত্রে এবং দক্ষিণ লোচনে যথা সঙ্খ্যক্রমে সংস্পর্শ করিলে, দেবী কালিকা সাধকের মনোভীষ্টপূর্ণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহাদিগের সর্ব্বদা পরম কারণ স্বরূপ এই মহাগুহ্যমত পরম মন্ত্র দুর্গাবীজ কথিত আছে, তাহার কারণ হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! তোমরা শ্রবণ কর। যৎকালীন মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাদিগের অমোঘ তেজোরাশি দ্বারা দেবী, শরীর পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, এবং তৎকালীন অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া ছিলেন। আর সেই কালীন মূলমূর্ত্তি সেই দেবী জগজ্জননীর নয়নত্রয় হইতে, মহিষাসুর বিনাশিনী, তেজঃপুঞ্জকলেবরা ও পরমোজ্বলা জগদ্ধাত্রী বিনিঃ-

হৃতা হইয়া ছিলেন। সেই দুর্গাদেবী ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণের তেজোরাশি দ্বারা কলেবর ধারণ করিয়া প্রমোদাগণের মধ্যে পরমোৎকৃষ্টা রূপবতী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভগবতী দুর্গাদেবী ব্রহ্মাদি দেবপ্রদত্ত বিবিধ ভীষণ অস্ত্র সমূহ ধারণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মাদি দেবতা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সংস্তুতা হইয়া সগণ সানুবন্ধ ও সামাত্য এবং বাহনের সহিত দুর্দ্দান্তদেবারি সেই ভীষণ মহাবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া ছিলেন। সেই ভগবতী কাত্যায়নী কর্ত্তৃক এবম্প্রকারে দুষ্ট মহিষাসুর বিনষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক এতন্মন্ত্রে সুপুজিতা হইয়া, ত্রিভুবনে মহান্ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি সকল স্থানে সমস্ত লোক সেই মুর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকে, এবং মুল মূর্ত্তি সংগোপন করিয়া তন্মূর্ত্তিতেই জগতিতলে পরম সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দেবগণের সম্বন্ধে বরপ্রদা ভগবতী যে মূর্ত্তিতে বরদান করিয়া ছিলেন, তন্মূর্ত্তি সমস্ত ভক্তজনগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকে, অতএব হে বৎস ভৈরব! সেই মূর্ত্তি এখন তুমি শ্রবণ কর। যিনি জটাসমূহে সংযুক্তা ও আপন মস্তকোপরি অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন, আর লোচনত্রয়ে সম্যকরূপে শোভমানা এবং নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ নিজ আনন প্রভাতে যিনি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সুলোচনা ও কমনীয় নবীন যৌবন দ্বারা সুসম্পন্না এবং সর্ব্বাভরণে (অর্থাৎ বিবিধ রত্নরাজীতে) পরিভূষিতা। যাঁহার সুচারু দশনপঙ্ক্তি ও আকর্ণ

বিসারী ভ্রূযুগল পীনোন্নত পয়োধর এবং আপন কলেবর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীর ন্যায় সংস্থিতা হওত দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরকে যিনি বিমর্দ্দন করিতেছেন। মৃণাল সদৃশ অথচ আয়তন (অর্থাৎ বিস্তারিত) ও পরস্পর সংলগ্ন এতাদৃশ দশ বাহু দ্বারা যিনি সমন্বিতা। ঊর্দ্ধ দক্ষিণ পাণিতে যিনি বিশাল ত্রিশূল ও শাণিত খড়্গ এবং উজ্বল চক্র তদধঃ তীক্ষ্ণ বাণ এবং অমোঘাশক্তি ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অপর বাম ভুজে বিশাল খেটক (যষ্ঠি) পূর্ণ চাপ, (ধনু) নাগপাশ, অঙ্কুশ এবং তদধঃ ঘণ্টা অথবা পরশু এই সকল ভয়ঙ্কর অস্ত্র ধারণ করিয়া স্থানুর ন্যায় সংস্থিতি করিতেছেন। আর অধস্তাৎ অর্থাৎ নিম্নভাগে বিশিরস্ক মহিষ তত্তৎ প্রকার প্রদর্শন.. পূর্ব্বক এবং শিরশ্ছেদ হইতে উদ্ভব খড়্গপাণী দানবকেও সন্দর্শন করিতেছেন। যে দানবের হৃদি দেশে দুর্গাদেবী সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ভেদ করত তৎক্ষণাৎ অস্ত্র (অর্থাৎ জঠর নাড়ী সমূহে বিশিষ্ট প্রকারে বিভূষিত,) এবং আরক্তিম কলেবর প্রস্ফুটিত রক্তকুসুমের ন্যায় ঈক্ষণ। আত্ম ভ্রূকুটী দ্বারা ভীষণ বদন এই হেতু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবম্ভুত অসুরকে, নাগপাশ দ্বারা সম্বেষ্টন করত মহাদেবী কাত্যায়নী স্বয়ং নাগপাশান্বিত বাম হস্তে উহার মূর্দ্ধ্নজাত কেশরাশি ধারণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বক্ত্র হইতে মুহুর্মুহুঃ রুধির ধারা বমন করিতেছে। আর সাধক দেবীবাহন কেশরীকে প্রকৃষ্ট রূপে দর্শন করিবে, এবং দেবী কাত্যায়নীর দক্ষিণ চরণ সমভাবে সেই মদমত্ত সিংহো-

পরিসংস্থিত, এবং অপর বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উত্তোলন করণ পূর্ব্বক সেই প্রচণ্ড মহিষের গাত্রোপরি সম্যক রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা এই অষ্ট শক্তিতে সততই যিনি পরিবেষ্টিতা, সাধকঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িনী এবম্ভূতা দেবী সেই কাত্যায়নীকে সততই সদন্তঃকরণে চিন্তা করিবে। এই দুর্গাদেবী কাত্যায়নীর অঙ্গমন্ত্র (অর্থাৎ মূলমন্ত্র) নিয়তই দুর্গাতন্ত্রে কথিত আছে; অতএব হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল সাধনের একমাত্র কারণ সেই দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্র, তোমরা একমনান্বিত হইয়া শ্রবণ কর। বহ্নি ভার্য্যা (স্বাহা) এই পদ তুর্য্যে (অর্থাৎ চতুর্থ পদে) যোগ করিবে, এবং দুর্গে দুর্গে এই শব্দ বারদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক, তৎ পূর্ব্বে ওঁ এই একাক্ষরে উচ্চারণ করিবে, তৎ পশ্চাৎ রক্ষণি এই শব্দ সংযোগ করিবে। (অর্থাৎ এতাবতা ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা এই মূলমন্ত্রে দেবী জগদম্বিকা কাত্যায়নীর বিবিধোপচার দ্বারা বক্ষমান কালে, সাধক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অর্চ্চনা করিবে।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর পূজার কাল শ্রবণ কর. রবি মকররাশিতে সমাগত হইলে, তন্মাসীয় শিত পক্ষের যে পঞ্চমী তিথি সেই তিথিতে, দুর্গাতন্ত্রোক্ত এই মূলমন্ত্রে, সর্ব্বমঙ্গল বিধায়িনী দেবী কাত্যায়নীর বিধিমৎ প্রকারে

পূজা করিবে এবং শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যথা বিধিমতে পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিয়া, পরদিবস নবমী তিথিতে তদ্রূপ পূজানুষ্ঠান করত প্রভূত বলি প্রদান করিবে, এবং তৎতিথির সন্ধি সময়ে, নিজ গাত্র হইতে রুধির নির্গত করিয়া তদুদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। এবম্প্রকারে মহামায়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিলে, যজমান নিত্যই বিবিধ মঙ্গল কার্য্য দ্বারা সংযুক্ত থাকেন, ও সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করণ পূর্ব্বক, অহরহ প্রমোদিত চিত্তে কাল-যাপন করিয়া থাকেন। এবং কদাচ তৎ সম্বন্ধে শোকসমুৎপন্ন হয় না, আর তিনি মরণ ভয়ে কখনও ভীত হইয়া থাকেন না। বরং তিনি এই দেহে বিবিধ পুত্র, পৌত্র, ও অতুল সমৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু এবং সর্ব্ব জনগণ প্রিয় হইয়া সংসারের সুখানুভব করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রবণ কর যে সাধক মধুমাসের সিতাষ্টমী তিথিতে তৎকাল সম্ভব (অর্থাৎ বসন্তকাল সম্ভব) সৌগন্ধীক কুসুম রাশিদ্বারা এই মন্ত্রে, জগন্মাতা কাত্যায়নীর আরধনা করে, তৎসম্বন্ধে শোক, রোগ অথবা দুর্গতি কদাচই সমুৎপন্ন হয় না। এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে সম্যক ভাবে উপোষিত হইয়া তৎপরদিবস নবমীতে তিলসংযুক্ত যাবকান্নদ্বারা কিম্বা মোদকদ্বারা অথবা ক্ষীর,, আজ্য, ক্ষৌদ্র, (মধু) মদিরা, পিষ্টক ও নানাবিধ পশুমাংস এবং রুধির ইত্যাদি দ্বারা, সুরতেজোৎপন্না মহামায়া কাত্যায়নীর পূজাকরিয়া তৎপর দিনে দশমীতিথিতে তিলমিশ্রিত উদক দ্বারা দুর্গাতন্ত্রোক্ত

মন্ত্রে তদুদ্দেশে অঞ্জলিত্রয় দান করিবে। দশমীতে এব প্রকার অনুষ্ঠান করিলে, শতজন্মে যে সমস্তপাপ আচরিত হইয়াছিল, তত্তৎপাপরাশি তৎকালেই প্রলয় প্রাপ্ত হয়, এবং সুদীর্ঘ পরমায়ু সর্ব্বতোভাবেই লাভ হইয়া থাকে। আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসের যে শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতিথি, তাতে দেবীর পরম প্রীতিজনক এক পবিত্রারোহণ করিবে। দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে, অথবা দুর্গাবীজদ্বারা কিম্বা বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্তমন্ত্র দ্বারা, হে বৎস ভৈরব। পবিত্রারোহণ(পবিত্রানুষ্ঠান) অত্যাবশ্যকই করিবে। দেবীকাত্যায়নীর পবিত্রারোহণ বিশেষ শ্রবণানক্ষত্র সম্প্রাপ্ত হইয়া করিলেই, বিশেষ ফলভাগী হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দেবগণেরও পবিত্রারোহণ করিবে। কোন্ কোন্ দেবতার কোন কোন তিথিতে পবিত্রারোহণ করিতে হয়, তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছি, হে বেতাল ও ভৈরব! তোমরা একমনে অবহিত হও। প্রতিপদি তিথিতে ধনদ অর্থাৎ কুবের পবিত্রারোহণ করিবে, এবং দ্বিতীয়াতে কমলাসনা লক্ষ্মীরও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে। ভবভাবিনীর পবিত্রারোহণ বিশেষ তৃতীয়াতে, তৎসুত গজবক্ত্রের চতুর্থী, সোমরাজ চন্দ্রের পঞ্চমী, গুহ (অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের) ষষ্ঠী, ভাস্কর সূর্য্য দেবের সপ্তমী, অষ্টমী তিথি জগদম্বিকা দুর্গার,। ষোড়শ মাতৃকাগণের পবিত্ররোহণের তিথি নবমী, দশমী তিথি বাসুকির, পরমহংস ঋষিদিগের পক্ষে একাদশী, বৈষ্ণবীতিথি দ্বাদশী ভগবান চক্রপাণির। অনঙ্গ কামদেবের

ত্রয়োদশী, আমার পবিত্রারোহণের তিথি চতুর্দ্দশী, ব্রহ্মার এবং দিকপতি সকলের সুপ্রশস্তা তিথি পৌর্ণমাসী! যিনি এই সকল তিথিতে, এই এই দেবতার পবিত্রারোহণাচরণ না করিবেন, তাঁহার সাম্বৎসরী পূজা জনিত সকল ফলই, ভগবান বিষ্ণু, অপহরণ করিয়া থাকেন, সেই হেতু যত্নের সহিত সেই শ্রেষ্ঠ পবিত্রারোহণ সতত করা উচিত এবং তদনুষ্ঠান করিলে, সহজে বহুফল সম্প্রাপ্ত হইতেপারা যায়, ও তাঁহার পূজাও সফলা হয়।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর বলিতেছি, সেই পবিত্র যে সূত্র দ্বারা কর্ত্তব্য তাহার প্রমাণ শ্রবণ কর। প্রথম দর্ভ সূত্র (কুশ) দ্বিতীয় পদ্ম সূত্র, তৃতীয় ক্ষৌম সূত্র, অথবা পট্টসূত্র, তৎপরে চতুর্থ কার্পাসিক সূত্র এই উক্ত সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সূত্রেই তাদৃশ পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে না, কিন্তু সাতিশয় যত্নের সহিত বিচিত্র পবিত্র রচনা করিয়া যজমান্ গন্ধ, পুষ্প এবং সৌগন্ধিক কুসুমমাল্য এতদ্বারা উহার অর্চ্চনা করিবে। কন্যা, (অর্থাৎ কুমারী) পতিব্রতা প্রমোদা, কিম্বা সচ্চরিত্রা বিধবা এতৎ কর্ত্তৃক কর্ত্তনীয় সূত্র দ্বারা সেই পবিত্রবিনির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু দুঃশীলা নারী কর্ত্তৃক পবিত্রার্থ সূত্র কদাচই কর্ত্তন করিবেক না। অশুচি জনকর্ত্তৃক প্রস্তুত সূত্র কিম্বা দগ্ধ সূত্র অথবা ভস্ম ও ধূম এতদ্বারা অবলুণ্ঠিত যে সূত্র, তাদৃশ সূত্র কদাচই এই পবিত্রারোহণে ব্যবহার করিবেক না, এবং দগ্ধ, মূষিক দংশিত, মধ্যে রক্ত সূত্রাদি

দ্বারা সংযুক্ত, মলিন এবং নীলবর্ণাক্ত এতদ্বারা দূষিত যে যে সূত্র তত্তৎ সূত্র মহান যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবে। পরম পবিত্র সূত্র দ্বারা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ পবিত্রানুষ্ঠান করিবে। কনিষ্ঠ যে পবিত্র উহা সপ্তবিংশতি তন্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করিলে, এই মর্ত্যলোকে যশ, কীর্ত্তি, সুখ এবং সৌভাগ্য ইত্যাদি সকলই বৃদ্ধি পায়। চতুরাধিক পঞ্চাশ তন্তু (সূত্র) দ্বারা মধ্যম পবিত্র প্রস্তুত করিলে মহান দিব্য ভোগ, পুণ্য, যশ, স্বর্গ এবং সখিত্বভাব সম্প্রাপ্ত হয়। এবং অষ্টোত্তর শত সূত্র দ্বারা সেই পরম উত্তম পবিত্র নির্ম্মাণ করত তৎপবিত্র দেবী কাত্যায়নীর উদ্দেশে প্রদান করিলে, সাধক শিবের সাযুজ্য পদ লাভ করিতে পারিবেন। ঐ উত্তম পবিত্র, যিনি, ভগবান বাসুদেবোদ্দেশে প্রদান করিবেন, তিনি তৎকালেই ভগবান বাসুদেবের স্বীয় লোক প্রাপ্ত হইবেন, এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র শংসয় করিবানা। অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যান্বিত যে রত্নমালা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই রত্নমালা কিম্বা এই উক্ত পবিত্র, মহাদেবী মহিষমর্দ্দিনীর উদ্দেশে প্রদান করত, সাধক কল্পকোটি পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিবেন। পরন্তু এই সুমনোহর পবিত্র ও নাগহারাখ্য রত্ন মালা যে ভক্ত তাদৃশ অষ্টাধিক সহস্র তন্তু দ্বারা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, আমাকে অর্পণ করে, সে সাতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে কোটি কোটি কল্প পর্য্যন্ত আমার মনোজ্ঞ কৈলাস ধামে, অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! তাদৃশ অষ্টোত্তর সহস্র

সূত্রে, বনমালা সংরচনা করিয়া যদ্যপি ভগবান বনমালীর উদ্দেশে সমর্পণ করেন, তবে তিনি, তন্তু প্রদান জন্য ফল দ্বারা সাক্ষাদ্বিষ্ণুর সাযুজ্য লোক সম্প্রাপ্ত হন।

পুণ্যশীল বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, পূর্ব্বোক্ত যে ত্রিবিধ পবিত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পবিত্র নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার করত দ্বাদশ গ্রন্থি, উহাতে সংযোগ করিবে। এবং চতুর্বিংশতি গ্রন্থি দ্বারা ঊরুদেশ প্রমাণ মধ্যম পবিত্র পরিকল্পনা করিবে। ষড়াধিক ত্রিংশৎ গ্রন্থি দ্বারা আজানু প্রদেশ পর্য্যন্ত উত্তম পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। এই পবিত্রারোহণে যে অষ্টোত্তর শত গ্রন্থি উক্ত হইল, নাগহারাখ্য মালায়, কিম্বা অন্য পূজায় পবিত্রারোহণ যদ্যপি করিতে হয় তবে, এতৎ প্রমাণে পবিত্রাদি নির্ম্মাণ করিবে। যে সূত্র দ্বারা পবিত্র গ্রন্থি এইস্থানে কথিত হইল, এতদ্ভিন্ন অন্যবর্ণ সূত্রে পবিত্র বিনির্ম্মাণ করিলেও এই প্রমাণেই তদনুষ্ঠান করিবে, কিম্বা সপ্তগ্রন্থি দ্বারা কনিষ্ঠ পবিত্র ও চতুর্দ্দশ গ্রন্থিকরণ মধ্যম পবিত্র, উত্তম পবিত্র এক বিংশতি গ্রন্থি দ্বারা পরিকল্পনা করিবে। সাধক এতাদৃশ পবিত্র সকল ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবসে, বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে অধিবাস করিয়া, পর দিবসে ঐ পবিত্রে, দুর্গাবীজ কিম্বা তন্মন্ত্র এতদ্দ্বারা মন্ত্রন্যাস আচরণ করিবে। হে ভৈরব! অথবা বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রতি গ্রন্থিতেই ঐরূপ মন্ত্রন্যাস করিবে, এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগে যেরূপ জপ মালায়, যাপক জপ করিয়া থাকে, সেই রূপ যাবদীয়

গ্রন্থিতেই প্রত্যেক প্রত্যেক জপগুটিকায়, সম্যকরূপে মন্ত্রন্যাস করিবে। এক যজ্ঞপাত্রে সংস্থিত সমস্ত পবিত্র গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা সুশোভিত করিয়া, দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে তত্ত্বন্যাস করিবে। ঐরূপ পবিত্র সকল এক যজ্ঞ পাত্রে সংস্থাপণ পূর্ব্বক গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা সম্যক রূপে সুশোভমান করিয়া জগৎপতি বিষ্ণুর মূল মন্ত্রে সম্যকরূপে ন্যাস করিবে, শূদ্রজাতির সম্বন্ধে, ঐরূপ পবিত্র মন্ত্রন্যাস করিতে হইলে, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে (ওঁনমো ভগবতে বাসুদেবায়) এই মন্ত্রেই করিবে। হে ভৈরব! মদীয় পূজার পবিত্রারোহণ করিতে হইলে, প্রাসাদ মন্ত্রে পবিত্রারোহণ করিবে, এবং ঐ মন্ত্রে দানাদি করিলেও আমার পরম তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। কুঙ্কুম, উশীর, (বেণারমূল) খর্জ্জুর এবং চন্দন এতদ্বারা পবিত্র সকল বিলেপণ পূর্ব্বক অনন্তর তত্ত্বন্যাস করত সাধক মণ্ডলে দেবী কাত্যায়নীকে বিধিমত পূজা করিয়া, দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে, অথবা দুর্গাবীজ দ্বারা ভৈরব! দেবী ভগবতীর মূর্দ্ধিদেশে ঐপবিত্র প্রদান করিবে

হে ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, যে যে দেবতার যে যে পূজা সেই সেই দেবতার তত্তন্মণ্ডলানুষ্ঠান করিবে। এবং যে যে দেবতার যে যে মন্ত্র কি পূজা ও ধ্যান সেই সেই দেবতার তত্তন্মন্ত্রে পূজা ও ধ্যান করত সেই সেই দেবতার স্বীয় স্বীয় বীজ ও মন্ত্র দ্বারা পবিত্র সকল সম্যক প্রকার ন্যাস করিয়া মস্তকে অর্পণ করিবে। হে বৎস ভৈরব! যজমান পূজা ফল সম্পূর্ণ ইচ্ছা করিলে পূজাবসানে দেবোদ্দেশে

পবিত্র প্রদান করিবে, আর সকল পূজাতেই এই রূপ পবিত্র দান করিবে। অগ্নি, ব্রহ্মা, ভবানী, গজবক্ত্র, (গণেশ) উরগ, স্কন্দ, ভানু, মাতৃগণ, দিকপাল সকল, নবগ্রহগণ এই এই দেবতা সকলের ঘটে প্রত্যেক প্রত্যেক যথাবিধিমতে পূজাকরিয়া এক এক মূর্ত্তির উদ্দেশে একে একে পবিত্র প্রদান করিবে। অতঃপর সাধক পঞ্চগব্য (অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র) এতদ্বারা চরু প্রস্তুৎ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি এয় দান করিবে। কেবল একমাত্র আজ্যদ্বারা (ঘৃত) আহুতি প্রদান যদ্যপি করিতে হয় তাহইলে অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিবে এবং সাধক তিল ও আজ্য একত্রিত করিয়া হোম করিতে হইলেও অষ্টোত্তর শত আহুতি দেবী ভগবতীর উদ্দেশে অর্পণ করিবে। এবং এতদ্বিধান দ্বারা পবিত্রারোহণ ও আহুতি প্রদান বিষ্ণ্বাদি দেবতার উদ্দেশে করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়।

হে পুত্র ভৈরব ও বেতাল! অতঃপর শ্রবণ কর, সাধক বিবিধ নৈবেদ্য ও পেয়দ্রব্যাদি, বট পিষ্টক, মোদক, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জ্জুর পনস, আম্র, দাড়িম, কর্কারু, নাগরঙ্গ রুদ্রাক্ষাদি বিবিধ ফল, আর সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য, মদ্য, মাংস, ওদন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ সুমনোহর বস্ত্র এবং নানাবিধ রত্নরাজী এতদ্বারা জগদম্বিকা দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। আর নট ও নর্ত্তক, বারাঙ্গনা নৃত্য, গীত ইত্যাদি দ্বারা নিশিযোগে জাগরণ করিবে, এবং বহুতর ব্রাহ্মণ ও

জ্ঞাতি ভোজন করাইবে। সাধক এই রূপে পবিত্রারোহণ সমর্পণ করিয়া দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান করত হিরণ্য, গো, তিল, ধেনু, বস্ত্র এবং বাশোক ইহার মধ্যে একতর প্রদান করিবে। অতঃপর সাধক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, মণি, মুক্তা, প্রবাল, মন্দার এবং পারিজাত এতদ্বারা কল্পিত মাল্য়য় পরমেশ্বরি! যে তোমার সাম্বৎসরিক পূজা তাহা সর্ব্বতোভাবে সমাপ্তি হউক। অনন্তর পূজা প্রতিপত্তি দ্বারা দেবী কাত্যায়নীর বিসর্জ্জন করিবে। হে বৎস ভৈরব! এবম্প্রকারে সাধক জগন্মাতা ভবানী দেবীর পূজায় পবিত্র প্রদান করিলে, সম্বৎসর কৃত নিখিল পূজা সমস্তই সম্পূর্ণ ফলদায়িনী হইয়া থাকে, এবং শত শত কল্প কোটি পর্য্যন্ত তিনি দেবী কাত্যায়নীর গৃহে বাস করেন, আর ইহলোকে পরম সুখ ও সৌভাগ্য এবং অতুল সমৃদ্ধি লাভ করিয়া, পুত্র কলত্রাদির সহিত কালাতিপাত করেন।

কালিকা পুরাণে পবিত্রারোহণ নামক উনষষ্টিত-
মোহধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ষষ্টিতমোহধ্যায়ারম্ভ।

মহানুভব মহেশ্বর কহিতে লাগিলেন, দুর্গা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা ভগবতী দুর্গাদেবীর মহোৎসবে শারদীয় নবমী তিথিতে নৃপগণ বিবিধ বলি প্রদান করিবে, আর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের যে অষ্টমীতিথি ঐ তিথি মহাষ্টমী নামে

সুবিখ্যাতা এবং দেবী ভগবতীর সাতিশয় প্রীতি দায়িনী। তৎ পর তিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয় নবমী, মহানবমী রূপে কথিতা হয়, সেই নবমী তিথিতে জগজ্জননী দুর্গাদেবী সর্ব্ব জনগণ কর্ত্তৃক সুপূজিতা হইয়া থাকেন, অতএব হে বৎস ভৈরব! পূজাতে এই উভয় তিথির বিশেষ শ্রবণ কর। বৃত্তি ভেদে যে প্রকারে দেবী কাত্যায়নী ভূতলে পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাই সংপ্রতি অবহিত হও। রবি, কন্যা রাশিতে গমন করিলে সিত পক্ষীয় নন্দিকা (অর্থাৎ প্রতিপত্তিথি) সংপ্রাপ্ত হইয়া সাধক অযাচিত কিম্বা নক্ত কি এক ভক্ত অথবা বায়ু অশন করিরা প্রাতস্নায়ী হওত ইন্দ্রিয় সকল জয় করণ পূর্ব্বক ত্রিকালে ভগবান শিবের আরাধনা করিবে। এবং জপ, হোম এতদ্বিষয়ে সুনিপুন হওত কুমারিকা সকল ভোজন করাইবে, বিল্বশাখাতে ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে দেবী কাত্যায়নীকে বোধন করিবে। পর দিবস সপ্তমী তিথিতে সেই বিল্বশাখা আহরণ পূর্ব্বক গণেশজননী দুর্গা দেবীর পূজা করিবে। তৎ পর দিবস মহাষ্টমীতে পুনর্ব্বার বিশেষ রূপে দেবীর পূজা করিয়া স্বয়ং জাগরণ করত নিশিতে তদুদ্দেশে বলিদান করিবে। অনন্তর মহানবমী তিথিতে বহুবিধ বলি প্রদান পূর্ব্বক, দুর্গা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দশভুজা দুর্গা দেবীর ধ্যান করণানন্তর বিধিমৎ প্রকার অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে আর তদ্দিনে রাত্রযোগে বন্ধুবর্গে মিলিত হইয়া সাবরোৎসব পূর্ব্বক নীরাজনা করিবে।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, যেকালে সাধক ষোড়শ ভুজা মহামায়ার দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে, তাহার বিশেষ বলিতেছি। কন্যারাশি গত কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে, অনশন (অর্থাৎ উপবাস) থাকিয়া পরদিবসে দ্বাদশীতে এক ভক্তানুষ্ঠান পূর্ব্বক, পরাহ্নে নক্তব্রত (অর্থাৎ রাত্রে ভোজন) করিয়া, অব্যবহিত চতুর্দ্দশীতে বিধি বিধানানু জায়া দেবী মহামায়ার বোধন করিবে।

সাধক গীত, বাদ্য, নৃত্য ইহার নিশ্বনে ও নানাবিধ নৈবেদ্যদ্বারা মহামায়া জগদম্বিকার অর্চ্চনা পূর্ব্বক, অযাচিত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, এবং পরদিবসে তন্মনস্ক হইয়া তদুদ্দেশে উপবাস করিবে। এবম্প্রকারে নবমী পর্য্যন্তই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। আর জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীতে জগজ্জননী মহামায়ার সম্যক রূপে অর্চ্চনা করিয়া মূলাযুক্ত সপ্তমীতে ত্রিনয়না মহামায়ার যথাবিধিমতে অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাষাঢ়াযুক্ত অষ্টমী ও উত্তরাষাঢ়াযুক্ত নবমী তিথিতেও বিশেষ রূপে তদর্চ্চনা করিয়া শ্রবণান্বিতা দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে।

সাধক যৎকালীন অষ্টাদশভুজা মহামায়ার পূজা করিবে, বৎস বেতাল ও ভৈরব! তৎকালে তাহার ক্রম সকল ক্রমাগত তোমরা এক এক করিয়া শ্রবণকর। কন্যাগত কৃষ্ণপক্ষের আদ্রানক্ষত্র সংযুক্ত নবমীতিথিতে বিধিমৎ পূজা ও গীত, বাদ্যাদির তুমুল শব্দদ্বারা জগন্মঙ্গলদায়িনী দুর্গাদেবীর প্রকৃষ্টরূপে বোধন করিবে। শুক্লপক্ষীয় চতু-

ধীতে দেবী জগদম্বিকার কেশরাশির বিন্যাসার্থে তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিবে, এবং তৎ পর দিবসে প্রাতঃকালে পঞ্চমী তিথিতে শীতল ও সুগন্ধ জল দ্বারা শিবা দুর্গাদেবীকে স্নান করাইবে। তদপশ্চাৎ সপ্তমীতে পত্রিকা-পূজাকরণানন্তর অষ্টমীতে সম্যক রূপে উপবাসী থাকিয়া, দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া, তদুদ্দেশে জাগরণ করিবেক। অনন্তর নবমীতে বিধিমতে বহুতর বলি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ করিবে, পরদিবস দশমী তিথিতে ক্রীড়া, কৌতুক ও মঙ্গলাদি দ্বারা দেবীর নীরাজনা করিবে, হে সাধক যদি যত্নের সহিত এতদনুষ্ঠান কর তাহা হইলে অনায়াসে মহাবিভূতি, সাতিশয় বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পার। যৎকালে মহামায়া জগন্মাতা বৈষ্ণবীর পূজানুষ্ঠান করিবে, তৎকালে তাঁহার বিশেষ ক্রম হে ভৈরব! তুমি অবহিত হও। রবি, কন্যারাশি সংপ্রাপ্ত হইলে, ঈশ মাসের যে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী, তাহাতে রাত্রিযোগে যজমান অতুল বৈভবদ্বারা সর্ব্বতোভাবে মহামায়ার পূজানুষ্ঠান করিবে। এবং নবমী তিথিতেও তদনুরূপ পূজা করিয়া তদুদ্দেশে যথাশক্তি বলি প্রদান করিবে, আর অতুল বিভূতি লাভের জন্য জপ ও হোমাদি সততই অনুষ্ঠান করিবে! যে নর অষ্ট পুষ্পিকা দ্বারা ত্রিলোকতারিণী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিবে, সে অনায়াসে দিব্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। পুরাকালে কমলাসন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাত্রিযোগেই এই মন্ত্রে অর্থাৎ হে মাতঃ! জননি! তুমি রাজীবলোচন রামের প্রতি

সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত দশাননের বধের নিমিত্ত প্রবোধিতা হও। এরূপে তৎক্ষণাৎ দেবী ভগবতী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইয়া আশ্বিন মাসের সিত পক্ষের নন্দা (অর্থাৎ প্রতিপৎ) তিথিতে ত্রিলোক জেতা রাবণের কনকবিনিন্দিতা লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া ছিলেন। মহাদেবী সেই লঙ্কানগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎকালেই রাম ও রাবণকে যুদ্ধে নিযোজিত করিয়া স্বয়ং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইয়া ছিলেন। রাক্ষস ও বানরগণের মাংস এবং শোণিত দ্বারা রণভূমি এককালীন কর্দ্দমাক্ত হইয়া, শোণিতধারা, যেন আষাঢ়ধারার ন্যায় সঞ্চলন করিতে লাগিল। এই রূপে দেবী ভগবতী স্বয়ংই রাম এবং রাবণ এই উভয়কে সপ্তাহ পর্য্যন্ত মহান্ যুদ্ধে নিযোজিত করিয়া ছিলেন। এবম্প্রকারে দাশরথি রাম ও দশানন রাবণ পরস্পর উভয়েই ঘোরতর যুদ্ধে অত্যন্ত আশক্ত হওত ক্রমাগত সপ্তাহ অতীত হইলে, অষ্টম দিবসে নবমীর রাত্রিযোগে আদ্যা শক্তি জগদম্বিকা রাজীবলোচন রামের দ্বারা দুষ্ট দশাননকে বিনাশ করিয়া ছিলেন। আর যে কাল পর্য্যন্ত রাম রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাবৎ কাল মহাদেবী ভগবতী তাঁহাদিগের সেই যুদ্ধকেলি একচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া ছিলেন। হে ভৈরব! ঐ সময়ে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক, বিবিধ উপহার দ্বারা দেবী ভগবতী সুপূজিতা হইয়া, পরম প্রীতি লাভ করিয়া ছিলেন। দাশরথি রাম কর্ত্তৃক, দুর্দ্দান্ত দশানন নিহত হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি

সুরগণের সহিত বিশেষ রূপে ত্রিনয়না দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া ছিলেন। পরন্তু দশমী তিথিতে দেবী দশোপচারে পূজিতা হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং স্বীয় সেনা সমূহের শান্তির নিমিত্ত এবং নিজ নগরীর বৃদ্ধির কারণ আত্ম সেনা গণে পরিবৃত হইয়া দেবী ভগবতীর নীরাজনা করিবার বিষয়ে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। রাম ও রাবণের ভীষণ বাণযুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য তৃতীয়া তিথিতে লঙ্কা-নগরীর পূর্ব্বোত্তর ভাগে (অর্থাৎ ঈশানাংশে) শচীনাথ ইন্দ্র, ভগবান বিষ্ণুর বচনানুসারে, স্বাতিমার্ত্তণ্ডযোগ সমুপস্থিত হইলে, প্রাণিগণের যে রূপ মহা ভয়ঙ্কর ভয় সমাগত হয়, রামও রাবণের যুদ্ধ ভয়ে, ততোধিক ভীত প্রজাসমূহের শান্তির নিমিত্ত সমবস্থিত ছিলেন। অনন্তর শ্রবণান্বিতা দশমী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং আত্ম সৃষ্টির শান্তির নিমিত্তে মঙ্গলদায়িনী চণ্ডিকার বিসর্জ্জনা করিয়া, সুরসেনায় পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত নীরাজনা (জলসাত) করিয়া ছিলেন। তৎকালীন সুরসেনায় পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্র, রাজীবলোচন রামকে সুমিষ্ট বচনে স্তব করিয়া তদাজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিলেন।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! পুরাকল্পে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ভগবতী দুর্গাদেবী দেবতাদিগের হিতের নিমিত্তে স্বয়ং দশভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন। ত্রেতাযুগের আদ্যক্ষণে সংসারবাসী নিখিল প্রাণিগণের

হিতকামনায়, পুরাকল্পে যেরূপ মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রতিকল্পেই দৈত্য সমূহের বিনাশের জন্য দেবী স্বয়ংই বারম্বার আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এবং কল্পে কল্পে রাম ও রাবণ, রাক্ষস এবং বানরসমূহে, পরিবৃত হইয়া সেই প্রকার মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সমুপস্থিত করিয়া থাকেন, আর ত্রিদশ বাসী অমরবৃন্দ সকল সেই রূপ রণস্থলে সমাগত হইয়া থাকেন। এবম্প্রকারে সহস্র সহস্র রাম ও সহস্র সহস্র রাবণ যুগে যুগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন, আর বিপদ নাশিনী সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গাদেবী নানা কল্পে কল্পে এই বিশাল বিশ্বসংসার রক্ষার কারণ অশেষ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তৎকালে সুরসমূহেরা সম্মিলিত হইয়া বিবিধোপচারে, তত্তন্মূর্ত্তি সকল অর্চ্চনা পুর্ব্বক, অনন্তর বল সমূহে পরিবৃত হইয়া বিবিধ বাদ্যোদ্যম সহকারে তাঁহার নীরাজনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তদ্রূপ নরগণও, বন্ধুবর্গে একত্রিত হইয়া কৈলাসবাসিনী মহামায়া ভগবতীর পূজা যথা বিধিমতে অনুষ্ঠান করিবে, আর নৃপোত্তম নিজ বল বৃদ্ধির জন্য সেনাগণে পরিবৃত হইয়া দেবীর নীরাজনাচরণ করিবে। আর সাধক নৃত্য, গীত- ক্রীড়া ও কৌতুক, মঙ্গল দ্বারা এবং মোদক, পিষ্টক, পেয়বস্তু, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য; কুষ্মাণ্ড,. নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, আমলকী, বিল্ব, প্লীহ, (অশ্বত্থফল) করুণ (লেবু) কশেরুক (তৃণের গাট) ক্রমু ফল, জম্বীর, আর বালকপ্রিয় যে যে ফল এতৎ সমস্ত ভগবতী দুর্গাদেবীকে প্রদান করিলে আত্মাভীষ্ট পূর্ণ করিতে

পারেন। আর যজমান বিবিধ নৈবেদ্য, লাজ, অক্ষত ও অন্যান্য ফল সকল, সমস্ত সেব্য সামগ্রী, গুড়, মদ্য, মাংস, মধু, ইক্ষুদণ্ড, শিতা, (মিশ্রি) লবনী ফল, নাগরঙ্গ, বহুবিধ ছাগ, বিবিধ মহিষ, অসঙ্খ্য মেষ, নিজ শরীরোৎপন্ন শোণিত, বিবিধ পক্ষি, নববিধ মৃগ এবং মাংস, শোণিতাক্তকর্দ্দম ইত্যাদি দ্বারা জগজ্জননী কাত্যায়নীর পূজা করিবে। রাত্রিযোগে পিষ্টদ্বারা স্কন্দ ও বিশাখ এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত আত্ম শত্রু বিনাশের জন্য এবং শিবমহিষী দুর্গাদেবীর পরম প্রীতির নিমিত্তে ঐ পুত্তলিকাদ্বয় পূজা করিবে। সাধক তিলমিশ্রিত আজ্য আর সমাংস রুধির দ্বারা মহাদেবী ভগবতীর অষ্টোত্তর শত কিম্বা সহস্র হোম-আচরণ করিবে।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর উগ্রচণ্ডাদির পূজা ও অষ্ট যোগিনী, চতুঃষষ্টি যোগিনী, কোটি যোগিনীগণ এবং নবদুর্গা পূজা, দেবী ভগবতীর সন্নিহিতে করিবে। অনন্তর সাধক জয়ন্ত্যাদি মূর্ত্তি সকল পৃথক পৃথক ক্রমে পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবী ভগবতীর করস্থ অস্ত্র সমূহের এবং ভূষণাদির, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের, দেবীবাহন সিংহের এবং মহিষাসুরের এক এক করিয়া পূজা করিলে, বাঞ্ছনীয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। সাধক এই রূপে মহিষমর্দ্দিনী জগদম্বিকার পূজানুষ্ঠান করিলে, মহা বিভূতি লাভ করত অন্তকালে তাঁহার চরণ, প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে মানবগণের কৃত যুগের আদ্যক্ষণে সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক মহা-

দেবী ভগবতী সুপুজিতা হইয়া ছিলেন। অনন্তর মহিষাসুর বিনাশের জন্য এবং নিখিল সংসারের হিত কামনায়, মহামায়া জগদ্ধাত্রী সেই পরমেশ্বরী স্বয়ং ষোড়শ ভুজা অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করত ভদ্রকালী এই নামে জগন্মণ্ডলে বিখ্যাতা হইয়া ছিলেন। ক্ষীরোদ সাগরের উওর তীরে বিপুল বপু ধারণ পূর্ব্বক সাতিশয় দেদীপ্যমানা হইয়া ছিলেন। অতসী পুষ্পের ন্যায় দেবীর শরীরপ্রভা এবং উজ্জ্বল, কাঞ্চন সদৃশ কুণ্ডলদ্বয়, কর্ণমূলে দোদুল্যমান। জটাজুটদ্বারা শিরোভাগ সুশোভিত করিয়া অখণ্ড পূর্ণচন্দ্র ধারণ পূর্ব্বক, দেবী মুকুটত্রয়ে ভূষিতা হইয়া পরম শোভা পাইতেছেন। নাগ যজ্ঞোপবীত ও বিশুদ্ধ রত্নরাজী বিরচিত মনোহর হারদ্বারা, কণ্ঠ প্রদেশ উজ্জল রূপে দীপ্তি পাইতেছেন। সুতীক্ষ্ণ শূল, শাণিত খড়্গ, উজ্জল শঙ্খ, বিশুদ্ধ চক্র, বিশাল বাণ, অমোঘ শক্তি, ভয়ঙ্কর বজ্র, সুদীর্ঘ দণ্ড এই অস্ত্র রাশি দক্ষিণ ভুজসমূহে ধারণ পূর্ব্বক দেবী ভদ্রকালী সতত বিরাজমানা হইয়া দশনপংক্তি বিকাশ করত উজ্জল রূপে শোভা পাইতেছেন। এবং খেটক, পূর্ণচাপ, চর্ম্ম, নাগপাশ, অঙ্কুশ, মহতী ঘণ্টাঃ তীক্ষ্ণ পরশু, ভীষণ মূষল, এই সমস্ত অস্ত্র বাম বাহুদ্বারা ধারণ করিয়া দেবী সাতিশয় সুশোভমানা হইয়া কেশরী পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন। সিংহবাহিনী সেই দেবী ভদ্রকালী আপন নয়নত্রয় জবাকুসুমের ন্যায় আরক্তিম করিয়া, করে সুশাণিত ত্রিশূল দ্বারা দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরকে সম্যক রূপে ভিন্ন করিয়া

বাম চরণে উহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তদুপরি সংস্থাপন করিতেছেন। দেবতা সকল এবম্ভূতা দেবী পরমেশ্বরীকে, সন্দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক নিহত সেই মহিষাসুরকে, অবলোকন করত তৎ কালে মনে মনে কিঞ্চিৎ বলিবেন্ বলিয়া উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে দেবী পরমেশ্বরী ব্রহ্মাদি তাবদ্দেবগণকে এই কথা বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সম্প্রতি জম্বুদ্বীপান্তরের প্রতি গমন কর, তথায় হিমপ্রস্থে মহামুনি কাত্যায়নের মনোরম্য ও শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে। তদাশ্রমে গমন করিলে আপনকারদিগের বাঞ্ছিত কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। সেই মহামায়া ভদ্রকালী ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট এই কথা বলিয়া, তত্রস্থান হইতে তৎক্ষণাতই অন্তর্ধান হইলেন। দেবতাগণ অবিলম্বে মহর্ষি কাত্যায়নপুরে গমন করিলেন। আশ্রমাগত সুরগণকে, ঋষি কাত্যায়ন, প্রণতি পূর্ব্বক পূজা ও নমস্কার করিলেন, পরন্তু দেবী ভগবতী কর্ত্তৃক, প্রচণ্ড মহিষাসুরকে নিহত, তদবলোকন করিয়া, দেবগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে পরস্পর কথোপকথন পূর্ব্বক. মহাদেবী জগদ্ধাত্রীকে প্রহৃষ্ট মনে সংস্তুতি করিলে মহামায়া দুর্গাদেবী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরগণ! কি নিমিত্তই বা এই কাত্যায়নাশ্রমে আগমন করিয়াছেন? এবং এই স্থানে আপনাদিগের কি বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পন্ন হইবে? দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, দেবগণ পরস্পর

মিলিত হইয়া, হিম গিরির সন্নিকটে মুনিবর কাত্যায়নাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ আবাসে ইন্দ্রের সহিত দিকপাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সকলে একত্রিত হইয়া দুর্গা দর্শন লালসায় বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রুদ্রগণ আগমন পূর্ব্বক, দুষ্ট মহিষাসুরচেষ্টিত দেবলোক পরাভব তাবৎ বৃত্তান্ত আখ্যান করিলেন। অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু, মহাযোগী শিব এককালীন মহান্ কোপান্বিত হইলেন, এবং তৎকালে তাঁহারা এই কথা কহিলেন, দানব মহিষাসুর ত দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, আবার— কোন্ মহিষাসুর ? যাই হোক্ যে মহিষাসুর কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ এই জগদ্বিধ্বংস হইতেছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া উচিত এই কথা বলিয়া, অত্যন্ত কোপাশক্ত সেই দেবগণের শরীর হইতে তেজোরাশি পৃথক পৃথক নিসৃত হওত, তৎক্ষণাৎ ঐ তেজঃপুঞ্জ দ্বারা ধৃতবপু হইয়া দেবী ত্রিলোকমোহিনীরূপ ধারণ করিলেন। এবং মহর্ষি কাত্যায়ন কর্ত্তৃক, ভুবন মোহিনী দেবী প্রথমতই সুপূজিতা হইয়া ছিলেন, সেই হেতু ত্রিলোকে কাত্যায়নী নামেই সুবিখ্যাতা।

অতঃপর দেবী কাত্যায়নী দশবাহু দ্বারা পরমোৎকৃষ্টা রূপ ধারণ করিয়া পশ্চাৎ দুর্দ্দান্ত মহিষকে বিনষ্ট করিয়া ছিলেন। যে কালে অমরগণ কর্ত্তৃক মহামায়া আদ্যাশক্তি সংস্তুতা ও প্রবোধিতা হইয়া, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ দেবতা দিগের তেজোদ্বারা, স্বয়ং

প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। সাধক তন্মাসীয় শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে দেবী মহামায়ার যথাবিধিমতে পূজা করিয়া অষ্টমীতে বিপুল রত্নরাজী দ্বারা পরিভূষিতা করিয়াছিলেন। সাধক নবমী তিথিতে বিবিধ উপহারে, দেবীর বিশেষ রূপে পূজানুষ্ঠান করিলে, তৎ পূজায় দশভুজা মহামায়া পরিতুষ্টা হইয়া দেবারি মহিষাসুরের নিধন সাধন করত দশমীতে তৎ স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। তাপসবর মার্কণ্ডেয় কহিতেছেন, মহারাজ সগর এবম্প্রকার দেবীর উত্তম সঙ্গতি (উৎপত্তি) আকর্ণন পূর্ব্বক, সেই রূপে, সংশয়িত চিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার মহামুনি ঔর্ব্বের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। রাজা সগর বলিলেন, যদ্যপি মহাদেবী পশ্চাৎ ভীষণ মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন তবে, কি প্রকারে পূর্ব্বকালে জগন্মাতা ভদ্রকালী স্বয়ং আপন বামচরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই মহিষকে আক্রমণ পূর্ব্বক, সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা উহার হৃদয় ভেদ করিতেছেন, এতৎ সমস্তই সুরগণেরা দর্শন করিয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! সংপ্রতি আমার এই মহান সংশয় আপনি ছেদন করুন্ কারণ সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা শক্তি দ্বারা আমার অধিকাংশ সংশয় উচ্ছেদ করিয়াছেন। মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, পূর্ব্বতন কালে মহামায়া ভদ্রকালী ভীষণ মহিষের জন্য যে রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! তাহাই তুমি একান্তঃকরণে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই মহাবীর মহিষাসুর একদা

নিশিযোগে নিদ্রাবস্থায় দারুণ অথচ মহাভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেন আদ্যাশক্তি ভদ্রকালী স্বয়ং শাণিত খড়্গদ্বারা মহাবীর মহিষকে, ছেদন করিয়া আপন ভীষণ আস্য ব্যাদান পূর্ব্বক, তাহার রক্ত সঘনে পান করিতেছেন। অনন্তর প্রাতঃসময়ে দৈত্য মহিষাসুর সাতিশয় ভীত হইয়া তৎকালে দীর্ঘকাল যাবৎ বন্ধু বান্ধবের সহিত সেই দেবী মহামায়াকে নানাবিধোপচারে পূজা করিয়াছিলেন। তাবৎ তিনি, ভক্ত মহিষাসুর কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া ষোড়শ বাহুদ্বারা সংযুক্তা হওত ভদ্রকালীরূপে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অতঃপর মহাভক্ত মহিষাসুর জগদম্বিকা মহামায়াকে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সাতিশয় বিনম্রভাবে, মধুর বচন দ্বারা এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাবীর মহিষ কহিলেন, দেবি! জগজ্জননি! যদ্যপি আমার প্রতি একান্ত প্রীত হইয়া থাকেন, তবে, শাণিত অসিদ্বারা আমার মস্তক সংছেদন করিয়া শোণিতরাশি ভোজন করুন,। মাতঃ! জননি! আর বৃথা কাল বিলম্ব করিও না, আমি স্বপ্নে নিশ্চিত এই সকল দর্শন করিয়াছি। দেবি! পরমেশ্বরি! তোমাকর্ত্তৃক এ কার্য্য অবশ্যই সম্পন্ন হইবে; আমি বিশেষ রূপে বিজ্ঞাত হইয়াছি, এবং সত্যস্বরূপ বলিতেছি। আর আমার এই রুধির পান করিয়া, মৎসম্বন্ধে একটী বর প্রদান কর। হে মহামায়ে! ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরি! আমি নিশ্চিতই তোমাকর্ত্তৃক বধ্য এই বিষয়ে, হে পরমেশ্বরি! তুমি-

কোন সংশয় করিও না। এবং আমারও মরণ বিষয়ে কোন দুঃখ নাই, তাহার কারণ অবশ্যম্ভাবি ঘটনা কোন জন কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হইতে পারেনা। কিন্তু মদর্থে আমার পিতা কর্ত্তৃক, পূর্ব্বতন কালে তোমার সহিত ভগবান শম্ভু আরাধিত হইয়াছিলেন, তৎপশ্চাৎ আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এবং আমা কর্ত্তৃক বৃষধ্বজ মহাদেব আরাধিত হইয়াছিলেন, আর আমিও তাঁহার নিকট হইতে বহুবিধ বর প্রাপ্ত হইয়াছি। যাবৎকাল মন্বন্তরত্রয় পূর্ণ হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিস্কণ্টকে এই উত্তম আসুরিক রাজ্য ভোগ করিয়াছি, অতএব হে মাতঃ! এ বিষয়ে আর আমার অণুমাত্রও অনুতাপ নাই। এবং কাত্যায়নের শিষ্য হইতে, মুনিবর কাত্যায়ন কর্ত্তৃক আমি অভিশপ্ত হইয়াছি যে, রে দুষ্ট মহিষ! তুই সীমন্তিনী কর্ত্তৃক নিহত হইবি, এই বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। অতঃপর হে জননি! তুমি বিশেষ রূপে শ্রবণ কর, পুরাকালে হিমপ্রস্থে ঋষি কাত্যায়নের প্রিয়তম এক শিষ্য, পরব্রহ্মে আত্মমনঃ সংযোগ পূর্ব্বক, মহা কঠোর রৌদ্র তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। তৎকালে আমি আত্মমদে প্রমত্ত হইয়া, ভুবনমোহিনীর বেশাবলম্বন পূর্ব্বক, ক্রীড়া কৌতুকও দর্শন করিবার জন্য আত্মকটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা ঐ তাপসবর ঋষির মন আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। ঋষিও তখন আমার সৌন্দর্য্যতায়, এবং নয়নকটাক্ষে, বিমুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন।

এই রূপে ঋষি, তপশ্চরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গুরু কাত্যায়নের নিকট আগমন পূর্ব্বক, আত্মদুঃখ আবেদন করিলেন। মহর্ষি কাত্যায়ন শিষ্যের তাদৃশ দুঃখাবস্থা দর্শন, ও মহিষের কপটমায়া বিদিত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে, অভিসম্পাৎ করিলেন। তপঃপরায়ণ কাত্যায়ন কহিলেন, রে পাপাত্মন্! মহর্ষি যেহেতু আমার প্রিয়শিষ্য, তোমাকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া তপশ্চরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অতএব ওরে দুষ্ট! শোন তুই যে কামিনী রূপে, আমার প্রাণতুল্য শিষ্যকে এই মহৎ কঠোর তপোনুষ্ঠান হইতে ভঙ্গ করিয়াছিস, তজ্জন্য ত্রিলোক মুগ্ধ কোন কামিনী হইতে তুই নিহত হইবি। পুরাকালে মহামুনি কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, অতএব হে জননি! ঋষির অভিসম্পাৎরূপ কাল আমার অতি নিকট হইয়াছে। মাতঃ! বিশ্বজননি! আমি এই শরীরে দেবেন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া, এই বিশাল বিশ্বসংসার নিষ্কণ্টকে পরিভোগ করিয়াছি, এ বিষয়ে আর আমার কিঞ্চিন্মাত্রও শোক নাই, কিন্তু হে মাতঃ! শরণাগতপ্রতিপালিকে! তোমার চরণে আমার যে একটী বাঞ্ছনীয় বিষয় আছে, সেই হেতু একান্ত প্রপন্ন যে আমি আমার তদবাসনা পূর্ণ কর। হে দেবি! দুর্গে! তোমাকে ভূয়োভূয়ো নমস্কার করি। দেবী দুর্গা কহিলেন, হে বৎস মহিষাসুর! তোমাকর্ত্তৃক যে বর প্রার্থনীয়, সেই বর তুমি এক্ষণে শ্রবণ কর, তোমার প্রার্থনীয় বর, আমি প্রদান করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয়

করিও না। ত্রিলোকবিজয়ী মহিষ কহিলেন, জননি! তোমার প্রসাদে আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের যজ্ঞীয়ভাগ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি; আর যে প্রকারে সমস্ত যজ্ঞেতেই আমি সর্ব্বতোভাবে পুজ্য হই, এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। বিশেষ যাবৎকাল পর্য্যন্ত দিবাকর সূর্য্যদেব প্রবর্ত্ত হন, তাবৎকাল হে জননি! তোমার চরণপদ্মের সেবা যেন ক্ষণকালের তরেও আমি ত্যাগ না করি। আর যদ্যপি মৎসম্বন্ধে বর একান্তই প্রদান করেন তবে, এতদ্রূপ বরদ্বয় প্রদান করুন। দেবী জগদম্বা কহিলেন, যজ্ঞভাগ সকল সুরগণোদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পিত আছে, অন্য কোন ভাগ উপস্থিত নাহি, অতএব তোমাকে অধুনা আর কি ভাগ প্রদান করিব। কিন্তু মৎ কর্ত্তৃক তুমি যুদ্ধে নিহত হইলে, মদীয় পাদপদ্ম সততই গ্রহণ করিও, কদাচ ত্যাগ হইবেক না এবিষয়ে অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই। এবং আমার পূজা যে যে স্থানে হইবে, সেই সেই স্থানে তোমার এই প্রচণ্ড কায়, পূজ্য ও চিন্ত্যনীয় হইবে। প্রসন্ন বদন সেই মহিষাসুর দেবী জগদম্বিকার এতদ্রূপ বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক বর প্রাপ্ত হওত প্রমোদিতচিত্তে বলিলেন। উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! দুর্গে! হে দেবি! আমি বিনম্র শিরে তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, হে দেবি! তোমার বিশ্বাত্মা রূপ, অশেষ মূর্ত্তি, অতএব পরমেশ্বরি। পূজাতে আমি তোমার কোন্ মূর্ত্তির সহিত সংসারে পূজ্য হইব, তাহা সম্যকরূপে বল, হে জননি!

আমি যদ্যপি তোমার কৃপা পাত্র হইয়া থাকি তবে অনুগ্রহ করিয়া বল। দেবী মহামায়া কহিলেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ মহিষাসুর! ইতঃপূর্ব্বে তোমাকর্ত্তৃক আমার যে যে নাম উক্ত হইয়াছে, সেই সেই মূর্ত্তিতে সংস্পৃষ্ট হওত, ভবসংসারে পূজ্যা হইব। আমার উগ্রচণ্ডা যে মূর্ত্তি হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যৎ যে যে মূর্ত্তি দ্বারা তোমাকে নিহত করিব, আমার সেই সেই মূর্ত্তি দুর্গা এই নামে সংকীর্ত্তিতা হইবে। অতএব এই এই মূর্ত্তিতে তুমি সদাকালিনই আমার পাদলগ্ন হও, তাহা হইলেই হে মহিষ! নৃলোক, কি দেবলোক, কিম্বা রাক্ষসলোক এবং অন্যান্য সমস্ত লোক মধ্যেই তুমি পূজ্য হইয়া, আদি সৃষ্টিতে পূর্ব্বকল্পে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতেও ভদ্রকালী মূর্ত্তি দ্বারা আমাকর্ত্তৃক তুমি হত হইবে, এবং তৃতীয়বার আমি দুর্গারূপে সানুগের সহিত তোমাকে নিধন করিব। কিন্তু সর্ব্ব পূর্ব্বকল্পে সেই সেই কায়ায়, মচ্চরণ তলদ্বয় তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই, পরন্তু বর প্রার্থনা করায়, এবং যজ্ঞীয়ভাগ ভোগের নিমিত্ত পশ্চাৎ মদীয় চরণতল ত্বৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া মহামায়া ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ সাতিশয় ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি, বীরবর মহিষাসুরের পরম প্রীতির জন্য প্রদর্শন করিলেন। ষোড়শভুজা ও জগদ্বিখ্যাতা যে ভদ্রকালী মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তিতেই, অপর দ্বিতীয় বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক, দক্ষিণ নিম্ন বাহু দ্বারা মহতী

গদা, বাম পাণিতে অক্ষয় পানপাত্র গ্রহণ করিয়া, পরমোজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন। প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী দুর্গাদেবী সুরাপূর্ণ একটী পাত্র আপন শিরোপরি ধারণ করিয়া মুণ্ডমালায়, কণ্ঠভাগ সুভূষিত করত অঞ্জনকেও ন্যাক্কারিত করিতেছেন। আরক্তিম নয়না, প্রচণ্ড কলেবরা সেই মহা মায়া অষ্টাদশ বাহুদ্বারা সংযুক্তা হইয়া ভয়ঙ্কর উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী এই মূর্ত্তিদ্বয় মহিষের সম্বন্ধে প্রদর্শন করিলে, লোকবিজয়ী মহিষাসুর তাদৃশ রূপ অবলোকন পূর্ব্বক, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে অমনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাইলেন। অনন্তর সিংহবাহিণী দুর্গাদেবী নিজ চরণে মহিষাসুরকে, আক্রমণ পূর্ব্বক বিশালশূলে হৃদিনির্ভিন্ন ও শাণিত অসি দ্বারা বিশিরস্ক করিয়া স্বয়ংই চরণতল গ্রহণ করিলেন। দেবী ভগবতী নিজ কোমলকরে উহার কেশচয় গ্রহণ করিলে, মহাবীর সেই মহিষাসুর রক্তাক্ত, মহাকায় পূর্ব্বতনু স্বয়ং দর্শন করত মহান্ ভয়ে ভীত হইয়া এককালীন শোক ও মোহে, আকুলিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর দানব মহিষ, আপন অন্তঃকরণ ক্ষণকাল সংস্তব্ধ করত দেবী দুর্গাকে প্রণতশিরে প্রণাম করিয়া সগদ্গদ বাক্যে এই বলিয়াছিলেন। জগদ্বিজেতা মহিষাসুর কহিলেন, দেবি! অখিলাত্মিকে! যদ্যপি আমার সম্বন্ধে তুমি একান্ত প্রসন্না হইয়া যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া থাক, মাতঃ! তবে আর যেন আমার কদাচ আসুরিক্ বুদ্ধি না হয়, এবং জগৎ পূজিত ত্রিদশগণের সহিত এতাদৃশ

অদ্ভুত বৈরভাব আচরণ না করি, আর যেন ভবযন্ত্রনা না হয়, হে দেবি! লোক পূজিতে! আমাকে এতাদৃশ বর প্রদান করুন। দেবী ভগবতী বলিলেন, তোমাকর্ত্তৃক আমি আরাধিতা হইয়া পরম প্রীতি সহকারে এই বর প্রদান করিতেছি, যে আমাকর্ত্তৃকই তুমি বধ্য, অন্য কার কর্ত্তৃক বধ্য নও, এবিষয়ে আর কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাহি। আর তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, যে, সমস্ত সুরগণের সহিত যেন কোন কালেই তোমার বিরোধ না হয়। হে বৎস মহিষ! তাহাই হইবে। হে দানব! তোমার শরীর যজ্ঞভাগ উপভোগ ও মচ্চরণতলসংস্পর্শ জন্য, কদাচই বিশীর্ণ হইবেক না। দেবী জগদম্বিকা মহিষাসুরকে এবম্প্রকার বর, প্রদান করিলে, তৎকর্ত্তৃক সংস্তুতা, ও পুনঃ পুনঃ প্রণতা হইয়া, তৎস্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন। মহিষাসুরও জগন্মোহিনী মহামায়ার মায়ায় সংমোহিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ স্থানে পূর্ব্ববৎ আসুরিক ভাব ধারণ করিলেন। ধীমান সগররাজ কহিলেন, মহামায়া ভগবতী কর্ত্তৃক এই বিশাল বিশ্বসংসারের মঙ্গলের কারণ অনেক অনেক দৈত্য নিহত হইয়াছিল, কিন্তু দেবী কাত্যায়নী কোন কালেই কোন দৈত্যকে নিজচরণতল ও বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন নাই।" সংপ্রতি কি কারণে এই দুর্জয় মহিষাসুরকে দেবীর পাদতল ও অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমার নিকট তদ্বৃত্তান্ত সকল সম্যকরূপে বর্ণন কর। তপঃপরায়ণ ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, সুরবৈরি রম্ভাসুর

কর্তৃক দেবদেব মহাদেব আরাধিত হইয়াছিলেন। রম্ভের সুচিরকঠোর তপশ্চরণে, শঙ্কর সুপ্রীত হওনানন্তর তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন ; হে রম্ভ! তোমার অত্যুগ্র তপশ্চরণে, আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, অতএব হে সুব্রত ! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। পশুপতি মহেশ্বর এবম্প্রকারে বর প্রদানে উদ্যত হইলে, রম্ভাসুর চন্দ্রচূড় ত্রিলোচনকে বলিলেন। হে শিব! হে প্রভো! আমি পুত্র বিহীন, তবে, আমার তপোনুষ্ঠানে, যদ্যপি তুমি সুপ্রীতি হইয়া থাক, তবে আমার জন্মত্রয়ে হে বিভো! তুমি স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মদীয় মানস পূর্ণ কর। এবং এই সংসারত্রয়ের সমস্ত প্রাণী হইতেই যেন সেই সন্তান অবধ্য হয়, আর ত্রিদশ বাসী অমরগণ দিগকেও জয় করিতে সক্ষম হইতে পারে, এবং চিরায়ু, যশস্বী, লক্ষ্মীযুক্ত ও সত্যবাদী হইয়া চরমে যেন তোমার চরণতল আশ্রয় করিতে পারে। দানবশ্রেষ্ঠ রম্ভাসুর ভগবান মহাদেবের নিকট এবম্প্রকার বর প্রার্থনা করিলে, বৃষধ্বজ মহেশ্বর কহিলেন, হে দানবশ্রেষ্ঠ! তোমার এই মনোভিলাষ সুসিদ্ধ হইবে, এবং আমি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার অভীষ্ট সংপূর্ণ করিব। বৃষাসন মহেশ্বর এই কথা বলিয়া তত্রস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন, প্রফুল্ল লোচন সেই রম্ভাসুরও হর্ষান্তঃকরণে স্বস্থানে গমন করিলেন। আচানক পথিমধ্যে রম্ভাসুর গমন করিতেকরিতে সুলোচনা, নবযৌবনা, বিচিত্রবর্ণা, পরমাসুন্দরী এবং ঋতুশালিনী এক

মহিষীকে সন্দর্শন করিলেন। তপোব্রত রম্ভাসুর তৎকালীন সেই প্রমোদোত্তমা, জগন্মোহিনীকে অবলোকন করিয়া এককালীন কন্দর্পবাণে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎকাল বিলম্বে আপন বিশাল বাহু দ্বারা ঋতুমতি মহিষীকে গ্রহণ করিয়া সুরত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মহারাজ সগর! অতঃপর শ্রবণ কর, এবম্প্রকার উভয়ের পরস্পর কামকেলি সুসম্পন্ন হইলে, তৎকালীনই নবীন যৌবনা সেই মহিষী প্রচণ্ড রম্ভাসুরের বিশাল তেজো দ্বারা গর্ভধারণ করিলেন। তৎকালে ভগবান মহাদেব স্বীয় অংশ দ্বারা পরমোৎকৃষ্টা সেই মহিষীর গর্ব্ভে মহিষাসুর রূপে তৎপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু সেই রাম্ভী মহিষাসুর দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, একদা মহামুনি কাত্যায়ন আপন প্রিয় শিষ্যের সাতিশয় দুঃখ নিরীক্ষণ করিয়া কপট সেই মহিষাসুরকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। অতঃপর চন্দ্রশেখর মহাদেব কাত্যায়ন মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত যে মহিষাসুর, তাহা বিদিত হইয়া পরম প্রীতি পূর্ব্বক প্রণয় বচণে ত্রিনয়না চণ্ডিকাকে কহিলেন। ত্রিনয়ন মহেশ্বর কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! তপঃপরায়ণ কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অদ্য মহিষাসুর অভিশপ্ত হইয়াছে, বিশেষ নারী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে, অতএব হে জগন্ময়ি! তুমি ভুবনমোহিনী কামিনীরূপ অবলম্বন করিয়া তদ্বধে সুচেষ্টিত হও। বিশেষতঃ ঋষি কাত্যায়নের বাক্য সর্ব্বোতো ভাবেই নিঃসংশয় জানিবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিও না। যোগযুক্ত যে

আমার মহিষকায় কি পূর্ব্বে কি পরে হে দেবি! হে দুর্গে! তোমাকর্ত্তৃক সততই তৎকায় বিনষ্ট হইবে, আর সম্প্রতি ভগবান হরি হরিরূপ (অর্থাৎ সিংহরূপ) অবলম্বন করিয়া তোমাকে বহন করিতে সক্ষম হন না, এইজন্য হে অখিলাম্বিকে! আমার মহিষশরীর তোমার বহন কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। পূর্ব্বতনকালে ভগবান শঙ্কর দেবী পরমেশ্বরীর নিকট সদা কালীনই এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আর সতীনাথ শিব তিন জন্মেতেই অসুরবর রম্ভের পুত্র হইয়াছিলেন। এবং রম্ভাসুরও তাদৃশ দুস্কর দারুণ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। সুব্রত রম্ভাসুরের অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় ভগবান আশুতোষ পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রার্থে বরপ্রদান করিয়াছিলেন। তপোনিষ্ঠ দানব রম্ভাসুরের কামকেলির নিমিত্তে প্রথমতই মহিষীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য সেই মহিষীতে দানব শ্রেষ্ঠ মহাবীর মহিষাসুর সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এবং মুনিবর কাত্যায়ন সেই দুর্জ্জয় মহিষাসুরকে দারুণ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব তিন জন্মে এতাদৃশ ঘটনা হইলে, পর জন্মে অসুরশ্রেষ্ঠ সেই মহিষ সাতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক দেবী ভদ্রকালীর বিবিধোপচারে পূজা ও স্তব করত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৃতীয় জন্মে সেই ভীষণ মহিষাসুর জগদম্বিকা দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া অশেষ বর সংপ্রাপ্ত হন, হে দেবি! জগৎপূজিতে! এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে যেন আর আমার জন্মসাধন না করিতে হয়, এই বর বাঞ্ছা করিয়াছিল। সেই হেতু রান্তি মহিষাসুর বেবী কাত্যায়নীর

পাদতলে সংপ্রতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নৃপোত্তম সগর! কল্প কল্পান্তেও সেই মহিষাসুরের পুনর্ব্বার সংসারে উৎপত্তি হইবেক না। শিবাংশ সম্ভব মহাবীর মহিষ এবম্প্রকারে দেবী মহামায়ার প্রসন্নতায় নিরন্তর পরম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যেরূপে দানবরাজ মহিষাসুর দুর্গাদেবীর চরণতল প্রাপ্ত হইয়া আজ পর্য্যন্তও মহান্ আনন্দলাভ করিতেছে, এতৎসমস্ত হে মহারাজ সগর! তোমার নিকট কথিত হইল। হে রাজন্! এক্ষণে আমার নিকট তুমি যাহা প্রশ্ন করিবা, মৎপ্রজ্ঞা অনুসারে তাহা আমি পরে বর্ণন করিব। মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে তাপসবৃন্দ! মহাত্মা ঔর্ব্বের সহিত সূর্য্য কুলোজ্জ্বল সগরের দেবী, মহিষ সম্বন্ধে যেরূপে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎ সকলই তোমাদের নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম। মহামুনি ঔর্ব্ব পুনর্ব্বার ভূপতি সগরোদ্দেশে গোপনীয় হইতেও যে মহা গোপনীয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছলেন, হে মুনিগণ। তাহাই তোমারা সংপ্রতি আমার নিকট অবহিত হও।

কালিকাপুরাণে মহিষাসুরোৎপত্তি নামক
ষষ্টিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টি তমোহধ্যায় আরম্ভ।

মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব কহিলেন, ভগবান মহাদেব মহামতি বেতাল ও ভৈরবোদ্দেশে যেরূপে যাহা কহিয়াছিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ সগর! তাহা তুমি শ্রবণ কর। ভগবান মহেশ্বর কহিলেন, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা যে মূর্ত্তি হইয়াছিলেন, সেই মহাভয়ঙ্কর উগ্রচণ্ডা পূর্ব্বতনকালে আশ্বিনমাসের অসিত পক্ষীয় নবমী তিথিতে কোটিযোগিনীর সহিত আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। প্রজাপতি মহাত্মা দক্ষ, ত্রিদশবাসী দেবগণ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে মহান আনন্দ পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক নামক এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে মহাত্মা দক্ষ আমাকে বরণ করেন নাই এবং মদীয়পত্নী ভগবতী সতীকে কপালীর ভার্য্যা বলিয়া নিষ্ঠুর পৌরুষ বচনে, কতইবা তিরস্কার করিয়াছিলেন, আর তিনিও দক্ষ কর্ত্তৃক বরণায়া হন নাই। তজ্জন্য দাক্ষায়ণী সতী সাতিশয় রোষপরায়ণা হইয়া তৎকালীনই আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে ভৈরব! অতঃপর শিবমোহিনী সতী আত্মদেহ পরিত্যাগ করত তৎ কালীনই মহাভয়ঙ্কর চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

এদিকে মহারাজ দক্ষ দ্বাদশবার্ষিক নামক যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, মহামায়া যোগনিদ্রা আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ নবমীতে কোটি যোগিনীগণের সহিত প্রচণ্ড উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দক্ষরাজের সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই মহা-

দেবী উগ্রচণ্ডা শৈবগণ সকল ও প্রমথপতিশঙ্করের সহিত পরিবৃতা হইয়া স্বয়ংই মহাত্মা দক্ষের দ্বাদশ বার্ষিক নামক যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবী উগ্রচণ্ডিকার তাদৃশ মহাভয়ঙ্কর ক্রোধ কিঞ্চিৎ উপসম হইলে, ত্রিদশবাসী দেবগণ সকল একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবিধানানুসারে সেই অদ্বিতীয়া উগ্রচণ্ডার পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাদি তাবৎ দেবগণ পূর্ব্বোদিত বিধি বিধান দ্বারা দেবী উগ্রচণ্ডিকার পূজা সমাপন করিয়া দুঃখসহকারেও পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং অন্য যে কোন নর কি গন্ধর্ব্ব কিম্বা রক্ষ অর্থাৎ যে কোন প্রাণী এতদ্বিধানে মহামায়া উগ্রচণ্ডার পূজা করে, তা হইলে তিনি অতুল বিভূতি ও চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারিবেন।

হে বৎস ভৈরব! এইরূপে অমরবাসী ত্রিদশগণ দেবী-মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব যে জন মোহ বশত কিম্বা আলস্য বশত, অথবা দম্ভ বশত বা দোষপ্রযুক্ত যদি দুর্গামহোৎসবে দুর্গাদেবীর পূজানুষ্ঠান না করে, হে ভৈরব! তাঁহার সম্বন্ধে তিনি মহাক্রুদ্ধা হইয়া ইষ্টাভিলাষ নিরাশ করিয়া থাকেন, এবং পরকালেও দেবী মহামায়ার সম্বন্ধে বলিরূপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

আর সাধক, কন্যাগত সিত পক্ষের অষ্টমী তিথিতে, রুধির, মাংস ও মহামাংস, সুগন্ধিদ্রব্য সমূহ, বহু জাতীয়-বলি, সিন্দুর, পট্টবাস, নানাবিধ বিলেপন, অনেক জাতীয়

পুষ্প এবং বহু প্রকার ফল; এতদ্দ্বারা মঙ্গলদায়িনী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিবে। সেই মহাষ্টমীতে তাবৎ প্রাণীই বিধানানুযায়ী উপবাস করিবে, কিন্তু পুত্রবান মানব ও পুত্রবতী নারী কদাচই নিরবচ্ছিন্ন উপবাস করিবেক না। এই রূপে ব্রতী, যে কোন রূপে পবিত্রাত্মা হইয়া মহাষ্টমী তিথিতে দেবী জগদম্বিকার অর্চ্চনা করিয়া, পর দিবস মহানবমীতে বহুবিধ বলিদ্বারা তঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে। শ্রবণাযুক্ত দশমীতে সাবরোৎসব (অর্থাৎ চণ্ডালোক্ত বাক্য দ্বারা) দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। দশমীতে দিবা ভাগে যদ্যপি শ্রবণার অন্তপাদ সম্প্রাপ্ত হয়, সেই কালীনই হে বৎস ভৈরব! যজমান সাবরোৎসব পূর্ব্বক বিশুদ্ধ রাগিনীযুক্ত কুমারিকাগণ, নবযৌবনা বারাঙ্গনা, বহুবিধ নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঢক্কা, পটহ, ভেরী তুরী, এই সকল বাদ্যের মহান্ কোলাহল; আর শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত ও নানা বিচিত্র রাগ রঞ্জিত ধ্বজা এবং বিবিধ পতাকা সকল, লাজাদি, সৌগন্ধি কুসুমরাশি, ধূলী, কর্দ্দম বিক্ষেপ, কৌতুক ক্রীড়া, এই সকল দ্বারা সমাবেষ্টিত হইয়া ভগলিঙ্গাভিধান পূর্ব্বক ভগলিঙ্গপ্রগীত দ্বারা নবীন বয়স্ক জনগণ একত্রিত হইয়া কৌতুকান্তঃকরণে দেবী ভগবতীর নিরঞ্জন করিবে। যিনি তৎকালে শত্রুগণের সহিত বিসম্বাদ না করেন, আর চিরবৈরি কর্ত্তৃক যিনি আক্ষিপ্ত না হয়েন, তাঁহার সম্বন্ধে দেবী ভগবতী সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দারুণ অভিসম্পাত,

প্রদান করেন। যে কালীন নিশাভাগে শ্রবণানক্ষত্রের আদ্য পাদ লাভ হয়, তৎকালে নবমীতে দিবাভাগে মহামায়া কাত্যায়নীর সমুত্থান করিবেক না। আর যেকালে নিশাভাগে শ্রবণার অন্তপাদ সংপ্রাপ্ত হয়, তখন নবমীতিথিতেই দিবাভাগে দেবী জগদম্বার সমুত্থান করিবে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! এবম্প্রকার যাজক বিধি বিধানুজায়ী অম্ভরাশিতে দেবী ভগবতীকে সংস্থাপন করিয়া আপন বিভূতির নিমিত্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। দেবি! চামুণ্ডে! তুমি অষ্ট শক্তির সহিত মৎপ্রদত্ত ও আনন্দজনক পূজা পরিগ্রহ পূর্ব্বক আমার সম্বন্ধে পরম কল্যাণদান করিয়া " হে মাতঃ! এক্ষণে তুমি গমন কর। দেবি! চণ্ডিকে! তোমার স্বকীয় যে পরমোৎকৃষ্ট স্থান, তৎস্থানে এখন প্রস্থান কর, আর মৎপ্রদত্ত পূজায়, হে দেবি! তুমি পরম প্রীতি হওত আমার সম্বন্ধে সেই পূজা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ কর। দেবি! দুর্গে! এই নির্ম্মল শ্রোতজলে তুমি গমন কর, আর আমার মহাবিভূতির নিমিত্তে একাংশে মদ্গৃহে অবস্থিতি কর, নির্ম্মল অম্ভরাশিতে পত্রিকা নিমর্জ্জন করত বিধিমৎ প্রকার পূজা করিয়া পুত্র, আয়ু, ধন, ইহাদের বৃদ্ধির কারণ হে দেবি! মৎকর্ত্তৃক এই জলে স্থাপিতা হও। যজমান এই মন্ত্র দ্বারা দেবী ভগবতীকে জলমধ্যে সংস্থাপন করিবে। লোকসমূহের হিতের নিমিত্তে আর সংসারবাসী তাবৎ প্রাণীগণের মঙ্গলের জন্য দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা মহামায়ার মহোৎসবে

দেবী ভদ্রকালী ও উগ্রচণ্ডা এই উভয়েরই পূজা কর্ত্তব্য। আর সকল যোগিনীগণের পূজাতেই নেত্রবীজ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মূলমূর্ত্তিরও ঐ বীজে অর্চ্চনা বিধেয়। আর যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল বাঞ্ছা করেন, তিনি নেত্রবীজ দ্বারা দেবী উগ্রচণ্ডিকা এবং মহামায়া ভদ্রকালীর পূজা করিবেন।

অতঃপর হে ভৈরব! শ্রবণ কর, যৎকালে জগন্ময়ী মহামায়া বৈষ্ণবীর অর্চ্চনা করিবে, তখন তন্ত্রোক্ত শৈল পুত্র্যাদিনামক অষ্টযোগিনীর পূজা যাহা পূর্ব্বকল্পে কথিত হইয়াছে, এবং উগ্রচণ্ডাদি নামক যে অষ্ট যোগিনী তাঁহাদিগের পূজাও দুর্গাতন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সংপ্রতি ভদ্রকালীমন্ত্রে দেবী ভদ্রকালীর পূজানুষ্ঠান পূর্ব্বক, পরম বিভূতির নিমিত্তে ঐ মন্ত্রে এই অষ্টযোগিনীরও অর্চ্চনা হইবে, অতএব ভৈরব! উহা দিগের নাম অবহিত হও। জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা ক্ষমা, ধাত্রী, এই অষ্টযোগিনী, অষ্টদল পদ্মের এক এক দলে এক এক করিয়া পূজাকরিবে। আর যৎকালীন উগ্রচণ্ডিকার মন্ত্রে দেবী উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে, তৎকালীনও অন্য নামক অষ্টযোগিনীর ঐ মন্ত্রেই পূজা করিবে, ভৈরব! তাহাদিগের নামও শ্রবণকর। কৌষিকী, শিবদূতী, হৈমাবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা, সপ্তমী এবং মহোদরী এই অষ্ট যোগিনীর বিশেষ রূপে পূজা করিবে। অতঃপর সুব্রত বেতাল ও ভৈরব! সৌম্য মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী

উমাদেবীর একাক্ষর, কিম্বা ত্র্যক্ষর মন্ত্রে এই ধ্যানে উহার পূজা করিবে। সুবর্ণ সদৃশ শরীরকান্তি মৃণাল সদৃশ ভুজদ্বয় এবং বাম পাণিদ্বারা নবীন নীরদ প্রভ অরবিন্দ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণকরে শ্বেত চামর ধারণ করিয়া ভগবান মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গে আপন দক্ষিণহস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক, অবস্থিতি করিতেছেন। ভক্তিমান পুরুষ এই রূপ পরিচিন্তা করিবে, কিন্তু ভূতভাবন মহেশ্বর ব্যতীতও ভগবতী রুদ্রাণীর একমাত্র চিন্তাকরিলে ভক্তগণের প্রতিও তিনি পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। সেই সুবর্ণ কলেবরা দ্বিভুজা পদ্ম ও চামর ধারিণী মনোজ্ঞ মূর্ত্তি উমাদেবী ব্যাঘ্র চর্ম্মে অষ্টদল পদ্মে সংস্থিতা হওত তদুপরি পদ্মাসনে সদাকালীনই আসিনা হইয়া থাকেন। ভৈরব! এই উমাদেবীর পূজা স্থলেও এই অষ্ট নায়িকার পূজা পৃথক পৃথক রূপে বিশেষ অনুষ্ঠান করিবে। ভৈরব! তাহাদিগের নাম প্রত্যেক প্রত্যেক রূপে অবহিত হও। জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী সাবিত্রী, স্বাহা, স্বধা অষ্টপ্রকার এই এই নায়িকাগণ ত্রিলোকমুগ্ধা উমাদেবীর পূজায়, সর্ব্ব প্রকারেই অবশ্য পূজনীয়া।

অতঃপর বৎস বেতাল ও ভৈরব! শ্রবণকর, পূর্ব্বতন কালে মহাকায় ও সাতিসয় বলবান দানব শ্রেষ্ঠ শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন। সেই দুর্মদ মদমত্ত বারণের ন্যায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ অন্ধক নামক অসুর হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কাল ক্রমে আমা কর্ত্তৃক মহাসুর

অন্ধক নিহত হইলে, মহাপরাক্রমশালী ও দুর্দ্দান্ত সেই অন্ধকতনয় শুম্ভ নিশুম্ভ মন্ত্রিবর্গ ও শৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া পাতাল তল আশ্রয় করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ তীব্রতর তপশ্চরণ দ্বারা কমলাসন-ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছিলেন। হংসাসন-ব্রহ্মা সুব্রত শুম্ভ এবং নিশুম্ভের তপোনুষ্ঠানে পরম প্রীতি লাভ করিয়া উহাদিগকে তৎ কালে অভীষ্ট পূর্ণ বর দান করিলেন। দানব শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃ দ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ ব্রহ্মবরে সুদীপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ভুজবল দ্বারা ত্রিজগৎ সম্প্রাপ্ত হওত অসুরবর শুম্ভ অমরনগরীর ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন, এবং কনিষ্ঠ নিশুম্ভও তৎকালীন্ সুধাকর চন্দ্রের পদে নিযুক্ত হইয়া চন্দ্রত্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; এবং অন্ধকসুত শুম্ভ ও নিশুম্ভ ত্রিদশবাসী শক্রাদি দেববৃন্দের যজ্ঞীয় ভাগ এককালীন বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া স্বয়ং দিকপালত্ব লাভ করিলেন। অতঃপর অমরনাথ চন্দ্রাদি দেববৃন্দে মিলিত হইয়া গঙ্গাবতার হিমাচলের নিকট গমন পূর্ব্বক, দেবী মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবী মহামায়া তাবৎ সুরগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সংস্তুতা হইয়া মাতঙ্গের বনিতারন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সুরগণ! সংপ্রতি তোমরা কোন্ কামিনীর স্তব করিতেছ? আর কি নিমিত্তেই বা তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমে আগত হইয়াছ? মাতঙ্গী কর্ত্তৃক এবপ্রকার উক্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ মাতঙ্গীর কলেবর

হইতে পরমোৎকৃষ্টা এক দেবী সমুদ্ভূতা হইয়া কহিলেন, দেবগণ আমাকেই স্তব করিতেছেন। দানব রাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই ভ্রাতৃদ্বয় নিজ বাহুবলে ইন্দ্রাদি দেবগণের স্ব স্ব পদ গ্রহণ করিয়াছে, সেই হেতু উহাদিগের বধের নিমিত্তে সকল সুরগণ কর্ত্তৃক আমি পুনঃ পুনঃ সংস্তুতা হইতেছি। দেবী মাতঙ্গীর কায় কোষ হইতে তৎক্ষণাৎ অঞ্জন বিনিন্দিতা পরমোৎকৃষ্টা কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী সমুৎপন্না হইল, কিন্তু তিনি তৎকালে কালিকা নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া তৎ কালেই হিমাচল আশ্রয় করিলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে উগ্রতারা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহার কারণ সেই দেবী অম্বিকা মহা উগ্রতর ভয় হইতে আপন ভক্তগণকে সদাকালীনই রক্ষা করিয়া থাকেন, তজ্জন্যই তিনি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উগ্রতারা নামে পরিকীর্ত্তিতা। এই দেবী উগ্রতারার বীজ ও মন্ত্র প্রথমতই পূজাকল্পে কথিত হইয়াছে। এবং এই দেবীর শিরোভাগে বিশাল জটা আছে সেই হেতু একজটানামে এই সংসারে সুবিখ্যাতা এই দেবী উগ্রতারার যে রূপে চিন্তা করিতে হয়, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর, আর যে ভক্ত এই মহাদেবীর একান্ত মানসে চিন্তা-করে, সে অনায়াসে আপন অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। এই দেবী চতুর্ভুজা এবং নবীন জলদের ন্যায় শরীর প্রভা মুণ্ডমালায় আপন কণ্ঠভাগ সুচারু রূপে ভূষিতা। দক্ষিণ পাণি দ্বারা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও নূতন জলধররুচির ন্যায় ইন্দীবর

আপন করে ধারণ করত দিগ্বিদিক এককালীন আলোকিত করিতেছেন। এবং বাম করে সুশাণিত কর্ত্রী (কাটারী) খর্পর (কপালপাত্র) ক্রমান্বয়ে ধারণ করিয়া পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, আর উত্তমাঙ্গ স্থিত সুতীব্র জটা দ্বারা গগণমণ্ডল সংলেহন পূর্ব্বক তাদৃশ জটায় স্বয়ং শোভিতা হইতেছেন। পরম রমনীয় মুণ্ডমালায় আপন শিরোভাগ সুশোভিত করিয়া, গ্রীবাদেশও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সুদীর্ঘ নাগহার বক্ষস্থল বিরাজ করিতেছে, এবং নয়নত্রয় পলাস প্রসূনের ন্যায় আরক্তিম। আপন কটিদেশে কৃষ্ণবসন পরিধান পূর্ব্বক, ব্যাঘ্রাজিনে শরীর আচ্ছাদন করিয়া বাম পাদ শবরূপী হর হৃদয়ে সংস্থান করত দক্ষিণ চরণ বিশাল সিংহপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া দেবী উগ্রতারা স্বয়ং আরক্তিম লোলরসনা দ্বারা মধু পান করিতেছেন। আর তিনি অট্ট অট্ট হাস্য পূর্ব্বক মহাভয়ানক রবে, এককালীন সংসার আকুলিত করিয়াছিলেন। ভক্তিমান পুরুষ আত্মসুখ ইচ্ছা করিতে যদ্যপি বাঞ্ছা করেন, তবে সতত উগ্রতারার এইরূপ পরিচিন্তা করিবে। এই দেবীউগ্রতারার পূজায়, অষ্টযোগিনী যেরূপে সংস্তুতা হইবে, তাঁহাদিগের নাম প্রত্যেক প্রত্যেক উল্লিখিত হইতেছে শ্রবণ কর। মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রী এবং ভৈরবী এই যে অষ্টযোগিনীর নাম প্রোক্ত হইল, ইহারা বিশেষরূপে উগ্রতারার পূজায় সমর্চ্চিতা হইবে।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, দেবীকালিকার কায়কোষ হইতে যিনি নিসৃতা হইয়াছিলেন, তিনি কৌষিকীনামে জগতি মধ্যে বিখ্যাতা হওত সুন্দররূপে সমস্ত প্রাণির মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেবীর হৃদয় হইতে বিনিসৃতা যে চণ্ডিকা তাঁহার সদৃশী সুচারুমূর্ত্তি স্বর্গে বা রসাতলে কিম্বা ভূভাগে কুত্রাপিও বিদ্যমানা নাহি। এবং তাঁহার মনোজ্ঞ শরীরকান্তিতে সংসারত্রয় এককালীন জ্যোতির্ম্ময় হইতেছে। মুনি মনোবিহারিণী এই দেবী কৌষিকী সেই মূল প্রকৃতি যোগনিদ্রা মহামায়ার প্রাণ স্বরূপা। এই বরবর্ণিনী কৌষিকীর নেত্রবীজ মানবাদির সম্বন্ধে সর্ব্বার্থ সাধন যে কৌষিকীমন্ত্র, তন্মন্ত্রে উহার অর্চ্চনা করিবে। এইদেবী কৌষিকীর জগদাহ্লাদকর রূপ ও মাধুর্য্য আমি বলিতেছি হে ভৈরব! তুমি একমনা হইয়া শ্রবণ কর। এই দেবী কৌষিকীর কেশরাশি অতিশয় পরিপাটি এবং ঐ সংযতকচের অন্তভাগে অলকা ও তিলকের ঊর্দ্ধদেশে সুমনোহর চন্দ্রকলা ধারণ করত পরম শোভায় সুশোভিতা। নানাবিধ মণি ও কাঞ্চন বিনির্ম্মিত মনোহর কুণ্ডল কর্ণযুগলে প্রদান পূর্ব্বক এবং উজ্জ্বল মুকুট শিরোভাগে ধারণ করিয়া জ্যোতির্দ্বারা দিগ্বিদিক আলোকিত করিতেছেন। আর সুবর্ণ, মণি, মাণিক্য, নাগহার এতদ্বারা বিরাজিতা হওত সদাকালীন সুগন্ধ অথচ অম্লান কুসুম সমূহে সুরম্য মালা বিনির্ম্মাণ করিয়া আপন গ্রীবাভাগে ধারণ করিতেছেন। এবং রত্নরাজী বিরচিত মনোহর

কেয়ূর, মৃণাল সদৃশ সুকোমল বাহু সমূহে ধারণ পুর্ব্বক মনোজ্ঞ পীন ও উন্নত পয়োধরে এককালীন জগৎ বিমুগ্ধ করিতেছেন। বরাঙ্গনা কৌষিকীর মধ্যভাগ কেশরীর কটী অপেক্ষাও ক্ষীণ আর পীতবসন আপন নিতম্বে সংবেষ্টন পূর্ব্বক কটীর ত্রিবলীদ্বারা সাতিশয় শোভা পাইতেছেন।

বরাননা কৌষিকী আপন দক্ষিণ পাণি দ্বারা তীক্ষ্ণ শূল, বিশাল বজ্র, প্রখর বাণ, শাণিত অসি এবং অমোঘা শক্তি গ্রহণ করিয়া বিরাজমানা আছেন। এবং দেবী অম্বিকা বামহস্তে মহতীগদা, শব্দায়মান ঘণ্টা, বৃহৎ চাপ, বিস্তারিত চর্ম্ম, দিব্য শঙ্খ প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত হওত প্রচণ্ড সিংহোপরি সমবস্থান করিতেছেন। ত্রিলোকমুগ্ধা কৌষিকীর অপরিমিত শরীর সৌন্দর্য্যতায় কি সুর কি অসুর কিম্বা নর ইহাদিগের মন অপহরণ করিতে লাগিলেন। বৎস ভৈরব! এই দেবীর পূজা সম্বন্ধে যে অষ্ট যোগিনীর পূজা কথিত হইয়াছে, সেই পূজিত যোগিনীগণ নৃগণের সম্বন্ধে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ ও অভিলাষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল সর্ব্বদা প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী এবং শিবদূতী এই মহাভাগা কামদায়িনী অষ্টযোগিনী ইহারাও সেই ভুবনমোহিনী কৌষিকীর অর্চ্চনায়, সমর্চ্চিতা হইবে।

অতঃপর বৎস বেতালও ভৈরব! দেবী জগদম্বিকার ললাট হইতে বিনিষ্ক্রান্তা কালীনামে সমাখ্যাতা যে দেবী তাঁহার কামপ্রদ যে মন্ত্র তন্মন্ত্র বলিতেছি, তোমরা একান্তঃ

করণে শ্রবণ কর। সাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে এই চতুর্ভুজা, বিকট বদনা, কালীর অর্চ্চনা করিবে। সংপ্রতি ভীষণ আননা দেবী কালিকার রূপ বর্ণন করিতেছি, বৎস ভৈরব! একাগ্র-মানসে অবহিত হও। দেবীর শরীরপ্রভা নীলোৎপল দল সদৃশ এবং বাহুচতুষ্টয়ে সমন্বিতা। আর দেবী দক্ষিণ করে ভীষণ খট্টাঙ্গ (চিতিকাকাষ্ঠ) এবং সুশাণিত খড়্গ গ্রহণ পুর্ব্বক বাম পাণিতে সুবিস্তীর্ণ চর্ম্ম ও কপাল পাত্র ধারণ করত পুনঃ পুনঃ মুণ্ডমালা আপন গ্রীবাদেশে ধারণ করিতেছেন। দেবী কালী উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক দীর্ঘদংষ্ট্র ও ক্ষীণাঙ্গদ্বারা সাতিশয় ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকত্রয় কম্পিত করিতেছেন, তৎকালীন তাঁহার লোলজিহ্বা ও রক্তবর্ণ নয়নত্রয় এবং কঠোর নিনাদ দ্বারা জগতিতলস্থ সমস্ত প্রাণাসমুহকে সন্ত্রস্ত করিতেছেন। এবং তিনি কবন্ধ বাহনে আসিনা হইয়া রণভুমিতে বিরাজ পাইতেছেন। হে প্রাণাধিক ভৈরব! ঐ দেবীই তারা নামে অথবা চামুণ্ডা নামে এই সংসারে সুবিখ্যাতা। ঐ ভীষণ বদনা চামুণ্ডার পূজায়, এই অষ্টযোনীরও পূজা করিবে। এক্ষণে ইহাদিগের নাম অবহিত হও। ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হন্ত্রী, বিধাত্রীকা, করালা, শূলিনী, এই অষ্টযোগিনীর পূজানুষ্ঠান করিলে, বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিবে।

হে বৎস ভৈরব! এই দেবী কালিকা ভক্তগণের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদা জড়তা বিনাশ করেন,

এই হেতু দেবীর সমান অভীষ্টপ্রদা আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, ভগবান হরি বরাননা কৌষিকীর চরণপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে বিনিঃসৃতা যে দেবী, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে তিনি শিবদূতী নামে সমাখ্যাতা হওত, শত শত শিবাগণে সুসংবৃতা হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের একমাত্র ফল যে কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্র, হে সাধক! তন্মন্ত্রে এই দেবী শিবদূতীর অর্চ্চনা করিবে। সাধক এই মন্ত্র শ্রবণ করিলে অনায়াসে সুদুর্ল্লভ হর মন্দিরে গমন করিতে পারেন। আর যে নর ভক্তিপূর্ব্বক শিবাত্মিকা মহাদেবী শিবদূতীর আরাধনা করেন, তিনি অবিলম্বে আত্ম বাসনা সম্পূর্ণ করিয়া এই বিশাল বিশ্বসংসারে জয় লাভ করিয়া থাকেন। জয়প্রদা শিবদূতীর মন্ত্রমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর উঁহার রূপ কহিতেছি, বৎস ভৈবর! একমনে শ্রবণ কর। এই মহাদেবী শিবদূতীর শরীর সাতিশয় প্রচণ্ড এবং সিন্দুর প্রভার স্থায় শরীর কান্তি ও মৃণাল সদৃশ ভুজ চতুষ্টয়। এবং কুন্দফুল বিনিন্দি দশনপংক্তি, মস্তক বিশাল জটাজূটে পরিশোভিত। কপালে সংসারানন্দকর অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। বক্ষস্থলে মুক্তামালা সন্দোলন করিতেছে, নাগহারে হৃৎপদ্ম সুশোভিত। বিশুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয় কর্ণমূলে ধারণ করত সংসার সুদীপ্ত করিতেছেন। মঙ্গলদায়িনী

শিবদূতীর চরণোৎপন্ন নখের উজ্জ্বল কান্তিতে সুধাকরের প্রভা ও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতেছে। সংসার-বিমুগ্ধা দেবী শিবদূতী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক আপন দক্ষিণ করে তীক্ষ্ন শূল ও উজ্জ্বল চক্র এবং বাম পাণিতে মনোরম্য নাগপাশ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যতায় সাতিশয় শোভা পাইতেছেন। আর উঁহার আনন অতি-শয় স্থূল, অত্যুন্নত কুচদ্বয় অথচ পীন, কলেবর, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। শিবাত্মিকা শিবদূতী দক্ষিণ পাদপদ্ম নিক্ষেপ পূর্ব্বক কনকোপরি সমবস্থান করত অপর বামপদ শৃগালাস্যে সংরক্ষণ করিয়া শতশত শিবাবৃন্দে নিরন্তর সংযুক্তা থাকেন। যে ভক্তিমান সাধক দেবী শিবদূতীর ঈদৃশ রূপ আপন মনোমন্দিরে সুচিন্তা করিবে, সে অতুল সম্পত্তি ও পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে। আর যে নর স্বচ্ছন্দ অন্তঃ-করণে দেবী শিবদূতিকার পূজা সমনুষ্ঠান করে, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনী শিবদূতী সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।

যে সাধক শিবাগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তি পূর্ব্বক মঙ্গলপ্রদা দেবী শিবদূতীকে প্রণাম করেন, হে বৎস ভৈরব! তিনি ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফল আপন করে-তেই সংস্থিতি করিয়া থাকেন। যে কালীন এই জগতের হিতের নিমিত্তে মহামায়া মহাদেবী অম্বিকা দুর্দ্দান্ত রক্তবীজ বিনাশ করেন, তৎকালীন আপন আস্য ও কায়া হইতে এই দেবী শিবদূতীকে সমুৎপন্ন করিয়া

ছিলেন, পরে মহাদেবী জগদম্বিকা, অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট উঁহাকে দূতত্ব কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি সকল অমরগণ কর্ত্তৃক শিবদূতী নামে পরিকীর্ত্তিতা হইলেন। ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, দেবমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগাবাহা এবং সুভাগা এই দশটী যোগিনী মহাদেবী শিবদূতীর পূজায়, পূজিতা হইবে। আর জগন্মঙ্গলদায়িনী শিবদূতী যে কোন স্থানে গমন করত আপন ভূষণ স্বরূপ এই দশটী যোগিনী স্বয়ংই অন্যেষণ করিয়া থাকেন। এই দশটী যোগিনী দেবী শিবদূতীর পরম প্রিয়সখীর ন্যায় এই হেতু ইহারা সততই পরম পূজনীয়া হইয়া থাকেন। দেবী চণ্ডিকার পূজায়, তাঁহার অষ্টনায়িকা যাদৃশ সুপূজিতা, ইহাঁরাও তাদৃশ প্রকার অর্চ্চনীয়া। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যে অঙ্গ মন্ত্রের কথা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি তোমাদের স্থানে সংকীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণ কামাখ্যার মাহাত্ম ও মন্ত্রকল্প বলিতেছি, প্রাণাধিক ভৈরব একমনে শ্রবণ কর ॥

কালিকা পুরাণে উত্তরতন্ত্রে ভদ্রকাল্যাদির পূজা বিধিঃ
এক ষষ্টি তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোধ্যায়ারম্ভ।

ভগবান মহাদেব কহিতেছেন, আমার সহিত ভুবনমোহিনী ভগবতী কামকেলি করিবার মানসে মহাগিরি নীল শৈলে আগমন করিয়াছিলেন. সেই হেতু দেবী জগদম্বিকা কামাখ্যা নামে এই জগন্মণ্ডলে সুবিখ্যাতা। আর কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী এবং কামাঙ্গনাশিনী এই সকল নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন, তাহার কারণ কামের অঙ্গ বিনাশ করিয়াছিলেন, এই বলিয়া কামাখ্যা নামে আর এই সকল নামেও সংসারত্রয়ে সমাখ্যাতা হইয়াছেন। মহাভাগ ভৈরব! এই দেবী কামাখ্যার মাহাত্ম বিশেষ রূপে শ্রবণ কর, যে সেই মহামায়া আদ্যাশক্তি আপন প্রকৃতিরূপে এই বিশাল বিশ্বসংসার পুনঃপুনঃ নিয়োগ করিতেছেন। আর যেকালীন মধু ও কৈটভের বিনাশের নিমিত্ত মহামায়া কর্ত্তৃক ভগবান বিষ্ণু বিমোহিত হইয়া উঁহাদিগের সহিত ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে প্রবৃর্ত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালীন এই দেবী কামদা বারম্বার হরিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আর কিরূপে মহাপ্রবল মধু ও কৈটভ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই সম্প্রতি শ্রবণ কর। দৈনন্দিন প্রলয় কালে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহার শ্রবণ মূল হইতে সুবীর্য্যবান মধু ও কৈটভ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই বিশাল পৃথিবী জল রাশির দ্বারা এক কালীন বিলীনা হইয়া কূর্ম্ম পৃষ্ঠে

সংস্থিতা হইলে, মূলপ্রকৃতি যোগনিদ্রা, বিশীর্ণা সেই পৃথ্বীকে বারম্বার অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহামায়া পরমেশ্বরী সেই শীর্ণা পৃথিবিকে দৃঢ়তরা করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে যে এই টলটলায়মানা ধরণী সুদৃঢ়া হইবে। সংপ্রতি জলরাশি দ্বারা এই ধরিত্রী আজ্যের ন্যায় কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সৃষ্টিকালে জনসমূহের বহন করিতে, কি রূপে শক্তা হইবেন। সৃষ্টি রূপিনী জগন্মাতা ভগবতী এই বিশাল বিশ্বসংসার পুনর্ব্বার সৃষ্টির নিমিত্ত আপন নির্ম্মল অন্তঃকরণে এই রূপ চিন্তা করিয়া তৎকালীন সুনিদ্রিত গরুড়াসন বিষ্ণুর অন্তিকে গমন করিলেন। দেবী মহামায়া, নাগশয্যায় সুসুপ্ত জগৎপতি গরুড়ধ্বজকে সংপ্রাপ্ত হইয়া আপন বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে নিবেশ করিয়াছিলেন। কর্ণরন্ধ্রে অঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দেবী নখরাগ্রে দ্বারা কর্ণমল সমুদ্ধার করত তৎক্ষণাৎ সেই শ্রবণমল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর সেই কর্ণমলচূর্ণ হইতে মধু নামক অসুর সমুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবী মহামায়া আপন দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ, সুনিদ্রিত সেই বিষ্ণুর দক্ষিণ কর্ণে নিবেশ পূর্ব্বক কর্ণমল তাদৃশ রূপ সমুদ্ধার করত স্বকীয় করশাখায়, সম্যকরূপে পেষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সাতিশয় বলবান কৈটভ নামক এক মহাসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। এ দিকে অগ্রজাত সেই অসুর সমুৎপন্ন

হইয়া পানার্থ মধুমৃগিত বান (অর্থাৎ অন্যাসন) করিয়াছিলেন, সেই হেতু মহাদেবী তৎকালীন তাঁহার মধু এই নাম সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং দেবী ভগবতী পরক্ষণে সমুৎপন্ন যে অসুর আপন করে কীটবৎ দীপ্তি পাইতেছিল, এই দেখিয়া উহার তৎকালে কৈটভ এই নাম রাখিলেন। অতঃপর আদ্যাশক্তি জগদম্বা সেই মহাবীর্য্যশালী মধু এবং কৈটভকে সংপ্রতি কহিলেন, হে অসুরশ্রেষ্ঠ মধু ও কৈটভ! তোমরা কংশারি হরির সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হয়। মধু ও কৈটভ! তোমরা রণস্থলে যে কালীন আপন ইচ্ছানুযায়ী ভগবান বিষ্ণুর নিকট মৃত্যু বর প্রার্থনা করিবা, সেই কালীনই তোমাদিগকে ভগবান বিষ্ণু বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন, অন্যথা হইলে, তৎ কর্ত্তৃক তোমরা কখনই নষ্ট হইবা না এইরূপ দেবী কর্ত্তৃক কথিত হইলে, অনন্তর মহাবীর মধু ও কৈটভ মহামায়া যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া অনন্তশর্য্যায় সুশায়িত বিষ্ণুগাত্রে মুহু র্মুহু ভ্রমণ করত, তৎকালীন তাঁহার নাভিকমলে বিধানকর্ত্তা বিধাতাকে দর্শন করিলেন। এদিকে বীর্য্যবান মধু ও কৈটভ, কমলাসন ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন! যদি জীবন রক্ষা করিতে একান্ত বাঞ্ছা হয়, তবে সংপ্রতি তুমি ভগবান বৈকুণ্ঠকে নিদ্রা হইতে সমুত্থান করাও, নচেৎ অদ্যই তোমাকে কৃতান্ত ভবনে গমন করিতে হইবে। অনন্তর জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা জগজ্জননী মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিবেন, এতন্মানসে প্রণতভাবে উঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী যোগনিদ্রা,

ব্রহ্মার সুদীর্ঘস্তবে পরম পরিতুষ্টা হওত তৎকালে সুপ্রসন্না হইয়া অবিলম্বে লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে ব্রহ্মন! কি নিমিত্তে আমার এত স্তব করিতেছ, আর তোমার কোন কার্য্যই বা আমি সম্পন্ন করিব, হে মহাভাগ! তুমি তাহাই অবিলম্বে আমার সম্বন্ধে প্রকাশ কর, এক্ষণে তোমার সেই কার্য্যই আমি সম্পন্ন করিব। অনন্তর ত্রিলোককর্ত্তা ব্রহ্মা বলিলেন, মাতঃ! হে যোগনিদ্রে! সংপ্রতি অনন্তশায়ী জগন্নাত, আপন ঐশ্বরী মায়া দ্বারা এই দুর্দ্ধর্ষ মধু ও কৈটভকে বিশিষ্ট প্রকারে মোহ জন্মাইয়া দেও, নচেৎ এই দুষ্ট মধু ও কৈটভ কর্ত্তৃক আমি বিনষ্ট হই। জগদাত্মা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, যোগনিদ্রা জগদম্বা তৎ কালীন ভগবান বৈকুণ্ঠকে প্রবোধ জন্মাইয়াছিলেন, এবং আপন মোহিনী শক্তি মায়ায়, অসুররাজ মধু ও কৈটভকে মোহিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভগবান বিষ্ণু মহামায়া কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া আপন অন্তিকে ভীতান্তঃকরণ কমলাসন ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। মহাসুর মধু ও কৈটভ আরক্তিম নয়নে ভয়শালী ব্রহ্মাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতেছে, এই দেখিয়া ভগবান জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে সহস্রানন অনন্ত; মহাবল সম্পন্ন মধু এবং কৈটভের ভীষণ রণোন্মত্ততা সহ্য করিতে না পারিয়া এককালীন অধীর হইয়া পড়িলেন। হে বৎস ভৈরব! ধরাধর অনন্ত, মহারণে সাতিশয় রণোন্মত্ত মহা-

বীর ভগবান বৈকুণ্ঠ এবং মধু, ও কৈটভ ইহাদিগের ঘোরতর তুমুল সংগ্রামস্থ রণভূমির ভার মস্তকে বহন করিতে না পারিয়া তৎকালীন অক্ষম হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর লোককর্ত্তা ব্রহ্মা অর্দ্ধ যোজন বিস্তীর্ণ এবং সার্দ্ধ যোজন আয়তন এক শিলা শক্তি উহাদিগের সংস্থিতির কারণ নির্ম্মাণ করিলেন। নৃপসত্তম! ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্ম নির্ম্মিত সেই শিলায়, অপরিমিত বলশালী মধু ও কৈটভের সহিত তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলে, সেই শিলা শক্তি তৎকালে জলান্তরে প্রবেশ করিল। সেই মহতী শিলাশক্তি গভীরজলে নিমগ্না হইলেও চক্রধারী হরি তাঁহাদিগের সহিত পঞ্চোত্তর বিংশতিবর্ষসহস্র নিরন্তর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎপতি বিষ্ণু তাদৃশ বিশাল বাহুযুদ্ধ করিয়াও কোন অংশে বীরাগ্রগণ্য মধু ও কৈটভকে জয় করিতে সক্ষম হইলেন না। এদিকে বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা,গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর তাদৃশযুদ্ধেও বীর্য্যবান মধু ও কৈটভ, কিছুতেই যদি পরাজিত না হইল, এই দেখিয়া, এককালীন ভীতান্তঃকরণে যেন চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অনন্তর বলদর্পিত মধু ও কৈটভ পরমেশ্বরী বিশ্বমাতা কর্ত্তৃক বারম্বার বিমোহিত হইয়া জগন্নিবাস বিষ্ণুকে কহিলেন। বলবান মধু ও কৈটভ কহিল, আমরা দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইয়াও,হে মাধব! তোমার সুনিপুন বাহুযুদ্ধে পরম তুষ্ট হইয়াছি, অতএব হে বীর্য্যশালীন! সংপ্রতি তুমি আমাদিগের নিকট বাঞ্ছনীয় বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণো!

তোমার ইষ্ট বর আমরা অবিলম্বেই প্রদান করিব সত্যই কহিতেছি। গরুড়ধ্বজ নারায়ণ, মহাসুর মধু ও কৈটভের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে মহাবীর্য্যবন্তৌ! তোমরা আমার বধ্য হও। হে মহাবলপরাক্রমৌ ! তোমরা আমার নিযুদ্ধে একান্ত যদ্যপি পরিতুষ্ট হইয়া থাক, তবে মৎসম্বন্ধে এই বর প্রদান কর। তখন মধু ও কৈটভাসুর বলিলেন, হে অরিন্দম! তোমা হইতে আমাদিগের বধ যোগ্য এবং শোভনীয়, কিন্তু সংপ্রতি যে স্থান জল দ্বারা প্লাবিত না হইয়াছে, সেই স্থানে আমাদিগকে বিনাশ কর। জগৎপতি মাধব, ভীমপরাক্রম মধু ও কৈটভের এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে কমলাসন ব্রহ্মা এবং বৃষাসন যে আমি আমাদিগকে তৎকালীন এই কথা বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! শূল পাণে ! সম্প্রতি সেই জলনিমগ্না ব্রহ্মশক্তি শিলা সমুদ্ধার করিয়া যথা বিধিমতে ধারণ কর। আমি সেই শিলাশক্তিতে মহান্ বল পূর্ব্বক সংস্থিত হইয়া মহাবলশালী ও দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভাসুরকে নিধন করিব।

অতঃপর ব্রহ্মা এবং আমি সেই জল নিমগ্না শিলা সমুদ্ধার করণে মহানুভব ব্রহ্মা উহার পূর্ব্বভাগ এবং আমি স্বয়ং পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়া, মধ্য ভাগ ধারণ করিলে, ঊর্দ্ধে কিঞ্চিৎ সমুত্তোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি শিলা রসাতলে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত হইলে, তখন কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু পর্ব্বত রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঐ শিলার ঈশান ভাগ ধারণ করিলেন। সহস্রানন অনন্ত বায়ব্য দিক্ ধারাণ করিলেন,

মহামায়া পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ শৈলরূপিণী হইয়া শিলাশক্তির নৈর্ঋত ভাগ স্বয়ং ধারণ করিলেন। এবং ভগবান বিষ্ণু অন্য রূপান্তরে সংস্থিত হইয়া স্বয়ংই ব্রহ্মশক্তির আগ্নেয় ভাগ গ্রহণ করিলেন।

হে বৎস ভৈরব! এই রূপে ব্রহ্মা এবং আমি ও বরাহ-রূপী অনন্ত ক্রমান্বয়ে ঐ শিলাশক্তি ধারণ করিয়াছিলাম। এদিকে জগৎপতি বিষ্ণু অধোগতা সেই শিলাপৃষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক তদুপরি সংস্থিত হইয়া আপন বাম জঘনে পরম যত্ন পূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভের শিরোভাগ সংস্থাপন করিয়া সমস্ত বলের সহিত আক্রমণ করত তীক্ষ্ণচক্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। চক্রপাণী নারায়ণ পৃথিবী ব্যতিরেকেও অধোগতা সেই ব্রহ্ম শক্তি শিলা দেবগণ দ্বারা বারম্বার ধারণ করাইয়া বীরাগ্রগণ্য মধু ও কৈটভকে নিপাত করত সেই মৃতশরীরে, জলমগ্না ব্রহ্ম-শক্তিশিলা নিজ বাহুবলে সমুদ্ধার করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ভগবান বিষ্ণু এই রূপে পৃথ্বী উদ্ধার করিলে, তোয়-রাশি দ্বারা আক্লিষ্টা সেই পৃথিবীকে তাহাদিগের মেদ (ও শোণিত) দ্বারা পরিলেপন করিয়া অতিশয় দৃঢ় তরা করিয়াছিলেন। মহাভাগ ভৈরব! যে হেতু মেদ দ্বারা এই পৃথিবী বিলেপন হইয়াছিল. সেই হেতু এই ধরিত্রী মেদিনী নামে পরি কীর্ত্তিতা হইলেন, আজ পর্য্যন্ত দেবতা, মনুষ্য এবং রাক্ষস ইহাদিগকর্ত্তৃক পৃথিবী সেই নামেই পরিকীর্ত্তিতা হইয়া তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে।

অতঃপর মহাভাগ বেতাল ও ভৈরব! শ্রবণ কর, এই রূপে সমস্ত প্রাণিগণের সৃষ্টি হইলে, বহুকাল পরে আমি ভার্য্যার্থে দক্ষ তনয়া (সতীকে) গ্রহণ করিয়াছিলাম। দক্ষ নন্দিনী (সতী) আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ছিলেন, সতী, পিতা দক্ষের সমর (অর্থাৎ আচার) শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! যে হেতু তুমি আমার অনিষ্টকারী (অর্থাৎ শিব-দ্বেশী) সেই হেতু তোমা হইতে সমুৎপন্ন এই প্রাণ এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করি।

অনন্তর ভূতভাবন মহেশ্বর কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ ঐ যজ্ঞে সমস্ত সচরাচর প্রাণিগণকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে আর মৎপ্রাণাধিকা সতীকে যজ্ঞীয় সংবাদ প্রদান না করায়, (এবং দক্ষ হইতে আমার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আকর্ণন করিয়া) পিতা দক্ষকে অনিষ্টকারী জ্ঞান করিয়া পতিপরায়ণা সতী আপন দুর্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি প্রাণাধিকা সতীর বিরহে এককালীন বিমুগ্ধ হইয়া সেই মৃত দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলে, সেই শরীর হইতে পীঠ-স্থান সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ভৈরব! যে যে স্থানে ভগবতী সতীর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ পতিত হইয়া ছিল, যোগনিদ্রা জগদম্বিকার প্রভাবে সেই সেই স্থান পুণ্যতম হইয়াছিল। সেই কুব্জিকা পীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয়, সেই হেতু দেবী মহামায়া সেই পীঠ স্থানে এককালীন বিলীনা হইলেন। পর্ব্বত রূপধারী যে আমি আমাতে যোগ

নিদ্রা, এই রূপে বিলী না হইলে, সেই শৈল পর্ব্বত তৎকালী নই নীলবর্ণ হইল। সেই নীলবর্ণ পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ এবং পাতালতল পর্য্যন্ত উহার মূল সংপ্রবিষ্ট, আর ভগবান বিষ্ণুর সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা আক্রমণ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মশক্তি শিলা ধরিবার নিমিত্ত শৈলরূপী হইয়াছিলেন, এবং শৈলরূপী ব্রহ্মা আমাকে ধারণ করিলে, ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপ এবং আমিও পর্ব্বত রূপধারণ করিলাম। অধোগতা শিলা ধারণে বারবার অক্ষম হইলে, পশ্চাৎ বরাহদেবও ধারণ করিলেন, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হওয়ায়, তৎকালে চক্রপাণী নারায়ণ স্বয়ং শৈলরূপী হইয়া, শৈলরূপী যে আমরা, আমাদিগকে ধারণ করিতে সচেষ্টিত হইলেন। জগৎপতি বিষ্ণু আমাদিগের সহিত রসাতলে নিবেশ করিয়া তৎকালে মহা পর্ব্বতরূপে দেবী পৃথিবীকে আক্রমণ পূর্ব্বক ভূভাগে পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিন ভাগে নিপতিত হইলেন, সেই দ্বিশত যোজন উচ্চ অধোগত গিরি ত্রয় তৎকালে দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক সমাক্রন্ত হইয়াছিল, সেই গিরিত্রয়ের ক্রোশমাত্র পরিমিত উচ্চ এতাদৃশ সেই পর্ব্বত ত্রয় নিখিল জগতের মঙ্গলস্বরূপ হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহারা আদ্যাশক্তি মহামায়াকে ধারণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, সেই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে শ্বেতবর্ণ (উজ্জ্বল মনোহর) যে ভাগ উহাকে ত্রিদশবাসী সুরগণেরা ব্রহ্মশৈল নামে পরি কল্পনা করিয়া থাকেন। এবং পর্ব্বতরূপ ধারী যে শৈলরূপী আমি

আমাকে নীল পর্ব্বত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই নীল গিরি পীঠ স্থানের মধ্যভাগে, ত্রিকোণ অথচ উতুখলের ন্যায় আকৃতি, ব্রহ্ম ও বরাহের মধ্যভাগে ঐ নীলশৈল চারু রূপে বিরাজ করিতেছে। দেবগণেরা বরাহ কর্ত্তৃক ধৃত যে শৈল ভাগ উহাকে বিচিত্র নামে পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। চিত্র পর্ব্বত সমস্ত পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন, এবং সকল শৈলাপেক্ষায় সাতিশয় দীর্ঘ।

ঈশান ভাগে কূর্ম্মরূপী যে শৈল, তিনি মহান্ সুপ্রভ এবং মণিকর্ণ নামে আখ্যাত ও নিরন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত। বায়ব্য দেশে যিনি, অনন্ত রূপে শৈল রূপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি মণিপর্ব্বত নামে সুবিখ্যাত এবং চক্রপাণী মাধবের অতিশয় প্রিয়। নৈঋত দিকে দেবী মহামায়া কর্ত্তৃক ধৃত যে শৈলভাগ, তিনি গন্ধমাদন নামে সমাখ্যাত এবং সর্ব্বদা ভূতভাবন শঙ্করের সাতিশয় প্রিয়। পুত্র বেতাল ও ভৈরব! বরাহ পৃষ্ঠের চরম ভাগে যে স্থানে চক্রপাণী নারায়ণ কর্ত্তৃক মহাসুর মধু ও কৈটভ ছিন্ন হইয়া ছিল, সেই স্থান পাণ্ডুনাথ নামে কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মশক্তি শিলার পূর্ব্ব ও মধ্য ভাগে যে পর্ব্বত ভাগ তিনি ভস্মাচল এই নামেই বিখ্যাত। দেবী ভগবতী এই রূপ পুণ্যতম কুব্জিকা নামক পীঠস্থান নীলকূট পর্ব্বতে আমার সহিত নির্জ্জনে সংস্থিতা আছেন। সেই নীলাচলে দক্ষতনয়া সতীর যোনিমণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইলে, শিলাত্ব প্রাপ্ত হয়, দেবী কামখ্যা সেই

শিলাতে সদাকালীনই সংস্থিতি আছেন। যে মনুষ্য সেই শিলা সংস্পর্শ করে, সে অনায়াসে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। অমরত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে অবস্থান করিয়াই পরম মোক্ষপদ সম্প্রাপ্ত হয়। কামেশ্বরী যোগমায়া যে শিলাভাগে অবস্থিতা আছেন, সেই শিলার অদ্ভুত মাহাত্ম্য হে পুত্র! শ্রবণ কর। যে শিলার গুহ্যভাগে জীব অত্যদ্ভুত মোহপ্রাপ্ত হন, এবং ঐ স্থানে গতমাত্রে (অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেইস্থানে দেবী যোগমায়া সমস্ত প্রাণিগণের মোহনার্থ এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত নিত্যই পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। আমিও পঞ্চমুখে ঐ পাঁচভাগে যথাক্রমে সংস্থিতি করিয়া থাকি। কামেশ্বরীর পূর্ব্বভাগে ঈশান, ঈশানভাগে তৎপুরুষ, সন্নিহিতে অঘোর, বায়ুদিকে সদ্যোজাত, সন্ধিস্থানে বামদেব, হে নরশ্রেষ্ঠ ভৈরব! অতঃপর দেবী কামেশ্বরীর গুহ্যতম যে পঞ্চরূপ দেবগণ কর্ত্তৃকও প্রার্থিত তাহাই বলিতেছি। শ্রবণ কর। কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, শিবা, সারদা এই এই শক্তিসকল আনন্দ দান করিয়া থাকেন, এবং কামরূপে সদাকালীনই সমবস্থান করিতেছেন। যোনিমণ্ডল সেই শিলাভাগে আমি সিদ্ধত্ব সংপ্রাপ্ত হইলে, শৈলরূপী তাবদ্দেবগণ শিলাত্বলাভ করিয়াছিলেন। যেরূপ আমি নিজরূপে কামদায়িনী কামেশ্বরীর সহিত সুখকর রমণ ক্রীড়ায় আশক্ত থাকি, সেইরূপ শিলারূপে আছন্ন দেবতা সকল প্রত্যেক শৈলে অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপে দেবতাগণ শিলাপ্রস্তে কখন বা শিলারূপে কখন বা নিজরূপে নানা সুখকর ক্রীড়ায়, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কমলাসন ব্রহ্মা; চক্রপাণী বিষ্ণু, বৃষাসন আমি এবং শক্রাদি অমরগণ ও অন্যান্য উপদেবতা সমূহ ইহারা আমার প্রতি কূল হইয়া এই শিলাপ্রস্তে সদাকালীনই কামরূপিণী কামাখ্যাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। আর নীল পর্ব্বত ত্রিকোণ এবং মধ্যভাগ নিম্ন আর সর্ব্বদা মঙ্গল কর, এবং উহার মধ্যভাগে ত্রিংশৎ শক্তি সমন্বিত একসুচারু-মণ্ডল আছে, সেই মণ্ডলে কন্দর্প নির্ম্মিতা মনোভবা এক গুহা অর্থাৎ শিলারূপ মনোহর যোনি সমবস্থিতা আছে। ঐ যোনি বিতস্তি মাত্র বিস্তীর্ণ, একাধিক বিংশতি অঙ্গুলি আয়তন এবং এক শূক্ষ্মশৈলের অনুগামিনী হইয়া আছেন, তাঁহার সিন্দুর ও কুঙ্কুমের ন্যায় আরক্তিম প্রভা এবং সর্ব্বতোভাবে প্রাণি দিগের মঙ্গল দান করেন। মহাভাগ ভৈরব! তাদৃশ যোনিমণ্ডলে পঞ্চরূপা ত্রিলোক মুগ্ধা সেই কামিনী অহরহ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মূলপ্রকৃতি মহামায়া ঐ যোনিমণ্ডলে অষ্টযোগিনীর সহিত প্রমোদিতা হইয়া নিত্যই ক্রীড়ায় আশক্তা হইয়া থাকেন পূর্ব্বোক্ত শৈলপুত্রী সকল মূল প্রকৃতি যোগনিদ্রার সহিত ঐ মণ্ডল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। হে ভৈরব! সেই শক্তি দেগের পীঠনাম সকল শ্রবণ কর, গুপ্তকামা, শ্রীকামা, . বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদদুর্গা, অপরা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা, ভুবনেশ্বরী,। দেবী মহা-

মায়ার স্বীয় যোগিনীগণ এই এই পীঠনামে সমাখ্যাতা, জলরূপী তীর্থ সকল এক স্থানে যে নামে সংস্থিত আছেন, তাহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পুণ্যদা নদী তীরে ভগবান বিষ্ণু কম্বলনামে সুবিখ্যাত। কামুকা নামক নদীর সন্নিহিতে বটুকি, কামাখ্যার অন্তিকে স্বর্ণপদ্ম সংস্থিতা। লক্ষ্মী ও সরস্বতী, দেবী কামাখ্যার অন্তিকে সর্ব্বদা সংস্থিতি করেন, তন্মধ্যে কমলপাণী লক্ষ্মী ললিতা নামে এবং বীণা-যন্ত্রধারিণী সরস্বতী মাতঙ্গী নামে বিখ্যাতা। গণাধ্যক্ষ, সেই শৈলের পূর্ব্বভাগে সংস্থিত থাকিয়া সিন্ধুনামে বিখ্যাত হন এবং ঐ সিন্ধু দেবী কামাখ্যার অতিশয় প্রিয়। ঐ সিন্ধু দেবীর দ্বারদেশে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কল্পবৃক্ষ, কল্পবল্লী, তিন্তিড়ী এবং অপরাজিতা এইরূপ ধারণ করিয়া সেই শৈলপ্রদেশে সমবস্থান করিতে লাগিলেন। বরাহ পাণ্ডুনাথ যেস্থানে ভগবান বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানেই সংস্থান করিতে লাগিলেন। চক্রপাণী বিষ্ণু আপন শাণিত চক্রে বীর্য্যবান্ মধু ও কৈটভের শীর যে স্থানে নিকৃন্তন করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিহিতে কমলাসন ব্রহ্মা পুরাকালে এক ব্রহ্মকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঈশানাখ্য শিব যে আমার নাম, আমি. সিদ্ধেশ্বর নামে ঐব্রহ্ম বিনির্ম্মিত শিলাকুণ্ডে অবস্থান করিতেছি। হে ভৈরব! সেই সিদ্ধকুণ্ডের সন্নিহিত গয়াক্ষেত্র ও বারানসী। সিদ্ধকুণ্ড যোনিমণ্ডলের ন্যায় সুপ্রভ হওয়ায় অমৃতে অভিষেক হইয়াছিল। সুধাপূর্ণ ওমনোরম্য তাদৃশ কুণ্ডে আমার প্রীতির

নিমিত্ত সহস্রলোচন ইন্দ্র, সুরগণের সহিত বামদেব নামক শিব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধদেশে কামকুণ্ড, ঐ কামকুণ্ডে কামেশ্বর নামক শিব সংস্থাপিত আছেন। মহাপুণ্য সেই কামকুণ্ডের সন্নিহিতে যে কেদারক্ষেত্র, ঐ ক্ষেত্র মুনিগণের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন। কামকুণ্ড ও কেদার ক্ষেত্রের সন্নিহিতে সেই শৈলপুত্রী গুপ্তকামা অবস্থিতি করেন। গুপ্তকুণ্ডমধ্যস্থা দেবী, কামেশের অন্তিকে আগতা হইয়া কামেশ্বরশিলায়, আশক্তা হওত সদাকালীন কামাদির লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বভাগ দ্বারা আশক্ত এবং পরভাগে তাদৃশ যোনিমণ্ডল কামরূপ ও কামাখ্যার মধ্যে কালরাত্রি অবস্থিতি করিতেছেন। পীঠস্থানে দীর্ঘেশ্বরী, সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা, কামাখ্যার প্রান্তরে কুষ্মাণ্ডী নামক যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন। দেবী কোটীশ্বরী ঐ পীঠে সংস্থিতি করেন, আর অঘোর নামক ভৈরব, পীঠের দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন। পীঠস্থানের মধ্যভাগে ভৈরব স্বয়ং সংস্থান করিতেছেন। এই কথা পরমার্থদর্শী ঋষিরা গান করিয়া থাকেন। চামুণ্ডা এবং ভৈরবী সেই ভৈরবের সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ভক্তের অভীষ্ট দায়িনী চণ্ড, মুণ্ড বিনাশিনী কামাখ্যাও ভৈরবের মধ্যস্থানে সুরদমী নামে শংসারবাসী প্রাণিগণের হিতের তরে এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত সংস্থান করিতেছেন। সদ্যোজাত যে আমার শীর্ষ তিনি ঐ পীঠস্থানে আম্রাতকেশ্বর নামে বিখ্যাত হওত শ্রীভবাখ্য নামক

গহ্বরে সংস্থিতি করিতেছেন এবং দেবতা ও ঋষি কর্ত্তৃক সেবেত। যোনিরূপিণী দুর্গা নামক নায়িকা ঐ আম্রাতকে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু দেবলোকে সিদ্ধকামেশ্বরী রূপে নিত্যই সমাখ্যাতা থাকেন। ঐ পীঠে অজীর্ণপত্র, মনোগ্য ছায়া, ফলে ফুলে সমাকীর্ণ যে আম্রাতক নামক কল্পবৃক্ষ আছে, সে কল্পলতায় সর্ব্বদা সমন্বিত। ঐ পীঠস্থানে পতিতপাবণী ভীষ্মজননী গঙ্গাদেবী স্বয়ং সিদ্ধগঙ্গা নামে সংস্থিতি করিতেছেন। আম্রাতকের নিকট আমার প্রীতি বৃদ্ধির নিমিত্ত পুষ্কর নামক যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রের ঈশানভাগে তৎপুরুষাখ্য যে আমার শীর, তিনি, ভুবনেশ্বর নামে সুবিশ্রুত।

ভৈরব! ভুবনেশ্বরের অন্তিকে ভুবনানন্দ সংজ্ঞক গহ্বর আছে। ঐ গহ্বরের নিকট সুরপূজিতা সুরভি শিলা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পীঠস্থানে কামধেনু নামে বিখ্যাত হওত লোকত্রয়ের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে পুত্র বেতাল! অতঃপর শ্রবণ কর, মধ্যখণ্ড প্রচণ্ড যে আমার সরভমূর্ত্তি তিনি কোটি লিঙ্গাখ্য হওত মহাভৈরব নামে সংসারে বিখ্যাত হইয়া থাকেন। আমার এই পঞ্চমূর্ত্তি সেই পঞ্চভাগে সমুত্থিত হওত পশ্চাৎ আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া মহাভৈরব নামে অধ্বরে (অর্থাৎ যজ্ঞে) অবস্থিতি করি। সিদ্ধিরূপিণী মহাগৌরী যে দেবী তিনি ব্রহ্মপর্ব্বতে শিলারূপে ঊর্দ্ধ্বস্থিতা হইয়া অবস্থিতি করিছেন। তিনি অতিশয় রূপবতী

এবং ভুবনেশ্বরী নামে সুবিখ্যাতা। কমলযোনি ব্রহ্মা যে পর্ব্বতে আশক্ত আছেন, পর্ব্বত রূপধারী আমি ঐ পর্ব্বতেই সংস্থিত আছি। কম্পবল্লী (লতা) যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, সে অপরাজিতা নামে সুবিখ্যাতা এবং কামধেনুর অদূরস্থা থাকিয়া ঐ পীঠের পূর্ব্ব ভাগে মহেশ্বরী নামে আখ্যাতা আছেন। যোনিরূপা কামাখ্যা ঐ পীঠের আগ্নেয়ভাগে সংস্থিতা থাকিয়া ভক্তগণের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। চণ্ডঘণ্টা নামক যোগিনী সেই পীঠে বিন্ধ্যবাসিনী নামে সমাখ্যাতা। স্কন্দমাতা নামক যে যোগিনী, তিনি ঐ পীঠস্থানে বনবাসিনী নামে কথিতা হন। দেবী কাত্যায়নী নীল শৈলের নৈঋর্তাংশে পাদদুর্গা পীঠনামে কথিত হইয়া থাকেন। ঐ শৈলের প্রান্ত সীমায় ঐ পাদদুর্গা শিবা, নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। আমার অঙ্গ স্বরূপ যে নন্দী, তিনি পাশান রূপ ধারণ করিয়া হনুমানপীঠ নাম ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর মহর্ষি ঔর্ব্ব কহিলেন, অমিততেজ ভগবান শম্ভুর বচন আকর্ণন করিয়া সমুৎসাহিত হওত পুনশ্চ তাঁহাকে, মহামতি বেতাল ও ভৈরব জিজ্ঞাসা করিলেন। বেতাল ও ভৈরব বলিলেন, হে ভগবন! আপনার মুখ পদ্ম হইতে বিনিসৃত যে পীঠমালার ক্রম তাহা শ্রবণ করিলাম, অতঃপর হে পিতঃ! দেবী কামাখ্যার পূজা ক্রম, পঞ্চমূর্ত্তির নাম সকল, আর ঐ মূর্ত্তিসকলের রূপ এবং মন্ত্রসকল

শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে পরমাত্মন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সম্বন্ধে আপনি কীর্ত্তন করুন।

বৃষাসন মহেশ্বর কহিলেন, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! মন্ত্র, তন্ত্র পৃথক রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এবং দেবী কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তির রূপ ও কল্প, বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, হে মহাভাগ ভৈরব! তাহাও অবহিত হও। কামীজন কামমধ্যে সদাকালীন সংস্থিত এমন যে কামদেব তাঁহাকে পুটিত করিয়া কামের সহিত কামনা করিয়া কাম মধ্যে নিয়োগ করিবে। জ্যেষ্ঠ ব্যঞ্জন বর্ণ ব্রহ্ম,অপর হলবর্ণ রূপে সমুচ্চারিত, প্রথমাবধি তৎ সমস্ত সংলগ্ন করিয়া সুধাময় জ্ঞান করিবে। প্রজাপতি ও ইন্দ্রবীজ সংযুক্ত করত পশ্চাৎ অর্দ্ধচন্দ্র বীজে নিয়োগ করিলে, ঐ বীজ দেবী কামাখ্যার সর্ব্বতোভাবে প্রিয়তর হইয়া থাকে। এই বীজ ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ ও কাম এই সমস্ত অভিলাষী জন সমূহের সম্বন্ধে ইষ্ট হইয়া থাকে। এই বীজ পরম রহস্য, কামাখ্যা ব্যতিরেকে অন্যস্থলে অতিশয় দুর্লভ। যে নরোত্তম গুরুবক্ত্র হইতে এই পরম মনোগম্য বীজ শ্রবণ করে, সে এই ভবসংসারে নিখিলকামনা পূর্ণ করিয়া, নিঃসংশয়ে শিবলোকে গমন পূর্ব্বক, মহীর ন্যায় তথায় আচরণ করিয়াথাকেন। এবং সকল কলুষরাশি অপহরণ পূর্ব্বক বেদ ও পুরাণ নিখিল শাস্ত্রের সারাংশ, ত্রিদশবাসী সুরগণের কণ্ঠমালার সদৃশ হইয়া এই কর্ম্মভূমি

ধরাধামে সংস্থিতি করেন। আর স্বীয় নীতি ও বিপুল যশ এতদ্দ্বারা সংসারে নির্ম্মল শ্রী প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক, বরং স্বচ্ছন্দ আনন্দ দান করিয়া থাকি। এবং সেই কালে কবলভয় হইতে নির্ভয় হইয়া থাকে, আর আপন প্রণয়, ও সুনীতি দ্বারা দেবতা এবং মর্ত্ত্যবাসী জীব সকলকে বসতাপন্ন করিতে পারেন। আর দৌর্ভাগ্য সুজীর্ণ হওত হে মহাভাগ ভৈরব! আমার নির্ম্মল পদ সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কামদেবীর ভক্তগণের নাম গগণ পর্য্যন্ত বিখ্যাত, আর তিনি ইহলোকে বহু ভৃত্য, অমাত্য কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া নিখিল নীতিমার্গের এক মাত্র ধাম স্বরূপ হইয়া থাকেন। সুরগণ কর্ত্তৃক আরাধ্য যে আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী তাঁহার পরম রূপ কৃতীশ (অর্থাৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিচিন্ত্যনীয় হইয়া থাকে। রবি, ও শশির ন্যায় সুপ্রভা এবং ঈষৎ কুঙ্কুমাক্ত পীতপ্রভার ন্যায় শরীরের প্রভা। মণি ও কাঞ্চন নির্ম্মিত অথচ বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণমূলে দোলায়মান এবং আকর্ণ পূর্ণ নেত্র ত্রয়।

আর তিনি ভুজলতা দ্বারা সাক্ষসূত্র ধারণ করিয়া, ভক্তের অভয় ও বর দান করিয়া থাকেন, এবং নবযুবতী বেশে সুশোভনীয়া। এতাদৃশী রূপশালিনী দেবী কামেশ্বরী, আপন ভক্তদিগের সম্বন্ধে বিপুল বৈভব প্রদান করেন। আর নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও তাঁহার সুচারু বদন এবং নীলবর্ণ

সিদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে। নরোত্তম সাধক পূর্ব্বদ্বারে বিঘ্নবিনাশক গণপতির পূজা করিবে। এবং পশ্চিমদ্বারে নন্দী ও হনুমানের পূজা করিবে। উত্তরদ্বারে মহাভাগ ভৃঙ্গির অর্চ্চনা করিবে। আর দক্ষিণদ্বারে মহানুভব মহাকালের অর্চ্চনা করিবেক। এই আমার যে দ্বারপাল সকল ইহাদিগকে, মহামায়া কামাখ্যার দ্বারে পূজা করিবে। বিধানানুযায়ী কামমুদ্রা দ্বারা পাত্রের সংকার করিয়া পশ্চাৎ তালত্রয় পূর্ব্বক, ভূতাপসারণ করিবেক। সাধক, বামহস্তে দক্ষিণপাণি দ্বারা অত্যুচ্চৈঃ শব্দ করত যজ্ঞবিঘ্নকারী সেই ভূতগণকে নিরাকরণ করিবে। এবং হুংফট্ এতন্মন্ত্রে বেতালদিগকে অপসারণ করিবে। সাধক সমস্তই উত্তরতন্ত্রোক্ত মন্ত্রবৎ অনুষ্ঠান করিবে। মহাদেবী কামাখ্যার পূজায়, এই উক্ত বিধি দ্বারা প্রাণায়াম আচরণ করিবে। পূজক, প্রথমতই দেবী মহামায়াকে পীঠোপরি সংস্থাপন করিয়া পশ্চাৎ মূলমন্ত্র দ্বারা মধু, ক্ষীর, দধি, গোমূত্র, গোময়, রত্নোদক, শর্করা, গুড়, রত্ন, কুশোদক, শ্বেতসর্ষপ, মুদ্গা, তিল, কর্পূর, যব, রক্তচন্দন, পুষ্প, দূর্ব্বা, রোচনা ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার স্নান করাইবেক। হে বৎস ভৈরব! অতঃপর সাধক, নববিধ দ্রব্যদ্বারা যোনিমণ্ডলাকৃতি শিলাভাগে অর্ঘ্য দান করিবে। তৎপরে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানজল, বসন, ভুষণ, চন্দন, পুষ্প, (রক্তচন্দন) (বিল্বপত্র) ধূপ, দীপ, নেত্রাঞ্জন (অর্থাৎ কজ্জল) (সিন্দুর)

নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, প্রদক্ষিণও প্রণাম ইত্যাদি ষোড়শোপচার পূজায়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর সাধক গায়ত্রী দ্বারা মহাদেবী কামাখ্যার আবাহন করিবেক। হে মহাভাগ বেতাল! মহামায়া কামাখ্যার বামভাগে সাতিশয় গুহ্য ভাবে ভৈরবীগণ অবস্থান করিতেছেন। হে দেবি! কামাখ্যে! তুমি এইস্থানে আগমন কর আমি তোমার সন্নিহিতে সামর্থানুযায়ী উপচারাদি কল্পনা করি। হে কামিনি! এই পূজাস্থানে তুমি সান্নিধ্যা হও। হে কামাখ্যে! হে দেবি! তোমাকে আমরা বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, হে কামেশ্বরি! তোমাকে আমরা চিন্তা করিতেছি, অতএব হে দেবি! হে কুব্জিকে! আমাদিগের প্রতি একবার সুপ্রসন্না হও, আমরা একান্ত তোমার শরণাগত। এই কামগায়ত্রী দ্বারা সেই মহাদেবী কামাখ্যার পূজা করিবে। বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে, অঙ্গন্যাস ও করান্যাসের যে স্বর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই স্বরের সহিত সবিন্দু অর্দ্ধচন্দ্র পরিকল্পনা করিবে। দ্যক্ষর ও মূলমন্ত্র, এককালীন সংযোজিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। পশ্চাৎ সাধক হৃদয়, শির, শিখা, বর্ম্ম, গণ্ড নেত্র, উদর, পৃষ্ঠ, বাহুদ্বয়, দ্বিপাণি, জঙ্ঘাদ্বয় এবং চরণদ্বয় এই সকল স্থানে ন্যাস করিবে।

হে মহাভাগ ভৈরব! অতঃপর দেবী কামাখ্যা হস্তস্থ অভয়, বরদ, অক্ষমালা, অক্ষসূত্র ইহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া, পশ্চাৎ মহাদেব, সূর্য্য, মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা, রক্তপদ্ম, শব,

লৌহিত্য, ব্রহ্মপুত্র, মনোভবাশিলা এবং শক্তি সমূহ ইহাদিগের পূজা করিবে। পরে দেবী কামাখ্যার পার্শস্থ করবাল পূজা করিবে। অতঃপর ধর্ম্মাত্মা সাধক ঐ পার্শভাগে পীঠ দেবতা সকলের অর্চ্চনা করিবে, এবং সুভপ্রদা কামেশ্বরীর পূজা করিবেক। আর মধ্যভাগে পরমেশ্বরী ত্রিপুরার অর্চ্চনা করিয়া ঐ পীঠমধ্যেই প্রত্যধিদেবতাদিগেরও পূজা করিবে। যে সাধক আনন্দদায়িনী সারদার পূজা ঐ পীঠের মধ্যস্থলে অনুষ্ঠান করে, সে অনায়াসে নির্ম্মলগতি লাভ করিতে পারে। হে বৎস ভৈরব! অতঃপর সাধক কামেশ্বরী কামাখ্যার বিসর্জ্জনে যোনিমুদ্রাখ্যা নির্ম্মাল্য ধারিণী মহাদেবী চণ্ডেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া ঐ নির্ম্মাল্য সকল তাহাতে সমর্পণ করিবে! সুব্রত বেতাল! মহাদেবী কামাখ্যার অর্চ্চনারও অঙ্গরাগের জন্য সিন্দুর ও কুঙ্কুমাদি যে যে দ্রব্য মৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইল, সেই সেই দ্রব্য বৈষ্ণবী পার্ব্বতীর পূজায়ও প্রয়োজনীয়। যে শ্রদ্ধাবান সাধক সর্ব্বতোভাবে পূজোপহার দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক মহামায়া কামাখ্যার পূজা করিবে, সে অবিলম্বে যোনিমণ্ডল কামকুণ্ডে পরম উৎকৃষ্টা গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অতঃপর পুত্র ভৈরব! শ্রবণ কর, ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতা, বারাহী, কৌষিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাম্ভবী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী,

চণ্ডিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহা, মোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবিকারিণী, দেবী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, কামদায়িনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা তারা, মহানিদ্রা, জয়া এবং বিজয়া এই এই নায়িকা সমূহ আর পূর্ব্বোক্ত পূজায়, শৈলপুত্র্যাদি করিয়া ক্রমাগত যে নায়িকা সকল কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত করিয়া চতুঃষষ্টি যোগিনী নায়িকা বিদিত হইবা। যে যাজক যোনিমণ্ডলের মধ্যে এই চতুঃষষ্টি যোগিনী নায়িকার পূজা করিবে, সে নিশ্চই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই ফলচতুষ্টয় লাভ করিতে পারিবে। অতঃপর সাধক বিবিধ নৈবেদ্য সুবাসিত পানীয়, (জল) পায়স ও পূপাদি পিষ্টক এবং মোদক দেবী কামাখ্যার উদ্দেশে প্রদান করিবে। যে নর সাতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক এই উক্ত বিধানক্রমে বরপ্রদায়িনী কামাখ্যার পূজা করে, তাহা হইলে সেই নরোত্তম আপন অভিলষিত প্রিয় বস্তু লাভ করিতে পারে।

সুশীল বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর অবহিত হও মহামায়াখ্যা মহোৎসাহা যে দেবী, বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে মহাপীঠ যোনি মণ্ডলে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার মণ্ডল ও অঙ্গন্যাস, পূজাপর্য্যায়, (অর্থাৎ পূজাক্রম) ধ্যান, পরম মোখ্য মন্ত্র, এবং দেবতা পূর্ব্বোক্তবৎ জানিবা অন্য অণু মাত্রও বিশেষ নাহি।

মহামায়া কামাখ্যার মহোৎসবে (পূজায়) মণ্ডলাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাহা মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবং মহোৎসাহার পূজায়, সেইরূপই জানিবা। সাধক মণ্ডলমধ্যে দেবী মহোৎসাহার স্থান অনুষ্ঠান করিলে, দেবী, সুপীঠে আসীনা হইয়া থাকেন; পশ্চাৎ মধু, আজ্য এবং আসব দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে।

হে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর মহাদেবী কামাখ্যার ত্রিপুরামূর্ত্তির পূজাপ্রকরণ বলিতেছি, তোমরা একান্ত মনে শ্রবণ কর। ত্রিপুরাসুন্দরীর মূল মন্ত্র পূর্ব্বেই উত্তর তন্ত্রে তোমাদিগের নিকট যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। সংপ্রতি বাগ্ভব সারস্বতবীজ (ঐং) কামবীজ (ক্লীং) এবং অমর বীজ এই বীজত্রয়, সকল ধর্ম্মাদিসাধনের একমাত্র মূলীভূত। এই তিনটী বীজমন্ত্র যেহেতু দেবীর পুরোভাগে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই কারণে দুর্গা, ধাতা, মহেশ্বরী এই তিনরূপে তিনি, ত্রিপূরানামে সুবিখ্যাতা হন। সাধক সেই ত্রিপুরাখ্যা কামাখ্যার স্নান পূর্ব্বোক্তবৎ করিবে, অথবা তাঁহার মূল মন্ত্র দ্বারাই বা করুক। এই দেবী ত্রিপুরার পূজায়, ত্রিপুর এবং ত্রিরেখাবিশিষ্ট এক মণ্ডল অনুষ্ঠান করিবে। হে পুত্র ভৈরব! এই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর, মূলমন্ত্র ত্র্যক্ষর, এবং রূপও তিন প্রকার জানিবা। কুণ্ডলীশক্তি ত্রিপুরা, দেবতা ত্রয়ের সৃষ্টির নিমিত্তে আর যে হেতু সকল স্থানেই ত্রি ত্রি পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তেই তিনি ত্রিপুরা

নাম ধারণ করিয়াছেন। মণ্ডল মধ্যে উত্তরাদি ক্রমে পূর্ব্বান্ত তিন তিন রেখা সংলিখন পূর্ব্বক, ঐশান্যাদি নৈঋত পর্য্যন্ত ঐরূপ রেখাত্রয় অনুষ্ঠান করিবে। এবং নৈঋতাবধি বায়ব্য দিকপর্য্যন্ত তাদৃশ রেখানুষ্ঠান করত পুনশ্চ ঈশানাংশে সম্মিলন করিবে। পশ্চাৎ সাধক পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা ঐ সমস্ত রেখার পূজাকরিবে। ইত্যনুসারে পুনর্ব্বার মণ্ডল মধ্যে ত্রিকোণ পরিমিত রেখা বিলেখন করিবে। ঈশানাদি ক্রমে বিলিখিত যে রেখা সে সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপা কথিতা হইয়া থাকে। আর নৈঋতাবধি বায়বীদিক হইয়া ঈশানান্ত যে রেখা সেই রেখা শম্ভুনামে সমাখ্যাতা, সাধক এই রূপ শক্তি ও শম্ভু ঈশদংশে বিভেদ হইলেও শক্তি ও শম্ভু বিভিন্ন জ্ঞানে, সুকোমল কমল দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক, পশ্চাৎ অষ্টপত্রের সহিত ত্রিবর্ণা (ত্রিরূপা) সেই দেবীকে সুচিন্তা করত অনন্তর যথোপচারে পূজা করিবে। তিন তিন রেখার সহিত শক্তি ও শম্ভুর তাদৃশ ক্রমে বেষ্টন করিবে।

অনন্তর যজমান নির্ম্মল জলদ্বারা পূজার স্থান অভ্যুক্ষণ করত মার্জ্জন করিবে, এবং ঐ মার্জ্জিত স্থানেই মণ্ডল করিবে। পশ্চাৎ অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা (হুঁ ফট) ভূতাদির অপসারণ করিবে! বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি মৎকর্ত্তৃক সামান্যরূপে উক্ত হইয়াছে, ভৈরব! ত্রিপুরার পূজায়, যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি অবহিত হও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহারা এই ত্রিকোণমণ্ডল আপনস্থান বলিয়া ইচ্ছা

করেন। ঈশানাংশেব অধিপতি ভগবান মহাদেব, নৈঋত কোণের অধিপ চতুরানন ব্রহ্মা এবং বায়ুকোণের অধিপতি চক্রপাণী নারায়ণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ঐশান্যাদি ক্রমে অধিপতি হইলে, সেই ত্রিকোণমণ্ডল, ত্রিপুরামণ্ডল এই নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। মণ্ডলস্থ সেই পদ্মের দলে ও কেশরে এবং কোণত্রয়ে তিন তিন রেখা পুনঃ পুনঃ লিখন করিবে। ঐ মণ্ডলের উত্তরদ্বার ধনুরাকৃতি করিবে, পূর্ব্বদ্বার ষটকোণ এবং দক্ষিণদ্বার চতুষ্কোণাকৃতি, পশ্চিমদ্বার তোরণাকার করিবে। মণ্ডলের ঈশান ভাগে পঞ্চবাণ সংলিখন করিবে, অগ্নিকোণে ধনুরাকার, নৈঋতাংশে পুস্তকাকার, বায়ুকোণে অক্ষমালা সংলিখিন করিবে। এবম্প্রকারে মণ্ডল নির্ম্মাণ করত পশ্চাৎ বামপাণি দ্বারা ঐ মণ্ডল ধারণ করিয়া, বাগীশ্বর্য্যৈনমঃ এই মন্ত্রে ঐ মণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর ভূতাদির পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্রে, ত্রিপুরা কালিকার অর্চ্চণা করিবে। পশ্চাৎ মূলমন্ত্রে কিম্বা ছোটিকাদি দ্বারা আপন মস্তকোপরি তিনবার বেষ্টন করিবে। অতঃপর জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতাপসারণ করিবে। সাধক অর্ঘ্যার্থ পাত্রের নয় প্রকার প্রতিপত্তি করিবে, অনন্তর পূর্ব্ববৎ দহন ও প্লাবনাদি করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা প্রথম অমৃতীকরণ করিয়া, যোনিমুদ্রায়, সেই অর্ঘ্যপাত্র বারত্রয় সংস্পর্শ করিবে। দুর্ব্বা, শ্বেতসর্ষপ, রক্তপুষ্প, রক্ত চন্দন এতদ্বারা সগণ মার্ত্তণ্ড নামক ভৈরবোদ্দেশে অর্ঘ্য দান করিবে। সাধক, অনন্তর কচ্ছপাকৃতি পাণিদ্বয় ত্যাগ করিয়া, যোনি

মুদ্রা দ্বারা দেবীর অচিন্ত্য রূপ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিবে। হে পুত্র ভৈরব! এই রূপে দেবীর পূজায়, আদ্যে ও মধ্যে ক্রমাগত চিন্তা করিয়া, পশ্চাৎ অস্ত্র মন্ত্রে পাত্রের স্থাপনার্থ ষট্‌কোণ মণ্ডল লিখন করিবে, তন্মন্ত্রে সেই মণ্ডলে পাত্র সংস্থাপন করিবে।

ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ এইমন্ত্রে, তৎ পাত্রে তিনবার জল নিক্ষেপ করিবে, এবং ত্রিদল দুর্ব্বা অক্ষত (তণ্ডুল) গন্ধ রক্তচন্দন, পুষ্প প্রত্যেক প্রত্যেক দ্রব্য, তিন তিন বার ঐ পাত্রে প্রদান করিবে। অনন্তর সাধক ওঁ হ্রীঁ হ্রাঁ হ্রূঁ হ্রেঁ হ্রৌঁ এইমন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাদি, ক্রমে পাণির পৃষ্ঠতলে সেইপ্রকার হৃদয়াদি ক্রমে পশ্চাৎ তিন তিন বার ন্যাস করিবেক। অতঃপর পাণিদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি দুই দুই অঙ্গুলি সংযোজনা করত বারত্রয় পৃথক্ পৃথক্ ক্রমে শেষঅঙ্গ সকল বিন্যাস করিবে। পশ্চাৎ সাধক পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা কর্ণরন্ধ্র, ব্রহ্মদ্বার, কেশতল, নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়, জানুযুগ্ম, চরণদ্বয় এই এই অঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ন্যাস করিবে। অনন্তর সাধক প্রাণায়াম আচরণ পূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা ত্রিপুরাসুন্দরীর চিন্তা করিবে। অনন্তর দহন ও প্লবন করত দেবীর আদ্যামূর্ত্তি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ ঐ মূর্ত্তি, আপন হৃদয়ে তিনপ্রকার বিভাগ করিবে, সেই মূর্ত্তির রূপ বলিতেছি, হে বৎস ভৈরব! শ্রবণ কর। সিন্দুর বৃন্দের ন্যায় শরীর প্রভা আকর্ণ পূর্ণ নেত্র ত্রয় মৃণাল সদৃশ করচতুষ্টয়। বামভাগের ঊর্দ্ধকরে কুসুমধনুঃ ধারণ করত তন্নিম্নহস্তে প্রসূন নির্ম্মিত

পুস্তক ধারণ করিয়াছেন। এবং দক্ষিণভাগের ঊর্দ্ধহস্তে কুসুম খচিত পঞ্চবাণ তন্নিম্ন ভুজে তাদৃশ অক্ষমালা ধারণ করিয়া নিজ কলেবর দ্বারা সুদীপ্তি পাইতেছেন। মৃত প্রাণিচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠোপরি অপর একটী শব সংরক্ষণ করিয়া তৎ পৃষ্ঠদেশে সমভাবে চরণতল বিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। এবং আপন শীর্ষস্থ অর্দ্ধচন্দ্র, বিশাল জটাজূটে সম্বেষ্টন পূর্ব্বক, নীল কুন্তলবৃন্দ কটিদেশে পতিত হইয়াছে॥ কটিস্থ বসন ইতস্তত বিক্ষেপ পূর্ব্বক উলঙ্গ বেশ অবলম্বন করত ত্রিবলী ভঙ্গ করিয়া চারুরূপে মনোজ্ঞবেশে দীপ্তি পাইতেছেন। আর বিবিধ রত্নরাজীতে পরিভূষিত হওত আপন শ্রীতে জগৎ যেন আলোকিত করিতেছেন। এবম্প্রকার সর্ব্বলক্ষণে সুলক্ষিতা এই দেবীর প্রথমে চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ আত্মাকে ত্রিধা রূপে চিন্তা করিবে। পশ্চাৎ তদ্রূপ ধ্যান করিয়া তৎপুষ্প বাগ্‌ভব বীজে (ঐঁ) নিজমস্তকে পুনর্ব্বার প্রদান করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র, বারত্রয় জপ করিবে। অনন্তর সাধক বাগ্‌বীজদ্বারা (ঐঁ) অর্ঘ্যপাত্রস্থ তোয়মধ্যে অপর জলদ্বারা আপন শীর্ষ, ষেচন করিবে।

অতঃপর তজ্জলদ্বারা পূজোপকরণ দ্রব্যাদির তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ কামপীঠের চিন্তা করিয়া ক্রমান্বয়ে এই বক্ষমান দেবতাদিগের পূজা করিবে। বিঘ্ননাশক গণেশ, গণাধ্যক্ষ, গণনাথ, গণক্রীড়, ইহাদিগের পূর্ব্বদ্বারে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে, আর

গণেশাদি দেবতাগণের হেরম্ব বীজ জানিবে। বিদ্যা, শান্তি, নিবৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠা এই করালকাল সদৃশ দ্বারপালগণের দক্ষিণদ্বারে অর্চ্চনা করিবে। সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র, শেষসময় পুত্র, এই বটুকদিগের পশ্চিমদ্বারে পূজা করিবে। শ্রী মন্ত্রে লোকমুগ্ধা লক্ষ্মীদেবীর পূর্ব্বাদি দ্বারক্রমে বটুকাদি দেবতাগণের প্রতিপদে পূজা করিবে। মণ্ডলের ঈশান কোণে সিদ্ধ, সহজ, জ্ঞান এবং সময় ইহাদিগের পূজা করত পশ্চাৎ কুমারিকা পূজা করিবে। অতঃপর গোবট, ডামর, লোহজঙ্ঘ, ভূতনাথ এবং ক্ষেত্রপাল সকল ইহাদিগের ঈশানাদি ক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর সাধক মণ্ডলমধ্যে দ্রাবণ, ঘোষণ, বন্ধন, মোচন, এবং আকর্ষণ ইত্যাদি পঞ্চবর্ণের পূজা করিবে। অপর ত্রিকোণে ভগা, ভগজিহ্বা, ভগাগ্যা মেখলাযুক্তা এই ত্রিযোগিনীর পূজা করিবে। অতঃপর প্রথম ভগমালী, দ্বিতীয় ভগোদরী, তৃতীয় ভগবাহা এই কামরূপিনী ত্রিযোগিনীর অর্চ্চনা করিবে। সাধক কেশরদলে অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গ-মেখলা, অনঙ্গ-মদনা, অনঙ্গ-বেশা, অনঙ্গমালিনী, অনঙ্গাতুরা, অনঙ্গদায়িনী এবং মদনাঙ্কুশা এই অনঙ্গাষ্ট যোগিনীর পূজা করিয়া পশ্চাৎ শৈলপুত্রাদি নামক অষ্ট যোগিনীদিগের পূজা করিবে। সারস্বতবীজ কিম্বা দুর্গাবীজ অথবা নেত্রবীজ ইহার মধ্যে একতর বীজে বিভূতিপ্রদা কামযোগিনীর অর্চ্চনা করিবে। পশ্চাৎ ষড়ঙ্গন্যাসদ্বারা ক্ষেত্রপাল, কিঞ্জল্ক, হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন,

অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল সংজ্ঞকাল, করাল, একপাদ, ভীমনাথ, উত্তরাদি ক্রমে এই সকল কামরাজ ভৈরবগণের পূজা করিবে। পরে অসিতাঙ্গাদি নবনায়কের যথানুক্রমে পূজা করিবে। মণ্ডলের চতুর্দিকে পূর্ব্বাদি দুই দুই দ্বারে পদ্ম ও মণ্ডলের মধ্যে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, সক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহার এই নব ভৈরবের যথাবিধি মতে অর্চ্চনা করিবে। ঈশানাদি ক্রমে পদ্ম এবং মণ্ডলের মধ্যে দুই দুই নায়িকার পূজা করিবে ব্রহ্মাণী, ভৈরবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা এবং মণ্ডলের মধ্যভাগস্থ, আধারশক্তি প্রভৃতি দেবতাদিগের এবং বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্ত ভৈরবাদি পূজা করিবে।

অতঃপর ভগবান শিবের সদ্যোজাতাদি নামক যে পঞ্চ মূর্ত্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তি সকল পদ্ম মধ্যে যে রূপে পঞ্চরূপে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের ও ঐ পদ্ম মধ্যে রক্তপদ্ম সদৃশ, যে জগতাধার সিংহ, তহার যথাবিধি পূজা করিবে। পরে জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা ইত্যাদি শক্তি সমূহের যথোপচারে বিধিমতে পূজা করিবে। তৎপরে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা এই নায়িকা সকলের মণ্ডল মধ্যে বিশেষ মতে অর্চ্চনা করিবে। পশ্চাৎ সাধক সাবাহন সায়ুধধারী সূর্য্যাদি গ্রহদিগের বিধিমতে সমর্চ্চনা

পূর্ব্বক, দিকপাল মন্ত্রে কিম্বা অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি দিকপতির পূজা করিবে। হে মহাভাগ ভৈরব! সেই তন্ত্র সকল এবং মন্ত্র শ্রবণ কর, যিনি কামেস্বরের একমাত্র নাথ তাঁহার এক বক্ত্র ও বিশাল ভুজচতুষ্টয় এবং শ্বেত বর্ণ কলেবর, ভস্মরাশিতে সমালিপ্ত! রক্তপুষ্প ও কুঙ্কুমদ্বারা হৃদয় মন্দির সুশোভনীয়, বামকরদ্বয়ে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও পিনাক ধারণ করিয়াছেন, এবং দক্ষিণ ভাগের এক হস্তে প্রস্ফুটিত উৎপল ও অপর করে বীজপূর (দাড়ীম্ব) ধারন করিয়া, শ্বেতপদ্মে আসীন আছেন। অনন্তর দেবী কামখ্যার ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। হে বেতাল। হে ভৈরব! অনন্তর বক্ষ্যমান রূপে চিন্তা করিয়া ঐ কামপীঠে কামেশ্বরীর পূজা করিবে। কর্ত্তৃ ও খপরধারী করালাস্য এবং বিশাল দংষ্ট্রে অধর প্রদেশ ভেদ করত এতদ্রূপ ক্ষেত্র পালের সাতিশয় ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে তিন্তিড়ী ও কল্পবৃক্ষেতে সমাচ্ছাদ, হওয়াতে অতি সুশীতল ত্রিকূট নামক কৃষ্ণবর্ণ মহাদ্যুতি নীল শৈল তন্মধ্যে পঞ্চ ব্যায়াম (বিস্তীর্ণ) মঙ্গলদায়িনী মনোভবা গুহা। ঐ গুহা, রত্ন সমূহে সুশোভিত এবং প্রাতরুত্থিত অরুণ কীরণের ন্যায় আরক্তিমপ্রভ বিশিষ্ট ও বর্ত্তুলাকার। তরুণ অপরাজিতা লতায় সুবেষ্টিতা এবং সৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্য এই ত্রিবিধ অনিলে সুবাসিত ও পরিস্কৃতা। আর রক্তীম কুসুমসমূহে সুশোভিতা। সুবর্ণ সুসমা শরীরকান্তি অতি শ্রীবান বটুক ও কম্বলাখ্য নামক ভৈরব দ্বয় প্রস্ফুটীত কমলাসনে আসীন হইয়া দক্ষিণ হস্তে

ভীষণ দণ্ড ও বাম করে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণক (খড়্গ) গ্রহণ পূর্ব্বক দেবীর পুরোভাগে উজ্জল রূপে দীপ্তি পাইতেছেন, বিঘ্ন বিপত্তির নিমিত্ত নিয়তই উহাদিগের পূজা করিবে। পাতঃসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট চতুর্ভুজ পাণ্ডুনাথ নামক ভৈরব বিশাল গদা, প্রস্ফুটিত পদ্ম, তীক্ষ্ণ শক্তি, উজ্জ্বল চক্র প্রভৃতি অস্ত্র সমূহ আপনার কর চতুষ্টয়ে ধারণ পূর্ব্বক শরীরকান্তি দ্বারা দেবীর অগ্রভাগ সুদীপ্তি করত বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া সকলেরই নিকট ভক্তিসহকারে পূজিত হইতেছেন। মহা ভয়ঙ্কর, আরক্তিম কলেবর, শ্মশান বাসী হেরুকাখ্য ভৈরব রৌদ্র অসি ও চক্র ধারণ পূর্ব্বক নর মাংস ভোজন করিতেছেন। এবং ত্রিবলী মুণ্ডমালায় কণ্ঠ ভাগ বিরাজ করত রুধির ধারায় আপন কলেবর আদ্র করিতেছেন, আর দিব্য শবোপরি সংস্থিত হওত অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন।

হে বৎস ভৈরব! অতঃপর দেবীর অগ্রভাগে মহামায়া মহোৎসাহার রূপ ধ্যান করত যোগিনীর পূজা করিবে। নীল অদ্রির পূর্ব্বভাগে দেবী কামখ্যার যে চন্দ্রবতী নামক পূরী আছে, ঐ পূরীর দৈর্ঘও বিস্তার দীর্ঘ দ্বি যোজনের ন্যূন নহে। এবং উচ্চতা প্রায় তথাকার সমস্ত প্রাসাদ হইতে উচ্চ, সৌধটীর অভ্যন্তর ও শীখর প্রদেশ নানাবিধ মণি মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাজীতে পরিভূষিতা। হওয়ায় অধিকতর রমনীয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয়টী ক্রীড়া সরোবর, সরোবর গুলিরই বা কি অপূর্ব্ব শোভা; যেদিকে

দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই প্রফুল্ল পদ্মিনী ও কুমুদিনী প্রভৃতি জল কুসুম সমূহ যেন হাস্য ফরিতেছে এবং কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষীগণ নির্ভীক চিত্তে সেই স্বচ্ছ সলিলে বিচরণ করিতেছে। সাধক দেবী কামখ্যার প্রীতির জন্য ঐ সুরম্য ষট্‌ সরোবরের পূজা করিবে। নীলাধারী পীতবর্ণ লৌহিসরোবরের পূজা করিবে, ঐ লৌহিত্যনদ চতুর্ভুজ এবং রত্নমালায় সুশোভনীয়। পুস্ক ও শ্বেত পদ্ম দক্ষিণকরে ধারণ পূর্ব্বক অপর বামহস্তে শক্তি ও ধ্বজ গ্রহণ করিয়া শিশুমারে সংস্থিত আছেন। যোনিপীঠে বক্ষমান পীঠেশ্বরদিগের প্রাসাদ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে, নাথ, কামেশ্বর, দেব এই .পীঠেশ্বর কথিত হইল মূলগন্ত্রে ভক্তের অভীষ্টদায়িনী যোগমায়া কামেশ্বরীর অর্চ্চণা করিবে। নেত্রবীজে দেবী চণ্ডিকার অর্চ্চনা করিবে, দেবী উগ্রতারার মধ্যবীজে নীলশৈলের মন্ত্র জানিবে। হয়গ্রীব স্বরূপ ভগবান বিষ্ণুর যে বীজ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কম্বলাখ্যের পূজায় পরিকীর্ত্তিত হইল! বনমালায় বিরাজিত পাণ্ডুনামাখ্য ভৈরবের বরাহবীজে বিধিমতে পূজা করিবে। দেবীতন্ত্রোদিত দ্বিতীয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে মহামায়া মহোৎসাহার পূজা করিবে। ওঁমাং এই মন্ত্রে চন্দ্রবতী নামক পুরীর পূজা করত পরম বিভূতি লাভ করিতে পারেন। ভূতিপ্রদ মহাত্মা লৌহিত্যের ব্রহ্মবীজে পূজা করিবে, দেবীর আবাহনের নিমিত্ত যোনিমুদ্রার, চিন্তা করিবে। বন্ধ.ককুসুমের ন্যায় শরীরপ্রভা এবং জটাজূটে উত্ত-

মাঙ্গ পরিশোভিতা। সর্ব্বলক্ষণে সুলক্ষিতা এবং বিবিধ রত্নরাজীতে সুভূষিতা রবিকিরণ বিনন্দিত বসন পরিধৃতা ও কমলপর্য্যঙ্কে সংস্থিতা মুক্তা ও রত্নাবলী দ্বারা আপন কণ্ঠভাগ পরিভূষিতা করত পীনোন্নত পয়োধরে শোভা পাইতেছেন। আর ত্রিবিধা সুরাপানে সদাকালীন আনন্দচিত্তে প্রমোদিতা থাকেন। দেবী আপনার সৌন্দর্য্যে প্রাণিদিগের চক্ষের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আর বিশুদ্ধ শরীর এবং জগতের একমাত্র আনন্দদায়িনী। দেবীর আকর্ণপুর্ণ নয়নত্রয় যোনিমুদ্রার দ্বারা ঈষদ্ধাস্য বদনে তদ্রূপ চিন্তা করিবে। নবীন যৌবন সম্পন্না, মৃণাল সদৃশ ভুজ চতুষ্টয়, বামকরে পুস্তক ধারণ পূর্ব্বক অপর বামভুজে প্রাণিদিগের সম্বন্ধে অভয়দান করিয়া থাকেন। এবং দক্ষিণ পাণিতে অক্ষমালা গ্রহণ পূর্ব্বক, অপর কর দ্বারা আপন ভক্তগণের প্রতি বরদান করিয়া থাকেন। রুধিরাক্ত কলেবরে যেন প্রাতোত্থিত অরুণকেতুকেও লজ্জিত করিতেছেন; এবং নরমালায়, সুশোভিতা হইয়া নিজ চরণদ্বয় দ্বারা মনোজ্ঞ কল্পতরুর উপরিভাগে সংস্থিতা হওত ঈষদ্ধাস্যাননে দীপ্তি পাইতেছেন। আর প্রস্ফুটিত কদম্বকাননে সংস্থিতা হওত কামমদে প্রমোদিতা হইয়া থাকেন। মনোজ্ঞ দেবরূপিনী দ্বিতীয়া ত্রিপুরার চিন্তা করিবে। অতঃপর হে বেতাল! হে ভৈরব! তোমরা ত্রিপুরার তৃতীয় রূপ শ্রবণ কর। দেবী ত্রিপুরার জবাকুসুমের ন্যায় আরক্তিম কলেবরে নীল কুন্তলাবৃন্দ ইত-

স্তুত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অধিকতর শোভনীয়া হইয়াছেন। ঈষদ্ধাস্য বদন প্রেতাসন সদাশিবের হৃৎপদ্মরূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, চরণপর্য্যন্ত বিলম্বিত রক্তোৎপল মিশ্রিত মুণ্ডমালা ধারণ করত শোভা পাইতেছেন। আরক্তিম রসনা দ্বারা পদানুগ চরণতলস্থ জীবগণকে ধারণ পূর্ব্বক, পীনোন্নত পয়োধরে শোভিতা হইতেছেন। আর তিনি চতুর্ভুজা এবং দিগ্‌বসনা ও ঊর্দ্ধবামভুজে অক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন। অপর বামকরে আপন সাধকের প্রতি অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। জগন্মোহিনী ত্রিপুরা দক্ষিণ হস্তে পুস্তক, তন্নিম্ন করে বিকশিত কমল ধারণ করত ত্রিনয়নে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া, হাস্য করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মহাদেবী ত্রিপুরা কদম্বকাননে কামকেলি করিবার জন্য বিচরণ করিয়াছেন। সাধক কামরূপিনী ত্রিপুরার কামরাজ তৃতীয় রূপ এবম্প্রকারে পরিচিন্তা করত, ডামর ও মোহন তৃতীয়রূপে একত্রিত করিয়া, এককালীন তিনরূপ চিন্তা করিবে। পশ্চাৎ পূজক মন্ত্রত্রয়ে আপন হৃদয়-মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অনন্তর বিবিধোপচার দ্বারা বহির্ভাগে পূজা করিবে। মন্ত্রত্রয় একত্রিত করিয়া দেবীর মূর্ত্তিত্রয়, ঐক্যতা রূপে, চিন্তা করিবে। অতঃপর সাধক দক্ষিণনাশাপুটে বায়ু নিঃসারণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার দেবীরূপ ধ্যান করিয়া করযুগ্ম অবতরণ করত বারত্রয় আবাহন করিবে। অনন্তর তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সৌগন্ধ দ্রব্য সমূহে স্নান করাইবে। অনন্তর সাধক আবাহন

করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করিবে, হে দেবি! হে মহামায়ে! এই শুভবর্ত্মদ্বারা তুমি আমার সন্নিহিতে আগমন কর। আর আমি তোমার কমনীয় অথচ শুদ্ধ এমন যে বাণী তাঁহার সততই চিন্তা করি। হে অম্বে! হে ভগবতি! কামদায়িনি! এই পূজা স্থানে তুমি সান্নিধ্য হইয়া এই ছাগবলি গ্রহণ কর। হে নারায়ণি! হে বাগবাদিনি! তোমাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে চিন্তাকরি, অতএব হে দেবি! তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তি সম্যকরূপে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গে প্রেরণ কর। হে অখিলাত্মিকে! হে চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব হে জননি! তুমি আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্না হও। মহামায়ে! সম্মোহিনি! আমরা তোমাকে যে হেতু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, অতএব হে জননি! করুণা কটাক্ষে একবার তুমি স্মরণাপন্ন দীনজনগণের প্রতি নয়নপাত কর।

হে বৎস! মহাদেবী ত্রিপুরার এইরূপে গায়ত্রী পরিকীর্ত্তিত হইলে, প্রত্যেক মর্ত্তির প্রত্যেকবার স্নান করাইবে। পশ্চাৎ বাগ্‌ভব মন্ত্রে (ঐঁ) প্রথমে মঙ্গল দায়িনী শিবার অর্চ্চণা করিবে: অনন্তর কামরাজ মন্ত্রে (ক্লঁ) অথবা ডামরমন্ত্রে দেবী কামেশ্বরীর পূজা করিবে। সাধক পশ্চাৎ এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা ত্রিপুরাসুন্দরীর একদা পূজা করিবে।

অনন্তর যজমান পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে আসনাদি ষোড়শোপচার দ্রব্য তদুদ্দেশে প্রদান পূর্ব্বক, কামখ্যা কল্পে যে অঙ্গন্যাস

মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তন্মন্ত্রে দেবী ত্রিপুরার অঙ্গ সকল পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্ট সখীর পূজা করিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক ত্রিপুরাসুন্দরীকে নমস্কার করিবে। কামরূপিণী মহাদেবী ত্রিপুরার অর্চ্চনান্তর পদ্মের চতুর্দ্দলে উত্তরাদিক্রমে বক্ষমান ব্রহ্মাদি সুরগণের পূজা করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভাস্কর, এই সকল দেবতার ঈশানাংশে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর জয়ন্তীর পূজা করিয়া বায়ুকোণে অপরাজিতার নৈঋতকোণে বিজয়া; এবং অগ্নিকোণে জয়ার অর্চ্চনা করিবে; আর এই কোণত্রয়ে অথচ কেশর মধ্যে কাম, রতি এবং প্রীতির পূজা করিবে। পরে সাধক পঞ্চবাণ, পুষ্পধনু, কুসুমনির্ম্মিত অক্ষমালা, তন্নির্ম্মিত পঞ্চশর, রত্ন-পর্য্যঙ্ক, প্রেতচ্ছন্নশিব ইহাদিগের ঐ পদ্মমধ্যে সম্যকক্ প্রকারে পূজা করিবে। অতঃপর সাধক পূর্ব্বের ন্যায় স্ফটিকমালা যথোপচারে অর্চ্চনা করিয়া, উত্তরীয়বসনে সেই মালা অতি যত্নে প্রচ্ছাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ জপগুটিকায় ত্রিপুরামন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে মালা জপসমাপন করিয়া স্তবপাঠ করত মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিবে, পশ্চাৎ ত্রিপুরোদ্দেশে ত্রিজাতিক বলি প্রদান করিবে। পরে ক্ষীর, জল, শর্করা, মধু এবং সৈন্ধব এতদ্বারা রুধির পাত্র বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করত পশ্চাৎ কামরাজবীজ তদুদ্দেশে দান করিবে। হে মহাভাগ ভৈরব! কামবীজ কিম্বা ডামরমন্ত্র এই উভয়ের একতর দ্বারা অভয়দায়িনী ত্রিপুরাসুন্দরীর উদ্দেশে বলি ছেদন করিবে। সাধক

এই সমস্ত দেবতার অর্চ্চনায় বলি প্রদান করিতে হইলে, বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে বলি সমর্পণ করিতে হয়। মহাদেবী ত্রিপুরার পরম তৃপ্তিদায়ক বলিদান সমাপন হইলে পশ্চাৎ সাধক গোক্ষীর ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করত পবিত্র আজ্যদ্বারা অষ্টোত্তর শত, আহুতি তদুদ্দেশে অর্পণ করিবে। বৈশ্য উৎকৃষ্ট সাংক্ষক মধু, এবং শূদ্র পুষ্পের মধু প্রদান করিবে। অনন্তর সাধক অর্চ্চিত পুষ্পের আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তন্নির্মাল্য ঈশানভাগে নিক্ষেপ করিবে। নির্ম্মাল্যধারিণী চণ্ডেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া যোনিমুদ্রা অর্দ্ধমুদ্রা রাত্রিমুদ্রা এই এই মুদ্রা সকল জগন্মোহিনী ত্রিপুরার পুরোভাগে প্রদর্শন করিবে। অতঃপর যজমান কামরাজবীজে তন্নির্ম্মাল্য আপন মস্তকে গ্রহণ করিবে। হে বেতাল হে ভৈরব! যে সাধক এবম্প্রকারে কামরূপিণী ত্রিপুরাসুন্দরীর অর্চ্চনা করে, সে সংসারে নিখিল মন বাসনা পূর্ণ করিয়া অনায়াসে ত্রিপুরালোক সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাকল্প নামক
ত্রিষষ্টিতমোধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায় আরম্ভ।

ভগবান মহেশ্বর কহিলেন, দেবী কামেশ্বরীর রূপ বলিতেছি, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! শ্রবণ কর। যে দেবী কামেশ্বরীর রূপ একবার চিন্তা করিবামাত্র সাধক অনায়াসে প্রিয়কার্য্য লাভ করিতে পারেন। সেই দেবীর মন্ত্র প্রথমত বলিতেছি, পশ্চাৎ ধ্যান ও পূজাক্রম বলিব।

দেবী কামেশ্বরীর এই মন্ত্র ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফলের একমাত্র কারণরূপে পরিণত হইয়া থাকে। স্থান ভ্যুক্ষণ মন্ত্রাদি এবং ভূতাপসারণ ইত্যাদি বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত পূজায় কথিত হইয়াছে। সাধক উত্তর তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয় এবং দহন, পুরাণাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। মহাদেবী কামেশ্বরীর পূজা মণ্ডলের পরিপাটি বিশেষ রূপে বলিতেছি হে ভৈরব! অবহিত হও। ষট্‌কোণ একমণ্ডল অনুষ্ঠান করিয়া সেই মণ্ডল রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। অনন্তর যজমান ত্রিপুরা মন্ত্রের ন্যায় শম্ভুর সহিত শক্তির ভেদ করিবে, ঐশানাদি ইপ্তদায় নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত রেখা করিবে। পশ্চাৎ বারুণদিক হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত রেখা করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে কৌরবের দিক পর্য্যন্ত রেখা করিবে। পশ্চাৎ উত্তর দিক ইপ্তদায় পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত তাদৃশ রেখা যোজনা করিবে। উত্তর পশ্চিমদ্বারে ধনু ও তোরণাকার করিবে। দক্ষিণ দ্বার ত্রিকোণ পূর্ব্বদ্বার ষট্‌কোণাকার করিবে।

পশ্চিম এবং উত্তর দ্বারে জালান্ধর পীঠে সংলীন করিয়া, দক্ষিণ দ্বারে ওড়পীঠ ও পূর্ব্বদ্বারে কামরূপ পীঠ পরিলিখন করিবে। দেবী কামেশ্বরীর যে দ্বাদশ গোপনীয় নাম সেই সকল নাম উজ্জল কুঙ্কুমদ্বারা মণ্ডলকোণে সম্যকরূপে লিখন করিবে, সেই কোণ সকল এক এক দিকে তিন তিন কোণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ষট ষট্ রেখা দ্বারা মণ্ডলের ক্রম করিবে। এই মণ্ডলের নিয়ম বিশেষ রূপে উক্ত হইল, আর অন্য ক্রম সকল উত্তর তন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবী পূজার ন্যায় জানিবা। হে ভৈরব! অতঃপর "ওঁ ক্লাং মদন তত্ত্বায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রথমত মণ্ডলের পূজা করিবে, পশ্চাৎ ঐ মণ্ডল এবং যোগপীঠ ধ্যান করিবে। অনন্তর শিলাপীঠে যোনিমণ্ডলাকার মণ্ডল সম্যকরূপে লিখন করিবে, ঐমণ্ডল ত্রিকোণাকার পরিলিখন করত পশ্চাৎ কমল দ্বারা (পদ্ম) পরিবেষ্টন করিবে।

অতঃপর ভুবনমোহিনী কামেশ্বরীর অপূর্ব্ব মনোহর রূপ সুচিন্তা করিবে। দেবী কামেশ্বরীর শরীরকান্তি অঞ্জনকেও ন্যাক্কার করিয়া থাকে এবং কেশপাশ সকল নীলবর্ণ। ষড়বক্ত্র ও মৃণাল সদৃশ দ্বাদশ ভূজ সমন্বিতা এবং অষ্টাদশ লোচনে যেন ত্রিজগৎ শোভা করিতেছেন। আর দেবী কামেশ্বরী ষট্‌শীর্ষেতেই অর্দ্ধেন্দু ধারণ পূর্ব্বক মণি ও মাণিক্য এবং মুক্তাদি খচিত মনোরম মালা আপন কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরম শোভায় শোভিতা হইতেছেন। এইরূপে দেবী সর্ব্বালঙ্কারে পরিভূষিতা

হওত দক্ষিণ করে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, ধনু, খড়্গ, শক্তি, এবং ত্রিশূল এই সকল অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়দান চর্ম্ম এবং পিনাক এই সকল অস্ত্রাদি বাম পাণিতে ধারণ করিয়া উত্তমরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। শুক্ল, রক্ত, পীত, হরিত, বিচিত্র এই সকল বর্ণে ঈশানাদিক্রমে (অর্থাৎ) পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, এবং মধ্যম শীর্ষ সকল যথা সঙ্খ্যানুক্রমে শোভা পাইতেছেন। তন্মধ্যে মাহেশ্বরীর বদন শ্বেতবর্ণ, কামাখ্যার আস্য রক্তবর্ণ, ত্রিপুরার আনন পীতবর্ণ, সারদার বদন হরিতবর্ণ, মহাদেবী কামেশ্বরীর বক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং চণ্ডিকার আনন বিচিত্রবর্ণ এইরূপে দেবী নানাবর্ণে আপন আস্য সকল সুভূষিতা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আর প্রতি মস্তকে নীল চিবুকে পরিশোভিতা হইতেছেন। সিংহের উপর সিতপ্রেত তদুপরি রক্তপদ্মে মহাদেবী কামেশ্বরী সংস্থিতা হওত ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। দেবী কামেশ্বরী ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে আপন কটিভাগ সুভূষিতা করত বিচিত্র শুকাসনে আসীনা হইয়া থাকেন। ভক্তিনিষ্ঠ সাধক ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফলের একমাত্র মূলীভূতা মঙ্গলদায়িনী কামেশ্বরীর এবম্প্রকারে চিন্তা করিবে।

অতঃপর হে পুত্র ভৈরব! পীঠে কিম্বা অন্যস্থলে সুলোচনা কামেশ্বরীর পূজাক্রম কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর, পীঠেতে বিশেষ ফল বলিতেছি। অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে অঙ্গুলিদ্বয় সংযোজনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অঙ্গন্যাসাদি ষড়-

মন্ত্রে ক্রমান্বয়ে আস্য, বাহুযুগল, কুক্ষি, গুহ্য, জানুদ্বয়, পাদদ্বয় এই সমস্ত অঙ্গে ন্যাস করিবে। অনন্তর যজমান অর্ঘ্যোদকে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই উদক দ্বারা পূজার উপকরণাদি সকল এবং আত্মদেহ অভ্যুক্ষণ করত পশ্চাৎ অর্চ্চনা আরম্ভ করিবে। পশ্চাৎ সাধক দেশানুচারে পীঠমন্ত্রে দেবী কামেশ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার হস্ত সংস্পর্শ করিলে দেবী কামেশ্বরী কদাচ আর উদ্বিগ্না হয়েন না। আর সাধক দৈবাৎ যদি দেশান্তরে দেশান্তর পীঠের প্রতি গমন করেন, তবে তদ্দেশের উপদেশানুসারে তৎকালে পূজারম্ভ করিবেন। শ্রদ্ধাশালী মানব কামরূপ ব্যতীত অন্য স্থান হইতে যদি সমাগত হন তবে তদ্দেশবাসী জনগণের উপদেশানুসারে পূজাদি অনুষ্ঠান করিলে, বিশেষমতে ফললাভ করিতে পারিবেন। ওড্র ও পাঞ্চালাদি যে যে দেশে যে যে রূপ আচার অনুষ্ঠিত আছে, ধীমান মানব তত্তদ্দেশবাসীগণের উপদেশক্রমে পীঠেশ্বর দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন। যে মানব ইহার অন্যথাচরণ করেন তিনি কদাচ পূজাদির ফল সম্যক্‌রূপে লাভ করিতে পারেন না। হে ভৈরব! যে মানব অতুল বিভব থাকিতে এই বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত পূজাক্রম অনুষ্ঠান না করেন, কিম্বা উত্তর তন্ত্রে যাহা বিহিত হইল, এই সকল যদি অনুষ্ঠান না করেন, তবে তিনি কোন অংশেই পূজাফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অনন্তর সাধক বৈষ্ণবীতন্ত্রে অথবা উত্তর তন্ত্রে

যেরূপ পূজাক্রম কথিত হইয়াছে, তত্তৎক্রমানুসারে প্রথমত পূর্ব্বদ্বারে কামতত্ত্বের পূজা করিবে, ঐরূপ দক্ষিণদ্বারে প্রীত তত্ত্বের, এবং পশ্চিমদ্বারে রতিতত্ত্বের পূজা করিবে। উত্তর দ্বারে মোহন তত্ত্ব পূজা করিবে, এইরূপে যথানুক্রমে তত্ত্বাদির পূজা করিবে। অনন্তর সাধক ঈশানভাগে বিঘ্ন বিনাশক গণপতির অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ ঐদিকেই দ্বারপাল দিগের পূজা করিবে। পরে সাধক অগ্নিকোণে অগ্নি বেতাল, নৈঋতভাগে কালের পূজা করিবে, বায়ুদিকে এবং দক্ষিণদিকে চতুষ্ক, পঞ্চক, ষটক, এই সকলের পূজা করিবে। অনন্তর ষট্ প্রকার পীঠ পূজা করিবে, প্রথমত ওড নামক পীঠ, দ্বিতীয় জাল, শৈলশীঠ, চতুর্থ কামরূপ পীঠ, এই সকল পীঠ কথিত হইল। হে ভৈরব! অতঃপর বিশেষ বলিতেছি অবহিত হও। পশ্চিমদ্বারে যজমান ওড্র পীঠের পূজা করিয়া পশ্চাৎ মঙ্গলদায়িনী ওড্রেশ্বরীর পূজা করিবে। এবং মহামায়া কাত্যায়নী, ওড্রেশ জগন্নাথের অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর পূজক উত্তরদ্বারে প্রশস্ত জালশৈল নামক পীঠদেবতার অর্চ্চনানন্তর মহাদেবী জালেশ্বরীর পূজা করিবে এবং দেব্যাকার পূজা করিবে, আর দীর্ঘিকা, উগ্রচণ্ডা ইহাদিগের সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে। এবং দক্ষিণদ্বারে পূর্ণ শৈলের অর্চ্চনা করত পূর্ণেশ্বরীর পূজা করিবে। এবং পূর্ণনাথ মহানাথ, সরোজ, ও চণ্ডিকার পূজা করিবে। উত্তরদ্বারে পরমেশ্বরী অম্বিকা, শান্তা, মহাপীঠ কামরূপ, কামেশ্বরী, শিবা, নীলাচল,

কামেশ্বর এই সকলের ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। অতঃপর হে ভৈরব! ওড্যাদি করিয়া পীঠ স্থান সকল ও ক্ষেত্রপালাদি এবং দ্বারপাল সকল আর অন্যান্য দেবতাদিগের স্ব স্ব স্থানে পূজা করিবে। বিশেষ কামরূপে লোকমুগ্ধা কামেশ্বরীর পুজায়, নীলশৈলে সদাকাল সংস্থিত যে যে দেবতাগণ তাঁহাদিগের নাম বিশেষরূপে বলিতেছি, হে বৎস ভৈরব! তাহা সদন্তঃকরণে শ্রবণ কর। কামেশ্বরনাথ দেবী কামেশ্বরী, কমাল, ক্ষেত্রপাল, চিঞ্চবৃক্ষ সকল ত্রিকূট, নীলশৈল, মনোভবা গুহা, কটুক, কম্বল অপরাজিতা লভা ভৈরব, পাণ্ডুনাথ, শ্মশান, হেতুক, মহোৎসাহা, যোগিনী, চন্দ্রবতী নামক পুরী, নদরাজ লৌহিত্য, দিক্‌কর বাসিনী, জল্পীশ, এবং কেদারেশ্বর এই সকলের পূজা, মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে করিবে। অতঃপর সাধক দ্বারপাল, যোগিনীগণ, বটুকাদি ভৈরবগণ ইহাদিগের পূজা পীঠশ্রেষ্ঠ কামরূপে সততই করিবে। তৎপরে মণ্ডলের মধ্যভাগে মারণ, শোষণ, বন্ধন, মোহন, আকর্ষণ এবং কন্দর্পের পঞ্চবাণ ইহাদিগের বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর ভক্তপরায়ণ ঐ মণ্ডলের উত্তরাদিক্রমে ষট্‌কোণে ত্রিপুরাতন্ত্রে উক্ত যে মন্ত্র তন্মন্ত্রে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত দেবগণের পূজা করিবে, এবং গণক্রীড়াদির পূজা, চতুষষ্টিকলা বিদ্যা, সিদ্ধপুত্রাদিনামক বটুকগণ, মনোরমা কুমারিকা, চতুষ্ক, কাম, রতি, প্রীতি, অনঙ্গমেখলা, সপ্তত্রিপুরাম্ব, অসিতাঙ্গাদি নামক নবভৈরব, মাহেশ্বরী আদি

করিয়া দেবী সকল, দ্বিতীয় পঞ্চক, আধারশক্তি দেবতা সকল, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অষ্ট অষ্ট সত্বাদি নবগ্রহগণ, দিকপাল সকল এবং উগ্রচণ্ডাদি নামক দেবীনায়িকাগণ ইহাদিগের পূজা, করিবে। হে ভৈরব (অতঃপর পূর্ব্বোক্ত আদেশ ক্রমে যজমান পরম ভক্তিদ্বারা আবাহন ও ষোড়শোপচারে পূজা প্রতিপাদন করিবে। পশ্চাৎ যথাশক্তি জপ সমাপন পূর্ব্বক অঙ্গদেবতাদির ও অস্ত্র সমূহের অর্চ্চনা করিয়া অনন্তর বলি প্রদান করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ যোনিমুদ্রাদি পঞ্চপ্রকার মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। যে নর এই সপ্ত প্রকার মুদ্রা বিশেষ রূপে বিদিত হইয়া পূজাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে, সে ওড্রাদির সমস্ত পীঠ স্থানের পূজায় সমর্থ হয়। হে বৎস ভৈরব! যে মনুষ্য পূজাদি সম্যক রূপে বিদিত না হইয়া এই সকল পীঠ স্থানে পীঠদেবতার অর্চ্চনা করে, সেই মানব পূজা জনিত ফল সম্যক রূপে কদাচ প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং দিন দিন ক্ষীণায়ু হইয়া থাকে। অতঃপর হে ভৈরব! ত্রিপুরা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে প্রথমত এই সকলের পূজা করিয়া পশ্চাৎ পরমেশ্বরীকে চিন্তা করিবে। এই রূপে সাধক একাগ্রমনে ভুবনমুগ্ধা কামেশ্বরীর চিন্তা করিয়া আপন মানস-পদ্মে মনোময় গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু নিঃসারণ পূর্ব্বক তৎপুষ্প মণ্ডলান্তরে আরোপণ করিবে। অনন্তর মহাদেবী কামেশ্বরীর আবাহন করিবে, হে কামেশ্বরি! হে মহামায়ে! এই পূজায়

সুমুখী হইয়া আগমন কর, হে কামেশ্বরি হে ত্রিনয়নে! তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আমরা জানি. অতএব হে দেবি! হে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি! আমাদের প্রতি একবার করুণ কটাক্ষ পাত কর। হে ভগবতি! হে জগদম্বিকে! লোকানুগ্রহকারিণি! তুমি একবার এই দীনজনগণের প্রতি প্রসন্না হও। অনন্তর সাধক প্রথমত মূল মন্ত্রে স্নানার্থ সুশীতল বারী প্রদান করত পশ্চাৎ ঐ মন্ত্রে ষোড়শ পূজোপচার তদুদ্দেশে নিবেদন করিবে। পরন্তু সকল পীঠদেবতার অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডল মধ্যে সিদ্ধেশ্বরাদি বটুক গণের পূজা করিবে। পশ্চাৎ পূর্ব্বাদি অষ্টদলে চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের এবং দেবীর করস্থ অস্ত্র সমূহের অর্চ্চনা করিবে। পরন্তু পদ্মের মধ্য ভাগে অঙ্গন্যাস মন্ত্র দ্বারা যথানুক্রমে ষড়ঙ্গ দেবতার অর্চ্চনা করিয়া. সেই মন্ত্রেই দেবী-অঙ্গ সম্যক রূপে পূজা করিবে। অতঃপর পদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্ট দলে আত্মকামনা সুসিদ্ধির নিমিত্তে গুপ্তকামা, শ্রীকামা. বিন্ধ্যবাসিনী কোটেশ্বরী, বনস্থা. যোগিনী, পাদচণ্ডিকা. দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা, ভুবনেশী কামদায়িনী এই সকল যোগিনীগণের ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র তন্মন্ত্রে বিন্দু সংযোগ করিলে, মন্ত্রন্যাস নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ মণ্ডলের মধ্যে ষট্‌কোণে এই ছয়টি নায়িকার ঐশান্যাদি ক্রমে পূজা করিবে, কামাখ্যা, ত্রিপুরা, সারদা, মহোৎসাহা, প্রকটা, ভুবনেশ্বরী, এবং সিদ্ধকামেশ্বর প্রভৃতির অবশ্যই অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর পূজক অষ্টপুষ্পিকা দ্বারা বরাননা কামেশ্বরীর পুনর্ব্বার পূজা করিয়া অষ্ট বার জপ করত যথা শক্তি স্তব করিয়া বলি প্রদান করিবে, পরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত তাঁহার সন্নিহিতে মুদ্রা সকল প্রদান করিবে। পরন্তু দেবী চণ্ডেশ্বরীর পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য প্রতিপত্তি করিবে, আর মণ্ডল হইতে দেবী কামেশ্বরীকে যোনি মণ্ডলে বিসর্জন করিবে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগের নিকট দেবী কামেশ্বরীর এই তন্ত্র কথিত হইল, পশ্চাৎ শারদা দেবীর মহাতন্ত্র ও মন্ত্র কহিতেছি, হে ভৈরব শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে কামেশ্বরী কুঞ্জিকা পূজাক্রম
নামক চতুঃষষ্টিতমোধ্যায় সমাপ্ত।

* * *

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়

ভগবান শূলপানী কহিলেন, পূর্ব্বতন কালে ত্রিদশবাসী সুরগণ কর্ত্তৃক শরৎ কালে নবমী তিথিতে জগজ্জননী মহামায়া প্রবোধিতা হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি পীঠস্থানে ও চরাচর সমস্ত লোকালয়ে শারদা নামে সুবিখ্যাতা হইয়াছিলেন। সেই মহামায়া শারদার নেত্রবীজাখ্য মন্ত্র পূর্ব্বেতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে. আর দুর্গাতন্ত্রোক্ত যে অঙ্গ মন্ত্র তন্মন্ত্র ও মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, অতএব হে পুত্র ভৈরব! সেই মন্ত্রদ্বয়েই জগন্ময়ী শারদার অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর শারদা সুন্দরীর পরমোত্তম ও চতুর্ব্বর্গ ফলদায়ক তৃতীয় পীঠ মন্ত্র হে সুব্রত বেতাল! এক মনে শ্রবণ কর। সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ তৃতীয় পীঠ মন্ত্র বৈষ্ণবী তন্ত্রে বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে, এই মন্ত্র দ্বারা পীঠ স্থানে সুনয়না শারদার পূজা করিলে. অভিষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

এই জগদম্বিকা শারদা প্রমত্ত-কেশরীপৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া দশভুজে বিরাজ পাইতেছেন. ইত্যাদি রূপ পূর্ব্বেতেই উক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার পূজাক্রম বলিতেছি, হে পুত্র ভৈরব ঐকান্তিক চিত্তে শ্রবণ কর। যে মানব অতুল বিভূতি ভোগাভিলাষী হইতে ইচ্ছা করেন তিনি মহামায়া শারদা-পূজায় বহুদ্বার সমাকীর্ণ এক বিচিত্র মণ্ডল পরিকল্পনা করিবেন। অনন্তর বৈষ্ণবী

তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে স্থানাদি পরিমার্জ্জন করিয়া, নেত্রবীজ দ্বারা সুরম্য অথচ বিস্তার এক মণ্ডল সংলিখন করত তন্মধ্যে যোনির ন্যায় আকার লিখিয়া, তদুপরি অষ্ট দল পদ্ম লিখিবে। বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত মণ্ডল হইতে দেবী শারদার পূজায়, মণ্ডলের এই মাত্র বিশেষ কথিত হইল। এইরূপে মণ্ডল সংলিখন করত পশ্চাৎ সিদ্ধার্থ পূজাবিঘ্নকারী ভূতাদির অপসারণ করিবে। অতঃপর পত্রাদির প্রতিপত্তি করত তদুত্তর অমৃতীকরণ করিবে, পরে যজমান গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা আত্ম আসন পূজা করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর পূরক, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা দহন ও প্লবনাদি পূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে, পরে পাণিদ্বয় কচ্ছপাকৃতি করত বৈষ্ণবীতন্ত্রভাসিত যোগে পীঠের ধ্যান করিবে। অতঃপর সাধক উত্তর তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দ্বারা সলিলে অমৃতী করণ করিবে, আর পূর্ব্বোক্ত দশভুজা সিংহবাহিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সুচিন্তা করিবে। হে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ ভৈরব! নবাক্ষর দুর্গামন্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে করন্যাস ও হৃদয়াদিক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর সাধক অর্ঘ্য পাত্রে মূল মন্ত্র অষ্টবার জপ করত তর্জ্জন দ্বারা নিজ মস্তক অভিশিক্ত করিবে, আর গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা মণ্ডল মধ্যে দেবী শারদার অর্চ্চনা করিবে। সাধক শিলাতলে চণ্ডিকা শারদার রূপ আদিত্যের ন্যায় ধ্যান করত সিদ্ধার্থ, অক্ষত রক্তপুষ্প এবং রক্তচন্দন দ্বারা তদুদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পশ্চাৎ পূজক হ্রীং এই

মন্ত্রে আধার শক্তি দেবতাদিগের প্রথমতঃ পূজা করিয়া মণ্ডল মধ্যে ধর্ম্মাদির পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। পরে সত্বাদি শুক্লপাদান্তের পদ্ম মধ্যে অর্চ্চনা করত মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে দেবীর শক্তি সমূহ পূজা করিবে। অতঃপর মণ্ডলের উত্তরভাগে নাথ কামেশ্বরাদি করিয়া লৌহিত্যান্তে সমস্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে। পশ্চিম দ্বারে মনিকর্ণ, চিত্রবর্ণ, ভস্মকুট, শ্বেত পর্ব্বত, নীলাচল, বিচিত্র পর্ব্বত বরাহ গন্ধমাদন, মনিকুট, এবং বিচিত্র মণ্ডল ইহাদিগের পূজা করিবে। কম্পিশ, কেদার, দেবী দিবাকরবাসিনী, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা মানস্তোকা, এবং অপরাজিতা ইহাদিগের দক্ষিণ দ্বারে অর্চ্চনা করিবে। চতুষষ্টি যোগিনী, নবগ্রহগণ, ইন্দ্রাদি দিকপাল, পূর্ব্বাদি ক্রমে অর্চ্চনা করত ভৈরব দিগের এবং ভৈরবীগণের পূজাও পূর্ব্ববৎ করিবে। অতঃপর পাণিতল কূর্ম্ম মুদ্রা করত আপন হৃদয়াসনে একান্তমনে পূর্ব্ববৎ দেবীরূপ ধ্যান করিবে। এই রূপে ত্রিনয়না শারদার চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া মানস কুসুমাদি দ্বারা আপন হৃদয়মন্দিরে অর্চ্চনা করিবে, পশ্চাৎ দক্ষিণ নাসাপুট হইতে অনিল নিঃসারণ করত মণ্ডল মধ্যে তাঁহার আবাহন করিবে। হে 'দুর্গে! হে জগজ্জননি! হে মহামায়ে! তুমি স্বকীয়গণ ও নিজ পরিবারের সহিত এই পুজায় আগমন করত মৎ প্রদত্ত এই পূজা ভাগ তৃপ্তি পূর্ব্বক গ্রহণ কর, আর আপন দুর্গাগণ দ্বারা আমার যজ্ঞ রক্ষা কর। হে নারায়ণি হে লোক পূজিতে! হে মাতঃ

আমরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে বাসনা করি, অতএব হে জননি! তুমি এই শরণাপন্ন দীনজনগণের প্রতি সুপ্রসন্না হও, আর আমাদিগের মনোবৃত্তি হে জননি! তুমি ধর্ম্মার্থে নিয়োগ কর। অনন্তর দুর্গা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে কিম্বা নেত্রবীজ দ্বারা অথবা চতুরক্ষর মন্ত্রে পুনর্ব্বার দেবী শারদার উদ্দেশে ষোড়শ পূজোপচার প্রদান করিবে। হে ভৈরব! অতঃপর সাধক দুর্গা মন্ত্রে দেবীর অঙ্গ সকল অর্চ্চনা করিবে, দুর্গে এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয়, শীর, শিখা, বাহুদ্বয়, কবচ, নেত্র, পাদ এই এই অঙ্গ সকলের অর্চ্চনা করিবে। পরে মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্ট দলে নায়িকাগণের ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে, পূর্ব্ব পত্রে জয়ন্তী, আগ্নেয় দলে মঙ্গলা, কালী ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, ইহাদিগের পূজা কেশরের মধ্যে করিবে। নেত্রবীজের দ্বারা মণ্ডলের ষট্‌কোণে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, এবং এই নায়িকাগণের যথা বিধিমতে অর্চ্চনা করিবে। মণ্ডলের ত্রিকোণে কাম, প্রীতি, রতি, পঞ্চবান পুষ্পধনু, এই সকলের কাম মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর অষ্ট পুষ্পিকা দ্বারা মহামায়া পরমেশ্বরীর অর্চ্চনা করত, দেবীর করস্থ অস্ত্রাদির অর্চ্চনা করিয়া দেবীবাহন পঞ্চাননের ও দানব মহিষাসুরের পূজা করিবে। তৎপরে পীঠদেবতা শারদা, অধিদেবতা কামাখ্যা, মহাদেবী ত্রিপুরা, পীঠ প্রত্যাধিদেবতা কামেশ্বরী, মহোৎসাহা ইহাদিগের ঐ

মণ্ডল মধ্যে সমর্চ্চনা করিবে। চতুর্থাক্ষর মন্ত্রে দেবী মহামায়ার উদ্দেশে বারত্রয় কুসুমাঞ্জলি দান করিবে, আর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক স্তব পাঠ করিবে। অনন্তর সুলক্ষণ যুক্ত বহুবিধ বলি প্রদান করত অষ্টাঙ্গ দ্বারা বিনীত ভাবে প্রণাম করিবে, পশ্চাৎ অবলুণ্ঠন করিয়া যোনিমুদ্রা পদর্শন করিবে। অতঃপর যজমান ঈশানাংশে এক মণ্ডল সংলিখিন পূর্ব্বক তন্মধ্যে নির্ম্মাল্যবাসিনী চণ্ডেশ্বরীর অর্চ্চনা করত অনির্ম্মাল্য সকল তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, এবং যথাবিধি মতে দেবীর বিসর্জ্জণ কবিবে। অনন্তর দিবাকর সূর্য্য দেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য দান করত অছিদ্রাবধারণ করিবে। পরন্ত দেবী শারদাকে স্বহৃদয়ে সংস্থাপন করত পশ্চাৎ যোনিমণ্ডলে সংস্থাপন করিবে হে মহাভাগ ভৈরব! এবম্প্রকারে যে নর জগজ্জননী শারদাসুন্দরীর বিহিত ক্রমে অর্চ্চনা করে, সে অনায়াসে সমস্ত মানস বাসনা সংপূর্ণরূপে ভোগ করিয়া অন্তে শিবলোকে গমন করে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! যে মানব পীঠ স্থান ব্যতীত যদি অন্য স্থানে মহাদেবী কামরূপিনীর পূজা করে তাহা হইলে নীলকুট পূজা করিলে তৎসম ফল সংপ্রাপ্ত হয়। আর যে কালে অন্য স্থানে দেবী শারদার সমর্চ্চনা করিবে, তখন জলে, স্থণ্ডিলে অথবা শিলাদিতে কিম্বা অনলে ইহার মধ্যে এক স্থানে পূজা করিলেই অভিষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। হে পুত্র ভৈরব! শিলা পীঠ কাম রূপে মহামায়া কামখ্যার পূজা করিয়া পীঠ দেবতা-

দিগের অর্চ্চনা যদি না করে, তথাপি সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারে। এবম্প্রকারে যে জন পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চরূপা শিবার এক এক মন্ত্রে এক এক করিয়া যদ্যপি পূজা করে তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আধি ও ব্যাধি এবং অন্য কোন উদ্বেগ সমুপস্থিত হয় না, আর তৎ সদৃশ ব্যক্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং মানব সবৎসা দুগ্ধবতী কোটী গো দান করিলে যে ফল সংপ্রাপ্ত হয়, দেবী কামাখ্যার পূজা করিলে ততোধিক ফল সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পিতৃ বংশে ও মাতামহ বংশে পূর্ব্বতন এবং অধস্তন দশ পুরুষের পাপ সমুদ্ধার করিয়া হে ভৈরব! সে অনায়াসে উভয় বংশের সহিত আমার সুরম্য কৈলাশ ধামে আগমন করিতে পারে। যে নর যোনিমণ্ডল কামাখ্যাতে মঙ্গলদায়িনী কামাখ্যার বারদ্বয় অর্চ্চনা করে, সে আপন শত কুল সমুদ্ধার করত ত্রিলোকবাঞ্ছনীয় শারদাপুরে গমন করিতে পারে। হে সুব্রত ভৈরব! যে মানব নীল পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক যোনিমণ্ডল কামরূপে এতদ্বিধি বিধান ক্রমে পরমেশ্বরী কামাখ্যার অর্চ্চনা করে, সে আত্মকুলের সহস্র পুরুষকে পাপকোষ হইতে বিধূত করাইয়া ইহলোকে পুত্র ও কলত্রাদির সহিত সচ্ছন্দে সুখরাশি ভোগ করত দেহান্তে সদ্‌গৃহ সংপ্রাপ্ত হইয়া গণাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যে জন অষ্টমী কিম্বা নবমী তিথিতে পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চরূপা কামাখ্যার ধ্যান করত ঐ মণ্ডল মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে পূজা করে, সে কোটিকুল সমুদ্ধার

করিয়া আমার এই উৎকৃষ্ট কৈলাসলোকে দীর্ঘ কাল সংস্থিত থাকিয়া দেবী মহামায়ার প্রসাদে পরম নির্ব্বান-মুক্তি সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর ইহলোকে বাঞ্ছিতার্থ সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করত ভয়ঙ্কর রিপু সকল জয় করিয়া মদমত্ত কেশরীর ন্যায় সংসারে বিচরণ করিতে থাকে, এবং চিরায়ু পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত অতুল বৈভব সমন্বিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে থাকে। হে ভক্তশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! আর যিনি মন্ত্রান্বিত পরমোৎকৃষ্ট মহামাহাত্ম্য কামরূপ পীঠে মহেশ্বরী কামাখ্যার সর্ব্বোপচার দ্বারা যথা বিধিমতে অর্চ্চনা করেন, তিনি যক্ষ, রক্ষ পিশাচ গুহ্যক এবং চরাচর সমস্ত পদার্থের সারাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং অমাত্য ও আত্মীয় জনগণ কর্ত্তৃক সাদরে সেবিত হইয়া থাকেন, এতাবতা সমস্ত অভিলাস সম্যক রূপে ভোগ করিয়া দ্বিজরাজ সদৃশ হইয়া থাকেন॥

কালিকাপুরাণে কাম্যাখ্যা পূজা ফল নামক
পঞ্চষষ্টিতমোধ্যায় সমাপ্ত॥

——oo——

ষষ্ঠষষ্টিতমোঽধ্যায়।

মহামুনি ঔর্ব্ব বলিলেন, মহাভাগ বেতাল ও ভৈরব এতৎ সমস্ত তন্ত্র আকর্ণন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ও প্রফুল্ল লোচনে ভূতভাবন ত্র্যম্বকের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন। মহানুভব বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে জগৎপতে! হে ত্রিনয়না! আপনার কৃপাপরতন্ত্র হইতে কামেশ্বরী কামাখ্যার মন্ত্র, যন্ত্রের সহিত শ্রবণ করিয়াছি, সংপ্রতি নমস্কার, মুদ্রা, বলিদান এবং ষোড়শোপচার পূজার নিয়ম ও মাতৃকান্যাস এতৎ সমস্ত হে বিভো! আপনি বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করুন। কারণ আপনকার মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত সুরম্য কামাখ্যা-মাহাত্ম্য আকর্ণন করিয়া কোনরূপেই মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, অতএব হে জগৎপূজিতে! আপনি পুনর্ব্বার জগদাহ্লাদকর তত্তৎ ক্রম সকল বর্ণন করুন। মহাযোগী মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমরা আমার নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞসা করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি হে নরশার্দ্দূল বেতাল ও ভৈরব! তোমরা একমনে তাহা শ্রবণ কর। ত্রিকোণ অথবা ষট্কোণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ করত দণ্ডের ন্যায় অত্যুগ্র অষ্টাঙ্গি পুরঃসরে শতবার প্রণাম করিবে। ঈশান বা কৌবের দিকে দেবী কামাখ্যার পূজার নিমিত্তে এক মনোরম্য সুপ্রশস্ত স্থণ্ডিল পরিনির্ম্মাণ

করত তন্মধ্যে সকল মূর্ত্তির পূজা করিবে। ত্রিকোণ বিষিষ্ট মণ্ডল রচনা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে শক্রুদর্চ্চনা করত শারদা দেবীর অনুদ্দেশে নমস্কার করিবে। অনন্তর পশ্চিম দিক হইতে শান্তুবিদিক (ঈশান ভাগ) গমন পূর্ব্বক, ঐ রূপ তাদৃশ স্থণ্ডিল কল্পনা করিবে, আর যৎ কালে সাধক উত্তরদিকে দেব পূজা করিবে, তৎকালে বায়ু দিকে সংস্থিত হওত প্রণতশীর্ষে প্রণাম করিবে। ঐ রূপ দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু দিকে গমন করত তদ্দিক হইতে ঈশান কোণে গমন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দক্ষিণ দিকে আগমন করিয়া ত্রিলোকের ন্যায় নমস্কার করিবে। হে ভৈরব! যে মানব ত্রিকোণাখ্য নমস্কার করে, সে দেবী ত্রিপুরার পরম প্রীতি পাত্র হইয়া থাকে। অনন্তর দক্ষিণ দিক হইতে বায়বী দিক গমন করত তদ্দিক হইতে পুনর্ব্বার বায়ু দিকে গমন করিবে, পরন্তু দক্ষিণ দিকে গমন করত তদ্দিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্নেয় দিক প্রবেশ করিবে। পশ্চাৎ আগ্নেয় দিক হইতে নৈরিত দিকে গমন করত কৌবের দিকে গমন করিবে, অনন্তর উত্তর দিক হইতে পুনর্ব্বার আগ্নেয় দিকে দ্বিতীয় কোণবৎ ষট্‌ কোণ রূপ যে নমস্কার; এতদ্বারা বিশ্বেশ্বর আশুতোষ এবং বিশ্বেশ্বরী চণ্ডিকার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। হে কুমার বেতাল! দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু দিকে গমন করত, ঐ দিক হইতে পুনর্ব্বার দক্ষিণ দিক প্রাপ্ত হইয়া বিনম্র বদনে যে নমস্কার উহাই অর্দ্ধচন্দ্র নামে কির্ত্তিত হইয়া থাকে।

সাধক দেবোদ্দেশে একবার বর্ত্তুলাকার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার কথনীয় হইয়াছে, উহাকেই ঋষিগণেরা প্রদক্ষিণ রূপ নমস্কার বলিয়া থাকেন। হে মহাভাগ ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, পূজক স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ গমন করত প্রদক্ষিণ ব্যতীত ভূতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডের ন্যায় যে নমস্কার, উহাকে সুরগণেরা দণ্ড নমস্কার বলিয়া থাকেন, আর এই নমস্কার দেবতা দিগের অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে! ভক্তি পরায়ণ সাধক পূর্ব্ববৎ দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইয়া, হৃদয়, চিবুক, আনন, নাসিকা, হনু, ব্রহ্মরন্ধ্র এবং কর্ণ এতদ্বারা ক্রমান্বয়ে যে ভূমি সংস্পর্শ হইবে, তাহাকেই মুনিঋষিগণের অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহিয়া থাকেন। সাধক বারত্রয় বর্ত্তুল প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ক্ষিতিতল সংস্পর্শ পূর্ব্বক যে নমস্কার, তাহাকে দেববৃন্দেরা উগ্র-নমস্কার কহিয়া থাকেন। ভক্তিমান সাধক এই ত্রিকোণাদি নমস্কার দ্বারা দেবী মহামায়োদ্দেশে সকৃৎ নমস্কার করিলে, অচির কালের মধ্যেই ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। মহা যজ্ঞ স্বরূপ এই নমস্কার সদা কালীনই সমস্ত দেবগণের এবং অন্যান্য প্রাণি দিগের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে, আর ইতি পূর্ব্বে যে উগ্রনমস্কার কথিত হইয়াছে, সেই উগ্র সততই জগৎপতি হরির প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে, এবং দেবী দুর্গার ও সাতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করেন। হে সুশীল বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগের নিকট বহু

প্রকার নমস্কার কথিত হইল, অতঃপর মুদ্রার পরিসংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, একান্ত ভক্তি যুক্ত হইয়া শ্রবণ কর। ধেনু, সংপুট, প্রাঞ্জলি, বিল্ব, পদ্ম, নারাচ, মুণ্ড, দণ্ড, যোনি, বদ্ধ, বন্দনী, মহামুদ্রা, মহাযোনি, ভগ, পুটক, শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, অঙ্গ, বিস্মুখ, শঙ্খ, মুষ্টিক, বজ্র, অধোবক্ত্র, সযোনি, বিসল, ঘট, শিখা, তুঙ্গ, পুণ্ড্র, ধেনু, সম্মিলনী, কণ্ড, চক্র, শূল, সিংহবক্ত্র, গোমুখ, পোন্নাম, বিম্ব, পাশুপত, শুদ্ধ, ত্যাগ, সাধনী, প্রসাধনী, উগ্রমুদ্রা, কুণ্ডলী, ব্যূহ, ত্রিমুখ, চাপাকার, বল্লী, যোগ, ভেদ, মোহন, বাণ, ধনু, নীর, এই সকল মুদ্রা সতত বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ উৎপন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন কালে বিধান কর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে অষ্টাধিক শত মুদ্রা কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হে সুব্রত বেতাল! পঞ্চাধিক পঞ্চশত মুদ্রা ঈশ্বরী পূজায় নিরন্তর গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অবশিষ্ট তিস্রাধিক পঞ্চাশত মুদ্রা সময়, দ্রব্যানয়ন, সঙ্কেত এবং নটনাদি এই সমস্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হে ভৈরব! আদ্যক্ষণে যে পঞ্চ পঞ্চাশৎ মুদ্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল মুদ্রা দেবচিন্তায়, যোগানুষ্ঠানে, ধ্যানে, জপকার্য্যে এবং বিসর্জনে পূজিতা হইয়া থাকে।

প্রাণাধিক ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, মুদ্রা ব্যতিত যে জপ, প্রাণায়াম, কি সুরার্চ্চন, বা যোগানুষ্ঠান, অথবা ধ্যান ও আসনশুদ্ধি এই সকল কার্য্য যদ্যপি অনুষ্ঠান করে, তবে সে স্থল তুষার ঘাতের ন্যায় বৃথা, কেবল মাত্র

ক্লেশ ভাগি হইয়া থাকে। অতঃপর সেই কলমুদ্রার প্রত্যেক প্রত্যেক লক্ষণ বলিতেছি, হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। দক্ষিণ করের মধ্যম অগ্র দ্বারা বাম করের তর্জ্জনী যোগ করিবে, আর দক্ষিণ তর্জ্জনী সব্য হস্তের মধ্যমাতে সংযোজনা পূর্ব্বক পশ্চাৎ দক্ষিণ অনামিকা দ্বারা বাম করের কনিষ্ঠায়, নিয়োগ করত দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম অনামিকা সংস্পর্শ করিবে, যে ভক্তিমান মানব এই রূপে সম্যক প্রকার দক্ষিণাবর্ত্তে যোগ করিলে ইহাকেই তত্বদর্শী ঋষি সমুহেরা ধেনুমুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আর এই ধেনুমুদ্রা সর্ব্ব দেবতার পরম তুষ্টিপ্রদা হইয়া থাকে। অতঃপর শ্রবণ কর, হস্তের দ্বিতল সংযোগ করত সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ সংযোগ পূর্ব্বক, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সম্মিলিত করিলে, অমর বাসী সুরগণেরা- উহাকে সংপুটমুদ্রা বলিয়া থাকেন, আর নিখিল দেবতার সম্বন্ধে ঐ মুদ্রা সর্ব্বদা প্রীতিকর হইয়া থাকে। ধ্যান পরিচিন্তা ও যোগাদিতে এই সংপুটমুদ্রা সর্ব্বতোভাবে প্রসস্ত হইয়া থাকে। হে ভৈরব! পাণিদ্বয় নিকুব্জ করিয়া মধ্যভাগ শূন্য করতঃ পুটাকার করিলে প্রাঞ্জলি মুদ্রা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি অন্তর করিয়া পাণিদ্বয় মুষ্টিকা করত বিল্বের ন্যায় আকার করিলে, ঐ মুদ্রা বিল্বমুদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে। অতঃপর করদ্বয় মনিমন্দাকার সংয়োগ করত অঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিয়োগ করিয়া বারত্রয় দ্বিপাণির নিখিল অঙ্গুলি একত্রিত করিলে, উহাই

পদ্মমুদ্রা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, আর এই পদ্মমুদ্রা মানবাদির সম্বন্ধে ধর্ম্মাদি চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন। তর্জ্জনীতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র রেখাদ্বারা সংযোজনা করত অন্য অঙ্গুলি সকল সম্যক প্রকার নম্র করিলে, নারাচমুদ্রা আমার এবং ত্রিনয়ণা দুর্গার সাতিশয় প্রিয়তমা হইয়া থাকে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! বাম করের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলি মুষ্টিকাকার করত, দক্ষিণ করের মধ্যমাঙ্গুলি নম্র করিয়া মধ্যমার সহিত তর্জ্জনী সংযোগ করত, অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে দক্ষিণ পাণি সংযোগ করিলে, উহাকে মুণ্ডমুদ্রা কল্পনা করিয়া থাকেন, আর সকল দেবতাদিগের নিখিলকার্য্যে পরম তুষ্টি সাধন করেন। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদি সম্যকরূপে বিনম্র করত তর্জ্জনী প্রসারিত পূর্ব্বক দক্ষিণ করের অঙ্গুলি সকল সংযোগ করিলে উহাকে দণ্ডমুদ্রা বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উভয় করের অঙ্গুলি সকল সংযোগ করত উভয় পাণির কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বজ্রবৎ সম্বেষ্টন করিয়া বাম করের অনামিকা মূলে কনিষ্ঠাগ্র সংযোগ করিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা মূলে বাম করের মধ্যমার অগ্রভাগ সংযোজনা করিয়া করশাখার মধ্যভাগ যোনির ন্যায় করিলে ত্রিদশ বাসী সুরগণেরা ইহাকে যোনিমুদ্রা নামে কল্পনা করিয়া থাকেন। হে ভৈরব! এই যোনিমুদ্রা পঞ্চরূপা কামাখ্যার এবং কুসুমায়ুধ মদনের, বিশেষত আমার অত্যন্ত প্রীতিপ্রদা হইয়া থাকেন। সমস্ত অঙ্গুলি সংযোগ করত অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব

প্রসারিত করিয়া কনিষ্ঠের অগ্রভাগে ও অপর কনিষ্ঠাগ্র সংযোজনা করিলে, ঋষিরা উহাকে অর্দ্ধ যোনিমুদ্রা কহিয়া থাকেন। সংপুট ও প্রাঞ্জলি, ইহার মধ্যে একতর, শীর্ষে যদ্যপি দর্শন করায়, তাহা হইলে এই মুদ্রাই বন্ধনীয় বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে, এবং এই মুদ্রা জগৎপতি বিষ্ণুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সেই মহামুদ্রা যদ্যপি শ্রবণার সহিত (অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত) সম্মিলন হয়, তাহা হইলে, ঐ মহামুদ্রা চক্রপাণী বিষ্ণুর দক্ষিণাঙ্গে সংযুক্তা হইলে। বৈষ্ণবী নামে সমাখ্যাতা হইয়া থাকেন। মহাযোনিমুদ্রা বৈষ্ণবী তন্ত্রে বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে। উভয় হস্তের মূলভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ে সংযোগ করত দ্বিপাণি প্রসারণ করিয়া পশ্চাৎ সংযোগ করিলে, অমরবাসী দেবগণেরা ভর্গমুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং এইমুদ্রা কমলাসনা লক্ষ্মী, বীণাপাণী সরস্বতী এবং শিবমোহিনী পার্ব্বতীর সাতিশয় প্রীতি প্রদান করিয়া থাকেন, দক্ষিণ করের অঙ্গুলির অগ্রসমূহ পুরভাগে একত্রিত করিয়া পশ্চাৎ সংযোগ করিবে, তাহা হইলে, পরমার্থদর্শী ঋষিরা তাঁহাকে পুটকমুদ্রা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। অঙ্গুলি সমূহের মধ্যে কনিষ্ঠা এবং অনামিকা সংযোগ করত অবশিষ্ট অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া মধ্যমা আর তর্জ্জনী বিস্তার পূর্ব্বক করদ্বয় কুঞ্জিকাকার করিয়া পৃথগ্‌ভাবে অগ্রে দর্শন করিলে, এইমুদ্রা নিসঙ্গ নামে সমাখ্যাতা হন; আর এই নিসঙ্গমুদ্রা, ভক্তানুরক্ত

নরসিংহের এবং অসুরারি বরাহ দেবো সম্বন্ধে মহান্ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। হে বৎস বেতাল! দক্ষকরের মধ্যমাঙ্গুলি হইতে কনিষ্ঠা ও অনামা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করত তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রসারণ করিলে, জগৎপূজিত দেবতারা ইহাকেই অর্দ্ধচন্দ্র মুদ্রা বলিয়া থাকেন, আর এই অর্দ্ধচন্দ্র মুদ্রা বিশেষত নবগ্রহাদির প্রীতি প্রদান করেন। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধমুখীকরত ঐ অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে বামাঙ্গুষ্ঠ সংরক্ষণ করত বামকরের অবশিষ্ট অঙ্গুলি, দৃঢ় মুষ্টিকরিয়া, যে মুদ্রা, তাহাই অঙ্গমুদ্রানামে বিখ্যাত হন্। এই মুদ্রা সকলের কনিষ্ঠাদি নামক যে অষ্টমুদ্রা, তাহাদিগের নাম পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলিতেছি, হে পুত্র ভৈরব! শ্রবণকর। দ্বিমুখ, মুষ্টি, বজ্র, আরব্ধ, বিমন, ঘট, তুঙ্গ, পুণ্ড্র, এই সকল নাম বিষ্ণুমূর্ত্তি নরগণের সম্বন্ধে অঙ্গরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে; আর এই সকলের নাম, এবং নায়িকা গণের নাম যথাক্রমে ক্রমান্বয়ে বলি। করের পৃষ্ঠদল আবর্ত্তন করত তর্জ্জনীযুগ্ম প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তাহাতে আশক্ত করিলে, উহাই শঙ্খ মুদ্রানামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে, এবং শঙ্খমুদ্রা দেবতা মাত্রেরই পরমার্থ সাধন করেন। করযুগ্ম উত্তানাঙ্গুলি করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কনিষ্ঠমূলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক করদ্বয় সংযোজনা করিয়া তৎ করযুগ্ম প্রদর্শন করিলে, মতান্তরে যোনিমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা হইয়া থাকে, এ মুদ্রা দেববৃন্দের পরম তুষ্টপ্রদা হইয়া থাকে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব। দক্ষিণ হস্তের

অঙ্গুলি সমূহ মুষ্টি বদ্ধ করত ঐ মুষ্টিকা ঊর্দ্ধে সংস্থিত করিলে, উহাই শিখরিণী মুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন, আর এই শিখরিণী মুদ্রা ব্রাহ্মী এবং দিনকর সূর্য্যের পরম প্রীতি দান করেন; অনামা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিদ্বয় ঋজু (সরল) ভাবে মধ্যমা এবং তর্জ্জনীতে সংযোগ করিলে, ধেনুমুদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে। করদ্বয়ের নিখিল অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র যোগ করিলে, অর্দ্ধতলে সংযোগ করত, তদধে যোজনা করিয়া অগ্রভাগ অগ্রভাগের সহিত নিযোজিত করিলে, সম্মিলনী মুদ্রা বলিয়া কল্পিতা হইয়া থাকে, এই মুদ্রা ভৌমে এবং অন্তরীক্ষবাসী প্রাণিমাত্রের দিব্য আনন্দ প্রদান করেন। হে বৎস ভৈরব। দক্ষিণ করের অঙ্গুলি সকল সংযোগ করত অপর হস্তের তলভাগ কুণ্ডাকার করিলে, জগৎ পূজিত সুরগণেরা উহাকে কুণ্ডমুদ্রা বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন, আর এই কুণ্ডমুদ্রা ভগবান বুধ, এবং ভূতভাবন শঙ্করের সাতিশয় সম্মোদকর হইয়া থাকেন। বামহস্তের অঙ্গুলি সকল মধ্যমার সহিত সংযোগ করত অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠযুগল অগ্রের সহিত সংযোগ করত ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সম্মুখে সন্দর্শন করিলে, তত্ত্বদর্শী ঋষিরা উহাকে চক্রমুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এবং এই চক্রমুদ্রা মন্ত্রদ গুরু, চক্রপাণী বিষ্ণু, শূলপাণী মহেশ্বর ইহাদিগের অতিশয় প্রিয়তমা হন; দক্ষ করের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা ঈষৎ নম্র করত অপর অঙ্গুলি ত্রয় পুনর্ব্বার অগ্রভাগে সংযোগ করিলে, ব্রহ্মাদি ত্রিদশ সকলেরা উহাকে

শূলমুদ্রা নামে কীর্ত্তন করেন, আর এই শূলমুদ্রা ময়ূরাসন কার্ত্তিক, শুক্র এবং আমার অত্যন্ত সুখরাশি প্রদান করেন। করদ্বয় নিকুব্জী করত বামাঙ্গুলি গণের অগ্রভাগে যোজনা করিয়া সব্যহস্তের তলমধ্যে অপর হস্ত অধোমুখী করত সুপ্রাসিংহমুখী মুদ্রা নামে পরিগণিত হয়, আর এই মুদ্রা ত্রিনেত্রা দুর্গা, সূর্য্যতনয় যম এবং চক্রী নারায়ণের স্বচ্ছন্দ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ ভৈরব! ভগমুদ্রা কর্ণমূলে গোমুখাখ্য নামে পরিকীর্ত্তিতা হন, আর এই গোমুখ মুদ্রা জগৎপতি কৃষ্ণের ও বৈনতেয়, গরুড়ের এবং আমার সর্ব্বদা প্রীতিদায়িনী হইয়া থাকেন। করদ্বয় মুষ্টিকাকার করত, উত্তান পূর্ব্বক পার্শ্বদেশে সংযোগ করিবে, আর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি, ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করিলে, পুনর্ব্বার বামকনিষ্ঠ হইতে এক এক করিয়া বিস্তার করত এই অষ্টমুদ্রা ইন্দ্রাদি দিকপালদিগের সম্বন্ধে দশমুদ্রা নামে কল্পিত হন, ও ত্রিদশবাসী সুরগণের পরম প্রীতি প্রদান করিয়া থাকেন। অঙ্গুষ্ঠাগ্র তর্জ্জনীর অগ্রভাগে সুযোগ করত, মধ্যমাদি অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুলি কুণ্ডলাকার করিলে, কুণ্ডলী মুদ্রা বলিয়া কথিতা হয়, পরন্তু কুণ্ডলী মুদ্রা লিখিত সুরসমূহের অত্যুৎকৃষ্ট আনন্দ সমুৎপন্ন করেন। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী এবং মধ্যমা, অগ্রভাগের সহিত সংযোগ করত মধ্যমা ও কনিষ্ঠা কিঞ্চিৎ সংকোচিত করিয়া, দক্ষিণ করে সংস্পার্শ করিলে, সেই মুদ্রা ত্রিমুকাখ্য নামে কথিতা

হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা বিশ্বদেবের ; কেতু গ্রহের আর মাতৃগণের একান্ত প্রীতিপ্রদা হন। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোগ করত অন্যাঙ্গুলি ঈষৎ সংঙ্কোচিত করিলে, শিববল্লী মুদ্রা নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকে, এবং মুদ্রা পিতৃলোকের, সাধ্যগণের, রুদ্রানুচর দিগের এবং বিশ্বকর্ম্মার সদা কালীনই প্রীতি সাধন করেন। উভয় চরণের তলদ্বয় সংযোগ পূর্ব্বক, সেই অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধভাগে সংযুক্ত করত, কর দ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নাভির উপরিভাগে অঞ্জল্যাকার করিলে, তত্ত্বদর্শী যোগিগণেরা যোগমুদ্রা বলিয়া গান করিয়া থাকেন, আর এই মুদ্রা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এক মাত্র পরম তত্ত্ব দান করেন।

এবং এই যোগমুদ্রা, দেবতা মাত্রেরই পূজায় ও ধ্যানে বিশেষ রূপে আদরনীয়া হইয়া থাকে, আর তাঁহাদিগের পরম আনন্দ দান করেন। ঊর্দ্ধাঞ্জলি মুদ্রার ন্যায় উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে সংস্থিত করত, হস্ত বিশ্লেষ করিয়া সন্দর্শন করিলে, তপঃপরায়ণ ঋষিরা এই মুদ্রাকে ভেদমুদ্রা বলিয়া থাকেন ; এবং ভেদমুদ্রা বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং সংহারক আমি ইহাদিগের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। করদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ যুগ্ম নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রের সহিত ও পশ্চাদ্ভাগে সুযোগ করত কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বয়, তর্জ্জনীর সহিত সংযোগ করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে একত্রিত করত কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রদর্শন করিলে, সম্মোহন মুদ্রানামে বিখ্যাতা হন, আর এই মুদ্রা

জগদম্বিকা দুর্গাদেবীর অত্যন্ত অনুরক্তা হন, এবং তাবদ্দেবগণের মহামোহ সমুৎপন্ন করেন, ও পরম প্রীতি দান করিয়া থাকেন। সব্যহস্ত বিনম্র করিয়া মধ্যমা এবং অনামা ঐ হস্তের পৃষ্ঠভাগে সংযোগ করত পশ্চাৎ অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠ, এবং তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত সংযোগ করিলে, বাণমুদ্রা নামে কথিতা হন, আর এই বাণমুদ্রা নিখিল দেবতাদিগের একান্ত তুষ্টিকারক হইয়া থাকে। করদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল সংকোচ করত, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারিত করিবে. পশ্চাৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বারা অগ্রের সহিত তর্জ্জনী সংযোগ করিয়া পরে হস্তবিস্তার করিলে, ধনুমুদ্রা বলিয়া কথিতা হইয়া থাকে। অতঃপর হে ভৈরব! সমগ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগ ব্রাহ্মতীর্থে সংযোগ করিবে, পশ্চাৎ অনামার পৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠাগ্র সুযোগ করিলে,পশ্চাৎ শূন্য তূণীরাকার করত তূণীরাখ্য মুদ্রা বলিয়া কথিতা হন, এবং এই মুদ্রা স্বর্লোক বাসী বিবুধ গণের সাতিশয় রতিজনক হইয়া থাকে। মুদ্রাতে সংস্থিত হইয়া পূজা করিবে, এবং মুদ্রাবস্থিত হওত আত্ম ইষ্টদেবতা ও দেবতাদিগেরও চিন্তা করিবে, আর মুদ্রাতে আশক্ত হওত যোগানুষ্ঠান করিবে. (এতাবতা) মুদ্রা সমস্ত জীবেরই পরম প্রমোদকর হইয়া থাকে। যে যে কালে পূজা, ধ্যান, যজ্ঞাদি, স্তব, এবং চিন্তা এই সমস্ত কার্য্যে হস্তদ্বয়, মুদ্রা যুক্ত করিবে, যজ্ঞাদি কার্য্যে মুদ্রাদি করণে হস্ত যদি অক্ষম হয়, তবে মুদ্রা না করিয়া কোনক্রমেও ঐ যজ্ঞাদি কার্য্য যদ্যপি সমারব্ধ করে, তা হইলে তৎ যজ্ঞাদি প্রায়ই নিষ্ফল

হইয়া থাকে. তন্নিমিত্ত সর্ব্বতোরূপেই তত্তৎকার্য্যে মুদ্রার অনুষ্ঠান আবশ্যক। দেবতাদিগের বিসর্জ্জনে যে দেবতার মুদ্রা উক্ত হইয়াছে, পূজাদিতে সেই দেবতার সম্বন্ধে তন্মুদ্রা প্রয়োজন করিবে না। বিসর্জ্জনাদিতে যদ্যপি মুদ্রা উল্লেখিত না থাকে, তথাপি মুদ্রাপ্রকরণ অনুষ্ঠান করিয়া বিসর্জ্জন কার্য্য সমাধা করিবে। বিচক্ষণ, পূজাদি তাবৎ কার্য্যে ফলের বৃত্তির নিমিত্তে পুণ্য প্রদায়িনী মুদ্রা অনুষ্ঠান করিবে, কারণ দেবতাদিগের এই মুদ্রা, সুরগণের একান্ত আনন্দদায়ক; সেইহেতু পরম যত্নের সহিত এই পূজাদি কার্য্যে মুদ্রানুষ্ঠান করিবে।

হে মানবশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, যোনি, অর্দ্ধযোনি, মহাযোনি, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এই সকল মুদ্রা পরমেশ্বরী দুর্গার এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর বিসর্জ্জনে প্রোক্ত হইয়াছে, বিশেষত দুর্গাদেবী যখন যে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; তখন তিনি সেইরূপ মাত্রেই এই মুদ্রা কর্ত্তৃক প্রসস্ত রূপে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে। যোনি, মহাযোনি এবং সম্পূট এই তিনটি মুদ্রা, ন্যস্ত ভাবে বর্জ্জন করত অন্যত্র স্থানে (পূজাদিতে) ঐ ন্যস্ত মুদ্রা সুপ্রসস্তা হইয়া থাকে। হে পুত্র! ত্রিপঞ্চাশত অন্য যে মুদ্রা পূর্ব্বে কথিতা হইয়াছে, তত্তন্মুদ্রা বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, বামাপূজায়, সাতিশয় প্রশস্তা হইয়া থাকে। হে মহাভাগ বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগের সম্বন্ধে যে সকল মুদ্রা কথিত হইল, পূজাদি কার্য্যে সেই সকল মুদ্রা সন্ততো ভাবে পরম তুষ্টি

ও পুষ্টিদান করেন, অতঃপর হে বৎস ভৈরব! বলিদানের ক্রম সকল আকর্ণন কর।

কালিকা পুরাণে বিবিধ মুদ্রা কথন নামক ষট্‌ষষ্টি তমোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥

——oo——

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়।

অতঃপর হে পুত্র ভৈরব! লোকমাতা চণ্ডিকা নরবলি দ্বারা সহস্র বৎসর পরম তৃপ্তিলাভ করেন; আর সাধক, নির্ম্মল ভক্তির সহিত বিধি পূর্ব্বক নরমাংস দেবী চণ্ডিকো দ্দেশে প্রদান করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা মহামায়া চণ্ডিকা, লক্ষ বৎসর যাবৎ সুন্দর তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। দেবী কামাখ্যা নরমাংস দ্বারা সহস্রবর্ষ প্রীতি হন, আর আমার তুল্য রূপধারী যে মহা ভৈরব, ঐ নর মাংসে একান্ত প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আর ঐ নরশোণিত মন্ত্রপূত হইলে, সদাকালীনই পীযুষ তুল্য হইয়া থাকে, এবং সেই নরদেহের মস্তক, যেহেতু মাংসাপেক্ষাও মহা ইষ্টপ্রদ হইয়া থাকে, সেইহেতু দেব পূজায়, দেবোদ্দেশে সেই নরশিরও নরশোণিত সর্ব্বতো ভাবে প্রদান করিবে। বিচক্ষণ সাধক ভোজন বিষয়ে তত্তন্মাংসের বিলোম করিয়া নিয়োগ করিবে, এবং পূজাদি কার্য্যে কদাচ আম মাংস দান

করিবে না! যে সাধক শোণিতযুক্ত শীর্ষ নিস্তারিণী কালিকোদ্দেশে দান করে, সে সাক্ষাৎ অগরাগর সুধাদানের ফলভাগী হইয়া থাকে। হে প্রাণাধিক বেতাল ও ভৈরব। অতঃপর বলিতেছি, অবহিত হও, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য এবং মাংস ইহারা বলির তুল্য, আর এতদ্দ্বারা মহাদেবী মহামায়া ছাগ সদৃশ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। চন্দ্রহাস কিম্বা কত্রা(কাটারি এতদ্দ্বারা বলিচ্ছেদন করিলে, মুখ্যকল্প পরিকল্পিত হয়, দাত্র অসি, ধেনু, ক্রকচ এবং শঙ্খনাভি এতদ্দ্বারা ঐ কুষ্মাণ্ডাদির ছেদন হইলে, মধ্য কল্প বলা যায়। ক্ষুর ও ভল্ল দ্বারা তাদৃশ বলি সংচ্ছেদন করিলে, অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

হে পুত্র ভৈরব! এতদ্ব্যতীত যদি অন্য কোন অস্ত্রাদি দ্বারা বলিচ্ছেদন করে, তাহা হইলে বলিপ্রদাতা অবিলম্বে কৃতান্ত ভবনে গমন করে। যে সাধক হস্তদ্বারা প্রোক্ষিত পশু কিম্বা পক্ষি (উৎসর্গপশু যদ্যপি সংচ্ছেদন করে, তবে তদ্বধজন্য ব্রহ্মহত্যা পাতকে নিশ্চয়ই লিপ্ত হন। শ্রদ্ধাবান যজমান মন্ত্রপাঠ ব্যতীত কদাপি খড়্গ বলির প্রতি নিয়োগ করিবেক না, কারণ খড়্গের আমন্ত্রণ মন্ত্র পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বিশেষ পণ্ডিতেরা, দেবী মহামায়ার পূজায়, বলি প্রকরণে তন্মন্ত্র সংযোগ করিবে, শারদাদি দেবীর পূজায়, এবং বিশেষ মহাদেবী কামাখ্যা অর্চ্চনে বারদ্বয় কালী কালী উল্লেখ করত পরন্তু বজ্রেশ্বরী পদ, অনন্তর লৌহদণ্ড এই প্রয়োগ সংযোগ করিয়া পরন্তু নমঃ শব্দ সংযোগ

করিবে। হে বৎস বেতাল! এতন্মন্ত্রে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অর্চ্চনা পূর্ব্বক, পাণি দ্বারা খড়্গ গ্রহণ করত কালরাত্রি মন্ত্রে সেই খড়্গের অভিমন্ত্রণ করিবে। পশ্চাৎ খড়্গের মধ্যভাগে সিন্দূর দ্বারা নেত্রবীজ দ্বিরাবর্ত্তে লিখিত করিবে, পরন্তু কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে এই পদ প্রয়োগ করিবে, পরে হান্তাদি তৃতীয় স্বর, একাদশ স্বরের সহিত সম্মিলন করিয়া নাদবিন্দুর সহিত সংযোগ করিবে, পরে দ্বিবচন যোগ করত ফেৎকারিণি এই পদ প্রয়োগ করিয়া খাদয় ছেদয় এই পদ উল্লেখিত হইলে, সর্ব্বদুষ্টানির পর মারয়, মারয় উচ্চারণ করিবে। অতঃপর সাধক এই বলিবে এই সুতীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা এই সুলক্ষণ মহিষকে পুনঃ পুনঃ ছেদন করি, পরে কিল, কিল, কিচি, কিচি, পিব, পিব, এতাদৃশ শব্দ করিয়া, পরন্তু রুধির মনন পূর্ব্বক ফোঁ ফোঁ কিরি, কিরি, এই শব্দ করিয়া জগদম্বিকা কালিকোদ্দেশে নমস্কার করিবে। হে ভৈরব! মহাদেবী কালরাত্রির মন্ত্র তোমাদের নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম, এই কালরাত্রিরমন্ত্র দ্বারা তীক্ষ্ণখড়্গের অভিমন্ত্রণ করিলে, দেবী কালত্ররাত্রি স্বয়ং সেই খড়্গে সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন। বলির পূর্ব্বে সাধক কর্ত্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, ঐ মন্ত্র সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, সাধক এই সিদ্ধ মন্ত্রে পশু ছেদন করিলে, কদাপি প্রাণী হত্যায় সংলিপ্ত হয় না। বিশেষ এ কথা পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রোক্ত হইয়াছে, যজ্ঞার্থে পশু সকল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাহা সৃষ্টি হইয়াছে, হে পশো! অদ্য তোমাকে বধ করি, কারণ জজ্ঞের

নিমিত্তে যে বধ তাহা বধ নয় এই কথা লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

অতঃপর যজমান দেবোদ্দেশ কিম্বা আপন কামনা উদ্দেশ করত পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বমন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বাশ্য সুলক্ষণ বলি চ্ছেদন করিবে, অথবা সাধক স্বয়ং উত্তর বক্ত্র হইয়া সেই বলি সংছেদন করিবে। আর পূর্ব্বোক্ত সৈন্ধবাদি রুধির পাত্রে অবশ্যই নিয়োগ করিবে। হে বৎস ভৈরব! সুবর্ণ, রজত, তাম্র, পত্র পুট, কাংশ্য, কিম্বা যজ্ঞকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত পাত্রে রুধির গ্রহণ করিয়া দেবীর উদ্দেশে প্রদান করিবে। লৌহ পাত্রে কিম্বা বল্কলে অথবা শৈশকে কিম্বা শ্রুক, শ্রুবাদিতে কদাচ বলির রুধির প্রদান করিবেক না। আর যে সাধক অতুল বিভূতি অভিলাষ করিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি ঘটে, ভূতলে, ক্ষুদ্র পাত্রে কিম্বা পান পাত্রে কখনই রুধির ধারা দান করিবে না। নরপতি নররুধির সর্ব্বদাই মৃন্ময় পাত্রে দেবোদ্দেশে সংপ্রদান করিবে, কিন্তু পত্র পুটাদিতে কদাচই শোনিত দান করিবে না। নরাধিপ হয়মেধ যজ্ঞ ব্যতীত অশ্ব বলি কদাচ প্রদান করিবে না, এবং দিক্পাল মেধে গজদ্বারা বলিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু নিখিল রাজ্যের নরপতি হইলেও, দেবী মহামায়ার উদ্দেশে অশ্ব কিম্বা হস্তি কখনই প্রদান করিবে না। নরোত্তম হয়াকর্ষে চামর, মৃগপুচ্ছ দান করিবে, দ্বিজোত্তম সিংহ, ব্যাঘ্র, নর, স্বগাত্র রুধির এবং মদ্য দেবী জগদম্বিকোদ্দেশে কদাচ প্রদান করিবেক না; যে ব্রাহ্মণ ত্রিলোক ভয় হারিণী মহা-

মায়োদ্দেশে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মানব প্রদান করে, সে তৎক্ষণাৎ ঘোর নরকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এবং হীনায়ু হওত, সুখ ও সৌভাগ্যাদিবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে, আর ব্রাহ্মণ স্বগাত্র রুধির প্রদান করিলে আত্ম হত্যায় লীন হয়। হে মহাভাগ ভৈরব! ব্রাহ্মণ দেবীর উদ্দেশে যদ্যপি মদ্য দান করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রহ্মণ্যদেব হইতে হীন হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি বিপুল ধন সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে পশুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসার দ্বারা বলি প্রদান করিবে, নচে কৃষ্ণসার দান করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মহত্যা পাপে আশক্ত হইয়া থাকে।

মনুজশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! যে পূজাদিতে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মনুষ্য বধ বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা বক্ষ্যমান রীতি ক্রমে বলিদান সম্পন্ন করিবে, ঘৃতদ্বারা ব্যাঘ্র, মনুষ্য এবং সিংহ নির্ম্মাণ করত কিম্বা যক্ষ, রক্ষোদিত পূপদ্বারা ব্যাঘ্রাদি বিনির্ম্মাণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ চন্দ্রহাস দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে নমস্কার করিয়া ছেদন করিবে। সাধক প্রভৃতি বলিদান স্থলে দুটী বা তিনটী বলি দেবী মহামায়ার সম্মুখে সংস্থাপন করত গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, সমস্ত পশুর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। বলির সামান্য পূজা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যে যে স্থলে যে যে বিষয় বিশেষ আছে, হে পুত্র ভৈরব!

সম্প্রতি তাহা আমা হইতে শ্রবণ কর। দেবী কিম্বা ভৈরবী অথবা ভৈরব এতদুদ্দেশে যৎকালীন মহিষ বলি প্রদান

করিবে, তৎকালে এই মন্ত্র দ্বারা সেই বলিবপূজা করিবে। হে মহিষ! যে প্রকার তুমি আমার দেবেশ, আর যে প্রকার তুমি মহামায়া চাণ্ডিকাকে সর্ব্বদা বহন কর, দেবের শ্রেষ্ঠ! সেই প্রকার আমার শুভ মঙ্গল বহন কর। হে বররূপ! হে নুলাপ! ধর্ম্মরাজ যমের একমাত্র বাহন তুমি, অতএব মৎ সম্বন্ধে আয়ু, বিত্ত এবং যশ প্রদান কর, হে মহিষ! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। খড়্গের যৎকালীন গ্রহণ করিবে, তখন এই মন্ত্র অনুষ্ঠান করিবে, আর জলদ্বারা সেই করবাল অভ্যুক্ষণ করত, অত্যন্ত সুদীপ্যমান হইয়া থাকে। হে খড়্গ! তুমি দেব কার্য্যে কিম্বা পিতৃ কার্য্যে সাতিশয় শুভ প্রদান করিয়া থাকো, হে মহাভাগ! সম্প্রতি তুমি আমার যাবদীয় রিপু বিনাশ কর হে করবাল! হে গুহাজাত! তোমারে নমস্কার করি। হে ধার্ম্মিকবর ভৈরব! যে কালীন কৃষ্ণসার দেবোদ্দেশে প্রদান করিবে, তৎ কালীন এই মন্ত্র পরিকীর্ত্তন করিবে। হে কৃষ্ণসার! হে ব্রহ্মমূর্ত্তে! হে ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধন! হে চতুর্ব্বেদময়! হে প্রাজ্ঞ! মৎ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি প্রদান কর, এবং সরভ পুজায় এতদ্রূপ মন্ত্র কীর্ত্তন করিবে। হে অষ্টপাদোবিভ্রংশ হে চন্দ্রভাগসমুদ্ভব! অনন্তমূর্ত্তে! মহাবাহো! হে ভৈরবাখ্য! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে মহিষ! তুমি প্রচণ্ড ভৈরব রূপ দ্বারা বরাহ নিপাত করিয়াছ, এবং সরভ রূপেও আমার সমস্ত রিপু ও বিঘ্নাদি বিনাশ কর, আর তুমি হরিরূপে ত্রিপূরা সুন্দরী চণ্ডিকাকে সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকো, তদ্রূপ আমার অশুভ রাশি

ও নিখিল বিঘ্ন বিনাশ কর। হে হরে! তুমি প্রচণ্ড সিংহরূপে এই জগতিতলে বিরাজ করিতেছো; আর দুর্দ্দান্ত নৃসিংহ রূপে অসুর শ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছ, হে মহাবীর! সংপ্রতি মদীয় অমঙ্গল সকল অপহরণ কর। হে অনঘ! সিংহ পূজার ক্রম সকল মৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইল; নর রুধির প্রদানের পর্য্যায়, যথা ক্রমে হে বতস ভৈরব! শ্রবণ কর। পীঠস্থানে কিম্বা শ্মশানে নিত্যই বলি প্রদান করিবে। শ্মশান ও হে রুকাখ্য পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কামাখ্যা এবং নীল শৈলের যে এক তন্ত্রতা তাহাও যথা ক্রমে জানিবা. শ্মশান আমার স্বরূপ রূপ এবং ভৈরবাখ্য রূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তন্ত্রাঙ্গ, তপস্যা এবং সুসিদ্ধ ইহারা ভাগত্রয়ে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ব ভাগে ভৈরব নামে প্রতিপাদিত হওত, নরসমূহের সৃষ্টির প্রতি এক মাত্র কারণ রূপে কথিত হইয়া থাকে, এবং দক্ষিণাঙ্গে নরশির ও মুণ্ডমালা জাজ্যল্য রূপে সুদীপ্তি পাইতেছে।

পশ্চিমাঙ্গে সৈন্ধবাদির সহিত রুধির পাত্র নিয়োগ করিবে। সাধক লোক বিমুগ্ধা মহামায়ার উদ্দেশে এবম্প্রকার রুধির পাত্র প্রদান করত গন্ধ, পুষ্প দ্বারা পবিত্রান্তঃকরণে অবলোকন পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। সুস্নাত অথচ সুদীপ্ত এবং মাল্য, চন্দনে বিভূষিত এক মানবকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করত, মাংসও মৈথুনভাগ বিবর্জ্জিত করিয়া তাঁহার অঙ্গ সমূহে অঙ্গ দেবতাদির পূজা করিবে। যজমান

বৈদিক মন্ত্রে সেই বালশ্রেষ্ঠ মানবকে অর্চ্চনা করিবে, ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার পূজা করিবে, নাসারন্ধ্রে মেদিনী, কর্ণদ্বয়ে আকাশ, জিহ্বাদেশে বরুণ, সর্ব্ব মুখে রবি,নয়নদ্বয়ে জ্যোতীষি, বদনে বিষ্ণু, ললাটে আমার মঙ্গলাখ্য শিব নাম, দক্ষিণ গণ্ডে পুরন্দর, বাম গণ্ডে অগ্নি, গ্রীবাদেশে শমনদমন যম, কেশাগ্রে নৈঋত, ভ্রূমধ্যে প্রচেতস, নাসামূলে বায়ু, স্কন্ধে ধনেশ্বর, (কুবের) হৃদয়ে সর্পরাজ অনন্ত এই এই অঙ্গ সমূহে এই সকল দেবতাদিগের সম্যক প্রকার অর্চ্চনা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হে নরবর্য্য! মহাভাগ! হে সর্ব্বদেবময়! পুত্র, কলত্র, বন্ধুবর্গের সহিত একান্ত শরণাপন্ন যে আমি, হে মহাভাগ। আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। হে নরোত্তম! রাজ্য, অশ্বর্য্য এবং অমাত্যের সহিত আমাকে সংরক্ষণ কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমাকে রক্ষাই কর, কিম্বা পরিত্যাগই কর, আমি এক মাত্র তোমারই শরণাপন্ন, আর বিশেষ মহাতপস্যা, বিবিধ দান এবং বহুবিধ যজ্ঞ এতদ্দ্বারা হে মহাবাহো! তুমি মানব কুলে সমুৎপন্ন হইয়া যে যশ ও শ্রী লাভ করিয়াছ, হে নরোত্তম! সম্প্রতি তৎ সমস্তই তোমাকে সমর্পণ করিলাম।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! রাক্ষস, পিশাচ, বেতালগণ, সরিস্থপ, নৃপ, রিপু এবং মন্ত্রঘ্ন ইহারা সমস্তই হে মহাবাহো! তোমার কণ্ঠে সর্ব্বতোভাবে অনিমগ্ন হউক। পূর্ব্ব তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা এবম্প্রকার পূজানুষ্ঠান করতঃ, পশ্চাৎ আপন স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সেই নরবলি পুনর্ব্বার অর্চ্চনা

করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদি সুরগণ কর্ত্তৃক, এবং দশ দিকপাল ও অন্যান্য দেবতা কর্ত্তৃকও প্রার্থনায় যে তুমি, হে নর বর্য্য! পাপানুষ্ঠান যদ্যপি করিয়া থাকো তৎ সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। হে নরবর! তুমি নিষ্পাপ হইলে, তোমার শোণিত পীযূষ সদৃশ হইয়া থাকে, এবং জগন্মাতা অম্বিকা তোমার সুধা সদৃশ রুধির পান দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন।

হে নরবর্য্য! হে বলে! তুমি মনুষ্য কায় পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে এই কালকরালে নিপতিত হও, আর আমার চিরসঞ্চিত সদনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া হে মহাবাহো! তুমি নিখিল সুরগণের আধিপত্য গ্রহণ কর। হে নর! ইহা হইতে যদ্যপি অন্যথা কর, তবে মল, মূত্র এবং মাংসপিণ্ডে রচিত যে তোমার এই কলেবর, দেবী কামাখ্যা কোন রূপেই গ্রহণ করিবেন না, অন্য বলিরূপ যতো মহিষাদির পূজা, তন্মাত্রেই জগন্মঙ্গলদায়িনী শিবা তৎক্ষণাৎ তাঁহার কায় মেধ ও শোণিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে বৎস বেতাল! অন্য দেবতা উদ্দেশে যৎকালীন যে বলি প্রদান করিতে হইবে, তৎ কালীন সেই বলি সকল সমর্চ্চনা করিয়া সমর্চ্চিত সুর গণোদ্দেশে প্রদান করিবে। কিন্তু কান, অঙ্গ বিহীন, অতি বৃদ্ধ, রোগ যুক্ত, গলব্রণ, ক্লীব, ব্যঙ্গ, অধিকাঙ্গ শ্বিত্রিযুক্ত, মহাপাতক চিহ্নিত, অদ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, সূতকসংযুক্ত, এবং মহাগুরু নিপতিত এই সকল বলি পুনঃ পুনঃ পূজিত হইলেও, কদাচ বলি কর্ম্মে নিয়োগ করিবে না।

করিয়া থাকেন। আর সেই ছিন্ন মস্তক তৎকালে দেবতার-নাম যদ্যপি সমুচ্চারণ করে, তবে বলিপ্রদাতার সম্বন্ধে অতুল বিভূতি ও বিদ্যা ষন্মাস মধ্যে লাভ করিতে পারেন। হে বৎস ভৈরব। অতঃপর শ্রবণ কর, রুধির আদান সময়ে ছিন্ন মহিষকায় হইতে যদ্যপি শকৃৎ (একবার) মূত্রশ্রাব করে, তাহা হইলে বলিদান কর্ত্তার তৎ কালেই প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলিছেদনের পরক্ষণে সেই ছিন্ন মহিষ যদ্যপি বামচরণ বিক্ষেপ করে, তবে দান কর্ত্তার সম্বন্ধে মহা ভয়ঙ্কর রোগ সমুৎ পন্ন হয়, কিন্তু অন্য যে কোন চরণ বিক্ষেপ করিলে, বলিপ্রদাতার পক্ষে পরম কল্যাণ হইয়া থাকে। সাধক আপন অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা মহিষ রক্ত কিম্বা নরশোণিত ভূতল হইতে সমুদ্ধার করত পশ্চাৎ মহাকৌষিক তন্ত্রে পূতনাদি দেবোদ্দেশ করিয়া নৈরিতাংশে অথবা পূর্ব্বাংশে তাহা উৎকৃষ্ট বলিরূপে নিক্ষেপ করিবে। যে যজমান পঞ্চবর্ষীয় মহিষ, পঞ্চবিংশতি বর্ষে দেবোদ্দেশে বলি প্রদান করে, আর ভূতল হইতে তাহার রক্ত দ্বারা নেত্র-বীজ অথবা কামবীজ এতদ্দ্বারা ভ্রূমধ্যে তিলকানুষ্ঠান করিলে, অনায়াসে আত্ম বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। হে নর-পতে! যে রাজা সুতীক্ষ্ণ-খড়্গ, মন্ত্রে আক্রমণ করিয়া শত্রূদ্দেশ পূর্ব্বক, রক্ত অথবা মূত্র দ্বারা মহিষ কিম্বা ছাগলের আনন আবদ্ধ করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা উহার গ্রীবা ছেদন করিয়া সাতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার শোণিত মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা-দেবীর উদ্দেশে প্রদান করিবে। যে যে কালে শত্রুর

অতিশয় পরিবৃদ্ধি হয়, সেই সেই কালে এই রূপে শত্রু উদ্দেশ করিয়া মহিষ অথবা ছাগলের রুধির প্রদান করিবে, তাহা হইলে শত্রু শঙ্কট হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে। হে মহামায়ে! দুর্গে! মৎপ্রদত্ত এই বলি তুমি গ্রহণ কর, আর স্ফেঁ, স্ফেঁ, খাদয়, খাদয় এই মন্ত্র দ্বারা বলি মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে। অতঃপর দ্ব্যক্ষর মন্ত্রে- রুধির দেবী কালিকোদ্দেশে নিবেদন করিবে।

হে সৌম্য ভৈরব! শারদাগমে মহানবমী তিথিতে যে সাধক এবম্প্রকার বলি প্রদান করে, আর পবিত্র ও সংস্কার অগ্নিতে দুর্গামন্ত্রে তাঁহার অষ্টাঙ্গোদ্ভব মাংস দ্বারা আহুতি দান করিলে, দুর্গাপুরে নিশ্চই গমন করিতে পারে। সাধক মহিষ কিম্বা ছাগাদির নাভির অধস্থ রুধির কিম্বা পৃষ্ঠদেশের রুধির অথবা স্বগাত্র শোণিত কালভয় বিনাশিনী মহামায়ার উদ্দেশে কদাচ দান করিবে না। ছিন্ন পশুর ওষ্ঠ, চিবুক, ইন্দ্রিয়সমূহ, কণ্ঠাধঃ এই কএক অঙ্গের রুধির দেবোদ্দেশে কখনই দান করিবে না। ভক্তিমান সাধক ছিন্ন পশুর গণ্ডদ্বয়, ললাট, ভ্রূমধ্য, কর্ণাগ্র, বাহুদ্বয়, স্তনযুগ্ম, উদর, কণ্ঠদেশের নিম্ন, নাভির ঊর্দ্ধভাগ, হৃদয় এবং পার্শ্বদ্বয় এই এই অঙ্গের রুধির জগদম্বিকা দুর্গাদেবীর প্রীতির নিমিত্তে দান করিবে। হে ভৈরব! গুল্ম, চক্র, কিম্বা অন্যান্য রোগযুক্ত পশ্বাদির শোণিত দেবতা উদ্দেশে কদাচ নিবেদন করিবেক না। সাধক শ্রদ্ধার সহিত অক্ষুব্ধচিত্তে এবম্প্রকার সুলক্ষণান্বিত পশু সংচ্ছেদন পূর্ব্বক, সুস্ফু-

টিত পদ্মপত্রে উহার রক্ত প্রদান করে, অথবা সুবর্ণ, রজত, কাংশ, প্রস্তর, এতদ্দ্বারা বিনির্ম্মিত পাত্রে রুধির গ্রহণ পূর্ব্বক, মন্ত্রপূত করিয়া দেবী জগদম্বার উদ্দেশে প্রদান করিবে! পদ্মপুষ্প অথবা পত্র দ্বারা শোণিত গ্রহণ করত তৎ পাত্র পূরিত রুধির চতুর্ভাগ করিয়া এক ভাগ কিম্বা আত্মজ ক্ষুন্ন রুধির কদাপি মহামায়োদ্দেশে দান করিবে না। যে মানব স্বদেহোৎপন্ন মাংস, মাষ কিম্বা তিল অথবা মুদ্গা এতৎ প্রমাণে ত্রিনয়না কালিকোদ্দেশে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করে, সে ষন্মাষ মধ্যে আত্ম অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। যে সাধক বাহুদ্বয়ে কিম্বা স্কন্ধে অথবা হৃদয়ে প্রদীপবর্ত্তিকা সংস্থাপন করত ভক্তি ব্যতিরেকেও, যদ্যপি প্রদান করে, ক্ষণমাত্র সংস্থাপিত তত্তদ্দীপদানের ফল হে বৎস্য ভৈরব! শ্রবণ কর। যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক সেই সেই অঙ্গে তত্তৎপ্রকার দীপবর্ত্তিকা দান করে, সে এই সংসারে বিপুল ধনরাশি ভোগ করত যথেচ্ছা পূর্ব্বক দেবী গৃহে গমন করিতে সমর্থ হন, এবং দেবীগৃহে ত্রি কল্পকাল পর্য্যন্ত বশবাস করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্যলোকে রাজবংশে সার্ব্বভৌম হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন! ভক্তিমান সাধক বলির জন্য পশু, পক্ষি এবং মনুষ্য ইহাদিগের স্ত্রী কখনই বলিকার্য্যে প্রদান করিবেনা, কিন্তু ইছাবশত যদ্যপি ঐ স্ত্রীজাতি বলি প্রদান করে, তাহা হইলে দাতা ঘোর নরকে গমন করেন। সঙ্ঘ (অর্থাৎ সমূহ) বলিদান স্থলে পশু, পক্ষি ও মনুষ্য ইহাদিগের স্ত্রী যদ্যপি বলি প্রদান করে, এবং ত্রিমা-

পূজাস্থলে দ্বিজাতিরা মদ্যের প্রতি নিধি কাংশপাত্রস্থ নারিকেলোদক এবং তাম্রপাত্রস্থিত মধু আপদ কালে প্রদান করিবে, কিন্তু কুসুম মধু কদাপি মদ্যের প্রতিনিধি প্রদান করিবেক না। রাজপুত্র, অমাত্য, রাজমন্ত্রী এবং শৌণ্ডিকগণ ইহারা আত্ম সুখের জন্য সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নরবলি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু রাজার সম্মতি ব্যতিরেকে নরবলি যদ্যপি দান করে, তাহা হইলে বলি প্রদাতা কলুষ রাশিতে নিমগ্ন হইতে অবশ্য হইবে। রাজা কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি উপপ্লবে কিম্বা রণস্থলে যথেষ্টাচার নরবলি যদ্যপি কদাচ প্রদান করে, তাহা হইলে বলি প্রদানের পূর্ব্ব দিবসে মানস্তোকে কিম্বা দেবী সূক্তত্রয় অথবা গন্ধদ্বারা এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গ, বলিশীর্ষে অর্পণ করিবে, এবং সেই খড়্গে সুগন্ধ ও তৈল এবং হরিদ্রা এতদ্দ্বারা অধিবাস করিবে। খড়্গস্থ গন্ধাদি বলির গলে প্রদান করিবে, আর অম্বে, অম্বিকে কিম্বা রৌদ্র ভৈরব মন্ত্রে এবম্প্রকার অসি সংস্কার করিয়া বলির কণ্ঠে সংস্কার করিলে, দেবতা স্বয়ং সেই বলি রক্ষা করিয়া থাকেন। যে সাধক এবম্প্রকার বলির জন্য পশ্বাদির সংস্কার করে, তাঁহার সম্বন্ধে কদাচ আধ্যাত্মিকাদি দোষ অথবা অন্তঃকরণের ক্ষুন্নতা কখনই সমুৎপন্ন হয় না। হে বৎস ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, নরশির যে যে স্থানে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইলে, পশু ও মনুষ্যাদির সম্বন্ধে যে শুভাশুভ তাহা সম্প্রতি শ্রবণ কর। ঈশান দিকে কিম্বা নৈরিতাংশে নরশির যদ্যপি সংছিন্ন হইয়া পতিত হয়, তবে তদ্দিকস্থ

রাজার রাজ্যের হানি হইয়া থাকে, এবং পশু ও পক্ষির ক্রমান্বয়ে বিনাশ হয়। পূর্ব্বদিকে, আগ্নেয়ভাগে, যাম্যদেশে, বারুণাংশে কিম্বা বায়ব্য দিকে নরশীর্ষ যদ্যপি নিপতিত হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে শ্রী, পুষ্টি, এবং ধন ক্রমান্বয়ে লাভ হইয়া থাকে। হে পুত্র ভৈরব। উত্তরাদি ক্রমে মহিষ মস্তক নিপতিত হইলে, যে শুভাশুভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর, ভোগ্য বস্তুর ক্ষয়, ঐশ্বর্য্যের হ্রাসতা, বিপুল বিত্তলাভ, রিপুর পরাজয়, রাজ্যলাভ এবং শ্রীবৃদ্ধি ভৈরব! যথাক্রমে হইয়া থাকে, জানিবা। লিখিতপশু, ছাগাদি সকল, ইহাদিগের সম্বন্ধেও এতদ্রূপ ফল বিদিত হইবা, কিন্তু জলোদর এবং অণ্ডজ ব্যতত। জলজ, ও পক্ষি ইহাদিগের মস্তক যাম্যাংশে কিম্বা নৈরিতে নিপতিত হইলে, ঘোরতর ভয় সমুপস্থিত হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যত্র স্থানে যদ্যপি তত্তন্মস্তক নিপতিত হয়, তাহা হইলে পরম শ্রীলাভ হইয়া থাকে, আর ঐ ছিন্ন মস্তকের দন্ত যদ্যপি কট, মট শব্দ করে, তবে সেই স্থানে আসন্ন বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। নর, পশু, পক্ষি এবং গ্রাহাদির ছিন্ন মস্তকের দন্ত যদি বিকটাঙ্কার শব্দ করে, তাহা হইলে তত্তদ্দেশবাসী জনসমূহাদি রোগাশক্ত হইয়া থাকে। ছিন্ন মানবের চক্ষু হইতে লোতক (নয়নাশ্রু) মস্তকে যদ্যপি স্রাব হইলে, তদ্দেশাধিপতি রাজার রাজ্য তৎকালেই বিনষ্ট হয়। ছিন্ন মহিষশির নিবেদিত সময়ে নেত্রদ্বয় হইতে নয়নাশ্রু নিপতিত হইলে, হে ভূপ! তাঁহার চিরবৈরী তৎক্ষণাৎ

কৃতান্ত ভবনে গমন করে। অন্য বলি অথবা পশ্বাদির শীর্ষ হইতে লোতক যদ্যপি নির্গত হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে মহাভয় এবং রোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। দেবী জগদম্বার সম্মুখে ছিন্ন নরমুণ্ড হইতে যদ্যপি হাস্য নির্গত হয়, তাহা হইলে বলি প্রদাতার চিরশত্রু তৎকালেই বিনাশ হইয়া থাকে, এবং শ্রী, আয়ু ও সর্ব্বদা দানশীলতা পরিবর্দ্ধন হইয়া থাকে, এবিশয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ করিবা না।

হে ভূপতে সগর! ত্রিনয়না দুর্গাদেবীর সম্মুখে ছিন্ন মহিষ বক্ত্র আকস্মাৎ যদি হুঙ্কার শব্দ করে, তাহা হইলে, বলিদান কর্ত্তার রাজ্য বিনাশ হইয়া থাকে, আর মুখ হইতে শ্লেষ্ম যদিচ শ্রাব হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্বলাভ করিয়া থাকেন. নর শীর্ষ দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক বাম হস্তে রুধির পাত্র নিশিযোগে গ্রহণ করত রজনি প্রভাত পর্য্যন্ত হে পুত্র ভৈরব! আমার পুর মধ্যে যদ্যপি দেহ ত্যাগ করিতে পারে, তবে তিনি নিশ্চয়ই গণসমুহের আধিপত্য লাভ করিতে পারেন। যে মানব, ক্ষণমাত্রও, বলির শির ও রুধির করদ্বয়ে গ্রহণপূর্ব্বক যোগমায়া দুর্গাদেবীর সম্মুখে সংস্থিত হইয়া তাঁহার সুরম্য মূর্ত্তি চিন্তা করে, সে, এই সংসারের সমস্ত বাসনা ভোগ করিয়া দেবীলোকেও পরম সুখ ভোগ করিতে পারে। হে মহামায়ে! বিশ্ব বিমোহিনি! হে সর্ব্বকাম প্রদায়িনি! আমি সরলান্তঃকরণের সহিত আত্মদেহোৎপন্ন রুধির প্রদান করিতেছি, হে সৌম্য মূর্ত্তে! তুমি পরম প্রীতিপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি সুপ্রসন্না হও।

বিচক্ষণ সাধক এই কথা বলিয়া প্রণতি পূর্ব্বক মূল মন্ত্রে স্বগাত্র রুধির প্রদান করিলে, আত্মাভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে নৃপতে সগর! সত্য মন্ত্র দ্বারা সমাংস রুধির ত্রিনয়না দুর্গার উদ্দেশে দান করে, সে পরম বিভূতি লাভ করত সেই সত্য মন্ত্রে কিম্বা হুঁ হুঁ এই মন্ত্র দ্বারা তদুদ্দেশে বারম্বার নমস্কার করিবে। এবম্প্রকারে স্বমাংস রুধির যদ্যপি বিতরণ করে, তাহা হইলে প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় সুখরাশি ভোগ করিয়া, অন্তে নির্ব্বাণপদ লাভ হইয়া থাকে। ভক্তিমান মানব হৌঁ হৌঁ এই মন্ত্রে দীপশিখা শরৎ কালে মহানবমী তিথিতে অত্যা বিশ্বক দান করিবে, এবং ঐ তিথিতেই নিশিযোগে প্রচুর যব চূর্ণ অথবা মৃত্তিকা দ্বারা স্কন্দ এবং শিখা বিহীন শত্রুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তাহার শিরশ্চেদন করিবে, রক্তং কিলি কিলী ঘোর ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার খড়্গের আমন্ত্রণ করিবে। হে সুব্রত ভৈরব! এতন্মন্ত্রে খড়্গ অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক, শিরশ্চেদন করত বলি প্রদান করিবে। সাধক বলির অবশেষে দ্রব শোণিত দ্বারা ভূতিমন্ত রিপুশির অভিষেচন করিয়া কুচন্দন দ্বারা তাহার ললাটে তিলক সংলিখন করিবে, এবং রক্তমাল্য, রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, রক্তসূত্রে কণ্ঠ আবদ্ধ করত নাভিদেশে কৃত্রিম শল্য সংস্থাপন করিয়া উত্তরাভিমুখে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা সংছেদন করিবে। অনন্তরতত্তন্মন্ত্রে শির ও স্কন্দ বিহীন সেই শত্রুর কলেবরে সংস্পর্শ করিবে, আর

এই মূলমন্ত্র দ্বারা স্কন্দ দেবী চণ্ডিকোদ্দেশে বলি রূপে নিবেদন করিবে।

অতঃপর হে ভৈরব! শ্রবণ কর, কুটিল অথচ জবা কুসুমের ন্যায় সুপ্রভ এতাদৃশ নয়নত্রয়, ত্রিশূল এবং করবাল দক্ষিণ পাণিতে ধারণ পূর্ব্বক, বামহস্তে নর মুণ্ড ও কর্ত্তৃক (কাটারি) গ্রহণ করত পরম শোভায়, বিরাজ পাইতেছে, এবং নর মস্তকে বক্ষস্থল শোভিত,। আর বিকটাকার দশনপংক্তি অথচ সাতিশয় ভয়ানক, দেবীর পুরভাগে সংস্থিত হইয়া সদাকাল আমার এতদ্রূপ চিন্তা করিবে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ চতুর্দ্দশী তিথিতে ছাগ, মহিষ এবং মেষ ইত্যাদি বিবিধ বলি দ্বারা ভৈরব রূপী আমি, আমাকে পরম পরিতোষ করিবে।

হে সুত! আর ঐ তিথিতে মধু ও মাংস দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলে, আমি তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। জগদারাধ্যা চণ্ডিকার প্রীতির নিমিত্তে যে বলি ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহার মস্তক জল দ্বারা অভিষেচন করত পশ্চাৎ মূল মন্ত্রে নিবেদন করিবে। সাধক পূর্ব্বাশ্চিত ছিন্ন শীর্ষ ঈষৎ সঞ্চালিত যদ্যপি দর্শন করে, তবে অভিলষিত কার্য্য তৎকালেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যোগপীঠের সন্নিহিতে রথস্থ শিতপ্রেতের যদ্যপি ধ্যান করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। হে মহামায়ে! আমি নিরন্তর তোমার ধ্যান করিতেছি, হে লোকপূজিতে! করুণা কটাক্ষে আমাকে বিশিষ্ট বুদ্ধি দান কর, আমি পুনঃ

পুনঃ তোমার চরণে নমস্কার করি। এবম্প্রকারে এই মন্ত্র দ্বারা ছিন্ন মুণ্ডের আমন্ত্রণ করিলে, অচির কালেই ইষ্ট বাসনা সিদ্ধ হয়, যদ্যপি ইহার বিপর্য্যয় ঘটে, তবে মহান্ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

হে বৎস ভৈরব! যথোক্ত বিধি বিধানে এতদ্রূপে বলি প্রদান করিলে, ধর্ম্মাদির সাধন চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে, এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ করিও না। বলি প্রদানের ও রুধির দানের এবম্প্রকার ক্রমরূপ কথিত হইল, অতঃপর হে বৎস! পূজাঙ্গ ষোড়শোপচার শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে বলি নির্ণয় নামক সপ্তষষ্টি
তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়।

অতঃপর ভূতনাথ শঙ্কর কহিতে লাগিলেন, ষোড়শোপচার বলিতেছি, হে বৎস ভৈরব! যে ষোড়শোপচার দ্বারা দেবী জগদম্বা ও অন্যান্য দেবতা সকল সম্যক্ রূপে তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাই ভক্তি পূর্ব্বক, ক্রমান্বয়ে শ্রবণ কর। প্রথমত আসন প্রদান করিবে, পশ্চাৎ দারু সমুৎপন্ন পুষ্পে, বস্ত্র, চর্ম্ম অথবা কেশ এতদ্দ্বারা রচিত অথচ সুরম্য আসন মণ্ডলের উত্তর দিকে সংস্থাপন করিয়া জগন্মোহিনী মহামায়ার

উদ্দেশে প্রদান করিবে। সাধক যে কালে মণ্ডলের উত্তর ভাগে সেই মনোরম্য পদ্মে বাকৃপুষ্প দ্বারা পূজোপহার বস্তু সকল এবম্প্রকারে নিবেদন করিবে, তখন অনায়াসে আত্ম বাসনা সুসিদ্ধ হইবে। আর ঐ পদ্মের বহির্ভাগে অথচ দ্বার দেশে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, নেত্রাঞ্জন, মধুপর্ক, গন্ধ, পুষ্প, ইত্যাদি নিবেদন করিবে, কিন্তু যদি প্রতিমাদিতে দিবার সম্ভব থাকে, তখন গাত্রেতেই প্রদান করিবে, অযোগ্য হইলে, দেবী জগদম্বিকার পুরভাগে প্রদান করিবে। হে বৎস ভৈরব পুষ্পবিরচিত আসন যে সম্বন্ধে দেবতার বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে, তদাসন তদ্দেবতার দ্বারদেশে কিম্বা সেই বিচিত্র পদ্মে নিবেদন করিবে। হে পুত্র বেতাল! সুগন্ধি পুষ্প সকল সূক্ষ্ম কুশ অথবা মৃণালসূত্র সদৃশ সূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে গ্রন্থন করিয়া জগদারাধ্যা দুর্গা দেবীর উদ্দেশে প্রদান করিলে, কালভয় নিবারিণী কালী পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, এবং আমি ও অন্যান্য অমরগণও পরম আনন্দ লাভ করিবেন। যজ্ঞদারু সমুৎপন্ন অথচ অব্রণ এতাদৃশ সুবিস্তীর্ণ আসন জগন্মাতা কালিকোদ্দেশে প্রদান করিবে, অন্যদারুদ্ভব আসন সকণ্টক বা ক্ষীর সংযুক্ত অথবা সারবিহীন হইলেও প্রদান করিবে, কিন্তু বিভীতক, চৈত্ত্য বৃক্ষ কিম্বা শ্মশানজাত বৃক্ষ এতদ্দ্বারা বিনির্ম্মিত আসন কদাচ তদুদ্দেশে নিবেদন করিবেনা। বল্কল কিম্বা রোম এতদ্দ্বারা রচিত অথচ সুরম্য আসন কৈলাস বাসিনী শিবানীর উদ্দেশে প্রদান করিলে,

অভীষ্ট সুসিদ্ধি হইয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মহিষ, গজ, কৃষ্ণসার, ইহাদিগের চর্ম্ম নির্ম্মিত মনোজ্ঞ আসন দেবোদ্দেশে প্রদান করিলে, নিখিল দেবতা গণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। হে সুব্রত ভৈরব! বস্ত্রের মধ্যে কম্বলাসন অতিশয় সুপ্রশস্ত এবং পরম পবিত্র, চর্ম্মের মধ্যে রাঙ্করাসন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর তরুর মধ্যে চন্দনাসন,দেবতাদিগের একান্ত তৃপ্তিকর অথচ সাতিশয় পবিত্র হইয়া থাকে। কুশ দ্বারা বিরচিত যে আসন কথিত হইয়াছে, তদাসন সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ এবং সুরপুরীস্থ ত্রিদশগণের ও তপোনিধি ঋষিদিগের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। হে কুমার ভৈরব! যে ভক্ত, যোগপীঠের ন্যায় জগৎ পবিত্রকারি যে দিব্য আসন কথিত হইল, তদাসন একান্ত চিত্তে ত্রিনয়না জগদম্বার উদ্দেশে যদ্যপি প্রদান করে, তবে সে সংসারের সৌভাগ্য ও জীবের পরম মঙ্গলকর এক মাত্র নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। সম্বর, রোহিত, রঙ্কু, রুরু, এণ, হরিণ, ঋক্ষ্য, খড়্গ, পৃষত এবং মৃগ এই সকল পশু চর্ম্মের নিমিত্তেই বলি কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। মহাভাগ ভৈরব! সমস্ত তৈজসের মধ্যে আসনই শ্রেষ্ঠরূপে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লৌহ, কাংশ শীষক এবং শিলা এতদ্দ্বারা কল্পিতাসন বর্জ্জন করত মণি ও রত্নাদি দ্বারা খচিতাসন দেবোদ্দেশে নিবেদন করিবে। সাধকদিগের সাধ্য সুসিদ্ধির জন্য যে আসন দেব ও মুনিবর্গেরা কহিয়াছেন, হে তনয় ভৈরব! তাহাই শ্রবণ কর। সাধক যে আসনে আসীন

হইয়া সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই কহিতেছি, মৃগ চর্ম্মাদি করিয়া যে যে আসন সাধকদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই পূজা কার্য্যে প্রশস্ত। ভক্তিমান সাধক, যথেষ্টাচার আসনে বসিয়া কদাচ পূজা কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে না, এবং কাষ্ঠাসনেও উপবেশন পূর্ব্বক দৈব কর্ম্মানুষ্ঠান যদ্যপি করে, তাহা হইলে পূজাফল অণুমাত্র লাভ করিতে পারে, কিন্তু চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ এবং ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, চতুরাঙ্গুল অথবা ষড়াঙ্গুল পরিমিত উচ্চ, এতাদৃশ আসনে আসীন হইয়া পূজানুষ্ঠান করত সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারেন। আর বস্ত্রাসনে উপবেসন করিয়া পূজা কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইলে, দ্বি হস্ত দীর্ঘ, সার্দ্ধ হস্ত বিস্তৃত, এবং অঙ্গুলীত্রয় পরিমিত উচ্চ এবম্প্রকার আসনে উপবেসন পূর্ব্বক, দেবী জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে। সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ যে ত্রৈন আসন, তাহারও এতদ্রূপে পরিমাণ জানিবা চর্ম্ম, কম্বল এবং শিলা এতদ্বারা আসন যদ্যপি কল্পনা করিতে হয়, তবে ষড়াঙ্গুলের ন্যূন কদাপি অনুষ্ঠান করিবে না।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! কম্বল, চর্ম্ম এবং শৈল এতদ্বারা আসন কল্পনা করিয়া সর্ব্বেশ্বরী মহামায়ার পূজায়, প্রদান করিলে, এই জগতিতলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করিতে পারে, আর এই সুপ্রসস্ত আসন, দেবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরার একান্ত প্রীতিকর, তদ্রূপ কুশাসনও ভগবান নারায়ণের প্রিয় হইয়া থাকে। বহুতর দীর্ঘ অতি-

শয় উচ্চ এবং অধিক বিস্তৃত এই পরিমাণে যে আসন, তদাসন মরুভূমির সদৃশ। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আসন সকল কল্পনা করত, তন্মধ্যে দারু সম্ভূত আসন বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিবে, আর সর্পাসন দেব কি দেবী পূজায় কদাচই প্রদান করিবেক না। হে পুত্র! প্রাণ্যঙ্গ (অর্থাৎ অস্থি দ্বারা) বিনির্ম্মিত আসন দ্বিরদ ব্যতীত কদাচ অনুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু মাতঙ্গ দন্ত নির্ম্মিত আসন যত্নের সহিত ভগবতী কালিকাকে নিবেদন করিবে, এবং পূর্ব্বোদিত চর্ম্ম, সৌগন্ধি, মৃগ এই সমস্ত বিশেষ রূপে গ্রহণ করিবে। আর সলিল মধ্যে দেবার্চ্চন যদ্যপি কর্ত্তব্য হয়, তথাপি আসনে আসীন হইয়া পূজা সম্পন্ন করিবে, তোয়ে শিলাময় আসন কিম্বা কুশাসন অথবা কাষ্ঠাসন বা তৈজসাসন এতদাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুরপূজা সমাধা করিবে, এতদ্ব্যতীত অন্যাসনে পূজা করিবে না। হে বৎস বেতাল! আসনারোপণে স্থান যদ্যপি সুঘটনা না হয়, তথাপি মনের দ্বারা আসন কল্পনা করিয়া জল মধ্যে দেবার্চ্চন সম্পন্ন করিবে। তোয় মধ্যেও আসন যদ্যপি সংস্থাপন করিতে না পারে, তবে অন্য স্থানে আসনে সংস্থিত হইয়া দেব পূজানুষ্ঠান করিবে।

হে পুত্র! এবম্প্রকারে পূজার সংগত আসন তোমাদের নিকট কথিত হইল, অতঃপর পাদ্যের নিয়ম বলিতেছি, হে বেতাল ও ভৈরব! তোমরা একান্ত চিত্তে শ্রবণ কর। পাদ প্রক্ষালনের নিমিত্তে যে উদক প্রদত্ত হইবে, তাহা-

কেই ঋষিরা পাদ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই উদক, তৈজস কিম্বা শঙ্খ পাত্রে প্রদান করিবে, যে হেতু ধর্ম্মাদি সাধনের এক মাত্র মূলিভূত হইয়াছে। আর এই পাদ্য আসন প্রদানের পর মূলমন্ত্রে প্রদান করিবে। পরন্তু কুশ, পুষ্প, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন এবং জল এতদ্বারা অতি সুরম্য অর্ঘ্য কল্পিত করত আত্ম বাসনা সুসিদ্ধির নিমিত্তে দেবী মহিষমর্দ্দিনীর উত্তমাঙ্গে বিসর্জ্জন করিলে, অভিলাষ ধন, পুত্র, আয়ু, সুখ এবং সৌখ্যভাব ইত্যাদি সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। হে কুমার ভৈরব! শঙ্খতোয় দ্বারা ভগবান দিবাকরের এবং শুক্তিপাত্রে জগৎপাতা বিষ্ণুর অর্ঘ্য কদাচই প্রদান করিবে না। কর্পূর, কৃষ্ণাগুরু, চন্দন এবং সুগন্ধি ইত্যাদি বস্তু সকল ফেণ বর্জ্জিত জলের সহিত সংযোগ করত সেই উদক তৈজস অথবা শঙ্খ পাত্রে প্রদান করিবে, ফেণ বর্জ্জিত অথচ প্রসন্ন উদক দেবোদ্দেশে আচমনের নিমিত্তে নিবেদন করিলে, আচমনীয় নামে কথিত হইয়া থাকে। আর যৎকালে কর্পূরাদি সৌগন্ধি ব্যতীত কেবল জল দ্বারাই আচমনীয় প্রদান করে, তথাপি আয়ু, বল, এবং যশ এই সকল লাভ হইয়া থাকে। দধি, সর্পি, জল, ক্ষৌদ্র এবং শীত (মিশ্রি) এই সকল বস্তু একত্রিত করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে সুরোদ্দেশে নিবেদন করিলে, মধুপর্ক রূপে পরিগণিত হয়, এবং সমস্ত দেবতাই উহাতে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। জল সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন শীতা, দধি, ঘৃত, সমভাগ এইসকলদ্রব্য হইতে মধু, অধিক পরিমাণে মধু-

পর্কে সংযোগ করিয়া কাংশপাত্রে কিম্বা রৌপ্যপাত্রে নিবেদন করিবে। জ্যোতিষ্টোম যাগে, অশ্বমেধ যাগে, পূর্ত্ত কার্য্যে, (খাতাদি কার্য্যে) ইষ্টকর্ম্মে এবং পূজাদি স্থলে মধুপর্ক সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং নিখিল দেবগণের সম্বন্ধে একান্ত তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। আর এই মধুপর্ক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের সাধক হওত, সুখ, সম্পত্তি, ভোগ, তুষ্টি এবং পুষ্টি ইহাদিগের প্রয়োজক হইয়া থাকে। পিষ্টান্তর, (সুগন্ধ দ্রব্য) কস্তুরী, রোচনা, কুঙ্কুম, গুড়, মধু এবং পঞ্চগব্য এই সকল বস্তু একত্র সম্মিলন করিলে, সর্ব্বৌষধিনামে পরিণত হয়। শিতা, ক্ষীর, সর, তৈল, স্নিগ্ধ, স্নেহদ্রব্য এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এই সকল দ্রব্যের প্রান্তভাগে যে জল প্রোক্ত হইয়াছে, তাহাকেই, পণ্ডিতগণেরা স্নানীয় বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। কর্পূর দ্বারা সুবাসিত জল, স্বর্ণ, রত্ন, কাংশ্য তৈজস কিম্বা শঙ্খপাত্র ইহার মধ্যে একতর পাত্রে সংরক্ষণ করত ভক্তিপূর্ব্বক দেবী মহামায়ার উদ্দেশে নিবেদন করিবে। মণ্ডলে, কেশরে, আদর্শে, শিবলিঙ্গে, ভোগপীঠে, দেবশরীরে, স্নিগ্ধে, মৃন্ময়ে, সিন্দুরজাত পৌত্তলিকাতে, শ্রীবন্ধনে, লেপজে, প্রতিমাতে এই সকল স্থানে দেবার্চ্চনা করিতে হইলে দর্পণে স্নানীয় দান করিবে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই চিরায়ু হইয়া থাকে, আর ঐ স্নানীয় দানের ফলে স্বর্গভাগী হইতে পারে! গন্ধ ও পুষ্পাদি সংযুক্ত পাদ্য, যে কালে ত্রিনয়না

কালিকোদ্দেশে প্রদান করিবে, তখন অর্ঘ্যপাত্র সমূহ্ জল দ্বারা উপচার ও অভিষেচন করত, ইষ্টদেবোদ্দেশে প্রদান করিলে, তত্তদ্বস্তু দেবতাসকল স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে বৎস ভৈরব! অর্ঘ্যপাত্রস্থ উদক ব্যতীত পূজোপহার দ্রব্যাদি যদ্যপি নিবেদন করে, কিম্বা ইষ্ট-দেবোদ্দেশে প্রদান করে, তাহার সম্বন্ধে সকলেই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

রাগ, প্রমাদ বা লোভ ইহার যে কোনটী দ্বারা অমৃতীকরণ কৃত হইলে, সেই সংস্কৃত তোয়, পাত্রান্তরে রাখিয়া তৎকালে পুনর্ব্বার অমৃতীকরণ করিবে। বিশেষতঃ সেই স্বল্প তোয়, পাত্রান্তরে রাখিয়া, তন্মধ্যেই অন্য উদক দান করত, তত্তোয় দ্বারাই অমৃতীকরণ করিবে। হে মহাভাগ বেতাল! অশোক, চম্পক কিম্বা নাগকেশর ইত্যাদি বহুতর পুষ্প এক স্থানে যদ্যপি থাকে, কিম্বা প্রচুর মালাই বা থাক, অর্ঘ্যপাত্রস্থ তোয়দ্বারা সংষেচন করিয়া তত্তদ্বস্তু পরমেশ্বরী কালিকোদ্দেশে নিবেদন করিবে। অন্যতোয় দ্বারা (অর্থাৎ) অর্ঘ্যপাত্রস্থ তোয়দ্বারা যে কোন দ্রব্য উৎসর্গ করিবে, তদ্দ্রব্য সকল বারম্বার প্রদত্ত হইলেও, ইষ্টদেবতা-সকল কদাচই গ্রহণ করেন না। সংস্কৃত অর্ঘপাত্রে নব প্রতিপত্তি দ্বারা তীর্থ সকল, পীয়ূষতুল্য হইয়া সংস্থিত থাকে, সেই হেতু অর্ঘ্যপাত্রস্থিত তোয়দ্বারা যাবদীয়বস্তু অভ্যুক্ষণ করত, পশ্চাৎ উৎসর্গ করিবে। যে বস্তু, অর্য্যপাত্র সংস্থাপনের

যোগ্য হয়, তদ্বস্তু তাহাতেই নিবেদন করিবে। হে সর্ব্ব গুণাকর ভৈরব! এই ষট্‌প্রকার আসন, তোমার নিকট কথিত হইল, অতঃপর দশ প্রকার বস্ত্রাদি বলিতেছি, সাবধান মনে শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে উপচার কথন নামক অষ্টষষ্টিতমোঅধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

ভগবান শঙ্কর কহিলেন, কার্পাস, কম্বল, বল্কল, কোষজাত এই সকল বস্ত্ররূপে বিখ্যাত, কিন্তু মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিবে। দশা বিহীন, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, গাত্রলগ্ন নিন্দিত, পরকীয়, মুষিক দংষ্ট্, শুচিবিদ্ধ, উষিত, গুপ্তকেশ, বিধৌত এবং ফেণ ও মুত্রাদি দূষিত এতাদৃশ বসন দৈব ও পৌত্র কার্য্যে কদাচ প্রদান করিবে না, এবং যজ্ঞাদি কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। মণিবস্ত্র, নিশার, আতপ নিবারণক এবং চণ্ডাতক এই পাঁচ প্রকার বসন সুরগণের পরম তুষ্টির একমাত্র কারণ, পতাকা, ধ্বজা এবং শ্বেতবস্ত্র কুণ্ডাদি কার্য্যে নিয়োগ করিবে, এতদ্ব্যতীত অন্যত্র স্থানে সমস্তই প্রশস্ত হইয়া থাকে। রক্ত আর কৌষেয় বস্ত্র মহা-

দেবীর সম্বন্ধে সাতিশয় প্রশস্ত হইয়া থাকে। পীতবসন এবং কৌষেয়, জগন্নাথ বাসুদেবের উদ্দেশে সমুৎসর্গ করিবে, রক্তবসন ও কম্বল পরমাত্মা শিবোদ্দেশে নিবেদন করিবে, আর বিচিত্র বসন সমস্তদেবগণেরই সুপ্রশস্ত জানিবা।

হে বৎস বেতাল! সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল দায়ক যে কার্পাস বসন, উহা সকল দেবতা দিগেরই প্রিয়, রক্তবস্ত্র একমাত্র বাসুদেবেরই অপ্রিয়, আর নীল বসন যদ্যপি একান্ত মনোগ্য হয়, তথাপি ভূতভাবন মহাদেবোদ্দেশে প্রদান করিবে না; নীল ও রক্তবর্ণ দ্বারা বিনির্ম্মিত যে বস্ত্র উহা সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়, দৈব, পৈত্র এবং অপরাপর কার্য্যে যত্নের সহিত বর্জ্জন করিবে। হে ভৈরব! যে বিচক্ষণ নীল বসন কিম্বা রক্তবস্ত্র প্রধানত কংসারি বিষ্ণুকে প্রদান করে, তাঁহার পূজা তৎকালেই বিফল হইয়া থাকে। বিচিত্রিত বস্ত্র যদ্যপি পুনর্ব্বার নীল বর্ণে রঞ্জিত করে, তবে তদ্বস্ত্র একমাত্র মহাদেবী কাত্যায়নীর উদ্দেশে প্রদান করিবে, কিন্তু অন্য দিশগণের পক্ষে কদাচ বিধেয় নয়। হে তনয় ভৈরব! দ্বিপদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেরূপ পূজিত, এবং অমর বৃন্দের মধ্যে দেবরাজ পুরন্দর যে প্রকার শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমস্ত ভূষণের মধ্যে পরমোত্তম বস্ত্র। বস্ত্রদ্বারা লজ্জা পরাজীত, আর বস্ত্র দ্বারা, পাপ বিমোচন হয়, এবং বস্ত্র হইতে ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে, পরন্তু ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের একমাত্র কারণ, অতএব হে পুত্র! ধর্ম্ম সাধনের একান্ত প্রয়োজক

এই বস্ত্র তোমার সম্বন্ধে কথিত হইল, অতঃপর পরমোত্তম সর্ব্বজনরঞ্জন বিবিধ ভূষণ বলিতেছি, একান্তমনা হইয়া শ্রবণ কর। শিরোভূষণ কিরীট, কর্ণভূষা কুণ্ডল, তালপত্র হার, গ্রীবার শোভা ঊর্ম্মি, প্রালম্বিকা কণ্ঠসূত্র, অক্ষমালা, সপ্ত শৃঙ্খল, দন্তপত্র কর্নক, ঊরু সূত্র, নীবীবন্ধ, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, সুখপট্ট এই সকল অলঙ্কার লোকালয়ে এবং বেদে সর্ব্বত্র স্থলেই সৌখ্য প্রদান করিয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গের প্রসাধক এই অলঙ্কার সকল, ইষ্টপ্রদ দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া আপন মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রদান করিবে। বিচক্ষণ, শিরোভূষণ কিরীটাদি আভরণ সকলের অর্চ্চনা করত দেবতার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রদান করিবে। চূড়ারত্নাদি বিবিধ আভরণ, গ্রৈবেয়কাদি, সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত ভূষণ সকল ভক্তিপূর্ব্বক দেবগণোদ্দেশে নিবেদন করিবে, কিন্তু অন্য তৈজসোৎপন্ন আভরণ কদাপিও প্রদান করিবে না। বীতি, রঙ্গাদি সংজাত এবং পাত্রোপকরণ দান করিবে, অয়োনির্ম্মিত ভূষণাদি সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জন করিবে। ঘণ্টা, চামর, এবং কুম্ভাদি, স্বর্ণাদি ভূষণের মধ্যে প্রদান করিবে, যেহেতু ঘণ্টাদি উপভূষণ রূপে প্রতীতি হইয়া থাকে।

হে বৎস ভৈরব! যে কোন ভুষণাদি সমস্তই তাম্রময় বোধ করিয়া দান করিবে, কারণ নিখিল শাস্ত্রে তাম্র, স্বর্ণবৎ কথিত আছে, কিন্তু অর্ঘ্যপাত্রে স্বর্ণহইতেও তাম্রপাত্র প্রশস্ত। ওডম্বর বিনির্ম্মিত পূজাঙ্গ

অর্ঘ্যপাত্র, নৈবেদ্যাধার এবং পানপাত্র ভগবান বিষ্ণুর পূজায়, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণ, তাম্র হইতেও সুপ্রশস্ত, যে হেতু জগন্নিবাস বিষ্ণুর পরম প্রীতিপ্রদ, বিশেষ তাম্রপাত্রে দেবতা সকল সর্ব্বদা সংস্থিত থাকেন, আর তাম্রাধারে দেবগণ নিত্য আনন্দ প্রকাশ করেন, এই হেতু তাম্র, সর্ব্ব প্রীতিকর, অতএব তাম্রপাত্র সমস্তকার্য্যেই আদরনীয় হইয়াছে। ভক্তিমান্ নর অঘ্যপাত্রের গ্রীবাভাগ রৌপ্যদ্বারা, ভূষিত করিবে, কিন্তু স্বর্ণাদি অপরাপর ভূষণদ্বারা কদাচ ভূষিত করিবে না। প্রাবার (উত্তরীয় বসন) পানপাত্র, গণ্ডুকগৃহ, এবং পর্য্যাঙ্কাদি এই সমস্তই উপভূষণরূপে কথিত, হে কুমার ভৈরব! অয়ঃপাত্র অথবা কাংশ্যপাত্র ব্যতীত স্বর্ণ, রৌপ্যাদি করিয়া যে যে ভূষণ উক্ত আছে, সেই সমস্ত ভূষণের, অভাবে কাংস্য পাত্রে প্রযোজক করিবে। সাধক, এই সকল ভূষণাদির মধ্যে আত্মশক্ত্যানুসারে যে কোন ভূষণ দান করে, তাহাতেই ফলভাগী হইয়া থাকে, কিন্তু বিপুল সম্পত্তি থাকিলে, সমস্তই প্রদান করিবে। নিত্য চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ ভূষণ সকল ভক্তগণের সম্বন্ধে পরম সৌখ্য, তুষ্টি, পুষ্টির এক মাত্র কারণ স্বরূপ, এই হেতু আত্ম-অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ত্রিনয়না জগদম্বিকার উদ্দেশে নিবেদন করিবে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! সকল দেবগণের একান্ত তুষ্টিপ্রদ এই ভূষণ সকল মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইল, অতঃপর গন্ধের প্রকরণ বলিতেছি, সম্যক্ ভাবে শ্রবণকর। চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট

(ঘর্ষিত) দহনাকর্ষিত, সর্ম্মর্দ্দজ, এবং রস এই পঞ্চবিধ গন্ধ কথিত হইল, ইহারা দেবতাদিগের পরম প্রতীকর। গন্ধচূর্ণ, গন্ধপত্র, সুমনসচূর্ণ এই সকল বস্তু প্রশস্ত যাবদীয় গন্ধ যুক্তাদির মধ্যে যে সমস্ত পত্রচূর্ণ, তাহারা গন্ধাখ্যরূপে প্রতীতি হওত, সে গন্ধ আদিগন্ধরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। মলয়জাত গন্ধ, ঘৃষ্ট অথচ শরল অগুর প্রভৃতি যাহার পক্ষরূপে প্রতীতি হন, এবং এই গন্ধ, ঘৃষ্ট ও অঘৃষ্টরূপে তৃতীয় নামে কীর্ত্তিত হন। দেবদারু, অগুরু, ব্রাক্ষ, গন্ধসার চন্দন, প্রিয় বস্তুর মধ্যে যে গন্ধ, দাহজ এবং রসময় ইহারা সর্ব্বদা আকর্ষিত হওত, তৃতীয় গন্ধরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুগন্ধ, করবী, বিল্ব, গন্ধিনী, তিলক, আর অন্য সৌগন্ধির মধ্যে যে রসাদি উহাদিগকে নিষ্পীড়ণ করত, সর্ব্বতোভাবে গ্রহীত হয়।

সসর্ম্মদোদ্ভব গন্ধ, সর্ম্মদজাত ভাব ইচ্ছা করত, মৃগনাভি সমুদ্ভূত, কিম্বা তৎ কোষোদ্ভব গন্ধ প্রাণ্যঙ্গজ নামে কথিত, এবং স্বর্গবাসী অমরদিগের অতিশয় আনন্দ জনক।

কর্পূরাদি গন্ধসার; ক্ষৌদ্রে কিম্বা ঘৃষ্টে সংস্থিত করত, চন্দ্রভাগাদির রসে অথবা পঙ্কে সঙ্গত হওত, সর্ব্বত্র স্থানে সুগন্ধ রূপে সুবিখ্যাত হওত সর্ম্মদাদিতে নিযোজিত হইবে। মৃগনাভি ঘর্ষিত হইলে, চূর্ণ, যদ্যপি অন্যের সহিত সংযোজিত হয়, তবে নিখিল স্থান, সুগন্ধে আমো-

দিত হওত, পঞ্চধা রূপে কথিত হইয়া থাকে। ঘৃষ্টাদি ভাব হইতে যে অন্যান্য গন্ধসার, সর্ব্বপ্রাণি দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করে গন্ধের বিস্তার রূপে বর্ণন হইল, এবং কালিয়কাদি পঞ্চকও বিশেষ রূপে বর্ণিত, হইলে, সর্ব্ব স্থানেই এই পঞ্চবিধ গন্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে। মলয়জাত যে গন্ধ, সে দৈব, পৈত্র কার্য্যে শ্রেষ্ঠ রূপে আদরনীয়, তাহার পঙ্ক, কিম্বা রস অথবা চূর্ণ সদাকালই ভগবান বিষ্ণুর তুষ্টিদ হইয়া থাকে! সমস্ত গন্ধের মধ্যে মলয়োদ্ভব গন্ধ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু পরম যত্নের সহিত সর্ব্বদা মলয়োৎপন্ন গন্ধ প্রদান করিবে। সকর্পূর কৃষ্ণাগুরু মলয়াঙ্গ চন্দনের সহিত সংযোগ করত, তদ্গন্ধ ভগবতী বৈষ্ণবীর এবং মহামায়া কামাখ্যার একান্ত প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী এই সকল একত্রিত করিয়া চন্দ্রভাগার সহিত সমভাগ করত, তদ্‌গন্ধ বিশ্বমোহিনী ত্রিপুরার এবং শম্ভুর সহিত দেবী চণ্ডিকার পরম আনন্দ জনক হইয়া থাকে। সাধক দেবোদ্দেশ পূর্ব্বক, বিধিমৎ প্রকারে তত্তদ্‌গন্ধের পূজা করত, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে বিতরণ করিলে, সকল কার্য্য সুগন্ধি হইয়া থাকে। হে কুমার ভৈরব! গন্ধ প্রদান দ্বারা আপন বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে, আর এই গন্ধ সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিবর্দ্ধন করেন, বিশেষ অর্থ সাধনের এক মাত্র মূলিভূত, এবং মোক্ষ ধর্ম্মে গন্ধ, সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! পঞ্চপ্রকার গন্ধ কথিত হইল, অতঃপর দেবী বৈষ্ণবীর পরম প্রিয় পুষ্প সকল

এক্ষণে শ্রবণ কর। বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্টক, করবীর, অর্কপুষ্প, শালমল, অপরাজিতা, দমন, সিন্দুরজ, সুরভী, মরুবক, ব্রহ্মবৃক্ষলতা, কোমল দূর্ব্বাঙ্কুর, কুশমঞ্জরী, সুরম্য বিল্বপত্র এতদ্দ্বারা পরমারাধ্যা বৈষ্ণবীর এবং মহামায়া ত্রিপুরার ও বিশ্ববিমুগ্ধা কামাখ্যার অর্চ্চনা করিবে। ত্রিনয়না শিবার একান্ত প্রীতিকর যে অন্যান্য পুষ্পাদি, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! সম্প্রতি শ্রবণ কর। মালতী, মল্লিকা, জাতী, যথিকা, মাধবী, পাটলা, করবীর, জবা, কারিকা, কুব্জক, তগর, কর্ণিকা, রোচন, চম্পক, আম্রাতক, বানর্ব্বরা, অতসী, অশোক, লোধ্র, তিলক, অটরুষ, (বাসক) শিরীশ, শমীপুষ্প, কদ্রোণ, পদ্ম, উৎপল, বক, অরুণ, অরুণের ন্যায় শোভাকারী পলাশ, খদির, বনমালা, সীমন্তী, কুমুদ, কদম্ব, চক্র, কোকনদ, ভণ্ডিল, গিরি, কর্ণিকা, নাগকেশর, পুন্নাগ, কেতকী, অঞ্জলিকা, দোহদা, বীজপুর, মেরু, শাল, ত্রপুষী, চণ্ডবিল্ব, পঞ্চবিধ ঝিণ্টী এই সকল পুষ্প এবং আদ্যোক্ত কুসুমরাশি এতদ্দ্বারা বরপ্রদায়িনী শিবানীর অর্চ্চনা করিবে। অপামার্গেরপত্র, ভৃঙ্গারপত্র, গন্ধিনীপত্র, বরাহপত্র, ধাত্রীপত্র, আম্রদল এই সকল অপেক্ষা ও বিল্বদল, হরমোহিনী দুর্গাদেবীর অত্যন্ত প্রীতিকর। কোকনদপুষ্প, পুণ্ড্র, জবা, বন্ধুক, এবং বিল্বপত্র এই সকল পূর্ব্বোক্ত হইতেও, বৈষ্ণবী মহামায়ার সাতিশয় আনন্দ দায়ক হইয়া থাকে। হে সুব্রত বেতাল! সমস্ত পুষ্পজাতির মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ

রক্তপদ্ম, বিশেষত ত্রিলোচনা মহামায়ার উত্তম প্রীতিপ্রদ, ইহা নিখিলবেদে বর্ণিত আছে। যে সাধক, সহস্র রক্তপদ্মে মুনিগনবিহারিণী সুরম্যমালা দৃঢ়তর রূপে গ্রন্থন করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবী জগদম্বার উদ্দেশে প্রদান করে, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। যে মানব মনমুগ্ধা নলীন মালা পরমেশ্বরীর উদ্দেশে দান করে, সহস্র সহস্র কোটিকল্প পর্য্যন্ত আমার এই কৈলাস ভবনে সংস্থিতি হইয়া অন্তে ক্ষিতিমণ্ডলে, রাজাধি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। হে পুত্র ভৈরব! নিখিল পত্রের মধ্যে ত্রিদল বিল্বপত্র দেবীর পরম প্রীতিকর, অতএব সহস্র বিল্বদলে সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন বিল্বমালা পরমেশ্বরী ত্রিলোচনার উদ্দেশে নিবেদন করে, তবে পুর্ব্ববৎ ফলভাগী হইয়া থাকে।

হে কুমার বেতাল! বাহুল্য বর্ণন করা বিফল এই সামান্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম, পূর্ব্বোক্ত নিখিল কুসুম, স্থলস্থ এবং জলস্থিত পুষ্পরাশি, সমস্ত পত্র, সর্ব্বৌষধি সকল আর বনজ নিখিলপুষ্প এবং কাননজাত অবষিষ্টপত্র এতদ্দ্বারা, জগদ্ধাত্রী শিবার অর্চ্চনা করিবে। হে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভৈরব! পুষ্পের অতিশয় অভাব হইলে তখন একমাত্র পত্রদ্বারা, পরম ঈশানী দুর্গাদেবীর পূজা করিবে, পরন্তু পত্রেরও যদ্যপি অলাভ হয়, তবে তৃণ, গুল্ম ইত্যাদি বিবিধ ওষধি দ্বারা মহাদেবীর সমর্চ্চনা করিবে। পরন্তু ওষধিরও যখন অলাভ হইবে, তখন তাহার ফল দ্বারা

মহামায়া ভগবতীর পাদপদ্ম পূজা করিবে, ফলাভাবে কেবল অক্ষত, নির্ম্মল জল দ্বারা, শিবানী সর্ব্বমঙ্গলার অর্চ্চনা করিবে, আর যদ্যপি অক্ষতাদির অলাভ হয়, তবে একমাত্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা যোগমায়া জগদম্বার চরণাঙ্ঘ্রির সেবা করিবে।

হে মহাভাগ ভৈরব! শ্বেতসর্ষপের অলাভে কেবল মানসী সুদৃঢ়া ভক্তির অনুষ্ঠান আচরণ করিবে। বাজি দন্ত, পত্র, কুসুমসমূহ, তুলসীদল, এবং কুসুমপত্র এতদ্দ্বারা শিবাঙ্গনা চণ্ডিকার অর্চ্চনা করিলে, কমলা লক্ষ্মী স্বয়ং তাহার গৃহে সমাগতা হন।

হে সুব্রত বেতাল ও ভৈরব! অতঃপর শ্রবণ কর, যজমান পুরশ্চরণ কার্য্যে বিল্বদলান্বিত তিল, সঘৃত অক্ষত (তণ্ডুল) ইহা ভক্তিপূর্ব্বক, প্রযত্নের সহিত জগজ্জননী শিবানীর উদ্দেশ করত প্রজ্জ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করে, তবে অচির কালেই চিরবাসনা সুসিদ্ধ হয়। আপন ইষ্ট বাসনা সুসিদ্ধির জন্য সঙ্কল্প পূর্ব্বক, সঙ্খ্যা নিশ্চয় করিয়া জপ করিলে, জপান্তে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে পূজা বিহিত, তাহাই আকর্ণন কর। পুরশ্চরণের সংজ্ঞা দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পুরশ্চরণ-কার্য্যের পূর্ব্বোক্ত বিস্তারিত বিধান দ্বারা, মহাদেবী কামাখ্যা ও রক্তবসনা বৈষ্ণবীর পূজা করিবে। আর সাধক আত্মসাধ্যানুসারে ষোড়শোপচার পূজা প্রদান করিবে, উপচার সকল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিধিকৃত কার্য্য

কদাপিও লঙ্ঘন করিবে না। এবম্প্রকারে পূজা সম্পূর্ণ করিয়া কল্পোক্ত শতবার জপ করিবে এবং জপান্তে সংস্কৃত অনলে আহুতি দান করিবে, এইরূপে হোম সমাপন করিয়া ত্রিজাতীয় বলিত্রয় প্রদান করিবে, পশ্চাৎ তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য গীত) অনুষ্ঠান করিবে। পত্নী, স্বয়ং, ভ্রাতা, গুরু, ইহারা নৈবেদ্যাদি সমস্তই বিনিয়োগ করিবে। স্বপুত্র, শিষ্য যজ্ঞাবসানে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিবে, জম্বীকর, তিল, গো, অভাবে চেলক (পট্টবসন) ইষ্টদেবতার উদ্দেশে দান করিবে।

হে কুমার ভৈরব! যজমান, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক, জিতেন্দ্রিয় হওত, নবমী অথবা চতুর্দ্দশীতে মহাদেবী জগদম্বার পুরশ্চরণ করিবে। শিষ্য, গুরুবক্ত্র হইতে বিস্তারিত বিধি দ্বারা, আসম্য প্রকার পূজাবিধি গ্রহণ করিবে। কল্পোদিত বিধি দ্বারা উক্ত তিথিতে ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে, আর সম্যক্‌রূপে পূজা না করিয়া কদাচ ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিবে না। পুরশ্চরণ না করিয়া ইপ্সিতমন্ত্র কদাচ দান করিবে না, যদ্যপি প্রদান করে, তবে সত্বরই অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্যপূজাতে পুনর্ব্বার যদিও পূর্ণ-পূজা কথিত আছে, তথাপি কল্পোদিত পূজা অতন্দ্রিত হইয়া আচরণ করিবে।

হে পুত্র বেতাল! দেবী যোগমায়ার পূজা বিস্তাররূপ করিতে যদ্যপি অসমর্থ হয়, কিম্বা অন্য দেবতার কল্পো-

দিত পূজাতেই বা অসমর্থ হউক, তাহাতে এই বিধি উক্ত হইয়াছে।

মার্জ্জনাদি দ্বারা, সংস্কার করিয়া স্থণ্ডিলে এক মণ্ডল লিখন করিবে, পরন্তু পাত্রের প্রতিপত্তি করত, শোষন, দাহন এবং উপপ্লবন করিবে। পরে আত্মচিন্তা করিয়া অস্ত্র পর্য্যন্ত (সংস্কার করিয়া) দ্বাদশাঙ্গুল দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ অর্ঘ্যপাত্রে ইষ্টমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া উপচার সকল নিবেদন করিবে। অতঃপর আধারশক্তি ইত্যাদি করিয়া সুমেরুর অন্ত পর্য্যন্ত পূজা করিবে। পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা বহির্ভাগ সংস্কার করিয়া হৃদিস্থ আত্মার চিন্তা করিবে। যথাশক্তি উপচার সকল মণ্ডলে আরোপণ করিয়া ষড়দলে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করত পশ্চাৎ অষ্টদলে দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করত জপ, স্তব এবং প্রণাম করিবে। পরন্তু প্রথমত মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ বিসর্জ্জনা করিবে।

হে প্রাণাধিক ভৈরব! সমস্ত দেবতারই এবম্প্রকার বিধি কথিত আছে। আর সম্যক্ কল্পোদিত পূজা করণে যদ্যপি শক্ত না হয়, তবে যথাবিধ উপচার দান করিবে কিম্বা পঞ্চোপচারই বিতরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইহার অভাবে কেবল পুষ্প ও তোয় দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, যদ্যপি তাহারও অভাব হয়, তবে একান্ত ভক্তি দ্বারা আরাধনা করিবে। সংক্ষেপ রূপে পূজা, এই স্থলে, কথিত হইল, পরন্তু পুরশ্চরণকৃত্যে বস্ত্রাদি,

এবং দীপের প্রকরণ সম্যগ্ ভাবে শ্রবণ কর। দীপ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল এই লোকত্রয় জয় করিতে পারে, আর দীপ সাক্ষাৎ তেজোময় সর্ব্ব-শাস্ত্রেই কথিত আছে, এবং এই দীপ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনের একমাত্র কারণ, সেই-হেতু শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতো ভাবে প্রদীপ পূজিত।

হে পুণ্যশ্লোক ভৈরব! যে সাধক, নিরন্তর পুষ্প, দীপ-দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করে, সে অনায়াসে তদ্দ্বারা সুখকর স্বর্গলাভ করিতে পারে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না। দেবতাসকল সুরম্য পুষ্প প্রদান দ্বারা সুপ্রসন্ন হন, এবং ঐ পুষ্প বর্ষণ করিলে, দেবতাসকল চঞ্চল হইলেও সুস্থির হইয়া বাস করেন, বিশেষত চরাচর নিখিল প্রাণীগণ পুষ্পের সুবাসে বসতাপন্ন হইয়া থাকেন। হে সুব্রত বেতাল! পুষ্পের বিবরণ বাহুল্য আর কি বর্ণন করিব, পুষ্প সাক্ষাৎ পরম জ্যোতিস্বরূপ, যেহেতু পুষ্প দ্বারা তাবৎ প্রাণীই প্রসন্ন হন। পুষ্প, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের একমাত্র কারণ, তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রী এবং প্রমোদ ইত্যাদি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

হে গণাধিপ ভৈরব! পুষ্পের মূলভাগে কমলাসন ব্রহ্মা, পুষ্পের মধ্যদেশে গরুড়াসন বিষ্ণু, পুষ্পের অগ্র-ভাগে বৃষাসন মহেশ্বর, পুষ্পের দলদেশে সমস্ত সুরগণ আনন্দ লাভ করত সর্ব্বদা বাস করেন। সেই হেতু নর ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রমোদকর পুষ্প দ্বারা নিত্যই দেবতা-দিগের অর্চ্চনা করিবে। প্রদীপ এই শব্দ একবার উচ্চা-

রিত হইলে, সর্ব্বপ্রাণীই সর্ব্বতোভাবে তুষ্ট হইয়া থাকে, প্রথমত ঘৃত প্রদীপ, তিলতৈলোদ্ভব, সার্ষাপ, ফলনির্য্যাস জাত, বাজিকোদ্ভব, দধিজ, অন্নজ এই সপ্তপ্রকার প্রদীপ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, দীপকার্য্যে পঞ্চপ্রকার বর্ত্তিকা সর্ব্বদা কথিত, তৈজস, দারু, লৌহ, মৃর্ত্তিকা; নারিকেলজ, তৃণধ্বজোৎপন্নই বা হউক, এতদ্দ্বারা দীপ পাত্র প্রশস্ত জানিবা।

প্রদীপ, বৃক্ষদ্বারা কিম্বা তৈজসদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু ভূমিতে কদাচ অনুষ্ঠান করিবে না কারণ সর্ব্বংসহা বসুমতী এই দুইটি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারেন না, পদাঘাত এবং দীপতাপ এই অকার্য্যদ্বয় যে হেতু সহ্য করিতে পারেন না, সেই হেতু পৃথিবীতে কখনই প্রদীপসংরক্ষণ করিবে না। হে ভৈরব! এবম্প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপ, মহাদেবীর উদ্দেশে কিম্বা অন্য সুরগণোদ্দেশে প্রদান করে, সে আশু অন্ধকার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে যে নর, পৃথিবীর তাপপ্রদ প্রদীপ যে কোন দেবোদ্দেশে দান করে, সে, তাম্রতাপনামক নরকে গমন করিয়া, দেব পরিমাণে শত বৎসর যাবৎ ভোগ করেন। সুন্দর বর্ত্তুলাকার বর্ত্তিতে প্রজ্বলিত শিখা ভগ্নপাত্রে, বৃক্ষকোষে, সুদর্শনীয় পাত্রে যদিচ প্রদানকরে, তবে আশু অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হে বৎস বেতাল! যে প্রদীপের উত্তাপ চতুরঙ্গুল হইতেই লাভ হয়, সে দীপনামে কদাচ বিখ্যাত হয় না, কারণ

যে স্বর্চ্চি নয়নের আহ্লাদকর, কিন্তু ভূমিতাপ বর্জ্জিত এবং সুন্দররূপে শিখা নির্গত, অথচ শরাহত ও ধূম-বিবর্জ্জিত, অত্যন্ত স্থূল এবম্প্রকার বর্ত্তিকা দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া সংস্থাপন করিলে, সম্যক্ রূপে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দীপ, বৃক্ষস্থিত পাত্রে বিশুদ্ধ স্নেহ দ্বারা পরি-পূর্ণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে সংস্থাপন করে, তদ্দীপ চারু দীপ নামে বিখ্যাত হন, এবং উত্তমরূপে কথিত হওত, সর্ব্বপ্রাণিগণের আহ্লাদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বৃক্ষ দ্বারা দীপবর্ত্তিক নির্ম্মাণ হইলে, মধ্যমরূপে পরিগণিত হয়, আর যদ্যপি ঐ পাত্র, তৈল বিহীন হয়, তবে অধমরূপে কথিত হইয়া থাকে।

শানবস্ত্র (শোনেরবস্ত্র) বাদর, জীর্ণ, মলিন, এই কএক প্রকার বসন উপযুক্ত হইলেও বর্ত্তিকার্থ (অর্থাৎ বাতির নিমিত্তে) প্রদান করিবেক না, বর্ত্তিকার্থ কেবল তুলোই সতত শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্তে দান করিবে। কোষজ এবং রোমজ বস্ত্র বর্ত্তিকার্থ কদাপিও প্রদান করিবে না। স্নেহ (তৈল) এবং ঘৃত ইহার মিশ্রীভাব করিয়া দীপদান করিবে না, উহার মিশ্রীভাব করিয়া যদ্যপি দীপদান করে, তবে নিশ্চয়ই তামিস্র নামক নরকে গমন করে। বসা, মর্জ্জা, অস্থি, নির্যাস এবং প্রাণ্যঙ্গসম্ভব স্নেহ এতদ্দ্বারা প্রদীপ কদাচ দান করিবে না, যদ্যপি দান করে, তবে মহা পঙ্কে নিপতিত হয়। অস্থিপাত্রে, কিম্বা দুর্গন্ধকর পচ্যপাত্রে প্রদীপ, কদাচ প্রদান করা উচিত না,

আর সতত মঙ্গলকর দেবার্থে উপকল্পিত প্রদীপ কদাচ নির্ব্বাণ করিবে না। নর, প্রলোভন দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক দীপ অপহরণ কদাচ করিবে না, কামত যদি হরণ করে, তবে দীপহর্ত্তা তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ কাণ্ড সমুদ্ভূত উদ্দীপ্ত দীপপ্রতিমা দীপের অলাভে নিবেদন করিবে, আর দীপার্থে উল্মুক বর্ত্তিকা কদাচ উৎসর্গ করিবে না, দেবগণের প্রসন্নার্থে উপচার প্রদানের বহিষ্কৃত প্রদীপ দান করিবে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! একপ্রকার প্রদীপ দানের প্রকরণ তোমাদিগের নিকট কথিত হইল, অতঃপর ধূপের প্রকরণ একমনে শ্রবণ কর। নাসা, অক্ষি, রন্ধ্র ইহাদিগের সুখদ, অথচ সুগন্ধ এবং মনোরম্য আর দহ্যমানকাষ্ঠের যে নিস্তাপ জন্মিয়া থাকে, তাহাই ধূপনামে এই সংসারে বিখ্যাত, এবং অমরবাসী দেবগণেরও একান্ত তুষ্টিকর হইয়া থাকে। রাশীকৃত দ্রব্য একত্রিত করিলে, ধূপের সংখ্যা যেরূপে কথিত হয়, তাহাই শ্রবণ কর, শ্রীচন্দন. সরল, শাল, কৃষ্ণাগুরু, উদয়, সুরথ, কন্দ, আরক্ত, বিদ্রুম, পীতশাল, পরিমল, বিমর্দ্দী, কাশন, নমেরু, দেবদারু, বিল্বশাখা, খদির, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বল্লভ এই সকল বৃক্ষ, পাদপের মধ্যে সমস্ত প্রাণিগণের প্রীতিদ রূপে পরিকীর্ত্তিত হন। সূত্রের সহিত আবীল, শ্রীবাস, পট্টবাসক, কর্পূর, শ্রীকর, পরাগ শ্রী, হরাসন, সর্ব্বৌষধি, রজো, জাতী, বরাহচূর্ণ, উৎকল, জাতিকোষের চূর্ণ, গন্ধ. কস্তূরী এই সকল বস্তু চূর্ণ করত

বৃত্তকার্য্যে কথিত হওত, ধূপ বলিয়া কীর্ত্তনীয় হন। যক্ষধূপ বৃক্ষধূপ, শ্রীপিষ্ট, নিস্বর, ত্রিবাহ, বিণ্ডধূপ সুগোলক এবং অন্যান্য যোগ নির্য্যাস ইত্যাদি বস্তু ধূপ সংস্থা কথিত হন। হে বৎস ভৈরব! এতদ্দ্বারা কৃষ্ণবর্ম্ম ধূম প্রকাশিত হওত, তদ্দ্বারা দেবতাগণের তুষ্টি সাধন করিবে।

যে বৃক্ষাদির ধূমোদ্ভব ঘ্রাণ দ্বারা জন্তুসকল একান্ত পরিতুষ্ট হন, তাহাদের নির্য্যাস, পরাগ, কাষ্ঠ, গন্ধ, কৃত্রিম এই পঞ্চপ্রকার ধূপ জীবের অত্যন্ত প্রীতিকর এবং মঙ্গলদায়ক। সাধক, যক্ষধূপ মাধবোদ্দেশে বিতরণ করিবে না, এবং রক্তবিদ্রুম, সুরথ, স্কন্দিন এই সকল নামক ধূপ কদাচ মদুদ্দেশে নিবেদন করিবে না। যক্ষধূপ, পাত্রবাহ, পিণ্ডধূপ, স্বগোলক, কৃষ্ণাগুরু, সকর্পূর এই সকল ধূপ জগন্মোহিনী মহামায়ার সাতিশয় প্রিয়।

হে সুব্রত ভৈরব! যে জন যক্ষধূপ দ্বারা মহামায়া জগদম্বিকার অর্চ্চনা করে, সে ইহলোকে সুখরাশি পরিভোগ করত, অন্তকালে তাঁহার চরণকমল সম্প্রাপ্ত হয়। মেদ ওমজ্জা সমাযুক্ত বিবিধ ধূপ, আর অন্য জন কর্ত্তৃক আঘ্রায়িত ধূপ অথবা চৌর্য্য দ্বারা লব্ধগন্ধ, পুষ্প, ধূপ এবং অপরাপর নিখিলোপচার সকলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া দেব ও দেবীর উদ্দেশে যদি দান করে, তবে সে নিশ্চই নিবীর নরকে গমন করিয়া থাকে ভূমিতে, আসনে এবং ঘটে এই কএক স্থানে ধূপ সংরক্ষণ করত, কদাচ দেবোদ্দেশে প্রদান করিবে না, কিন্তু যে সে আধারে

ধূপ সংস্থাপন করিয়া দান করিবে। রক্তবিদ্রুম, সান, সুরথ, সুবল, সন্তান, কোনমেরু, কালাগুরু এবং আজ্য সংযুক্ত জাতিকোষ ইত্যাদি নামকধূপ মহাদেবী কামেশ্বরীর অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর, মাতৃগণের, এবং সমস্ত পীঠদেবতার, কান্তাদিগের এবং আমারও একান্ত প্রিয়তম।

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! এই ধূপের বিবরণ তোমাদের অন্তিকে কথিত হইল, অনন্তর যে নয়নাঞ্জনের দ্বারা দেবী কামাখ্যা ও বৈষ্ণবী ত্রিপুরা একান্ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন, হে কুমার! তাহাই এখন শ্রবণ কর। সৌবীর, জাম্বল, গুল্ম, ময়ূর, শ্রীকর, দর্ব্বিকা, মেঘনীলের ন্যায় সুপ্রভা এই ষট্‌প্রকার অঞ্জন, পরন্তু স্রবদ্রূপ, সৌবীর, জাম্বল, প্রসর, ময়ূর, শ্রীকর, রত্ন, মেঘনীল, তৈজস এই সকল ঘর্ষণ করিয়া জাজ্বল্য অনলে গালন করত, শিলাতে অথবা তৈজস পাত্রে নিখিল দেব, দেবীর উদ্দেশে প্রদান করিবে। ঘৃত কিম্বা তৈলাদি তাম্রাদি পাত্রে সংযোগ করত প্রদীপানলে পর্শ করিলে, যে অঞ্জন সমুৎপন্ন হয় তাহাই দর্ব্বিকা নামে কীর্ত্তিত হন। পরন্তু অঞ্জনাদির অভাব হইলে এই দর্ব্বিকা নামক অঞ্জন দেবীসমূহের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। মহামায়া, জগদ্ধাত্রী, কামাখ্যা এবং ত্রিপুরা ইহারা ষট্‌প্রকার অঞ্জন দ্বারা সদাকাল পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন।

হে গণনাথ ভৈরব! বিধবা স্ত্রী মহাদেবী মহামায়ার

পরিধানার্থ কদাচই অঞ্জন প্রস্তুত করিবে না, কারণ বৈষ্ণবী মহামায়া বিধবাকৃত অঞ্জন কখনই গ্রহণ করেন না। সাধক মৃত্তিকাপাত্রে নেত্রাঞ্জন সংযোজনা করিবে না, যদ্যপিও মৃণ্ময়পাত্রে অঞ্জন বিহিত হইয়া থাকে, তথাপি তদ্দ্বারা সহস্র সহস্রবার পরমারাধ্যা মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেও, পূজাফল সম্প্রাপ্ত হয় না। সাধক ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গেরফলপ্রদ ধূপ এবং ভক্তের অভীষ্টদ নয়নাঞ্জন সাতিশয় প্রযত্নের সহিত দেবোদ্দেশে দান করিবে।

হে কুমার বেতাল ও ভৈরব! এইধূপ ওনয়নাঞ্জন তোমাদের স্থানে বর্ণন করিলাম, অতঃপর মহাদেবীর পূজায়, নৈবেদ্য যেরূপে নিবেদন করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে ষোড়শোপচার নির্ণয় নামক ঊন-সপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্তঃ।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়।

বৃষাসন মহেশ্বর বলিলেন, প্রশস্ত ও পবিত্র নিবেদনীয় পঞ্চবিধ যে দ্রব্য তন্মধ্যে নৈবেদ্য শ্রেষ্ঠরূপে কথিত, ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, এবং চোষ্য এই পাঁচ প্রকার ভক্ষ্যনীয়ের মধ্যে নৈবেদ্যই পরম আরাধ্য, সেই হেতু

প্রযত্নের সহিত জগন্মাতা মহিষমর্দ্দিনীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। ভক্ষ্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্য, তন্মধ্যে দেবীর প্রিয়বস্তু বলিতেছি, হে পুত্র! অবহিত হও। এই দত্ত বস্তু বিধিমৎ প্রকার গ্রহণ পূর্ব্বক, তদুদ্দেশে নিবেদন করিবে।

লাঙ্গল, কপিত্থ, দ্রাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোন, কুষ্মাণ্ড, পনস, বকুল, মধুক, রসাল, আম্রাতক, আখোড়, পিণ্ডখর্জ্জুর, করুণ, শ্রীফল, ঔডুম্বর, পুন্নাগ, মাধব, কর্কটীফল জাম্বর, বীজপূর, জম্বর, হরীতকী, আমলকী, ষড়্বিধ নাগরঙ্গ, দেবক, মধুক, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ, বাট্যাল, শালক; বৃন্ত, অগ্নিজ, কদলীফল, তিন্দুক, কুস্থম, শীত, কারবিল্ব, কুরুবক, গর্ভাবর্ত্ত, তৎ পুষ্পা, ক্ষীরস্রাব্য, অনঙ্গজ, কুমুদ ও পঙ্কজ এই বিবিধফল, আর অশেষ পুষ্প এতদ্দ্বারা দেবী জগদম্বিকার পূজা করিবে। শ্লেষ্মাতক, বিম্ব, শৌনক এই ত্রিবিধ ফল ভিন্ন নিখিল ফলজাতির মধ্যে লাঙ্গল, মাওল, করমর্দ্দক এবং রসাল এই কএক প্রকার ফল দেবী কামাখ্যার অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়া থাকে। শৃঙ্গাটক, কশেরু, শালুক, মৃণালক, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, স্থূলকন্দ, কন্দর, এই সমস্ত ফল ভবানী সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। পরমান্ন, পিষ্টক, যাবক, কৃসর, মোদক, পৃথুকাদি এবং কন্দুপক্ক এই সকল দ্রব্য মহামায়োদ্দেশে প্রদান করিবে। দিব্য শাল্যোদন, হবি, মাস এই সকল দ্রব্য শর্করা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে, এবং নানাবিধ

ব্যঞ্জন ও ক্ষীরাদি করিয়া নিখিল গব্য এবং মাহিষক্ষীর, অজ, অবি, মৃগ ইহাদিগের ক্ষীর এতৎসমস্তই ভগবতী কাত্যায়নীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। সর্ব্বশঃ প্রকার মধু, গুড়, শিতাযুক্ত ধানাকা, অপরাপর বিবিধ অন্ন, শীতল পানীয়, অশেষ প্রকার মাংস এই সকল বস্তু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী দুর্গার উদ্দেশে প্রদান করিবে। সুরভি গন্ধযুক্ত আর সর্ব্বপ্রকার ব্যঞ্জন ভক্তিপূর্ব্বক, মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিলে, বাজিমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে। শিতা সমিশ্রিত ও মধুসমন্বিত সুরা ত্রিনয়না কালিকোদ্দেশে দান করত এই জীবলোকে চিরকাল সংস্থিতি থাকিয়া পশ্চাৎ ক্ষিতিতলে রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী হইয়া এই বিশাল বিশ্বসংসার জয় করিয়া থাকেন। লাঙ্গুল, ক্রমুক, রুচক, করমর্দ্দক ইহা জগজ্জননী মহামায়োদ্দেশে দান করিলে, অতুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন, আর পশ্চাৎ দেবীলোকে চিরকাল সংস্থিতি করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকে। মাষ, মুদ্গ, মসূর, তিলভঙ্গ এবং যবাদি এই সমস্ত শস্য যথা যোগ্য ভাবে নিবেদন করিবে। যে কোন ভক্ষ্যদ্রব্যের যে কোন প্রকার সংস্কার করিয়া কেশরাদিতে সংস্থাপন করত তদ্দ্বারা মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে।

মহাবীর, মুনি, ব্রাহ্মণ কিম্বা অপরাপর ইহারা যে ভক্ষ্যনীয় দ্রব্য ভোজন করিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ যে কোন মতে তদ্বস্তু মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া তদুদ্দেশেই প্রদান করিবে। হে ভৈরব! দেয়বস্তু সকলের

যথা বিধিমতে সংস্কার করিবে, পশ্চাৎ ঐ সংস্কার্য্য দ্রব্য সকল তত্তদ্বিধানে দান করিবে। পূতিগন্ধযুক্ত, দগ্ধ, ভোগ্যবহিষ্কৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীর উদ্দেশে কদাচ প্রদান করিবে না। কর্পূর দ্বারা সুবাশিত সচূর্ণের সহিত তাম্বূল, নলিনকেশরে সংস্কার করিয়া সংসারদুঃখ বিনাশিনী কালিকোদ্দেশে নিবেদন করিবে। যে মৃগ ও পক্ষি বলিদানে বিহিত, তাঁহাদের মাংস এবং মৎস্যের মাংস অমরপ্রার্থী, দুর্গাদেবীকে প্রদান করিবে। খড়্গ, বাধ্রীণ, ছাগ, মৎস্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, সাদুগন্ধদ্বারা সুবাসিত অথচ মনোহর ব্যঞ্জন যদ্যপি মহাদেবীর উদ্দেশে দান করে, তবে সে এই সংসারে চক্রবর্ত্তী হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে ভক্তিমান সাধক মূলমন্ত্র দ্বারা এনমাংস (হরিণমাংস) লৌহপাত্রে সুসংস্কার করত সুগন্ধি ব্যঞ্জন পরমারাধ্যা জগদম্বিকা শিবানীর উদ্দেশে নিবেদন করে, তবে নিশ্চয়ই দেবীলোক সংপ্রাপ্ত হয়।

খর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জুর, যবচূর্ণ, আজ্যের সহিত সংযোগ করত দেবী ভৈরবীর উদ্দেশপূর্ব্বক নিবেদন করত, রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন। কৃসরান্ন, ভক্তিপূর্ব্বক তাপ নিবারিণী কালিকোদ্দেশে নিবেদন করিলে, অতুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে, আর ভক্তি পূর্ব্বক নারিকেল ফল যদ্যপি দান করে, তাহা হইলে বহ্নিষ্টোমের ফল ভাগী হইতে পারে। জাম্বীর, লবনী, ধাত্রী, শ্রীফল, এই সকল ফল নিবেদন করত, বহ্নিষ্টোমবৎ ফল লাভ

করিয়া দেবীলোকে ধরণীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। শিতাযুক্ত দ্রাক্ষা, নাগরঙ্গ, মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করত এই সংসারে লক্ষ্মীবান্ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে মানব নির্ম্মল অন্তঃকরণে ধানাকা, ও পৃথুক দেবীর উদ্দেশে দান করে, পরম শ্রীলাভ হইয়া থাকে। মোক্ষখণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, লবনীত এই ত্রিবিধ বস্তু মহামায়োদ্দেশে নিবেদন করিলে, অতুল বিভূতি ভোগ করত পরমারাধ্যা জগদম্বিকার দিব্যলোক লাভ হইয়া থাকে। নবনীত সহিত তিল দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করত ইহলোকে নিখিল বাসনা পূর্ণ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। সাধক ভক্তিপ্রবণ চিত্তে ক্ষীর, আজ্য, মধু, শিতা, দধি এই সকল দ্রব্য পানার্থ তৈজসপাত্রে দেবীর উদ্দেশে দান করে, তাঁহার পুণ্যফল। হে কুমার ভৈরব! শ্রবণ কর। সহস্র কোটিকল্প কিম্বা শতকোটি কল্প পর্য্যন্ত দেবীপুরে সংস্থিতি থাকিয়া ক্ষিতিতলে সার্ব্বভৌমপদ লাভ করিয়া থাকে, তৎপরে যথেচ্ছা পূর্ব্বক কৈবল্য জ্ঞান সংপ্রাপ্ত হন। কলায়, নীবীর, দধিসংযুক্ত ওদন একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক দেবী মহামায়ার উদ্দেশে নিবেদন করিলে আত্ম বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। মরিচ, পিপ্পলীমূল জীবক, তন্তুভ এই সকল সংস্কার কার্য্যে যত্নের সহিত মহাদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। ভক্তিযুক্ত নর, তিন্তিড়ীখণ্ড দেবোদ্দেশে প্রদান করিলে, জ্যোতিষ্টোম যাগজন্য ফল পরিভোগ করত, পশ্চাৎ দেবীলোকে গমন করেন। রাজমাংস, মসূর, পালঙ্গী, পোতিকা, কালশাক,

মসূর, পালন্দী, পোতিকা, কালশাক, কলায়, ব্রাহ্মী, মূলক, বস্তূক, কলম্বী, কণ্টট, হিলমোচিকা, চূচু, বিদ্রুমপত্র, পুনর্ন্নবা এই সর্ব্বশঃ প্রকার শাক মহাদেবীর উদ্দেশে দান করে, সে অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাক্যের আধিক্য হইতে মন্ত্রের আধিক্যতা, মন্ত্র ওকাল বিরুদ্ধ নৈবেদ্য দেবোদ্দেশে কদাচ নিয়োগ করিবে না। রজতপাত্র, সৌবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, প্রস্তর, পদ্মপত্র, ইহার মধ্যে একতর পাত্রে নৈবেদ্য যদ্যপি নিবেদন করে, তবে তন্নৈবেদ্য আমার প্রিয় হইতেও অধিকতর প্রিয় হইয়া থাকে। নিখিল তৈজসপাত্রের মধ্যে বিশেষতঃ তাম্র ও সৌবর্ণ পাত্রে অশনার্থ কিম্বা অর্ঘ্যপাত্রের নিমিত্তে সতত যত্ন করিবে, যজ্ঞীয় দারুময়পাত্র মধ্যম বলিয়া জানিবা, সর্ব্বপ্রকার পাত্রের অলাভ হইলে স্বহস্ত ঘটিত মৃণ্ময় পাত্রও পূজিত অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ্য হইয়া থাকে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! এবম্প্রকার নৈবেদ্যের পারিপাট্যতা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইল, আর এই নৈবেদ্য, মহাদেবী বৈষ্ণবীর ও পরমারাধ্যা কামাখ্যার এবং বিশেষত ত্রিপুরাসুন্দরীর অত্যন্ত পরম প্রিয়তম হইয়া থাকে, সংপ্রতি প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের নিয়ম বলিতেছি, এক মনে শ্রবণ কর।

কালিকাপুরাণে নৈবেদ্য নির্ণয় নামক সপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ারম্ভ ।

ভগবান শূলপাণী কহিলেন, যজমান দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক, স্বয়ং নম্র শির হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্ব সন্দর্শন করত মনোদ্বারা একবার অথবা বারত্রয় মহাদেবীর প্রদক্ষিণ সম্যক্ প্রকার আচরণ করিলে, হে বৎস! দেবী পরম পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহারপ্রতি নিরন্তর মঙ্গল দান করেন; এবম্প্রকারে শতবার প্রদক্ষিণ করত সমস্ত সুরগণ সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপূর্ব্বক, পরম কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন। যে নর একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক অষ্টাধিক শতবার দেবী ত্রিনয়নার প্রদক্ষিণ করে, সে এই সংসারের নিখিল বাসনা ভোগ করত অন্তে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। কায়িক, বাচনিক এবং মানস এই তিন প্রকার নমস্কার, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, এবং ত্রিবিধ নমস্কার উত্তম, মধ্যম ওঅধমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে মানব জানুদ্বারা ধরণী মণ্ডল প্রাপ্ত হওত, শিরোদ্বারা মেদিনী সংস্পর্শ করত যে নমস্কার ক্রিয়মান হইবে, সে কায়িক নমস্কার রূপে মধ্যম বলিয়া বিখ্যাত হয়। করদ্বয়, পুটী করিয়া আপন শীর্ষে যে কোন প্রকার প্রদান করিলে, জানু এবং শিরোদ্বারা ক্ষিতিতল সংস্পর্শ না করিলে, অধম নমস্কার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে সাধক স্বয়ং ভক্তি পূর্ব্বক গদ্য, পদ্য উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহা বাচনিক বলিয়া প্রকথিত হওত, উত্তম নমস্কার বলিয়া বিখ্যাত হয়।

পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্রদ্বারা যে নমস্কার ক্রিয়মান, সে নমস্কার মধ্যম নামে সমাখ্যাত হন, হে মহাভাগ ভৈরব! কেবল মানুষ বাক্যদ্বারা সদাকাল যে নমস্কার ক্রিয়মান হয়, দেবতারা উহাকে কেবল বাচনিক বলিয়া থাকেন, এবং নমস্কারের মধ্যে অধম বলিয়াই কীর্ত্তিত হন। ইষ্ট, মধ্যম, অনিষ্ট এই ত্রিবিধ নমস্কার মনোদ্বারা পুনর্ব্বার যদ্যপি নমস্কার করে, তবে এক মাত্র মানস নমস্কার রূপে প্রকথিত হওত, উত্তম, অধম, মধ্যম বলিয়া পরিকথিত হইয়াথাকে। এই তিনপ্রকার নমস্কারের মধ্যে কায়িক সর্ব্বতোভাবে উত্তম বলিয়া কথিত, কারণ কায়িক নমস্কার দ্বারা দেবতা সকল নিত্যশ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, হে সুব্রত বেতাল! এই নমস্কার, দণ্ডাদি প্রতি পত্তিরন্যায় প্রণাম বলিয়া জানিবা এই প্রণাম পূর্ব্বেই প্রতি পাদিত হইয়াছে। নৈবেদ্য নিবেদন দ্বারা স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, তাহার কারণ নৈবেদ্য সাক্ষাৎ অমৃতোপম, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ওমোক্ষ সদাকাল নৈবেদ্যে প্রতিষ্ঠিত, অতএব হেপুত্র! এই নৈবেদ্য নিত্যই সর্ব্ব যজ্ঞময়, এবং নিখিল দেবগণের একান্ততুষ্টিদ, জ্ঞানপ্রদ, অভীষ্টদ, পুণ্যদায়ক এবং সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধন কর এই নৈবেদ্য, একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক, যদ্যপি মহাদেবী কাত্যায়নীর উদ্দেশে দান করে তবে, সে দীর্ঘায়ু ও পরম সুখী হইয়া সংসারের তাবত্ সুখরাশি পরি ভোগকরে। যে সাধক চিন্তাকুল বিহীন হইয়া নানাবিধ নৈবেদ্যে মহামায়া জগদম্বিকার অর্চ্চনাকরে, সে সকল বাসনা সম্পূর্ণ করিয়া আমার রমণীয় কৈলাসভবনে মহীরন্যায় সর্ব্বদা আচরণ

করিতে থাকে, আর যে মনুষ্য একান্তমনে ভক্তিপূর্ব্বক, দেবী কাত্যায়নীর প্রদক্ষিণ করে সে, দক্ষিণ দিকে মহাভয়ঙ্কর যমালয়ে অসিপত্রাদি বিবিধনরক কদাচ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তি পূর্ব্বক শিবানী দুর্গা দেবীর উদ্দেশ করিয়া একটীবার যদ্যপি নমস্কার করে, তবে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ এবং সচরাচর গুহ্যক তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। মহামতি পুরুষ একমাত্র নমস্কার দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারেন, হে কুমার ভৈরব! সকল স্থানে সর্ব্ব বাসনা সিদ্ধির নিমিত্তে একমাত্র নমস্কারই প্রসস্ত। নমস্কার দ্বারা ত্রিলোক জয় হইয়া থাকে, এবং দীর্ঘায়ু, অছিন্ন প্রজা সমুৎপন্ন হয়। পরন্তু মহাদেবীর উদ্দেশে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, নৈবেদ্য মুহুর্মুহু যাহা বলিতেছি; তাহা একান্তঃকরণে তদুদ্দেশে প্রদান করিলে, সে ইহলোকে সচ্ছন্দ সুখরাশি ভোগ করিয়া আমার ত্রিলোক প্রমোদকর কৈলাসধামে সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। ভক্তিমান পুরুষ মহাদেবীর উদ্দেশে বিবিধোপচারের সহিত নৈবেদ্য নিবেদন করিলে, দেবী ভগবতী দাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তদ্গত বাসনা পূর্ণ করেন, এবং দানকর্ত্তা দেবীলোক নিশ্চই প্রাপ্ত হন। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের স্থানে সম্যক্ প্রকার ষোড়শোপচার কথিত হইল, অতঃপর হে সুব্রত বেতাল ও ভৈরব! কোন বিষয় শ্রবণ ও বিদিত হইতে রুচি হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা কর, আমি আনন্দঅন্তঃকরণে কীর্ত্তন করিব।

কালিকা পুরাণে একসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত॥

দ্বিসপ্ততিতমোধ্যায়।

সতীনাথ মহেশ্বর কহিলেন, মহাদেবী কামাখ্যার মাহাত্ম্য ও অঙ্গের সহিত সরহস্য কবচ হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের নিকট বলিতেছি, এক মনে শ্রবণ কর। একদা ভগবান বিষ্ণু, বিষ্ণুপরায়ণ গরুড়ে গমন করত নীলকূটস্থা দেবী কামাখ্যাকে সম্প্রাপ্ত হওত, আর সেই গিরিশ্রেষ্ঠ নীলগিরিকেও সম্প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈর্ব্বচনে, গরুড়কে বলিলেন, হে বৈনতয়! শীঘ্র গমন কর, এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন। এদিকে জগজ্জননী মহামায়া কামাখ্যা, তৎক্ষণাৎ গরুড়ের সহিত দ্রুতগামী শ্রীকৃষ্ণের গতির স্তম্ভন করেন। পরন্তু গরুড় মহামায়ার অমোঘমায়ায়, বিমোহিত হওত, গরুড়াসনে নারায়ণ গমনাগমনে আর শক্ত হইলেন না। বিষ্ণু গরুড়াসনে গমন করিতে অত্যন্ত অশক্ত দেখিয়া আত্মবাহন গরুড়কে দর্শন করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বিনতা তনয় সেই গরুড়কে উৎসারণ করিতে সমুদ্যত হওত, পরন্তু কোমল করযুগ্মে সেই শৈলশেখর ক্রোড়ে করত, সাতিশয় যত্নের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র চালন করিতেও সক্ষম হইলেন না। অতঃপর ত্রিলোকার্চ্চিতা কামাখ্যা অত্যন্ত ক্রোধ তৎপর হওত, সেই শৈলসঞ্চালোদ্দত ভগবান বৈকুণ্ঠকে খগের সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। মহাদেবী কামাখ্যা সিদ্ধসূত্রে সেই গরুড়াসন কেশবকে আবদ্ধ করিয়া গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে হেলাক্রমে

বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন গরুড়াসন মধুসূদন নিক্ষেপ বেগে তৎক্ষণাৎ অতলাতল প্রাপ্ত হইলেন। মহামায়া পুনর্ব্বার অজয়াদুর্জ্জয়মায়া দ্বারা সাগরতল প্রবিষ্ট কেশবকে, সম্যক্ প্রকার আক্রমণ করত পুনর্নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর মহান্ প্রযত্নের সহিত উত্তীর্ণ না হইবার পক্ষে সাতিশয় যত্নবতী হইয়াছিলেন। দেবকীসুত হরি, অতিশয় যত্নের সহিত পুনরুত্তীর্ণ হইবেন, এতাদৃশ সময়ে কামদা কামাখ্যা পুনর্ব্বার উহাঁকে বিক্ষেপ করিলেন, তখন তলাতলস্থিত সেই হরির আসার ও প্রসারে দেবী কামাখ্যা প্রতিরোধ করিলেন, বিশেষত দেবী কামাখ্যা গমনোদ্যত কেশবের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রতিরোধ করিলেন, তখন প্রসারাসারে বর্জিত সেই নারায়ণ গরুড়ের সহিত অতুল্যতোয় তোয়রাশিতে চিরকাল বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত সাগরান্তরে সংস্থিত, বিশীর্ণ অথচ প্রকৃতের ন্যায় হরিকে সম্প্রাপ্ত হইলেন।

হে কুমার ভৈরব! লোক পিতামহ ব্রহ্মা তার্ক্ষের সহিত সেই নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়া আপন কোমল কর দ্বারা সম্যক্ প্রকার গ্রহণ করিয়া আশ্বাশ সুবিস্তার জন্য উহাঁকে উৎপ্লাবন করিতে প্রযত্নবান হইলেন। কিন্তু কমলযোনি ব্রহ্মা খগের সহিত গরুড়াসনকে পুনঃ পনঃ উৎপ্লাবনের নিমিত্তে যত্নবান হইলেও, কোন মতেই কার্য্যক্ষেম হইতে পারিলেন না। কারণ ভগবান কেশব স্বয়ং দেবীমায়ায় নিবদ্ধ হওত, সকলই পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এদিকে শক্রাদিদেবগণও

ইতস্তত চিরকাল মার্গমান হওত, দুর্গম জলান্তরে গরুড়াসন বিষ্ণু এবং কমলাসন ব্রহ্মাকে সম্প্রাপ্ত হইয়া নিখিল অমরগণ উহাঁদিগের উৎপ্লাবনের নিমিত্তে সাতিশয় প্রয়ত্নবান হইলেন, কিন্তু কোন মতেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিলেন না। অতঃপর শক্রাদি নিখিল দেবগণ দেবী কামাখ্যার অজয়া দুর্জ্জয়া মায়া দ্বারা বারম্বার বিমোহিত হওত, বিধান কর্ত্তা ব্রহ্মা পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর সহিত তত্র স্থানে সংস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে সুরগুরু বৃহস্পতি সমস্ত দেববর্গের অণুসন্ধান করত হিমালয়সানুস্থিত দেবাদিদেব মহাদেবকে সংপ্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ প্রকার সাদরের সহিত বিধি বিধানানুজায়ী স্তব, এবং অবনত শিরে নমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেন. হে মঙ্গলাস্পদ! হে মহামহেশ্বর! হে জগৎকারণের কারণ! শক্রাদি নিখিল দেবগণ তাঁহাদিগের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কোন ভদ্রাভদ্র না জানিতে পারিয়া হে বিভো! তোমার অন্তিকে সমুপস্থিত হইয়াছি; লোককর্ত্তা ব্রহ্মা পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ইহাঁরা ব্রহ্মসদনে বা স্বর্গে কোনস্থানেই সংস্থিতি করিতেছেন না। আর ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতা সকল কোন কারণ বসতঃ কোন স্থানেই বা অবস্থিতি করিতেছেন, হে প্রভো! এতদ্বিষয়ে আমার দুর্জ্জয় সংশয়োৎপন্ন হইয়াছে, হে ভক্তানুরক্ত! একান্ত প্রীত হইয়া সংশয় চ্ছেদ করুন, এবং আপনকার আদেশানুসারে ব্রহ্মাদি তাবদ্দেবগণের অন্বেষণে গমন করিতে বাসনা করি, হে বিভো! তাঁহাদিগের স্থিতিত্ব বর্ণন করুন, যদি আমার

প্রতি একান্ত দয়া হইয়া থাকে। সুরাচার্য্য বাক্‌পতির এতদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া যেপ্রকার মহামায়ার মায়ায়, বদ্ধ হইয়াছেন, তৎ সমস্তই কহিতেছি, হে বাক্‌পতে! আকর্ণন কর। মহামায়া জগদম্বিকার মায়া অনবজ্ঞত (না জানিয়া) সেই অজয়া মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ভগবান বিষ্ণু অগাদ সাগরে অবস্থিতি করিতেছেন.। পরে ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ গরুড়াসন বিষ্ণুর অন্বেষণ করত পুনর্ব্বার মায়াপ্রচারিণা ত্রিনয়নার মায়ায় সংবদ্ধ হওত, তদন্তিকে সাতিশয় সংযতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। হে বৃহস্পতে! তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণ্বাদি দেবগণের অন্বেষণ করিতে গমন কর, তবে নিশ্চয়ই বলিতেছি, তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় আবদ্ধ হইবে, সেই হেতু আমি সেই স্থানে গমন করি, যে স্থানে ভগবান গরুড়ধ্বজ বিরাজ করিতেছেন,। হে সুরবর্য্য! ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতা সকল স্বপ্নের ন্যায় তত্র স্থানে সংস্থিতি করিতেছেন, তাহাঁদিগের ক্রমান্বয়ে মুক্ত করিব, গুরু বৃহস্পতির সহিত এইরূপ কৃতনিশ্চয় করিয়া তাঁহার সহিত একত্রিত হওত, বৃষধ্বজ ত্রিলোচন দেবতা সকল যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, মহামহেশ্বর সেই স্থানেই গমন করিলেন। মহাদেব সেই স্থানে গমন করিয়া অমীয় বচনে ভগবান বিষ্ণু এবং লোককর্ত্তা ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্তে আপনারা এই স্থানেই বা সংস্থিত এবং গতাগত বিহীন অথচ জড়ের ন্যায় জ্ঞান বর্জ্জিত।

হে ভো দেবগণ! কি নিমিত্ত ম্লানবদনে ও বিষণ্ণ মনে দীনের ন্যায় এই স্থানে কালাতিপাত করিতেছেন, আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি তৎ সমস্তই কীর্ত্তন করুন। কংশারি কেশব শূলপাণীর তত্ত্ববচন আকর্ণন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতান্তিকে ভূতনাথ ভর্গের প্রতি বারম্বার কহিতে লাগিলেন। ভগবান্ বনমালী কহিতে লাগিলেন, একদা নীলকূট শিখরের ঊর্দ্ধভাগে গরুড়াসনে সমাসীন হইয়া মৎকর্ত্তৃক মহাগিরি ধৃত হওত, বিশাল কর দ্বারা উহা উদ্ধারণে সযত্নবান হইলে, কামরূপিণা কামাখ্যা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে স্বয়ং খগের সহিত আমাকে ধারণ করিয়া এই সাগর গভরে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

অনন্তর আমি বাহনের সহিত রসাতল সংপ্রাপ্ত হইয়া নিপতিত হওত, তদবধি এই তোয়রাশির অভ্যন্তরে বাস করিতেছি; হে মহেশ্বর! চিরব্যাপক এই রূপে আমি সাগর তোয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, তথাপি আদ্যাশক্তি মহামায়া মৎ সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করিলেন না। এই রূপে আমি ভীষণ উর্ম্মি সহ সাগর তোয়ে অবস্থিতি করিতে থাকিলে, মদর্থে ব্রহ্মাদি তাবদ্দেববর্গ আগমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও, মহাদেবীর অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ায়, হটাৎ আবদ্ধ হইয়াছেন। সেই হেতু হে শূলপাণে! সম্প্রতি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, যে অনুগ্রহ দ্বারা অনাময় মঙ্গল আশুই সমুৎপন্ন হয়, বিশেষত হিংসাভাব বিবর্জ্জিত হইয়া তোমার প্রতি সকলেই আমরা সুপ্রসন্ন হইব। জগৎপতি দামোদরের

এতাদৃশ কারুণ্য বাক্য আকর্ণন করত, করুণান্তঃকরণ ত্রিলোচন পরম প্রীতি পূর্ব্বক, বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং বিশ্বপালক বিষ্ণুর প্রতি বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বকামপূর্ণা ঈশ্বরীর সুমনোহর অথচ সর্ব্বার্থ সাঁধক, কবচ হে ভগবন্! আপনার শরীরে বন্ধন করিলে, এই অগাদ জলরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরমেশ্বরী কামাখ্যার প্রতি শীঘ্রই গমন করুন। বিশেষতঃ আমি মহাদেবী কামাখ্যার সর্ব্বার্থ সাধক কবচ, ধারণ করিয়া মহামায়ার অমোঘ মায়ায়, আবদ্ধ না হইয়া এই স্থলে যথেষ্টাচার ভোগ করিতেছি, এবং আমার সংসর্গ বশত সুরাচার্য্য বৃহস্পতিও সচ্ছন্দ অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছেন। এই হেতু হে দেবগণ! আপনারা একচিত্তী হইয়া মন্মুখনির্গত অথচ সুরম্য কামাখ্যা কবচ শ্রবণ কর। যে সৌখ্যদ্বারা এই ভয়ঙ্কর বিপদ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরী ভগবতীর অম্লান চরণপদ্ম দর্শন করিতে পারে, হে বৎস ভৈরব! সেই কবচ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, এক মনে শ্রবণ কর।

ওঁ কামাখ্যা কবচাস্যাস্য মুনির্বৃহস্পতি স্মৃতঃ।
দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপ্ছন্দ উচ্যতে॥
বিনিয়োগঃ সর্ব্বসিদ্ধৌতঞ্চ শৃন্বন্তু দেবতাঃ।
শিরঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুষীমম॥
সারদা কর্ণ যুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠেপাতু মহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ॥
কামাখ্যা জঠরে পাতু সারদা পাতুনাভিতঃ।

ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়াতু মেহনে ॥
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যোরুদ্বয়োতুমাং।
জানুনোঃ সারদা পাতু ত্রিপুরা পাতুজঙ্ঘয়োঃ ॥
মহামায়া পদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশান্ কোটীশ্বরী পাতুনাসায়াং পাপুদীর্ঘিকা ॥
ভৈরবী দন্ত সঙ্ঘাতে মাতঙ্গী বতু চাংসয়োঃ।
বাহ্বোর্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বরবাসিনী ॥
বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীসুশ্রীকামো নখকোটিষু।
রোমকূপেষু সর্ব্বত্র গুপ্তকামা সদাবতু ॥
পাদাঙ্গুলী পার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতু কঃ কণ্ঠাভ্যন্তরেবতু ॥
নঃপাতু চান্তরেরক্ষ ষ্টঃ পাতুজঠরান্তরে।
সামীন্দুঃ পাতু মাং বস্তৌ বিন্দু র্বিন্দন্তরেবতু ॥
ককারস্ত্বচি মাং পাতু বকারোস্থিষু সর্ব্বদা।
নকারঃ সর্ব্বনাড়ীষু ঈকারঃ সর্ব্বসন্ধিষু ॥
চন্দ্রঃ স্নাযুষু মাং পাতু বিন্দু র্মজ্জাসু সন্ততং।
পূর্ব্বস্যা ন্দিশি চাগ্নেয্যাং দক্ষিণে নৈঋতেতথা ॥
বারুণে চৈব বায়ব্যে কৌবেরে ইবমন্দিরে।
অকারাদ্যাস্তু বৈষ্ণব্যা অষ্টৌবর্ণাস্তু মন্ত্র যাঃ ॥
পান্তু তিষ্ঠন্তু সততং শর্ম্মোদ্ভব বিবৃদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধাধঃ পাতু সততং পাতু নেত্রদ্বয়ং সদা ॥
নবাক্ষরাণি মন্ত্রেষু শারদামন্ত্রগোচরে।
নবস্বরস্তু মাং নিত্যং নাসাদিষু সমন্ততঃ ॥

বাত, পিত্ত, কফেভ্যশ্চ ত্রিপুরায়াস্তু ত্রক্ষরং।
নিত্যং রক্ষতু ভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যস্তথৈচ ॥
গুল্কেতু সততং পাতু ক্রব্যাদ্ভোমাং নিবারকৌ।
নমঃ কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীং ॥
যা মহাপ্রকৃতি র্নিত্যং তনোতি জগদদ্য তাং।
কামাখ্যামক্ষমালামভয় বরদকরাং সিদ্ধ সূত্রৈক হস্তা
শ্বেতপ্রেতোপরিস্থাং মণিকনকযুক্তাং কুঙ্কুমা পীতবর্ণাং।
জ্ঞান ধ্যান প্রতিষ্ঠা মতিশয় বিষয়াং ব্রহ্ম শক্রাদনঙ্গাং।
গৌরীদন্তাদি মন্দ্রা প্রিয়তম বিষমাং নৌমি সিদ্ধৌ রতিস্থাং।
মধ্যে মধ্যাস্যভাগে সতত বিগলিত ভার হারা বলী যা ॥
লীলা লোকস্য কোষ্ঠে সকলগুণযুতা ব্যক্ত রূপৈক নম্রা।
বিদ্যাবিদ্যৈক শান্তা শমন শমনকরী ক্ষেমকর্ত্রী বরাস্যা ॥
নিত্যং পীতাৎ পবিত্রং প্রবলজলকরা কামপূর্ব্বেশ্বরীনঃ।
ইতি হরে কবচং তনুস্থিতং। শময়তে শমনং তথা জয়তি ॥
ইহ গৃহাণ যতস্য বিমোক্ষণে। সহিত এষ বিধিঃ সহ চামরৈঃ॥
ইতি দং কবচং যস্তু কামাখ্যায়াঃ পঠেদ্বুধঃ ॥
সকৃওস্তু মহাদেবী তনু ব্রজন্তি নিত্যদা।
নাধিব্যাধিভয়ংতস্য নক্রস্যেভ্যোভয়ংতথা।
নাগ্নিতো নাস্তি তোয়েভ্যো ন রিপুভ্যো ন রাজতঃ।
দীর্ঘায়ুর্ব্বহুভোগীচ পুত্রপৌত্র সমন্বিতঃ।
আবর্ত্তয়ঙ্গুতংদেবী মন্দিরে মোদতেপরে।
যথা যথা ভবেদ্দুঃখং সংগ্রামেন্যত্রবাবুধঃ।
তৎক্ষণাদেব মুক্তঃস্যাৎ স্মরণাৎ কবচস্য তু।

ইতি শ্রুত্বাতু কবচং হরি, ব্রহ্মা, সুরা স্তথা ॥
শক্রোপি কবচং দেহে ন্যাসং চক্রুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
তে তু বিন্যস্ত কবচ মহামায়া প্রভাবতঃ ॥
উংপ্লুত্য সাগরস্যাস্ত আসেদুঃ ক্ষিতি মঞ্জসা ।
আসাদ্য পৃথিবীং সর্ব্বে ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ ॥
নীলকূটং সমাসাদ্য কামাখ্যাং দ্রষ্টুমাগতাঃ ।
দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং দেবীং কেশব স্তাং জগন্ময়ীং ॥
ইদ মাহ স্বয়ং জ্ঞাত্বা প্রভাবং তৎ প্রতিষ্ঠিতং ।
ত্বমেব প্রকৃতি র্দেবী ত্বমেব পৃথিবী জলং ॥
ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী ।
ত্বং কীর্ত্তিঃ সর্ব্ব জগতাং বিদ্যা ত্বং মুক্তিদায়িনী ॥
পরা পরাত্মিকা দেবী স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা তথা ।
প্রসীদ ত্বং মহাদেবি প্রসন্নয়াং শুভেত্বয়ি ॥
দেবাঃ সর্ব্বে প্রসীদন্তি চতুর্ব্বর্গ প্রদেনযে ।
ইতি শ্রুত্বা বচ স্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥
প্রত্যক্ষ রূপা কামাখ্যা হরিমাভাষ্যচাব্রবীৎ ।

হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! শিববক্ত্র হইতে কামাখ্যা কবচ আকর্ণন করিয়া জগৎপতি নারায়ণ, কমলযোনি ব্রহ্মার সহিত এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণে একত্রিত হইয়া কামাখ্যা সলিলে অতিদ্রুত স্নান, পান সম্পন্ন করিয়া পরন্তু অহঙ্কারাদি বিবর্জ্জিত হওত, পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্যে সমন্বিত হইয়া বিধাতার সহিত গরুড়ারুহ হওত, তৎক্ষণাৎ ত্রিদিবে গমনোদ্যত হইলেন। মহাদেবী কামাখ্যা কর্ত্তৃক এবম্প্রকার উক্ত

হইলে, ভগবান কেশব বিধান কর্ত্তা ব্রহ্মার সহিত কামরূপ যোনিমণ্ডলে নির্ম্মলান্তঃকরণে স্নান ও পান করিয়াছিলেন। এ দিকে শক্রাদি সুরগণও কৃতপ্লবা হওত, ভগবান মধুসূদনের সহিত ঐ যোনিমণ্ডলতোয়ে স্নানাদি কার্য্য সংপূর্ণ করিয়া অবনত শিরে পুনঃ পুনঃ কৃতপ্রণাম হওত, এই রূপে প্রমদকরচিত্তে ত্রিদিবধামে গমন করিলেন; কমলাসন ব্রহ্মা এবং গরুড়াসন বিষ্ণুরসহিত সুরগণ সকল স্বর্গত হওত, বিয়দ্গতা কামদায়িনী কামাখ্যাকে সন্দর্শন করিলেন। অতঃপর ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে যোনির সহিত সুরম্য সহস্র নীলকূট পর্ব্বত তৎ ক্ষণাৎ দর্শন করিয়া ত্রিদশ বাসী দেবগণ প্রত্যেকত সেই পর্ব্বত একে একে আরোহণ করত পরমানন্দ পান করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন, এবং দিন দিন নিরাময় হইতে লাগিলেন, এই খেখিয়া এককালীন পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে কুমার ভৈরব! এই রূপে যোনীমণ্ডলে বিচরণ করত প্রফুল্ল বদনে দেবী কামাখ্যার বিবিধ স্তব, স্তুতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুরগুরু বৃহস্পতি প্রণত-ভাবে দেবী কামাখ্যার এবং আমার পুনঃপুনঃ স্তব ও নমস্কার করিয়াছিলেন।

এইরূপে সুরাচার্য্য ত্রিদশবাসী ত্রিদশগণের সহিত সুধাময় দিব্যলোকে গমন করিলেন। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! মহাদেবী কামাখ্যার এতাদৃশ মাহাত্ম্য এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ কবচ, তোমাদের স্থানে কীর্ত্তন করিলাম, আর

এই কবচ একবার উচ্চারণ কিম্বা শকৃৎ শ্রবণ করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে ত্রিলোক আপ্যায়িত হয়, অতএব হে প্রাণাধিক ভৈরব! মহামায়া কামাখ্যার মাহাত্ম্য আমি পঞ্চ বক্তে, বলিতেও, সক্ষম হই না, তথাপি দেবী মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ তোমাদের অন্তিকে বর্ণন করিতেছি, যে দেবীর যোনিমণ্ডল শিলার সহিত সংযোগ হইয়া লৌহ আদি করিয়া স্বর্ণান্ত ধাতু সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে, আর যে মানব দেবী কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে শকৃৎ স্নান ও পান করেন; তাঁহাকে এই ভব সংসারে আর কদাচ সমুৎপন্ন হইতে হয় না বরং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াই থাকেন।

কালিকা পুরাণে কামাখ্যা প্রভাব বর্ণন নীলকূটাচল প্রস্তাবে কামাখ্যাকবচ সম্পূর্ণ নামক দ্বিসপ্ততি-
তমোঽধ্যায় সমাপ্ত॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ারম্ভ।

ভূত ভাবন শঙ্কর কহিলেন, পুত্র বেতাল ও ভৈরব! সম্প্রতি মাতৃকান্যাস শ্রবণ কর, যে মাতৃকা দ্বারা মানব দেবত্ব লাভ করেন, ব্রহ্ম স্বরূপিণী বাগ্‌দেবীকে মুখে স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ মাতৃকা দেবীর কীর্ত্তন করিবে। আর এই মাতৃকার মন্ত্র সকল, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে সহযোগ হইলে পরন্তু চন্দ্রবিন্দু সংযোগ করত সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে এই মাতৃকা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্ম, গায়ত্রী, ছন্দরূপে কথিত হন, বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী ইহার সাক্ষাদ্দেবতা। শরীর শুদ্ধির নিমিত্তে এবং মন্ত্রের ন্যূনাধিক সম্পূর্ণার্থ প্রথমতঃ মাতৃকা সমুচ্চারণ করত পশ্চাৎ সর্ব্বার্থ সাধনের জন্য বিনিয়োগ করিবে। অকারের সহিত যে কাদি বর্গ প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত হইলে তত্রস্থ অক্ষর দ্বারা এই স্থলে আকারন্ত, সেই প্রকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নমঃশব্দ উচ্চারণ করিবে। প্রথমত মাতৃকা মন্ত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ন্যাস করিবে, পরে যে বর্গ সকল স্বরের সহিত ন্যাসকার্য্যে বাচ্য হইয়াছে, সেই সকল চন্দ্রবিন্দু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যুক্ত করিবে। হ্রস্ব ইকার বর্গের সহিত দীর্ঘকারান্ত হওত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা স্বাহান্ত পূর্ব্বক বিন্যাস করিবে। এইরূপ হ্রস্ব অকার টবর্গের সহিত দীর্ঘ ঈকাকান্ত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা

সম্যক্ রূপে ষড়ন্ত পূর্ব্বক ন্যাস করিবে, পরন্তু এঁকারাদি স্বর, ত বর্গের সহিত ঔকারান্ত হইলে পশ্চাৎ ওঁ ফট্ এই বলিয়া অনামা যুগ্মে ন্যাস করিবে।

পরে ওঁকারাদি করিয়া প বর্গের অন্ত শেষ বর্ণ ঔকারের সহযোগ করত করতলে বৌষট্ অন্ত পূর্ব্বক বিন্যাস করিলে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধি হইবেক। অতঃপর অকারাদি যকারান্ত ক্ষান্তবর্ণের সহিত সংযোগ করিলে ওঁ অঃ এই শব্দ সমুচ্চারণ করিয়া পাণির পৃষ্ঠতলে বিন্যাস করিবে, বষট্কারের শেষ ভাগে অস্ত্রায় নম এই বলিয়া বিন্যাস করিবে।

হে কুমার ভৈরব! অতঃপর হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে পূর্ব্ববৎ ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠাদি উক্ত বর্গদ্বারা ক্রমান্বয়ে চরণ, জানু, সক্থি, গুহ্য, পার্শ্ব, বস্তি, বাহুদ্বয়, পাণিযুগ্ম, কটিদেশ, নাভি, জঠর, স্তনযুগ্ম, এই এই অঙ্গে কথিত ষড়ক্ষরে বিন্যাস করিবে। আর ষড়বর্গ দ্বারা বক্ত্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণযুগ্ম, ললাট, অংশদ্বয় এবং কক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় ন্যাস করিবে, এবং রোমকুপ, ব্রহ্মরন্ধ্র, গুদ, জঙ্ঘাযুগল, নখরাশি, চরণপার্ষ্ণি, এই সকল স্থানেও তত্তৎ প্রকার বিশিষ্টরূপে ন্যাস করিবে।

হে. মহাভাগ ভৈরব! যে নরসত্তম এবম্প্রকারে মাতৃকা ন্যাস সমনুষ্ঠান করে, সে নিখিল যজ্ঞ ও পুজাদিতে পরমপূত হইয়া থাকেন। যে সাধক সর্ব্বকামদ পুণ্যজনক এবং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ এই বাগ্বাদিনী মাতৃকা দেবতা আত্ম হৃদয়ে ধ্যান করত পরন্তু মূর্দ্ধি দেশে অক্ষর সকল, মাতৃকার সহিত

বারত্রয় জপ করিয়া যদ্যপি জল পান করে, তাহা হইলে সে বাগ্মী, পণ্ডিত, সুবুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ কবিত্ব পদ লাভ করিয়া এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যে নর চন্দ্রবিন্দু সমাযুক্ত স্বর সকল পূর্ব্বে পাঠ করিয়া পশ্চাৎ অকারাদি ক্ষকারান্ত সকল ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিয়া নির্ম্মল জল করতলে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ অক্ষরসমূহে তত্তোয় অভিমন্ত্রণ করত প্রথমত পূরক মন্ত্রে পান করিবে, কুম্ভকমন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় এবং রেচক দ্বারা তৃতীয় বার এইরূপ জল পান করিবে। হে সুব্রত বেতাল ও ভৈরভ! যে বিচক্ষণ এবম্প্রকার শকৃৎ মন্ত্রপূত জল বারত্রয় পান করে, সে সুবিগ্ম পণ্ডিত হইয়া বিবিধপুত্র, পৌত্রে সমন্বিত হন। পরন্তু মাতৃকামন্ত্রে সুমন্ত্রিত অম্বুরাশি ত্রিসন্ধ্যায়, পান করিয়া মহাকবিত্ব লাভ করত আশুই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। হে প্রাণাধিক ভৈরব! যে জন মাতৃকা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কীলাল পূরক, রেচক এবং কুম্ভক দ্বারা যদি পান করে, সে সমস্ত কামনা সম্প্রাপ্ত হওত, অশেষ পুত্র, পৌত্রে এবং অতুল সম্পত্তি ভোগ করিয়া সংসারে মহা কবিরূপে সুপূজিত হইয়া থাকে।

হে পুত্র ভৈরব! যে জন মাতৃকামন্ত্র জপ করিবে সে, সর্ব্বত্র স্থানে সর্ব্বলোকের এক মাত্র বল্লভ হইয়য়া অন্তে পরম মোক্ষ পদ সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এই মাতৃকামন্ত্র পাঠ করিলে রাজা, রাজপুত্র অথবা ভার্য্যা ইহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে বশীভূত করিয়া অন্যান্য বাসনাও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই মাতৃকা ন্যাস ক্রমশ কথিত হইল, অতঃপর বর্গের ক্রম এই স্থলে বিশেষরূপে কহিতেছি, আর অক্ষরের ক্রমে উদক পান সমাচরণ করিলে দেবতা, ঋষি এবং রাক্ষস ইহাদিগের যে যে মন্ত্র, তত্তন্মন্ত্র মাতৃকামন্ত্রে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত, এই মাতৃকামন্ত্র সাক্ষাদ্দেবতাস্বরূপ এবং ধর্ম্ম; অভিলাস ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের এক মাত্র ফল প্রদ হওত, মাতৃকামন্ত্র বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে পুত্র ভৈরব! এই মাতৃকা ন্যাস তোমার নিকট কথিত হইল, অতঃপর মুদ্রাসকলের বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি, একমনে আকর্ণন কর।

কালিকা পুরাণে মাতৃকান্যাস কথন নামক ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

বৃষাসন মহেশ্বর কহিলেন, পূর্ব্বে মুদ্রাবিভাগে যে যোনিমুদ্রা সংকীর্ত্তিতা হইয়াছে, সেই যোনিমুদ্রা অষ্ট প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত, আর দ্বিতীয়া যে খেচরীমুদ্রা তিনি মহাদেবী কামাখ্যার একান্ত তুষ্টি প্রদা, ঐ খেচরীমুদ্রা দ্বারা ত্রিনয়না চণ্ডিকাও পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। দক্ষিণকরের অনামা বামতর্জনীতে বিন্যাস করিবে, ঐরূপে বামকরের অনামিকা, দক্ষিণ তর্জনীতে বিন্যাস করত পশ্চাৎ সেই দ্বিতর্জনী দ্বারা অগ্রে অগ্রে বেষ্টন করিবে। মধ্যমাদ্বয় একত্রিত করিয়া অনামার ঊর্দ্ধভাগে তদগ্র দ্বারা সংযোগ করত, তথাপ্রকার কনিষ্ঠদ্বয় অগ্রের সহিত সংযুক্ত করিলে, তন্মুলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বিন্যাস করিবে। অষ্ট যোনিমুদ্রার মধ্যে হে ভৈরব! এই খেচরী মুদ্রা ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ অভীষ্ট পূর্ণ করেন। পুত্র! অতঃপর বলিতেছি, অবহিত হও, কনিষ্ঠদ্বয় তর্জনীদ্বয়ের সহিত সংযোগ করত, গুহ্যযোনি নামেকীর্ত্তিত হন, আর ঐ মুদ্রা লোকমুগ্ধা কামেশ্বরীর সম্বন্ধে নিরন্তর পরম তুষ্টি দান করেন। কনিষ্ঠদ্বয় অনামার সহিত পূর্ব্ববৎ পাণিদ্বয় সংবেষ্টন পূর্ব্বক, অধোভাগে মধ্যমাদ্বয় সংযোগ করিবে, এইরূপে অঙ্গুলী সকলের পরস্পর অগ্রে অন্যান্যের সহিত নিয়োগ করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে এবং অঙ্গুষ্ঠযুগ্মে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ঐ অঙ্গুলী সংযোগ করত

উহা ত্রিশঙ্করীমুদ্রা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হন, আর এই মুদ্রা জগদম্বিকা ত্রিপুরার সর্ব্বদা পরিতোষ বিধান করেন।

অনামা ও কনিষ্ঠা এতদ্দ্বারা মধ্যমা বেষ্টন করত তন্মূলভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বিন্যাস করিলে, এই মুদ্রা শারদা নামে সমাখ্যাতা হন, এবং আনন্দদায়িনী দেবী শারদার সম্বন্ধে অহর্নিশি আনন্দ বিধান করেন। হে ভৈরব! মূল যোনি বৈষ্ণবীতন্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। তর্জ্জনী ও অনামার মধ্যে কনিষ্ঠাবধি অঙ্গুলী সকল বিন্যাস পূর্ব্বক, পশ্চাৎ করদ্বয় যোজনা করিয়া কনিষ্ঠার মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করত মহাযোনি নামে কথিত হন। করের অঙ্গুলী সকল সংবেষ্টন পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টন করিবে, পরন্তু অগ্রভাগদ্বারা মধ্যভাগ শূন্য করিয়া তাহাতেই করদ্বয় সংস্থাপন করিলে, এই মুদ্রা যোগিনী মুদ্রা নামে প্রতীতি হইয়া থাকেন, আর সংসার তাপবর্জ্জিত ঋষিদিগের পরমার্থ দান করিয়া থাকেন। হে পুত্র বেতাল ভৈরব! এই অষ্ট প্রকার যোনিমুদ্রা তোমাদের সম্বন্ধে কীর্ত্তিত হইল, আর এই অষ্টবিধ মুদ্রা মহাদেবী কামেশ্বরীর সাতিশয় প্রিয়তম বলিয়া সমাখ্যাত হন। মূর্ত্তিভেদে দেবতাদিগের কিম্বা অন্যের একান্ততুষ্টি প্রদা, এই অষ্ট যোনিমুদ্রা যাত্রায়, যুদ্ধবিষয়ে, বাগ্‌বিবাদে এবং কলহে যে মানব সতত স্মরণ করে, তাঁহার সম্বন্ধে ধ্রুবই জয় হইয়া থাকে। বিসর্জনে, পূজায়, স্মরণে, কিম্বা কর্ম্মভেদে এই যোনিমুদ্রা সকল বিশেষরূপে আদরনীয়, বিশেষত মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডিকার্চ্চনেতু, পরম আদরনীয় হইয়া থাকে।

হে সুব্রত ভৈরব! এই আট্ প্রকার যোনিমুদ্রা ক্রমান্বয়ে কথিত হইল, বিশেষতঃ বিসর্জনে এইমুদ্রা সর্ব্বতোভাবেই আদরনীয়, হইয়া থাকে। অতঃপর মন্ত্র শুদ্ধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে মন্ত্রদ্বারা শরীরাদি পরিশোধন হয়, মন্ত্র স্থলে মন্ত্রার্থবিৎ পণ্ডিতেরা তদ্রহস্য কহিয়াছেন। দেবী কামাখ্যার অষ্টকোণ মণ্ডলের দলান্তরে ঊর্দ্ধ ত্রিসন্ধিতে মূলমন্ত্র বারত্রয় সংলিখন করিবে। অধস্ত্রিসন্ধি স্থলে পুনর্ব্বার শিব, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র এই নামত্রয় ভূর্জ্জপত্রে তিনবার সংলিখন করিয়া মূলমন্ত্রে সহস্র বার সংশোধন পূর্ব্বক দক্ষিণকর দ্বারা, জপমালা গ্রহণ করত উত্তরাস্য হইয়া একমনে জপ করিবে। হে মঙ্গলালয় ভৈরব! অতঃপর সাধক তদ্ভূর্জ্জপত্র দক্ষিণ বাহুমূলে ধারণ করত, জপান্তে তল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বত্র স্থানে, জয়লাভ করিতে পারেন, বিশেষতঃ দীর্ঘায়ু, বিপুল ধন ও ধান্য অর্থাৎ সাতিশয় ঐশ্বর্য্য পরিভোগ করিয়া দেহান্তে দেবীগৃহে গমন করিতে পারেন।

হে মহাভাগ ভৈরব! ষট্কোণবিশিষ্ট যন্ত্র অষ্টদলে সমবেষ্টন করত, বিলীন যাবকোদকদ্বারা প্রসস্ত ভূর্জ্জপত্রে সংলিখন করিয়া উত্তরাদি ক্রমে বৈষ্ণবীতন্ত্রসঙ্গিত অষ্টবর্ণের মধ্যভাগে পূর্ব্ববৎ কামরাজমন্ত্র, এবং নেত্রবীজের বর্ণত্রয় ত্রিকোণে সংলিখন করিবে। এবম্প্রকার মন্ত্র, বারত্রয় অনুষ্ঠান করিয়া বামকরে সংস্থান করিবে, পশ্চাৎ জপমালা দক্ষিণকরে গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্র ত্রিসহস্র জপ করিবে। এইরূপ ক্রমাগত দিনত্রয়ে অথচ সংযতচিত্তে অযুত

সন্ধ্যা জপ করিয়া পরন্তু হর্ষান্তঃকরণে সহস্রবার প্রাণায়াম করত নবমীর সন্ধিকালে সেই মন্ত্র আপন শীর্ষে ধারণ করিবে, তাহা হইলে তিনি যুগ পরিমিত পরমায়ু পরিভোগ করত এই নিখিল সংসারের তাবৎ প্রাণিদিগের একমাত্র দমন কর্ত্তা ওসুপণ্ডিত, ভীমসদৃশ বীর্য্যবান, কুবের তুল্য ধনবান, অদ্বিতীয় পার্থিবপদ লাভ করিয়া থাকেন। পরক্ষণে ত্রিপুরাসুন্দরী মহামায়া কামাখ্যার চরণারবিন্দ প্রতিনিয়তই দর্শন করেন, পরন্তু বিষধারী ভুজঙ্গ কিম্বা অন্যান্য হিংসকগণ সকলেই তাঁহার তনু প্রাপ্ত হইয়া তৎ ক্ষণাৎ বিষন্নতা লাভ করেন, হে ভৈরব! এতদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় করিবা না। আর এই যন্ত্র ধারণ করিলে সংগ্রামে, শাস্ত্রবাদে পরমজয়ী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ত্রিলোকে ইহাঁর তুল্য যন্ত্র বর্ত্তমান নাই, এইরূপে যাবদীয় সংসারের সুখবাসনা সম্ভোগ করিয়া অন্তকালে দেবীগৃহপ্রাপ্ত হওত, পশ্চাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকে। কামদায়িনী মহামায়া, শারদা কামাখ্যা, ত্রিপুরা সুন্দরী এবং মহোৎসাহা এই সকল দেবীর মন্ত্রের যে যে গণ সকল তাহাও, অষ্টদল পদ্মমধ্যে পুনশ্চ সংলিখন করিবে। পূর্ব্ববৎ সংলিখন করিয়া অন্য সকল দ্বারদেশে অথবা কোষ্ঠে অক্ষর সকল নিবেশ করত, শুক্ল কৌষেয় বসনে এবং বহ্নিশিখা সম উত্তরীয়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, জপকার্য্য সমারব্ধ করিবে। যজমান কৃতোপবাসী ও শুদ্ধ সংযতচিত্ত হওত, মাতৃকান্যাস অনুষ্ঠান পূর্ব্বক; পশ্চাৎ পঞ্চাহে পঞ্চযন্ত্রের পঞ্চসহস্র জপকরিয়া তদন্তে তদনুরূপ

পঞ্চদিনব্যাপক পঞ্চসহস্র প্রাণায়াম আচরণ করিবে। এইরূপ জপ ও প্রাণায়াম আচরণ করিলে, অন্তে পরমোত্তমা দেবী কাত্যায়নীর অপূর্ব্ব কবচ আচরণ করিতে পারিবে। অতঃপর মাতৃকামন্ত্র দ্বারা স্বাসরোধ পূর্ব্বক, বারত্রয় কপিলাক্ষীর পান করিয়া সেই নিশিযোগে জাগরণ করিবে। হে ভৈরব! যে জন এবম্প্রকার যন্ত্র শুক্লবাস দ্বারা আত্মশরীরে ধারণ করে, সে তৎক্ষণাৎ অষ্টসিদ্ধি লাভ করত অন্তে দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে।

যে মহাভাগ যন্ত্রমন্ত্রিত উত্তরীয় বস্ত্র অহর্নিশি ধারণ করে, হে বৎস বেতাল! তাঁহার প্রভাব বলিতেছি, একমনে কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর, যে সাধক যন্ত্র মন্ত্রিত বসন শরীরে ধারণ করিয়া থাকে, তাঁহার দেহে শস্ত্রসমূহ কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না, আর অগ্নি, সাক্ষাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়াও তৎ কায় দহন করিতে সক্ষম হন না, এবং জল সাতিশয় প্রবল হইয়াও, তাঁহার দেহ ক্লেদন করিতে পারেন না। রাক্ষস, পিশাচ এবং ভূতাদি করিয়া যে হিংসকগণ ইহারাও সেই মহাভাগ পুরুষকে অবলোকন করিয়া ভীষণ ভয়দ্বারা তৎ ক্ষণাৎ দূরে পলায়ণ করিয়া থাকে, আর তিনি সর্ব্বত্র স্থানে অবারিত গমনাগমন করিতে পারেন। বিশেষতঃ ত্রিদশবাসী সুরগণ, সংসারবাসী পার্থিবগণ এবং অন্যান্য তাবৎ প্রাণিসমূহকে আত্ম গুণরাশিদ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, এবং উৎসাহ, মেধাবী, বাগ্মী, চিরজীবী, বিপুলধন, ধান্যদ্বারা সমন্বিত, মহাকবি, সুবুদ্ধিমান্, ক্রুশশস্ত্রে অভেদ্য এবং যে দেশে যখন

অবস্থিতি করে, তখন তাঁহার প্রতি দেবরাজ অত্যন্ত কোপাশক্ত হইয়াও, বজ্রপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। বরং রণস্থলে কিম্বা অপরাপর কার্য্যে সে, যদি সততও অপরাধ করে, তথাপি সর্ব্বত্র স্থানে বিজয়ী হইয়া সংসারের একমাত্র অদ্বিতীয় হইয়া থাকে, আর আধি ও ব্যাধি তদ্দেহে কদাচ সমুৎপন্ন হয় না, বরং তাবৎ প্রাণিগণের মধ্যে সুবুদ্ধিমান হওত, দেবীজঠরে সমুৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ একমাত্র মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন ।

হে পুত্র ভৈরব! যে পতিব্রতা স্বামীর সহিত একত্রিত হইয়া এই সর্ব্বার্থসাধক যন্ত্র তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণোদ্দেশে প্রদান করে, সে নারী গুনবান পুত্র, বিবিধ ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই সংসারের সুখভাগী হইয়া থাকে। হে কুমার ভৈরব! প্রত্যেকত যন্ত্র মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, অতএব সুব্রত! যে জন সেই যন্ত্রসমূহ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রত্যেকত সর্ব্বদা আত্মহৃদয়ে ন্যাস করে, এবং তাদৃশ যন্ত্রসকল কুঙ্কুম অথবা অলক্ত দ্বারা সংলিখন করিয়া আত্মকণ্ঠে ধারণ করে তবে, সুরপূজিত সাক্ষাৎ দেবেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর সাক্ষাৎ তপণের ন্যায় তাঁহার প্রতাপহয়, এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল সম্প্রাপ্ত হওত, তাবৎপ্রাণীর তেজঃ অপহরণ করত দিব্যচক্ষে এই ত্রিলোকটী দর্শন করিয়া থাকে।

এই অষ্টাবিধ মন্ত্র বর্গের সহিত এবং অষ্টমন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বে সহস্রগুণ যাহা কথিত হইয়াছে, তৎ সমস্ত শুক্লবস্ত্রে সংলিখন করিয়া আত্ম দেহে যদ্যপি ধারণ করে, হে বৎস

ভৈরব! তাহা হইলে সমস্ত ফলই সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে ক্ষত্রীয় জাতি সংগ্রামকালে এই অষ্ট যন্ত্রিত কবচ হৃদয়ে ধারণ করে, আর দেবী কামাখ্যার অষ্টাঙ্গ মূলমন্ত্রাদি পুণ্ডরীক নয়ন হরি, কণ্ঠদেশে বক্ষঃস্থলে লোক কর্ত্তা বিধাতা স্তনদ্বয়ে তনয়ের সহিত মহেশ্বর, বাহুযুগলে দিনকর মিহির এবং পরমাত্মিকা বৈষ্ণবী ও বাগ্‌দেবী সরস্বতী এই এই দেব ও দেবীকে ধারণ করিয়া এই রণাষ্টাঙ্গ সর্ব্বপাত্রে সংস্থাপন পূর্ব্বক, অনুদিন ধর্ম্মের চিন্তা করিবে। যে নর, ললাটের তিলকান্তরে মঙ্গলদায়িনী শিবানীর দ্ব্যক্ষর নাম সংলিখন করে, সে অনায়াসে পরমোত্তম অষ্টাক্ষর মন্ত্রের ফল লাভ করিতে পারে। অতঃপর হে কুমার ভৈরব! যে মানব দক্ষিণ পাণিতে বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্র অষ্টবার জপ করে, সে রণাজিরে গমন করত আমার ন্যায় তুল্য বীর হইয়া রিপু সকলকে বিনাশ করে, যেরূপ সিংহকে দর্শন করিয়া মৃগগণ পলায়ন করিয়া থাকে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! এই মহাদেবী কামাখ্যার পরম রহস্য তোমাদের অন্তিকে কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বৈষ্ণবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রমোক্ষের মধ্যে যে জ্ঞান কর, তাহাই এক্ষণে শ্রবণ কর। প্রথমত বাগ্‌ভব, দ্বিতীয় কামরাজাখ্য, তৃতীয়াখ্য মোহন, আম্রেড়িত চতুর্থ, নেত্রবীজ পঞ্চম, হে বৎস ভৈরব! এবম্প্রকার ত্রয়োদশ প্রকার মন্ত্র কামাখ্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অতএব হে প্রাণাধিক বেতাল! যে মানব এই পরম তত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে পারে, সে সিদ্ধ ও বিদ্যাধর হইতেও

অধিকতর সম্পদ লাভ করিতে পারে। মন্ত্রের মধ্যে এই ত্রয়োদশ মন্ত্র অতিশয় উজ্জ্বল এবং স্ববাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতঃপর হে পুত্র! কালিকা ত্রিপুরামন্ত্র একচিত্তে শ্রবণ কর। বাগ্‌ভব ও কামরাজমন্ত্র বিন্দুবর্ণের সহিত যোগ করত তৎ সকল শেষ স্বরের সহিত পুনশ্চ সংযোগ করিলে, মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই কালী ত্রিপুরার মন্ত্র বলা হইল, অতঃপর মধ্যমা ত্রিপুরার মন্ত্রাদি পূর্ব্বেতে কহিয়াছি। তৃতীয়া ত্রিপুরা সাতিশয় তেজঃস্বিনী অর্থাৎ ইহাঁকেই ত্রিপুরাভৈরবী বলিয়া পূর্ব্বে পরিকীর্ত্তন করিয়াছি। মধ্যমা ত্রিপুরার পূজা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ত্রিপুরা ভৈরবীর মন্ত্র যে প্রকার সর্ব্বসিদ্ধিদ, বাল ত্রিপুরারও তদ্রূপ জানিবা, শক্তি ও শম্ভু ভেদ করিয়া শম্ভুর নিমিত্তে অষ্টকোণে অরুণাকার কেশর সংলিখন করিবে, মধ্যমা ত্রিপুরার পূজায়, দ্বারমণ্ডলে যাদৃশ উক্তহইয়াছে, তাদৃশ প্রকার এই স্থানে কোণপ্রদেশেও সংলিখন করিবে। পাপোৎসারণকর্ম্মাদি, এবং ভূম্যাদির পরিশোধন মহামায়া ত্রিপুরার পূজায়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কামাখ্যা পূজায়, দহন ও প্লবনাদি এবং প্রতিপত্তি এতৎ সমস্তই কথিত হইয়াছে, এস্থলেও তৎ সমস্তই পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে। বর্ণ ও অক্ষর এতদ্দারা দেহন্যাস করত সমস্ত জ্বর এবং ককারাদি তাবদ্বর্ণ দ্বারা রূপচিন্তা করিবে। এই দেবী চতুর্ভুজা ও জবাকুসুমের ন্যায় আরক্তিম শরীর কান্তি এবং রক্তবসনে সর্ব্বদা বিভূষিতা। দক্ষিণকরে অম্লান মালা

ধারণ করত তদধ মনোরম একখানি পুস্তক গ্রহণ করিয়া পরম শোভা পাইতেছেন। বামহস্ত দ্বারা আপন ভক্ত সমূহকে অভয় ও বর প্রদান করিতেছেন, আর দেবী সহস্র ভানুর ন্যায় এককালীন পরম দীপ্যমানা হওত, ত্রিনেত্রা বরদা নিজ চরণবিন্যাসে গজেন্দ্র গমনও তিরস্কার করিতেছেন। উহাঁর স্তনদ্বয় সাতিশয় পীন অথচ উত্তুঙ্গ আর তিনি সিতপ্রেতে সর্ব্বদা সমাসীনা। দেবীর বদন সর্ব্বদা আনন্দকর অর্থাৎ সুধাকর চন্দ্রবদনাপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বাভরণে সুভূষিতা। দেবী ত্রিগুণীকৃত মুণ্ডমালায়, শির এবং কটীদেশ বিভূষিত করত ত্রিগুণাভৃত মালা দ্বারা প্রত্যেকাদি অঙ্গ পরিভূষিত করিয়া স্বকীয় প্রভায় শোভা পাইতেছেন। পরন্তু দিব্য মদিরা পান দ্বারা নয়নত্রয় ঘূর্ণিত করত, রক্তদন্তে ওষ্ঠপ্রান্ত শোভিত হইতেছে।

হে পুণ্যশীল ভৈরব! এবম্প্রকারে বরদাদেবী ত্রিপুরা ভৈরবীর রূপ পরিচিন্তা করিবে, বালত্রিপুরার রূপ পূজা প্রকরণে পূর্ব্বেতেই কথিত হইয়াছে। পীঠযোগের যে ক্রম। তৎক্রম সংপ্রতি হে ভৈরব! এক মনে শ্রবণকর। যে দেবী সর্ব্বদা কুসুমবাণ ও কুসুম পাশ এবং পুষ্প শরাসন ধারণ পূর্ব্বক পঞ্চকুণপারূপ গ্রহণ করেন, ঋষিরা, তাঁহাকেই বালত্রিপুরা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন মন্মথ, ত্রিপুরাদেবীকে পদের আদিতে বিদিত হইবার নিমিত্তে কামরূপা কামেশ্বরীকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে সেই মহাদেবী কামেশ্বরী আমাদের সম্বন্ধে নিত্যই বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। এই

ত্রিপুরা গায়ত্রী আবাহনের শেষে শকৃৎ পাঠ করত, স্নানাদি বিবিধোপচার দ্বারা সম্যক্‌রূপে বালত্রিপুরা ও অন্য অন্য ভৈরবীরও পূজা করিবে। এই দেবীর পূজাক্রমে উত্তরকর্ম্মেও যে বিশেষ, তৎ সমস্তই, মন্ত্রসমূহ দ্বারা অনুষ্ঠান করিবে, হে পুত্র ভৈরব! তাহার ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর, সাধক ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে সমুত্থান করত জ্ঞানপ্রদ পরমগুরুর চিন্তা করিবে, এইরূপে শুদ্ধান্তঃকরণে স্বগুরুর চরণপদ্ম চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ ত্রিপুর ভৈরবীর রূপ চিন্তাকরিবে। চতুর্ভুজা অথচ শুক্লবর্ণা, দক্ষিণহস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক ক্রমান্বয়ে ধারণ করত, অপর দ্বিহস্তে অভয় এবং বর প্রদান করিয়া থাকেন।

সুবর্ণ খচিত মনোরম্য বিচিত্র আসনে সমাসীন হওত স্বর্ণোত্তরীয় কণ্ঠদেশে ধারণ পূর্ব্বক, কনকবিনির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়ে শ্রুতিযুগল ঈষৎ সন্দোলন হওত, পরম সোভা পাইতেছেন। ঐরূপ ধ্যান ও দিব্যজ্ঞানে স্বীয়গুরুর স্বরূপ রূপ চিন্তা করিবে। অতঃপর ভৈরবীরূপ সুচিন্তা করিয়া পশ্চাৎ সমুত্থান করত অপরাপর কার্য্য আচরণ করিবে। প্রথমত মৈত্রকার্য্য (অর্থাৎ মলত্যাগ) দ্বিতীয় আচমন, তৃতীয় দন্তধাবন, অতঃপর চতুর্থ প্রাতঃস্নান সমাচরণ করত পশ্চাৎ ত্রিপুরাযোগ ক্রমান্বয়ে আরম্ভ করিবে।

হে বৎস ভৈরব! সকল স্থানে দেবীমন্ত্রে কিম্বা বৈদিক মন্ত্রে ভৈরবী ত্রিপুরা সুন্দরীর নিত্যই চিন্তা করিবে। অতঃপর ত্রিবিধ ত্রিপুরাবীজে তিনবার মজ্জনস্নান করিবে। বিশেষত স্নানকালে নিখিল দেবনাম সমুচ্চারণ করত পশ্চাৎ ভৈরব

নামও সদাকাল উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ সবিশেষণ পদ নিত্য উচ্চারণ করত নির্ব্বিশেষণ পদ কদাচ সমুচ্চারণ করিবে না। দ্বিজ, আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং এইমন্ত্র ভৈরবীর সহিত সংযোগ করত পশ্চাৎ দ্রুপদাদিব এইমন্ত্রে আচমন করিবে। অনন্তর ইদংবিষ্ণুর্বিচক্রমে এই মন্ত্রটী মৃদালম্ভন কৃত্যেই উচ্চারণ করিবে। আর তর্পণাদিতে হে ব্রহ্ম ভৈরব! আশুই তুমি পরিতৃপ্তি হও, এই বলিয়া আবাহনস্থলে পিত্রুপাধিক ভৈরব নাম কীর্ত্তন করিবে। হে মাত র্ভৈরবি! হে পিত র্ভৈরব! এই মৎ প্রদত্ত তর্পণে তুমি পরিতৃপ্ত হও, তর্পণ স্থলেও আদিতে ত্রিপুরাশব্দ যোগ করিবে। হে ভৈরব! জ্যোতিষ্টোম এবং অশ্বমেধাদিযাগে যাহারা যাঁহাকে পূজা করিবে, তাহাতেও ভৈরবরূপ এই দেব, ভৈরবীরূপিণী দেবীর অর্চ্চনা করিবে। মদিরাপাত্র, রক্তবসনাস্ত্রী এবং নরশীর্ষ ইহার একতর অবলোকন হইলে, তৎ ক্ষণাৎ শিবা ভৈরবীকে চিন্তা করিবে। হে প্রাণাধিক বেতাল! সুমনোরমা যুবতী কামিনীসমূহ একত্রস্থানে অবলোকন করিয়া ত্রিপুরা ভৈরবীর পরম প্রাতির নিমিত্তে সৌরব চন্দনাদি, ভক্তিপূর্ব্বক একান্তঃকরণে ভৈরবীর চিন্তা করিয়া তদুদ্দেশে দান করিবে। ভক্তিমান সাধক কালিকা ত্রিপুরার পূজায় এই পূজোপকরণাদি আমি ভৈরবী হইয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি, এবং প্রতিগ্রহেও, আমি ভৈরব হইয়া থাকি, ইত্যাকার স্বয়ং ব্যক্ত করিবে। পরন্তু ভৈরবোদ্দেশে কিম্বা কারুণ্য বাক্যে ভৈরবীর উদ্দেশে অদ্য আমি যাহা প্রদান করিতেছি,

দ্রব্যাদি প্রদানেও কালিকা ত্রিপুরাপূজায়, ইত্যাকার সমুচ্চারণ করিবে। দেবী ত্রিপুরার পূজোপকরণপাত্রাদি, অন্য পূজায়, কদাচ উপযোগ করিবে না।

যে ব্রাহ্মণ মদ্য শূদ্রোদ্দেশে একবার প্রদান করেন, তিনি সততই শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। এবম্প্রকার বাল্যভাবে দেবী ত্রিপুরা ভৈরবীর অর্চ্চনা করে, তিনি তৎ ক্ষণাৎ তাঁহার অন্তঃকরণ বাসনা পুর্ণ করিয়া থাকেন। শ্মশান ভৈরবী, উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ঠ ভৈরবী, চণ্ডী, তারা এবং ত্রিপুরভৈরবী এই এই দেবী সকলের দক্ষিণভাব বিবর্জিত পূর্ব্বক, কেবল বামভাবে পূজা করিবে। যে মানব ঋণ পরিশোধন ইচ্ছা করেন সে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা ঋষি, দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্য এবং ভূতসঞ্চয় ইহাঁদিগকে প্রত্যেকত পূজা করিবে, এবং বিধি বিধান পূর্ব্বক স্নান ও দান দ্বারা বিধির অর্চ্চনা করিলে, সরহস্য দাক্ষিণ্য বলিয়া এইস্থলে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সকল স্থানে পিতৃগণ এবং দেবাদির পূজায়, দক্ষিণভাবই কথিত, সেই হেতু দক্ষিণভাব এবিষয়ে সর্ব্বতোরূপেই আদরনীয়। যে দেবী নিখিল দেবাদির পুরভাগে সর্ব্বদা পূজিতা হওত, যজ্ঞভাগ স্বয়ং ধারণ করিয়া বামারূপে কীর্ত্তিতা হন। হে সুত! পূজকও বামভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সতত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা তদর্চ্চনা করিবেন, যেহেতু আর অন্যের পূজাভাগ গ্রহণ করিতেন, সেইহেতু তিনি কালিকারূপে কথিত হইলেন। যে মনুষ্য একমাত্র বামভাব দারা পিতৃলোক, দেবগণ এবং নরসমূহ ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করে, তৎ সম্বন্ধে ঋণপরিগ্রহ কদাচই ঘটে না। যিনি

কেবল একমাত্র ত্রিপুরাযোগ সমনুষ্ঠান করেন, আর সেই যোগে সংযুক্ত হইয়া সংসারে পরম প্রজ্ঞ হওত, তৎকালেই মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ চিরমোক্ষ সংপ্রাপ্ত হইলে, পশ্চাৎ যদি এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মলাভ করিতে বাঞ্ছা হয়, তবে ঋণ শোধনে সযত্নবান্ হওত হে ভৈরব! এই ভোগকর কর্ম্মক্ষেত্রে অতুল বৈভব দ্বারা আশক্ত হওত, সর্ব্বত্র স্থানে একমাত্র দুর্লভ হইয়া থাকেন, আর সাক্ষাৎ মদনের ন্যায় শরীরকান্তি ধারণ করিয়া এই ভুবনত্রয়ে বিরাজমান থাকেন, এবং রাষ্ট্রকাঞ্চনে সমাযুক্ত রাজগণকে এক কটাক্ষে বশীভূত করিয়া আত্ম সৌন্দর্য্যে সরলা নিখিল অবলাদিগকেও সর্ব্বদা মোহন করিতে থাকেন। পরন্তু গ্রাম্য ও আরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, ভূত, প্রেত, এবং পিশাচ ইহাদিগকেও বশীভূত করত প্রবল বায়ুর ন্যায় অবারিতরূপে এই ত্রিসংসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে পঞ্চবাণোপমা বালাত্রিপুরা; কিম্বা মধ্যমা অথবা ভৈরবী ইহাঁদিগকে পরমাভক্তি দ্বারা যোজনা করত, কামেশ্বরী কামাখ্যার যথেচ্ছাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। দাক্ষিণ্যভাব কিম্বা বাম্যভাব ইহার যে কোন ভাবে আত্ম বাসনা সুসিদ্ধি করিতে পারে। মহামায়া শারদা, এবং শৈলপুত্রী দুর্গা ইহাঁদিগের যে কোন প্রকারে অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবে পূজা করিবে। যে নর দাক্ষিণ্যভাব ব্যতীত মহামায়ার অর্চ্চনা করে, সে পাপরাশিতে সংলিপ্ত হওত, সমস্ত লোক হইতে চ্যুত হইয়া কেবল রোগযুক্ত হইয়া বহুবিধ ক্লেশ

ভোগ করেন। আর অন্য শিবদূত্যাদি করিয়া যে সমস্ত দেবীর নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগেরও বাম্যভাব কিম্বা দাক্ষিণ্যভাব ইহার যে কোন ভাব দ্বারা পূজা করিবে। কিন্তু যে পূজক বাম্যভাব কিম্বা ন্যাস বিবর্জ্জিত হইয়া যদ্যপি তাঁহাদিগের পূজা করে, তবে আশারাশি বিবর্জ্জিত হইয়া একমাত্র মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে থাকে।

অতঃপর ত্রিপুরাভৈরবীর যে ন্যাস তাহা শকৃৎ বিন্যাসমাত্রে দেবতুল্য দেহ সম্প্রাপ্ত হয়, হে বৎস ভৈরব! তাহাই এক মনে শ্রবণ কর। তন্মন্ত্রের ঋষি এই ভৈরবী ভৈরব. সাক্ষাৎ পংক্তিছন্দ, অর্থ ও অভিলাষ সাধনের নিমিত্তে ভৈরবী দেবীর বিনিয়োগ করিবে। হকার বর্ণ নাভিভাগে বিন্যাস করত, সকার বস্তিতে বিন্যাস করিবে। বকার এই বর্ণ মেঢ্রস্থানে বিন্যাস করত স্বরবর্ণ ঐকার গুহে ন্যাস করিবে। আদ্য বর্ণ, ঊরুদ্বয়ে দ্বিতীয়, জানুযুগ্মে তৃতীয়, জঙ্ঘাভাগে চতুর্থ, পাদযুগলে বিন্যাস করিবে। হে বৎস বেতাল! এবম্প্রকারে নাভিভাগ ইপ্তদায় আপাদপর্য্যন্ত ত্রিরাবৃত্তে ন্যাস করিবে। ঐরূর্প দ্বিতীয়বীজে মূর্দ্ধ্নি অবধি চরণ পর্য্যন্ত বিন্যাস করিবে। বামস্তনে দ্বিতীয়, দক্ষিণস্তনে তৃতীয়, উদরে চতুর্থ, পঞ্চম, পার্শ্বদ্বয়ে নাভিদেশে ষষ্ঠ, বিন্যাস করত পশ্চাৎ তিন তিন ভাগে বিন্যাস করিবে। তৃতীয়বীজ, মূর্দ্ধি ভাগে দ্বিতীয়বীজ, কেশান্তে তৃতীয়বীজ, বদনে চতুর্থ, হৃদয়ে বিন্যাস করত পশ্চাৎ তিন তিন বার ন্যাস করিবে।

আদ্যবীজ, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়বীজ, তর্জনীতে তৃতীয় বীজ, মধ্যমায়, চতুর্থবীজ, অনামায় এবং দ্বিতীয় আদ্য বর্ণ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে তৃতীয়, বাম তর্জ্জনীতে চতুর্থ, মধ্যমাতে ষষ্ঠ, শেষ অঙ্গুলিতে বিন্যাস করিবে। এইরূপ বারত্রয় ন্যাস করত পশ্চাৎ তৃতীয়বীজ, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠযুগ্মে ন্যাস করিবে।

এইরূপে সাধক তৃতীয় বীজবর্ণ ক্রমান্বয়ে বিন্যাস করিবে, এবং বীজসকল মিলিত করিয়া কনিষ্ঠযুগ্মে বিন্যাস করিবে। আদ্যবীজ, স্তনযুগ্মে বিন্যাস করত দ্বিতীয়বীজ, পৃষ্ঠভাগে বিন্যাস করিবে। অতঃপর তালত্রয় সমনুষ্ঠান করিয়া তৃতীয়বীজে সমস্ত বেষ্টন করিবে। কর্ণযুগল, চিবুক, গণ্ড, আনন, নয়ন, নাসিকা, স্কন্ধযুগল, জঠর, শিশু, শির, চরণদ্বয়, পার্শ্বভাগ, হৃদয় এই এই অঙ্গে যথা সঙ্খ্যে বিন্যাস করিবে পরন্তু স্তনযুগ্মে, কণ্ঠদেশে মন্ত্রসকল ঐরূপ বিন্যাস করিবে। পরে লিঙ্গবত্যৈনম এই বাগ্‌ভব বীজে ন্যাস করিয়া পশ্চাৎ ওঁ ক্লীঁ প্রীত্যৈনম এই মন্ত্রে হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। অনন্তর ওঁ নমোভবায় এই বলিয়া ভ্রূযুগ্মে তৃতীয় বীজে, ন্যাস করত তৎ ক্ষণাৎ দেবত্ব সিদ্ধির বাঞ্ছা হইলে, ত্রিপুরাবীজে তৎ কালেই বিন্যাস করিবে। ওঁ ঈঁ ঈশানায় এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক মনোভবায় নম এই বলিয়া মূর্দ্ধ্নি দেশে পুনর্ব্বার ন্যাস করিবে। পরন্তু বক্ত্রে তৎপুরুষমন্ত্র এবং মকর-বীজ, হৃদয়ে আরঘোর কন্দর্প এই মন্ত্রও আদ্যবীজ এতদ্দ্বারা ন্যাস করিবে, পরন্তু শিশ্নে বাং কামদেব এবং মন্মথ এই মন্ত্রে

ন্যাস করিবে। হৃদয়ে সদ্যোজাত এই নামটী উচ্চারণপূর্ব্বক, কামদেবমন্ত্রে ন্যাস করিবে। পতঃপর সকারবর্ণ, হকার, এবং রেফ একত্রিত করিয়া প্রান্তস্বর, বাগ্‌ভবাদ্য, পঞ্চবিধ হ্রস্ব স্বর এবং এই পঞ্চ মন্ত্র এতদ্দ্বারা ঈশানাদির বিন্যাস করিবে।

হে পুত্র ভৈরব! অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বক্ত্রসকল সম্মুখে, ঊর্দ্ধে, পূর্ব্বদিকে, দক্ষিণ, উত্তর পশ্চাৎ পশ্চিমে ন্যাস করিবে। পরন্তু হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের দীর্ঘ আদ্যস্বর দ্বারা ন্যাস করত পশ্চাৎ মূর্দ্ধ্নিতে ক্রমে পঞ্চবাণের ন্যাস করিবে। ওঁ দ্রাং সৌদ্রারণ বর্ণায় এই মন্ত্রে আত্মশিরে ন্যাস করিবে। ওঁ ক্রীঁ সঃ ক্ষোভণবাণায় এতন্মন্ত্রে চরণদ্বয়ে ন্যাস করিবে। পরে ওঁ ক্লীঁ পীঁ ত্রীঁ এই বীজ উচ্চারণ করিয়া মকরার্দ্ধ চন্দ্রে, মুখে বশীকৃত হওত, লিঙ্গে সন্মোহন মন্ত্রে বিন্যাস করিবে। পশ্চাৎ আকর্ষণবাণ মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ে ক্রমপঠিত ন্যাস করিবে। বাগ্‌ভবাদি দকারন্ত বৃষানলে সমন্বিত হওত, শেষ স্বরত্রয়, সবিন্দু অর্দ্ধচন্দ্রে সংযুক্ত হইলে এই পঞ্চবিধ মন্ত্রে ক্রমান্বয়ে এই অষ্ট শক্তির অষ্ট স্থানে ন্যাস করিবে। সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমর্দ্দনা এবং অনঙ্গমনা এই অষ্ট নায়িকার-রূপ ধ্যান করিবে। আর ললাট, ভ্রু মধ্যভাগ, মুখ, কর্ণ, হৃদি, নাভি এবং লিঙ্গ এই এই স্থানে ঐ অষ্ট শক্তির ন্যাস করিবে। হে কুমার ভৈরব! শির, ললাট, ভ্রুযুগল, কর্ণযুগ্ম, নয়নদ্বয়, গণ্ডযুগ্ম, নাসিকা, অন্তরীক্ষ এবং বদন এই

কএক অঙ্গে চতুর্দ্দশস্বর দ্বারা ন্যাস করিবে। চিবুক, ত্বচ, গ্রাবা, কণ্ঠভাগ, পার্শ্বদ্বয়, স্তনযুগ্ম, স্কন্ধযুগল, করযুগ্ম, ওষ্ঠদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ, নাভি, লিঙ্গ, ঊরুযুগল জানুযুগ্ম, চরণমূল চরণাঙ্গুষ্ঠ এই সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে ককারাদি বান্তবর্ণ সকল বিন্যাস করিবে। হে পুত্র বেতাল! মেখলা, কণ্ঠভূষণ, বাহুভূষণ, হার, স্রজ, কুণ্ডল, কেশবন্ধ এবং চূড়ামণি এই এই ভূষণে নকারাদি বর্ণ সকল বিন্যাস করিবে। পরন্তু মন্ত্ররূপ অক্ষর সকল মূর্দ্ধি দেশে প্রতিলোমক্রমে বারত্রয় বিন্যাস করিবে। অনন্তর অমৃতযোগিনী, বিশ্বযোনির ক্রমান্বয়ে সংলিখন করতঃ পরন্তু ঐ বীজাক্ষর মূর্দ্ধ্নি, বাহুযুগ্মে এবং হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিয়া পূজারম্ভ করিবে।

হে সুব্রত বেতাল ও ভৈরব! এইরূপে পূর্ব্ববৎ দেবীর পূজা করিবে, কিন্তু পীঠদেবতাদিগের পূজা কদাচ করিবেক না। বিশেষতঃ অষ্ট শক্তির পূজা যথাক্রমে করিবে, যেহেতু তাঁহারা সাতিশয় শুভ প্রদায়িনী। মণ্ডলের অষ্ট দিকে পূর্ব্বাদিক্রমে ঐ অষ্ট শক্তির চিন্তা করিবে। ত্রিকোণের অগ্রে অমৃতাদ্যা ত্রিযোনির পূজা করত পশ্চাৎ মধ্যে ভূষণাদির পূজা করিবে, হে ভৈরব! ঐশান্যাদি নামক যে আমার বক্ত্র সকল ইহাদিগের মধ্যভাগে যথাক্রমে পূজা করিয়া তথা বিধিক্রমে মনোভব নামক মুখাদির, ঐ মধ্যভাগে অর্চ্চনা করিবে। হে পুত্র! আর অন্যান্য সকলের পূর্ব্ববৎ প্রকার পূজা করিলে, সেই পূজা সততই ত্রিপুরা পূজায়, গ্রাহ্য, অথচ আদরণায় হইয়া থাকে। এই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর

পূজান্তে উত্তরদিকে বিসর্জ্জন করত, চণ্ডভৈরবীনামক নির্ম্মাল্য ধারিণীর পূজা করিয়া পশ্চাৎ নির্ম্মাল্য সকল নিক্ষেপ করিবে। সাধক ত্রিমুহূর্ত্তে এই দেবী ত্রিপুরাভৈরবীর পূজা করিবে, আর ইহাঁর মন্ত্র ত্রিংশত বারের ন্যূন কদাচ জপ করিবে না।

হে বৎস ভৈরব! মধ্যমা, অনামা এবং অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলীত্রয়ে পুষ্পাদি সর্ব্বদা প্রদান করত ত্রিগুণী কৃতমালা ঐ অঙ্গুলী দ্বারা দান করিবে। সাধক অনন্য মনে চর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করত চরণদ্বয় পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া নির্জনস্থানে তাঁহার পূজা করিবে। পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি অর্থাৎ যে কোন বস্তু তৎ সমস্ত সতত বাম হস্তে আহরণ করিয়া যদ্যপি ত্রিছিদ্রা ত্রিপুরার পূজাকরে, কিম্বা সম্যক্ প্রকারেই তাঁহার অর্চ্চনা না হয়, তবে নিশ্চয় সে সাধকের শরীরে নিন্দিত ব্যাধি সমুত্পন্ন হইয়া থাকে। আর তাঁহার পুত্র, কলত্র এবং ভৃত্য ইহারা সততই শত্রুর ন্যায় আচরণ করিতে থাকে, এবং শস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ নিশ্চই বিনষ্ট হইবে। এই ত্রিছিদ্রা ত্রিপুরা অন্যথা রূপে যদ্যপি পূজিতা হয়, তবে তৎ সম্বন্ধে ছিদ্ররূপ ফল প্রদান করেন।

অতএব হে কুমার ভৈরব! সততরূপে অছিদ্রাভাবে এই ত্রিছিদ্রা ত্রিপুরার অর্চ্চনা করিবে। এই দেবী ত্রিপুরা আর পূর্ব্ব ভাষিতা যে যে অন্যান্য দেবী ইহাঁরা সকলেই ভৈরবীর মায়া, অথচ সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা এবং জগৎ প্রসূঃ তাঁহার বহুবিধ প্রপঞ্চ রূপ দ্বারা ইনিই সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মহামায়া সাক্ষাৎ মূলভূতা তাহাঁ হইতেই এই পরমোৎকৃষ্টা

শারদা, তৎপশ্চাৎ ত্রিলোকমুগ্ধা উমা, অনন্তর মৎপ্রাণাধিকা শৈলপুত্রী আর আমার প্রাণ তুল্যা এই উগ্রচণ্ডা, ও প্রচণ্ডাদি যে যে শক্তি সকল এবং তাপসমনো বিকাশিনী ত্রিপুরাসুন্দরী ইহাঁদিগের সম্বন্ধে আমি সদাকাল ভৈরব রূপ ধারণ করিয়া থাকি, অতএব হে ভৈরব! ভক্তিমান মানব সুতরাং সেই সেই শক্তির সহিত নায়ক রূপে আমাকে যুগল রূপে নিত্যই ন্যাস ও পূজা করিয়া থাকে। হে মহাভাগ ভৈরব! আমার ভৈরব রূপের মন্ত্র পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক কথিত, আর ত্রিপুরা পূজায়, আমার রূপও ব্যাক্ত হইয়াছে।

হে মহা ভৈরব! অখিলাত্মক! তোমার কেলিরূপ দর্শনের নিমিত্তে আমরা একমনে তোমাকে ধ্যান করিতেছি, অতএব আমাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফলদান কর, এবং অস্মদ্দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্ম পথে প্রেরণ করাও। হে বিভো! ভৈরব রূপ যে তুমি, তোমার এই গায়ত্রী আমার শরীরে সদাকাল সংস্থিত থাক, হে জগৎ প্রিয়! তোমার ভোজনের জন্য যে ইষ্ট মাংস ও মদ্যাদি তাহা আমি প্রতি নিয়তই ধারণ করিব। কামিনীর সহিত রতিসঙ্গমে তোমার যে মহা ভৈরবকায় ইহাঁকে যেজন, বাম্যভাবে মাংস ও মদ্যাদি দ্বারা পূজা করে, তাঁহার প্রতি তৎ কালেই তিনি অভীষ্ট বর দান করিয়া থাকেন। মাংস ও মদ্যাদি ভোজনের নিমিত্তে ব্রহ্মঅখিলাধার, বামকায় ধারণ করত মহামোহ নাম স্বীকার করিয়া চার্ব্বাকাদির সম্বন্ধে প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। পণ্ডিতগণেরা বিঘ্নেশ্বরাত্মিকা মূর্ত্তি ও নরসিংহ নামক মূর্ত্তি এই মূর্ত্তিরই পূজা সর্ব্বদা দাক্ষিণ্য-

ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তথা জরায়ু বেষ্টিত বাল গোপাল মূর্ত্তি মদ্য ও মাংস সদাকালীনই ভোগ করিয়া থাকেন, এবং তরুণী কামিনীতে সর্ব্বদা লোলোপ্যমান রহিয়াছেন।

দেবী চণ্ডিকার বহুতর মূর্ত্তি বামিকা মূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, আর পঙ্কজাক্ষী লক্ষ্মীর যে বামিকা মূর্ত্তি তিনি দহন ভৈরবী নামে কথিতা হন। যে মানব এই দহন ভৈরবীর বিধি বিধানক্রমে পূজা না করে, তবে তাঁহার সম্বন্ধে পুর, গ্রাম এবং মন্দির তৎকালেই দগ্ধ হয়, সেই হেতু মহালক্ষ্মী দহনভৈরবীর নিরন্তরই পূজা করিবে। বাগ্‌ভবভৈরবী সরস্বতীর বামিকা মূর্ত্তি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এবং তাহাঁর মন্ত্রও পূর্ব্বে বলিয়াছি, হে বৎস! তাহাঁর বর্ণ সাতিশয় শুক্ল এবং শরীরপ্রভায় জগৎ শোভা পাইতেছে। হে সুব্রত বেতাল! মধ্যমা ত্রিপুরার রূপের ন্যায় ইহাঁরও ধ্যান ইছা করিবে। পূজাক্রম সেই প্রকারই কথিত হওত, সকল স্থানেই ইত্যাকার নিয়ম জানিবা। মার্কণ্ডভৈরবের মূর্ত্তি যেন দ্বিতীয় তপণের ন্যায়, আর গণেশ, অগ্নি, বেতাল ইহাঁর যৎ কালীন বামনামক নামে কথিত হন, তৎ কালে বাম্যভাবে অথচ বিশেষরূপে ইহাঁদের পূজা করিবে। হে পুত্র ভৈরব! ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরাভৈরবীর যে তিনপ্রকার রূপ মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ঐরূপ বান্ত ও দ্বিরেফের সহিত একত্রিত করিয়া অনুস্বার এবং বিসর্গ দ্বারা পরি কীর্ত্তিত হইলে, মধ্যমার কেবল একমাত্র সানুস্বারের সহিত সংযোগ করিবে। পরন্তু দ্বিঃ ত্রি করিয়া ক্রমপঠিত বর্ণসমূহের সহিত একে একে যোগ করিবে,

অথবা একদা সমস্ত বর্ণের সহিত ইকার ও চন্দ্রবীজ যোগ করিবে, এবম্প্রকারে ব্যস্ত কিম্বা সমস্ত দ্বিতীয় বর্গের আদ্য চকারবর্ণ টকারাদি তাবদ্ বর্ণের সহিত সংযোগ করিয়া আদ্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রবৎ যোজনা করিবে। এই প্রকার ত্রিপুরা-ভৈরবীর অষ্টাক্ষর মন্ত্রের সহিত তকারাদি বর্ণসকল একে একে যোগ করিয়া দ্বিতীয় বর্ণ দ্বিগুণ করিবে।

হে বৎস ভৈরব! দেবী ত্রিপুরার এই মন্ত্রচতুষ্টয় যে মনুষ্য বিশেষরূপে বিদিত হইবে, সে নিখিল বাসনা সম্প্রাপ্ত হওত, শরীরান্তে দেবীপুরে নিশ্চই গমন করিতে পারিবে। আর যে সাধক এই মন্ত্রসঞ্চয় শকৃৎ (একবার) জপ করে, সে তচ্চরণারবিন্দে বিলীন মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকে। সাধক প্রথমত দিনত্রয়ে কায়িক ন্যাস অনুষ্ঠান করিয়া আত্ম মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, দেবী ত্রিপুরা-ভৈরবীর চিন্তা করিলে, সংসারের তাবদ্বাসনা সুসিদ্ধি করিয়া মদনোপম দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক, এই জগতি মধ্যে ধার্ম্মিক নৃপতিপদ লাভ করেন, পরে ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হওত, দ্বিজরাট্‌পদে বাচ্য হইয়া সমস্ত প্রাণিবর্গ কর্ত্তৃক আরাধিত হন, এবং নিরোগ, চিরায়ু এবং ভীমোপ বলবান হইয়া নিস্কণ্টকে সংসার সুখ অনুভাব করিতে থাকে।

হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ভৈরব! দেবী ত্রিপুরা ভৈরবীর এবম্প্রকার মন্ত্রক্রম আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইল, অতঃপর মহাদেবী বৈষ্ণবীর শোড়শ সহস্র মন্ত্র বলিতেছি, একান্ত চিত্তে শ্রবণ কর। মহাদেবী বৈষ্ণবীর মূর্ত্তি ভেদে অষ্টোত্তর সহস্র

ত্রিচতুঃষষ্টি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার সেই মূর্ত্তি সকল অনুস্বার এবং বিসর্গ দ্বারা দ্বিগুণী করত ককারাদি তাবদ্ ব্যঞ্জন বর্ণ ঊর্দ্ধ ও অধে সংযোগ করিয়া দ্বি, ত্রি বর্ণ দ্বারা সতত উদ্ধার করিবে। আর আটী আটী বর্ণ সমস্ত রূপে কিম্বা ব্যস্ত রূপে বিস্বর অথবা সস্বরের সহিত অনুস্বার এবং বিসর্গ যোগ করিবে। এবম্প্রকারে যাবৎ কাল পর্য্যন্ত অষ্টান্তর সংযোগ হয়, তাবৎ কাল দেবী বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্র পরিকীর্ত্তিত হইবে।

হে বত্‌স বেতাল ও ভৈরব! দেবী বৈষ্ণবীর মন্ত্র সকল সমস্ত কিম্বা ব্যস্ত রূপে যাহা মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ভক্তিমান্ মানব সেই মন্ত্রাবলি বিদিত হইতে পারিলে, সুতরাং মদীয়সদনে নিশ্চয় গমন করিতে পারে। যে সাধক অষ্টমী কিম্বা নবমী তিথিতে মহাদেবী বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্রবীজ একবার জপ করে, আর একান্তঃকরণে বৈষ্ণবীমূর্ত্তির ধ্যান যদ্যপি করিতে পারে, তবে এই ভূমণ্ডলে নররাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; এবং সুপণ্ডিত, দীর্ঘায়ু, সদাকাল হর্ষান্তঃকরণে বিবিধ রত্নাবলি ভোগ করিয়া থাকেন।

হে কুমার ভৈরব! সেই ষোড়শ সহস্র মন্ত্র অষ্টবার যদ্যপি জপ করে, তবে এই সংসারে চক্রেশ্বরপদ প্রাপ্ত হওত, নৃপকুলে সমুৎপন্ন হইতে পারেন, এবং দেহাবসানে গণাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইয়া কালান্তরে নির্ব্বাণ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। হে সুব্রত ভৈরব! মহামায়া বৈষ্ণবীর এই ষোড়শ সহস্র মন্ত্রাবলি, সকলগুণের একমাত্র সমূহ, আর দোষ

রাশির শান্তি কারক, এবং শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র মোক্ষ কারণ অতএব যে মানব এই মন্ত্রসমূহ সর্ব্বতোভাবে বিদিত হন, তিনি সতত এই অখিল সংসারের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, আর সর্ব্বদা শত্রুশঙ্কট হইতে জয়লাভ করিয়া থাকেন, এবং রোগ, শোক ইত্যাদি সমস্ত অনিষ্ট হইতে সমুত্তীর্ণ হন ॥

কালিকা-পুরাণে ত্রিপুর ভৈরবী বালিকা ত্রিপুরা
কল্পনামক চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥

——০০——

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ারম্ভ

সতীনাথ শঙ্কর কহিলেন, যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ত্রিংশতাধিক দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া পুরশ্চরণ করে, তাঁহার সম্বন্ধে পরম ইষ্ট বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! দেবী ত্রিপুরার পুরশ্চরণের বিশেষ নিয়ম বলিতেছি, একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। জাতী, মালতী, বকুল, পাটল, সিতপদ্ম, তগরপুষ্প, আজ্যোদন, পায়স, দধি, ক্ষীর, মধু, লাজ, শর্করা এই চতুর্দ্দশ বস্তু ত্রিপুরা সুন্দরীর পুরশ্চরণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মহাভাগ ভৈরব! এবম্প্রকারে সাধক দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রজ্বলিত অনলে যথা বিধানক্রমে হোম করিবে। ভক্তি-

মান মানব মঙ্গলদায়িনী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র তিনলক্ষ জপ করিয়া পুরশ্চরণ যদ্যপি আচরণ করে, এবং কর্পূরমিশ্রিত আজ্যে চতুঃশত বার হোম করে তবে, তৎ ক্ষণাৎ বাঞ্ছিত কার্য্য সফল হইয়া থাকে। ঐ মন্ত্র দশলক্ষ জপ করিয়া পশ্চাৎ দশটী দ্রব্য দ্বারা পুরশ্চরণ আচরণ করিবে"।

হে সুব্রত বেতাল! ঐ মন্ত্র ছয় লক্ষ জপ করিয়া অস্ট দ্রব্যে ঐ রূপ পুরশ্চরণ আচরণ করিবে, আর এই এই কল্পের হোম অনুষ্ঠান করিতে হইলে, দ্যঙ্গুলাধিক হস্ত পরিমিত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, আর ঐ কুণ্ড অষ্টকোণ বিশিষ্ট জানিবা। বালা ত্রিপুরা, মধ্যমা ত্রিপুরা, তথা ত্রিপুর ভৈরবী ইহঁাদিগের এতৎ পরিমাণে হোমকুণ্ড কীর্ত্তিত হইল। দেবী বৈষ্ণবীর পুরশ্চরণে চতুষ্কোণ অথচ দ্বিহস্ত পরিমিত অষ্টাঙ্গুলাধিক হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া উহাতেই আহুতি দান করিবে। কামিনী কামাখ্যার পুরশ্চরণে ত্রিকোণ অথচ একহস্ত পরিমিত কুণ্ড নির্ম্মাণ করত হৃষ্ট চিত্তে তাহাতে আহুতি প্রদান করিবে। এবম্প্রকার সর্ব্বত্র এই রূপ হোমকুণ্ড বিনির্ম্মিত হইলে, পশ্চাৎ অনল চূর্ণের বিধিমৎ সংস্কার করিবে। মহাদেবী কামাখ্যারও ইত্যনুরূপ কিম্বা জ্যোতিষ্টোমাদির ন্যায় হোম আচরণ করিবে। হে সুত! প্রথমত ত্রিপুরা ভৈরবীর চতুর্দ্দশ দ্রব্য দ্বারা উজ্জ্বল অনলে চতুর্দ্দশ আহুতি প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কেবল মূল মন্ত্রে অষ্টোত্তর ত্রিশত হোম কর, কিম্বা শতবার জপ করিয়া ষষ্ঠ অথবা দ্বাদশবার জপ করিবে। এই রূপে

জপ করিয়া জপান্তে পরমারাধ্যা বৈষ্ণবীর বলিদানের ন্যায় বলিদান করিবে। পরন্তু রত্ন, কর্পূর এবং কনক কিম্বা মনোগ্য যে কোন বস্তু তদ্দ্বারা গুরু দক্ষিণা প্রদান করিবে।

হে প্রাণাধিক ভৈরব! উক্ত দক্ষিণার অলাভে দধি, পুষ্প, আজ্য এবং লাজ এতদ্দারাও পুরশ্চরণ সম্পূর্ণ হইবে। আর যদ্যপি চতুর্দ্দশ দ্রব্যের সম্যক্‌রূপে লাভ হয়, তবে বিধিপূর্ব্বক তদ্দারাই হোম সমাধা করিবে। হে বৎস ভৈরব! অতঃপর উহাঁর যন্ত্রের নিয়ম কীর্ত্তন করিতেছি, সরহস্যে শ্রবণ কর। নরসত্তম এই ত্রিপুরাভৈরবীর যন্ত্র দ্বারা নিখিল মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন, ষট্‌কোণ একটী মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া ঊর্দ্ধ কোণত্রয়ে দেবী ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্র বর্ণত্রয়ে সংলিখন করিবে। পশ্চাৎ আদ্যা ত্রিপুরার ত্রিবীজ সংলিখন করত মধ্যমা ত্রিপুরার বীজত্রয় পীতবসনে সংলিখন করত, পশ্চাৎ সমস্ত মাতৃকাবর্ণে তিন বার সম্বেষ্টন করিবেন লাক্ষারস দ্বারা এই যন্ত্র সংলিখন করিয়া নিম্নভাগে ত্রিলৌহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া ভক্তিপ্রবণ চিত্তে আত্ম মূর্দ্ধিতে সতত ধারণ করত, তদ্দারা সর্ব্বত্র জয়লাভ হইয়া থাকে, এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপবান, ভগবান্ নারায়ণের সদৃশ গুণবান্। হওত, সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতির তুল্য বাগ্‌বিন্যাস লাভ করিয়া ধন এবং রত্নরাজী দ্বারা সদাকাল সংযুক্ত থাকে, আর দীর্ঘায়ু, কাম অর্থাৎ ইষ্টবাসনা ও সুপ্রজা হইয়া থাকে। হে গণাধিপ ভৈরব! মধ্যমা ত্রিপুরার একমাত্র সেই মোক্ষবীজ সংলিখন করিয়া আপন মস্তকে কিম্বা তন্নিম্নভাগে

ধারণ করিবে, এবং আদ্যা ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্রবীজও তদনুরূপ লিখন করিবে।

হে কুমার ভৈরব! এই ষট্ প্রকার যন্ত্র ক্রমান্বয়ে পূর্ব্ববৎ লিখন করিয়া পশ্চাৎ ত্রিলৌহ দ্বারা পরিবেষ্টন করিবে। আর ঐ যন্ত্র বাম বাহু কিম্বা দক্ষিণ বাহু অথবা হৃদয় বা কণ্ঠে কিম্বা করে কিম্বা মস্তকে ক্রমান্বয়ে ধারণ করিলে, তদুদ্ভব ফল শ্রবণ কর। সম্পত্তি, সৌভাগ্য, বশীকরণ, মোহন, কবিত্ব এবং সর্ব্বত্র জয়লাভ হইয়া থাকে। হে ভৈরব! এই ত্রিপুরাভৈরবীর যন্ত্র ও মন্ত্র তোমাদিগের অন্তিকে কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বিশেষ বলিতেছি, আকর্ণন কর। পঞ্চাধিক ষট্ সহস্র মন্ত্রসমূহ ত্রিগুণীকৃত করিলে, ঐ মন্ত্রকল্প যে সাধক বিদিত হইতে পারে, তাঁহার ইহকালে কিম্বা পরকালে অর্থাৎ কোনকালেই পরাভব হয় না। হে সুত ভৈরব! এই ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্র ও যন্ত্র হইতে কদাচ এক চরণ বিচলিত হইবেক না, যেহেতু এই দেবী ত্রিপুরের একমাত্র প্রধান, বিশেষত বেদ বিদিত ব্রাহ্মণগণেরা যাঁহার চরণ সমাশ্রয় করিয়া এই জগতিমধ্যে বিগত ভয় এবং পরম পূজ্যপদ লাভ করিয়াছেন; আর দিবি (অর্থাৎ. স্বর্গে) ত্রৈবংশীয় ত্রিরূপ অহরহ ত্রিদশ সকলে চিন্তা করিয়া দেবলোকে একমাত্র পরম সুখরাশি ভোগ করিতেছেন। অতএব হে বৎস ভৈরব! এই ত্রিপুরাখ্য ত্রিপুরাভৈরবীর অলৌকিক রূপ ও লাবণ্যাদি দৃঢ়রূপে চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মার্থসাধক ত্রিপুরাকবচ

শ্রবণ কর। যে কবচ শকৃৎ শ্রবণমাত্রে সম্যক্‌রূপে বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। উপচার সকল পূর্ব্বেই মৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, প্রতিপত্তি ও সেবা নিত্য পূজায়, বিশেষরূপেই কীর্ত্তিত আছে। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! এই ত্রিপুরাসুন্দরীর কবচের মাহাত্ম্য, আমি কি ব্রহ্মা কিম্বা জগৎপতি বিষ্ণু অথবা সহস্রানন অনন্ত আমরা বহুতর জিহ্বা ধারণ করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ফল বলিতে সক্ষম হই না। ক্রব্যাদভয় কিম্বা গভীর জলে নিপতিত হইয়াও, যদ্যপি একবার ত্রিপুরাকবচ স্মরণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বতোরূপে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই ত্রিপুরাকবচের দক্ষিণনামক ঋষি এবং চিত্রাভুয় নামক ছন্দ, ত্রিপুরাসুন্দরী স্বয়ং সাক্ষাদ্দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহাদিগের সাধনের একমাত্র মূলীভূত এই কবচ অতএব স্ববাসনা সাধনের নিমিত্তে এই কবচ পুনঃ পুনঃ নিয়োগ করিবে।

হে সুত! যেরূপ আদ্যাত্রিপুরার বীজসকল ক্রমান্বয়ে বিখ্যাত আছে, তদ্রূপ বাগ্‌ভবাদি নামক বীজ পূর্ব্বেই মৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে প্রকার ত্রিপুরাভৈরবীর বীজ তদ্রূপ ত্রৈলোক্যমোহন বাগ্‌ভব কামরাজবীজ, এই কামরাজবীজ সর্ব্বতোভাবে আমার শীর্ষভাগ সংরক্ষণ করুন, আর এই কামরাজবীজ নিখিল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, এবং সকল কারণের একমাত্র মূলীভূত বিশেষতঃ রত্ন, ও তনুগত বহুতর তেজঃ বর্দ্ধিত করেন। হে কুমার! এই পঞ্চপ্রকার যন্ত্র কথিত হইল, এই যন্ত্র সততই আমার তেজোরাশি পরিবৃদ্ধি করুন।

আর নিত্য পরায়ণ অর্থাৎ স্বধর্ম্মোৎসাহী জনগণের সম্বন্ধে নিয়ত বাস করুন, এবং সুন্দর অথচ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি দান করুন। বাগ্‌ভব কামরাজবীজ আধারস্থান সংরক্ষণ করুন, শুদ্ধ কামরাজবীজ মদীয় হৃদয়ে আবির্ভাব হওত, ভ্রূমধ্যভাগ ও মস্তক সতত ত্রৈলোক্যমোহন রক্ষা করুন। বিচিত্র কুলকলা কামিনী নামক যে ভৈরবী, তিনি ত্রিপুরাখ্যায়, সমাখ্যাতা হওত, ত্রিলোকমাতা বলিয়া সকল জনসমূহ কর্ত্তৃক আদরনীয় হন; অতএব এই ত্রিলোকজননী ত্রিপুরা আমার নাভিপদ্মে কিম্বা কুক্ষিতে অনবরত বিচরণ করুন।

ঋষিরা যোগ দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, আর যাঁহার মায়ায়, এই জগৎ নিত্যই বিমুগ্ধ হয়, ঐরূপ যে ত্রিপুরা-ভৈরবী, তিনি পঞ্চতারার ন্যায় আমার এই পঞ্চভাগ অর্থাৎ কর্ণ, নাসা, অক্ষি, রসনা এবং ত্বচ এই এই অঙ্গ নিত্যই রক্ষা করুন। আদ্যা যে এই ত্রিপুরা আর কামদায়িনী যে মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা যে ত্রিপুরা ইহাঁরা নিত্যই নবীনতা সংপ্রাপ্ত হওত, ত্রিপুরাভৈরবী এইরূপেই আমাকে সতত রক্ষা করুন। বামা ত্রিপুরা আমার উদয় দিক্ সর্ব্বদা রক্ষা করুন, মধ্যমা ত্রিপুরা দক্ষিণদিকে যে আমার যমভয় তাহা নিবারণ করুন, এবং ভৈরবী বারুণ ও পবনদিকের মধ্যভাগ হইতে আমাকে সতত রক্ষা করুন। সুন্দরী অথচ জগন্মুগ্ধা ত্রিপুরা আমার সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ নিরন্তর সংরক্ষণ করুন। মহাযোনি মহামায়া এবং বিশ্বযোনি লোকমুগ্ধা ভৈরবী ঊর্দ্ধ ও অধো অহর্নিশি সংরক্ষণ করত,

দেবী সুভগা ললাটস্থান বিশেষরূপে রক্ষা করুন, এবং কামদা পূর্ব্ব দিক্ রক্ষা করুন। ত্রিপুরাসুন্দরী আমার অঙ্গনে নিত্য সংস্থিতা হওত, সর্ব্বদা আমার বিপদ বিনাশ করুন। ত্রিপুরভগা আমার ভ্রুর মধ্যভাগ এবং আগ্নেয় দিক্ নিরন্তর সংরক্ষণ করুন, জগন্মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মৎ সম্বন্ধে পরম বিভূতি প্রদান করুন। ভগসর্পিণী আমার বদন সংরক্ষণ করত দক্ষিণ দিক্ও রক্ষা করুন। মহাদেবী ত্রিপুরা অত্যুগ্র ভয়প্রদর্শক যমদূত সকল সর্ব্বদা নিবারণ করুন। ভগমালিনী আমার শ্রুতিযুগল এবং পশ্চিমকাষ্ঠা সংরক্ষণ করুন। অযোনিজা জগজ্জননী আমার নাসিকাদ্বয় সংরক্ষণ করত বাল ত্রিপুরা মধ্যভাগ রক্ষা করুন। অনঙ্গ কুসুমা আমার কণ্ঠভাগ রক্ষা করুন, সুন্দরী ত্রিনয়নী পশ্চিম দিক্ রক্ষা করুন। মায়াত্রিপুরা আমাকে নিত্য সংরক্ষণ করত, মহেশ্বরী আমার হৃদয়স্থান রক্ষা করুন। দেবী অনঙ্গমেখলা মারুত দিক্ সংরক্ষণ করুন, অপরা ত্রিপুরা মাতঙ্গী নাভিপদ্ম রক্ষা করত উত্তর দিক্ও রক্ষা করুন। দেবী অনঙ্গ মদনা ঈশানাংশ রক্ষা করুন, পরন্তু ত্রিপুরা সুন্দরী আমার মদ ও বিভ্রম বিনাশ করুন। বাগ্বাদিনী সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, তথা ত্রিপুরা ভৈরবী গুহ্য ও মেঢ্র স্থান সংরক্ষণ করত ঐ দেবী ত্রিপুরা রতিকলা রক্ষা করুন। ত্রিপুরা সুন্দরী আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রীতি লাভ করিয়া ভ্রু ও নাসিকার মধ্যভাগ নিয়তই রক্ষা করুন। মনোভব, মনোব্যথা নিবারণ করুন, তথা কুসুমশর

সর্ব্বতোভাবে আমার প্রভা প্রকাশ করুন। ক্ষোভন বাণ আমাকে সর্ব্বদা সংরক্ষণ করত, ক্রব্যাদ ও অনিষ্ট হইতে মনঃ প্রবৃত্তি নিবারণ করুন। বশীকরণ বাণ অনল এবং রাজভয় হইতে নিয়ত রক্ষা করুন। আকর্ষণ নামক বাণ শস্ত্রাঘাত হইতে আমাকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করুন, মোহনাখ্য বাণ সকল ভূত ও পিশাচ হইতে নিত্য সংরক্ষণ করত উত্তম কামকেলি দান করুন। মনোরমা ত্রিপুরা মৎ সম্বন্ধে পরম জ্ঞান প্রদান করত শাস্ত্রবাদে নিত্যই জয়যুক্ত করুন। পুস্তক, মানসিক সঙ্কল্প বৃদ্ধি করত, সদা কালীন মদীয় তেজঃ পরিবর্দ্ধন করুন। মহামায়া ত্রিপুরাখ্যা মৎ সম্বন্ধে অভয় দান করিয়া, সমস্ত প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বিভূতি প্রদান করুন।

হে মাতঃ। হে ত্রিপুরে! তুমি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ করুণা কটাক্ষে সংস্থিতি করত, এই বিশাল বিশ্ব সংসারের তাবৎ প্রজা সকল সম্যক্‌রূপে পালন করিতেছ , এবং নিজ শরীরের আরক্তিম কীরণ দ্বারা এই বিশ্বে পরম শোভা পাইতেছ। হে জননি! নিখিল সুরগণ কর্ত্তৃক অনলপ্রভা হইতেও উৎকৃষ্ট প্রভা যে তোমার মুণ্ডমালা, তাহা তৎ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অর্চ্চিত হইতেছে, আর এক মাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের মূলাধার অথচ সকল বিঘ্ন বিনাশক, এবং তত্ত্বভূত প্রতিষ্ঠিত যে তোমার চরণপদ্ম তাহাই নিরন্তর সুচিন্তা করিতেছেন। হলবর্ণ হকার হৃৎসরবরে সংস্থিত হইয়া নিত্যই আমাকে রক্ষা করুন, আর শকার, আমার শীর্ষ স্থান নিরন্তর সংরক্ষণ করুন। বকার আমার গুহ্যদেশ, ঐকার কণ্ঠ ও

পার্শ্বদ্বয় সর্ব্বদা সংরক্ষণ করুন। বকার এই শরীরের চতুঃষষ্টি নাড়ীতে বিচরণ পূর্ব্বক, সমস্ত নাড়ীর মূলাধার যে শিরা স্থান তাহাই নিয়ত রক্ষা করুন। দেবরাজ শক্র, আমার আকাশপথ রক্ষা করুন. হংসাসন ব্রহ্মা সমস্তস্থান রক্ষা করুন। বিদ্যা ও অবিদ্যার কারণ স্বরূপ যে কামরূপা, আর স্থূল ও সূক্ষ্মের আদি মাতা যে তুমি, সেই হেতু হে ত্রিপুরাসুন্দরি! ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি সুরগণ কর্ত্তৃক তুমি সমর্চ্চিতা হইয়া তাহাঁদিগের সম্বন্ধে সুমহান ভয় বিনাশ করত, অভয়া এই নামে সংসারে সুবিখ্যাত হইতেছ; অতএব হে জননি! সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা কর। নীতিযুক্তা আদ্যা ও মধ্যমা এবং জ্ঞান ও জ্ঞানরূপা, ইহাঁরা আদি ও অন্তে এবং মধ্যে নিপতিতা যে ত্রিপুরাভৈরবী, তাঁহার মন্ত্র, যন্ত্র ও মূর্ত্তি, ভগবান্ কেশব, চতুরানন ব্রহ্মা এবং সাক্ষাৎ সংহারকারী মহেশ্বর ইহাঁরাও হে মাতঃ! তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিতেছেন না; অতএব হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরি! হে বিশ্ববিমোহিনি! অন্য আর কোন পুরুষ তোমার পরম সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হন; অর্থাৎ কেহই তোমার যথার্থ ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারে না, এই হেতু হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার করি।

হে জগদ্‌বিধায়িনি! ত্রিপুরে! তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণী ও তুমিই ভবানী, তুমি স্বয়ং এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সুরক্ষণের নিমিত্তে সাক্ষাৎ পঙ্কজাক্ষী লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়াছ। হে সর্ব্বসুন্দরি! হে ত্রিপুরাখ্যে! তুমি রতি, তুমিই স্বয়ং যোগিনী

এবং তুমি বাগ্বাদিনী আর তুমিই তাবৎ মন্ত্র ও যন্ত্রের মূলাধার, এবং নিখিল বর্ণমালার সারভূতা, তুমি কামিনী, তুমি কামদা এই হেতু হে দেবি! হে ত্রিপুরে! আমার সম্বন্ধে তুমি কিঞ্চিৎ করুণা কটাক্ষে, নির্ম্মল কবিত্ব, উচ্চৈঃ সৌভাগ্য বিতরণ কর।

হে প্রাণাধিক বেতাল ও ভৈরব! যে মানব এই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর এই সর্ব্বার্থপ্রদ কবচ জানিতে পারে, সে তাবৎ মন্ত্রার্থই বিদিত হইয়াছে, আর তাঁহার সম্বন্ধে আধি, ব্যাধি এবং অন্যান্য ভয় কখনই হইবেক না। হে মহাভাগ ভৈরব! এই পরমগুহ্য অথচ সারভূত এই কবচ তোমার সম্বন্ধে সমাখ্যাত হইল, তুমি পরম আদরের সহিত আনন্দ অন্তঃকরণে এই কবচ ভজনা কর, তাহা হইলে পরম ইষ্টলাভ করিতে পারিবে। এই পরম পবিত্র অথচ পুণ্যজনক এবং কীর্ত্তিবর্দ্ধন ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরাসুন্দরীর কবচ, মৎ কর্ত্তৃক কথিত হইল। হে বৎস! যে জন, প্রাতঃকালে সমুত্থান পূর্ব্বক, মদ্ভাষিত এই ত্রিপুরাকবচ পাঠ করে, তাঁহার মনোগত বাসনা তৎকালেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে শাস্ত্রবিৎ এই ত্রিপুরাকবচ কুঙ্কুম কিম্বা আলক্ত দ্বারা সংলিখন করিয়া কণ্ঠে বা বাহুতে গ্রহণ করে, তাঁহার গাত্র শত শত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারাও কৃন্তন করিতে পারে না, বরং সংগ্রামে, শস্ত্রবাদে ধ্রুবই তাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে।

হে সুব্রত ভৈরব! যে মনুষ্য এই ত্রিপুরাকবচ না জানিয়া মহাদেবী ত্রিপুরার মন্ত্র, জপ করে, তিনি, শস্ত্রাঘাতে এই দুর্ল্লভ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যজমান যত

বাক্ হইয়া সুস্থচিত্তে ত্রিপুরাবীজ সমুচ্চারণ করে, এবং সংযোগ, বিরোধ আর প্রত্যেক বর্ণের ভেদ করিয়া আত্ম শ্রবণ গোচর হয়, এরূপ ভাবেও যদ্যপি বীজ মন্ত্র জপ করে, তবে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রজ্ঞাদির দোষ সংমার্জিত হওত, নির্ম্মল বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। হে পুত্র বেতাল! যে উচ্চারণ কার্য্যের সংযোগে দূষনীয় হয়, আর বর্ণেরই বা বিভিন্নতা হউক, হে কুমার ভৈরব! ন্যাসের যদ্যপি পরিপাটি হয়, তবে সকল দোষই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং ফলেরও আধিক্যতা হইয়া থাকে।

এই উক্ত ন্যাস কদাচ ত্যাগ করিবে না; যদ্যপি ত্যাগ-করিয়া অধিকও অনুষ্ঠান করে, কিম্বা মদ্ভাষিত ন্যাস বিদিত না হইয়া প্রমাদত যদি দেবী ত্রিপুরার পূজা করেন তবে, তিনি মহা আপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। হে বৎস ভৈরব! মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস তাবৎ মন্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে, বৈষ্ণবে, রৌদ্রে, অথবা মহাভোগে কিম্বা কলির আসন্ন মহামায়ার পূজায়, মন্ত্রন্যাস যদি না করে, তবে অন্যত্র স্থানেও ঐ মন্ত্রন্যাস সততই অনুষ্ঠান করিবে। অঙ্গরাগের মধ্যে পরম শোভাকর যেমন সিন্দুর আর পানীয় দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট যে রূপ মদিরা এবং বস্ত্রের মধ্যে যেমন আরক্তিম কৌষেয় বসন তদ্রূপ দেব ও দেবীর মধ্যে পরম প্রীতিপ্রদা মহাদেবী ত্রিপুরা অতএব হে কুমার! তিনটী প্রদীপ এই ত্রিপুরাস্য উদ্দেশ করিয়া প্রদান করিবে, ইহার ন্যূন, আমার কিম্বা দেবী ত্রিপুরার উদ্দেশ করত, কদাচ দান করিবে না। মল্লিকা, মালতি,

কুন্দ, বক, দ্রোণ, শ্বেতাম্বুজ এবং শুক্লপদ্ম ইহা দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, দেবী ত্রিপুরা পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। রক্তাম্বুজ, রক্তজবা, করবীর, অর্ক এবং কোমল কমল ইহারা কাঞ্চনের সহিত রক্তবস্ত্রা ত্রিপুরাভৈরবীর উৎকৃষ্ট প্রীতি দান করেন। হে ভৈরব! তোমার নিকট সংক্ষেপে ত্রিপুরাভৈরবীর এই কবচ কীর্ত্তন করিলাম, অতএব হে পুত্র! এই দুর্ল্লভ কবচ তুমি প্রাপ্ত হওত, পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বয়ং এই জগতি মধ্যে বিস্তার কর।

হে মহাভাগ ভৈরব! তুমি, সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদা মহামায়ার আরাধনা করিয়া গণেশত্ব পদ লাভ করিয়াছ, আর কল্প, মন্ত্র ও যন্ত্র ইত্যাদি বহুতর বিদিত হইয়াছ, পরন্তু এই দেবী ত্রিপুরভৈরবীর যে সারস্বতাখ্য শুক্লরূপ সেই রূপ, এবং মন্ত্র, সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে; বীণা ও পুস্তকধারিণী যে দেবী সরস্বতী তিনি দক্ষিণ করে শ্রুক্ এবং কমণ্ডলু ধারণ করিয়া শ্বেতবর্ণে শোভা পাইতেছেন। দেবী কনকপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, শ্বেতপদ্মে সংস্থিত হওত, শুক্ল বসন পরিধান করিা শুক্ল রত্নরাজী দ্বারা দিব্য শোভায় শোভিত হইয়া বরদা এই নাম ধারণ করিয়া, দেবী শ্বেতাঙ্গিনীর বাগ্‌ভববীজ ও দ্বিতীয় নেত্রবীজ ত্রিগুণীকৃত হইলে, উহাঁর মন্ত্র পূর্ব্বেই প্রতি পাদিত আছে। দেবী কনক বিনিন্দিত মালা ও পুস্তক ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বর এবং অভয় দান করিয়া থাকেন। শ্বেত-বসনা সরস্বতী শ্বেতাম্বুজে আসীনা হইয়া ত্রিতন্ত্রিত বীণায় শোভা পাইতেছেন। মালা, বীণার আদ্যক্ষরে

দ্বিরুক্তি করত পশ্চাৎ অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত সংযোগ করিবে। দেবী সরস্বতীর মন্ত্র পূর্ব্বে মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবং তন্ত্রও সামান্যত কথিত আছে। এই দেবী যখন রক্তবর্ণে শরীর প্রভা, ইচ্ছা করেন, তখন মুণ্ডমালায়, আপন কণ্ঠভাগ তদ্দ্বারা সুভূষিত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা পাইতে থাকেন, এবং তাঁহার মন্ত্রও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, হেবৎস! ইনিই বৃদ্ধা সরস্বতীরূপে এই জগতি মধ্যে সুবিখ্যাতা, আর ইহাঁর মন্ত্র, ত্রয়োদশ নিরূপণে নিশ্চিত আছে, অতএব যে সাধক ইহাঁর মন্ত্র জানিতে অভিলাষ করেন, তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করিতে পারেন। হে পুত্র ভৈরব! এই দেবীর মন্ত্রকল্প সম্যক্ প্রকার পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সংপ্রতি ইহাঁর শুক্ল, রক্ত ভেদে এবং ব্যস্ত ও সমস্ত রূপে যে চতুঃষষ্টি মূর্ত্তি কল্পিত আছে; অর্থাৎ মহামায়া, যোগনিদ্রা, মূলভূতা, জগৎপ্রসূ জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং পরমাত্মিকা ইত্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি থাকিলেও, হে মহাভাগ ভৈরব! আদ্যা বিভূতি সাক্ষাদ্দেবী এই ত্রিপুরা, ইহাঁকে যে জন নিরন্তর স্মরণ করে, তাহাঁরই বা পরাজয় কোথায় হইয়া থাকে। হে পুত্র! মহাদেবীর এই মনোহর বাম ও দাক্ষিণ্য রহস্য কথিত হইল, অতঃপর মন্ত্রশুদ্ধি শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে রহস্য ত্রিপুরা কবচ নামক
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

ষষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

ভূতনাথ মহাদেব বলিলেন;· সাধক অগ্রে মন্ত্রশুদ্ধি দর্শন করিয়া পশ্চাৎ উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। তন্মধে সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সাধ্য, অরি এই মন্ত্র চতুষ্টয় বিশেষরূপেই উক্ত আছে, কিন্তু তথাপি তন্মন্ত্র সকল দ্ব্যক্ষর ভেদে মৎ কর্ত্তৃক যাহা পূর্ব্বে ভাষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হে ভৈরব! আদ্য তিনটী জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ আমা হইতে শক্রমন্ত্র শ্রবণ কর। বর্ণসকল এবং যুগাদি ও মহামন্ত্র বৈষ্ণবীতন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মূলভূত যে অক্ষর সকল, সেই অক্ষর, আর তদ্ভিন্ন অন্যান্যইবা হউক, তৎ সমস্তই বৃদ্ধি হইবে। স্বরবর্ণ আকার, হলবর্ণ ককার, দ্বিতীয়বর্গের আদ্য বর্ণ চকার, তৃতীয়বর্গের আদ্যবর্ণ টকার এবং তবর্গ, পবর্গ, যকার ও শ বর্গ ইহারা আদ্যবর্গে কীর্ত্তিত হয়। আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ং ঃ এই সকল স্বরবর্ণ পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে। খ, গ, ঘ, ঙ, এসকলও বর্গের মধ্যে কথিত আছে, ব্যঞ্জনাদির মধ্যে ককারাদি, ছ, জ, ঝ, ঞ, ইহারাও বর্গের মধ্যে পরিগণিত হয়। ঠ, ড, ঢ, ণ, ইহারা চতুর্থবর্গে নিয়তই কীর্ত্তিত আছে। ভ, ল, য, আদি বর্গ শ এই সকল বর্ণও পঞ্চম বর্গাদির মধ্যে কথিত আছে।

য়কার, বকার, লকার, ইহারা ষষ্ঠবর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হন, শ, ষ, স, হ, ক্ষকার এই সকল বর্ণ শেষবর্গ অর্থাৎ

সপ্তমবর্গ রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংযোগ, অযোগ, সংলোম, প্রতিলোম এই সকল বিষয়ে, আর মন্ত্রের আদিতে অর্থাৎ বাক্যমাত্রে বর্ণসকল, চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করত, সুখ এবং দুঃখ ভোগেরও একমাত্র আকরস্থান হইয়া থাকে। অহং (আমি) বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ব্রহ্মমাতৃকা গায়ত্রী, আর অপর ব্রহ্মবর্ণ সকল ইহাঁরা সুখপ্রদ পরব্রহ্মপদে গমন করেন। পরমেশ্বর সকল বর্ণ সৃজন করিবার জন্য আপন স্বেচ্ছা দ্বারা বারম্বার শব্দ করিয়া থাকেন, আর মর্ত্ত্য ও সুরগণ সৃষ্টি করিবার কারণ ব্রহ্মবক্ত্রে ঐ বর্ণসকল সংস্থাপন করেন। হে পুত্র ভৈরব! আমি, বর্ণসকল এবং ভৈরবতন্ত্রখানি করিবার জন্য বহুল অকার্য্য পদ প্রয়োগ করিয়াছি; কারণ কেবল জ্ঞানমার্গ বিবর্দ্ধনের নিমিত্তে জানিবা। সেই সকল বর্ণ আমা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ব্যক্ত হইল, হে বৎস! এই সংসারবাসী প্রাণিদিগের বিবেকের নিমিত্তে এই মন্ত্রশুদ্ধি বর্ণন করিলাম, অতঃপর বর্ণচক্র শ্রবণ কর। শক্তি, শম্ভু স্বরূপের নিমিত্তে প্রথমত দুটী রেখা সংলিখন করিবে, তন্মধ্যে পুনর্ব্বার একটী রেখা নির্ম্মাণ করত উহাতে জগন্নিবাস বিষ্ণু এবং কমলাসনা লক্ষ্মীর আরাধনা করিবে। পরন্তু ঐ উভয় রেখার মধ্যে অপর দুটী রেখার অনুষ্ঠান করিবে! অতঃপর সেই চক্রচারের চতুর্দ্দিকে অপর রেখা দ্বারা বেষ্টন করিবে। হে সুব্রত ভৈরব! এইরূপ ক্রমাগত অষ্ট রেখা পরিলিখন করিয়া ভূমিতে উত্তর মুখ অথবা পূর্ব্বমুখী হইয়া চতুর্নেমি সমন্বিত চক্র একটী লিখন করিবে। ঐ চক্রের বহির্ভাগে বর্ণচক্র

প্রতিষ্ঠিত আছে। হে পুত্র বেতাল! মেষাদি দ্বাদশরাশির উদয়ের নিমিত্তে এই আজ্ঞাচক্রের অনুষ্ঠান করিবে, আর এই চক্র, জ্ঞান ও শ্রীবুদ্ধির একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

হে প্রাণাধিক বেতাল! এই চক্রটী ভূমিতে সংলিখন করিয়া পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরমুখী হইয়া সংযতচিত্তে বর্ণমালা লিখিবে, পশ্চাৎ ইষ্টদগুরুর স্মরণ করিবে। প্রথমতঃ আকার এবং ককারাদি বর্ণসকল লিখন করিবে, কিন্তু তন্মধ্যে ঋকার ও দীর্ঘ ৯কার বর্জ্জন করিবে। পরন্তু অকার ইপ্তদায় ক্ষকারান্ত বর্ণসকল ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইলেও, ঋ, ৯, ঙ, ঞ, ণ, এই কএকটী বর্ণ বর্জ্জন করিয়া বর্ণসঞ্চয় লিখিবে, পশ্চাৎ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করিবে। স্বনামের আদ্যক্ষর সংগ্রহ করিতে হইলে এইরূপ গণনারক্রম হইবে, আর মন্ত্রের যেতাবৎকাল দ্ব্যক্ষর সংযোজনা হয়, তাবৎকাল আদ্য সিদ্ধমন্ত্র তাহাতেই যোজনা করিবে। হে পুত্র! সিদ্ধ ও সাধ্যমন্ত্র নবৈক পঞ্চকে সংযোগ করিলে, তৎ ক্ষণাৎ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। ত্রিসপ্তাধিক একাদশের সহিত সুসিদ্ধ, যোগ হইলে, ঐ মন্ত্রও সিদ্ধমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে! অরিমন্ত্র, দ্বাদশাধিক অষ্টচতুর্থের সহিত সংযোগ করিতে পারিলে, ঐ মন্ত্রও সিদ্ধমন্ত্র হইয়া থাকে। সিদ্ধমন্ত্র অচিরকালেই সুসিদ্ধ হয়, আর সাধ্যমন্ত্র কালক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে, শত্রু অর্থাৎ অরিমন্ত্র, সুসিদ্ধ হইয়াও, কামনা সকল বিনাশ করেন; এই জন্য দুষ্টমন্ত্র সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জনীয় জানিবা। এই স্থলে বর্ণের ক্রম সকল উক্ত হইল, মন্ত্রের ক্রম

দাক্ষিণ্যগোচরে সুস্পস্ট আছে। নৃসিংহ, অর্ক, বরাহ ইহাঁদিগের প্রাসাদ ও প্রণব একাক্ষর কিম্বা ত্র্যক্ষরের সহিত যোগ করিলে, ঐ মন্ত্রও সিদ্ধমন্ত্র বলিয়া সুচিন্তা করিবে।

হে সুব্রত ভৈরব! দীক্ষার্থে বীজসকল সিদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় জানিবা, আর কামপ্রদ যে সুসিদ্ধমন্ত্র উহা সর্ব্বতোরূপেই আদরনীয়, এবং সিদ্ধ, সাধ্যও ঐরূপ পূজিত, কিন্তু বীরপুরুষেরা শত্রুমন্ত্র কদাচ গ্রহণ করিবে না, প্রমাদত যদ্যপি গ্রহণ করে তবে, মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়। হে সুত! পরমা বৈষ্ণবীর ষোড়শসহস্র মন্ত্রসঞ্চয় এইসকল চক্রে নিরীক্ষণ করিবে, ঐ চক্রে ষোড়শাধিক বিংশতি সহস্র ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র যোজনা করিবে। হে পুত্র! অভীষ্টদ এই মন্ত্রশুদ্ধি, তোমার নিকট কথিত হইল, আর এই মন্ত্রশুদ্ধি যে জন বিদিত হইবে, সে সকলস্থানে জয় লাভ করিয়া আত্মবাসনা সুসিদ্ধ করিতে পারিবে।

হে পুত্র! এই পরম রহস্য অথচ পবিত্রজনক এই মন্ত্রশুদ্ধি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, অতএব যে সাধক, মার্জারের দন্তপক্ষ, দেবী বৈষ্ণবীর নির্ম্মাল্য দ্বারা পরিবেষ্টন করিতে পারে সে, এই সংসারের একমাত্র প্রভুপদ লাভ করিতে পারে। ভক্তিমান্ সাধক ঐ সনির্ম্মাল্যদন্তপক্ষ দক্ষিণ পাণিতে গ্রহণ করিলে, তাবন্মন্ত্রসমূহ, অষ্টমীতিথিতে সংযতচিত্ত হইয়া জপ করিবে। অনন্তর সাধক ঐ যন্ত্রোত্তম, দক্ষিণবাহুতে ধারণ করত নিশ্চিতই দ্বাদশসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সংগ্রাম ও বিবাদে জয়লাভ করত, তাহাঁর শরীর

কদাচ রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, এবং রাজা, রাজপুত্র নিরন্তর তাঁহার বশতাপন্ন হন; আর ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং রাক্ষস ইহারা কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় না, যোষিতসকলও তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া থাকে।

হে সুব্রত বেতাল! সাধক যে মন্দিরে সংস্থিত হইয়া বিড়ালের মূর্দ্ধিতে হস্ত প্রদান করত মহাদেবী বৈষ্ণবীর তন্ত্রমন্ত্র জপ করিবে, সেই গৃহের গৃহিণী যদ্যপি মৃতাপত্যা হন তবে, নিশ্চই জীবপুত্রা হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। বিশেষত সে গৃহে নাগরাজ ভূজঙ্গ কদাচ গমন করিতে পারে না, যদিচ কোনপ্রকার গমন করিলেও, তদ্গৃহে সংস্থিত নর, নারী তাহাদিগের দংসন করিতে পারে না। হে বৎস ভৈরব! আর সেই মন্দিরে সংস্থিতা নারী কদাচ বন্ধ্যা হয় না, বরং সুন্দর সুকুমার সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন। পঞ্চমূর্ত্তি চণ্ডিকার এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসকলের স্থালিপক্ক মাংস দ্বারা দিনত্রয় যাবৎ বলিপ্রদান করিবে। পরন্তু অষ্টমীতিথিতে দেবী চণ্ডিকার উদ্দেশে মন্ত্র দ্বারা তত্তৎপ্রকার বলিপ্রদান করিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা দেবীর উচ্ছিষ্ঠমাংস অভ্যুক্ষণ করত একান্তমনে মঙ্গলদায়িনী শিবার সুচিন্তা করিয়া ভোজন করিবে। হে কুমার! সেই মাংস, এবম্প্রকার বিধানে ভোজন করিলে, দীর্ঘায়ু, হইয়া থাকে, আর জরা, ব্যাধি বিবর্জিত হইয়া একমাত্র তেজঃস্বী, শত্রুদমনকারী, সুবাগ্মী হওত, জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ মহাদেবী বৈষ্ণবীর অষ্টাক্ষরীয় মন্ত্র, কঙ্কুম

অথবা রোচনা এতদ্দ্বারা সংলিখন করিয়া মূর্দ্ধি, কপাল, কণ্ঠ, বাহুদ্বয়, করযুগ্ম, এবং হৃদি এই এই অঙ্গের একতরে ধারণ করিবে। সুমতি নর কুঙ্কুম, ক্ষীর, মলয়জ চন্দনপঙ্ক যাবকের সহিত সংযোগ করিয়া অষ্টমীতিথিতে সংযত হওত, পরন্তু নবমীতে করযুগ্ম প্রতিস্থানে সংস্থাপন করিয়া অষ্ট, অষ্টবার জপ করিবে, হে সুব্রত বেতাল! এই বিধানে মন্ত্রার্থ চৈতন্য করত পশ্চাৎ একান্ত অন্তঃকরণের সহিত বরদা শিবার অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর তদ্দিনেই ত্রিজাতীয় বলিত্রয় তদুদ্দেশে দান করিয়া সহস্র সংখ্যা পরিমাণে জপ করিবে, এবং জপান্তে কিঞ্চিৎ হবিভোজন করিয়া সংযতরূপে রজনী জাগরণ করিবে। হে পুত্র! এবম্প্রকারে শকৃৎ অনুষ্ঠান করিলে, তাহাঁর সহিত রণে, শাস্ত্র বাদে কিম্বা অন্যান্য কৌশলীয় কার্য্যে কোনব্যক্তিই জয়লাভ করিতে পারে না। বিশেষ ক্ষত্রিয়, এই বিধির অনুসারে বৈষ্ণবীর অষ্টাক্ষরমন্ত্র সংলিখন পূর্ব্বক, রণযুদ্ধে যদ্যপি গমন করেন তবে, ধ্রুবই শত্রুকুল সংহার করিয়া রণবিজয়ী নাম ধারণ করত অপ্রাকৃত কীর্ত্তি জগন্মণ্ডলে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। হে পুত্র! অপর গোপনীয় হইতেও অধিকতর গোপনীয় যে রণাষ্টাঙ্গ, তাহাও সর্ব্বতোরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব এই মহান্ গুহ্যতম রণাষ্টাঙ্গ পাঠ কিম্বা স্মরণ করিয়া যদ্যপি রণক্ষেত্রে গমন করে তবে, নিশ্চই তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবেন।

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! গোপনীয় হইতেও অধি-

কতর গোপনীয় অথচ সুখসম্পৎকর, যন্ত্র, তন্ত্র সমন্বিত মন্ত্র, এক্ষণে কীর্ত্তন করিলাম; বিশেষত স্বর্লোকবাসী ত্রিদশগণ যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া জরামৃত্যুহারী সুধা নিরন্তর বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! সম্প্রতি তদুপাখ্যান তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যে মানব যথার্থ এই তত্বসকল বিদিত হইতে পারে, সে নিখিল বাসনা সম্প্রাপ্ত হইয়া নিত্য কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকে। হে সুব্রত-ভৈরব! যে যে দ্বিজোত্তম কথ্যমান এতদুপাখ্যান একবার শ্রবণ করিতে পারেন, তাহাঁদের সম্বন্ধে কদাচ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, বরং তাঁহারা পুত্রবান্, দীর্ঘায়ু, বলবান্, নিত্য উৎসাহ যুক্ত থাকিয়া বাঞ্ছিতার্থ লাভ করত, সুতরাং দেবীগৃহে অবস্থিতি করিতে থাকেন। হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! নীলাচল নামক সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ কামরূপে তোমরা শীঘ্র গমন কর, কারণ কুব্জিকাপীঠসংজ্ঞক কামাখ্যালয় সাতিশয় গোপনীয় বিশেষত সেখানে সুরতরঙ্গিনী আকাশগঙ্গা সর্ব্বদা বিরাজমানা আছেন, অতএব তোমরা সেই গঙ্গা-জলে অভিষিক্ত হইয়া ত্রিলোকজননী মহামায়ার আরাধনা কর. আমি নিশ্চই বলিতেছি, দেবী মহাময়ার একান্ত-চিত্তে আরাধনা করিলে, অবিলম্বে তিনি, সুপ্রসন্না হইয়া তোমাদের সম্বন্ধে ইষ্টবর দান করিবেন। অতঃপর মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, বৃষভারূঢ় মহাদেব এই সকল উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া আত্মজ সন্তান বেতাল ও ভৈরব ইহাঁদিগকে কিঞ্চিৎকাল পরিত্যাগ করত, তৎ ক্ষণাৎ সেস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এদিকে মহাতপস্বী সেই বেতাল আর ভৈরব নাটকাচলে সমাগত হইয়া ব্রহ্মসুত মহাত্মা বশিষ্ঠঋষিকে প্রাপ্ত হওত, তচ্চরণারবৃন্দে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক, নমস্কার করিলেন। পরন্তু সত্যসন্ধ্যাচলগত তপণের ন্যায় প্রতিপ্রভ বশিষ্ঠ, সবিনয়ী সম্মুখস্থিত বেতাল ও ভৈরবকে অবলোকন করিয়া অমীয় বচনে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দান করিলেন। অতঃপর হরকুমার বেতাল ও ভৈরব, মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে তৎ ক্ষণাৎ নীলশৈলে গমন করত মহাপীঠ কামাখ্যায়, আগত হইলেন।

মহাত্মা বেতাল এবং ভৈরব সিদ্ধস্থান কামাখ্যা সম্প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচর মহামন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জগদ্ধাত্রী মহামায়ার অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। আর ঐ স্থানে শিবাত্মন ভৈরবাখ্য লিঙ্গ এবং আকাশগঙ্গাও নিত্য বিরাজমান আছেন, তজ্জলে সেইস্থান আপ্লবন করত এক মনোহর স্থণ্ডিলে উৎকৃষ্ট একটী মণ্ডল বিধান করিয়া উত্তম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ অষ্টাক্ষরীয় সেই মন্ত্র, বিধানক্রমে বর্ষত্রয় পরিমাণে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া পশ্চাৎ তিনবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব উত্তরতন্ত্রে যে যে কল্প উক্ত আছে, তৎ সমস্তই ত্রিহায়ণমধ্যে সংপূর্ণ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে মহাদেবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরাসুন্দরী এবং অন্যান্য দেবী সকলের একবার পূজা করিয়া পশ্চাৎ বিধিমৎ প্রকার পীঠযাত্রা আচরণ করিতে লাগিলেন। হরাত্মজ বেতাল ও ভৈরব করদ্বয় দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ন্যাস সকল অনুষ্ঠান

করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামায়া জগদম্বিকা সাতিশয় সুপ্রীতা হওত, হরকুমার বেতাল ও ভৈরবের প্রতি পরম প্রীতি হওত, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ধ্যানস্থিত এবং অর্চ্চনায় সংরত সেই সুব্রত বেতাল এবং ভৈরবের সম্বন্ধে শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তৎ ক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ রূপা হইলেন। এই রূপে সেই দেবী মহামায়া শিবলিঙ্গ হইতে বিনির্গতা হইলে, তৎ ক্ষণাৎ ঐ শিবলিঙ্গ ত্রিধা হইয়া পড়িল; ঐ ভাগত্রয়ের নাম একে একে শ্রবণ কর, ভৈরব, ভৈরবী, হেরুক এই এই নামে ঐ ভাগত্রয় সুবিখ্যাত হইলেন। এখানে শিবতনয় বেতাল ও ভৈরব সেই কালে ধ্যানাবস্থায় দেবীকে যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, আজ বহির্ভাগেও তথাবিধ রূপ দর্শন করিলেন। শিবকুমার বেতাল ও ভৈরব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, মৃগাক্ষী, পীন অথচ উন্নতপয়োধরা, বরদা ও অভয়হস্তা, সিদ্ধসূত্রধারিণী, রক্তোৎপলপ্রভা এবং সিতপ্রেতে সংস্থিতা অথচ নব যৌবনসম্পন্না এতাদৃশী সেই দেবীকে বারম্বার অবলোকন করিয়া নয়নদুটী নিমিলন পূর্ব্বক মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

হে মহামায়ে! হে জগৎপূজিতে! জ্ঞানবিহীন যে আমরা, সম্প্রতি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ কর, এই রূপে মুহু র্মুহু স্তব করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই মহাদেবী মহামায়া নিজ তেজঃপ্রভায়, ভক্তাধিন বেতাল এবং ভৈরবকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন, আর ত্রিনয়না বৈষ্ণবী আপন অভয় অথচ কোমল হস্তদ্বারা তপশ্চরণ বেতাল

ও ভৈরবের উত্তমাঙ্গ সংস্পর্শ করিয়া এই কথা বলিলেন, হে সুব্রত বেতাল ও ভৈরব! অনন্যত্ব বিহীন হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হও। এইরূপে পুণ্যশ্লোক বেতাল ও ভৈরব তৎ কালে দেবত্ব লাভ করিয়া স্তব ও নতি দ্বারা জগদম্বিকা মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন।

বেতালভৈরবাবূচতুঃ, অর্থাৎ তপঃপরায়ণ বেতাল ও ভৈরব সুসিদ্ধ হইয়া এই পরম উৎকৃষ্ট স্তব করিয়া ছিলেন।

জয় জয় দেবি সুরগণার্চ্চিত পদপঙ্কজে। বিশ্ববিভূতি ভাবিনি শশিমৌলি কেলিভাবিনি গিরিজে। নেত্রত্রয় নির্জিত বিস্তর বিবুধ বহ্নিকান্ত সুসিত কমলজে। মধ্যনেত্র নতভ্রুভঙ্গ বিভক্ত রক্ত মতিচয়া যাচক বিমলজে।

আজ্ঞাচক্রান্ত শান্ততরণি কোটিক কোটিতুল্য কান্ত শান্তধরে। বহুমায় কায়ভোগতরঙ্গ সাম্য পদ্মরত্ন প্রসবে। ত্রিনাড়ী তমনীত মধ্যবদ্ধ বিক্ষির বল্লভ সুসুম্ন সমাধার-পরে। বিবুধ রত্ন বিনোদ বিশ্বমূর্ত্তি সহোময়া সরসিজ ষট্‌চক্র পরে। আদি ষোড়শচক্র চুম্বিত চারুদেহ পীনতুঙ্গ ভূমিমধ্য মাংশকগতে। সিদ্ধসূত্র বরাভয়াসি শাতক পঙ্কজা তরুমূল মণি চতুর্ব্বাহুযুতে। জ্ঞান তালক মন্ত্র তন্ত্র যোগিযোগ সার ভূতস্থ বিনোদহৃতে। আত্মতত্ত্ব পরৈক সার বন্ধদ্বার মুক্তি শুক্তি বিবেক শৈক শ্বেত প্রেত-রতে। রত্নসার সমস্ত ভঙ্গ তরঙ্গ রাগবিয়োগ মন্ত্র শান্ত পুরবিশেষকৃতে। যোগিনীগণ নৃত্য ভৃত্য ভাব ভাবিনি বহ্ব রত্ন হার কঙ্কণ মুখ্যভূষণপীতে। সাট্টহাস বিনোদ নোদিত

মুক্তকেশ সুবেশ নিবদ্ধদেহকচে। দেহি দেবি বিশোক বন্ধমোচন পাপ শাপ শুভমতে। সর্ব্ববিদ্যাত্মিকাং শুদ্ধাং যন্ত্রমন্ত্রময়ীং শিবাং। প্রণমামি মহামায়াং লোকে বেদেচ কীর্ত্তিতাং। পরাপরাত্মিকাং নিত্যাং সাধ্যাধারৈক সংস্থিতাং। কামাহ্লাদকরীং কান্তাং ত্বং নমামি জগন্ময়ীং। প্রপঞ্চ পঞ্চস্থ ব্যক্তং জগদেকবিবর্দ্ধনং। প্রভাবেনতু রক্তাঙ্গীং দেবীং তত্বাং নমোঽস্ত নৌ। কামাখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী। যা লক্ষ্মী বিষ্ণুবক্ষঃস্থাং তাং নমাবো হৃদ্য তাং শিবাং। মন্ত্রাণি যস্যা স্তন্ত্রাণি সহস্রাণিতু ষোড়শ। মন্ত্রযন্ত্রাত্মনে তুভ্যং নমোঽস্ত মম পার্ব্বতী। ইতিস্তুতা তত স্তাভ্যাং মহামায়া জগৎপ্রসূঃ। উবাচ মুদিতা চেতি বরং বরয়তং যুবাং। প্রত্যক্ষতো মহামায়াং পূর্ব্ববধ্যানগোচরং। তৌ দৃষ্ট্বা ভর্গতনয়ৌ প্রাহতু শ্চেদ মুত্তমং।

মহামুনি ঔর্ব্ব বলিলেন, হে মহারাজ সগর! পরমারাধ্যা দেবী জগদম্বিকার এইরূপে স্তব করিয়া পরন্তু শিবকুমার বেতাল ও ভৈরব বলিলেন, হে দেবি! হে মাতঃ! যাবৎকাল পর্য্যন্ত, এই ভূভাগে দিনকর রবি ও শীতকীরণ চন্দ্র উদয় হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা ভগবান কৈলাসনাথ এবং ভগবতী যে তুমি, এই উভয়ের শাস্বতী সেবা নিত্যই আচরণ করিব; হে জগদম্বিকে! এতদ্ব্যতীত অন্যবর স্বপ্নেও বাঞ্ছাকরি না, জননি! বরং আমরা অমরাবতী হইতেও, অধিকতর সুরম্য কৈলাসভবনে স্থায়ী হইয়া অহর্নিশি তোমাদের আরক্তিম চরণযুগল সেবা করিব।

মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব এইরূপে বারম্বার বলিলে, তখন মহাদেবী জগদম্বা প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিলেন, হে বৎস বেতাল ও ভৈরব! (এবমস্তু অর্থাৎ ইহাই হইবে) এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবা না। মহামায়া জগদ্ধাত্রী অতি দৃঢ়তর রূপে তাহাই, হইবে এই কথা বলিয়া পরন্তু আপন নিবীর অথচ পীন কুচযুগল নিষ্পিড়ন করিয়া ক্ষীর নিঃসরণ করিলেন, পরন্তু ঐ নিসৃতক্ষীর তৎ ক্ষণাৎ সত্যব্রত বেতাল ও ভৈরবকে পান করাইলেন। হে রাজন! মহামতি বেতাল ও ভৈরব এই রূপে জগন্মাতা ভগবতীর স্তন্যদুগ্ধ মুহুর্মুহুঃ পান করিয়া তৎ ক্ষণাৎ শাস্বত দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া অজরামর অথচ মহাতেজঃস্বী সাক্ষাৎ যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীর ধারণ করিলেন। সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সেই অমৃতোপম স্তন্যক্ষীর পান করিয়া সাতিশয় বলশালী হইলেন; পরন্তু দেবী কাত্যায়নী, পীযূষপায়ী বেতাল এবং ভৈরবকে কহিলেন, হে প্রাণাধিক বেতাল ও ভৈরব! তাব দ্দেবগণের মধ্যে তোমরা গণের অধিপতি হইয়া অগ্রেই পূজা লাভ করিবা, এবং কৈলাসদ্বারে নিত্য সংস্থিত থাকিয়া দিবানিশ ভগবান শঙ্করের এবং আমার এই রূপ পরিচিন্তা কর। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব বলিতে লাগিলেন, হরদারা মহামায়া এই রূপ দেবত্বপদ, বেতাল, ভৈরবের সম্বন্ধে প্রদান করিয়া ভগবান কৈলাসনাথের অনুমতি আপন উত্তমাঙ্গে গ্রহণ পূর্ব্বক, আত্মপরিচারিকা যোগিনীগণের সহিত তৎ ক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেবী কাত্যায়নী এবম্প্রকারে অন্তর্হিতা

হইলে, তখন তপঃপরায়ণ বেতাল ও ভৈরব পরম প্রীতি পূর্ব্বক, যেন সাক্ষাৎ আনন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ লাভ করিলেন। এদিকে সতীনাথ মহাদেব তৎকালেই সন্তান বেতাল ও ভৈরবকে নিজভবনে আনয়ন করিয়া সকল পীঠস্থান, স্থানভেদে এক এক করিয়া প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। প্রথমত মহাদেবী কামাখ্যার গুহাস্থান, আর ছায়া দ্বারা রৌদ্র বিহীন অথচ আতপত্রস্বরূপ স্বকীয় আলয়, স্বীয় পঞ্চমূর্ত্তির স্থান, দেবময় কামরূপপীঠ এই সকল প্রত্যেকত দর্শন করাইয়া পরন্তু করতোয়াখ্যা, সত্যগঙ্গা, সদাশিবা, পুণ্যতোয়া দক্ষিণবাহিনী বিশুদ্ধানদী সকলের নির্ম্মল জল ক্রমশ দর্শন করাইতে লাগিলেন।

কালিকা-পুরাণে বেতাল, ভৈরব সিদ্ধিনামক
ষষ্ঠসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়

ভগবান মহাদেব বলিতে লাগিলেন, অতঃপর কামরূপের স্বায়ব্যাংশে আপনার অতুলবিভূতি লিঙ্গ, ও জল্লীশাখ্য সুরম্য স্থান সকল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন।

যে জল্লীশাখ্যে শিবপরায়ণ নন্দী দেবাধিদেব মহাদেবকে সম্যক্ প্রকার আরাধনা করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন শরীরে গাণপত্যপদ লাভ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বতনকালে মহাব্রতপারয়ণ নন্দী যে স্থানে ভগবান শিবের আরাধনা করিয়া নন্দীকুণ্ড ও মহাকুণ্ড প্রচার করিয়াছিলেন, অতএব যে মানব ঐ কুণ্ডের নির্ম্মল জলে অভিষিক্ত হওত, পশ্চাৎ স্নান ও পান করিয়া কৃতকৃতার্থপদ লাভ করত, পরন্তু হরের সুরম্য মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। আর সেই হরভবনের অনতিদূরে মহাদেবী জগদম্বিকা সদাকাল প্রফুল্লান্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, ভগবান ত্রিলোচন, মহাত্মা ভৈরবকে যোনিরূপা সিদ্ধেশ্বরী এবং মহামায়া জগন্ময়ী ইহাঁদিগকে সন্দর্শন করাইতে লাগিলেন। শিবপ্রিয় নন্দী, ভগবতী মহামায়ার আজ্ঞানুসারে শশিধারী ত্র্যম্বকের বহুবিধ স্তব ও নমস্কার দ্বারা পুনঃ পুনঃ পূজাকরত গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, আর সেই স্থানে সুবর্ণ মানসাচল, এবং মনোহর নদ, অধিকন্তু মানসনামক সরবর ও কৈলাসনাথ শম্ভুর আজ্ঞাক্রমে দর্শন করিয়াছিলেন। আর ঐ স্থানে

হিমালয়প্রভবা জটোদ্ভবা নামক শুভানদী বিরাজমান আছেন, যে জটোদ্ভবায়, নর স্নান করিলে, সাক্ষাৎ জাহ্নবীস্নানজন্য ফল লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ সগর! সেই পুণ্যতোয়া নদীর যে কারণে জটোদ্ভবা নাম হইয়াছিল, তাহাই আপনে এক্ষণে শ্রবণ করুন; শৈলকুমারী গৌরীর বিবাহসময়ে সকল মাতৃগণ কর্ত্তৃক ভগবান ভর্গের মূর্দ্ধিজাত জটাসমূহের অভিষেক হইয়াছিল, সেই হেতু ঋষিগণেরা তত্তোয় দ্বারা জটোদ্ভবানামক নদী কীর্ত্তন করিলেন। চৈত্রমাসের সিতাষ্টমীতে কিম্বা তন্মাসীয় পৌর্ণমাসীতে মানব জটোদ্ভবা নদীর জলে বিধিপূর্ব্বক, স্নান করিলে, শিবের সুরম্য কৈলাসভবনে গমন করিয়া থাকে। দ্বাপরযুগে চন্দ্রবিম্ব হইতে যেন সাক্ষাৎ হিমপ্রভবা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাদেবী ত্রিস্রোতা, এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন; অতএব যে মর্ত্ত্য মাঘমাসের পূর্ণাতিথি পৌর্ণমাসীতে সেই ত্রিস্রোতার জলে যদ্যপি স্নান করে, তবে কখনও তাহার আর মাতৃযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। চন্দ্র ও সূর্য্যোপরাগে যে ভক্তিমান্ মানব সেই ত্রিস্রোতার জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করে, সে অনায়াসে সাক্ষাৎ কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারে। সিতপ্রভা নদী সাক্ষাৎ মহাদেব কর্ত্তৃক অবতারিত, ঐ নদী যদ্যপিও হিমপ্রভবা হউক, তথাপি যে হেতু নিত্যই শীতল সিততোয় ধারণ করিয়া থাকেন, সেই হেতু সিতপ্রভা নামেই বিখ্যাত হন।

মনুষ্য দশহরা (অর্থাৎ) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ঐ সিতপ্রভা নদীর জলে দশবিধ পাপক্ষয় উল্লেখ করিয়া যদ্যপি স্নান করে, তবে নিশ্চই সে, বিমুক্ত পাতকী হওত, জগৎপতি বিষ্ণুর মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। নরতোয়া নদী অতিপূর্ব্বকালেই সংস্থিতা আছেন, যে হেতু তিনি, পাপিদিগকে নিত্যই নূতন নূতন পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সেই হেতু নরতোয়া নামেই এই মহীমণ্ডলে বিখ্যাতা, অতএব যে নর, মাঘমাসের পৌর্ণমাসীতিথিতে ঐ নরতোয়া নদীতে বিধানমতে যদ্যপি স্নান করে, তাহা হইলে সে ধ্রুবই অমরত্বপদ লাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, বিশেষত ঐ নদীতেই সম্পূর্ণ মাঘমাস ব্যপক স্নান যদ্যপি করিতে পারে, তবে সে নিশ্চই বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া বনমালায় বিরাজিত হওত, চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তল্লোকেই চিরদিন অবস্থিতি করিতে থাকে।

মহারাজ সগর! যে সকল নদীর নাম কীর্ত্তন করিলাম, অগদ নামক নদ, উহাদিগের একমাত্র পতি, বিশেষত কমলযোনি ব্রহ্মার চরণকমল হইতে ইনি উদ্ভাব হইয়াছেন, এবং তাঁহারই বাক্যে মহাপীঠ কামরূপের পূর্ব্বভাগে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া পুণ্যপ্রদ হওত, অবস্থিতি করিতেছেন। যে মানব একান্তভক্তি পূর্ব্বক সৌর কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ সেই ব্রহ্মপাদোদ্ভব অগদনদে স্নান করে, তাহার পুণ্যফল একে একে শ্রবণ কর, প্রথমত এই সংসারে নিরোগা হইয়া উৎকৃষ্ট সুখসম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে,

পরন্তু ব্রহ্মগৃহ সম্প্রাপ্ত হওত, পশ্চাৎ পরম মোক্ষপদও লাভ করিয়া থাকে। নর, নন্দীকুণ্ডে বিধিমৎ স্নান করিয়া সেই নিশিতে নক্তব্রত আচরণ করত, অনন্তর পরদিবসে জল্পীশ-মন্দিরে গমন করিবে, পরন্তু মহানদীতে স্নান করিয়া তন্নিশিতে হবিষ্যাশী হওত, সংযতভাবে সেই নিশি, অপনয়ন করিবে, পশ্চাৎ পরদিবস সংপ্রাপ্ত হইলে মঙ্গলদায়িনী বিশ্বেশ্বরীর নিকট গমন করিবে। সাধক অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া বক্ষমাণধ্যানে দেবী বিশ্বেশ্বরীর পূজা করিবে। সেই দেবী বিশ্বেশ্বরী চতুর্ভুজা এবং পীনোন্নত কুচযুগল আর সিন্দুরপুঞ্জরের ন্যায় এক খর্পরপাত্র নিজকরে ধারণ করিয়া ত্রিলোক যেন আলোকিত করিতেছেন। দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা আপন ভক্তগণের প্রতি অভয় ও বরদান করিতেছেন, এবং আপন শিরোভাগ বিশাল জটাজূটে সুভূষিত হওত, রক্তপ্রেতে সংস্থিতা হইয়া থাকেন; আর এই দেবীর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে, আত্ম-অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই জানিবা।

হে ধীমন্ সগর! যে নর এবম্প্রকারে দেবীর অত্যাচার্য্য রূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চাক্ষরীয় মন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করে, তবে তাহার আর মাতৃযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ান্তকারী জামদগ্ন্যের ভয় হইতে ক্ষত্রিয়সকল সাতিশয় ভীত হইয়া ম্লেছত্ব গ্রহণ করত জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিলেন; সেই ম্লেছসকল সেই স্থানে নিরন্তর আর্য্যভাষায়, বাক্‌চালনা করিতেন, এবং ঐ আর্য্য-

বচনে জল্পীশের অহরহ সেবাও করিয়া থাকিতেন, বিশেষত ভগবান ত্রিনয়ন ঐ জল্পীশস্থানে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেন, আর সেই ম্লেচ্ছসকলও সেই জল্পীশের গণনায়ক হইয়া মনোহর মহারাজাধি রাজচক্রবর্ত্তীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোৎসাহী মানব সংযতোভাবে গণনায়কসকল এবং জল্পীশের পূজা করিয়াছিলেন। পরন্তু এই দেব, ভক্তদিগের প্রতি সহাস্যবদনে বর প্রদান করেন, এবং ভীত অথচ শরণাগত জনসমূহের নির্ভয় দান করিয়া থাকেন; আর এই দেব দ্বিভুজ ইহাঁর শরীরকান্তি কুন্দ কুসুম অপেক্ষাও শুভ্র, তৎপুরুষমন্ত্র দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট এই দেবতার পূজা করিবে। মহাত্মা জল্পীশের পরম পুণ্যকর ও ভক্তের অভীষ্টদায়ক এই পীঠস্থান যে নর বিশেষরূপে বিদিত হইতে পারে, সে ধ্রুবই কৈলাসনাথ শঙ্করের আলয়ে গমন করিতে পারে।

কালিকা-পুরাণে বেতাল, ভৈরব মহাসিদ্ধি নামক
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঃধ্যায়

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, ভূতভাবন শঙ্কর এবং মহামতি বেতাল ও ভৈরবের এই উত্তমসম্বাদটী শ্রবণ করিয়া মহারাজা সগর পুনর্ব্বার তপঃপরায়ণ ঔর্ব্বের প্রতি প্রফুল্লান্তঃকরণে যে সকল প্রস্ন করিয়াছিলেন; হে ঋষি সকল! তাহাই তোমরা আমার নিকট সংপ্রতি শ্রবণ কর। সুর্য্যকুলোজ্জ্বল সগররাজ বলিলেন, হে ভগবন! হে মুনিসত্তম! জগদাপ্যায়িত এই বিচিত্র উপাখ্যান আপনি কীর্ত্তন করিলেন; অতঃপর মহাপীঠ কামরূপস্থানের নির্ণয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছাকরি, হে মহামতে! আপনি বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন। ঐ কামরূপের বায়ব্যাংশে অথবা মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বভাগে এই সকল স্থানের নির্ণয় এবং ঐ স্থানে ভগবান মহাদেব ও ভগবতী অম্বিকা সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, হে দ্বিজশার্দ্দুল! তৎ সমস্তই আপনি বলুন, আমি উৎসাহের সহিত শ্রবণ করিতে বাসনা করি। তপশ্চরণ ঔর্ব্ব বলিলেন, বায়ব্যভাগের নির্ণয় কহিতেছি, হে নৃপসওম! নৈঋত, উত্তর ও মধ্য এই এই দিকেরও বিশিষ্ট রূপ নির্ণয় এক্ষণে শ্রবণ কর। বহুরোকা নামক নদী করতোয়ার চতুর্ভাগে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরবাহিনী হওত, সংস্থিত আছেন, তাহার পূর্ব্বভাগে মহাপীঠ কামরূপ বিরাজমান আছেন।

সুরসনামক একজীমুত (পর্ব্বত) সেই কামরূপের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে, বহুরোকা সেই পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃতা হওত, বৃষপ্রদা নামেও বিখ্যাত হন। সুরসাখ্যের আসন্নে মহাবৃষনামক একটী শিবলিঙ্গ ও যোনিমণ্ডলরূপা দেবী মাহেশ্বরী ইহাঁরা যুগলরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন, মানব, বহুরোকায়, স্নান করত সুরসাচল আরোহণ করিয়া মহাবৃষ মহাদেব এবং ভগবতী মাহেশ্বরীর সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে বিধূতপাপ হওত, উৎকৃষ্ট সুখকর স্বর্গ, জয় করিয়া আর কখনও মাতৃযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। মহাবৃষাখ্য শিব, চতুর্ভুজ আর বর ও অভয় দান করত বিশাল ত্রিশূল ধারণপূর্ব্বক, বৃষোপরি সর্ব্বদা আরোহণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শরীরকান্তি এবং বিশাল জটাজূটে উত্তমাঙ্গাদি সুশোভিত হওত, অঘোরমন্ত্রে ইহাঁর পূজা করিবে। আর দেবী মাহেশ্বরীর অর্চ্চনা মহাদেবী কামেশ্বরীর মন্ত্রে আচরণ করিলে, সাক্ষাৎ কামেশ্বরীরন্যায় ফল প্রদান করিয়া থাকেন; আর ঐ স্থানে পাপবিমোচন বশিষ্ঠকুণ্ড বিরাজমান আছে, যে স্থানে সংস্থিত হইয়া ব্রহ্মকুমার বশিষ্ঠ ধ্যান ধারণা দ্বারা মহাদেবী, কামাখ্যার উপাসনা করিতেছিলেন, ঐ সময়ে ধরণীতনয় যুবরাজ নরক উহাঁকে বারম্বার নিষ্ঠুরবাক্যে নিবারণ করিয়াছিলেন। যে মানব এই বাশিষ্ঠকুণ্ডে আগমন না করিয়া নীলাখ্য কামরূপে গমন করে, তাহার পুরাকৃত পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া বরং ঘোর পাপে আশক্ত হইতে হয়। যে সাধক দেবগণা-

র্চ্চিত এই বাশিষ্ঠকুণ্ডে স্নান করে, সে যথেচ্ছাপূর্ব্বক অমরসেবিত স্বর্গধামে গমন করিতে পারে। সুরস নামক পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে কৃত্তিবাস নামক একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে, ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিতে চন্দ্রিকানামক যে নদী বিরাজমান আছে, নর উহাতে স্নান করিলে, ত্রিলোকবাঞ্ছিত স্বর্গধামে গমন করিতে পারে।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ঐ চন্দ্রিকানদীতে স্নান করিয়া এই কৃত্তিবাসের পূজা যদ্যপি আচরণ করিতে পারে, তবে সে এই জগতিমধ্যে নিস্কলঙ্ক হইয়া সকল প্রাণীর মনোরঞ্জন করিতে থাকে। পরন্তু মানব ভাদ্রমাসের ত্রিংশদ্দিন যাবৎ চন্দ্রিকানদীতে স্নান করত কৃত্তিবাসনামক পর্ব্বত যদ্যপি অবলোকন করে, তবে নিশ্চই সে, ভূতেশ মহেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। বিশেষত সরিদ্বরা চন্দ্রিকাখ্যা নিত্যই উত্তরবাহিনী হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, পরন্তু মনোরমা ফেণিলানামক একটী নদী ঐ চন্দ্রিকার পূর্ব্বভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, সরিদ্বরা ফেণিলা মহর্ষি সন্তানন্দ কর্ত্তৃক অবতারিতা হওত, জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মার দুহিতা এবং গঙ্গানামেও সুবিখ্যাতা হন; অতএব যে নর এই ফেণিলায়, বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, তাহার সম্বন্ধে দিনে দিনে পরম মঙ্গল সমুদিত হয়, বিশেষত ফাল্গুণমাসে দিনকর সূর্য্য, কুম্ভরাশি সম্প্রাপ্ত হইলে, যদ্যপি ঐ ফেণিলায় স্নান আচরণ করে, তবে অষ্টাবিংশতি নরক জয় করিয়া সুরপূজিত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। অতঃপর ঐ কামরত্ন

কামরূপের পূর্ব্বভাগে উত্তরবাহিনী সরিদ্বরা সিতানদী বর্ত্তমান আছে, সাধক এই সিতানদীতে মধুমাসের পৌর্ণমাসীতে যথাবিধিমতে স্নান করত, সাক্ষাৎ গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে; এই সিতানদীর পূর্ব্বাংশে অথচ দ্বিযোজন অন্তরে সুমদন নামক এক শ্রেষ্ঠ নদী আছে, মিথিলাধিপতি জনক ঐ নদীর পূর্ব্বতটে ভগবান বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া ভৈরবাখ্যের হিতের নিমিত্তে দেবগণ কর্ত্তৃক অবতারিত সুতীক্ষ্ণ নামক মহান্ পর্ব্বত সংস্থাপন করেন; সেই সুতীক্ষ্ণগিরি আরোহণ করিয়া সুমদনার জলে স্নান করিলে, ভগবান শিবের সুরম্য কৈলাসভবনে নিশ্চই গমন করিতে পারে। বিশেষতঃ যিনি মাঘমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে বৃষধ্বজ মহাদেরে পূজা করত এই সংসারের সমস্ত অভীষ্ট সুসিদ্ধি করিয়া পরন্তু তিনি শিবলোকে গমন করিতে পারেন। কামরূপের নৈঋতাংশে এই সকল নদী উত্তরগামিনী হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতে থাকেন, আর যে পর্ব্বতে নিখিল অমরগণ কর্ত্তৃক ভুবনমোহিনী ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্বতোভাবে পূজিতা হইয়াছিলেন, সেই পর্ব্বত, পীঠপর্ব্বত নামে এই ত্রিসংসারে বিখ্যাত হন। হে মহারাজ সগর! মহাপুণ্যজনক অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই উত্তম উপাখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, আর কামরূপের নৈঋতভাগে বৃষাসন শম্ভু এবং জগদম্বিকা দুর্গা প্রফুল্লান্তঃকরণে সদাকাল সংস্থিতি করিতেছেন; অতএব যে মনুষ্য একান্ত ভক্তির সহিত পুণ্যভবন কামরূপে সমাগত হইয়া এই হরদুর্গার মূর্ত্তি দর্শন করেন,

তৎ ক্ষণাৎ তিনি সকল পাপ হইতে বিধুত হইয়া তাঁহাদিগের অন্তিকেই জীবনযাপন করিতে থাকেন।

হে মহারাজ সগর! অতঃপর দক্ষিণগামিনী যে সকল নদী হিমালয় হইতে প্রভব হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহাই ক্রমশ শ্রবণ কর। অগদনদের ঊর্দ্ধভাগে ভদ্রানামক একটী মনোহর নদী বিরাজমানা আছেন, যে নরোত্তম, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে বিধিপূর্ব্বক ঐ ভদ্রানদীতে স্নান করে, তাহা হইলে সে দিব্যলোকে গমন করিতে পারে। অতঃপর পূর্ব্বাংশে শুভদ্রাখ্যা নদী, এই নদী সাতিশয় পুণ্যদায়িনী সেই হেতু এই পুণ্যদায়িকা শুভদ্রাখ্যায় বৈশাখীয় তৃতীয়া তিথিতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান যদ্যপি করে, তবে ধ্রুবই সে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে পারে। অতঃপর পুণ্যদায়িকা মানসা নদী, তৃণবিন্দু কর্ত্তৃক অবতারিত হওত, সুরস নামে বিখ্যাত হন, অতএব যে প্রাণী সম্পূর্ণ বৈশাখ মাসে এই নদীতে স্নান করে, হে নরোত্তম! সে বিষ্ণুভবন সম্প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর মহামোক্ষপদ লাভ করিতে পারে। হিমালয়ের অব্যবহিত শৈলসমূহের নিকট বিভ্রটা নামক এক মহান্ গিরি বিরাজমান আছে, এই বিভ্রটাপর্ব্বতে ভূতেশ মহাদেব সদাকাল যেহেতু প্রচণ্ড ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই হেতু পবিত্রোদকা বিভ্রটা ভৈরবী নামে বিখ্যাতা, গঙ্গার ন্যায় তুল্য ফলদায়িনী, এই ভৈরবী নদীতে মধুর বসন্তকাল সমাগত হইলে যদ্যপি স্নান করে, তবে পরম সুখকর স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। বিশেষত এই ভৈরবী

নদীতে স্নান করিয়া মহাদেবী কামাখ্যার অর্চ্চনা করিতে পারিলে, আপন অভীষ্ট সুসিদ্ধি করিতে পারে, জগদ্‌বিধাত্রী মহামায়ারও এতদ্বিধানে পূজা অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত ফলের দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর এই ভৈরবী উর্দ্ধগতা হওত, সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গানামেও সমাখ্যাতা হন।

পরন্তু এই ভৈরবী নদী নিত্যই হিমালয় হইতে সমুদ্ভূতা হওত, মানসোপম ফল দান করেন; আর সুভদ্রাদি করিয়া যে সকল নদী উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল নদীও হিমপ্রস্ত হইতে সমুদ্ভব হইয়া সর্ব্বদা উত্তরগামিনী হইয়া বর্ত্তমান আছেন। সুমদনার পূর্ব্বভাগে এবং ব্রহ্মক্ষেত্রের পশ্চিমাংশে যে মহাক্ষেত্র, উহাতে ভগবান্ আদিত্য সততই সংস্থিত থাকেন; আর ভৈরবের হিতের নিমিত্ত মহাপীঠ কামরূপে সর্ব্বদা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের এবং বরুণাদি করিয়া সর্ব্বেশ্বর সকল নিত্যই সংস্থিত থাকেন; আর সময়ে সময়ে তত্বাহ্বয় নামক শৈলে দিবাকর সূর্য্যদেবও অবস্থিতি করেন।

ঐ তত্বাখ্য শৈলের পূর্ব্বদিকে তিস্রোতা নামক একটী নদী সংস্থিতা থাকে, আর এই নদীর পশ্চাদ্‌ভাগে কাপোতখ্য এক কুণ্ড আছে, যে মনুষ্য ঐ কাপোতকুণ্ডে মিয়মিৎ স্নান করত অনন্তর তত্বাচলে সমারোহণ করিয়া দিনকর মার্ত্তণ্ডের অর্চ্চনা করিলে, দেবতা ও মনুষ্য আশুই সূর্য্যগৃহে সমাগত হইয়া থাকেন। সূর্য্যরশ্মিসমুদ্ভূত! হে কাপোত! হে পুণ্যতোয়! মহাঘোর! সংপ্রতি আমার জ্ঞানাজ্ঞান কৃত

পাপসমূহ হরণ কর, এই মন্ত্র দ্বারা কাপোতসরবরে স্নান করিয়া তত্বশৈলে দিনমণি অরুণের পূজা করিবে।

সহস্র পদে অন্বিত ত্রিবিধ ব্রহ্মবীজ, রশ্মিশব্দের অন্তে চতুর্থীপদ সমুল্লেক করিলে, দিনকর আদিত্যের অঙ্গবীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ সূর্য্য, পদ্মাসনে আশীন হইয়া পদ্মগর্ব্বের ন্যায় রুচি ধারণ করত পদ্মকরে বিরাজিত হন, ভগবান্ ভাস্কর সপ্তাশ্বের সপ্তরজ্জু বেষ্টিত অথচ সুদীপ্যমান একরথে আরোহণ পূর্ব্বক, দ্বিভুজে ত্রিজগৎ শোভা করিতে থাকেন, আর এই দিনমণি সূর্য্যের মণ্ডল, অতিশয় বর্ত্তুল অথচ অষ্টপত্রে সমন্বিত। অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলি সকল হৃদাদি-ষট্কের স্পর্শ করত অঙ্গমন্ত্র দ্বারা সুসংযুক্ত হওত, বহ্নিবীজ সংযুক্ত করিয়া জপ করিবে। সকল ন্যাসেই সর্ব্বশঃ প্রকার ফলপ্রদ এই মন্ত্রটী বিশেষ করিয়া জানিবে। হৃদয় শির, শিখা, নেত্র, উদর, পৃষ্ঠ, বাহুযুগল, পাণিদ্বয়, জানুযুগ্ম, চরণযুগ্ম, জঘনস্থান এই সকল অঙ্গে উত্তরতন্ত্রোক্ত মন্ত্রাক্ষর সমস্ত ক্রমান্বয়ে বিন্যাস করিবে। দিনকর সূর্য্যের এইরূপে পূজা করিয়া পরন্তু বিসর্জন করত ঈশানাংশে নির্ম্মাল্য সকল নিঃক্ষেপ করিবে। নির্ম্মাল্যধারিণী উগ্রচণ্ডার পূজা করিয়া সংহারমুদ্রায়, নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিবে। বিশেষ ইহাঁর বীজমন্ত্র উত্তরতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে বৎস! এই বিধানক্রমে নরোত্তম, দিনকর মার্ত্তণ্ডের যদ্যপি অর্চ্চনা করে, তবে নিখিল মানস বাসনা সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া অন্তে ভাস্কর সূর্য্যদেবের আলয়ে গমন করিয়া

তপণের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া থাকে। ভাস্করের অনতিদূরে দক্ষিণভাগে স্থভা নামক এক মহান্ অচল সংস্থিত আছে, তাহার ঊর্দ্ধ সানুতে' পরমোত্তম শঙ্করলিঙ্গ বাস করেন, হে রাজন! যে নরশ্রেষ্ঠ ঐ শিবলিঙ্গের সদাকাল সর্ব্বতোভাবে সেবা করে, সে পরিচারক নিয়তই সানুস্থিত লিঙ্গের নিকট অবস্থিতি করিতে পারে। নরোত্তম ত্রিস্রোতাজলে অবগাহন পূর্ব্বক সেই শুভাচলে মহাত্মা মহাদেবকে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলে, আত্মমনোভীষ্ট অবিলম্বেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতঃপর পূর্ব্বদিকে কুসুমমালিনী নামক এক শ্রেষ্ঠনদী দক্ষিণবাহিনী, ক্ষীরোদাখ্যা আর একটী নদী, হে মহারাজ! অমৃতশ্রব পুণ্যতোয় এই নদীদ্বয়ে মানব স্নান করত সাক্ষাৎ শঙ্করালয়ের প্রতি গমন করিয়া থাকে। আর ইহার পূর্ব্বভাগে নীলানাম্নী একটী শ্রেষ্ঠ নদী, বিশেষ উহাতে স্নান করিলেও আদ্যাশক্তি মহামায়ার চরণযুগল সংম্প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিতে পারে।

এই নীলানদীর পূর্ব্বাংশে চণ্ডিকা নামক এক প্রচণ্ড মহানদী, উহার নিকটবর্ত্তী ধবলাখ্য পর্ব্বত, এই পর্ব্বতটী অতিশয় সুরম্য এবং প্রাণিসমূহের মন অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আর ঐ পর্ব্বতের অনতিদূরে দুটী শিবলিঙ্গ অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ লিঙ্গদ্বয়ের ক্রোশান্তে গোলোক ও শঙ্কর অবস্থিত আছেন। ভক্তিযুক্ত নর, চণ্ডিকানদীতে বিধিপূর্ব্বক সান করত ধবলেশ্বর পর্ব্বত আরোহণ করিয়া পরন্তু দক্ষিণসাগর অবলোকনপূর্ব্বক, গোলোক এবং শঙ্করের দর্শন করত পশ্চাৎ

পুনর্ব্বার মহাপীঠ শৃঙ্গনামক পর্ব্বতে পুনশ্চ আরোহণ করিয়া শিবপূজার বিধি অনুসারে মহেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল সম্প্রাপ্ত হয়, এবং সকল অভিলাষও পূর্ণ করিয়া দেহান্তে শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ সগর! এই যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলেই দক্ষিণবাহিনী হইয়া নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।

হে সূর্য্যকুলোজ্জ্বল সগর! অতঃপর ঈশানদিকে গন্ধমাদন নামক একনিবীর পর্ব্বত, যে পর্ব্বতে গঙ্গাহ্বয় নামক শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন, আর পান্তক্ষেত্রের পশ্চিমে মহাদেবী জগদম্বা ব্রহ্মশিরা ধারণ পূর্ব্বক, সম্যক্‌রূপে বিরাজমানা হওত, গন্ধমাদনের অন্তিকে শৃঙ্গেশের চরণদ্বয় পুনঃ পুনঃ যাচিঙ্গা করিতেছেন, আর উহার অন্তরে (মধ্যে) যে বৃহৎ কুণ্ড আছে, তাহাতেই গঙ্গাজল সংস্রব হইতেছে, ঐ অন্তরালকুণ্ডে স্নান করিয়া তজ্জল পান করত, ভৃঙ্গেশের শিলাসংস্থিত চরণদ্বয় দর্শন করিয়া, মহাশৃঙ্গের অর্চ্চনা করত গানপত্যপদ লাভ হইতে পারে। শম্ভুপাদ সমুদ্ভব, অন্তরালে বৃষাকরপদ, বৃষধ্বজ পদদ্বন্দে মহাবৃষপদ সংযোজনা করিয়া পরে এই মন্ত্র দ্বারা অন্তরালজলে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার কুব্জিকপীঠান্তরবাসী ভৃঙ্গদেবের সন্দর্শন করিবে। মণিকূটপর্ব্বত এবং গন্ধমাদনের মধ্যে লৌহিত্য নদের জলপ্রবাহ বিতরণ করেন। বর্ণমায়ার দক্ষিণদিকে লোহিত্যসাগর, এবং মণিকূটের পূর্ব্বভাগে ভগবান হরি যে নিমিত্তে হয়গ্রী বরূপ ধারণ করেন, হে মহাবাহো সগর!

তাহাই শ্রবণ কর। ভগবান নারায়ণ হয়গ্রীবরূপে জরাসুরকে নিধন করিয়া ঐ হয়গ্রীবের ক্রীড়া শাধনার্থ যে স্থান নির্ম্মিত ছিল, আর গরুড়াসন বিষ্ণু, জরাসুরকে যে স্থানে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই উভয়স্থানে নর, স্নান করিলে, মহামোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। নর, দেব, এবং অসুরাদি ইহাঁদিগের হিতের নিমিত্তে চক্রপাণী নারায়ণ যে জন্যে জরাসুরকে বিনাশ করেন, অপূর্ব্ব ঘটনাবসত সকল প্রাণীই আকস্মাৎ ঘোর ভয়ানক জ্বরে এককালীন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু সকল লোকের হিতের নিমিত্তে ও রোগ শান্তির জন্য একটী মহা সরবর নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ সরবরে রোগবিমুক্তি কামনা করিয়া স্নান যদ্যপি করে, তবে নিশ্চই নিরুজ হইয়া স্বচ্ছন্দদেহে কাল যাপন করিতে থাকে। মহাত্মা হয়গ্রীব ঐ সরবরের তৎ কালে পুনর্ভব নাম সংরক্ষণ করিয়া ছিলেন, অতএব নরোত্তম ঐ পুনর্ভব সরবরে স্নান করিলে, অরোগী হইয়া এই সংসারের সুখরাশি ক্রমশই পরিভোগ করিতে থাকেন। মণিকূটাচলে ত্রিলোককর্ত্তা বিষ্ণু, হয়গ্রীবরূপ ধারণপূর্ব্বক অচলে সর্ব্বদা সংস্থিত আছেন, ঐ পর্ব্বত অতিশয় বিস্তারিত অথচ উচ্চ, ইহার পূর্ব্বদিকে ত্রিকোণ ভদ্রকাম-নামক একটী পর্ব্বত, ঐপর্ব্বতে কালহ্বয় নামক শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত, তাঁহার অতি সন্নিহিতে দক্ষিণদিকে অপুনর্ভব একটী কুণ্ড আছে। অপুনর্ভ সরস্তীরে ভদ্রকামক পর্ব্বতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী হয়গ্রীবাখ্যা শিলা বিরাজমানা আছেন এই স্থানে

যোগজ্ঞ অথচ ধ্যানতৎপর মহাযোগী মহাদেব অবস্থিতি করেন; অতএব যে মর্ত্ত্য এই মহাযোগী মহেশ্বরকে সন্দর্শন করে, সে দেহান্তে পরম মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে।

হে মহারাজ সগর! সেই শিলাতে গোকর্ণনামক এক শঙ্করমূর্ত্তি সংস্থিত আছেন, পূর্ব্বকালে ভগবান শিব যেরূপ অন্ধক নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া ছিলেন, সেইরূপ আদি দেব শঙ্কর, গোকর্ণকে বধ করিয়া গোকর্ণাখ্যা নামে সমাখ্যাত হন। আর এই গোকর্ণের ঈশানাংশে পরমোত্তম কেদারাখ্য শম্ভু স্বয়ং সংস্থিত থাকেন, পরন্তু ঐ স্থানে কমলাখ্য শিব বিরাজমান আছেন; আর যে স্থানে কেদারাখ্য শম্ভু বর্ত্তমান, ঐ স্থান মদনগিরি নামে বিখ্যাত, বিশেষত ঐ স্থান কমলাখ্য বলিয়াও সুবিখ্যাত হন। পুনর্ভবজলে স্নান করিয়া গোকর্ণ ও মহাযোগীকে দর্শন করত, পরন্তু কেদার এবং কমলাখ্য শিব অবলোকন করিবে। পরন্তু দেবাধিদেব মাধবকে সন্দর্শন পূর্ব্বক, পশ্চাৎ কন্দর্প কামকে দর্শন করিয়া সেই স্থানেই পুনর্ব্বারে পুনর্ভব নিরীক্ষণ করিবে। যে পুরুষোত্তম এবম্প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া এই বিধি দ্বারা ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বে সপ্ত এবং পরেও সপ্ত এইরূপে আত্মার সহিত পঞ্চদশ বিভাগ করত, পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া স্বর্লোকে নয়ন করিবে।

হে মহারাজ সগর! আর এই পুনর্ভবনদীতে স্নান করিতে হইলে, এই বক্ষ্যমাণমন্ত্রে স্নান করিবে। হে পুনর্ভব! হে বিষ্ণুস্নান সমুদ্ভূত! মহীশ্বর! সম্প্রতি গর্ভগত পাপ

বিনাশ কর, কারণ সুরগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত স্বর্লোকে গমন করিতে বাঞ্ছা করি, এই মন্ত্র দ্বারা পুনর্ভবজলে স্নান করিবে। হে সূর্য্যকুলোজ্জ্বল সগর! অতঃপর হয়গ্রীবের মন্ত্র পূর্ব্বেতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, হে রাজন! সম্প্রতি হয়গ্রীবের যে রূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহাই শ্রবণ কর। কর্পূর ও কুন্দ কুসুমের ন্যায় উহাঁর কলেবর এবং সর্ব্বদা শ্বেত পদ্মে সংস্থিত, আর ইনি চতুর্ভুজ- এবং কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি বিবিধ রত্নরাজীতে সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। বাম হস্তযুগ্মে বর এবং অভয় দান করেন, অপর করযুগ্মে পুস্তক ও শ্বেত-পদ্ম ধারণপূর্ব্বক, আপন বক্ষোপরি শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ দ্বারা বিরাজমান হওত, কদাচিৎ খগরাজ গরুড়োপরি আশীন থাকেন। আর ইহাঁর পূজা সমস্তই উত্তরতন্ত্রোক্তক্রমে গ্রহণীয় হইবে। গরুড়ধ্বজ স্বয়ং শিলারূপে সদাকাল প্রতিছন্ন থাকেন, পরন্তু প্রাণিদিগের হিতের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্রীড়মান হওত, গন্ধর্ব্বসমূহের সহিত সংস্থিত আছেন। বিশেষত এই হয়গ্রাব মন্ত্র দ্বিলক্ষজপ করিলে, সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাবকের পায়স আজ্য মিশ্রিত করিয়া হোম অনুষ্ঠান করত পুরশ্চরণ করিবে। হে রাজেন্দ্র! এবম্প্রকারে একটী পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে আপন মনোভীষ্ট সুসিদ্ধি করিয়া পশ্চাদ্বিষ্ণুলোক সম্প্রাপ্ত হয়। পরন্তু পঞ্চবক্তের মন্ত্রসমূহে সর্ব্বদা পঞ্চমূর্ত্তির অর্চ্চনা করত দ্বিজ, তৎপুরুষাদির পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা কামাদিরও পূজা করিবে। কামই তৎপুরুষ বলিয়া জানিবা অর্থাৎ মহাযোগী ঈশানরূপেই বিখ্যাত,

অঘোর, গোকর্ণ, কেদার, বামদেব, সদ্যোজাত এবম্বিধ সকল ইহাঁদিগের এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে পূজা করিবে। এই যে সকল দেবতার পূজা বিহিত হইল, ইহাঁর প্রত্যেকত পূজায় ভগবান কৈলাসনাথ ও জগদম্বিকা কৈলাসবাসিনীর পূজাও বিদিত হইবা। হয়গ্রীবের পূর্ব্বাংশে এবং কেদারের পশ্চিমভাগে স্থায়াভোগ নাম একটী স্থান, ঐ স্থানে ভোগবতী নামক এক অপূর্ব্বাপুরী থাকে। যে মানব, মণিকূটাখ্যে গমনপূর্ব্বক, পরম কৌতুকসহকারে পুনর্ভবে গমন করে, সে নিখিল তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিয়া থাকে। যে মনুষ্য, জ্যৈষ্ঠমাসের সিতপক্ষের পঞ্চদশী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুনর্ভবজলে স্নান করিয়া যথা বিধানক্রমে গরুড়াসন বিষ্ণুর দর্শন করিতে পারিলে সে, সকল কুল সমুদ্ধার করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্যপদ সম্প্রাপ্ত হয়। যে ভক্তিমান মনুষ্য সম্পূর্ণ জ্যৈষ্ঠমাসে জগৎপতি বিষ্ণুকে অহরহ দর্শন করে সে, সমস্ত কুলের সহিত ভক্তবৎসল হরির শরীর তৎ ক্ষণাৎ বিলীন হইয়া থাকে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! পরমপুণ্য অথচ বারাণসী অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যজনক এবং সিদ্ধবিদ্যাধরার্চ্চিত এই মণিকূট নামক বিচিত্র পর্ব্বতের মাহাত্ম্য তোমাদিগের নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম,. অতএব যে ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক, এই মণিকূটের প্রাকৃত নির্ণয় শ্রবণ করে, সে, নিখিল বেদের পূর্ণফল লাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে হে দ্বিজগণ! তোমরা অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না।

কালিকা-পুরাণে পীঠবর্ণনং নাম অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

একোন অশীতিতমঽধ্যায়।

পুনশ্চ তপশ্চরণ ঔর্ব্ব বলিলেন, হে মহারাজ সগর! মণিকূটের পূর্ব্বভাগে দর্পণ নামক এক প্রচণ্ড পর্ব্বত, ধনাধিপ কুবের ধনপালের সহিত সর্ব্বদা ঐ দর্পণাচলে অবস্থিতি করেন, আর যে পর্ব্বতের মধ্যভাগে রোহিতাকৃতি রোহণাখ্য পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে, পরন্তু ঐ পর্ব্বতে লৌহাদি করিয়া সমস্ত ধাতু স্পর্শ করিবা মাত্র তৎ ক্ষণাৎ স্বর্ণত্ব লাভ হয়, আর এই পর্ব্বতের অনতিদূরে দর্পণ নামক একটী নদ বিরজমান আছে, পরন্তু এই নদ হইতে হিমাদ্রি, নিত্য প্রভব হয়, বিশেষতঃ এই হিমাদ্রি লোহিত্যের সদৃশ ফল দান করেন। সর্ব্বতীর্থোদক এই লোহিত্যনদে ভগবান বিষ্ণু, সকল দেবগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে সেই ব্রহ্মসুতকে স্নান করাইয়াছিলেন, সেই পাপদর্প হইতে স্নানসমুৎপন্ন এক পাটল, এই হেতু পূর্ব্বতনকালে ব্রহ্মাদি সুরগণ কর্ত্তৃক দর্পট নাম রক্ষনীয় হইল, সেই শ্রেষ্ঠনদে বিধিপূর্ব্বক, স্নান করিয়া দর্পণাচলে কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে ধনেশ কুবেরের যদ্যপি অর্চ্চনা করে, তবে সে, অনায়াসে এই সংসারে মহাবিভূতি ভোগ করত, ভোগান্তে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে। দর্পণের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমালা নামক অথচ সর্পাকার এক মহান্ অদ্রি আছে, ঐ পর্ব্বত সপ্তশত হস্ত আয়তন এবং দীর্ঘও ঐ পরিমাণে জানিবা। অগ্নিমালাতে ত্রিলোক পূজিত অগ্নি, ঊর্দ্ধভাগে

সংস্থিত থাকেন, সিন্দুরপুঞ্জের ন্যায় উহার প্রভা এবং মনোগ্য দারু ও শিলাচলে সুপ্রভ এবম্বিধ অগ্নি, অদ্যাপিও নিত্য প্রকাশিত আছে। যজ্ঞভুক্ অগ্নি আত্ম সগণের সহিত ভৈরবের হিতের নিমিত্তে এবং দেবী কামাখ্যার পরিসেবার জন্য নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যে মানব লোহিত্য জলে স্নান করিয়া অগ্নিমালাখ্য পর্ব্বত আরোহণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তির সহিত সর্ব্বপূজিত বহ্নির অর্চ্চনা করে, সে, আশুই বিষ্ণুমন্দিরে হর্ষিত চিত্তে অবস্থিতি করেন।

আর অগ্নিমালার পুরভাগে বরুণাখ্য অথচ সুরম্য এক কুণ্ড থাকে, উহার তীরে গিরিশ্রেষ্ঠ কংসকর নামক এক পর্ব্বত, জলাধিপ বরুণ ঐ পর্ব্বতে নিত্য অবস্থিতি করেন। মতিমান মানব ভক্তির সহিত সেই কংসকর আরোহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রচেতসের পূজা করত, পরন্তু বরুণকুণ্ডে স্নান আচরণ করিলে, তৎ ক্ষণাৎ বারুণলোক সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ, পঞ্চমস্বরে সংযুক্ত করত পশ্চাৎ শম্ভুচূড়ার সহিত সংযোগ করিলে, কৌবেরবীজ বলিয়া কথিত হয়। পকারের সপ্তমাক্ষর বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্রে সংযুক্ত করত বহ্নিবীজনামে কীর্ত্তিত হন; এবং এই বীজ দ্বারাই বহ্নির পূজা করিবে। মকার হইতে পঞ্চমাক্ষর (ব) চন্দ্রবিন্দুর সহিত সংযোগ করত, বারুণবীজ বলিয়া বিখ্যাত, আর এই বরুণবীজে এই সকল দেবগণের নিত্যই অর্চ্চনা করিবে। বরুণাচল হইতে পূর্ব্বকাষ্ঠায়, বায়ুকূট নাম এক মহান্ পর্ব্বত, মণ্ডলে সমন্বিত হইয়া দ্বিখণ্ড বায়ুবীজ দ্বারা

মরুতের পূজা করিলে, নিশ্চই বায়ুলোকে গমন করিতে পারিবে। সুধাকর চন্দ্র, বায়ুলোকে সদাকাল সংস্থিত আছেন, আর বায়ু, ঐ সুধাকর চন্দ্র হইতে নিঃসৃত হওত ঊর্দ্ধ এবং অধোভাবাপন্ন হইয়া সদাকাল সকল স্থানে বহন করত, হে ভূপতে! যে কোন স্থানে ঐ বায়ুর অর্চ্চনা করে, তবে ধ্রুবই মরুদ্ভবনে গমন করিতে হইবে। বায়ুগিরির পূর্ব্বাংশে চন্দ্রকূট নামক এক প্রচণ্ড শৈল, ঐ শৈল, ত্রিকোণ এবং উজ্জ্বল তাম্রবর্ণের ন্যায় সুপ্রভ, আর এই চন্দ্রকূটের ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিতি করেন, দ্বিতীয় বর্গের আদ্যাক্ষর ইন্দুবিন্দুর সহিত অলংকৃত করত চন্দ্রবীজ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয় এবং এই বীজ দ্বারা শীতকীরণ চন্দ্রের পূজা করিবে। নিশাপতি চন্দ্র এখন পর্য্যন্তও প্রতিগমনে দশটী অশ্ব দ্বারা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। এই চন্দ্রমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে সোমকুণ্ড নামক একটী সরবর, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী নর ঐ সোমকুণ্ডে স্নান ও তজুক পান করত দিব্য কৈবল্যপদ লাভ করিতে পারে। জলনিধিজাত চন্দ্র মহাদেবী কামাখ্যার পরিসেবার জন্য স্বর্গ হইতে যে কালে ভূতলে পতন হন্, তৎ কালীন্ তাঁহার কীরণ জলরাশিতে বিনিঃসৃত হয়, দেবরাজ বাসব, সেই তোয়সমূহ দ্বারা মনোরম্য এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন, ইন্দ্রও চন্দ্রকুণ্ডের মধ্যে যে পুণ্যতম স্থান, তাহাতেই তিনি স্বয়ং ব্রহ্মশিলা সংস্থাপন করেন, হে চন্দ্রকুণ্ডসমুদ্ভূত! হে চন্দ্রকুণ্ড! মহোদধে! সুধাস্রবণ! সম্প্রতি তুমি চন্দ্রের কলুষরাশি অপহরণ কর, এই মন্ত্র দ্বারা চন্দ্রকুণ্ডের জলে স্নান করত পশ্চাৎ

চন্দ্রকূট পর্ব্বত আরোহণ করিয়া নর, ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রের পূজা যদ্যপি করিতে পারেন, তবে তাঁহার ধ্রুবই অবিচ্ছিন্ন সন্ততি সমুৎপন্ন হয়, এবং উর্ব্বশীর ন্যায় তিনি সুরম্য কামিনী লাভ করিতে পারেন; আর দেহান্তে চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করত, তল্লোক ভেদ করিয়া পরম মোক্ষপদ সম্প্রাপ্ত হন। হে নরনাথ সগর! চন্দ্রকূটের তীরে নন্দন নামক যে গিরি, ঐ গিরিকূটে সহস্রলোচন ইন্দ্র, কামদায়িনী কামাখ্যার সেবার নিমিত্তে নিয়তই সংযত আছেন; সর্ব্বেশ্বর হরি নিখিল ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক সততই সেবিত হইতেছেন। যে ভক্তিযুক্ত মানব, চন্দ্রকূট পর্ব্বত এবং নন্দনাখ্য পর্ব্বতের প্রতিপ্রভায়, প্রতিদর্শে বৃষস্থচন্দ্রের বারত্রয় প্রদক্ষিণ করত, চন্দ্রকূটের জলে স্নান ও তদুদক পান পূর্ব্বক, নন্দনপর্ব্বত আরোহণ করিয়া লোকেশ শক্রের আরাধনা করিলে, অপূর্ব্ব ফল সম্প্রাপ্ত হয়, আর নন্দনপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ভস্মকূটাখ্য এক মহান্ গিরি, যে মানব ঐ মহাগিরি ভস্মকূটে একান্তঃকরণে ভর্গদেবের অপূর্ব্ব রূপ সুচিন্তা করে সে, অনায়াসে পরম শান্তি লাভ করিতে পারে। ভস্মকূটের দক্ষিণে দেবী স্বয়ং অমরবাঞ্ছিত সুধা ধারণ করত, উর্ব্বশী নামে দেবলোকে সুবিখ্যাতা হওত, নিত্যই দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন। দেবগণের অমরত্ব এবং আত্ম বলবীর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তে মৃত্যুবিনাশিনী সুধা, সততই সংস্থাপিত ছিল, এদিকে দেবী উর্ব্বশী স্বয়ং সুধাপূর্ণ তৎ পাত্র গ্রহণ করিয়া কামরূপিণী কামাখ্যার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিলারূপী হর, স্বয়ং

সেই অমৃতকুম্ভ আবর্ত্তন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তখন দেবী কামাখ্যা ঐ অমৃতরাশি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভাগ করত যোনিমণ্ডলে সংস্থান করিলেন। উর্ব্বশীকুণ্ডবাসিনী শিলান্তরস্থা সুধা, উর্ব্বশীভস্মকূটের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অমৃতকুণ্ড নিত্যই বিরাজ করিতে লাগিলেন; এবং ঐ অমৃতকুণ্ড দ্বাত্রিংশৎ ধনু পরিমিত আয়তন ও পঞ্চাশৎ ধনু বিস্তার অতএব হে মহারাজ সগর! এই মহামোক্ষকর অমৃতকুণ্ডে যে মনুষ্য সাতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক, স্নান ও তদম্বু পান করে, তবে সে ধ্রুবই পরম মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। মহাদেবী কামাখ্যা যোনিমণ্ডলের ঈশানভাগে সদাকাল গমন করত, পরন্তু ভস্মকূটে প্রবেশ করিয়া ত্রিলোকনম্রা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশীকে অমৃত দ্বারা নিত্যই আপ্যায়িত করত, দেবী উর্ব্বশী পরম প্রমোদে এককালীন নিমগ্না হইয়া পড়িলেন, প্রমোদযুক্তা প্রমোদোত্তমা মহাদেবী তৎ কালে কামের সহিত রমণক্রীড়ায় আশক্তা হইলেন।

ভস্মকূটের ঈশানাংশে মণিকূট নামক এক মহান্ গিরি, সংস্থিতি করেন, আর তিনি সদ্যোজাত রূপ মণিকর্ণ নামে সুবিখ্যাত হন, এবং সদ্যোজাতাখ্য শিবের মন্ত্রে সর্ব্বদা সুপূজিত হইবেন্। সাধক চন্দ্রতীর্থের জলে স্নান করিয়া বাসবের সহিত শীতকীরণ চন্দ্রের সংস্পর্শ করিবে, আর মণিকর্ণেশ্বর দর্শন করত ভস্মাচলে শকৃৎ গমন করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে। আর এই মণিকর্ণেশ্বর দিব্যস্বেতবর্ণ, এবং শ্বেতাম্বরে পরিভূষিত হওত, রত্নরাজীতে

সুভূষিত দশাশ্বে শোভা পাইতে লাগিলেন; আর তিনি বিশাল গদা আপন কোমল করে ধারণ পূর্ব্বক, দ্বিভুজে বরদান করিয়া থাকেন; পরন্তু আকর্ণপূর্ণ সহস্র লোচনে মুখপদ্ম অতিশয় সুশোভিত, এবং পীতরাগে সর্ব্বাঙ্গ দীপ্তি পাইতেছে, পরন্তু বামহস্তে যেন কালান্তকশদৃশ বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক, দক্ষিণকরে তাদৃশ ভয়ঙ্কর গজাঙ্কুশ ধারণ করত, পর্ব্বতোপম ঐরাবত বাবণে আরোহণ করিয়া অসংখ্য বাণ ও তূণীর দ্বারা কটিদেশ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরন্তু বিশাল সুদৃঢ় ধনু, দিব্যকক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক, পরমারাধ্যা ত্রিনয়না মাহেশ্বরীর সেবা করিতেছেন। বকারের [illegible]তম বর্ণ, চন্দ্রবিন্দুর সহিত সংযোগ করত, শক্রবীজ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, আর এই বীজ দ্বারা অমরাধীশ শক্রের অর্চ্চনা করিবে।

ভূপতে সগর! মণিকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে সুমঙ্গলা নামক একটী নদী হিমপ্রস্ত হইতে বিনির্গতা হওত, পরম শোভা প্রকাশ পূর্ব্বক, সর্ব্বদা নিঝ্ঝার বারি বহন করিতেছে, অতএব যে ভক্তিমান মানব মণিকূটাদ্রি, সম্যক্ প্রকারে আরোহণ পূর্ব্বক, ঐ স্বচ্ছবারি সুমঙ্গলানদী অবলোকন করে সে, গঙ্গাস্নানজন্য ফল সম্প্রাপ্ত হইয়া সুরলোক বাঞ্ছিত ত্রিদিবে গমন করিয়া থাকে। মণিকূটের পূর্ব্বদিকে মৎস্যধ্বজ নামক যে কুলাচল, সেই কুলাচলে বৃষধ্বজ মহেশ্বরের নয়নাগ্নি দ্বারা কুসুমায়ুধ কন্দর্প নির্দ্দগ্ধ হন, পরন্তু কঠোরত পশ্চরণ দ্বারা আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য কলেবর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতে কামদেব, মৎস্যের স্বরূপ রূপ অব-

লম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সুসংস্থিত হওত, দিব্যকায় লাভ করিয়া এই সম্রাট প্রথিবীকে পুনঃ পুনঃ ঈক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশেষত ঐ স্থানে সাঁশ্বতী নামক দক্ষিণ প্রবাহিকা-নদী বিরাজমানা, ঐ নদীর পুলিনে সেই বিশাল মৎস্যধ্বজ-কুলাচলে কন্দর্প, কামধর নাম ধারণ পূর্ব্বক অবা[illegible]তি করিতে ছিলেন।

হে দিবাকর কুলোজ্জ্বল সগর! যে মনুষ্য একান্ত ভক্তি-পূর্ব্বক, সাশ্বতী নদীতে বিধিপূর্ব্বক, স্নান এবং কামধরের পাণি পান করিলে, জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হওত, পবিত্র কলেবর ধারণ পূর্ব্বক, শিবভবনে ধরণীর ন্যায় আচরণ করিতে থাকে। পরন্তু গন্ধমাদনের পূর্ব্বাংশে সকান্ত নামক এক বিচিত্র পর্ব্বত, উহার প্রান্তভাগে সুররাজ ইন্দ্রের অমৃত ভোজনার্থ, বাসবাখ্য এক মনোরম্য কুণ্ড বিরাজিত, পূর্ব্বকালে সচীনাথ ইন্দ্র, ঐ কুণ্ডে দক্ষিণাস্য হইয়া ক্লান্তকলেবরে কামরূপের অন্তরে সেই কুণ্ড হইতে অমৃত পান করেন; সেই হেতু ঐ কুণ্ড তদবধি বাসবাখ্য বলিয়া এই ত্রিলোকে সুবিখ্যাত, বিশেষত এই বাসবকুণ্ডে যে জন বিধিমৎ স্নান করত, সুকান্তশেখর সম্যক্ রূপে আরোহণ করে সে, সুরেশ বাসবের একান্ত প্রিয় হইয়া শক্রলোকে গমন করিতে পারে। সুকান্তের পূর্ব্বভাগে রক্ষকূটাখ্য যে গিরি, উহাতে রাক্ষসেশ্বর নৈঋতদেব সততই সংস্থিত, ইনি, একদা মহান্ প্রচণ্ডকায় এবং দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও বাম-ভূজে বিশাল চর্ম্ম ধারণ করিয়া, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গর্দ্ধভো-

পরি বিচরণ করিতেছেন; আর কৃষ্ণনিলোপম অথচ উচ্চ এবম্ভূত বিশাল জটাজূটে উত্তমাঙ্গ সম্যক্ রূপে শোভা পাইতে লাগিল, এবং অচলশৃঙ্গের ন্যায় করযুগল, আর নির্বার নবীন জলদোপম কলেবরে যেন ত্রিলোক এককালীন কম্পিত হইতে লাগিল। প্রান্ত ও উপান্ত চন্দ্রবিন্দুর সহিত সংযোগ করত পরন্তু আদিপদ্মের সহিত সম্মিলন হইলে, নৈঋতবীজ বলিয়া কথিত হয়, এবং উহা দ্বারাই রাক্ষসাধিপ নৈঋতের অর্চ্চনা করিবে। সাধক রক্ষকূটে আরোহিত হইয়া রাক্ষসেশ্বর নৈঋত এবং রাক্ষসেশ্বরী চণ্ডিকার বিধানানুযায়ী পূজা করিলে, তাহার রাক্ষস হইতে কদাচ ভয় থাকে না; আর রাক্ষস, পিশাচ, বেতাল এবং গণনায়ক ইহারা সেই পুরুষকে দর্শন করিবা মাত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেবতাজ্ঞান করিয়া থাকে। রক্ষকূটের পূর্ব্বদিকে ভৈরব নামে যে মাধব আছেন, তিনি, বামকরে মহতী গদা ও অপরহস্তে সুকোমল কমল ধারণ পূর্ব্বক, দক্ষিণপাণিতে তীক্ষ্ণচক্র এবং বিশাল শক্তি গ্রহণ করিয়া পরম শোভায় শোভিত হইতে লাগিলেন; আর ইনি চতুর্ভুজ এবং রক্তপদ্মে সংস্থিত, দিব্য মুকুটে শিরোভাগ উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতে লাগিল, বিশেষত বিশুদ্ধ কাঞ্চননির্ম্মিত কুণ্ডলে শ্রুতিযুগল শোভা পাইতেছে। হৃৎপদ্মে শ্রীবৎস বিরাজমান এবং নলীনাকার আকর্ণপূর্ণ নয়নযুগল, নমো নারায়ণায় এই সপ্তাক্ষরীয় মূলমন্ত্রে উহাঁর পূজা করিলে, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গফল নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে।

সরোবর, কমলযোনি ত
এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মকুণ্ড না

করেন। আর এই সরবর এক শত ধনু পরিণত দীর্ঘ, এবং পঞ্চাশ ধনু বিস্তীর্ণ, বিশেষ ইনি ত্রিলোকবাসী প্রাণিদিগের নিখিল পাপ হরণ করেন, আর দেবলোক হইতে এই ভূতলে সমাগত হন। কমণ্ডলু সমুদ্ভূত! হে ব্রহ্মকুণ্ডামৃতস্রব! সম্প্রতি আমার নিখিল পাপরাশি বিনাশ পূর্ব্বক স্বর্গসাধনের মূলীভূত একমাত্র পুণ্যাৎপাদন করাও, এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক, সেই নির্ম্মল পবিত্রজলে স্নান করিলে, পুণ্যপ্রদ পাণ্ডুনাথের বিধিপূর্ব্বক, অর্চ্চনা করত, ভগবান বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ভক্তিমান পুরুষ ব্রহ্মকুণ্ডের সুনির্ম্মল জলে স্নান করিয়া মহেশ্বর উমাপতির অর্চ্চনা করেন, তিনি বায়ুকূট পর্ব্বত সমারোহণ পূর্ব্বক, মুক্তিপদ লাভ করিতে পারেন। পাণ্ডুনাথের পূর্ব্বাংশে বিচিত্র পর্ব্বতে আশুতোষ হর এবং ভক্তবৎসল হরি সততই বরাহরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। অতঃপর নীলকূটাখ্য অথচ পরমপবিত্র কামাখ্যা-নিলয়, ইহার পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মশৈলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, নিয়তই বাস করেন, আর এই ব্রহ্মশৈলের পূর্ব্বদিকে মহা পবিত্র ভূমিপীঠে চারু অথচ নিম্ন শুভাবর্ত্ত, মহামায়া কামাখ্যার নাভিমণ্ডল নিত্যই সংস্থিত, পরমেশ্বরী মহামায়া ঐ নাভিমণ্ডলে উগ্রতারা রূপে প্রতি নিয়তই রমণ করিয়া থাকেন। দেব, যক্ষ ও মনুষ্য ইহাঁরা বিবিধোপচার দ্বারা

ঐ শৈলশিখরে শুভাত্মিকা সেই উগ্রতারার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পুজা করিয়াছিলেন; আর দেবী উগ্রতারার বীজ পূর্ব্বেই উত্তরতন্ত্রে প্রতিপাদিত আছে; হে নরশ্রেষ্ঠ! সংপ্রতি ইহাঁর রূপ শ্রবণ কর, যেরূপ চিন্তা করিলে, সর্ব্বদা দেবী উগ্রতারা পরম আপ্যায়িত হইয়া থাকেন।

দেবীর নবীন নীরদের ন্যায় শরীরপ্রভা, উদর সাতিশয় দীর্ঘাকার আর দশনপংক্তি শোণিতে বিলুণ্ঠিত, বিশেষত নির্জ্জনে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। চতুর্ভুজা এবং সাতিশয় কৃশাঙ্গী আর দক্ষিণকরে কর্ত্তৃ (কাটারি) ও খর্পর গ্রহণ করিয়া সাতিশয় ভীষণ মূর্ত্তি দ্বারা জগৎ যেন কম্পিত করিতেছেন। পরন্তু বামভুজে নব জলদ সদৃশ ইন্দীবর ও তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক, আপন উত্তমাঙ্গে এক বিশাল জটায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সবের উরুদেশে বামপাদ সংস্থাপন পূর্ব্বক, দক্ষিণ চরণ ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সবহৃদয়ে দণ্ডায়মানা হওত মুহুর্মুহুঃ অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। নাগহারে শির ও কণ্ঠভাগ সুভূষিতা করত, জীবের একান্ত অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন, আর এই দেবীর ত্রিকোণাকার এক মণ্ডল বিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক, হুঁঙ্কার পূর্ব্বক মধ্যবীজ অঙ্কিত করিবে। পরন্তু দ্বারদেশে যোগিনীসমূহের উত্তরতন্ত্রোক্ত নাম সকল সমুচ্চারণ পূর্ব্বক, যথাবিধোপচারে অর্চ্চনা করিবে, হে নরশার্দ্দূল! এতৎ সমস্তই বাম্যগোচরে উক্ত আছে। অতঃপর উর্ব্বশীনদীতে বিধিমৎ স্নান করিয়া পশ্চাৎ পাণ্ডুশীলা সংস্পর্শ পূর্ব্বক নীলকূটাচল সমারোহণ করিলে, পুনর্ব্বার আর শুক্র

ও শোণিতোৎপন্ন দেহ, কদাচই প্রাপ্ত হয় না। হে পুরন্দরপ্রিয়ে! হে সুধাসঙ্কীর্ণতোয়ৌঘে! হে উর্ব্বশি! সংপ্রতি তুমি অমৃত প্রদান দ্বারা আমাকে অমরত্ব প্রদান কর। হে দেবি! হে পুরন্দরবনিতে! বারাণস্যাফলাধিকে! লৌহিত্যহ্রদকীর্ণে! হে উর্ব্বশি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমাতে অবগাহন করিতেছি, অতএব আমার জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপরাশি আশুই বিনাশ কর। হে নরপতে সগর! এবম্প্রকারে স্তুতি ও মন্ত্র দ্বারা পুণ্যোৎপাদক উর্ব্বশীজলে স্নান অনুষ্ঠান করিলে, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওত, বিষ্ণুলোকে বিরাজ করিতে থাকে। আর এই উর্ব্বশী দ্বিভুজা সর্ব্বদা সুবর্ণ কঙ্কণধারিণী অমৃত ধারণের জন্য একটী স্বর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। অতিশয় সূক্ষ্ম শুক্লবসন পরিধান, অতসী কুসুমের ন্যায় শরীর প্রভা এবং পীনোন্নত কুচযুগল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিশুদ্ধ কলেবরা উর্ব্বশী সমস্ত রত্নরাজী দ্বারা পরিভূষিতা হইয়া ত্রিলোক যেন মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বিশেষত উর্ব্বশীর দ্যক্ষর মন্ত্র উমাতন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে উমাদেবীর মন্ত্র বলিতেছি।

কামিখ্যা পর্ব্বতের পূর্ব্বদ্বারে গজানন গণেশ অবস্থিতি করিতেছেন, আর দ্বারদেশে অগ্নিবেতাল মনোহর মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সংস্থিত আছেন। ইঁহাদের রূপ ও মন্ত্র ভগবান মহাদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সংপ্রতি সেই রূপ ও মন্ত্র আমি অবিকল হে মহাজ! আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, একমনে শ্রবণ করুন। ওঁ নম উল্কা

মুখায় এই মন্ত্রে দ্বারস্থিত সিদ্ধগণেশের সততই অর্চ্চনা করিবে, ইহাঁর রূপ বিশেষরূপে বলিতেছি। ইনি গজানন এবং ত্রিলোচন, জঠর সাতিশয় দীর্ঘকার অথচ চতুর্ব্বাহু, আর নাগ যজ্ঞোপবীতে কণ্ঠভাগ বিরাজিত। বৃহৎ সূর্পাকার কর্ণযুগল, সুণ্ড অতিশয় বৃহৎ আর এক দংষ্ট্র এবং পৃথূদর পরন্তু দক্ষিণ করে ভীষণ দণ্ড এবং অপর করে সুরম্য নীলোৎপল ধারণ পূর্ব্বক বাম হস্তে লড্ডুক এবং পরশু গ্রহণ করত ঈষৎ রুধির ধারা দশনমূল হইতে নিপতিত হইতেছে। শরীর অতিশয় বৃহৎ এবং স্কন্দ ও অঙ্ঘ্রিযুগল অত্যন্ত পীন আর বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি এই উভয়ের দ্বারাই সংযুক্ত এবং মুষিকোপরি সমন্বিত হওত, আরক্তিম শরীরপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। পঞ্চবক্ত্র গণেশের পূজায়, যাদৃশ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, ইহাঁর পূজায়ও তন্মন্ত্র বিনির্দ্দিষ্ট হইল। পরন্তু অগ্নিবেতালের রূপ কির্ত্তন করিতেছি, হে নররাজ সগর! সাবধানে আকর্ণন কর। দ্বিভুজ, বদন সাতিশয় স্থূল এবং জবা কুসুমের ন্যায় আরক্তিম অথচ ভয়ঙ্কর লোচনদ্বয়। দক্ষিণ করে তীক্ষ্ণ ছুরিকা অপর বাম ভুজে প্রচণ্ড রুধিরপাত্র গ্রহণ করত, সদংষ্ট্র করাল-বদনে ত্রিলোক যেন এককালীন কম্পিত করিতেছেন, এবং সুদীর্ঘ জটাজূটে নিজ মূর্দ্ধভাগ শোভা পাইতে লাগিল, এবং ঘোর কঠোররবে লোক সকল কম্পিত কলেবর হইতে লাগিল। পকারাদি চতুর্থ অগ্নিবীজ ষষ্ঠস্বরে সংযোগ করিলে, অগ্নিবেতাল মন্ত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, বিশেষত

এই মন্ত্র পাঠ করিলে, সর্ব্বত্র নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে। সর্ব্ব ভয়নাশক এই বীজমন্ত্রে অগ্নিবেতালের সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে। যে সাধক একান্তমনে সেই অগ্নিবেতালের অর্চ্চনা করেন, তিনি কোন স্থানে ভূতাদি হইতে ভীত হন না। অতঃপর হে নৃপশ্রেষ্ঠ সগর! অষ্টযোগিনীর মন্ত্র সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি, সরলান্তঃকরণে আকর্ণন কর।

শৈলপুত্র্যাদি করিয়া অষ্টযোগিনীর অষ্টাক্ষরীয় মন্ত্রাদি বৈষ্ণবতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, হে অঙ্গ! সুস্তনী শৈলপুত্রীর মন্ত্র পূর্ব্বে বিশেষ রূপেই প্রতিপাদিত আছে। হে নৃপশার্দ্দূল! এই যোগিনীসমূহের রূপ বিশেষরূপে বলিতেছি, প্রত্যক্ষর বীজ অথবা দুর্গা বীজ কিম্বা নেত্র বীজ ইহার যে কোন বীজ দ্বারা এই অষ্টযোগিনীদিগের সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে। সিংহবাহিনী কাত্যায়নী এবং পাদদুর্গা ইহাঁদিগেরও দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে, বিশেষত ইহাঁদিগের পূজাও ইতঃপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কালরাত্রীর মন্ত্র দ্বারা মহাদেবী কালরাত্রীর পূজা করিবে, আর এই কালরাত্রীর রূপ ও মন্ত্র পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত, পরন্তু জগজ্জননী মহামায়ার মহিমামন্ত্র দ্বারা ভুবনমোহিনী ভুবনেশ্বরীর সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে, বিশেষত এই যোগিনীগণ সুপূজিতা হওত, কামদায়িনী কামাখ্যার সদৃশ ফল প্রদান করেন। যে পূজাদিতে এই সকল যোগিনীগনের রূপ ও মন্ত্র বিশেষরূপে উক্ত না হইয়াছে,

সে স্থলে দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে পূজা আচরণ করিবে। যে নরসত্তম এই অষ্টযোগিনীর পূজা প্রত্যেকত অনুষ্ঠান করে, সে অনায়াসে তল্লোকবাসী হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে সুখভোগ করিতে থাকে। নীলশৈলের পূর্ব্বদিকে একমাত্র স্বরূপাখ্যান প্রতিপাদিত নাভিমণ্ডলের পূর্ব্বভাগে এবং ভস্মকূটের দক্ষিণাংশে তোয়রূপধারী দর্পট নামক এক প্রচণ্ড পর্ব্বত বিরাজিত, এই কর্পটাচলে কৃষ্ণবর্ণ অথচ মহতী একটী যাম্যশিলা অবস্থিতি করিতেছে, এই শিলাতে সমন যম সদাকাল অবস্থিতি করেন, ইনি দ্বিভুজ এবং কিরীট ও মুকুটে সুভূষিত হওত, মতির ন্যায় উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। বাম পাণিতে নির্ম্মল অসি এবং তূণীর সর্ব্বদা ধারণ পূর্ব্বক, কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করত, স্থূল চরণ পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন; আর দশনপংক্তি ওষ্ঠের বহির্ভাগে নিঃসৃত করিয়া মহিষোপরি ইতস্তত বিচরণ করত, মানবগণের সম্বন্ধে নিত্যই ভয় ও অভয় বিতরণ করিয়া থাকেন। অতএব যে ভক্তি মান সাধক পরম নির্ম্মল ভক্তিপূর্ব্বক যাম্যবীজ দ্বারা এই শিলামূর্ত্তির পূজা করে, সে আশুই আপন অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিতে পারে। উপান্ত বর্গের আদিবর্ণ চন্দ্রবিন্দুর সহিত সংযোগ হইলে, ইহাকেই ঋষিরা যাম্যবীজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বিশেষত এই বীজ মহিষাসন যমের অত্যন্ত প্রীতিকর জানিবা।

যে সাধক দর্পটাচলে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক এই বীজমন্ত্রে স্থূলপদ যমের অর্চ্চনা করে, সে কদাচ সর্পভয়ে ভীত

হয় না। দর্পটাচলের পূর্ব্বদিকে বিচিত্রাখ্য স্থূল একটী পর্ব্বত বিরাজমান, এই বিচিত্রাচলের পূর্ব্বাংশে এবং মহাপীঠের আগ্নেয়ভাগে যে ব্রহ্মগ্রাহ নামক স্থান, ঋষিদিগেরা ঐ স্থানকেই পাকপর্ব্বত বলিয়া থাকেন, বিশেষত সেই পাকপর্ব্বতে নবগ্রহগণ যথেচ্ছা বশত বাস করিতেছেন, অতএব যে মানব পাকপর্ব্বতে উপবেসন পূর্ব্বক সেই নবগ্রহগণের অর্চ্চনা করে, তবে সে, কদাপি বিপদগ্রস্ত হয় না, বরং দিন দিন সম্পদ সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাত্মন্ সগর! এই নবগ্রহগণের মধ্যে শীতকীরণ চন্দ্র এবং দিনকর অরুণের মন্ত্র ও রূপ পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সম্প্রতি তদিতর সপ্তগ্রহের মন্ত্র এবং রূপ বলিতেছি, একান্ত অন্তঃকরণে আকর্ণন কর। ভগবান মঙ্গল রক্তবসন পরিধান পূর্ব্বক চতুর্ভুজে বিশাল শূল, তীক্ষ্ণ শক্তি, মহতী গদা ও অপর করে ভক্ত জনগণের প্রতি বরপ্রদ হইয়া মেষোপরি বিচরণ করিতেছেন। পীতবসন পরিধান, হস্তে সুতীক্ষ্ণ শূল এবং পীতমাল্য ও অনুলেপন ধারণ করত, অপর করে খড়্গ, চর্ম্ম, এবং মহতী গদা গ্রহণ করিয়া সিংহপৃষ্ঠে সংস্থিত হওত, ভগবান বুধ তাবৎ প্রাণিগণের সম্বন্ধে বর দান করিতেছেন। পরন্তু সুরাচার্য্য বৃস্পতির স্বর্ণাকার কলেবর এবং পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বর্ণপঙ্কজে সংস্থিত, অথচ চতুর্ভুজ মাল্য, কমণ্ডলু এবং অম্লান পঙ্কজ গ্রহণ করত, রাম করে অহর্নিশি বর প্রদান করেন, আর ইনি চতুর্ভুজ অথচ সুরগণের সুমন্ত্রী দেবতীর্থের সর্ব্বদা সুচিন্তা করেন। শ্বেতবর্ণ কলেবর এবং শুক্লা-

ম্বর পরিধান পূর্ব্বক শঙ্খনাগে সদাকাল সংস্থিত, অথচ চতুর্ভুজ এক হস্তে অক্ষমালা ও অপর হস্তে পুস্তক এবং হস্তান্তরে অভয় ও বর প্রদান করেন, এই রূপ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ ও বাম পাণি দ্বারা দৈত্যগুরু সর্ব্বদা অসুরসমূহের হিত সাধন করিয়া থাকেন। ইন্দীবরের ন্যায় শরীরকান্তি এবং হস্তে বিণাক্ ও শূল ধারণ পূর্ব্বক গৃধ্রোপরি সর্ব্বদা সমবস্থিত হইয়া সুদৃঢ় ভক্তের প্রতি বর প্রদান করেন; এবং সুদৃঢ় পাশ আর তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করত, তপণতনয় (শনি) সর্ব্বদা ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সাধক কামদেবের বীজমন্ত্রে ভূতনয় মঙ্গলের যদ্যপি আরাধনা করে, তবে অনায়াসে নবগ্রহশান্তির ফলভাগী হইতে পারে। পরন্তু ত্রিলোচনা দুর্গাদেবীর নেত্রবীজের শুভকর যে মধ্যমাক্ষর, তদ্দ্বারা শশিকুমার বুধের অর্চ্চনা হইলে, আশুই তিনি নিখিল মনোগত বাসনা সফল করিয়া থাকেন।

পঞ্চমবর্গের আদিমাক্ষর ভকার চতুর্থ কিম্বা ষষ্ঠস্বরে সংযুক্ত করিলে, গাণপত্য বীজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়, আর এই বীজ ইষ্টদ গুরুমন্ত্র সদৃশ জানিবা। চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত পূর্ব্ব বর্ণদ্বয় পুনশ্চ সপ্তমস্বরের সহিত সংযোগ হইলে, পঞ্চমবর্গের আদ্যক্ষরও ঐ সপ্তমস্বরে মিলিত হইলে, সকল দোষবিনাশক শনিমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতি গ্রহের নামের আদ্যক্ষর ইন্দুবিন্দুর সহিত সংযুক্ত হইলে, রব্যাদি তাবদ্ গ্রহের ধর্ম্মমন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শান্তি কিম্বা পোষ্টিক কার্য্যে এই সকল মন্ত্র দ্বারা এই রব্যাদি নব-

গ্রহগণের সর্ব্বদা পূজা করিলে, মহা বিভূতীশ্বর হইতে পারে। রাহুগ্রহ, চতুর্ভুজে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অপর করযুগ্মে অভয় এবং বর প্রদান করিয়া থাকেন, আর সিংহাসনে সমাসীন হওত, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। ধূম্রবর্ণ বিশাল চক্ষু এবং পুচ্ছরূপী অথচ চতুর্ভুজ এক দিকে খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করত, পরন্তু করযুগ্মে বৃহতী গদা এবং বিশাল বাণ গ্রহণ করিয়া শিবাসনে সমাসীন থাকেন; রব্যাদিনবগ্রহগণের মন্ত্র সকল অনুলোমক্রমে জপ করিবে, কেবল রাহু ও কেতুগ্রহের বিলোম ক্রমে জপাচরণ করিবে।

আর রাহু এবং কেতুর আদ্যক্ষর বিন্দু জ্ঞান করত, রাহু ও কেতুর মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে উক্ত হইয়াছে; সাধক এবম্প্রকারে চিত্রাচলে ভক্তিপূর্ব্বক নবগ্রহাদির পূজা করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি ও উত্তম শান্তিলাভ হইয়া থাকে, এবং সংসার সুখ অনুভাব করিয়া পরন্তু অন্তে নিত্য সুখধাম স্বর্লোকে গমন করিয়া থাকে। কর্জ্জলাচল শৈলের পূর্ব্বদিকে শুভ পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতে দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্ঞী সচীর সহিত পূর্ব্বতনকালে সুখকর কেলি ক্রীড়া করিতেন; এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব ভাগে কপিলগঙ্গিকা নামক যে মহানদী সেই নদীতে নর ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে, সাক্ষাৎ গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে। কামাখ্যানিলয়ের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে মহদাবর্ত্ত অথচ প্রবীন এক ব্রহ্মবীল বিদ্যমান আছে, হে নরেশ্বর! এই ব্রহ্মবীল পঞ্চবিংশতি যোজন পরিমাণ ঐ ব্রহ্মবীল হইতে জলপূর্ণ সিতানদী আবির্ভূতা, আকস্মাৎ এক দিবস ব্রহ্মাদি

দেবগণ একত্রিত হইয়া কো ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মকে ইত্যাকার আলোচনা করিয়া ছিলেন।

বিশেষত যে হেতু এই সিতানদী গঙ্গার ন্যায় ফল প্রদান করেন, সেই কারণাধিন কপিলগঙ্গা নামে এই মহীতলে সুবিখ্যাত্তা। দিবাকরকুলোজ্জ্বল সগর! মানব সর্ব্বপুণ্যাখ্যা কপিলগঙ্গায়, একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে, নিখিল মন্বন্তরের স্নান ও দানজন্য ফলভাগী হওত, লোকরঞ্জন স্বর্গ সম্প্রাপ্ত হইয়া পরন্তু অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই কপিলগঙ্গা অতিক্রমণ করিলে, অব্যাবহিত পূর্ব্বভাগে দমনিকা নামক একটী নদী, উহার জল সাতিশয় কৃষ্ণবর্ণ বিশেষত সংসারবাসী প্রাণিদিগের সর্ব্বদা পাপরাশি দমন করিয়া থাকেন, সেই হেতু দমনিকা নামে সুবিখ্যাত। এই দমনীর অনতিদূরে সরিৎশ্রেষ্ঠা হবিবিদ্ধা নামক এক মহানদী বিদ্যমান আছে, সেই নদীর পূর্ব্বভাগে স্নান করিলে, গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী হইয়া থাকেন। যে নরোত্তম মাঘমাসে প্রতিনিয়ত সরিদ্বরা হবিবিদ্ধায়, এবং দমনিকা নদীতে যদ্যপি স্নান করে, তবে নিশ্চই নির্ব্বানপদ সম্প্রাপ্ত হইতে পারে। অতঃপর দমনিকার পূর্ব্বদিকে সরিদ্বরা দীব্যয়মুনা বিরাজমান, ইনি যমুনার সদৃশ ফলপ্রদায়িনী, বিশেষত ইনি দক্ষিণপর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূতা এবং দক্ষিণউদধিগামিনী এই দীব্যযমুনায়, মানব একান্তচিত্তে কার্ত্তিকমাসে অহরহ যদ্যপি স্নান করে, তবে ইহলোকে অতুল বিভূতি লাভ করিয়া এই সংসারের তাবৎ প্রাণী হইতে প্রতিষ্ঠিত হওত,

অন্তে পরম মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ভূপতে সগর! এই দীর্ঘযমুনার মধ্যে ভৈরব ভর্গদেব দুর্জ্জয়গিরিবরে সর্ব্বদা পরমারাধ্যা দাক্ষায়ণীর সহিত অশেষ কৌতুকক্রীড়ায় দিবারজনী অতিক্রম করিতেছেন। যিনি সরভরূপের মধ্যমভাগ গ্রহণ করেন, তিনিই পঞ্চানন ভৈরব নামে বিখ্যাত, অতএব মতিমান মানব পঞ্চবক্ত্রের মন্ত্র দ্বারা উঁহার একান্ত অর্চ্চনা করে, সে নিশ্চই শিবলোক লাভ করিতে পারে। নীলনির্ণয়ে কামেশ্বরের যে পূজা কথিত হইয়াছে, তন্মন্ত্রে পর্ব্বতরাজ দুর্জ্জয়াচলের পূজা করিবে, বিশেষত দুর্জ্জয়াচলে আকাশগঙ্গা ও ভৈরব নামক মনোরম এক সরোবর বিদ্যমান আছে; অতএব যে নরোত্তম একান্তচিত্তে ঐ আকাশগঙ্গা কিম্বা ভৈরবাখ্য সরোবরে স্নান করে, সে শিবলোকে গমন করে, আর এই মর্ত্ত্যলোকে কদাচ আবির্ভাব হইতে হয় না।

দুর্জ্জয়াদ্রির দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে শরাসন নামক একটী আশ্চর্য্য পুরী, এই পুরীর দক্ষিণাংশে ক্ষোভক নামক এক মহাশৈল বিরাজমান, গিরিরাজ ক্ষোভকের শিলাপৃষ্ঠে কিম্বা বদনে দেবী জগজ্জননী পঞ্চপুস্করিণী নামে পঞ্চযোনি স্বরূপা হইয়া আনন্দচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। ত্রিনয়না দুর্গা পঞ্চযোনির সহিত এক স্থানে অবস্থিতি করত, পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচনের সহিত নিত্যই রমণ করিতে থাকেন। পরন্তু ক্ষোভকাচলের পূর্ব্বভাগে কান্তা নামক যে মহানদী, তিনি দক্ষিণসাগরে গমন করত, সদাকাল উত্তরবাহিনী হইয়া

স্বচ্ছ হিল্লল প্রদান করিতে থাকেন। ঐ মহানদীর উপান্তে দিব্যকুণ্ড এবং মহাকুণ্ড নিয়তই বিদ্যমান, অতএব মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক দিব্য ও মহাকুণ্ডে শকৃৎ স্নান করিয়া পঞ্চযোনির সহিত পঞ্চপুষ্করিণী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতে পারিলে, তাহার কদাপি আর যোনিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। পঞ্চযোনি, পঞ্চপুষ্করিণীর সহিত একদা সংস্থিতা হওত, পঞ্চরূপা সেই দুর্গাদেবী পঞ্চপুষ্করিণী নামে ত্রিলোকে বিখ্যাতা হন। বিশেষ যে হেতু বহুল ফল ও কুসুমে সদাকাল সমাকীর্ণ থাকেন, সেই হেতু পঞ্চযোনিরূপা পঞ্চ পুষ্করিণী সমাখ্যাতা হওত, ভক্তগণের সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। সাধক ত্রিপুরাতন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা এই পঞ্চপুষ্করিণী নাম্নী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিবে, কিম্বা বালত্রিপুরার মন্ত্রেই বা ইহাঁর পূজা, অথবা মহাদেবী কামেশ্বরীর মন্ত্রেই বা পূজা করুক। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা এবং চণ্ডা এই পঞ্চ যোগিনী পঞ্চবক্ত্র নামে কীর্ত্তিত হন; অপিচ ঐ পঞ্চপুষ্করিণীর সন্নিহিতে শিলাপৃষ্ঠে হেরুকাখ্য একটী শিবলিঙ্গ, উজ্জ্বলরূপে সংস্থিত। পরন্তু ভৈরবমন্ত্র দ্বারা নদীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে পঞ্চপুষ্করিণী দুর্গানায়কের অর্চ্চনা করিবে, পূজার অবসানে দেবী নির্ম্মাল্য ধারণ করত, চণ্ডগৌরী নামেই পরিকীর্ত্তিতা হন। হে নরশার্দ্দূল! ভগবান ভর্গ কর্ত্তৃক এই পঞ্চপুষ্করিণী নামা জয়দুর্গার পূজা পূর্ব্বেতেই ভাষিত আছে; অতএব মানবোত্তম মধুর বসন্ত আগত হইলে কান্তানদীর সলিলে বিধানপূর্ব্বক স্নান করিলে, উৎকৃষ্ট রূপ

ও গুণবান হইয়া বিবিধ রত্নরাজী পরিভোগ করত, পশ্চাৎ সতীনাথ শিবের সুরম্য কৈলাসভবনে গমনকরিয়াথাকে। ক্ষোভকাখ্য মহাশৈলের ঈশানভাগে সাতিশয় উত্তুঙ্গ সন্ধ্যাচল নামক এক মহান্‌পর্ব্বত, পূর্ব্বকালে ঐ পর্ব্বতে তপঃপরায়ণ বশিষ্ঠ, রাজর্ষি নিমিরাজা কর্ত্তৃক আকস্মাৎ অভিশপ্ত হওত, পরন্তু কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা তৎ শরীর অশরীর হইয়া পশ্চাৎ কমলাসন ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে নির্জ্জন অথচ মনোরম্য পুণ্যক্ষেত্র কামরূপের অন্তর্গত সন্ধ্যাচলে পুনশ্চ অতীব তীব্রতর তপশ্চরণ করিতেলাগিলেন। এদিকে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠের কঠোর তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদানের কারণ গরুড়াসনে আসীন হইয়া তাঁহার নয়নের প্রত্যক্ষ হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ, জগৎপতি নারায়ণ হইতে বাঞ্ছিত বর গ্রহণ করিয়া পরন্তু অমৃতরাশি অবতরণ করত, অচলরাজ সন্ধ্যাচলের উপান্তে তৎ ক্ষণাৎ একটা কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। বিশেষত জ্ঞানবান নর সেই অমৃত কুণ্ডে স্নান ও পান করত, তৎ ক্ষণাৎ সুধাপূরিত শরীর সম্প্রাপ্ত হয়; সেই অবধি অমৃত কুণ্ড হইতে সন্ধ্যা নামক এক শ্রেষ্ঠ নদী নিঃসৃতা হয়, অতএব যে মানব একান্ত মনে ঐ সন্ধ্যা নাম্নী নদীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, সে চিরায়ু এবং নিরোগী হইয়া আনন্দ অন্তঃকরণে সুখভোগ করিতেথাকে। অনন্তর সন্ধ্যাচলের পূর্ব্বাংশে সরিদ্বরা অথচ প্রচণ্ড ললিতা নদী, মহাসাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে বৃষাসন মহাদেব কর্ত্তৃক এই ললিতা নদী অবতারিত, পরন্তু বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে যে নর ললিতা

জলে স্নান করে, সে অনায়াসে শম্ভুসদনে গমন করিতে-পারে। মহারাজ সগর! অতঃপর শ্রবণ কর, ললিতা নদীর পূর্ব্ব তীরে ভগবান্ নামক এক বিচিত্র পর্ব্বত, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং লিঙ্গরূপী হইয়া ঐ পর্ব্বতে কৌতুকান্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব মানব একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক ললিতা নদীর সলিলে শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পশ্চাৎ ভগবান পর্ব্বত সম্যক্‌রূপে আরোহণ করত, পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের যদ্যপি একান্ত চিন্তা করে, তবে সে, স্বশরীরে বিরাজমান হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন করিয়াথাকে। নররাজ সগর! এই এই নদীসকল পূর্ব্বেই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে, পরন্তু উত্তরবাহিনী নদীসকল ক্রমাগত দক্ষিণসাগরে গমনকরিয়া পতিতপাবনী জাহ্নবীর তুল্য ফলপ্রদা হইয়া-থাকে। প্রথমত সাধক মহাপীঠ কামাখ্যা সন্দর্শন করিয়া উর্ব্বশীজলে স্নান করত, পশ্চাৎ পুণ্যজনক এই সকল উক্ত নদীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলে, তৎ ক্ষণাৎ সে, পরম মুক্তি-পদ লাভ করিয়াথাকে।

কালিকাপুরাণে কামরূপ পীঠনির্ণয় নামক উনাশীতি তমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

অশীতিতমোঽধ্যায়

মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, সাশ্বতী নামক যে নদী পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বিশেষত তিনি মৎস্যধ্বজায় পরিভূষিতা, এই সাশ্বতী নদীর পূর্ব্বভাগে দীপবতী নামক এক মনোরমা নদী বিরাজমানা আছে। এই নদী, হিমসাগর হইতে প্রজাত, এবং হিমের ন্যায় সৈত্য অথচ দীপের ন্যায় প্রভা, সেই হেতু দেব ও মনুষ্যলোকে দীপবতী নামে সমাখ্যাতা হইলেন। দীপবতীর পূর্ব্বভাগে শৃঙ্গাট নামক এক প্রচণ্ড পর্ব্বত, সেই পর্ব্বতে দেবশ্রেষ্ঠ ভর্গের একটী লিঙ্গ সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ লিঙ্গের অনতিদূরে দক্ষিণসাগরগামিনী ত্রিস্রোতা নদী, সুস্ফুটিত অথচ সুরম্য কোমল কমলে সুশোভিত, বিশেষত ত্রিস্রোতা, শৃঙ্গাটক পর্ব্বতের গভর সংস্পর্শ করিয়া দক্ষিণসাগরে গমনকরত, ভগবান ভর্গের সাতিশয় প্রীতি প্রদান অপিচ প্রিয়কার্য্যও সম্পন্ন করেন। নরোত্তম, ত্রিস্রোতা সলিলে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত, পশ্চাৎ শৃঙ্গাটক সমারোহণ করিয়া শাঙ্করী লিঙ্গ যদ্যপি পূজা করে, তবে প্রদীপ্ত কায় ও শুদ্ধাত্মা হইয়া ইহ সংসারে অতুল অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তে ভর্গসদনে গমনকরে; পরন্তু মহা মোক্ষপদও সম্প্রাপ্ত হয়। সেই স্থানে পিণাক্পাণী হর দ্বিভুজ এবং সর্ব্বদা বৃষভ বাহনে বিচরণ করেন, আর আপন প্রিয়সী ভুবনমোহিনী উমার সহিত অহর্নিশি রমণ-

ক্রীড়ায় আশক্ত থাকেন। ভক্তিমান মানব বামদেব মন্ত্র দ্বারা নানোপহারে সেই দেবাদিদেব ভর্গের অর্চ্চনা করিবে, অপিচ উমা মন্ত্রে ত্রিলোকমাতা চণ্ডিকার পূজা সর্ব্বতোভাবেই আচরণ করিবে। পরন্তু ভর্গভবনের পূর্ব্বাংশে নিম্নগা নামক যে নদী, তিনি কখন কখন গৃহদেবিকা নামেও পরিকীর্ত্তিতা হন; অতএব যে মর্ত্ত্য নিম্নগা নদীতে স্নান আচরণ করে, সে দেবিকাস্নানজন্য ফল লাভ করিতেপারে। অতঃপর হিমাচলোদ্ভবা ভট্টারিকা নামক এক মহানদী, তাহার নীর সাতিশয় নির্ম্মল অথচ শুভ্র এবং কুমুদ সকল সদাকাল ঐ নদীতে সুপ্রকাশিত, ঐ পবিত্র বারি মহানদীতে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরব্রহ্মের আরাধনা করিয়া অক্ষয় সুখরাশি লাভ করেন; সেই হেতু সেই নদীতে যিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারযুগে যে কোন দিনে স্নান অনুষ্ঠান করেন; তিনি পরম রমনীয় অথচ সুখাস্পদ এতাদৃশ অনর্ব্বচনীয় স্থান, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ যে স্থানে নিয়ত অবস্থিতি করেন, ঐ স্থানেই গমনকরিয়া থাকেন।

মহাভাগ সগর রাজ! অতঃপর শ্রবণ কর, নাটকাচলে মান সমন্বিত অথচ সুরম্য একটী মানসরোবর বিদ্যমান আছে, ঐ সরোবরে ত্রিলোচন শঙ্কর শৈলপুত্রী হৈমাবতীর সহিত সর্ব্বদা জলক্রীড়ায়, আশক্ত থাকেন; আর ঐ মানসরোবরপ্রস্ফুটিত স্বর্ণপঙ্কজে সুশোভিত এবং কারণ্ডব সকল, নির্ম্মলবারি মানসরোবরে সদাকাল বিহার করিতেছে। মানসরোবরের পশ্চাৎ, মধ্য এবং পূর্ব্ব এই ভাগত্রয় হইতে

তিনটী শ্রেষ্ঠ সরিদ্বরা নদী অবতীর্ণ হওত, দক্ষিণসাগরের প্রতি গমনকরেন। এই সরিত্রয়ের পশ্চিমভাগে দিক্করিকা নাম্নী এক প্রচণ্ড নদী, দিগ্‌গজাক্ষেত্র হইতে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন; সেই হেতু দিক্করিকা নামে সমাখ্যাতা হন। পরন্তু দিক্করিকার মধ্যভাগ হইতে কৈলাসনাথ মহাদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মগঙ্গা নামক এক নদী অবতারিতা হন; ইনি জহ্নুতনয়া গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী হন; উহার পূর্ব্বভাগ হইতে যে নদী নিঃসৃতা হন, তিনি গিরিবরা নামে বিখ্যাতা, পরন্তু ঐ নদী স্বর্ণশ্রী নামে বিখ্যাতা হওত, তিনিও ভাগিরথী গঙ্গার সদৃশ ফলবতী হন।

হে মহারাজ সগর! শিবমোহিনী পার্ব্বতীর শরীরজা কুর্ব্বতী সরোবর, বিশেষত ঐ সরোবর হইতে স্বর্ণকনিকা নিরন্তর বহন হইতেছে, ঐ সকল কনিকা এই এই নদী সকলের শিরোভাগ সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভগবান শম্ভু, সুখ ক্রীড়ার্থ ঐ সকল স্বর্ণকনিকা আশ্রয় করিয়াছিলেন; এবং স্বস্থান হইতে চন্দন বিন্দু সেই সকল কনিকাপাতস্থলে সংলগ্ন করিলে, তৎ ক্ষণাৎ মায়াশরীর হইতে দিব্য শরীরধারী হইয়া সেই কনিকামিশ্রিত জলদ্বারা ক্রীড়া সম্পাদন করিতে লাগিল; পরন্তু স্বর্ণবহানামক যে নদী, তিনি স্বর্ণশ্রীর ন্যায় পরম সুন্দর অথচ সকল নদী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ সগর! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই সকল নদীতে সংযত চিত্তে ত্রিকালিক যদ্যপি স্নান করেন, তবে তিনি, চিরকাল দেবগৃহে সংস্থিত থাকিয়া শেষে ব্রহ্মগৃহে

গমনকরেন; তৎ পরে ভূতলে অবতীর্ণ হওত, সার্ব্বভৌম পদ লাভ হইয়াথাকে। ব্রহ্মগঙ্গার জলান্তরে এবং ব্রহ্মসুতের তীরে বিশ্বনাথ নামক একটী শিবলিঙ্গ, এই শিবলিঙ্গের অন্তিকে বিশ্বব্যাপিকা মহাদেবী জগদম্বা যোনিরূপিণী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

দেবশ্রেষ্ঠ জগৎপতি বিষ্ণু পূর্ব্বকালে মহাবীর হয়গ্রীবের সহিত ঐ মহাপীঠ যোনিমণ্ডলে ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ করত, সেই হয়গ্রীবের বিনাশ করিয়া তৎ ক্ষণাৎ মণিকূটে গমনোন্মুখী হইলেন। বিশেষত ঐ মণিকূটে যে মানব, শারদা মন্ত্রে শারদা দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চই দুর্গালোকে বাস করিতেপারে। পরন্তু হয়গ্রীব মন্ত্রে শ্বেতোৎপল দ্বারা গরুড়ধ্বজ কেশবের পূজা করিবে। অতঃপর হে মহাত্মন্ সগর! শ্রবণদ্বাদশী তিথিতে অনশন পূর্ব্বক, অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশীতে যে, কামেশ্বরতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে আশুতোষ শঙ্করের অর্চ্চনা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; ত্রিকল্পকোটি যাবৎ শিবরূপী হইয়া শিবগৃহে অবস্থিতি করত, পরন্তু ভূর্লোক লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্যাসসদৃশ বেদবি ব্রাহ্মণ হইয়া স্বধর্ম্মে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেথাকে। স্বর্ণশ্রী নদীর পূর্ব্বদিকে কামাখ্যা নামক একটী নদী, এই নদী অত্যন্ত শুভদায়িকা, পরন্তু কামাখ্যার পূর্ব্বাংশে সোমসনা নদী, এই নদীর পূর্ব্বদিকে বৃষোদকা নামক আর একটী নদী, ইনিও সাতিশয় প্রভাযুক্ত। বৃষোদকার পূর্ব্বাংশে মহাপীঠ কামরূপ বিরাজ করিতেছেন; জগৎপ্রসূঃ জগ-

ন্যায়া মহাদেবী, দিক্করবাসিনী নামে সেই স্থানে সুবিখ্যাত। এই উপাখ্যানে যে সকল নদী কথিত হইল; এই সকল নদীই দক্ষিণবাহিনী, এই দক্ষিণবাহিনী তাবৎ নদীতে স্নান এবং তত্তুদক পান করিলে, তৎ ক্ষণাৎ স্বর্লোক লাভ করিতেপারে। দিক্করবাসিনীর প্রান্তভাগে স্বর্নদী, সদাকালীন অতিবাহিত হইতেছে। সিতগঙ্গা নামক একটী নদী, ইনিও সাতিশয় বেগবতী ত্রিপথগা গঙ্গার ন্যায় ফল প্রদান করেন; বিশেষত ভূতলস্থা হওত, দেবী দিক্করবাসিনীর সহিত সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন; এবং অন্তর্জ্জলে ভুবন আপ্লবন করত, পুনর্ব্বার অম্বরস্থা হইয়া নয়মের প্রত্যক্ষী ভূতা হন। সিতগঙ্গার নীরে বিধান পূর্ব্বক স্নান করত, পশ্চাৎ বৃষাসন শম্ভু, গরুড়াসন বিষ্ণু, মরালবাহন বিধাতা এবং মঙ্গলদায়িনী ললিতকান্তা ইহাঁদিগের দর্শন করিলে, পুনর্ব্বার আর কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতেহয় না। সিতগঙ্গার তটে ভগবান শম্ভু লিঙ্গরূপী হওত, স্বয়ং সংস্থিত আছেন; জগৎপতি বিষ্ণুও শিলারূপী হইয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্ম্যলিঙ্গের স্বরূপ রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। এই মহাপীঠে রূপলাবণ্যবতী দিক্করবাসিনী দ্বিরূপিণী হইয়া রমণক্রীড়ায় নিরন্তরই আশক্তা আছেন। তীক্ষ্ণকান্তা নাম্নী আর এক রমণী এই সংসারে বিশ্রুতা আছেন; তিনিও পূর্ব্বকালে ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকা নামে এই ত্রিলোকে সুবিখ্যাতা। হে নরশ্রেষ্ঠ সগর! সেই ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকার অপূর্ব্ব রূপ এক্ষণে শ্রবণ কর, এই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা কৃষ্ণবর্ণা এবং লম্বোদরী

অথচ এক জটাবিশিষ্টা, ইনিই সংসারবাসী প্রাণিসমূহের একান্ত মঙ্গলপ্রদা, এইরূপ সুচিন্তা করত, সতত উহাঁর অর্চ্চনা করিবে। ইহাঁর অঙ্গাঙ্গি মন্ত্র এবং বিশেষ রূপ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত আছে, পরন্তু ইহাঁর পূজার নিমিত্তে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল মন্ত্রপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডলের ন্যাস ও মন্ত্র, তীক্ষ্ণরূপা ললিতার পূজায়, বিশেষরূপে উক্ত আছে; নব ত্রিপুরলোক, দুর্দ্ধরযম ও বেতাল গণশ্রম, অন্তকান্ত এই দ্বারপালদিগের পূজা, মণ্ডলের অষ্টদিকে করিবে। প্রথমত স্বনামে সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ বজ্রপুষ্প দ্বারা তদ্রূপ ভাবনা, অতঃপর বহ্নিজায়া সুযোগ করিলে, ইহাঁদিগের মন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। পূজাদির পাত্রোপকরণ এবং স্থানের অন্বেষণ, পূর্ব্বে উত্তরতন্ত্রে সর্ব্বতোরূপে ব্যাক্ত আছে; উহাই বিশেষরূপে এই স্থানে আদরনীয় হইল। চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটা এই কএকটী যোগিনী, লম্বোদরী মণ্ডলচণ্ডীর সর্ব্বথা প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করেন; এই জন্য ইহাঁরাও সর্ব্বতোভাবে পূজনীয় হইয়াথাকে। হে ভগবতি! হে একজটে! এই পদের পর বিদ্মহে পদ, পরন্তু বিকটদংষ্ট্রা এই পদটী উচ্চারণ পূর্ব্বক, হে ভগবতি! হে তারে! সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি! আমাদিগের প্রতি একবার করুণাকটাক্ষ বিতরণ কর; বিশেষ আমরা সর্ব্বদাই তোমাকে জানিতে ইচ্ছাকরি। তীক্ষ্ণদেবীর এই গায়ত্রীটী পীঠদেবীর পূজায় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর এই ললিতকান্তা তীক্ষ্ণমঙ্গলচণ্ডিকার পূজাব-

সানে নির্ম্মাল্যধারিণী বিকটচণ্ডিকার অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ বিসর্জ্জনা করিবে। হে নৃপশার্দ্দূল! মৃন্ময়ী কিম্বা রুদ্রাক্ষমালা মহাদেবী তীক্ষ্ণমঙ্গলচণ্ডীর পূজায়, বিশেষরূপে আদরনীয়, এই হেতু যত্নের সহিত প্রদান লরিবে। উপচারাদি, বলিদান এবং জপ এতৎ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত কামাখ্যা পূজার ন্যায় জানিবা। পার্থিবরাজ সগর! পানীয় বস্তর মধ্যে মদিরা আর বলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরবলি, মোদক, নারিকেল, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন এই সকল দ্রব্যাদি ললিতকান্তা তীক্ষ্ণমঙ্গলচণ্ডিকার পূজায় সুপ্রশস্ত।

হে মহারাজ সগর! অতঃপর প্রকৃত ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকার রূপ বর্ণন করিতেছি, একান্তঃকরণে অবহিত হও। ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকা দ্বিভুজা এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় দান করেন; এবং পীতবর্ণ কলেবর অথচ রক্তোৎপলে সংস্থিতা হওত, উজ্জ্বল মুকুট কপালের ঈষৎ প্রান্তভাগে ধারণ করিয়া আত্মশ্রীতে যেন ত্রিভুবন শোভা পাইতেছেন। পরন্তু শুভাননা চণ্ডিকা আরক্তিম কৌষেয়-বসন পরিধান পূর্ব্বক সিতবক্ত্রে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। ললিতপ্রভা চণ্ডিকা নবীন রূপ ও যৌবনে সুসম্পন্না হওত, কমনীয় কলেবর দ্বারা এই সংসারে শোভা পাইতেছেন। ত্রিনয়না উমাদেবীর পূজায় পূর্ব্বে যে একাক্ষরীয় মন্ত্র, প্রতিপাদিত হইয়াছে, তন্মন্ত্রে এই কোমলাঙ্গিনী মঙ্গলচণ্ডিকার অর্চ্চনা হইবে। হে নারায়ণি! হে চণ্ডিকে! মূর্ত্তিমতি যে আমরা, তোমাকে জানিবার নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতেছি;

অতএব অস্মদ্দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মার্থে প্রেরণ করুন। ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডীর সর্ব্বার্থসাধিনী এই গায়ত্রী দ্বারা স্তব করিলে, তৎ ক্ষণাৎ তিনি পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন। লোহিতাঙ্গের জন্মদিবসে এই দেবী ললিতকান্তার মহোৎসব অনুষ্ঠান করিলে, তিনি সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। বসন্ত কিম্বা শরৎকালের সিতাষ্টমী অথবা নবমী তিথিতে একান্ত চিত্তে মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলচণ্ডিকার অর্চ্চনা করত, তৎ ক্ষণাৎ তিনি বিপূল বিভূতি বিতরণ করেন। হে নৃপসত্তম! এতদ্বিধানে ললিতকান্তা চণ্ডিকার অর্চ্চনা সমাপ্তি হইলে, পশ্চাৎ নির্ম্মাল্যধারিণী ললিতচণ্ডিকার যথোপচারে অর্চ্চনা করিবে। দূর্ব্বাঙ্কুরের সহিত অক্ষত, ভগবতী চণ্ডিকার উদ্দেশে প্রদান হইলে, তিনি, পরম প্রীতি দান করেন, দেবী চণ্ডিকার পূজায় এই মাত্র বিশেষ জানিবা; আর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মন্ত্র, যন্ত্র, বিবিধোপচার এবং বলি পূর্ব্বেই ক্রমান্বয়ে যাহা বিহিত হইয়াছে; মহামায়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজায়ও তৎ সমস্তই গ্রহণীয় হইবে।

যে সাধক ঘটে বা পটে কিম্বা প্রতিমাতে ভৌমদিনে (অর্থাৎ মঙ্গলবার) শুভ দূর্ব্বা ও অক্ষত দ্বারা শিবানী মঙ্গলচণ্ডিকার সততই পূজা করিলে, সে সাধক নিরন্তর আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তে তল্লোকে বাস করিতে থাকে। দিক্করবাসিনীর পূজাক্রম এবম্প্রকারেই কথিত হইয়াছে; বিশেষত এই দিক্করবাসিনীকে শ্রবণে একবার শ্রবণ করিলে, কদাচ আর অশুভরাশিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। দিক্কর, অরুণ

রূপে কথিত হওত, অপিচ শম্ভুরূপেও কদাচিৎ কথিত হন ; পরন্তু দেবী সেই দিকে সর্ব্বদা বাস করেন; সেই হেতু দিক্করবাসিনী এই নামেই ত্রিভুবনে বিখ্যাতা হইলেন। বিশেষত এই ত্রিজগতে সুকামিনী দিক্করবাসিনীর ন্যায় সমতুল্য রূপবতী কেহই নাই ; পরন্তু ইহাঁর সদৃশ লাবণ্যবতী ও লালিত্বতা কাঁহারও নাই, সেই জন্য ইনি ললিতকান্তা নামেই সমাখ্যাতা হইলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের যে পূজাক্রম পূর্ব্বে প্রোক্ত আছে, ইহাঁর পূজার প্রসঙ্গ তন্নিয়মেই গ্রহণীয় হইবে।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সগর ! অতঃপর কমলাসন ব্রহ্মার পূজাক্রম কহিতেছি, একচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রহ্মবীজ এবং যন্ত্র, পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাঁহার পূজা করিলে, নিশ্চই নির্ব্বাণপদ লাভ হইয়াথাকে ; অধিকন্তু বিধানকর্ত্তা বিধাতার অঙ্গমন্ত্র, দেবশ্রেষ্ঠ ভর্গ কর্ত্তৃক, মহামতি বেতাল ও ভৈরবের সম্বন্ধে যে রূপ উক্ত হইয়াছে ; হে ভূমিপ ! তাহাই এস্থানে সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠেয় জানিবা। যে মনুষ্য একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মবীজমন্ত্রে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মার পূজা করিবে, সে আপন অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে প্রমোদিত চিত্তে অবস্থিতি করিতেথাকে। ভগবান ব্রহ্মা গঙ্গাজলপূর্ণ একটী কমণ্ডলু বাম করে ধারণ পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তে একটী সুশ্রী শ্রুক্ গ্রহণ করিয়া অপর দক্ষ ভুজে জপমালা গ্রহণ করত, তদ্রূপ বাম করে সুরম্য আর একটী স্রুক্ গ্রহণ করিলেন। পরন্তু হোমার্থ বৃহৎ একটী আজ্যস্থালী আত্ম সম্মুখে সংস্থান পূর্ব্বক, বাম পার্শ্বে নিখিল বেদ, পুরাণ সংস্থিত আছেন। 'দিব্যঙ্গনা

সাবিত্রী উহাঁর বামভাগে ঈষৎ নয়নকটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক সুকোমল কমলাসনে সংস্থিতা আছেন; এ দিকে ত্রিতন্ত্র বীণাযন্ত্রধারিণী কমলমুখী, চারুনয়না সরস্বতী, কমলযোনির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করেন। পরন্তু সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত তপণের ন্যায় তপঃপরায়ণ অসংখ্য ঋষিগণ বেদবাণী উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজাপতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান আছেন; এই রূপে হংসাসন ব্রহ্মার স্বরূপ রূপ চিন্তা করিবে। অনন্তর চতুষ্কোণ অথচ চতুর্দ্বার সমন্বিত এবং অষ্টদলে সমাযুক্ত একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পরন্তু উজ্জ্বল শ্বেতরঞ্জিত শ্রুক্ এবং স্রুব দ্বারা ঐ চতুষ্কোণাবচ্ছিন্ন মণ্ডের পুনশ্চ অঙ্কিত করিবে।

অতঃপর সম্মার্জনাদি সমস্ত এবং পূজাদির যে অন্যান্য প্রতিপত্তিসকল গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ উত্তরতন্ত্রোক্ত যোগপীঠ, অঙ্গদেবতাসকল এবং আধারশক্তি দেবসমূহের পূজা করিবে। অতঃপর পদ্মের অষ্টপত্রে অষ্ট দিক্পালের যথাসংখ্যে অর্চ্চনা করিবে। হে পদ্মযোনে! হংসারূঢ়! হে লোক পিতামহ! অল্পমতি যে আমরা, তোমাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত তোমার এই অপূর্ব্ব রূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতেছি; অতএব হে ব্রহ্মন্! কমলসম্ভব! অস্মদ্দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্ম মার্গে নিয়োগ কর; এই ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধানে আত্মভূ ব্রহ্মার অর্চ্চনা করত, পশ্চাৎ নির্ম্মাল্যধারী তপশ্চরণ সনৎকুমারের যথোপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পূজার্থ উপচার সকল পূর্ব্ববৎ প্রদান হইবে; কিন্তু নয়নাঞ্জন সর্ব্বথারূপেই ত্যজ্য হইবে। বিশেষত আরক্তিম কৌষেয় বসন

ব্রহ্মোদ্দেশে প্রদান করিলে; চতুরানন ব্রহ্মা পরম প্রীতি লাভ করেন। অনন্তর আজ্যের সহিত পায়সান্ন, সুবাসিত সর্পি, তিলযুক্ত ওদন, এবং সিত, রক্ত সমাযুক্ত চন্দন এই সকল বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক, কমলজ ব্রহ্মার উদ্দেশে নিবেদন করিলে, অনায়াসে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে পারে। পরন্তু উহাঁর পার্শ্বদ্বয়ে বৃষধ্বজ শঙ্কর এবং গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর পুনঃ পুনঃ পূজা করত; করস্থিত শ্রুক, স্রুবাদির ঐ অষ্টদল পদ্মে অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর ব্রহ্মলোকেশ্বরী সাবিত্রী, বেদমাতা সরস্বতী, স্বেতাঙ্গ হংস এবং সুপ্রকাশ শতদল পদ্ম ইহাদিগের সবিশেষে পূজা করিবে। হে মহাভাগ সগর! কমলযোনি ব্রহ্মার পূজায় এই মাত্র বিশেষ কথিত হইল; অনন্তর যথা সাধ্যানুযায়ী স্তব করত, দণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া বারম্বার প্রণমিত হইবে। আর যে সাধক পদ্মবীজোদ্ভবা মালা গ্রহণ পূর্ব্বক সংযত চিত্তে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করে, সে ধ্রুবই ব্রহ্মসদনে গমন করিতে পারে, বিশেষত দর্শ ও পৌর্ণমাসী তিথি ব্রহ্মার্চ্চনায়, প্রশস্ত জানিবা। হে নৃপবর! ক্ষীরের দ্বারা দূর্ব্বাক্ষত সমাযুক্ত অর্ঘ্য সর্ব্বদা ব্রহ্মোদ্দেশে অর্পণ করিবে। বৃষধ্বজ মহাদেব মহাপীঠ কামরূপে সন্তান বেতাল এবং ভৈরবের নিকট যে রূপ ব্রহ্মার পূজা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; হে ভূপতে সগর! আমিও তোমার অন্তিকে অবিকল তদ্রূপই বর্ণন করিলাম। সাধক মহাপীঠ কামরূপের যে, সে কোন স্থানে বিধিপূর্ব্বক বিধানকর্ত্তা বিধার অর্চ্চনা করিলে, পরম নির্ব্বাণপদ লাভ করিতেপারেন। জগৎশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মার পূজা

এইরূপ কথিতহইল; অতঃপর জগৎপতি বিষ্ণুর পূজা বিশেষ রূপে শ্রবণ কর।

মুরারি বাসুদেবের বীজ পূর্ব্বেতেই প্রতিপাদিত, তদঙ্গ দ্বাদশাক্ষরীয় মন্ত্র, রাজেন্দ্র! এক্ষণে শ্রবণ কর। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। বিশেষত ভগবান বাসুদেবের অঙ্গমন্ত্রও পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে; আর মহাবাহু দধিবামনের প্রত্যঙ্গরূপ জটাজূট ত্রিলোচন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ কর। বিষ্ণুপরায়ণ, ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা এই বৈষ্ণবোপযোগী প্রত্যক্ষ বিষ্ণুমন্ত্র আপন হৃৎপদ্মে অকপট ভক্তি পূর্ব্বক জপ করিবে। যে সাধক পুণ্ডরিকনয়ন বিষ্ণুর মন্ত্র বা যন্ত্র কিম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংজ্ঞক বীজ, বিশিষ্টরূপে বিদিত হইতে পারেন; তিনি দেবশরীর লাভ করিয়া অপিচ পুনর্ব্বার ভূলোকে আর কদাচ জন্মপরিগ্রহ করেন না। জগৎপতি বিষ্ণুর পূজা উত্তরতন্ত্রোক্ত রিত্যনুসারে জানিবা; মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যাহা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে; হে ভূপতে! সংপ্রতি তাহাই শ্রবণ কর। দ্বিতীয়ত বীজমন্ত্রের প্রথমরূপ হে নরশ্রেষ্ঠ সগর! তাহাও সংযত চিত্তে আকর্ণন কর। ভগবান বিষ্ণুর শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শরীরকান্তি এবং খগেন্দ্র গরুড়োপরি সর্ব্বদা সংস্থিত, অথচ চতুর্ভুজা পরন্তু তিস্র পীতবস্ত্রে সমাবৃতদেহ ধারণ পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধ দক্ষিণকরে মহতী গদা, তন্নিম্ন ভুজে বিকচাম্বুজ পদ্ম ধারণ করত, ঊর্দ্ধ বাম পাণি দ্বারা অত্যুগ্র চক্র, অপর হস্তে দিব্য শঙ্খ

গ্রহণ করিয়া এই সচরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতেছেন। শ্রীরত্ন বক্ষস্থলে সতত বিরাজিত, এবং অপূর্ব্ব কৌস্তুভমণি সরল হৃদয়ে শোভা পাইতে লাগিল।

পরন্তু কক্ষের বামভাগে বাণপূরিত তূণীর ধারণ পূর্ব্বক, দক্ষভাগে কোষাবৃত নির্ম্মল খড়্গ গ্রহণ করত, কোমল কমল করে শরাসন ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন। মস্তকে দিব্য কিরীট শোভা পাইতে লাগিল, কুণ্ডল যুগল কর্ণযুগলে ঈষৎ সন্দোলিত, এবং আজানুলম্বিনী বিচিত্র বনমালায়, দিব্যকণ্ঠ বিরাজ করিতেছেন; উঁহার দক্ষিণভাগে বিকচাম্বুজধারিণী কমলা, বামপার্শ্বে শ্বেতাঙ্গিনী সরস্বতী ইহাঁদিগেরও চিন্তা করত, কংশারি হরির চরণযুগল চিন্তা করিবে। আর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের রূপ ও বীজ হে পার্থিব! তোমার স্থানে কথিত হইয়াছে, পরন্তু অন্যরূপ সম্প্রতি শ্রবণ কর। নব নীলোৎপলের ন্যায় উত্তম শ্যামবর্ণ কলেবর অথচ চতুর্ভুজ, ঊর্দ্ধ দক্ষ পাণিতে সপ্রকাশ শতদল মহোৎপল গ্রহণ পূর্ব্বক, তন্নিম্ন ভুজে কালান্তক যমদণ্ডের ন্যায় একটী প্রচণ্ড গদা ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ বাম করে অতুল্য নির্ম্মল চক্র, তদধঃ সুরম্য পাঞ্চজন্যশঙ্খ গ্রহণ করত, পরম শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে ভূপতে সগর! এবম্প্রকারে বরদ বিষ্ণুরঅলৌকিক রূপ সুচিন্তা করত, অহর্নিশি চিন্তা করিবে, অপর সমস্তই পূর্ব্ববৎ জানিবা। হে রাজন! অতঃপর দারিদ্র ও ভয়ের ভঞ্জনের জন্য জগৎপতি বিষ্ণুর অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র, এবং

প্রত্যঙ্গের বিস্তারতা অবহিত ক্রমে শ্রবণ কর। পূর্ণেন্দু সদৃশ কমনীয় কলেবর অথচ শ্বেতবর্ণ, পরন্তু বাম করে পীযুষ পূরিত-ঘট, দক্ষিণ পাণিতে দধি ও শর্করামিশ্রিত, ওদনসংযুক্ত সুবর্ণ পাত্র গ্রহণ করত; চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুকোমল কমলাসনে সমাসীন থাকেন। পরন্ত শ্বেত বসন পরিধান-পূর্ব্বক সর্ব্বদা নবীন বামনরূপে ত্রিলোক আলোকিত করিতে লাগিলেন। ত্রিলোককর্ত্তা ত্রিবিক্রম ঈষৎহাস্য করত, দশন শ্রেণীর বিকাশনে চন্দ্রমুখ অত্যন্ত শোভাযুক্ত হইতেছে। সর্ব্বকামপ্রদ বরদানকর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথের এবম্প্রকারে চিন্তা করিবে। পূজাঙ্গ দহন ও প্লবনাদি পূর্ব্বতন্ত্রে বিশিষ্টরূপে উদিত আছে; ঐ প্রকার মন্ত্রাদিও উত্তরতন্ত্রে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষত উঁহার মণ্ডলের ক্রম, ত্রিনয়ন শিব কর্ত্তৃক যাহা ব্যক্ত হইয়াছে; তাহাই অবিকল বলিতেছি; হে ক্ষিতিপ! একমনে শ্রবণ কর। নিত্য পূজাদিতে পঞ্চরাগ দ্বারা রেখা সকল অঙ্কিত করিবে, আর নৈমিত্তিকে যেরূপ কার্য্য ব্যবহৃত হইবে, তাহার ভেদাভেদ সম্প্রতি শ্রবণ কর। চতুর্বিংশতি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হস্ত দ্বারা চতুর্দ্বার বিশিষ্ট, তন্মধ্যে বর্ত্তুলাকার অথচ সুরম্য একটী পদ্ম লিখন করিবে। অনন্তর কোণচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা তাবৎ প্রাণীর মনোহর অপর চারটী দ্বার প্রস্তুৎ করিয়া দিক্‌পালসমূহের আয়ুধ দ্বারা দিক্‌ চতুষ্টয়ের ঈষদংশ খননপূর্ব্বক, ঐ পদ্মের বহির্ভাগ বেষ্টন করিবে। হে মহীপাল সগর! অতঃপর সিতাদি পঞ্চরাগ-

দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্যামবর্ণ এই পঞ্চরাগরঞ্জিত দ্বারা ঐ অঙ্কিত মণ্ডলের সর্ব্বতোভাবে শোভা করিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা মণ্ডল অনুষ্ঠান করিবে না। চতুর্হস্ত, ত্রিহস্ত কিম্বা দ্বিহস্ত অথবা এক হস্ত মাত্র মণ্ডল সর্ব্বত্র পূজায়, আচরণ করিবে; কিন্তু ইহার ন্যূনাধিক কদাচই করিবে না। বিশেষত রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যাগস্থলে চতুর্হস্তাদি মণ্ডলই প্রশস্ত, হে ভূপতে! এই উক্ত কল্পের অতিক্রম করিলে, অঙ্গবিহীন যাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; আর যে যে স্থানে যে রূপ উক্ত হইয়াছে; দিক্পালদিগেরও আয়ুধ পদ্মের লিখিবার ক্রম পূর্ব্ববৎ জানিবা। সিত রাগ দ্বারা মণ্ডলের মধ্যভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ বিচিত্র একটী পদ্ম সংলিখন করিবে, উহার কর্ণিকাসকল পীতরাগে রঞ্জিত করত, কেশরাগ্রও পীত বর্ণে রঞ্জিত করিবে, এবং উজ্জ্বল রক্ত ও পীতবর্ণে পদ্মের বহির্ভাগ সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিবে; পরন্তু বজ্র, শক্তি, মহাদণ্ড, খড়্গ, পাশ, ধ্বজ, গদা, ত্রিশূল এবং অষ্টদিক্পতির আয়ুধসমূহ, শম্ভু, গৌরী, ব্রহ্মা, দাশরথি রাম, যদুপতি কৃষ্ণ ইহাঁদিগেরও পঞ্চরাগে চাকচিক্যশালী সেই মণ্ডলমধ্যে পূজা করিলে, শিবাদি পঞ্চ দেবতা তন্মধ্যে নিয়তই সংস্থিতি করেন। বিচক্ষণ যজমান কদাচিৎ পিণাগ্ধারী মহাদেব ও সিংহবাহিনী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা যদ্যপি না করে তবে, সমস্তপূজা নিস্ফলা হইয়া থাকে। সাধক যদ্যপি সমর্থবান হয়, তবে মনোবৃত্তি দ্বারা ভূত-

পূর্ব্বা বিছিন্নপূজার দোষবিনাশার্থ, ভূতপূজাপুঞ্জিত ফল, আত্ম শিরে ধারণ করত, এই মণ্ডলের মধ্যে ন্যাস করিলে, পূজা ও রজরঞ্জিত সকল দোষই বিনষ্ট হয়। ভগবান বাসুদেবের পূজায় সর্ব্বত্র এবম্প্রকার মণ্ডলানুষ্ঠান করিবে, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! নচেৎ সমস্ত পূজাই বিফল হইয়া থাকে। বলভদ্র রাম, নারায়ণোৎপন্ন প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, লোককর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, কোসলেন্দ্র রাম, নরসিংহ, বরাহ, এই অষ্টমূর্ত্তির পূর্ব্বাদি অষ্টদলক্রমে বর্ণ ও মন্ত্রের অনুসারে পূজা করিবে; পশ্চাৎ পদ্মের কলিকামধ্যে প্রধানপুরুষ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া অনন্তর তাঁহার বিমলা নামক নায়িকার পূজা করিবে। পরন্তু বলভদ্রাদি দেবগণের এবং যোগিনীদিগেরও নাম এক এক করিয়া বলিতেছি; হে সূর্য্যকুলোজ্জ্বল! শ্রবণ কর। প্রথমত উৎকর্ষিণী, জ্ঞেয়া, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রভা, ঈশানী, মনুগ্রাহী, এই অষ্টযোগিনী ইহাঁরা সকলেই চতুর্ভুজা সুতরাং শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করিয়া অতুল্য শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যোগিনীসকল, বলভদ্র, কামদেব, ইহাঁদিগের রূপ বর্ণন করিতেছি; বিধানকর্ত্তা বিধাতার রূপ পূর্ব্বেই বর্ণিত আছে; রোহিণীনন্দন রাম, হল, মূসল, শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক, গদাপাণী নারায়ণের পার্শ্বে সর্ব্বদা সংস্থিত আছেন। কামদেব বাম পাণিতে পুষ্প বিনির্ম্মিত কোদণ্ড গ্রহণ করত, পুনর্ব্বার 'অপর অন্য পাণি দ্বারা শঙ্খ, চক্র এবং গদা ধারণ করিয়া পার্শ্বভাগে

সপ্রকাশ পদ্ম ধারণ করিলেন; এবং অন্য সকলেই পূর্ব্ববৎ জ্ঞাত হইবা। বরাহদেবের দক্ষিণ ভাগে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও নির্ম্মল চক্র শোভা পাইতেছে,.পরন্তু নৃসিংহদেবের দক্ষিণ ও বামভাগে দিব্য শঙ্খ ও তীক্ষ্ণ চক্র তৎ সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। · কমলনয়ন বিষ্ণুর দক্ষিণ ও বাম পাণিতে একটী বিকশিত শতদল কোমল কমল এবং শ্বেতবর্ণ অথচ বিচিত্র আর একটী শঙ্খও শোভা পাইতে লাগিল।

ভগবান নারায়ণ দক্ষিণ ও বাম করে শব্দায়মান শঙ্খ এবং মহতী গদা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ দিক্‌চতুষ্টয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নরোত্তম! যদুকুমার অনিরুদ্ধ দক্ষিণ পাণি দ্বারা একটী বৃহৎ গদা ধারণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত, আত্ম শ্রী প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং শ্বেত, পীত, রক্ত, এবং ভিন্নাঞ্জন সদৃশ, অপূর্ব্ব কমনীয় নীলোৎপল, গ্রহণ করত, নবীন জলদের ন্যায় সুপ্রভ, শ্যাম বর্ণ অথচ ভ্রমরাকৃতি শরীর-কান্তি, পিঙ্গল বর্ণ কেশ, স্বর্ণের ন্যায় কলেবর, গৌর বর্ণ অঙ্গ ইত্যাদি বর্ণক্রমে হে নরশ্রেষ্ঠ সগর! মুরারি বাসুদেবের যোগিনী সকলের রূপ কথিত হইল। যে, যে দেবতার যে রূপ, বর্ণ ও যাদৃশ ধ্যান সেই সেই দেবতার সমীপে তাদৃশ যোগিনীর চিন্তা করিবে। অতঃপর আধারশক্তি, আসনদেবতা, নবগ্রহগণ এবং দিক্‌পালসকল ইহাঁদিগের মন্ত্র ও ধ্যান দ্বারা বিধান ক্রমে ক্রমান্বয়ে মণ্ডলের মধ্যে পূজানুষ্ঠান করিবে। পরন্তু শরীরে কমলাদি যে যে রূপ চিন্তিত হইবে, হৃৎপদ্মে ধৃত অথচ ন্যস্ত শক্তি ও গরুড়াদির পূজা করিয়া পশ্চাৎ বর্ণ-

মালা প্রাপ্ত হওত, দেবর্ষিনারদ কর্ত্তৃক পঞ্চরাত্রোদিত গদাদির মন্ত্রানুসারে শঙ্খ, চক্রাদির সকল পূজাতেই গ্রহণীয় হইবে। সূর্য্যসংকাশ-গরুড়, কৃষ্ণায়সী গদা, শ্বেতাঙ্গিনী সরস্বতী, কাঞ্চন প্রভা লক্ষ্মী, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল চক্র, পূর্ণচন্দ্রপ্রভ শঙ্খ, কৌস্তুভ ও অরুণের ন্যায় সুপ্রভ শ্রীবৎস, বিচিত্রবনমালা, বিদ্যুত হইতেও সমধিক দেবরাজ ইন্দ্রধনুর সদৃশ ধনু, স্বর্ণচূর্ণের ন্যায় সুপ্রভ বস্ত্র, বালসূর্য্যের সদৃশ কুণ্ডল যুগল, শ্রুতিমূলে চঞ্চলায়মান, সূর্য্যকীরণ বিনিন্দিত উজ্জ্বল কিরীট উত্তমাঙ্গে পরিশোভিত এবম্বিধ রূপ সুচিন্তা করিবে। অতঃপর বিষ্ণুর স্বরূপ রূপ ও ন্যাস কীর্ত্তন করিতেছি; হে ভূপতে সগর! একচিত্তে শ্রবণ কর। এই ন্যাস স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদায়ক, অতএব হে মহামতে! সাধক একচিত্তে ঐ মহামন্ত্রন্যাস যদ্যপি অনুষ্ঠান করিতে পারেন; তাহা হইলে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রবিৎ সাধক চক্রপাণী বাসুদেবের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রথমত মন্ত্রন্যাস করিবে, অনন্তর যোগিনীদিগেরও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে তাদৃশ ন্যাস আচরণ করিবে।

অতঃপর ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা হৃদয়াদি প্রত্যেকাঙ্গের বারদ্বয় ন্যাস অনুষ্ঠান করিবে; এবম্প্রকারে বারচতুষ্টয় ন্যাস আচরিত হইলে, পশ্চাৎ একমাত্র পূজারম্ভ করিবে। জ্ঞানবিৎ সাধক প্রথমত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠের আদ্যাক্ষরে ন্যাস করত, পশ্চাৎ দ্বাদশাক্ষর বীজের শেষ বীজসকল ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে। পরন্তু দক্ষিণ পাণির তর্জ্জন্যাদিতে, বাম পাণির অঙ্গুষ্ঠান্ত বিন্যাস করিয়া পশ্চাৎ শেষ অক্ষরদুটী পাণির তলযুগে বিন্যাস

করিবে। অতঃপর হৃদি, শির, শিখা, কর্ণ, নেত্র, পৃষ্ঠ, ভুজযুগল, জঙ্ঘাদ্বয়, এবং স্কন্ধযুগল এই সকল অঙ্গে দ্বাদশাক্ষরীয় মন্ত্রের বীজসমূহ দ্বারা যথাক্রমে ন্যাস করিবে। সাধক প্রথমত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে বাসুদেবের তত্ত্বীজ, তর্জ্জনীতে যোগিনীসমূহের অষ্টবীজ দুই দুই অঙ্গুলিক্রমে ন্যাস করিবে। শির, দৃক্, আস্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, গুহ্য, জানুযুগল, চরণযুগ্ম, এই এই অঙ্গে বাসুদেবের যোগিনীবীজ বিন্যাস করিবে। হৃদয়াদি অঙ্গসমূহের যে মন্ত্রসমূহ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হে মহারাজ—সগর! তৎসমস্তই অঙ্গুষ্ঠাদির অঙ্গুলিক্রমে দুই দুই করিয়া ন্যাস করিবে। পরে বাম ও দক্ষিণ পাণির তলদ্বয়ে অবশিষ্ট ন্যাসসকল অনুষ্ঠান করিবে, পুনর্ব্বার হৃদয়াদি অন্তপর্য্যন্ত তত্তন্মন্ত্রসমূহ ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে। অনন্তর অষ্টাদশাক্ষরের আদি নববর্ণে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার শির ও নেত্রাদি তাবৎ অঙ্গেই ন্যাস করিবে। পরন্তু শেষ নববর্ণে কর্ণ, পার্শ্ব, বস্তি, মেঢ্র, কটিদেশ, ঊরুদ্বয়, জানুযুগ্ম এবং পাদাঙ্গুলিসমূহে যথা বিধানক্রমে ন্যাস করিবে। যে মন্ত্রের সেই তন্ত্র দ্বারা যে স্থলে যে পূজা কথিত হইয়াছে; সেই মন্ত্রের তদ্দ্বারাই তত্র স্থানে ন্যাস করিবে। অথবা বিচক্ষণ একস্থানে সকলেরই ন্যাস করুক; হে ধর্ম্মপরায়ণ—সগর! এবম্প্রকারে চতুর্ব্বিধ ন্যাস কৃত হইলে, সাধক তৎক্ষণাৎ বিধূত কল্মা হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য দেহ ধারণপূর্ব্বক সম্যক্রূপে পূজাফল লাভ করিয়া থাকেন। পূজা ব্যতীতও চতুর্ব্বিধ ন্যাস যদ্যপি

সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে পারেন; তবে তিনি বিষ্ণুর সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হওত, পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। অতঃপর যোগপীঠের ধ্যান করত, পশ্চাৎ গরুড়, শঙ্খ, চক্র, গদা, কোমলাঙ্গিনী লক্ষ্মী, নির্ম্মল-পদ্ম, এই সকলেরও ক্রমান্বয়ে ন্যাস আচরণ করিবে।

অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, দ্বার চতুষ্টয়, চারকোণ ইহাতেও ন্যাস করিবে। অতঃপর পদ্মমধ্যে বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভমণি এই সকল উপভূষারও তাঁহার দক্ষিণভাগে ন্যাস করত, পরন্তু বাম ভাগে শরাসন, বাণাধার তূণীর এই উভয়ের ন্যাস করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ ও বামে খড়্গ এবং চর্ম্মেরও ন্যাস করিবে। এবম্প্রকার সকলেরই পূজা ও স্তব পাঠ করিয়া পশ্চাৎ মুদ্রাদি প্রদর্শন করিবে। পুটাদ্যা ও ভগবান্ বিষ্ণুর এবং যোগিনীগণের মুদ্রা পূর্ব্বেই প্রোক্ত আছে; পরন্তু রব্যাদি—নবগ্রহ এবং শক্রাদি দিক্পতিগণের তন্মুদ্রাসকল পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শন করিবে। আর যে ষটমুদ্রা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তাহা প্রত্যেকত প্রদর্শন করিয়া অছিদ্রাবধারণে যে ষট্মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল, সেই মন্ত্রসমূহ সম্যক্‌রূপে পাঠ করিয়া পশ্চাৎ ভগবান, সূর্য্যোদ্দেশে সচন্দন জবা পূরিত একটী অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। অনন্তর বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী বিশ্বক্‌সেনের রূপ সুচিন্তা করিবে। নির্ম্মাল্যধারী বিশ্বক্‌সেন, চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করত, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বিশাল জটা ধারণ করিয়া পরন্তু রক্ত ও পিঙ্গল-

বর্ণে কলেবর শোভিত হওত, শতদল শ্বেত কমলে সংস্থিত থাকেন। স্বরান্ত অথচ চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত এই বিশ্বক্‌সেনের মন্ত্র যে সাধক পাঠ কিম্বা স্মরণ অথবা কীর্ত্তন করে, তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে। এবম্প্রকারে গরুড়াসন বনমালীর পূজা করিয়া ঈশানদিকে বিধিপূর্ব্বক বিসর্জনকার্য্য সম্পূর্ণ করত, বলভদ্রাদি অন্যান্য দেবতাদিগেরও বিসর্জ্জন কেবল মনো দ্বারাই করিবে। যে মানব দেবঙ্গনা দিক্‌করবাসিনীর পীঠস্থানে চক্রপাণী—বিষ্ণু, পিণাক্‌পাণী শম্ভু, লোককর্ত্তা—বিধাতা ইহাঁদিগের এতদ্বিধানে এক বারও, যদ্যপি পূজানুষ্ঠান করিতে পারে, তবে সে পরমপদ সম্প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে, যে স্থানে জগৎপতি—বিষ্ণুর পূজা হইবে, সেই সেই স্থানেই পণ্ডিতবর ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই তন্ত্র গ্রহণীয় হইয়া থাকে। হে চক্রেশ্বর—সগর! এই সংক্ষেপ তন্ত্র দ্বারা বামনদেব হরির অর্চ্চনা করত, হৃদয়াদি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের পূজা না করিয়াও, সংক্ষেপ কিম্বা বিস্তার বিধান দ্বারা ভগবান বাসুদেবের প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিবে। আরক্তিম কৌষেয় বসন কিম্বা পীত বসন অথবা শুক্লাম্বর এই সকল রাগরঞ্জিত অথচ সুরম্য বস্ত্র, বাসুদেবোদ্দেশে নিবেদিত হইলে, তিনি পরম প্রীতি লাভ করত, তৎসম্বন্ধে একান্তই মঙ্গল দান করিয়া থাকেন।

দীপের মধ্যে ঘৃত—প্রদীপ, গন্ধবস্তুর—মধ্যে মলয়োদ্ভব চন্দন, পানার্থ কি অর্ঘ্য প্রদানার্থ কিম্বা ভোজনার্থ একমাত্র তাম্রপাত্রই অত্যন্ত তাঁহার প্রীতিকর হইয়া থাকে। রত্নরাজী

নির্ম্মিত ভূষণের মধ্যে শিরোভূষণ কিরীট, কর্ণশোভা কুণ্ডল এবং কণ্ঠভূষা হার এই সকল ভূষণে নলীননেত্র বিষ্ণু স্বয়ং সুভূষিত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ করত, জীবের প্রতি একান্তই মঙ্গলপ্রদ হন। স্নানীয় পাত্রের মধ্যে শ্বেতাব্জ, ধূপের মধ্যে অগুরু এই কএকটী দ্রব্য, ভগবান্ বনমালীর সাতিশয় প্রীতিদ, অতএব সতত ইহা প্রদান করিবে। কদম্ব, কুব্জক, জাতী, মালতী, মল্লিকা এবং পঙ্কজ—পদ্ম এই ষড়্‌বিধ পুষ্প, হে ধর্ম্মাত্মন্ সগর! পরমেশ্বর নারায়ণের অত্যন্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। নির্জনস্থানে তীর্থ তোয় দ্বারা একটী স্থণ্ডিল নির্ম্মাণপূর্ব্বক, উত্তম শাল্যোদন অথচ হবিষ্যান্ন, যাবক, সুস্বাদু পায়স, সুবাসিত ঘৃত, কৃসর এবং অন্যান্য উনুপমেয় তাবৎ উপাদেয় দ্রব্য, তদুপরি সংরক্ষণ করিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং এই মন্ত্রে কিম্বা পুরুষস্ত প্রচোদিতঃ এতন্মন্ত্রেই হউক নিবেদন করিবে। পরন্তু ভোজনান্তে পানার্থ, শীতলজ ঘনীভূত ক্ষীর, দলের মধ্যে সচন্দন তুলসী ও অমল বিল্বপত্র মুরারি হরির একান্ত প্রীতিকর জানিবা। পরকীয় যে সকল বস্তু, তদ্বস্তু সযত্নে বর্জ্জন করিবে, হে নরসত্তম! যে সাধক এবম্প্রকারে সতত চক্রপাণী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, সে অনায়াসে কোটিকুল সমুদ্ধার করিয়া স্বয়ং জনার্দ্দনের প্রায় হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে থাকে। ভূপতে সগর! ভগবান বাসুদেবের এই সুপীঠ কামরূপের নির্ণয় ও মন্ত্র, তন্ত্র সংক্ষেপে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; আর পশুপতি মহাদেব স্বয়ং এই মহাপীঠ কামরূপের নিগূঢ়

পীঠস্থান ও তত্তদ্দেবতা—সকল এক এক করিয়া সন্তান বেতাল ও ভৈরবকে প্রদর্শন করাইলেন ; পরন্তু তিনি পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরবের সহিত পুনর্ব্বার ত্রিলোক পূজিত অথচ সুরম্য কৈলাসগিরিতে গমন করিলেন। সতীনাথ শঙ্কর, সর্ব্বদা আনন্দকর কৈলাসমন্দিরে সমাগত হওত, তনয় বেতাল ও ভৈরবকে যথাযোগ্য যোগ প্রদান করত, নীলকণ্ঠ শম্ভু, গিরিজা পার্ব্বতী, মহামতি বেতাল ও ভৈরব এবং অমরগণ ইহাঁরা সকলেই তৎক্ষণাৎ সেই অভি সম্পাৎ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

যে মানব এই পুণ্যপুঞ্জ মহদাখ্যান একাগ্রমানসে শ্রবণ করেন ; তাঁহার সম্বন্ধে শাপভয়, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় এবং ব্যাধি কদাচই সমুৎপন্ন হয় না ; বরং তিনি পুত্র, পৌত্র, ধনরত্নে নিরন্তর সংযুক্ত থাকিয়া এই ত্রিলোকের একমাত্র বল্লভ হইয়া সর্ব্বদা কল্যাণভাগী হওত, দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে থাকেন। নরোত্তম ! যে নরোত্তম বিশেষত মহাপীঠ কামরূপ সর্ব্বতোভাবে বিদিত হইতে পারেন, তিনি দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরম নির্ব্বাণপদ সম্প্রাপ্ত হন। যে মানব সর্ব্বোত্তম মহাপীঠ কামরূপ উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পীঠস্থানসকল সম্প্রাপ্ত হওত, অধিকন্তু দেবতা সকলের যদ্যপি পূজা করে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ এবং আত্মা এই এক বিংশতি পুরুষের সহিত দিব্য জ্ঞানপূর্ব্বক আশুই পরম মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

কালিকা-পুরাণে পীঠনির্ণয় নামক অশীতিতমোধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়

মুনিসত্তম ঔর্ব্ব বলিলেন, লোকসকল পূর্ব্বকালে মহাপীঠ কামরূপে স্নান ও তদুদক পান করত, নিখিল দেবগণের বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়া পরম সুখকর স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। কোন প্রাণী নির্ব্বাণপদ, কেহ বা সাক্ষাৎ শম্ভুত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু করাল—যম যদ্যপিও এই ত্রিলোকের একমাত্র শাসনকর্ত্তা হন, তথাপি ইহাঁদিগকে নিবারণ করিতে কোনমতেই সক্ষম হন না। পরন্তু ভীষণ সেই যমকিঙ্কর সকল একত্রিত হইয়া কামাখ্যাগণ ও শৈবগণদিগকে বারণ করিবার জন্য কামাখ্যায়, যদিচ আগমন করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শাঙ্করগণ, সাতিশয় কঠোর বাক্য-দ্বারা উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে থাকেন। তখন যমদূতসকল শৈবগণের ভয়ে কদাচ আর পুণ্যভূমি কামাখ্যায়, গমন করিতে যত্নবান হন না; এদিকে শমনকর্ত্তা—যম স্বীয় অনুচরদিগের তাদৃশ ভয় অবলোকন করিয়া স্বক্রিয়ায় বিবর্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মসদনে আগমনপূর্ব্বক, লোককর্ত্তা বিধাতার নিকট এই বাক্য বলিলেন।

হে বিধাতঃ! হে ব্রহ্মন! এই কামরূপপীঠে মানব সকল স্নান এবং তৎ সলিল পান করিলে, তৎক্ষণাৎ কামাখ্যার গণপতিত্ব এবং শম্ভুগণের ঈশত্বপদ সংপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু সে

স্থানে আমার কিম্বা মদীয় দূতগণের গতায়াতের অধিকার নাই; পরন্তু তল্লোকবাসী কিম্বা তদ্ভক্তদিগকেও বারণ করিতে সক্ষম হই না; অতএব হে ব্রহ্মন! আমার প্রতি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এবিষয়ের উচিত নীতি কিম্বা যথার্থ বিধি গোচর করাও। লোকপিতামহ ব্রহ্মা, দণ্ডবিধান কর্ত্তা ধর্ম্মরাজের এতদ্বাক্য আকর্ণ করিয়া তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুসদনে গমন করিলেন। পরন্তু কমলনয়ন বিষ্ণুকে সম্প্রাপ্ত হওত, যমভাষিত সমস্তই তদুদ্দেশে আবেদন করিলেন। অনন্তর লোকেশ কেশব তৎসমস্তই আকর্ণন করিয়া বিধানকর্ত্তা বিধাতার প্রতি এই কথা বলিলেন। চক্রপাণী বিষ্ণু, পিতামহ ব্রহ্মা একত্রিত হইয়া দণ্ডধারী যমের সহিত অমনি শূলপাণী শম্ভুর নিকট গমন করিলেন। পরন্তু জগৎপতি বিষ্ণু যথা বিধিমতে ত্রিলোচনের সৎকার করত, তৎকর্ত্তৃক তিনিও সমাদৃত হইয়া যমভাষিত তৎসমস্তই বলিতে লাগিলেন। ভগবান নারায়ণ বলিতে লাগিলেন, নিখিল দেব, তীর্থ সকল এবং ক্ষেত্র সমুদায় এতদ্দারা এই মহাপীঠ কামরূপ পরিব্যাপ্ত, অতএব এই কামরূপ হইতে পরম উৎকৃষ্ট স্থান আর কুত্রাপিও নাই, কারণ মানব সকল এই পীঠস্থান কামরূপ সম্প্রাপ্ত হওত, অমৃতত্ব এবং গণত্বপদ প্রাপ্তমাত্রেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ধর্ম্মরাজ—যম কিম্বা তদনুচর দূতসকল তত্রস্থানে গমনে কদাচ শক্ত হন না; অতএব ভোঃ মহাদেব! যাহাতে দণ্ডধারী যমের একান্ত মঙ্গল হয়, সম্প্রতি তাহাই আপনি করুন। বিশেষত যম, মহাপীঠ কামরূপে

নিরস্ত হইলে, মর্য্যদা বিধির বিফল হইয়া থাকে। মহর্ষি—ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন।

ভূতনাথ—শঙ্কর, কমলজ—ব্রহ্মার সহিত শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণের এবচন আকর্ণন করিয়া তদ্বচন, সাধ্য সাধনের কারণ আত্ম হৃদয়ে অঙ্গীকার করিলেন। পরন্তু বৃষভবাহন ত্রিলোচন, লোককর্ত্তা—ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা—বিষ্ণু এবং দণ্ডধারী যম ইহাঁদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম অনুচরের সহিত তৎক্ষণাৎ পুণ্যভূমি কামরূপে গমন করিলেন। অতঃপর ভূতভাবন শঙ্কর, দেবী উগ্রতারা ও প্রমথগণের প্রতি বলিলেন; হে উগ্রতারে! হে দেবি! হে গণসমূহ! তোমরা যত্নের সহিত এই কামাখ্যা নগরবাসী গণসমূহ এবং অন্যান্য প্রাণিসকল ইহাঁদিগকে অতি শীঘ্রই উৎসারণ কর ১। তখন দেবী উগ্রতারা ও শৈবগণ সকলে শিববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পীঠস্থান রহস্য করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ কামাখ্যাবাসী প্রাণিদিগকে উৎসারণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং অন্যান্য প্রাণিসকলও বাসস্থান হইতে ঔৎসার্য্যমান হইলে, তন্মধ্যে ব্রহ্মসন্তান মহর্ষি বশিষ্ঠ, আকাস্মাৎ সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাচল সম্প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তথাপিও দেবী উগ্রতারা ও মহাবলশালী শাঙ্করগণ কর্ত্তৃক সেই মহামুনি—বশিষ্ঠ ধৃত হইলে তৎকালে তিনি অতিশয় কুটিলাননে দারুণ অভিসম্পাৎ করিবার কারণ এই মাত্র বলিলেন। হে বামে! যে হেতু উৎসারণ করণ জন্য তুমি আমাকে

১। অর্থাৎ কামরূপ হইতে দূরীকৃত কর।

ধারণ করিয়াছ, সেই হেতু তুমি সম্যক্‌রূপে অমন্ত্রিকা ২। হইয়া এই ভবে বাম্যভাবে পূজিতা হও, আর যে হেতু মন্দমতি এই প্রমথগণ সকল যদিচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে বারম্বার ভৎসনা করিয়াছে; সেই হেতু এই কামরূপে অবিলম্বেই ইহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হউক। ওরে দূতসকল! শ্রবণ কর, দেবদেব মহাদেব হইয়া যে হেতু সত্যবাদী অথচ দানশীল এবম্প্রকার তপশ্চরণ ঋষিদিগকে এই মহাপীঠ কামরূপ হইতে নিঃসারণ করিতে সমুদ্যত হইলেন; সেই হেতু তিনি, এইক্ষণেই ম্লেচ্ছপ্রিয় হইয়া কিছুকাল ঐ ধর্ম্ম ভোগ করুন। হে ভগবন্! বিশেষত ভগবান—বিষ্ণু এই স্থানে যাবৎকাল স্বয়ং আগমন না করেন; তাবৎকাল তোমার এই কামরূপক্ষেত্র বিরাচার ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হউক। আর গরুড়াসন নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত বিরল ও আগমাদি শাস্ত্রসকলও এতাবৎকাল কখনই এই কামরূপে থাকিবে না; বরং যে পণ্ডিতগণ এই কামরূপে আগমনপূর্ব্বক আগমাদি শাস্ত্র জানিতে পারেন, তিনি প্রাপ্তকাল সমাগত হইলে, সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন।

অতঃপর তপোধন বশিষ্ঠ এবম্প্রকার অভিসম্পাৎ করিয়া তত্রস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। এ দিকে সুরালয় কামরূপে সেই গণসমূহেরা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং মহাদেবী উগ্রতারাও বাম্যভাব অবলম্বন করিলেন, পরন্তু শূলপাণী শম্ভু পরম যোগী হইয়াও ম্লেচ্ছধর্ম্মে তৎক্ষণাৎ সংরত হইয়া

২। মন্ত্রবিহীন।

পড়িলেন। বিশেষত ইহার প্রতিপাদক আগম ও বিরলসকল ইহারাও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেন। বেদমন্ত্রবিহীন অথচ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবর্জ্জিত যমসেনের অর্থসাধন জন্য এই কামরূপক্ষেত্রে কমলপত্রাক্ষ বিষ্ণু স্বয়ং আগমন মাত্রে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ হইতে বিমুক্ত হওত, কি দেবতা কিবা মনুষ্য সকলেই এই পুণ্যভূমি কামরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

অতঃপর কোমল কমলাসন ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সমস্ত কুণ্ডাদির রক্ষাণার্থ তৎসমধিক আর একটী দ্বিতীয় উপায় চিন্তা করিলেন, অপুনর্ভবকুণ্ড, সোমকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উর্ব্বসীকুণ্ড, বহুবিধ নদী এবং পূর্ব্বোক্ত নদী কিম্বা অনুক্ত নদীসকল ইহাদিগের সংরক্ষণ করিবার জন্য অথচ সর্ব্বত্রের একমাত্র ফলজ্ঞান হেতু এই উপায়টীও সুস্থির করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা একদা শান্তনুভার্য্যা পতিব্রতা অমোঘাতে জলরূপী এক সুত সমুৎপাদন করিলে, সুধীর জামদগ্ন্য তৎক্ষণাৎ অব্যগ্র চিত্তে অবতরণ করিবার কারণ পুণ্যপীঠ কামরূপে ঐ ব্রহ্মপুত্র প্লাবন (গমন) করাইলেন। পরন্তু ক্ষত্রিয়ান্তকারী জামদগ্ন্য, সেই ব্রহ্মপুত্রকে নিখিলকুণ্ডে প্লাবন করাইয়া এই ভারতভূমির যাবদীয় তীর্থ, এককালীন যেন আচ্ছাদিত করত, এই ব্রহ্মপুত্রকেই একমাত্র তীর্থরাজ করিয়াছিলেন। যে কোন মানব এই মহাতীর্থ লৌহিত্যযাত্রা, বিশেষরূপে বিদিত হইবে; সে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের স্নানফল নিশ্চই সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জন, এই কামরূপের পুণ্যজনক কুণ্ডসকল এবং

যে, যে তীর্থ বিশেষরূপেও না জানেন্‌; তবে বশিষ্ঠ শাপ হইতে প্রবৃত্ত অথচ গোপনীয় তীর্থরাজ লৌহিত্যকে জানিতে পারিলে, সে লৌহিত্য স্নানজন্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে, কারণ লৌহিত্য—ব্রহ্মপুত্র, সমস্ত নদী এবং সকল—তীর্থ সম্প্রাপ্ত হইয়া পরন্তু দক্ষিণসাগরে গমনশালী হইলেন। হে মহারাজ সগর! এই কামরূপের নির্ণয় তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলাম, অতঃপর অন্য যে বিষয়ে তোমার একান্ত রুচি হয়, তাহা প্রশ্ন কর, তদ্বিষয় তোমার নিকট যত্নের সহিত বলিতে বাধ্য হইব।

কালিকা-পুরাণে কামরূপ পীঠ নির্ণয় নামক
একাশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়।

চিরায়ু্‌ মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মুনিসকল! ধর্ম্মাত্মা সগর মহর্ষি—ঔর্ব্বের এবম্প্রকার বচন আকর্ণন করিয়া মহারাজ সগর হর্ষান্তঃকরণে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ—ঔর্ব্বের প্রতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী সগর কহিলেন। হে মহর্ষে! লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্র পতিপরায়ণা অমোঘাতে কি প্রকারে জন্ম সাধন করিলেন, পরন্তু কমলাসন ব্রহ্মাই বা শান্তনুভার্য্যায়, কি জন্য উপগত হইয়াছিলেন; আর পার

স্ত্রেণেয় পুত্রইবা কি প্রকারে পিতামহ হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন; তৎসমস্তই আমি বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব হে দ্বিজসত্তম! আপনি বিস্তারিতক্রমে তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব বলিতে লাগিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! তুমি একচিত্তে শ্রবণ কর, মহাত্মা লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের সেই আশ্চর্য্য মহদুপাখ্যান আমি সাধ্যানুর্যায়ী কীর্ত্তন করিতেছি। হরিবর্ষ নামক মহাবর্ষে জ্ঞানবান অথচ তপস্যায় সংরত, মহাভাগ শান্তনু নামক এক মুনি ছিলেন; তাঁহার ভার্য্যা মহাসতী অমোঘা, একদা হিরণ্যগর্ভ নামক ঋষির আশ্রমে সমাগতা হইয়া ছিলেন, তখন মহামুনি শান্তনু প্রাণাধিকা রূপলাবণ্যবতী অমোঘার সহিত কৈলাস—পর্ব্বতের অতিসান্নিধ্য মর্য্যদা নামক একটী পর্ব্বতে তপশ্চরণার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা মুনিসত্তম শান্তনু, লৌহিত্য সরস্তীরে গন্ধমাদনে তপস্থার জন্য কুসুম ও বিল্বদল এবং ফলমূলাদি আহরণার্থ নিবিড় বনমধ্যে গমন করিলেন। এদিকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অবসরে শান্তনুপ্রিয়া যুবতী অমোঘা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আকস্মাৎ সেই স্থানে অদৃষ্ট কুসুম ফলের ন্যায় আগত হইলেন। পরন্তু চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা, দেবগর্ব্বোপমা, অতীব সুন্দরী, বরাননা অথচ পীনস্তনী সতী অমোঘাকে অবলোকন করিয়া অমনি মদনবাণে আশুই বিমোহিত হওত, তৎকালে ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গ, প্রায় সকল বিকল হইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মা ত্রিলোককর্ত্তা হইয়াও, দুর্দ্দান্ত মদনাস্ত্রে কম্পিত কলেবর ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিপরায়ণা মহাসতী অমোঘার আলিঙ্গনে সমুৎসুক হওত, অমনি তৎকালীন ধাববান হইলেন। এদিকে মহাসতী অমোঘা, ধাববান অথচ কামমুগ্ধ বিধাতাকে দর্শন করিয়া মৈবং মৈবং (অর্থাৎ একি, একি) এই বলিয়া ভয়ে আকুলেন্দ্রিয় হওত, তৎক্ষণাৎ পর্ণশালায়, বিলীন হইলেন। পরন্তু সাধ্বী অমোঘা তৎকালে সাতিশয় প্রকুপিতা হইয়া কমলযোনি ব্রহ্মার প্রতি এই বাক্য বলিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন! তুমি এই বিশ্বের একমাত্র জনক হইয়া কিরূপে এই কুৎশিতকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছ; বিশেষত পরনারী সাক্ষাৎ জননী, ইহা নিখিল শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট আছে, হে ব্রহ্মন! তুমি সর্ব্বদেবময় হইয়া তথাপিও এই তুচ্ছকার্য্যে কেনইবা আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছ। দেবী অমোঘা, ব্রহ্মার প্রিয়কার্য্য সাধনে এইরূপ বারম্বার অস্বীকার হইলেও কামমুগ্ধ ব্রহ্মা অমনি বলাৎকার করণে সমুদ্যত হইলেন।

এদিকে পর্ণশালান্তরগতা সতী অমোঘা তৎক্ষণাৎ দ্বার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করত, কহিলেন; হে বিধাতঃ! বিশেষ আমি মুনিপত্নী হইয়া এই গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিতে কোন ক্রমেই যোগ্য হইব না, তথাপি বলপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিতে একান্তই যদ্যপি সমুদ্যত হও, তবে আমিও, পতিব্রতা নারী এইক্ষণেই দারুণ অভিসম্পাৎ প্রদান করিব। হে পার্থিব—রাজ! পতিব্রতার এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া

তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শান্তনুর আশ্রমে বিধাতার অমোঘ বীর্য্যনিস্খলন হইল। এইরূপে রেত, চ্যুত হইলে বিধানকর্ত্তা বিধাতা হংসযানে সমাসীন হওত, লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজাশ্রমে গমন করিলেন। বিধাতা (তৎস্থান) হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন, এদিকে কুসুম—কানন হইতে তপঃপরায়ণ শান্তনু নিজকুটীরে সমাগত হইলেন। ঋষি, নিজ কুটীরে সমাগত হইয়া হংসের চরণ চিহ্ন ভূতলে অবলোকন করত পরন্তু বিধাতার জ্বলনোপম সেই তেজোরাশি ভূমিতে পতিত দর্শন করিয়া পর্ণশালান্তরস্থিতা নিজপত্নী অমোঘার প্রতি সর্ব্বতোভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সুভগে! হে সুন্দরি! এস্থানে এ সকল কি দৃষ্ট হইতেছে, রাজহংস পক্ষিগণের পদক্ষোভ, আর এই তেজই বা কীদৃশ, অতএব আমার এবিষয়ে অত্যন্ত সংশয় হইতেছে; তুমি যদ্যপি এবিষয়ের কোন বিষয় বিদিত থাক, তবে উহার কারণ অতি সত্বর বল। সতী অমোঘা নিজপতি শান্তনুর এইরূপ বচন আকর্ণন করিয়া সাতিশয় অমর্ষিতা ও লজ্জিতা হইয়া গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন।

চতুর্মুখ কমণ্ডলুধারী অথচ হংসাসনে সমাসীন ও রক্তরঞ্জিত কলেবর যেন কোন এক মহাপুরুষ আগমন করিয়া আমার প্রতি রতিক্রীড়া বারম্বার যাচিজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৎকর্ত্তৃক তিনি পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত ও ভাবি অভিসম্পাতে ভয়ার্দ্দিত হওত, এই পাবকোপম অমোঘ তেজঃ নিঃসৃত ও পরিত্যাগ করিয়া হংসযানে অতিদ্রুত গমন করি-

লেন। হে ভগবন! যদি তুমি শক্ত হও, তবে, এতদ্বিষয়ের প্রতিকার কর। জীবভৃৎ এই প্রাণিগণের মধ্যে এমন কোন পুরুষ আমাকে ধারণ করিতে সক্ষম হন, অর্থাৎ কেহই সক্ষম হন না। মহর্ষি শান্তনু, প্রাণাধিকা অমোঘার এতদ্বচন আকর্ণনপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন; যে কমলাসন ব্রহ্মা স্বয়ংই সমাগত হইয়াছিলেন। পরন্তু শান্তনু আত্ম মনোবৃত্তি দ্বারা এইটী নিশ্চয় করিয়া সেই স্থানে অমনি হৃৎপদ্মে করপদ্ম সমর্পণ করত, ধ্যানে তৎপর হইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ শান্তনু, উপস্থিত দেবকার্য্য এবং জগতের হিতের নিমিত্ত তীর্থসকল অবতারণের কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা হংসবাহনে স্বয়ংই আগমন করিয়াছিলেন; এইটী বিশেষরূপে চিন্তা করত, আর পাবকোপম সেই তেজঃপুঞ্জ বারম্বার অবলোকন করিয়া তখন প্রণয়িনী অমোঘার প্রতি এই মাত্র বলিলেন। হে পতিব্রতে! হে অমোঘে! আমার অনুমতি ক্রমে ব্রহ্মার এই ব্রহ্মতেজঃ তুমি একচিত্তে পান কর, লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই ত্রিজগতের হিতের নিমিত্ত পরন্তু সুরকার্য্য সাধনার্থ হে ভবতি! হে প্রাণপ্রিয়তমে! তোমার নিকট স্বয়ংই সমাগত হইয়াছিলেন, পরে তোমাকে অপ্রাপ্ত হওয়ায়, আমাদিগের সম্বন্ধে একান্ত করুণাকটাক্ষ বিতরণ করিবার কারণ এই পাবকোপম অমোঘবীর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজাস্পদে গমন করিয়াছেন; হে সতি! সম্প্রতি মদ্বাক্য সত্যজ্ঞান করিতে যোগ্য হও। সতী অমোঘা প্রাণাধিক পতির এতাদৃক্ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীতা ও লজ্জিতা হওত, শান্তবদনে

মহামতি—পতিকে প্রণতভাবে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন। হে স্বামিন! আমি পতিপ্রাণা হইয়া অন্যের তেজঃ কদাচ ধারণ করিতে পারিব না, হে নাথ! এজন্য তুমি মনঃক্ষোভ করিও না। হে ভগবন! এবিষয় একান্তই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে, অগ্রে তুমি সেই অমোঘ তেজঃপুঞ্জ পান করিয়া পশ্চাৎ দাসীর প্রতি অর্পণ কর। অতঃপর সুমতি শান্তনু প্রণয়িনী অমোঘার অমোঘ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরন্তু তত্তেজঃ স্বয়ং কিঞ্চিৎ পান করিয়া অবশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ অমোঘার গর্ব্ভে অভিষেক করিলেন।

ঋষি শান্তনু কর্ত্তৃক ব্রহ্মতেজঃ এইরূপে সংক্রামিত হইলে সতী অমোঘা জগতের হিতের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। হে নরনাথ—সগর! এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সেই সুপ্রভা অমোঘার জঠরে একটী যেন জলরাশি সঞ্চয় হইল, কি আশ্চর্য্য তন্মধ্যে নীলাম্বর—পরিধেয় অথচ কিরীটধারী রত্নমালায়, সুভূষিত, চতুর্ভুজ এবং রক্ত ও পীতরাগে কলেবর শোভিত, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় অদ্বিতীয়, অধিকন্তু পদ্ম, বিদ্যা, অধ্বজ এবং শক্তি ধারণপূর্ব্বক, শিশুমারের ন্যায় শরীর ধারণ করিয়া শুভ নক্ষত্রে ভূতলে আবির্ভাব হইলেন। পরন্তু নবীন বয়স্ক সেই ব্রহ্ম কুমার কৈলাস গিরির উত্তর, গন্ধমাদনের দক্ষিণ, জারুধির পশ্চিম, সম্বর্ত্তকের পূর্ব্ব এই পর্ব্বত—চতুষ্টয়ের মধ্যে পুণ্যজনক একটী কুণ্ড, নির্ম্মাণপূর্ব্বক তোয়রাশি স্বরূপ হইয়া দ্বিতীয় শারদীয় নিশাকরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর

দ্রুহিনপুত্র, তোয়মধ্যগত সেই ব্রহ্মসুতের দেহ, শুদ্ধির জন্য ক্রমান্বয়ে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার সকল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকাল সমতীত হইলে ব্রহ্মতনয় সেই নবকুমার তোয়রাশি স্বরূপ হইয়া পঞ্চ যোজন বিস্তৃত হওত, ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্লোকবাসী সুরগণ, অপ্সরগণে মিলিত হইয়া দ্বিতীয় সাগর সদৃশ সেই লৌহিত্য-নদের অমল শীতল জল পান করিতে লাগিনেন। ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহা—প্রতাপশালী রাম, পিত্র্যনুজ্ঞায়, মাতৃবধ করিয়াছিলেন; সেই ঘোর পাপ বিমোক্ষণার্থ পিতার আদেশানুসারে স্নান করিবার কারণ ব্রহ্ম নামক সেই মহাকুণ্ডে গমন করিলেন। পরন্তু ব্রহ্মকুণ্ড সম্প্রাপ্ত হওত, বিধিপূর্ব্বক স্নান ও তদুদক পান করিয়া মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে নিস্কৃতি পাইলেন; অধিকন্তু করলগ্ন সেই তীক্ষ্ণ দারুণ কুঠার করযুগ্ম হইতে শিথিল হওয়ায়, লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রকে তীর্থরাজ করিবার জন্য মানস করিলেন।

অতঃপর রাজচক্রবর্ত্তী—সগর বলিলেন, জমদগ্নি—তনয় রাম, কি নিমিত্ত নিজ জননীকে বধ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মাতার কি নাম, আর তিনি কাহারি বা কন্যা, বিশেষত মহা বলপরাক্রম অথচ ক্রুর এতাদৃশ পুরুষ কি প্রকারেইবা ঋষির সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই নিগুঢ় বৃত্তান্তসকল তোমার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে মুনিসত্তম! যদি এতদ্বিষয়ে কোন গোপনীয় না থাকে, তবে বিস্তার রূপে আমার নিকট বলুন। তখন তপ-

শ্চরণ ঔর্ব্ব কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! ক্রূরতর জমদগ্নি-পুত্র সেই রাম, যে প্রকারে মাতৃবধ করিয়াছিলেন; তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ কর। ব্রহ্মতনয় ভৃগু, তাঁহার সন্তান মহাত্মা ঋচীক, পূর্ব্বকালে একদা ভুবনমোহিনী ভার্য্যার সহিত ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে আরণ্যগত জহ্নু বংশোদ্ভব—কুশিকসন্তান নৃপসত্তম গাধি রাজা কঠোর তপস্যায় কাল নিঃক্ষেপ করিতেছেন; এইটী দর্শন করিয়া তদুদ্দেশে ঋষি গমন করিলেন। ভৃগুকুমার ঋচীক ক্রমশ আগত হইয়া আরণ্যবাসী গাধি রাজা, দেবকন্যোপমা আত্মজা ও ভার্য্যার সহিত পুত্রার্থী হইয়া একচিত্তে তপশ্চরণে আশক্ত আছেন; এইটী অবলোকন করিয়া ভার্য্যার্থে ভুবনমোহিনী রাজকুমারীকে নৃপতিশার্দ্দূল গাধির প্রতি প্রার্থনা করিলেন; তখন গাধিরাজ ঋষিকুমার ঋচীক্‌কে কহিলেন। অদ্য আমি সুমহৎ-দ্বিজোদ্দেশে রূপলাবণ্যবতী এই রাজনন্দিনীকে প্রদান করিতে সমর্থ হই; কিন্তু কিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করা আমাদের একটী কুলধর্ম্মের প্রথা আছে, যে ব্যক্তি একত্র শ্যামকর্ণ ও চন্দ্রবর্চ্চা (বর্ণ) এক সহস্র অশ্ব প্রদান করিতে পারিবে, তদুদ্দেশেই এই রাজপুত্রীকে প্রদান করিব। ঋষিবর্য্য—ঋচীক বলিলেন, হে রাজন! তথাস্তু এবম্প্রকার গুণালঙ্কৃত সহস্রাশ্ব তোমাকে প্রদান করিব, হে মহারাজ! তুমি কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা কর, যাবৎকাল আমি আনয়ন করি। তখন নরপতি গাধি, এবমস্তু অর্থাৎ তাহাই হউক, এই কথা ভৃগুসুত ঋচীকের প্রতি বলিলেন। ঋচীকও তৎক্ষণাৎ কান্যকুব্জ গঙ্গাতীরে

হয় সাধনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর ভৃগুসুত পুণ্যক্ষেত্র সেই গঙ্গাতীরে কমলাসনে সমাসীন হওত, কুসুম ও বিল্বদলে জলাধিপতি বরুণের আরাধনা করিয়া তৎকালে তৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সহস্রাশ্ব লাভ করিলেন। হে নৃপতিসত্তম! যে স্থানে বরুণদত্ত বাজি সহস্র লাভ করিয়াছিলেন, তৎ স্থান অশ্বতীর্থ নামে এই সংসারে সমাখ্যাত, আর মানব ঐ অশ্বতীর্থে স্নান করিলে নিখিল তীর্থের স্নান জন্য ফল সম্প্রাপ্ত হইতে পারে। ভৃগুপুত্র ঋচীক বরুণদত্ত সহস্রাশ্ব লাভ করিয়া গঙ্গাজল হইতে সমুত্থিত হওত, তদশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক আরণ্যবাসী মহারাজ গাধিকে প্রদান করিলেন। অনন্তর গাধিরাজ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া জলধি সাগর, ভগবান নারায়ণকে নলীননেত্রা লক্ষ্মীকে যেরূপ পান কবিয়াছিলেন; আত্মজা সত্যবতীকেও, তদ্রূপে ঋষিবর ঋচীকের করে অর্পণ করিলেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ ঋচীক গাধিতনয়া অথচ অনিন্দিতা সেই সত্যবতীকে লাভ করিয়া পরম প্রমোদিত হওত, নিজাশ্রমে তাঁহার সহিত তৎ ক্ষণাৎ সুরত ক্রীড়ায় আশক্ত হইলেন। এদিকে মহাত্মা ভৃগু, কৃতদার পুত্র এইটী শ্রবণ করত, আত্মজ ঋচীক ও নবোঢ়া বধূর সন্দর্শনার্থ তদুদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে দম্পতী ঋচীক ও সত্যবতী, দেবগণার্চ্চিত মহর্ষি ভৃগুকে আকস্মাৎ দর্শন করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও বিল্বদলে অর্চ্চনা করত, পশ্চাৎ ঋষি বরাসনে সমাসীন হইলে, দম্পতী অমনি দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু স্বীয়স্নুষা সত্যবতীকে দর্শন করত সাতিশয় সুপ্রীত হইয়া 'এই কথা

বলিলেন। বরবর্ণিনি! সম্প্রতি তুমি বরগ্রহণ কর, আমি তোমার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছি, এবং দুষ্করবর গ্রহণেও যদ্যপি তোমার একান্ত স্পৃহা হইয়া থাকে, তথাপিও আমার অদেয় নাই।

অতঃপর কামিনী সত্যবতী তপরশ্চণ অর্থচ বেদপারগ এবং মাতৃসম্বন্ধে অত্যন্ত বলবান্ এতাদৃশ পুত্র, ঋষির নিকট যাচিজ্ঞা করিলেন। ঋষিও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে সত্যবতি! এবমস্তু তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া তিনি ধ্যানে তৎপর হইলেন। অনন্তর মহামুনি ভৃগু স্বীয় অন্তঃকরণ দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিন্তাকরত, অতিশয় যত্নক্রমে অনলোপম একটী শ্বাস সৃজন করিলেন; পরন্তু তাঁহার নিশ্বাস বায়ু দ্বারা চরুদ্বয় নিঃসৃত অথচ পরিপক্ক করিয়া পশ্চাৎ ঐ চরুদ্বয় পুত্রবধূ সত্যবতীকে প্রদানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। হে কল্যাণি! সত্যবতি! তুমি এই চরুদ্বয় গ্রহণ কর, তোমার জননীর ঋতুকাল সম্প্রাপ্ত হইলে চতুর্থদিবসে তিনি ঋতুস্নানান্তর প্রসবের নিমিত্তে একটী বৃহৎ—অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্তিম চরু ভক্ষণ করিলে, মহা বলপরাক্রম এক সন্তান সমুৎপন্ন হইবে। হে সাধ্বি! সত্যবতি! তুমিও ঋতুকাল সম্প্রাপ্ত হইয়া চতুর্থদিবসে সুস্নাতা হওত, পাদপ শ্রেষ্ঠ একটী ঔডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই সিত চরু ভক্ষণ করিলে, তৎপ্রসাদাৎ এক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাপস—ভৃগু এবম্প্রকার হিতসাধন বাক্য বারম্বার বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে কোম-

লাঙ্গিনী সেই সত্যবতী ঋষিবাক্য হৃৎপদ্মে ধারণপূর্ব্বক করপদ্মে ঋষি প্রদত্ত চরু গ্রহণ করিয়া অমনি জননীর নিকট গমন করিলেন। অনন্তর পতিব্রতা সত্যবতী ঋতুস্নান দিবসে এটীক বৃহৎ অশ্বত্থ তরু আলিঙ্গন করিয়া ভৃগুদত্ত রক্তরাগ রঞ্জিত চরু গ্রহণ করিলেন; এবং তাঁহার মাতাও তৎকালীন ঔডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করত; অবশিষ্ট সিত চরু গ্রহণ করিলেন। এদিকে ঋষিসত্তম ভৃগু দিব্যজ্ঞানে বৃক্ষ এবং চরুর বিপর্য্যয় জানিয়া তৎক্ষণাৎ আগমনপূর্ব্বক বধূ সত্যবতীকে এই মাত্র বলিলেন। হে ভদ্রে! বৃক্ষ—আলিঙ্গনের এবং চরু—প্রাশনের বিপর্য্যয় ঘটনা ঘটিয়াছে, অতএব হে সত্যবতি! জানিবে ব্রাহ্মণ অথচ ক্ষত্রিয় আচারসম্পন্ন মহাবলশালী এক পুত্র উৎপন্ন হইবে, এবং তোমার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন অথচ সুধার্ম্মিক এক সন্তান সমুৎপন্ন হইবে। তপশ্চরণ—ভৃগু ভাবি বৃত্তান্ত এইরূপ বলিলেন, সাধ্বী সত্যবতী অমনি কারুণ্য বাক্য দ্বারা পুনর্ব্বার ঋষিকে প্রশ্ন করিলে, তিনি তৎকালে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন; হে সত্যবতি! তোমার গুণসম্পন্ন অথচ ধার্ম্মিক এক পৌত্র সমুৎপন্ন হইবে। মহর্ষি ভৃগু এবম্প্রকারই হইবে, এই কথা বলিয়া তত্রস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। এদিকে সুনয়না সত্যবতী সুলক্ষণ একটী গর্ব্ভ ধারণ করিলেন; তন্মাতা রাজ্ঞীও তৎকালে সুলক্ষণসম্পন্ন অথচ সুদীপ্যমান একটী গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। এইরূপে ক্রমাগত দশমাস ও দশদিবস পূর্ণ হইলে সুভক্ষণে সুপ্রভা—সত্যবতী সুদীপ্ত জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন; এবং তাঁহার জননীও

তৎকালে তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। কতিপয় দিনান্তরে কুমার জমদগ্নি ঋগ্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ে অচিরকালমধ্যেই সুশিক্ষিৎ হইলেন। এবং ধনুর্ব্বেদও প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার করিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্রও অবিলম্বে নিখিল বেদ ও পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ অদ্ভুত তপোবল দ্বারা নিখিল ধনুর্ব্বেদও সম্প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ সগর! জাজ্জ্বল্যমান সুতেজঃস্বী অথচ মহা তপঃশালী জমদগ্নি নিখিল—বেদমন্ত্র ও অত্যুগ্র তপশ্চরণ দ্বারা অধিকন্তু দ্বিতীয় তপনের ন্যায় অত্যন্ত দীদিপ্যমান হইলেন।

কালিকাপুরাণে জামদগ্ন্যুপখ্যান নামক
দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়

মৃকণ্ডুতনয় মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অতঃপর কিয়ংকাল সমতীত হইলে মহাতপা জমদগ্নি, বিদর্ভ রাজকন্যা পরমাসুন্দরী রেণুকাকে ভার্য্যার্থে স্বয়ং যত্নবান হইয়া প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঋষি জমদগ্নি প্রণয়িনী রেণুকার সহিত মন্মথক্রীড়ায়, কিছুকাল আশক্ত হইলে, পশ্চাৎ পতিপরায়ণা রেণুকা ক্রমান্বয়ে বেদসম্মিত পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সেই পুত্রসকলের নাম ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তন করিতেছি; তোমরা একচিত্তে শ্রবণ কর। প্রথম রুষন্বন্ত, দ্বিতীয় সুষেণ, তৃতীয় বসু, চতুর্থ বিশ্বাবসু এইরূপে পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ হইলে, পশ্চাৎ রাজনন্দিনী রেণুকাতে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন। মহাবলসম্পন্ন কার্ত্তবীর্য্য বধের জন্য শক্রাদি তাবৎ সুরগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বনমালী পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়া অধিকন্তু ভূলোকের গুরুতর ভার অপহরণার্থ পরশুর সহিত পঞ্চম গর্ব্ভে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু স্বাভাবিক উহাঁর ঐ পরশু ব্রহ্মাস্ত্রকেও ভেদ করিতে সক্ষম হন না; বিশেষত এই মহাপুরুষ, নিজ পিতামহীর ভৃগুদত্ত চরুভোজনের বিপর্য্যয় বশত ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইয়াও, সতত ক্ষত্রিয় আচারসম্পন্ন হইলেন; এবং রামনামে এই জগতিতলে সুবিখ্যাত হইবেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্রুরকর্ম্মে সততই সংরত থাকিবেন। বিশেষত পরশুরাম সমস্ত-

বেদাদি শাস্ত্রে পারগতা লাভ করত, অধিকন্তু নিখিল ধনুর্ব্বেদও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আর তিনি পিতা হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করত, বেদবাদেও সাতিশয় বিশারদ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! অতঃ শ্রবণ কর, একদা পরশুরামের জননী বরাননা রেণুকা গঙ্গাতীরে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন, আকস্মাৎ দেখিলেন, রাজা চিত্ররথ, নবীনবয়স্ক বয়স্যগণে সমাবৃত হইয়া পীনস্তনী যৌবনসম্পন্না অথচ কুরঙ্গলোচনা বহুলা ভার্য্যার সহিত যেন মদনবাণে আহত হইয়া প্রমত্তের ন্যায় জলকেলী করিতেছেন। পরন্তু রেণুকা সুমালী, সুকান্ত, তরুণ এবং চন্দ্রসন্নিভ এই সকল যুবক রাজগণকে অবলোকন করিয়া আকস্মাৎ যেন অনঙ্গাস্ত্রে আহত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু কামিনী রেণুকা কন্দর্পবাণে অত্যন্ত আহত হইয়া কামিনী মনোরঞ্জনকারক যুবা নৃপতিগণকে তৎক্ষণাৎ কামনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; বরং অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মদনচেষ্টায়, বিতৃষ্ণা হইয়া অধিকন্তু বিচেতনার ন্যায় অন্তসা ক্লিন্না অথচ কামমুগ্ধা রেণুকা সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে শান্তচিত্ত জমদগ্নি আত্ম যোগপ্রভাবে অন্যমনা অথচ ক্লেদবিশিষ্টা রেণুকা এইটী বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া কহিলেন; ওরে—পাপীয়সি! তোমাতে ধিক্ থাক, তুমি এই দারুণ দুষ্কার্য্যে মনঃ নিঃক্ষেপ করিয়াছ; এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত রুষম্বন্তাদি স্বীয় পুত্রগণকে বলিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা আমার

অনুমতি ক্রমে এই পাপনিরতা ব্যভিচারিণী রেণুকার এইক্ষণেই মস্তক ছেদন কর; আরক্তিম নয়ন ঋষি জমদগ্নি এইরূপ অনুমতি করিলে, ঋষিকুমার সকল তদ্বাক্যে অনুমোদন না করিয়া বরং জড়ের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া দণ্ডায় মান রহিলেন। পরন্তু তাপস জমদগ্নি সাতিশয় প্রকোপিত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সেই পুত্রচতুষ্টয়ের প্রতি দারুণ অভিসম্পাৎ করিলেন। ওরে—পাপাত্মন—পুত্রগণ! শোন যে হেতু মদ্বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমরা অচিরকালমধ্যে জড়দেহ প্রাপ্ত হইয়া গো—কুলে জন্মগ্রহণ কর।

অতঃপর অতিবীর্য্যবান্ ঋষি জমদগ্নি রামের—প্রতি গমন করিলেন, পরন্তু রামকে সম্প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, হে বৎস রাম! তুমি জনক বাক্যে, পাপিনী রেণুকার শিরশ্ছেদন কর। জ্ঞানবিহীন তোমার সেই ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ব্যভিচারিণী রেণুকার বিনাশের কারণ আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া জড়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তখন তাহাদিগকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করিয়াছি; অতএব হে প্রাণাধিক—রাম! সম্প্রতি পিতার পরিতোষের জন্য এই তীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা তোমার প্রসূতীর মস্তক ছেদন কর। হে মহারাজ! এইরূপে ঋষিকুমার রাম পিতার আদেশ অনুসারে হিতাহিত কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা না করিয়া সুতীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা তৎক্ষণাৎ জননী রেণুকার মস্তক ভূতলে পতন করিলেন। এদিকে মহামুনি জমদগ্নি, পত্নী রেণুকার বিনাশ অবলোকন করিয়া অগাধ ক্রোধসাগর হইতে সমুত্থিত

হওত, প্রসন্নবদনে রামের প্রতি বলিলেন। হে বৎস রাম! যে হেতু তুমি আমার বাক্য সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব হে পুত্র! তোমার সর্ব্বতোরূপেই মঙ্গল হউক। হে রাম! বিশেষত তুমি আমার যেরূপ প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, অতএব সম্প্রতি ইষ্টবর প্রার্থনা কর, পরন্তু পরশুরাম বলিলেন, হে পিতঃ! এদীনের প্রতি একান্ত যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে প্রথমত জননী রেণুকা ধরাতল হইতে সমুত্থিত হন, দ্বিতীয় মদগ্রজ ভ্রাতৃসকল দারুণ অভিসম্পাৎ হইতে বিমুক্তি হন, তৃতীয়, মাতৃহত্যা হইতে নিষ্কৃতি পাই, চতুর্থ সকল স্থানে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, পঞ্চম, কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত পরমায়ুর পরিভোগ হয়, ক্রমান্বয়ে এই পাঁচটী বর প্রদান করুন। হে নৃপসত্তম! রাম এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ঋষি জমদগ্নি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত কহিলেন; হে পুত্র! তোমার জননী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এইক্ষণেই উত্থিত হইবেন; অধিকন্তু আত্মবিনাশে বিস্মরণ থাকিয়া পূর্ব্ব হইতেও অধিকতর রূপলাবণ্যবতী হইবেন; এবং সর্ব্বত্র যুদ্ধে নিশ্চই তুমি জয় লাভ করিতে পারিবে, আর আকল্পকাল তোমার পরমায়ু ভোগ হইবে, পরন্তু মাতৃহত্যা জনিত পাতক হইতে নিশ্চয় পরিত্রাণ হইতে পারিবে, এইরূপ অভিলাষিত বর প্রদান করত ঋষি রামের প্রতি এই কথা বলিলেন। বৎস রাম! তুমি সকলশাস্ত্রই বিদিত আছ, অতএব দেখ বরপ্রদান দ্বারা এই ঘোরতর মাতৃহত্যা পাতক কিরূপে

বিনাশ হইতে পারে, অর্থাৎ কোন ক্রমেই পারে না; হে রাম! তন্নিমিত্ত তুমি অতি শীঘ্রই ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করিয়া তজ্জলে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলে, অচির কালমধ্যেই এই দুরন্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

হে পুত্র! দ্বিতীয়ত এই জগতের হিতের নিমিত্ত তুমি অতিদ্রুত মহাপুণ্য সেই ব্রহ্মকুণ্ডে গমন কর। তখন পুণ্ডরীকনয়ন রাম, পিতা জমদগ্নির তাদৃশ বচন আর্ণন করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃষোদক ব্রহ্মকুণ্ডোদ্দেশে গমন করিলেন। পরন্তু পরশুধৃক্‌রাম, পুণ্যতম সেই ব্রহ্মকুণ্ডে বিধিমৎ স্নান করত অধিকন্তু করলগ্ন সুতীক্ষ্ণ কুঠার সংধৌত করিলে, হে ঋষিগণ! অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর হইতে মাতৃহত্যা বিনিঃসৃত হইল, এইটী দর্শন করিয়া কৃতনিশ্চয় জানিলেন যে, আজ আমি মাতৃহত্যা পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, এইটী নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং পুনশ্চ তীর্থে আগমন করত, করস্থ কুঠার দ্বারা তত্তীর্থের বীথী (বর্ত্ম) পরিস্কার করিলে, সেই ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মকুমার সমুত্থিত হওত, কৈলাস প্রদেশ হইতে অপূর্ব্ব কায় গ্রহণ করিয়া লোহিতাখ্য মহান্ জলাশয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামতি রাম সমুত্থানপূর্ব্বক সেই লৌহিত্যনদের তটে সমাগত হওত, কুঠার দ্বারা পূর্ব্বদিকের ব্রহ্মপুত্রের মলাদিসকল নিঃসৃত করিলেন। অনন্তর পরক্ষণে ঐ ব্রহ্মপুত্র, হিমগিরি ভেদ করিয়া পশ্চাৎ মহাপীঠ কামরূপ সম্প্রাপ্ত হইলে, সেই অবসরে কমলযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং উহাঁর লোহিতগঙ্গা এই আর একটী নাম সংরক্ষণ করিলেন; এবং

লোহিত্য সরোবরতে সমাগত, তন্নিমিত্ত লৌহিতাখ্য নামেও বিখ্যাত হইলেন।

অতঃপর ব্রহ্মপুত্র, লৌহিত্যবারি দ্বারা নিখিল কামরূপ পীঠস্থান সম্যক্‌রূপে আপ্লবন করত, সকল তীর্থকে সংগোপন করিয়া দক্ষিণসাগরে গমন করিলেন। মহারাজ—সগর! এদিকে একদা কুরঙ্গনেত্রা দিব্যযমুনা ব্রহ্মতনয়কে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ যোজন অন্যস্থানে গমন করত, পশ্চাৎ লৌহিত্য-তোয়ে পতিত হইলেন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যে মানব চৈত্র-মাসের সিতাষ্টমী তিথিতে বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া লৌহিত্য-তোয়ে স্নান অনুষ্ঠান করে, সে অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। বিশেষত যে মনুষ্য সংপূর্ণ চৈত্রমাসে প্রযত মানস ও পরম শুচি হইয়া লৌহিত্য তোয়ে স্নান আচরণ করে, সে একমাত্র কৈবল্যপদ সম্প্রাপ্ত হইতে পারে। হে রাজন! পূর্ব্বকালে বীরশ্রেষ্ঠ ক্রূরকর্ম্মকৃৎ পরশুরাম যে নিমিত্ত মাতা রেণুকাকে বিনাশ করিয়াছিলেন; তৎসমস্তই তোমার নিকট কথিত হইল; বিশেষত যিনি এই মহদুপাখ্যান প্রতিদিন শ্রবণ করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘায়ু, বলবান্ এবং প্রমোদচিত্তে আনন্দ ভোগ করত, বীরাগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন।

হে মহামতে সগর! শৈলজা পার্ব্বতী যেরূপ শরীরার্দ্ধ বৃষাসন শম্ভুর সম্বন্ধে ত্যাগ করিয়াছিলন, তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; আর মহামতি বেতাল ও ভৈরব যেরূপে শূলপাণি শিবের সন্তান হইয়াছিলেন; এবং সেই

দেহেই শিবপার্ব্বতীর আরাধনা করিয়া গণেশত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও, বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে; হে নৃপ সত্তম সগর! অতঃপর তবোদ্দেশে অন্য কি কথনীয় হইবে তাহা বিশেষরূপে বল ?

এদিকে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ সগরের সহিত তপশ্চরণ ঔর্ব্বের হরগৌরী সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠসকল! তৎসমস্তই আমি কীর্ত্তন করিলাম; আর অন্য উৎকৃষ্ট যে যে প্রশ্ন করিয়াছ, অর্থাৎ ভৈরব ও বেতাল যেরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং পাঠাদির নির্ণয়, পরন্তু ভৃঙ্গী ও মহাকাল যে রূপে সমুৎপত্তি হইয়াছিলেন, এতৎসমস্তই বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তন করিলাম; অতঃপর হে ঋষিগণ! তোমাদের অন্য যে কোন বিষয়ে রুচি হয়, তাহাই প্রশ্ন করত? সর্ব্বসুখকর অথচ তত্ত্বমন্ত্র বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছ; পরন্তু বহু প্রকার ফলপ্রদ এই তন্ত্র সর্ব্বতোভাবে যিনি বিদিত হইতে পারেন; তিনি বেদান্ত উপনিষদাদি বিবিধ শাস্ত্রে সুতরাং একমাত্র অদ্বিতীয় পদ লাভ করিতে পারেন।

কালিকাপুরাণে ঔর্ব্বসগর সংম্বাদে কামরূপ পীঠনির্ণয়ে
লৌহিত্য পরশুরামোৎপত্তির্নামক ত্র্যশীতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত

—00—

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিলেন, হে গুরো! আপনকার কর্ত্তৃক যে সর্গ (অর্থাৎ সৃষ্টি) কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের একটী মহান্ সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে, হে ভগবন্! আপনার প্রসাদত আমরা কৃত কৃতার্থ লাভ করিতেছি; হে দ্বিজোত্তম! আমরা এই বিষয়টী পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব হে গুরুদেব! আপনি বলুন, ভৃঙ্গী এবং মহাকাল অন্য আবার কে, ভৃঙ্গী ও মহাকাল ব্যতীত বেতাল ও ভৈরব কি রূপেই-বা জন্মগ্রহণ করিলেন; বেতালই মহাকাল ভৈরব সাক্ষাৎ ভৃঙ্গী, অতএব হে দ্বিজশার্দ্দূল! ইহার মধ্যে এই চারটী কি প্রকার সম্ভব হইল? ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কহিতেছেন, মহাকাল ও ভৃঙ্গী ভূলোক সম্প্রাপ্ত হইলে পর মানবদেহে বেতাল ও ভৈরব এই নামে বিখ্যাত হওত, পরন্তু মহামতি বেতাল ও ভৈরব বাঞ্ছিত বর লাভ করিলে, ভগবান্ শঙ্কর তপশ্চরাণাশক্ত অন্ধকাসুরকে তৎকালে ভৃঙ্গী এই নাম, সংরক্ষণ করিয়াছিলেন; পূর্ব্বকালে অসুবর অন্ধক একদা ত্রিনয়ন হরের সহিত বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করায়, মহা বিপদাপন্ন হুন; পশ্চাৎ তিনি ত্র্যম্বক হরের আরাধনা করিয়া তাঁহারই পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন; বিশেষত আশুতোষ, সন্তান স্নেহ বশত উহাঁকেই ভৃঙ্গী নাম রাখিলেন। পরন্তু শূলপাণী শম্ভু, বলিসুত ছিন্নবাহু বাণকে সাতিশয় স্নেহবশত মহাকাল এই নাম সংরক্ষণ করিলেন।

হে তাপসশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! মহাকাল, ভৃঙ্গী এবং বেতাল ও ভৈরব ইহাঁদিগের এবম্প্রকারে চতুষ্টয়ত্ব জন্মিয়াছিল। অতঃপর তপোনিষ্ঠ—ঋষিগণ বলিলেন, ভূপতি সগর, তপোনিধি ঔর্ব্বের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমরা তাহাই শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইতেছি; নীতি দ্বারা ভার্য্যা, পুত্র এবং আত্মা ইহাঁদিগকে স্ববশে রাখা, পরন্তু রাজনীতি ও সতের নীতি ইহাতে যাঁহারা সর্ব্বদা সদাচারে সংস্থিতি থাকেন, এই এই বিষয়ের বিশেষ মহামুনি ঔর্ব্ব, রাজা সগরের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন; হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! সেই বিশেষটী সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিতে আমরা সকলেই ইচ্ছা করি, হে গুরুদেব! আমাদিগের প্রতি একটী বার করুণাকটাক্ষ নিঃক্ষেপ করত, তৎ সমস্তই বিশেষরূপে বলুন? চিরজীবী মার্কণ্ডেয় কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক বিশেষ যে, যে কথা কথিত হয়, দ্বিজসত্তমসকল! তৎসমস্তই তোমাদের নিকট বলিতেছি, সাদরপূর্ব্বক শ্রবণ কর। সগর রাজা এই মন্ত্রকল্পাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার নীতিশাস্ত্রাদির সবিশেষ অবগত হইবার জন্য মহর্ষির নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। চক্রেশ্বর সগর বলিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! যে নীতি দ্বারা পুত্র, কলত্র ও আত্মা একান্ত বশম্বদ হয়, সেই নীতির সবিশেষ সদাচার আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানপরায়ণ—ঔর্ব্ব বলিলেন, রাজেন্দ্র! যে নীতি-দ্বারা ভার্য্যা, পুত্র এবং আত্মা ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে আত্মবশ করিতে পারে, সেই বিশেষটী আমা হইতে একান্তচিত্তে

শ্রবণ কর। অসূয়া পরিবর্জ্জিত অথচ সুদক্ষিণ জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ এবম্বিধ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে প্রথমতঃ সেবা করিবে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে এই নীতিশাস্ত্রসকল সযত্ন ক্রমে অথচ নিরন্তর শ্রবণ করিবে; এইটী, বেদ ও শাস্ত্রে বিশেষরূপে নিশ্চিত আছে।

উক্ত বয়োবৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রগণ যাহা বলিবেন, প্রাজ্ঞ নৃপতিগণ তাহাই প্রযত্নরূপে আচরণ করিয়া থাকেন। শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পঞ্চ অশ্বের ন্যায় জ্ঞান করিবে, আর শরীর সাক্ষাৎ রথস্বরূপ, আত্মাই রথী, জ্ঞান কশা, মনঃ যেন সারথি এবম্প্রকারে ইন্দ্রিয়, শরীর, আত্মা, জ্ঞান এবং মনঃ এই পাঁচটীকে অশ্ব, রথ, রথী, কশা ও সারথি এই এই রূপ সমনুষ্ঠান করিবে। হে রাজন্! সেই অশ্বসমূহকে সুদান্ত করিলে সারথি, সুতরাং আত্মবশতাপন্ন হইয়া থাকে, এবং কশা, সর্ব্বদা দৃঢ়তা জ্ঞান করিলে, শরীর স্বাভাবিক স্থিরতালাভ করেন। আর অদান্তঃ অশ্বে আরোহণ করিলে, অশ্বের ইচ্ছানুযাই গমন করিতে হইলে সুতরাংই বিপথগামী হইতে হয়, পরন্তু সারথি স্বীয়-স্বেচ্ছানুরূপ যদ্যপি অশ্বগণকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সুতরাং স্ববশ থাকিতে পারেন; অর্থাৎ কোনক্রমেই পরবশ হইতে হয় না, পরন্তু তিনি যদি মহারথীও হন, তথাপিও পরবশ হইতে হইবে। হে মহারাজ! নৃপতি শ্রেষ্ঠ রাজা বিষয় বাসনা হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে তৎপ্রকার পরিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতই বশ্য হইয়া থাকে, এবং মনেরও দৃঢ়তা জ্ঞান হইয়া পড়ে।

কশায়ের দৃঢ়তা জ্ঞান হইলে, হে নৃপসত্তম! সারথি, অশ্বগণের একমাত্র ঈশ হইয়া উহাদিগকে প্রেরণ করত, স্বাধিনতা লাভ করিয়া থাকেন, অতএব মহামতে সগর! ইন্দ্রিয় ও মন ইহাদিগকে একান্ত স্ববশে রাখিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠান করিলেই আত্মার হিতসাধন হইয়া থাকে। ভূপতি, স্বেচ্ছানুরূপ ভোগ করিবে, পরন্তু কদাচ লোভের বশতাপন্ন হইবে না; আর দর্শন করিতে হইলে স্বেচ্ছানুযায়ী দর্শন করিবেন না, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদৃষ্ট বিষয়ই দর্শন করিবেন, পরন্তু শ্রবণ করিতে হইলেও শাস্ত্রবিহিত অথচ শ্রবণের বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু অশাস্ত্রীয় উপদেশ কদাচ শ্রবণ করিবেন না। হে নরেশ সগর! ধীর মনুষ্য শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত অন্য অমৃতোপম হইলেও, তাহাতে কদাচ কর্ণপাত করিবেন না। এবম্প্রকারে ঘ্রাণ ও রসাদি তাবদ্বস্তু সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া স্বেচ্ছা দ্বারা যদি উপভোগ করেন, তবে তিনি কখনো জ্ঞানভাগী হইতে পারেন না, বরং অধিকন্তু বিষয়ে সংলিপ্ত হইয়া পড়েন। রাজা এবম্প্রকার যদ্যপি সমনুষ্ঠান করেন, তবে সুতরাং তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন। জিতেন্দ্রিয়ের প্রতি প্রধান কারণ বয়োধিক প্রাচীনের উপসেবন এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা অবলোকন, আর নৃপতি যদ্যপি শাস্ত্রবিশারদ হন, কিন্তু বৃদ্ধের সেবা কখনো করেন না, সুতরাং তিনি শত্রুর বশতাপন্ন হন; সেই হেতু রাজা শাস্ত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচীনের সহিত সর্ব্বদা সহবাসী হইলে, নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। হে সত্যব্রত! রাজা, শাস্ত্রজ্ঞ

হইয়া যদ্যপি বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করেন ; তাহা হইলে তিনি ধৈর্য্য, প্রাগল্‌ভ্য, উৎসাহ, বাক্‌পটুতা, সু বিবেচনা, দক্ষত্ব, ধার্ম্মিক, দানশীল, মৈত্রতা, কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়তর—শাসন, সত্যতা, শুচিত্ব, সাতিশয় নিশ্চয়াত্মিকা—বুদ্ধি, পরাভিপ্রায় বিদিত, সুচরিত্র, বিপদিধৈর্য্যতা, ক্লেশ—সহ্যতা, গুরু, দেব, দেবী, দ্বিজ ইহাঁদিগের অর্চ্চনায় একান্তমতি, অনসূয়া, রাগাদি বিবর্জ্জিত এই সকল গুণে সদাকাল আশক্ত থাকেন। পরন্তু কার্য্যাকার্য্যের ও ধর্ম্মার্থাদির যথার্থ বিচারক, রণে সততই অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

নৃপতে সগর! সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড এই চতুষ্টয় প্রথমে জ্ঞাত হওত, রাজবিচারে এত চ্চতুষ্টয় নিরক্ষীণ করত, পশ্চাৎ প্রয়োগ করিবে। সামের (অর্থাৎ সন্ধির) বিষয়ে যে ভেদ করা, তিনি মধ্যম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ; আর দানের বিষয়ে যদ্যপি দণ্ড করা যায় তবে, সেও অধম রূপে সংকীর্ত্তিত, এবং দণ্ডবিষয়ে যদিচ দান করা হয়, তদপি অধম বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু সামবিষয়ে যদ্যপি দণ্ডের সংঘটনা ঘটে, সে অধমাধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। রাজন্! ভূভৃৎ রাজা, ভেদ ও দণ্ডের সৌজন্যতা সততই বিদিত হইবেন ; আর সামে, দানের উপযোগ করিলে, জাতিভেদে সৌজন্যতা জানিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান, অহঙ্কার এই ছয়টীর অতিশয়তা হইলে রাজা শত্রুরন্যায় ত্যাগ করিবে, কিন্তু যথাকালে ইহাদিগের সেবা করিবে, লোভ আর অহঙ্কার এই দুইটী সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবে।

নৃপগণের সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় তীব্র তেজঃ এই হেতু আখেটকার্থ্যাস্ত্রী, (দুশ্চরিত্রাস্ত্রী) সেবা, (উপাসনা) পান, (সুরা) আত্মভূষণ, রাগ, দণ্ড এবং পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) এই সাতটী সর্ব্বথাই ত্যজ্য জানিবে। পরন্তু রাজা, বিরক্তা অথচ পরনারী ইহার সেবা সততই ত্যাগ করিবেন; আর নিজনারী যদ্যপি একান্ত সতী হন; তবে মিষ্টবচন ও দৃঢ়তর প্রেম দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সেবা করিবেন, বিশেষত রতিপুত্র, ফলবতী দারা (স্ত্রী) ইহার একতরও কদাচ ত্যজ্য নয়, পরন্তু রতি ও পুত্রের নিমিত্তে স্ত্রীসমূহ সততই স্বামী কর্ত্তৃক সেবনীয়, সাতিশয় সেবনীয় হইলেও, অতিশয় সেবা কখনই করিবেক না। সৎকার্য্যাশক্ত রাজা মৃগয়ায় যদ্যপি গমন করেন, তখন প্রমোদা কামিনীগণের বাসস্থান নিত্যই বর্জ্জন করিবেন; এবং অক্ষক্রীড়াও করিবেন না; অন্য প্রাণিগণ একান্ত যদ্যপি ঐ অক্ষক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিবেন। অকার্য্য, মন্ত্রণা—ভেদ, কলহ, সৎকৃতির—বিনাশ, শুচিত্বের ব্যাঘাৎ, মাঙ্গলিক-কার্য্যের বিনাশ যে হেতু এই সকল কার্য্যের প্রতি প্রধান কারণ সুরাপান, অতএব সুবুদ্ধিমান্ পুরুষ সেই সুরাপান সর্ব্বতোভাবেই ত্যাগ করিবে। পরন্তু ঐ সুরাপান প্রাণক্ষয় করিয়া থাকেন, অধিকন্তু পানোন্মত্ত পুরুষ, জ্ঞানবঞ্চিত হইয়া শরীরের ভূষণাদি কুলটা কামিনীগণের প্রতি নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই হেতু সুরাপান সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবে। অভিশপ্ত, চৌর, ঘাতক, আততায় ইহাদিগের প্রতি পৃথিবী-

পাল রাজা সততই পারুষ্য দণ্ডবিধান করিবেন, এতদ্ব্যতীত অন্যত্র পারুষ্য দণ্ডবিধান করিবেন না; কিন্তু নৃপতিসত্তম, বাক্-পারুষ্যও সর্ব্বত্র কদাচ বিধান করিবেন না; কেবল একমাত্র সত্যপরায়ণ হইয়া শুদ্ধ সত্যবাক্য দ্বারা সত্যপরায়ণ জনসমূহের রক্ষা করিবেন। নরপতি—রাজা ক্ষমা, তেজঃ, প্রস্তাব, যান, আসন, আশ্রয়, দ্বৈধ, সন্ধি, বিগ্রহ, এই কএকটী গুণ সতত অভ্যাস করিবেন।

হে মহারাজ! যিনি, এই সকল রাজনীতি বিশেষরূপে না জানেন; তিনি, স্থান, বৃদ্ধ, অক্ষয়, কোষ, জনপদ, দণ্ড এবং রাজ্য এতদ্বিষয়ে যাথেছিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কোষ, জনপদ এবং দণ্ড ইহার এক এক বিষয়ে যে তিন, তিন গুণ হইবে, তাহা প্রস্তাবক্রমে পরক্ষণে নিযোজিত হইবে, এবং মিত্র, শত্রু ও উদাসীন ইহাদিগের প্রভাব তিন তিন প্রকার কথিত হইবে। প্রজারঞ্জক রাজা, জিগীষা, ধর্ম্মকৃত্য, অষ্টবর্গ এবং শরীরযাত্রা—নির্ব্বাহ এই কএকটী বিষয়ে সততই মন্ত্র নিশ্চয় করিবে, অধিকন্তু সুবুদ্ধি অথচ বয়োধিক এবম্বিধ মানবের নিকট হইতে সদ্‌বুদ্ধি গ্রহণ করত, অমাত্য, শত্রু, পুত্র, অন্তঃপুর এবং রাজ্য এই কএকটী স্থানে অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। রাজা—কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, সৈন্যসমূহের—করসাধন, সাধারণ করগ্রহণ, সৈন্যদলের আদান, গজ, বাজির—বন্ধন এবং শূন্যগৃহে প্রাণিসমূহের সংস্থাপন এই সকল নিজ অমাত্যগণ দ্বারা সততই সমনুষ্ঠান করাইবেন; অধিকন্তু অপরাধী ব্যক্তিকে নিয়তই

সংরুদ্ধ রাখিবেন; পরন্তু এই অষ্টবর্গে চার (নিগূঢ় তত্ব যদ্দারা বিদিত হওয়া যায়, তিনিই চারপদ বাচ্য হন) সকল সম্যক্ প্রকার প্রয়োগ করিবেন। ভূপতি রাজা অষ্টবর্গাধিকারির সম্বন্ধে কার্য্যাকার্য্য বিভাগের নিমিত্ত আটী চার নিয়োগ করিবেন; পরন্তু অন্য দশটী বিষয়ে যে চার নিয়োজিত করিবেন; তাহা ক্রমান্বয়ে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। স্বামী, সচিব, মন্ত্রী রাষ্ট্র, মিত্র, কোষ, বল, (সৈন্য) সুরগুরু বৃহস্পতি এই কএকটীকে রাজ্যাঙ্গ প্রথম দুর্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্দুর্গযুক্ত চার অষ্টবর্গে সম্যক্ উদিরিত হইলেও, আত্মাতে কখনও নিয়োগ করিবে না। হে রাজন্! সুবিজ্ঞ রাজা, যে স্থানের অবস্থা বিশেষরূপে না জানেন, সেই স্থান, চারগণ দ্বারা নিরূপণ করিবেন; তৎ প্রতীকার অবশ্য নিরূপণ করিয়াও একান্ত যদ্যপি ছিদ্র থাকে, তাহারও সর্ব্বতোভাবে প্রতীকার করিবেন। এই সকল উক্ত বিষয়ে, যথা—নিয়োগের যদ্যপি অন্যথাচরণ হয়, তবে নৃপতি যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের পক্ষে দণ্ডবিধান করিবেন; কিম্বা পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম চারসকলই নিয়োগ করুন। ভূপাল রাজা রহস্যে (নির্জনে) সংস্থিত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে সুমন্ত্রীর সহিত প্রদোষ সময়ে (অর্থাৎ সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে ৪ দণ্ড কাল প্রদোষ) চারসমূহের প্রতি তত্ত্বানুসন্ধান, অধিকন্তু প্রশ্ন করিবেন? আর একান্ত প্রয়োজন হইলে, তৎকালীনই প্রয়োগ করিবেন। স্বপুত্রে কিম্বা বিশুদ্ধ মহানসে (পাকশালায়) যে সকল চার নিযুক্ত আছে, রাজা তাহাদিগের প্রতি

প্রশ্ন করিতে হইলে অর্দ্ধরাত্রে মন্ত্রীর সহিত জিজ্ঞাসা করিবেন; আর একান্ত যদি ঐ চারগণকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে মন্ত্রীব্যতীতও স্বয়ং নিরীক্ষণ করিবেন; পরন্তু অন্য যে সমস্ত চার ইতস্ততঃ নিয়োগ করিতে হইবে, তদ্বিষয় সুবিজ্ঞ মন্ত্রীর সহিত সদসৎ পরামর্শ করিয়া প্রেরণ করিবেন।

হে নরশার্দ্দূল—সগর! অতঃপর চারের লক্ষণ কহিতেছি; শান্তচিত্তে আকর্ণন কর। চার সকল কদাচ এক বেশধারী নয়, অর্থাৎ নানা বেশভুষাবলম্বী অথচ সর্ব্বদা সমুৎসাহী সর্ব্বত্র সম্মানিত নয়, ক্বচিৎ কোন স্থলে কারণবশত সুপূজিতও হন; আর ইহারা সাতিশয় দীর্ঘাকার নয়, অথচ বামনরূপীও নয়, বিশেষত ইহারা কদাচ দিবাচারী নয়, অর্থাৎ রাত্রিচর, আর রোগী নয়, এবং ইহাদিগের বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্থূল নয়, দিতীয়ত ইহারা মান, বিভব, ভার্য্যা, পুত্র এতদ্দারাও বিবর্জ্জিত নয়, বরং সর্ব্বদা কার্য্যদক্ষ অথচ বিশ্বাসী, সেই হেতু রাজা, তত্ব বিনিশ্চয়ের জন্য এবম্বিধ চার, সর্ব্বথা কার্য্যে নিযোজিত করিবেন। অনেক বেশভূষায় সক্ষম, ভার্য্যাপুত্রে সংযুক্ত, বহুবিধ দেশ ও বহুপ্রকার বাক্যে অভিজ্ঞ, অথচ পরাভিপ্রায়—বিদিত, সুদৃঢ় প্রভুভক্ত এবং সকল কার্য্যে সুদক্ষ, রাজা এবম্বিধ ব্যক্তিকে সততই চারকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন; পরন্তু রাজা স্বয়ং যদি রাজ্যরক্ষার্থে কি বনিক্‌পথে অথবা দুর্গম স্থানে কখন গমন করেন, তবে এবম্প্রকার চার সততই নিয়োগ করিবেন। সুবিবেচক রাজা, অন্তঃপুরে চার নিযুক্ত করিতে হইলে, পিতৃতুল্য অথচ ধীর

(পণ্ডিত) এবং প্রাচীন এইরূপ চার নিয়োগ করিবেন। ষণ্ড, পণ্ড, বৃদ্ধ আর শুদ্ধান্তঃকরণ বুদ্ধিতৎপরা স্ত্রী কিম্বা অত্যন্ত প্রাচীনা নারী ইহাদিগকেই দ্বারদেশে সর্ব্বদা নিয়োজিত করিবেন। রাজা একাকী কদাচ শয়ন করিবেন না, আর একাকী ভোজনও করিবেন না, কিম্বা মহিষী—রাজ্ঞীকে প্রাণতুল্য মৈত্রের নিকট কখনই প্রেরণ করিবেন না। পরন্তু একাকী পুরুষ, একাকিনী কামিনীর নিকট কদাচ গমন করিবে না; যদ্যপি কার্য্যানুরোধে গমনের একান্ত আবশ্যক হয়, তবে দ্বিতীয় পুরুষ সহায় করিয়া গমন করিবে; দ্বিতীয় পুরুষ তৎকালে অভাব হইলে সেই একাকিনী কামিনীর নিকট অপরা কোন কামিনীকে প্রেরণ করিয়া একাকিনীর নিকট গমন করিবে। রাজা সতত অপ্রমাদ আচরণ করত, অমাত্য বিশুদ্ধ ভার্য্যা, পুত্র ইহাদিগকে উপধাকার্য্যে নিয়োগ করিবে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ইহাদিগের একমাত্র মূলিভূত উপধা, কাম এতদ্দ্বারা ভার্য্যা এবং পুত্র ইহাদিগের শোধন করিবে। ধর্ম্ম, উপধা, কাম এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে শোধন করত, কাম, উপধা, ধর্ম্ম এই সমস্ত দ্বারা সচিবগণকে (মন্ত্রীগণ) সংশোধন করিবে। পরন্তু যাগ, যজ্ঞ এবং দান এতদ্দ্বারা ইহলোকেই নৃপত্বপদ লাভ হইয়া থাকে, রাজন! রাজ্যার্থী রাজা এবম্প্রকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে। এই অভিচার দ্বারা ভূপতি রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অশ্বমেধ, নরমেধ, গোমেধ, রাজসূয় এবং অন্যান্য যজ্ঞ এই সকলধর্ম্ম, রাজাধি-রাজচক্রবর্ত্তীর সততই কর্ত্তব্য; ভূপতি

স্বয়ং যদ্যপি না করিতে পারেন ; তবে ঋত্বিক্, পুত্র, গুরু ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামতা ইহার একতর দ্বারা অনুষ্ঠান করাইবেন। রাজা এবম্প্রকার মন্ত্রীর সহিত সুমন্ত্রণা করত, রাজ্যকার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন।

সুচারুরূপে রাজ্য রক্ষা করিতে অভিলাষী হইলে, সচিব, রাজা হইতেও, অধিকতর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে রাজা কখন ও রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। ভূপতি রাজা অত্যর্থ পার্থিবাভিচারক ব্রাহ্মণকে প্রাণান্তিক দণ্ড, কিম্বা বাসস্থান হইতে নির্যাপন করিবেন। রাজেন্দ্র! এই ধর্ম্মোপধা দ্বারা অমাত্য, পুত্র এবং কলত্র ইহাদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবে, এতাদৃশী কিম্বা অন্যপ্রকার উপধা ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে। নীতিবিৎ—রাজা প্রথমত কোষাধ্যক্ষের সহিত সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া পশ্চাৎ অমাত্যের সহিত প্রতারণা করিবে, অধিকন্তু পুত্র কি অন্যের প্রতি মন্ত্র, সদ্ম, আত্মাপমান এবং নিগূঢ় ধনতত্ত্ব কিম্বা পরমায়ু ইহার একতরও কদাচ প্রকাশ করিবেন না। মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাজ! এই যে প্রচুর কোষাগার ইনি মত্তোৎপাদনের একমাত্র কারণ স্বরূপ, অতএব রাজন্! এতদ্দ্বারা ইহ কি, পারকীয় ধর্ম্ম সঞ্চয় করাই সতত কর্ত্তব্য ; বিশেষত ধনবান্ বিপুল ধন দ্বারা কোন, কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিতে পারেন, অর্থাৎ সকলই অনুষ্ঠান করিতে পারেন। নৃপসত্তম! এবম্প্রকার কিম্বা কোষগত অন্য উপায় দ্বারা পুত্র, কলত্র অমাত্যাদি ইহাদিগের সতত পরিশোধন করিবে।

পরন্তু কোষদোষাকর ব্যক্তিদিগের বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিনাশ করিবে, কিম্বা ঐ ধনাপহারিদিগের সর্ব্বস্ব আকর্ষণ করত, রাজ্য হইতে নির্ব্বাস করিবে। মতিমান্ নৃপতি দ্বৈধচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিকে ধনাগারে ধন রক্ষণার্থ কদাচ নিযুক্ত করিবেন না। রাজা ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা ভার্য্যা, পুত্রী, দৌহিত্রী, স্নুষা, প্রস্নুষা ইহাদিগের এবং সচিব, পুত্র, পৌত্র, সেবক ইহাদিগেরও সতত পরিশোধন করিবেন। আর ইহারা যদ্যপি কুলকলঙ্কী হন, তবে বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তিক দণ্ড করিবেন; তন্মধ্যে রাজা, স্ত্রীর শাস্ত্রনির্ণিত দণ্ড, এবং ব্রাহ্মণের স্ব দেশ হইতে নির্যাপন, অধিকন্তু সচিবের যদি মোক্ষধর্ম্মে দৃষ্টি না থাকে আর হিংসা, পৈশুন্য বিবর্জ্জিত, অথচ এক ক্ষমামাত্র সার এবম্বিধ সচিবকে তৎক্ষণাৎ পরিবর্জ্জন করিবেন, কিন্তু ঐ সচিবের যদ্যপি একমাত্র মোক্ষধর্ম্মে দৃষ্টি থাকে, তবে দণ্ডার্হ হইলেও, দণ্ডবিধান করিবেন না। পরন্তু রাজা, যে মন্ত্রী সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি বিতরণ করেন, তাহাকেও পরিবর্জ্জন করিবে। হে মহারাজ! দৈত্যগুরু উশনসা স্বয়ং এবম্প্রকার উপধাসূত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, আর কোষাগার সততই ধন দ্বারা পূর্ণ রাখিবে। ভূপতি রাজা বিদ্যান, সর্ব্বকার্য্যে—বিশারদ, নিছিদ্র, বিশাল—কুলসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থে সুনিপুন, অথচ ঋজু এবম্বিধ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্রীকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন; এবং সমবুদ্ধি মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবেন, কিন্তু অত্যর্থ কখনই আচরণ করিবেন না। রাজা, সুমন্ত্রণা

করিতে হইলে, একটী মন্ত্রীর সহিত কদাচ মন্ত্রণা করিবেন না, এবং ব্যস্ত ও অসমবুদ্ধি এতাদৃশ মন্ত্রীর সহিতও মন্ত্রণা করিবেন না; অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে চিত্তবৃত্তি প্রফুল্ল হয়, এতাদৃশ রত্নরাজী দ্বারা একটী সুরম্য মন্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু অরণ্য, নিঃশলাক, যামিনীযোগে, শিশুর সন্নিহিতে শাখাসমূহ, মৃগগণ, পণ্ড, শুক, বৈশারিক এই সকল বস্তু, মন্ত্রগৃহে সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জন করিবে, কারণ ইহারা মন্ত্রদূষক বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে নির্ণিত আছে। বিশেষত এই মন্ত্রদূষকেরা, মন্ত্রগৃহে থাকিলে ভূপতি—রাজা শত—শত কার্য্যক্ষেম মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিলেও, কোন অংশে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। রাজা দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি দ্বারা দণ্ড করিবেন, অদণ্ডার্হকে কখনও দণ্ড করিবেন না। যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যদি দণ্ডবিধান না করেন, আর অদণ্ড্যকের সম্বন্ধে যদ্যপি দণ্ডবিধান করেন, তবে তিনি নৃপতিপদ প্রাপদ প্রাপ্ত হইয়া চৌরকিল্বিষ নামক নরক সম্প্রাপ্ত হন।

হে অবনীপতে সগর। অতঃপর শ্রবণ কর, রাজা রাজনগরীর রক্ষার্থ এবম্প্রকার, অট্টাল, (প্রাচীরের উপর ভাগ) গোপুর এতদ্দ্বারা সতত দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন; বিশেষত ভূষণীয় দ্রব্য দ্বারা নগর সুভূষিত করত, নগরের প্রান্তভাগে বিষাল দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন, অধিকন্তু নৃপতিদিগের দুর্গ ও বল নিত্য দুর্গ বলিয়াই প্রশস্ত জানিবে। দুর্গস্থ এক ধনুর্দ্ধর পুরুষ শত যোদ্ধার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিবেন; এতাদৃশ শতাধিক দশসহস্র বীরের যে স্থানে পরাজয় হয়, সেই

স্থানই বিশেষ দুর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, আরণ্যদুর্গ, বলদুর্গ, শৈলদুর্গ, পরিখাতদুর্গ নৃপতি রাজা রাজ্য রক্ষার্থে এই অশেষ প্রকার দুর্গ পরিনির্ম্মাণ করিবেন। রাজা দুর্গবিনির্ম্মাণ করত, ত্রিকোণ অথচ ধনুরাকৃতি একটী পুর নির্ম্মাণ করিবেন, কিম্বা চতুষ্কোণ বর্ত্তুলাকারই বা করুন, এতদ্ভিন্ন অন্যথা করিলে, নগর সংজ্ঞা কথিত হয়। পরন্তু মৃদঙ্গাকৃতি দুর্গ বিনির্ম্মাণ করিলে, সততই স্বকুল বিনাশ হইতে থাকে, পূর্ব্বকালে যে প্রকার রাক্ষসরাজ দশানন লঙ্কাদুর্গে বাস করায়, স্বকুল সংহার হয়, আর বলিরাজার শোণিত নগর তেজোদুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হেতু তিনিও অচীরকালে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন; মায়াবী শাল্লরাজার পঞ্চক্রোষ পরিণত শেতাখ্যপুরীতে মৃদঙ্গাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করায়, ঐ শাল্লপুরীও অতি শীঘ্র শ্রীঃবিহীন হইয়াছিল। অযোধ্যানগরীতে সূর্য্যবংশজ-মহারাজ ইক্ষ্বাকু ধনুরাকৃতি একটী দুর্গ বিনির্ম্মাণ করেন; তদবধি কতকাল পর্য্যন্ত ঐ ইক্ষ্বাকু বংশ গঙ্গাস্রোতের ন্যায় চলিতেছে; অধিকন্তু তদ্বংশে গোলোকবেহারি হরি স্বয়ং রাম রূপে অবতীর্ণ হন, আর সূর্য্যবংশজাত নৃপতিগণ এই সসাগরা পৃথিবীর জয়লাভ করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষ ধনুরাকৃতি বিচিত্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দসুখে কালযাপন করিয়াছিলেন; ধনুরাকার দুর্গ সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ জানিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরপতি দুর্গভূমিতে মঙ্গলদায়িনী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করত, পশ্চাৎ দিক্‌পালদিগের দ্বারদেশে সমর্চ্চনা করিলে, ধ্রুবই জয়লাভ হইয়া থাকে। ভূপতি

নিত্য জয়বৃদ্ধির নিমিত্তে শাস্ত্রোক্ত দুর্গ বিনির্ম্মাণ করিবেন; আর রাজ্যের একান্ত যদ্যপি মঙ্গল আকিঙ্ক্ষা করেন, তবে প্রমাদতও ব্রাহ্মণগণের অপমান কদাচ করিবেন না। বিশেযত রাজা ভ্রমাদপি ব্রাহ্মণের যদ্যপি অপমান করেন, তবে এই ভূলোকে একটী কলঙ্কবৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া পরলোকেও দুঃখভাগী হওত, নিরবছিন্ন নিরয়ে বাস করিতে থাকেন। পরন্তু রাজা স্বরাজ্যের মঙ্গল একান্ত ইচ্ছা করিলে, কস্মিন্‌কালেও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ আচরণ করিবেন না; বরং বস্ত্রালঙ্কারে ব্রাহ্মণদিগের সতত পূজা করত, সর্ব্বদা পরিতোষ করিবেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণগণের নিন্দা মনোদ্বারাও আচরণ করিবেন না। অবনীনাথ—রাজা এবম্প্রকারে ব্রাহ্মণদিগের নিরন্তর সমাদর করিলে, এই ভূমণ্ডলে একাধিপত্য পদ সম্প্রাপ্ত হওত, অপ্রমাদী, চারু চক্ষু, গুণবান, প্রিয়ম্বদ এই সকল গুণভাগী হইয়াও, পরলোকে মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট সুখসম্পদ ভোগ করিতে থাকেন।

ব্রাহ্মণ পরিতোষ করিয়া যে সকল গুণরাশি আত্মাতে ভোগ করিতে থাকেন, তওদ্‌গুণে পুত্রোৎপাদন হইয়া তাঁহারাও তদ্‌গুণাবলম্বী হওত, স্বছন্দ সুখরাশি ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ নরপতি পুত্রেরপ্রতি স্বতন্ত্রতা কদাচিৎ প্রদান করিবেন না; কারণ রাজকুমার যদ্যপি স্বতন্ত্রতায় প্রবর্ত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই বিকার সম্প্রাপ্ত হন; এই কারণ বশত রাজা পুত্রাদির নির্ব্বিকার সমুৎপাদনের নিমিত্তে সতত বৃদ্ধের সহিত সহবাস ও আলাপ করাইবেন। ভূপতি ভোজন,

বসন, পান, পুরুষবীক্ষণ এবং কামচেষ্টা এই কএকটীকার্য্যে সর্ব্বদা কামিনীপ্রসঙ্গ বর্জ্জন করিবেন; কিন্তু অস্বতন্ত্রা স্ত্রী বর্জ্জন না করিলেও নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। স্বতন্ত্রপরতা স্ত্রীসমূহের আনয়ন করিলে, কেবল একমাত্র অনিষ্ট-ঘটনাই ঘটে; অতএব নৃপতিসত্তম মনোহর উপধা দ্বারা আত্মা, পুত্র, কলত্র পরিশোধন করিয়া যৌবরাজ্য অবরোধের নিমিত্তে নিযোজিত করিবেন। অন্তঃপুরে স্বতন্ত্রতা ব্যক্তির প্রবেশ করিতে দেখিলে, সর্ব্বদা নিষেধ করিবেন, এবং রাজপুত্র কিম্বা রাজমহিষী ইহাদিগের নিকটও যদি স্বতন্ত্র পুরুষ গমন করে, তাহাকেও সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিবেন। এই বিশেষ নৃপধর্ম্ম সংক্ষেপে মৎকর্ত্তৃক কথিত হইল, অধিকন্তু পুত্র ও ভার্য্যা ইহাদিগের গুণবিন্যাসে মহাত্মা উশনা ও ঋষি—বৃহস্পতি রাজনীতির যে যে নিয়ম কহিয়াছেন; এবং অন্য যাহা বিশেষ আছে, তৎ—সমস্তই হে মহারাজ! তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; অতএব যে—মহাভাগ এবম্প্রকার রাজনীতির সমনুষ্ঠান করেন, তিনি রাজ্য হইতে কদাচ অবসন্ন হন না; বরং দিন দিন ভূয়সী শ্রী লাভ করিতে থাকেন।

কালিকা-পুরাণে রাজনীতি বিশেষ নামক
চতুরশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়

তাপসশ্রেষ্ঠ—ঔর্ব্ব কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্—সগর ! সদাচারে যে বিষয় বিশেষ অর্থাৎ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই বিশেষটী আমা হইতে সম্যক্‌রূপে শ্রবণ কর। মহাজন—সাধুসকল ক্ষীণ দোষরাশিকে সৎশব্দ ও সাধুবাচক বলিয়াছেন ; তাঁহাদিগের যে আচরণ, ঐ আচরণই সদার বাচ্য হন। আগম, নিগম, পুরাণ এবং নানা সংহিতা এই সকল শাস্ত্রে সদাচার উদ্দেশ করিয়া যে প্রকার যাহা উক্ত হইয়াছে, গৃহস্থের ন্যায় সেই সকল গ্রহণ করিবে। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ পাঠ করত, ঋষিগণের পূজা করিবে ; পরন্তু হোম দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা, শ্রাদ্ধীয় অন্নে পিতৃগণের আরাধনা, অন্ন, ব্যঞ্জন ও বলিকার্য্য দ্বারা প্রাণিবর্গের তৃপ্তিসাধন, করিবেন ; মৈত্রপ্রসাদন, দন্তধাবন, স্নান, তর্পণ, এবং নিষেকাদি কার্য্যও গৃহস্থের ন্যায় করিবেন। অতঃপর রাজা ষট্‌কর্ম্মাদি কার্য্যে বেদবিৎ—ব্রাহ্মণগণকে নিয়োজিত করিবেন, ক্ষত্রিয়দিগকে স্বে স্বে ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। রাজন্ ! যিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম আচরণ করেন ; ভূপতি রাজা, তাহাকে শতপ্রকার দণ্ডবিধান করত, পুনর্ব্বার তাহাকে সেই স্বকীয়ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবেন। রাজা সাম্বৎসরিক কার্য্যে ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া অবশ্য আচরণ করিবেন ; তাহাই বিশেষরূপে শ্রবণ কর। শরৎ-

কালে মহাষ্টমী তিথিতে ভগবতী দুর্গার পূজায়, পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে বিধি উক্ত হইয়াছে, এবং তৎ কর্ত্তৃক তিনি পূজনীয় হন, পরন্তু বল ও রাষ্ট্র বৃদ্ধির নিমিত্তে দশমীতে নীরাজনা করিবে। নৃপতি, পৌষমাসের তৃতীয়া তিথিতে পুষ্যাভিষেক আচরণ করত, পঞ্চমী তিথিতে পঙ্কজাক্ষী লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া হে নৃপসত্তম! ধনধান্যের বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীযজ্ঞ আচরণ করিবেন। পরন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরাতে ভগবান্ বিষ্ণুর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন, আর দীনকর সিংহরাশিতে গমন করিলে, দ্বাদশীতে সুররাজ—শক্রের অর্চ্চনা আরম্ভ করিবেন। নৃপতি, এই সকল বিশেষরূপে আচরণ করিয়া পশ্চাৎ বহু ব্যয় দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করিবেন। রাজা এতদ্বিধান—দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, রাজ্য, বল, কোষাগার সততই পরিবৃদ্ধি হইতে থাকে।

হে মহারাজ! যে রাজা এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিবেন; তাঁহার রাজ্যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও মারিভয় এবং ঈতয়ের উৎপাত, আকস্মাৎ আসন্ন হয়, অতএব সতত যত্ন ক্রমে উক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন।

শরৎকালে মহাষ্টমী তিথিতে পরমেশ্বরী দুর্গার অর্চ্চনা ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তিনি স্বয়ং ঐ পূজা অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে নীরাজনার যে রূপ পারিপাট্যতা, হে রাজন্! তাহাই তুমি একমনে শ্রবণ কর। রাজা অশ্বসমূহ এবং গজরাজ সকলের সর্ব্বতোভাবে প্রবোধ জন্মাইবেন; পরন্তু আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে নিজ পুরীর

ঈশানাংশে উত্তম অথচ পবিত্র এক মনোহর স্থান গ্রহণ করত, পশ্চাৎ সেই পুণ্যভূমিতে অষ্টমদিবস সম্প্রাপ্ত হইলে, নীরাজনা করিবেন। নরশার্দ্দূল! নীরাজনার কাল আমি তোমার নিকট পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; সম্প্রতি সেই নীরাজনার বিধান আমা হইতে শ্রবণ কর; জীব সকল নীরাজনার বিধান শকৃৎ শ্রবণ করিলে কৃত কৃতার্থ লাভ করেন। মহাসত্ত্ব অথচ মনোরম্য একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব, তৃতীয়াদিপ্রদায় তিথিই সপ্তাহ পর্য্যন্ত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত, পশ্চাৎ তদশ্ব, যজ্ঞমণ্ডলের সন্নিহিতে নয়ন করিবেন। পরন্তু সেই সুপূজিত অশ্বের সম্বন্ধে শুভাশুভের বিশেষ চেষ্টা করিবে; বিশেষত সেই সুলক্ষণান্বিত অশ্ব পররাষ্ট্রে যদ্যপি পলায়ন করে, কিম্বা নয়নাশ্রু পরিত্যাগ করে, তবে নিশ্চই রাজপুত্র দুরন্ত কৃতান্তভবনে গমন করেন। পরন্তু পররাষ্ট্রে নীয়মান অশ্ব, পুনশ্চ যদ্যপি স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাগমন না করে, তবে নিশ্চই রাজমহিষীর পঞ্চত্ব (মরণ) লাভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই সুপূজিত অশ্ব তৎকালীন যে দিকে অভিমুখী হইয়া শব্দ কি নিঃশ্বাস অথবা রিঙ্গন ইহার একতরও যদ্যপি করেন, তবে রাজা তৎকালে স্বসৈন্যে সুসজ্জিত হওত, তদ্দিকে রিপুগণের পরাজয়ার্থ গমন করিবেন। অশ্ব, যে কালে দক্ষিণ চরণ উৎক্ষেপ করে, তখন নৃপতি যে ক্রমেই হউক, সমস্ত রিপু পরাভব করিবেন। হে নৃপসত্তম! দশমী তিথিতে প্রাতঃকালে নীরাজনা করিবে, আর প্রাতঃ কালে দশমীর যদ্যপি অপ্রাপ্ত হয়, তখন দ্বাদশীতে নীরাজনা.

আচরণ করিবেন। দ্বাদশীরও একান্ত যদ্যপি অপ্রাপ্ত হয়, তখন কার্ত্তিকমাসের পঞ্চদশীতে স্বভবনের ঈশানভাগে এক উচ্চস্থানে প্রমাণ হস্তের ষোলটী তোরণ করিবে। দ্বাত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ এবং ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত যজ্ঞার্থ একখানি মণ্ডপ সুনির্ম্মাণ করিবে, আর ঐ মণ্ডপের মধ্যভাগে প্রধান বেদী নির্ম্মাণ করত, বেদীর উত্তরদিকে আর একটী সুরম্য অথচ পূজিত অশ্ব সংস্থাপন করত, যথোপচারে পুনর্ব্বার পূজা করিবে। পরন্তু উডুম্বর শাখা কিম্বা অর্জ্জুন বৃক্ষের শাখা এতদ্দ্বারা ঐ যজ্ঞবেদী সুভূষিত করিবে। কনক কিম্বা রত্ন অথবা পাদপ এতদ্দ্বারা তোরণ বিনির্ম্মাণ করত, পশ্চাৎ ভল্লাতক, শালিকুষ্ঠ, সিদ্ধার্থ এই সকল সেই সুপূজিত অশ্বের কণ্ঠভাগে আত্ম পুষ্টিশান্তির নিমিত্তে বন্ধন করিবে। পরে একটী বৈষ্ণবমণ্ডল সুনির্ম্মাণপূর্ব্বক পরন্তু রব্যাদি নবগ্রহের অর্চ্চনা সম্পূর্ণ করত, পশ্চাৎ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেরও অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর বিশ্বেদেবা এতন্মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অর্চ্চনা করত, পশ্চাৎ আজ্য, তিল, পুষ্প এই তিনটী সংমিশ্র করিয়া রবেশ্চ বরুণশ্চৈব প্রজেশস্য তথৈবচ। পুরুহূতস্য বিষ্ণোশ্চ হোমং সপ্তাহ মাচরেৎ; এই মন্ত্রে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা দিনকর রবি, লোকেশ বরুণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, জগৎপতি বিষ্ণু এই কএকটী দেবতা দিগের অষ্টাধিক শত কিম্বা সহস্র সপ্তাহ ব্যাপক হোম আচরণ করিবে; আর এই উক্ত দেবগণের মধ্যে এক এক দেবতার সহস্র কিম্বা শত সংখ্যক হোম আচরণ করিবে। পুরোহিত

যজমানের মঙ্গল সাধনার্থ পলাশ, খদির, ঔডুম্বর, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, ইহার একতর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিবে। সুবর্ণ, রজত, মৃত্তিকা অথবা তাম্র ইহার একতর দ্বারা অষ্টকুম্ভ বিনির্ম্মাণ করত, তদুপরি কমনীয় ফল্গু[১] পল্লব প্রদান করিবেন। অতঃপর ঐ অষ্টকলশের সর্ব্বাঙ্গ হরিতাল দ্বারা সংলেপণ করত, পরন্তু পুরোহিত চন্দন, কুষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা[২] অঞ্জন, হরিদ্রা, শ্বেতদন্ত, ভল্লাতক, পূর্ণকোষ, সহদেবা, শতাবরী,[৩] বচ, নাগকুসুম, সগুচ্ছক সোমরাজী, মন্দার, পারিজাত, করবীর, তুলসীদল, এই সকল দ্রব্য মধ্যকুম্ভে নিঃক্ষেপ করিবেন। অনন্তর কনক নির্ম্মিত অম্বুজ দ্বারা কিম্বা যজ্ঞদারু সমুৎপন্ন স্রুক্, স্রুব শান্তির নিমিত্তে কল্পনা করিবেন।

হে রাজন্! রাজা এবম্প্রকারে সপ্তাহপর্য্যন্ত পূজা ও আহুতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূজিত দেবগণের পুনশ্চ পূজা করত, যাবন্নীরাজনা হইবে তাবৎকাল তদ্গৃহে বাস করিবেন; কিন্তু শান্তি ইচ্ছুক রাজা রজনীযোগে ঐ যজ্ঞভূমিতে কদাচ বাস করিবেন না। রাজা যাবৎকাল যজ্ঞ সমাপন না হয়, তাবৎ সপ্তাহপর্য্যন্ত সেই যজ্ঞীয় অশ্বে কদাচ আরোহণ করিবেন না; যদ্যপি একান্ত গমন করিতে হয়, তবে অন্য যানে আরোহণ করিবেন। পরন্তু ভূপতি, নানাবিধ ভক্ষ্য

১। কাকডুম্বর।

২। রক্তবর্ণ প্রস্তর।

৩। অনন্তপাটা।

(অর্থাৎ) মধু, মাংস, পায়স, যাবক, মোদক্ আর বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের সপ্তাহপর্য্যন্ত বলি প্রদান করিবেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহ সমতীত হইলে, ঐ অতীতদিবসে তোরণান্তরে সূর্য্যপুত্র রেমন্তের বক্ষমাণ ধ্যানে অর্চ্চনা করিবে। সূর্য্যপুত্র দ্বিভুজ এবং বাহুযুগল সাতিশয় বিশাল আর কণ্ঠভাগে একটী সূর্য্যকীরণোজ্জ্বল কবচ ধারণ করত, ত্রিলোক যেন আলোকিত করিতে ছেন। পরন্তু জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শুক্লবসন পরিধান করিয়া বসনান্তরে কেশপাশ নিবন্ধন করত, বাম করে বিশাল কষা গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনশ্চ দক্ষিণ করে শাণিত একখানি খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বল শ্বেতবরণ তুরঙ্গে সদাকাল সংস্থিত থাকেন। এবম্প্রকার ধ্যানে রেমন্তের চিন্তাকরত, ঘটে কিম্বা প্রতিমায়, সূর্য্যপূজার বিধানক্রমে তোরণান্তরে উহাঁর পূজা করিবেন। রাজা এইরূপে রেমন্তের এবং তুরঙ্গ ও গজসমূহের অর্চ্চনা করত, পশ্চাৎ আহত অম্বর দ্বারা স্রক্ চন্দন চর্চ্চিত অশ্বের মস্তক বন্ধন করিবেন, আর ত্রিংশৎ সুবর্ণ ও অপর রত্নরাজী দ্বারা সুভূষিত করিয়া হোমকুণ্ডের ঈশানভাগে অশ্ববেদিকার সন্নিহিতে ঐ অলঙ্কৃত অশ্ব সংস্থাপন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত অশ্ব, গজ পৃথক্ পৃথক্ ঐ যজ্ঞকুণ্ডের সন্নিহিতে আনয়ন করিলে, ভূপতি রাজা প্রযত্নক্রমে বারম্বার ঈক্ষণ করত, পশ্চাৎ শুভা শুভ ফল অবধারণ করিবেন। হে নরপতে! অতঃপর হোমকুণ্ডের উত্তরদিকে দৈববিৎ ও অশ্ববিৎ পুরুষের সহিত রাজা ব্যাঘ্রচর্ম্মে সংস্থিত হওত, পুনঃ পুনঃ তদশ্ব দর্শন করিতে

লাগিলেন, ঐ সময়ে পুরোহিত শান্তিমন্ত্র দ্বারা আনিত সেই সৈন্ধবের অত্তমাঙ্গে সুগন্ধী দ্রব্য সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অশ্ব প্রমোদিত চিত্তে পুরোহিত প্রদত্ত তণ্ডুলস্তর ভক্ষণ কিম্বা ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেই ভাল, ইহার অন্যথা হইলে বিপরিত; ভূপতি রাজা সপল্লব ঔডুম্বুর শাখা গ্রহণ করত শান্তি কুম্ভের উদক দ্বারা শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্রে রেখা সংস্পর্শ পূর্ব্বক অশ্ব, গজ এবং সৈনিক সকল ইহাদিগের আপ্লবন করিবেন।

অপিচ পুরোহিত, দিক্‌পাল ও নবগ্রহ এবং বিষ্ণু ইহাদিগের মন্ত্র দ্বারা সবিপ্র চতুরঙ্গের অভিষেচন করত পশ্চাৎ মন্ত্রী, রাজপুত্র, অমাত্য এবং অন্যান্য ভৃত্যাদিরও অভিষেক করিবেন। নরশার্দ্দূল এবম্প্রকারে সকলের শান্তিবারি প্রদান করত; পশ্চাৎ সকলকেই নিরীক্ষণ করিবেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ সগর! অতঃপর পুরোহিত, চতুরঙ্গ বলের পুষ্টিবদ্ধনার্থ মৃত্তিকা দ্বারা একটী শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত, অভিচার মন্ত্রে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল দ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তির হৃদয়, বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শাণিত অসি দ্বারা শিরঃ চ্ছেদন করিবেন। অতঃপর আচার্য্য মন্ত্রপূত কপর্দ্দক জাল অশ্বকণ্ঠে নিবদ্ধ করত, প্রভাকর ঐন্দ্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত একটী করিকা সেই শ্বেতাশ্বের বক্ষে প্রদান করিবেন। পরন্তু রত্নরাজী দ্বারা পরিভূষিত নৃপতি, ঐ প্রভাকর মন্ত্রে তদশ্ব আরোহণ করিয়া সকলের সহিত সুসংযুক্ত হওত, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গমন করিবেন। এদিকে জ্ঞানবিৎ পুরোহিত, আচার্য্য ইহারা সকলেই অব্যগ্র

চিত্তে রাজশ্রী অবলোকন পূর্ব্বক রাজার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিবেন। রাজা সৈন্যদলে পরিবৃত হওত, তুমুল বাদিত্র নিশ্বন এবং স্বর্ণদণ্ড আতপত্র আর বিচিত্র পতাকা সমূহ উড্ডীয়মানপূর্ব্বক এই মেদিনী সুকম্পিতা করত, নীরাজনায় গমন করিবেন। পরন্তু রত্নরাজী পরিভূষিত রাজা ক্রোশ মাত্র গমন করত মণি বিদ্রুম মুক্তারত্নে সুভূষিত যজ্ঞমণ্ডপের পূর্ব্ব দ্বারে ঋত্বিকের সহিত সত্বর প্রবেশ করিবেন। হে মহারাজ! অতঃপর সুদীক্ষিত রাজা পবিত্র কমলাসনে সমাসীন হওত, দক্ষিণার্থ হিরণ্য, গো, তিল ইত্যাদি যজ্ঞ দীক্ষিত দ্বিজগণের সমুদ্দেশে প্রদান করত, আত্মশক্তি অনুসারে দীন জনগণে ধন বিতরণ করিবেন। মহীপতি রাজা স্বরাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ এবম্প্রকার নীরাজনা আচরণ করত, ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য পরিভোগ করিয়া পরলোকেও নিশ্চলা পঙ্কজাক্ষী লক্ষ্মী লাভ করত পার্থিব পদ ভোগ করিতে থাকেন। হে অশ্ব! সাগরোদ্ভব! যে সত্য দ্বারা ত্রিলোক রক্ষিত হইতেছে, হে বিশাল বলশালিন্! তুমি সেই সত্যের সহিত সদাকালীন আমাকে বহন কর; অধিকন্তু যে সত্য দ্বারা রেমন্ত ও মার্ত্তণ্ড ভাস্করকে বহন করিতেছে, সেই সত্য দ্বারা অহর্নিশি আমাকেও বহন কর। হে নৃপ! এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব আরোহণ করিবে, পরন্তু রাজা বিশুদ্ধাম্বরে পরিভূষিত হইয়া অগ্রেই মহিষীর নিকট গমন করত রাজ্ঞীও তখন আগচ্ছন্ত প্রাণপতিকে বিচিত্র অথচ কমনীয় পর্য্যঙ্কে হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উপবেশন করাইবেন। পরন্তু রাজ্ঞী রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা

অঙ্গনাগণের সহিত দূর্ব্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ এবং অপরাপর মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা সসাগরাধিপতি ভূপতির অর্চ্চনা করত পশ্চাৎ মঙ্গলাচরণ করিবেন। ভূমি গ্রহণার্থ তৃতীয়া তিথিতে নীরাজনার মধ্যে যদ্যপি সূতকাদি (অশৌচ) সমুৎপন্ন হইলেও দূষনীয় নয়, কারণ পার্থিব রাজা সূতকে কিম্বা মৃতকে বল এবং রাষ্ট্রের বৃদ্ধির জন্য নীরাজনা, সমনুষ্ঠান করিবেন; কেবল লৌকিক দর্শনে মাত্র এক রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবেন; তথা প্রবাসে, যজ্ঞ দীক্ষিতে এবং পর রাষ্ট্র বিমর্দ্দনে পূর্ব্বানুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজন্! তোমার নিকট এই নীরাজনার ক্রম বিস্তাররূপে কথিত হইল, অতঃপর সম্প্রতি পুষ্যা স্নানের বিধান একান্ত মনে শ্রবণ কর।

কালিকা পুরাণে নীরাজনা বিধি নামক পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

———00———

এক পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়।

তাপ সবর ঔর্ব্ব বলিলেন; হে রাজন্! সম্প্রতি পুষ্যা স্নানের বিধি বলিতেছি, যে পুষ্যার স্নান মাহাত্ম্য সকৃৎ বিজ্ঞান মাত্রে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, তাহাই একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। নৃপতি, পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে দ্বিজরাজ গমন করিলে, সংযতচিত্তে বিধি বিধান পূর্ব্বক স্নানাচরণ করিলে, অতুল সৌভাগ্য, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা এবং কাল মৃত্যু এতৎ সমস্তই লাভ করিতে পারেন। বিষ্টিভদ্রা, ব্যতিপাত, দুষ্ট করণ, বৈধৃতিযোগ, শূল, বজ্র, হর্ষণাদি বিবিধ যোগে আর রবি, শনি এবং কুজবারে পুষ্যাযুক্ত তৃতীয়া যদ্যপি সংঘটনা হয়, রাজা, এই পুষ্যাযুক্ত তৃতীয়াতে যথা বিধান ক্রমে স্নানাচরণ করিলে, সমস্ত দোষরাশির বিনাশ হইয়া থাকে। রব্যাদি গ্রহ যখন বিরুদ্ধ হয়, কিম্বা রাজ্যে যদ্যপি ঈতয় সমুপস্থিত হইলে, (অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলাভ, (পতঙ্গ) মুষিক, খগ, প্রত্যাসন্ন রাজা এই ছয়টীকে ঈতয় বলিয়াছেন) তখন প্রতি মাসীয় পুষ্যাক্ষে স্নান করিবে, জগৎপতি বিষ্ণু, এই ব্রহ্ম শান্তি পূর্ব্বতন কালে গুরু বৃহস্পতিকে সমুদ্দেশ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদিগের শান্তির নিমিত্তে আদেশ করিয়া ছিলেন।

হে মহারাজ সগর! অতঃপর পুষ্যাস্নানের বিশুদ্ধ স্থান বলিতেছি; একান্তঃকরণে আকর্ণন কর। কেশ, তুষ, অস্থি,

বল্মীক, কাচ, শর্করা, কৃমি, ভস্ম, কাক, উলুক, (পেচক) কঙ্ক, (আমিষ প্রিয়পক্ষী) কাকোল, (দাড়কাক) গৃধ্র, (শকুনি) শ্যেনপক্ষী, কণ্টকীবন, বিভীতক, শ্লেষ্মযুক্ত স্থান, শ্লেষ্মাতক, (বহুবার বৃক্ষ) জলৌকা, (জোঁক) এই সকল স্থান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া চম্পোক, অশোক, মালতী, বক, বকুল, এবং অন্যান্য সুবাষিত বিবিধ কুসুমাকীর্ণ, আর হংস, কারণ্ডব, সপ্রকাশ কুমুদ এবং নলিনীদলে সমাকীর্ণ সরোবরের সন্নিহিত বিচিত্র স্থানে ভূপতি, বন্ধুবর্গে মিলিত হইয়া পুষ্যা স্নানার্থ এই উত্তম স্থান গ্রহণ করিবেন। অতঃপর রাজা বিচক্ষণ ঋত্বিকের সহিত পুয্যার স্নানের পূর্ব্ব বাসরে নানা বাদিত্র নিস্বন দ্বারা প্রদোষ সময়ে ঐ সুরম্য পবিত্র স্থানে গমন করিবেন।

পশ্চাৎ পুরোহিত ঐ সুরম্য স্থানের কৌবের দিকে বিচিত্রাসনে সংস্থিত হওত, সুবাসিত চন্দন ও কর্পূরবাসিত পানীয়, গোরচনা, সিদ্ধার্থ, অক্ষত, ফল সমূহ এবং দধি ও তৈল হরিদ্রা এতদ্দারা গন্ধদ্বার ইত্যাদি মন্ত্রে তৎ স্থানের অধিবাস করিবেন। পরন্তু নৃপতি ও পুরোহিত সেই স্থানে শুদ্ধান্তঃকরণে গণেশ, কেশব, শক্র, শঙ্কর, ব্রহ্মা, আদ্যাশক্তি ভগবতী, গণদেবতা সকল এবং মাতৃকা সমূহ ইহাঁদিগের যথা বিধিমৎ পূজা করিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পে বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদির অর্চ্চনা করত নানাবিধ বাদ্যের কোলাহল শব্দে তত্র স্থানবাসী জনগণের অন্তঃকরণ প্রমোদিত করিবেন। পরন্তু নানা উপকরণ সংযুত বহুবিধ নৈবেদ্য, সুস্বাদু পায়সান্ন,

সুমিষ্ট ফল, মোদক, যাবকান্ন এই সকল দ্রব্যাদি তত্তদ্দেবগণোদ্দেশে প্রদান করিয়া দূর্ব্বা, সিদ্ধার্থ, অক্ষত এবং অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি এতদ্দ্বারা সেই স্থানের অধিবাস করিবে। আর এই অধিবাসের নিমিত্ত তত্র স্থানের ভূতাদির (অপসর্পস্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানা মবিরোধেন স্নান্ মেতৎ করোম্যহং) এই মন্ত্র দ্বারা অপসারণ করিবে। অতঃপর ভূপাল রাজা করদ্বয় একত্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পুষ্যাভিষেকের নিমিত্তে পূজনীয় দেবতাগণের আবাহন করিবেন। এই পুষ্যাভিষেকে যে যে অমরগণ পূজাভিলাষী হইবেন, সেই সকল সুরগণ এই স্থানে আগমন করুন, আর অঙ্গভাগী দশদিক্ এবং নাগরাজ সকল ইহারাও এই স্থানে অধিষ্ঠান করুন। অনন্তর সঋত্বিক্ রাজা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন। হে বিবুধগণ! আমার এই পবিত্র স্থান সম্প্রাপ্ত হওত, অদ্য তোমরা সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি কর; কুমুদিনীনাথ নিশাকর অস্ত হইলে নলিনীকান্ত দিনমণি সমুদিত হইলে মৎপ্রদত্ত পূজা সম্প্রাপ্ত হইয়া মহীভূজে উত্তমা শান্তি প্রদান করত পশ্চাৎ নিজাঙ্গনে গমন করিও। নৃপতি পুরোহিতের সহিত তত্র স্থানে আসীন হইয়া নৃত্য কিম্বা গীত দ্বারা কিয়দংশ যামিনী যাপন করিবেন; পশ্চাৎ সুসুপ্তি অবস্থায়, সুভাশুভ বিদিত হওত পুনশ্চ গন্ধপুষ্পে তত্তদ্দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া অবশিষ্ট নিশিতে শয়ন করিবেন। রাজা রজনী অবশানে নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্বপ্নের শুভাশুভ ফল সম্যক্

রূপে বিদিত হইয়া কেবল এক মাত্র অশুভ দর্শন যদ্যপি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পুষ্যাভিষেক সমনুষ্ঠান করিবেন। ভূপতে সগর! এই পুষ্যাভিষেকে চতুর্গুণ হোম সমনুষ্ঠান করিবে, পরন্তু একশত পরিমাণে গো, বাজি, কুঞ্জর, প্রাসাদ, (অট্টালিকা) গিরি, অবি, অত্যুচ্চ তরু এই সকলের আরোহণ করিলে সর্ব্বতোভাবেই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পরন্তু দধি, দেব, সুবর্ণ এবং ভুজঙ্গ ইহাদিগেরও সতত দর্শন করিবেন। বীণা, দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল, কুসুমদল, বিলেপন, (গন্ধ) শীতাংশু, (চন্দ্র) শ্বেতছত্র, শঙ্খ, পদ্ম বন্ধু (সূর্য্য) এই কএকটী মহীভৃত রাজার আত্ম ভূষা স্বরূপ, অথচ শক্রদিগের লাভ ক্ষয় কারক। রাজা স্বপ্নাবস্থায় চন্দ্র, কি সূর্য্যোপরাগ (গ্রহণ) যদ্যদি অবলোকন করেন; তবে নিশ্চিত তিনি সুদৃঢ় নিগড় দ্বারা আবদ্ধ হন; এ বিষয়ে অণুমাত্রও সুন্দেহ নাই; আর মাংস ভোজন, পর্ব্বতের কর্ত্তন, নাভি মধ্যে তরূৎপত্তি, স্বত নবোদন, অগম্যা নারীর সঙ্গম, কুপ, পঙ্ক, গর্ত্ত হইতে অবতীর্ণ; পর্ব্বত কিম্বা নদী হইতে শক্রসমূহের সমুত্তোলন, নিজ তনয়ের পঞ্চত্ব, রুধির ও মদিরাপান, পায়সান্ন ভোজন এবং মনুষ্য আরোহণ রাজা এই সকলও যদ্যপি স্বপ্নে দর্শন করেন; তবে তৎ সম্বন্ধে কল্যাণ, সুখ, সৌভাগ্য, রাজ্যবৃদ্ধি এবং শত্রুক্ষয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, হে নৃপসত্তম! স্বপ্ন সকল, নৃপতির সম্বন্ধে এই সকল ফল দান করিয়া থাকেন। রাজা খর, উষ্ট্র, মহিষ ইহাদিগের যদ্যপি আরোহণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজ্য বিনাশ হইয়া

থাকে। নৃত্য, গীত, হাস্য, পাঠ, শ্ব(কুকুর) এই সকলও স্বপ্নে যদ্যপি দর্শন করেন; তবে নিশ্চয়ই অশুভ ভোগ করিতে হয়। মহীপাল রাজা, রক্তবস্ত্র পরিধানা স্ত্রী, রক্ত মাল্যে সুভূষিতা কামিনী, রক্তবর্ণা নারী আর কৃষ্ণাঙ্গিনী কুলকামিনী স্বপ্নে ইহাদিগের একান্ত যদিচ কামনা করেন, তবে অবিলম্বেই তিনি কাল করালে নিপতিত হইতে হইবে।

হে মহারাজ সগর! কূপান্তরে প্রবেশ, দক্ষিণ কাষ্ঠায় গমন, পঙ্কে নিমগ্ন, পঙ্কস্নান, ভার্য্যা ও পুত্রের বিনাশ, নাভিমূলে তরূৎপত্তি, শকুনী দ্বারা গর্ভ নাড়ী গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ গমন, স্বপ্নে এই সকল সন্দর্শন করিলে, রাজ্যান্তর সম্প্রাপ্ত হওত, এক মাত্র মঙ্গলাস্পদ হইয়া থাকেন। নর সিন্ধো! অতঃপর যজ্ঞ মণ্ডপের পরিমাণ বলিতেছি, একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত এবং শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের সহিত সরল অথচ সুদৃশ্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন। রাজন্! অতঃপর পর দিবসে পূর্ব্বাহ্নে নিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ষোড়শ মাতৃকার অর্চ্চনা করিয়া বসোর্দ্ধারা সহ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করিবেন। পরন্তু চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর ধূপচূর্ণ এতদ্দ্বারা মণ্ডলস্থান সম্যক্ রূপে অর্চ্চনা করিয়া উহাতেই হৌঁ শম্ভবে নমঃ এই মন্ত্রে অস্ত্রায় হুংফট্ এই মন্ত্রেইবা মন্ত্রদ্বয় সংলিখন করিবে। পরন্তু মন্ত্রবিৎ পুরোহিত, কম্বলসম্ভব সূত্র দ্বারা সমসূত্র পাত ক্রমে কৌষেয় ও স্বস্তি দ্বারা প্রথমত মণ্ডল পরিলিখন করিবেন।

অনন্তর চতুর্হস্ত প্রমাণ সম্মত মণ্ডল সংলিখন করিবে,

পরন্তু ঐ মণ্ডল মধ্যে এক হস্ত পরিমিত একটী সুরম্য পদ্ম পরিলেখন করত ঐ মণ্ডলের দ্বারদেশ সকলও অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ করিবে, আর কর্ণিকা এবং কেশর উজ্জ্বল রক্তবর্ণে সংলিখন করিবে। শালিচূর্ণ, কৌসুম্ভ, হরিদ্রা এবং হরিদ্ভব এতদ্দ্বারা শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং হরিত এই সকল উজ্জ্বল বর্ণ অথচ সুরম্য রাজমণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজমণ্ডল পরিবৃদ্ধির নিমিত্তে ঐ বর্ণসমূহে ঐ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। অতঃপর সেই পদ্ম হইতে পশ্চিম গামী একটী নাল সুনির্ম্মাণ করত, পশ্চাৎ ঐ পশ্চিম দ্বারও শ্বেত পুষ্পে সুশোভিত করিবে। প্রত্যেক দ্বারে অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক পশ্চাৎ ঐ মণ্ডলভাগ চূর্ণসমূহে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কিত করিবে। এবম্প্রকারে শুক্লাদি চূর্ণ দ্বারা মণ্ডল সঙ্কলন করিয়া পশ্চাৎ সেই সূত্রসমূহ উৎসারণ করিবে।

নরসত্তম! রাজসত্তম এইরূপে প্রথম সূত্র সমুত্তোলোনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ভবায় নম এই মন্ত্রে মণ্ডলের পূজা করিয়া সব্যহস্ত, মণ্ডল মধ্যে উপযোগ করিবে। সব্যহস্ত, মণ্ডলে সংযোগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখোৎকীরণ রজঃ সমূহ ঈশান দিকে নিঃক্ষেপপূর্ব্বক, অঙ্গুলির অগ্রভাগ অধোমুখী করত পুঞ্জ বর্জ্জিত অথচ বিচ্ছিন্না সমসূত্রপাতক্রমে অপর রেখাও অঙ্কিত করিবে। সংযুক্ত, বিষম, স্থূল, বিচ্ছিন্ন, কৃষরাবৃত, হ্রস্ব কি দীর্ঘ ইত্যাকার রেখা কথনই করিবে না। সংযুক্তে কলহ, ঊর্দ্ধরেখায়, বিগ্রহ, অতি স্থূলে ব্যাধি, বিমিশ্রে নিত্য পীড়া, ন্যূনরেখায় শত্রুপক্ষ হইতে মহদ্ভয় সমু-

পস্থিত হয় এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবে না ; রেখা, কৃষা হইলে অর্থহানি, ছিন্না হইলে ধ্রুবই আসন্ন মৃত্যু কিম্বা পুত্র, কলত্রের বিয়োগ হয়। যে মানব এই রেখা তত্ব বিদিত না হইয়া যদ্যপি যথেচ্ছাপূর্ব্বক রেখা নির্ম্মিত মণ্ডল সংলিখন করিবে, সে পূর্ব্বভাষিত সমস্ত দোষই লাভ করিয়া থাকে। শ্বেত সর্ষপ আর দূর্ব্বাবৃন্দ এতদ্দ্বারা শাস্ত্রপ্রমাণত রেখা নির্ম্মাণ করিবে। শাস্ত্রবিৎ পুরোহিত বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, দেব, বতাখ্য, কামদায়ক, রুচক, স্বস্তিক এই দ্বাদশটী মণ্ডলের মধ্যে যে শব্দের যে স্থান যোগ্য হয়, তত্তৎ শব্দের সেই স্থানই সংযোজনা করিবে।

ধরাপতে। অতীব পূর্ব্বে অমৃত উৎপাদনের কারণ ইন্দ্রাদি সুরগণ কর্ত্তৃক সাগর নির্ম্মন্থন হইলে, সুধা ধারণের জন্য শিল্পোপজীবী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দেবতাদিগের প্রত্যেকত এক এক কলা গ্রহণ করত, সেই কলাসমূহ দ্বারা যাহা হইতে কুম্ভ সকল কৃত হইয়াছিল, এবং তৎ কর্ত্তৃকই সেই কুম্ভ সকলের যে নাম পরিকীর্ত্তিত হয়, হে মহারাজ! তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। গুহ্য, উপগাহ্য, মরুত, ময়ুখ, মনোহানাথ, বিরুজ, তনুশোষক, ইন্দ্রিয়ঘ্ন, বিজয় এই সকলের সর্ব্বদা শান্তিদায়ক অপরাপর যে সকল নাম তাহাও এক্ষণে শ্রবণ কর। প্রথমত ক্ষিতীন্দ্র, দ্বিতীয় জলসম্ভব, তৃতীয় পবন, চতুর্থ অগ্নি, পঞ্চম যজমান, ষষ্ঠ কোষসম্ভব, সপ্তম সোম, অষ্টম আদিত্য, বিজয় নবম নাম এই সকল নামসমূহ পঞ্চমুখ স্বরূপ অর্থাৎ মহাদেবের স্বরূপ

রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যেরূপ কাষ্ঠাস্থিত বামদেবাদি নামসমূহ, ঘটের পঞ্চবক্তেও তদ্রূপ পঞ্চানন স্বয়ং অবস্থিতি করেন। মণ্ডলের পদ্মান্তে পঞ্চবক্ত্র ঘট, সংস্থাপন করিবে, পূর্ব্বদিকে ক্ষিতীন্দ্র, পশ্চিমে জল সম্ভব, বায়ুদিকে পবন, আগ্নেয় দিকে অগ্নিসম্ভব, নৈঋতে যজমান, ঈশান ভাগে কোষসম্ভব, উত্তরদিকে সৌম্য, দক্ষিণে সৌর এবম্প্রকারে কলসাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই ঘটসমূহে অধিষ্ঠাত্রী তত্তদেবতাদিগের একান্ত চিন্তা করিবে; ঐ কুম্ভসমূহের মুখপ্রদেশে চতুরানন ব্রহ্মা, গ্রীবাভাগে সাক্ষাৎ পঞ্চানন শঙ্কর সংস্থিত আছেন, এবং মূলভাগে সহস্রবদন বিষ্ণু, মধ্যে মাতৃকাগণ অবস্থিতি করিতেছেন, পরন্তু দিক্‌পাল দেবতাগণ দশদিক্ সম্বেষ্টনপূর্ব্বক তথায় সংস্থিত আছেন; অধিকন্তু জঠরস্থানে সাগরসমূহ সংস্থিতি করত, সপ্তদ্বীপও ঐ জঠরে অবস্থিতি করিতেছেন; অপিচ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রসকল, আদিত্যাদি নবগ্রহ, কুলপর্ব্বত সমস্ত, গঙ্গাদি সরিৎ সমূহ এবং দেবতাচতুষ্টয় ইহাঁরা সকলেই সেই মণ্ডলস্থিত কলসে সর্ব্বদা সংস্থিত থাকেন; অতএব সুদৃঢ়া ভক্তি দ্বারা সেই কুম্ভসমূহে সেই সেই সুরসমূহের নিতান্ত সুচিন্তা করিবে।

নীতিজ্ঞ সগর! অতঃপর রত্নরাজী, বীজসমূহ, নিখিল কুসুমরাশি, বিবিধ ফল, বজ্রমৌক্তিক, বৈদূর্য্য, মহাপদ্ম, ইন্দ্রস্ফাটিক, সর্ব্বধামময় বিল্ব, নাগরোড়ুম্বর; বীজপূরক, জম্বীর, কামরাঙ্গা, আম্রাতক, দাড়িম, যব, শালি, নীবার, (উরিধান্য) গোধূম, শ্বেত সর্ষপ, কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী, ধূস্তরা পুষ্প, মদন,

রোচনা, চন্দন, মাংসী, এলাকুষ্ঠ, কর্পূর, পত্রদণ্ড, জল, নির্যাস, কাম্বুদ, শৈলেয়, বদর, জাতিপত্র, জাতিপুষ্প, কালশাক, কলা, লবনীত, দেবীপর্ণ, বচ, ধাত্রী, সমঞ্জিষ্ঠা, তুরস্ক, মঙ্গলাষ্টক, দুর্ব্বা, মোহনিকা, ভদ্রা, শতমূলী, শতাবরী, সরলপর্ণ, ক্ষুদ্রা, সহদেবা, গজহ্বয়া, পূর্ণকোষা. শিতা, পীঠা, গুঞ্জা, ব্যামক, গজদন্ত, শতপুষ্পা, পুনর্নবা, ব্রাহ্মী, দেবী, শিবা, রুদ্রা, সর্ব্ব সন্ধ্যা শুভজনক এই সকল দ্রব্য সম্যক্‌রূপে আহরণ করিয়া কুম্ভসমূহে স্থাপন করিবে। কলসের যথাদেশে বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর ইহাঁদিগকে প্রথমত যথাক্রমে পূজা করিয়া প্রাধান্যরূপে শম্ভুর অর্চ্চনা করিবে। প্রাসাদমন্ত্র কিম্বা শম্ভুমন্ত্র ইহার একতর মন্ত্রে কৈলাসনাথ শঙ্করের ঐ মণ্ডলে প্রথমতই পূজা করিবে। পশ্চাৎ নানা নৈবেদ্য নিবেদন দ্বারা ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের সেই ঘটেই পূজা করত ঘটের পূর্ব্বাংশে রব্যাদি নবগ্রহগণের অর্চ্চনা করিবে। পরন্তু গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাগণের প্রত্যেকত প্রত্যেক ঘটে পূজা করিয়া পশ্চাৎ ঐ ঘটে সকল দেবতাদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। অনন্তর নরপতি পুষ্যাস্নানের নিমিত্তে অশেষ ভক্ষ ভোজ্য, পেয়, নানাবিধ পুষ্প, যাবক, পায়স এবং যথালভ্য অন্যান্য বস্তু দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অমৃতোপম নব কুম্ভের ও তদধিষ্ঠাত্রী দেববৃন্দেরও অর্চ্চনা করিবেন।

নরশার্দ্দূল! অতঃপর রাজঋত্বিক সেই বিচিত্র মণ্ডলের দক্ষিণাংশে তাম্র বিনির্ম্মিত এক খানি হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করত সুমিষ্ট পায়স; শালি, সিদ্ধার্থ, ঘৃত, দুর্ব্বা, অক্ষত আর এক

মাত্র কেবল ঘৃত এতদ্দ্বারা হোম করিয়া পূজিত তত্তদেবতাগণের একান্তই পরিতুষ্ট করিবেন। এবম্প্রকারে হোম সমাপন করিয়া মণ্ডলের উদীচ্যাংশে রোচনা ও অলঙ্কারযুক্ত সপুটক এবং অন্যান্য সকলও সংযোজনা করিবে, আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষড়বিংশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বৃত্ত বা চতুষ্কোণ পরিমিত ত্রিসংজ্ঞক একটী পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। পদ্মমধ্যে গো, স্বস্তিক, বিনায়ক এতৎসহ রত্নের একটী ঈশান বিনির্ম্মাণ করিবে, অধিকন্তু রত্নরাজী সর্ব্বালঙ্কার দ্বারা হস্ত পরিমিত একটী পট্টক সমনুষ্ঠান করিবে, আর স্নানার্থ সার্দ্ধহস্ত অথচ বৃত্তযুক্ত পট্ট প্রস্তুত করিবে। চতুর্গুণ দীর্ঘ একটী বিচিত্র ঐ শয্যা আর ধনুর্ম্মাণ পরিমিত একখানি পীঠক, হেমরত্নে বিভূষিত একটী সিংহ ও কুঞ্জর বিনির্ম্মাণ করত অর্দ্ধ হস্ত সুবিস্তার সিংহাখ্য একখানি দণ্ডাসন নির্ম্মাণ করিবে। পরন্তু ব্যাঘ্র বিচিত্রক পট্ট দ্বারা উপাধান সমাধা করিবে, অথবা অন্য মৃদুকূল কিম্বা কমনীয় চর্ম্মেই বা নির্ম্মাণ করুক। শয্যা, দীর্ঘে বিস্তারে চতুর্হস্ত পরিমিতা হইলে অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক হন; রাজা কি রাজপুত্রের সম্বন্ধে ঐ চতুর্হস্ত হইতেও বিতস্তি পরিমিত অধিকতর করিবে, আর অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য চতুরস্রক্ আসন করিবে। শয্যার উপাধান সকল কর্ণের মূলদেশ হইতে ষোড়শাঙ্গুল অথচ বিচিত্র যুক্ত করিবে, যান, সিংহাসন ঐ সকল পদ শয্যার উপকরণ স্বরূপ এবং রাজার পক্ষে নিত্যই নূতন নূতন অনুষ্ঠান করিয়া সেই বেদীর উত্তর দিকে সংস্থাপন করিবে, আর উহার পশ্চিমদিক্ হেম রত্নে সুভূষিত করিয়া

যজ্ঞদারু বিনির্ম্মিত পর্য্যাঙ্কের ঊর্দ্ধচ্ছদ সকল নানা অলঙ্কারে পরিবেষ্টন করিবে। বৃষভ, উর্ণ, সিংহ, শার্দ্দূল ইহাদিগেরও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া পার্থিবরাজ রত্ন যুক্ত পাদ পাঠে চরণারোপণ করত সেই পর্য্যাঙ্কের পৃষ্ঠস্থ চর্ম্মখণ্ড চতুষ্টয় নানা অলঙ্কারে ভূষিত, অথচ রত্ন মালা বিরাজ মান নৃপতি তদুপরি সমাসীন হইলে, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের সহিত সুখসঙ্গত রাজাকে স্নান করাহইবে। পরন্তু পুরোহিত রত্ন বস্ত্রে সুসম্পন্ন নৃপতিকে বারি পূর্ণ কলস ও কুসুম সমূহ এবং শালিচূর্ণ এতদ্দ্বারা স্নান করাইবেন। অষ্টাধিক ষোড়শ বিংশ কলস কিম্বা ততোধিকই বা হউক, জয় ও কল্যাণকৃৎ মন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণব বা দিক্‌পাল কিম্বা নবগ্রহ মন্ত্র অথবা মাতৃকা মন্ত্র এতদ্দ্বারা রাজাভিষেক করত, আজ্য তেজঃ সমুদ্দেশ করিবা মাত্র পাতকী পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন; এবং সুরগণ আজ্য ভোজন করিয়া অমৃত ভোজন হইতেও যেন অধিকতর সুখভাগী হইয়া থাকেন; অধিকন্তু সকল লোকই আজ্যেতে প্রতিষ্ঠিত, ভৌম, অন্তরীক্ষ, অতলবাসী এবং কুট্টলাগত অর্থাৎ প্রাণী মাত্রেই আজ্য, একবার সংস্পর্শ করিবামাত্র নিশ্চয়ই কলুষরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে; অনন্তর উপনীত গাত্র হইতে কম্বল ও রত্নরাজী সম্বেষ্টিত রাজাকে পুষ্যাস্নানার্থ জলপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা এই মন্ত্রে স্নান করাইবে।

সুরগণ! তোমরা এতদভিষেকে সুতৃপ্তি লাভ কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, অষ্ট বসু,

একাদশ রুদ্র, ভিষগ্‌বর অশ্বিনী কুমার, দেবমাতা, অদিতি, স্বাহা, সিন্ধুতনয়া লক্ষ্মী, বীণাধারিণী সরস্বতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, শ্রী, সিনীবালী, কুহু, দিতি, সুরস, বিনতা, কদ্রু, দেবপত্নী, দেবসেনা, দেবমাতা, শুভ্র; অপ্সরাগণ, নক্ষত্রসমূহ, মুহূর্ত্ত সকল, পক্ষ, দিবা, রাত্রি, সম্বৎসর, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, লব, দিক্, কাল, বৈমানিকসুরগণ, সপ্তসাগর, সরিৎ, অষ্টনাগ, কিম্পুরুষ, বৈখানসা, দ্বিজ, বৈহায়ণা, সদার সপ্তর্ষি, ধ্রুবলোক, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, দক্ষ, জৈগী, ভলম্ভন, একত, দ্বিত, ত্রিত, জাবালি, কাশ্যাপ, দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বিনীত, কন্ব, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘতপা, শূনঃ শেফ, বিদূরথ, ঔর্ব্ব, সম্বর্ত্তক, চ্যবন, অত্রি, পরাশর, দ্বৈপায়ণ, যবক্রীড়, দেবতাত, মহানুজ এই সকল ঋষিসমূহ, আর অন্যান্য বহুবেদব্রত পরায়ণ ঋষিগণ সশিষ্য ও সদারের সহিত অভিষিক্ত হইলে, সমস্তই অভিষিক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পর্ব্বত, পাদপ পুণ্য, প্রদ, নদী, অন্য আয়তন সকল, প্রজাপতি, ক্ষিতি, বিশ্বমাতা, গোসমূহ, দিব্যবাহন সকল, সমস্ত চরাচরলোক সকল, অগ্নিত্রয়, পিতৃগণ, নক্ষত্ররাশি, জীমুত, আকাশ, দিক্ সকল, জল, এই সকল এবং পুণ্য সংকীর্ত্তন অন্যান্য সকল ইহারা সমস্ত উৎপাত নিবারণের কারণ, এই শুভ তোয়রাশি দ্বারা অভিষিক্ত হইলে, নৃপাভিষেক পুর্ণ হয়। নরসত্তম! এবম্প্রকার শুভদ দিব্য ও অপরাপর মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম্য, শাক্র্য,

গাণপত্য আর আপোহিষ্টা হিরণ্যেতি, এবং মানস্তোক, গন্ধদ্বার, সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে, শ্রীশ্চতেগ্রহযোগিভিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান সম্পন্ন করত, পুনশ্চ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে এতন্মন্ত্রে কার্পাস বসন পরিধান করিয়া আচমনপূর্ব্বক মন্ত্র, দেবতা, গুরু, বিপ্র ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ ধ্বজ, ছত্র, চামর, ঘণ্টা, অশ্ব, গজ, মন্ত্র ও যন্ত্রালয় ইহাদিগেরও সংস্থান করত, পরন্তু হুতাশনের সন্নিহিতে গমন করিবে। পার্থিব রাজা অনিমিত্তের নিমিত্ত সকল বন্ধুবর্গের সহিত অগ্নি সমীপে গমন করিয়া বহ্নির শ্রী ঈক্ষণ করিবেন, পরন্তু দৈবজ্ঞ, কঞ্চুক (শর্পাস্বচ) অমাত্য, বন্দি, এবং পৌরজন এতদ্দারা বৃত হইয়া তুমূল বাদিত্রের নিস্বন এবং শুভ তৌর্য্যত্রিক দ্বারা সুতুমূল শব্দ করত পরন্তু পুনঃ শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণোদ্দেশে পূর্ণদক্ষিণা প্রদান করিবেন; পরন্তু পূর্ণকুম্ভোপরি ধান্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়া বিসর্জন করিবে। নররাজ সগর! অতঃপর মন্ত্রবিৎ পুরোহিত শেষ জল দ্বারা সকল অমাত্য, চতুরঙ্গ, সরাষ্ট্র বলসমূহ হইাঁদিগেরও অভিষেক করিবেন। নৃপতি রাজা এবম্প্রকার অনুষ্ঠান করত, পশ্চাৎ সংযতরূপে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিবেন, পরন্তু মৎস্য, মাংস, মৈথুন বিহীন হইয়া মাঙ্গল্য বস্তুর পরিসেবন করিবেন। নৃপতে সগর! পুষ্যানক্ষত্র যুক্তা তৃতীয়া তিথি যদ্যপি ভাগ্যক্রমে লাভ হয়, তবে সে তিথিতে ভূপতি রাজা কৈলাস নাথ শঙ্করের সহিত শঙ্করী চণ্ডিকার সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করিবেন, পরন্তু

শিশুদিগের কৌতুকের সহিত, বৈবাহিক বিধি দ্বারা ভূতনাথ শঙ্কর এবং সিংহবাহিনী শঙ্করীর সম্যক্ রূপে হর্ষোৎপাদন করাইবে। অনন্তর চতুষ্পথ, সকল দেব দেবীর গৃহ, বিচিত্র পতাকা এবং চেলখণ্ড এতদ্দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। হে রাজন্! রাজা এবম্প্রকারে মহাশান্তি পুষ্যাভিষেচন যাগ সমনুষ্ঠান করত, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ ফল এবং ভার্য্যা, পুত্রের সহিত পরলোকেও রাজ্যৈশ্বর্য্যে সর্ব্বদা সুসংযুক্ত থাকেন, অর্থাৎ কখনও অবনতি হন না।

সূর্য্যকুলোৎপন্ন সগর! এই পুষ্যাভিষেক অপেক্ষা অন্য কোন অভিষেক কি যজ্ঞ বা উৎসব, কিম্বা শান্তি, কি মাঙ্গল্য কার্য্য কিছুই অধিকতর নয়, অর্থাৎ ঐ সকল অপেক্ষাও পুষ্যাভিষেক সর্ব্বতোরূপেই শ্রেষ্ঠ। এই উক্ত বিধান দ্বারা নৃপতিগণের অভিষেচন করিবে, অধিকন্তু ভূপাল রাজা পুরোহিতের সহিত যুবরাজের এতদ্বিধান দ্বারাই যৌবরাজ্যে রাজ্যাভিষেক করিবেন। রাজা প্রথমত এই পুষ্যাভিষেচন বিধি দ্বারা যদ্যপি নৃপাভিষেক করিতে পারেন, তবে কস্মিন্ কালেও রাজ্য হইতে চ্যুত হন না; বরং চিরদিন সুচারু রূপে রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। পূর্ব্বতন কালে লোককৃৎ ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রের একান্ত মঙ্গল উদ্দেশ করিয়া মহা মঙ্গলদায়ক এই পুষ্যাভিষেক সমনুষ্ঠান করেন; হে মহারাজ সগর! রাজা ও রাজপুত্র এই পুষ্যাভিষেক ভক্তিপূর্ব্বক যদ্যপি সন্দর্শন করেন, তবে ইহলোকে আত্ম অমাত্য বন্ধুবর্গের সহিত স্বচ্ছ অন্তঃকরণে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া,

পরলোকেও ত্রিদশগণের বাঞ্ছিত পদ লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও অবনতি ভোগ করিতে হয় না।

কালিকা পুরাণে পুষ্যাভিষেক নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়।

মহামুনি ঔর্ব্ব কহিলেন, অথানন্তর নৃপতি, যে শক্রোত্থান ধ্বজোৎসব আচরণ করিলে, কদাচ পরাভব হয় না; সেই শক্রোত্থান ধ্বজোৎসব আপনার নিকট সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, হে ধর্ম্মপরায়ণ সগর! একান্ত মনে শ্রবণ কর। প্রাবিট্‌কালে দিনকর দিনমণি সিংহ রাশিতে সমাগত হইলে, শ্রবণার সহিত দ্বাদশী তিথিতে নরপতি রাজা সকল বিঘ্নের শান্তির নিমিত্তে সম্যক্ রূপে পাদপ শ্রেষ্ঠ বিটপীর আরাধনা করিবেন। পুরাকালে মহারাজা উপরিচর অতুল্য শক্রোত্থান যাগ সমারব্ধ করেন, বিশেষত প্রাবিট্‌কালে সিংহস্থ সূর্য্য অসিতেতর দ্বাদশী তিথিতে মন্ত্রবিৎ পুরোহিত, বহুবিধ বাদ্য ও তৌর্য্যত্রিকে সমন্বিত হইয়া প্রথমত শক্রধ্বজের নিমিত্তে বৃক্ষ আমন্ত্রণ করত ঐ পাদপ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ কৃত কৌতুক মঙ্গল রূপ এক বর্ষে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, উদ্যান, দেবতা গৃহ, শ্মশান, পথিমধ্য এই সকল স্থানে যে সকল তরু সমুৎ-

পন্ন হয়, বাসবধ্বজে তৎ সমস্তই পরিবর্জ্জন করিবে। পরন্তু বহুবল্লীযুক্ত (লতা) শুষ্ক, বহু কণ্টকান্বিত, কুব্জ, লতাছন্ন, পক্ষীবাস সমাকীর্ণ, বহু কোটরসমন্বিত, পবন ও অনলবিধ্বস্ত, নারী সংজ্ঞক যে সকল বৃক্ষ, অতি খর্ব্ব, কিম্বা অতিশয় দীর্ঘ, অথবা কৃষ এই সকল বৃক্ষও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সযত্নের সহিত বর্জ্জন করিবে। পরন্তু অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, ধবক, ঔডুম্বর এই পাঁচটী বৃক্ষ কেত্বর্থে উত্তম রূপে পরিকীর্ত্তিত, আর অন্য যে দেবদারু, শাল, তাল, তমাল ইত্যাদি বৃক্ষ সকলও প্রশস্ত রূপে গ্রাহ্য, কদাচিৎ অপ্রশস্ত রূপেও পরিকীর্ত্তিত হয়। নিশিযোগে কৃতকৌতুক সমন্বিত সেই বৃক্ষটীকে, সংস্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে, হে বৃক্ষ! তোমাতে যে সকল ভূত (প্রাণী) অহর্নিশি অবস্থিতি করে, তাহাদিগের উদ্দেশে নমস্কার করি, তাহারা সর্ব্বতোভাবে মৎ সম্বন্ধে স্বস্তি (মঙ্গল) বিধান করুক। ভূপতি উপচার সকল গ্রহণ করিয়া এই বাসবধ্বজে প্রবর্ত্ত. হইবেন; হে নগোত্তম! তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হউক, সম্প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজার্থ এই পূজা পরিগ্রহ কর। অনন্তর অপরাহ্লে সেই সুপূজিত বৃক্ষ ছেদন করত, মূল হইতে অষ্টাঙ্গুল এবং অগ্র হইতেও চতুরঙ্গুল জলে নিঃক্ষে করিবে।

অতঃপর তদ্দ্বারা কেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য পুরোদ্বারে আনয়ন করিবে। ভাদ্রপদের শুক্লাষ্টমীতে সেই সুনির্ম্মিত কেতু, বেদীতে প্রবেশ করাইবেন। দ্বাবিংশত হস্ত পরিমিত কেতু বিনির্ম্মাণ করিলে, অধম বলিয়া পরিকথিত হয় দ্বাবিংশৎ

হস্ত বিনির্ম্মিত কেতু, মধ্যম বলিয়া জানিবে; দ্বিচত্বারিংশৎ পরিমিত হইলে, ততোধিক ফল লাভ হইয়া থাকে; পরন্তু দ্বাপঞ্চশৎ হস্ত পরিকল্পিত কেতু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করেন। নৃপসত্তম! সুররাজ শক্রের সম্বন্ধে পঞ্চকুমারী প্রকল্পনা করত, পরন্তু শালময়ী শক্র মাতৃকা সকল সুনির্ম্মাণ করিবেন। কেতুর পাদ পরিমাণে শক্রকুমারিকা বিনির্ম্মাণ করত, তদর্দ্ধমাণে একটী শক্রমাতৃকা প্রস্তুত করিবেন; আর যন্ত্র কএকটী দ্বিহস্ত পরিসঙ্কলিত হইবে।

রাজশ্রেষ্ঠ সগর! এবম্প্রকারে কেতু, শক্র মাতৃকা ও শক্র কুমারিকা এবং যন্ত্র সকল সুনির্ম্মিত হইলে, পরন্তু সিতপক্ষের একাদশী তিথিতে সেই যষ্টীর অধিবাস করিবেন। পশ্চাৎ গন্ধদ্বারাদি মন্ত্র দ্বারা মাঙ্গল্য দ্রব্যে যষ্টির অধিবাস করিয়া দ্বাদশীতে সুবিস্তারিত বাসবমণ্ডল সংলিখন করত, তন্মধ্যে ভগবান্ অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ শক্রের পূজা করিবে। বিশুদ্ধ কাঞ্চন কিম্বা দারু বা তৈজস অথবা মৃত্তিকা ইহার একতর দ্বারা শক্র প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। পরন্তু রাজা ঐ মণ্ডলের মধ্যে বিশুদ্ধ কাঞ্চন বিনির্ম্মিতা প্রতিমার বৈশেষিক উপচার দ্বারা পূজা করত, অনন্তর শুভ মূহূর্ত্ত সময়ে ত্রিদশনাথ শক্রের সমুত্থান করাইবেন। হে বজ্রহস্ত! অমরেশ! পুরন্দর! সম্প্রতি এই ত্রিলোকের মঙ্গলার্থ এতৎ পূজা পরিগ্রহ কর, হে অমরাধিশ! বজ্রপাণে! অশেষনেত্র! অধুনা সকল দেববর্গের সহিত সমবেত হইয়া শ্রবণায় আদ্যপাদে তুমি সমুত্থিত হওত, এই মণ্ডলে অধিষ্ঠান

পূর্ব্বক হে ভগবন্! মৎ প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর; আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাকে নমস্কার করি। এবম্প্রকার উত্তর তন্ত্রোক্ত দহন ও প্লবনাদি দ্বারা আত্ম শরীর সংশোধনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ইন্দ্রমন্ত্রে প্রচুর নৈবেদ্য, পূপ, পায়স, গুড়মিশ্র ধানাকা, নানা পানীয় দ্রব্য এবং অন্যান্য ভক্ষনীয় দ্রব্য সমস্ত এই সকল ইন্দ্রোদ্দেশে নিবেদন করিবেন। মণ্ডলস্থ ঘটসমূহে রব্যাদি নবগ্রহ, শক্রাদি দিক্‌পালগণ, সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং মাতৃকাসকল ইহাঁদিগের যথাক্রমে অর্চ্চনা করিবেন।

অতঃপর সুদীক্ষিত রাজা পণ্ডিতবর দ্বারা শুভ মুহূর্ত্ত সময় সুস্থির জানিয়া আত্ম সৈন্যদলে সুসজ্জীত হওত, বেদবিৎ পুরোহিতের সহিত বাদিত্রের তুমুল শব্দ এবং মঙ্গলজনক দ্রব্যাদির সহিত যজ্ঞবেদীর পশ্চিমাংশে কেতুস্থাপন ভূমিতে গমন করিবেন। পরন্তু সুদৃঢ় পঞ্চরজ্জু দ্বারা যন্ত্রশ্লিষ্ট সমাতৃক কুমারী সংযুক্ত কেতু নিবন্ধ করত, দিক্‌পালগণের পেটক দ্বারা সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এবং সহস্রবদন অনন্ত ইহাঁদিগের পরিপূর্ণ করিয়া যেরূপ বর্ণ আর যে প্রকার দেশ তদনুযায়ী বস্ত্রে সুবেষ্টিত করিবেন। পরন্তু কিঙ্কিনীজালমালায়, ও বৃহৎ ঘণ্টা শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ এবং নীল ইত্যাদি বিবিধ রাগরঞ্জিত চামরসমূহে বিভূষিত করত, পরন্তু সুদীর্ঘ মাল্য এবং বহুবিধ কুসুম ও রত্নমালা, চিত্র বিচিত্র আয়ুধ, তোরণ চতুষ্টয়, এতদ্দারা সুভূষিত কেতু, রাজকীয় সৈন্যসামন্ত দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ কেতু উত্থাপন করাইবেন।

হে মহারাজ! রাজা এইরূপে মহাকেতুর সমুত্থান করত, মণ্ডলান্তরে উহাঁর পূজারব্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঐ কেতুর মূলদেশে সেই প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক, দেবরাজ ইন্দ্রের চিন্তা করিবেন। পায়স ও পূপাদি করিয়া বিবিধ দ্রব্যসমূহে সেই পূজিত দেবগণের বারম্বার হোম সমনুষ্ঠান করিবেন। পরন্তু হোমান্তে দেবরাজ শক্রোদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন; অপিচ তিল, ঘৃত, অক্ষত, পুষ্প, দুর্ব্বা, মধু এতদ্দারা স্ব স্ব মন্ত্রে তত্তদ্দেবতার আহুতি প্রদান করিবেন। অতঃপর হোমাবসানে তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের ভোজন করাইবেন।

নরোত্তম! রাজা এবম্প্রকারে সপ্তরাত্রি যাবৎ দিন দিন বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত সর্ব্বত্র শক্রপূজায়, এবং যজ্ঞাদিস্থলেও সুররাজ বাসবের পরম প্রিয়তম ত্রাতারমিতি এই মন্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে সংকীর্ত্তন করিবেন। পার্থিবরাজ, শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে দিবাভাগে এতদ্বিধানে শক্রোত্থাপন নির্ব্বাহ করত, পরন্তু ভরণীর অন্তপাদে অথচ নিশিযোগে সুররাজ শক্রের বিসর্জ্জন করিবেন। হে রাজন্! রাজা কদাচ শক্র বিসর্জ্জন দেখিবেন না; তন্নিমিত্ত লোক সকল সুসুপ্ত হইলে, ঐ বিসর্জ্জন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, সকামত বিসর্জ্জনা যদ্যপি দর্শন করেন, তবে নিশ্চয়ই যেন যন্মাষাভ্যন্তরে তিনি কালকরালে নিপতিত হইবেন, এই হেতু সর্ব্বতোভাবেই শক্র বিসর্জ্জন, অবলোকন করিবেন না।

নরশ্রেষ্ঠ সগর! বিসর্জ্জনের এই মন্ত্রটী পূর্ব্বকালেও শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উদীরিত হইয়াছে। হে পুরন্দর!

শতক্রতো! তুমি বিপুল পুলকিত চিত্তে সমস্ত সুরগণের সহিত সমবেত হইয়া মৎ প্রদত্ত এই উপহার সকল গ্রহণ করত শীঘ্রই গমন কর; কিন্তু সূতকাদি অশৌচ সমুৎপন্ন হইলে কিম্বা ভৌমদিনে (মঙ্গলবারে) অথবা শনিবাসরে, এবং ভূকম্পাদি সমুৎপন্ন হইলে কদাচ বিসর্জ্জন করিবে না। আকস্মাৎ কোন উৎপাত সমুপস্থিত হইলে কিম্বা উপপ্লব দর্শনে সপ্তরাত্র পরিত্যাগ করত, পরন্তু শনি, ভৌমাহ অতিক্রমণ করিয়া অন্য নক্ষত্রেও বিসর্জ্জন করিবে। সূতক সম্প্রাপ্ত হইলে তদন্তে যে, সে, কোন্ দিনে সুররাজ শক্রের বিসর্জ্জন করিবে। রাজশ্রেষ্ঠ। অতঃপর কেতু পতনের বিশেষ বলিতেছি; একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। শকুনি সকল ভূতলে যে প্রকার অল্পে অল্পে নিপতিত হয়, রাজাও যাবৎকাল বিসর্জ্জন না হয়, তাবৎকাল তদ্রূপ স্তোকে স্তোকে কেতু পাত করাইবেন; যদ্যপি ইহার কোন প্রকার অন্যথাচরণ হইয়া কেতু ভঙ্গ হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজা পঞ্চত্বলাভ করেন। অত্যুৎকৃষ্ট অথচ পরম পবিত্র মণিময় রত্নরাজী দ্বারা সুভূষিত কেতু গভীর রজনীযোগে এতন্মন্ত্রে অগাদ সলিলে নিঃক্ষেপ করিবেন! হে মহাকেতো! মহাভাগ! যাবৎকাল সম্বৎসর পরিপূর্ণ হয়, তাবৎকাল নিখিল জগতের মঙ্গল বিধানার্থ এই নির্ম্মল জলে অবস্থিতি কর।

নরশ্রেষ্ঠ সগর! সকল লোকের হিতের নিমিত্ত বিশেষত প্রজাপালক রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য হে মহাভাগ! কেতো! তোমাকে নির্জ্জনে বিসর্জ্জন করিলাম। যে

মনুষ্য এবম্প্রকারে মহাত্মা বাসবের পূজা করে, সে, চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবী পরিভোগ করিয়া অন্তকালে দেবরাজের অনুপম অমরাবতীতে গমন করেন; আর যাবৎকাল ভূর্লোকে রাজ্য কার্য্য করিবেন, তাবৎকাল তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, ঈতয়, কি অধর্ম্ম কিম্বা অকালমৃত্যু এ সকল উপদ্রব কখনই ঘটে না। হে মানবোত্তম! এ সংসারে তাঁহার তুল্য কিরূপে কিবা গুণে অর্থাৎ কোন অংশেই কেহ বর হইতে পারিবেন না। এই শক্রধ্বজের পূজা সকল কলুষরাশি, আধি, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় এতৎ সমস্তই বিনাশ করেন; অধিকন্তু সকল ভবনে গমনাগমন, সুখ, সম্পত্তি, সুরপতি ইন্দ্রভবনে ত্রিদশ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কমলার নয়নপথে সংস্থিত থাকেন।

কালিকা পুরাণে শক্রধ্বজোৎসব নামক সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়

মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব কহিলেন; জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরাতে ভগবান্ বিষ্ণুর ইষ্টি (পূজা) বিশেষরূপে বলিতেছি, হে নরেন্দ্র! একান্তঃকরণে আকর্ণন কর। ভূপাল রাজা, যে বিধি বিধান দ্বারা সর্ব্বদা বিষ্ণুর ইষ্টি অনুষ্ঠান করিবেন; তাহাই বলিতেছি। রাজা, বর্ষে বর্ষে যে কোন তেজঃ পদার্থ, কিম্বা দারু, অথবা শিলা ইহার একতর দ্বারা হরির কালিকা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবেন। পশ্চাৎ নৃপতি জ্ঞানবিৎ পুরোহিত দ্বারা ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি কালিকার বিধিপূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাইয়া সুরগৃহে কনক নির্ম্মিত রত্নবেদীতে সংস্থাপন করত ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব বীজে নানোপচার দ্বারা জগদীশ্বর বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবেন। পরন্তু পূজান্তে পুরোহিত কুণ্ডমধ্যে সংস্থিত হওত, সংস্কৃত অগ্নিতে আজ্য দ্বারা বিষ্ণুদ্দেশে সহস্র আহুতি প্রদান করিবেন। দ্বিজবর পুরোহিত, এবম্বিধানে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা সম্পূর্ণ করত, পরন্তু যথাবিধি আহুতিপূর্ব্বক নৃপতি রাজার অনুমত্যানুসারে ঐ দেবপ্রতিমা বিচিত্র মণ্ডলে নয়ন করিবেন।

অনন্তর পুরোহিত দক্ষিণ পাণি দ্বারা প্রতিমার কপোলদ্বয় সংস্পর্শ করত ঐ প্রতিমাতে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। হে নৃপসত্তম! প্রতিমায় এবম্প্রকারে গরুড়াসন নারায়ণের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে; জগৎপতি

বিষ্ণু স্বয়ং উঁহাতে আবির্ভূত হন। শাস্ত্রোক্ত বেদমন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, নিশ্চয়ই দেবত্ব জন্মে, প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা যদ্যপি না করে, তবে যথাপূর্ব্বং তথাপরং অর্থাৎ পূর্ব্বেও যে ধাতু এখনও সেই ধাতু কিঞ্চিন্মাত্রও বিশেষ নাই; এই জন্য বিষ্ণুও অধিষ্ঠান করেন না। অন্যান্য দেবতাদিগেরও প্রতিমায় দেবতাসিদ্ধির জন্য এবম্প্রকারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন; উক্ত বিধানের অন্যথা হইলে, যদ্দারা যে প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে; অর্থাৎ সুবর্ণ দ্বারা হইলে এখনও সেই সুবর্ণ, শিলা, হইতে প্রতিমা রচিতা হইলেও এইক্ষণেও সেই শিলা, ইহার কারণ মন্ত্রাত্মক দেবতা, মন্ত্র প্রশুদ্ধ হইলে দেবতাও আসন্ন হন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ পুরোহিত নিজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পশ্চাৎ ভগবান্ বাসুদেবের বীজে কিম্বা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং এই মন্ত্রে অথবা অঙ্গাঙ্গি মন্ত্রদ্বয়ে জগৎপতি নারায়ণের হৃৎপদ্মে হস্তার্পণ করত, ঐ সকল মন্ত্রে কিম্বা বক্ষমান মন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা আচরণ করিবেন। অস্যৈপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈপ্রাণাঃ ক্ষরন্তুচ। অস্যৈদেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরুচ্চরণ। এতন্মন্ত্রে কি অঙ্গাঙ্গি মন্ত্রে বা বৈদিকমন্ত্রে সমস্ত প্রতিমাতেই এতদ্রূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। মন্ত্রবিৎ পূজাভাগ বিশুদ্ধের নিমিত্তে প্রথমত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিমা ব্যতীত অন্যত্র পূজাস্থলে পুরোহিত অস্মিন্ প্রাণ প্রতিষ্ঠান্তু এই মন্ত্রের উহ করিবেন; ইহার অন্যথা করিলে, আশুই মৃত্যুগ্রস্থ হইতে হইবে। পার্থিবোত্তম, দশমীতে এবম্বিধানে

বিষ্ণোরিষ্টি সংপূর্ণ করিয়া ঐ দশমীতেই প্রতিমা সংস্থাপন করিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা জ্যৈষ্ঠ দশহরাতে ভগবান্ নারায়ণের ইষ্টি এবম্প্রকার অনুষ্ঠান করিলে, সংসারের সমস্ত বাসনা লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করেন।

নরশ্রেষ্ঠ! শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কুন্দ কুসুম এবং অন্যান্য উপচার দ্বারা শ্বেতাঙ্গিনী লক্ষ্মী, এবং গজরাজস্থ বাসবের সর্ব্বদা পূজা করিবে। নৃপতি শ্রীপঞ্চমীতে পঙ্করাগ রঞ্জিত মণ্ডলে বৈশেষিক উপচারে বিশ্বব্যাপিকা কমলা এবং অমরাধিশ ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিলে, শ্রীযুক্ত হওত, সর্ব্বদা অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্র, কলত্রে চিরকাল সুখ সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন; অধিকন্তু কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। মহারাজ সগর! সদাচারেরর এই বিশেষ তোমার নিকট কথিত হইল; অতঃপর নিষেধেরও বিশেষ বিশেষরূপে শ্রবণ কর। নররাজ চক্রপাণি বিষ্ণু, মঙ্গলবিধায়ক শিব, লোকার্চ্চিত অগ্নি, সুররাজ পুরন্দর, ইহাঁদিগের অর্চ্চনা না করিয়া অধিকন্তু সৎপাত্রে যথাকথঞ্চিদ্দান না করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও কদাচিৎ ভোজন করিবেন না। পরন্তু রাজা জ্ঞানবিৎ পুরোহিত দ্বারা অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করাইবেন; ভ্রমাদপি অগ্নিহোত্রে আহুতিদান না করিয়া যদ্যপি ভোজন করেন; তবে নিশ্চয়ই তিনি নিরয়গামী হইবেন। ভূপতি, রত্নদীপ বর্জ্জিত গৃহ যদি রক্ষা না করেন, আর পঞ্চম মাসের ঊর্দ্ধ ভর্ত্তৃবর্তী কামিনীর সহিত যদ্যপি গমন করেন; এবং ভোজনোত্তর শ্রীফল, কি ধাত্রীফল যদি অশন করেন; তবে

নিশ্চয়ই বুদ্ধিবৃত্তি হইতে পরাভব হন। পৃথিবীপাল রাজা নিম্ব, অটরূষ, (বাসক) চূত (অম্রফল) এই সকল ফল ভোজন করিলে, আশুই বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি হয়, এই হেতু বুদ্ধিক্ষয়কর বস্তু সকল প্রযত্নক্রমে বর্জ্জন করিবেন। নৃপোত্তম, বুদ্ধির বৃদ্ধি 'নিমিত্ত অনুদিনই শাস্ত্রোক্ত অথচ সুস্বাদু বস্তুসকল ভোজন করিবেন। নৃপবর! রাজা গজ, অশ্ব, শকট এবং অন্যান্য যানে আরোহণ করিতে হইলে, তদুপরি মুক্তাজাল জড়িত বিচিত্রাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক, রত্নকীরিটে সুশোভিত হইয়া আরোহণ করিবেন। পরন্তু রাজা, একাকী নির্জ্জন প্রদেশে কদাচিৎ গমন করিবেন না; আর মত্ততার পুষ্টিজনক যে সকল বস্তু তাহা সর্ব্বদাই ত্যাগ করিবেন; বিশেষত অষ্টমীতে মাংস ও মৈথুন সর্ব্বতোভাবেই বর্জ্জন করিবেন।

জীবৎ পিতৃক ভূপতি দর্শস্নান, (অমাবাশ্যা স্নান) গয়াশ্রাদ্ধ, তিল দ্বারা তর্পণ এই কএকটী কার্য্য কখনই করিবেন না; একান্ত যদ্যপি ঐ নিষেধ বিধির অনুষ্ঠান করেন; তবে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন করিতে হইবে। রাজশ্রেষ্ঠ সগর! দ্বাদশ প্রকার পুত্র, তন্মধ্যে রাজ্যপালক রাজা ক্ষত্রজাদি পুত্রদিগকে রাজ কার্য্যে অভিষেক করিবেন না; কিন্তু ঔরস তনয় সত্বেও, ক্ষত্রজাদি সন্তানের নিত্য শ্রাদ্ধে অধিকার আছে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, উপবিদ্ধ এই ষট্প্রকার পুত্র ধনভাগের যোগ্য; কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, আর শুদ্ধ শুক্রোৎপন্ন এই ষড়্বিধ পুত্র-

দিগকে পরমার্থ দর্শী ঋষিরা, পুত্র পাংশল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজন্! এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্তানের অভাব হইলে, পর পর সন্তানদিগকে রাজ কার্য্যে অভিষেক করিবেন; অধিকন্তু পৌনর্ভব, স্বয়ং দত্ত এবং ক্রীত এই ত্রিবিধ পুত্রকে রাজা কদাচ রাজ্যে নিযোজিত করিবেন না। দত্তকাদি দশবিধ পুত্র, যদ্যপি নিজ গোত্রে সংস্থিত হয়, তবে ঐ সকল সন্তান অন্য বীজ সমূদ্ভব হইলেও, সম্যক্ রূপে পুত্রত্ব জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীপতে! যে পুত্রের পিতৃ গোত্রে আবৃত্তান্ত (অর্থাৎ চূড়াদি সংস্কার) হইয়াছে; পিতা এবম্বিধ পুত্রকে পুনর্ব্বার দান করিতে যদি ইচ্ছা করেন; তবে গৃহীতার তৎ পুত্রে পুত্রত্ব; কদাচ সমুৎপন্ন হয় না। যথা—চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈ হৃতাঃ। দত্তাদ্যা স্তনয়া স্তে স্যুরন্যথা দাস উচ্যতে॥ ঊর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষা ন্ন দত্তাদ্যাঃ সুতা নৃপ! গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেৎ॥ প্রথম বচনের অর্থ, পিতা, সন্তানের প্রথম সংস্কার ইগুদায় চূড়ান্ত, সংস্কার যদ্যপি নিজ গোত্রে করিয়া থাকেন; অতঃপর ঐ সন্তান দান করিলেও, গৃহীতার সম্বন্ধে তৎ সন্তান দাস তুল্য হয়। দ্বিতীয় বচনের অর্থ, হে নৃপ শ্রেষ্ঠ! পঞ্চম বর্ষের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালক কদাচ দত্তক হইতে পারে না; তন্নিমিত্তে একান্ত পঞ্চম বর্ষীয় বালক গ্রহণ করিয়া প্রথমেই পুত্রেষ্টি যাগ সমনুষ্ঠান পূর্ব্বক; সংস্কারের এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। অধিকন্তু পৌনর্ভব তনয়, জাত মাত্রে সম্যক্ রূপে আনায়ন করত,

পৌনর্ভবষ্টোম, অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, জাত কর্ম্মাদি করিয়া সমস্ত সংস্কারই করিবে।

সংসার শ্রেষ্ঠ সগর! এবম্প্রকারে পৌনর্ভবষ্টোম অনুষ্ঠিত হইলে, অতঃপর পৌনর্ভব তনয়, পিতার মাত্র একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে পারিবেন; কিন্তু পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ কদাচ করিতে পারিবেন না। মূল্য দ্বারা ক্রীতা যে নারী সে দাসী পদ বাচ্য, তাহাতে যে পুত্র সমুৎপন্ন হয়, সে পুত্রও দাস পুত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়; সে পুত্র রাজা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইলেও রাজ্যভাক্ কি পিতৃদিগের শ্রাদ্ধাধিকারী হইতে পারে না; অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে যেহেতু অধম পুত্র বলিয়া পরিগণিত, সেই হেতু সর্ব্বতোভাবে তাহাকে বর্জ্জন করিবেন। ভূপতি রাজা, পুরাণ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, মুনীরিতা সংহিতা সকল, শূদ্র দ্বারা এতৎ সমস্ত কদাচ অধ্যাপনা করাইবেন না। যে রাজার রাজ্যে শূদ্র সকল পুরাণ ও সংহিতাদি সর্ব্বদা যদি পাঠ করেন; তবে রাজা রাষ্ট্র ও পুত্রাদির সহিত অচিরকালেই কৃতান্তভবনে গমন করেন। শূদ্র, প্রমাদত কিম্বা মোহবসত পুরাণ কিম্বা সংহিতা অথবা ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি ইহার একতরও যদ্যপি পাঠ করে, তবে পিতৃগণের সহিত নিশ্চয়ই নরগ্‌গামী হইতে হইবে। শাস্ত্রবিৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক শূদ্রের সম্বন্ধে যে মন্ত্র উদীরিত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিহিত হইয়াছে, তন্মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সর্ব্বদা পাঠ করাইবেন। নৃপতি ব্যবহার দর্শনেও যদ্যপি সূদ্রদিগকে নিয়োগ করেন; তবে সেই শূদ্রের সহিত রাজা

তৎক্ষণাৎ নিরয়গামী হইয়া থাকেন; পরন্তু পর জন্মে রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবিলম্বেই কৃতান্তভবনে গমন করেন। ভূপেন্দ্র রাজা কাণ, অঙ্গ হীন, অপুত্রক, অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, খর্ব্ব, চির পীড়িত, এবম্বিধ ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য কার্য্যে কদাচ নিয়োগ করিবেন না। পরন্তু রাজা, কৃপণ ব্যক্তির ধন কখনও গ্রহণ করিবেন না; অধিকন্তু ব্রাহ্মণের বিপুল ধন থাকিলেও, উহাতে লিপ্সা, কি দান কদাচ করিবেন না। ধরেন্দ্র রাজা কামুক, কি উন্মত্ত কিম্বা গর্ত্তবতী গজ কি অশ্বে কদাচ আরোহণ করিবেন না; কামত যদি আরোহণ করেন; তবে পরলোকে অবসন্নতা লাভ করেন।

হে ধরাপতে! ধরাপতি অনায়ুষ্য কার্য্য কদাচ আচরণ করিবেন না; বরং সতত পরমায়ুর বৃদ্ধির নিমিত্ত সকল বলের সহিত শাস্ত্রবিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মার্থবিৎ রাজা ক্রূরবার (শনি, রবি, মঙ্গল) অষ্টমী কিম্বা ষষ্ঠীতে অঞ্জন, তৈলভ্যঙ্গ, তাম্বুল, অতিশয় সূক্ষ্মতম চন্দ্র ও সূর্য্যোপরাগ, (গ্রহণ) রক্তবর্ণ সূর্য্য এসকল কদাচ দর্শন করিবেন না; একান্ত যদ্যপি দর্শন করেন; তবে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় এবং বিবিধ উৎপাত সর্ব্বদা সমুৎপন্ন হয়। নরপতিরাজা, এই উক্ত নিষেধবিধি সযত্নবান্ হইয়া দর্শন করিবেন না; প্রমাদবশত দৃষ্ট হইলে দিনত্রয় অনশন ব্রত (উপবাস) আচরণপূর্ব্বক, পশ্চাৎ ত্রিদল দূর্ব্বার সহিত মঙ্গলকর রত্নাদি সর্ব্বদা ধারণ করিবেন। নৃপসত্তম! রাজা,

অনাবৃত গাত্র বিপ্রের সম্বন্ধে কদাচ প্রদর্শন করাইবেন না; আর জলে আত্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিবেন না; বিশেষত পর্ব্বাদিদিবসে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবাশ্যা, পূর্ণিমা, রবি সংক্রান্তি) মাংস, অশন করিবেন না। অধিকন্তু খর, উষ্ট্র এবং গুর্ব্বিণী ইহাতে রাজা প্রবাসী হইলেও, আরোহণ করিবেন না। এবম্প্রকার নীতিযুক্ত রাজা অনায়াসে চতুর্ব্বর্গের ফল সততই সন্দর্শন করেন; বিশেষত ধর্ম্মার্থসাধক আত্মাকে সতত রক্ষা করিবার জন্য সদা সদাচারে নিষ্ঠা রাখিবেন; তাহা হইলে, সেই কলেবরে বিপুল ধনরত্ন সুভোগ করিয়া অন্তেও ঐন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। দীর্ঘদর্শী মার্কণ্ডেয় কহিলেন; হে নৈমিষারণ্যবাসি ঋষিগণ! তপঃশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ঔর্ব্ব, সূর্য্যকুলোজ্জ্বল সগররাজার প্রতি এবম্প্রকার সর্ব্বশাস্ত্র, পরম গোপনীয় সদাচার বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তপঃপুঞ্জ ঔর্ব্বমুনি হইতে রাজা সগর যৎপরোনাস্তি রাজনীতি, সতাংনীতি, শাস্ত্রসম্ভব অন্যান্য নীতিসমূহ এবং সংহিতা, পুরাণ, আগম, নিগম ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রের সারাংশ এতৎ সমস্তই ধর্ম্মবিৎ ঔর্ব্বের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ সকল! তন্মধ্যে কালের সংক্ষেপ বশত কিঞ্চিদংশ উদ্ধার করিয়া অতিপূর্ব্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মৎ কর্ত্তৃক নিবিড় নির্জনে কথিত হইয়াছিল; সম্প্রতি রাজনীতি, বেদবেদাঙ্গ সঙ্গত সদাচার বিষ্ণুর সতত রহস্য সম্বাদ, হে ব্রহ্মবিৎ ঋষি সকল! আপনারা জ্ঞানচক্ষে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন; তথাপি

আমাকে ধন্য করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার ঐ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব অন্যত্র যেটী অনুদিত (অর্থাৎ যে বিষয় ব্যক্ত না হইয়াছে) আর মৎ কর্ত্তৃক যে সকল প্রকাশীত হইয়াছে, তত্তদ্বিষয়ের সংশয় ছেদনার্থ হে বেদ-বেদান্তপারগ তপশ্চরণ সকল! আপনাদের নিকট দৃঢ়রূপে বলিতেছি; শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রবণ করুন। অনুক্ত সংশয় ছেদিপুরাণং কালিকাহ্বয়ং। যোঽভ্যসেত্ সততং বিপ্রঃ স, বেদানাং ফলং লভেৎ॥ এই কালিকা নামক পুরাণ অনুক্ত সংশয় সমূহ বিনাশ করেন, অতএব যে ব্রাহ্মণ একান্তচিত্তে সতত (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ) ইহা অভ্যাস করেন (অর্থাৎ সর্ব্বদা পাঠ কিম্বা আলোচনা) তিনি ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চার বেদেরই চরম ফলভাগী হন।

কালিকা-পুরাণে রাজনীতি সদাচার বর্ণন নামক
অষ্টাশীতিতমোধ্যায় সমাপ্ত।

একোন নবতীতমোধ্যায়।

বৈষ্ণবক্ষেত্রবাসী বিষ্ণুপরায়ণ ঋষিগণ বলিলেন; তপশ্চরণ ঔর্ব্ব মুনি, রাজশ্রেষ্ঠ সগরের নিকট রাজনীতির উপক্রমে যে সকল সদাচার বলিয়াছিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়! তৎ সমস্তই সংক্ষেপে তোমা হইতে লাভ করিয়াছি; অধিকন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতন্ত্রে ঐ রাজনীতি বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে, তপোধন মার্কণ্ডেয়! তোমার প্রসাদত সে সমস্তও আমরা দর্শন করিয়াছি; অস্মদিগের পুনর্ব্বার একটী মহান্ সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তোমাকর্ত্তৃক অনুক্ত এই শব্দটী বাচ্য হইয়াছিল, অতএব হে দ্বিজেন্দ্র! আমাদিগের কৌতুহলাক্রান্ত এই সংশয়টী সর্ব্বতোভাবে ছেদ কর। অপুত্রক ব্যক্তির গতি হয় না; এ কথা বেদে কি লৌকিকাচারে সকল স্থানেই বর্ণিত আছে, এবং আমরাও আবহকাল পর্য্যন্ত শ্রুত আছি। পূর্ব্বতনকালে মহামতি বেত্তাল ও ভৈরব তপস্যার্থ কৈলাস গিরিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন; পরন্তু কৈশরকাল সমতীত হইলে, যৌবনকালের প্রারব্ধ সময়ে দার পরিগ্রহ করেন; পশ্চাৎ নিজ প্রণয়িণীতে পুত্রসমূহ সমুৎপন্ন করেন; বিশেষরূপে পরম্পরায় শুনিয়াছি।

হে দ্বিজোত্তম! অধুনা সেই শিবকুমার বেতাল এবং ভৈরবের সন্তান জন্মিয়াছে কি না; তদ্বিষয়টী সম্যক্‌রূপে

শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বলিলেন, পুত্রবিহীন ব্যক্তির যে গতি নাই; এ কথা নিশ্চয়ই সত্য, তবে অপুত্রবান্, পুত্র, কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র ইহার একতর দ্বারা পুত্রবান্ হন। হে দ্বিজগণ! ধীমান্ বেতাল ও ভৈরব কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদিত হইয়াছে, ঋষিগণ! জাতপুত্র সেই বেতাল, ভৈরবের বংশাবলী সম্প্রতি বিস্তররূপে বলিতেছি; তোমরা একান্তমনে আকর্ণন কর। ধর্ম্মাত্মা বেতাল ও ভৈরব কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করত বিপুল পুলকিত হইয়া পশ্চাৎ সুরম্য কৈলাসভবনে ত্রিনয়ন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন। এ দিকে আশুতোষ মহাদেব যুবক বেতাল ও ভৈরবকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণাধিক নন্দীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন। নন্দীও তৎকালে পশুপতির কটাক্ষপাত (সূক্ষ্ম অভিপ্রায়) বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ নবীন কলেবর বেতাল ও ভৈরবকে নিবিড় নির্জ্জনে সুমিষ্ট বচনে যেন প্রাকৃত বালকের ন্যায় শান্তনা করত যথার্থ তত্ত্ব, এই কথাটী বলিয়াছিলেন। শিবপরায়ণ নন্দী কহিলেন, হে শঙ্করাত্মজ বেতাল ও ভৈরব! সংপ্রতি তোমরা অপুত্রবান্ জাতপুত্রের যে, সুলভাগতি একথা সর্ব্বত্রই বিখ্যাত, সেই হেতু তোমরা পুত্রোৎপাদনে সততই মনোযোগী হও। দেখ পুত্র হইতে জীবের কত উপকার প্রথমত নবজাত কুমারের মুখাবলোকনে জীব পুন্নামনরক, উদক ও পিণ্ডদান দ্বারা পরম প্রাতিলাভ করত, তৃতীয় বিষ্ণুপদে তৎ প্রদত্ত পিণ্ড

প্রদান দ্বারা পিতা, সমস্ত পিতৃকুলের সহিত অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। পুণ্যশীল ভৈরব ও বেতাল! কঠোর তপশ্চরণ কিম্বা বিবিধ দানধর্ম্ম এতদ্দ্বারা ঈশ্বর, স্বয়ং যদ্যপি চেষ্টা করেন; তথাপিও পুন্নাম নিরয় হইতে নিষ্কৃতি পান না; একমাত্র পুত্র জনন হইতে অনায়াসে পুন্নাম নরকের নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অধিকন্তু মোক্ষপদও লাভ করিতে পারেন; অতএব সেই হেতু তত্ত্বপরায়ণ! তোমরা দেবযোনিতে সতত পুত্র সমুৎপাদনের প্রতি প্রযত্নবান্ হও। কারণ মর্ত্ত্যলোকে যদিচ তোমরা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাক; তথাপি মা জগদম্বার স্তন্য ক্ষীর পান করিয়া সাক্ষাৎ অমরত্ব লাভ করিয়াছ, সেই হেতু যে কোন স্থানে দেব শক্তিতে অবিলম্বে পুত্রোৎপাদন করিয়া হে তারাবতী পুত্র ভৈরব ও বেতাল! তোমরা শিব পার্ব্বতীর প্রীতিপ্রদ হও। তপঃপুঞ্জ মার্কণ্ডেয় কহিলেন, প্রফুল্লনয়ন বেতাল ও ভৈরব শিবভক্ত নন্দীর তাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া নন্দীর প্রতি অঙ্গীকার করিলেন; হে নন্দিন্! এবমেব করিষ্যাবঃ (অর্থাৎ ইহাই আচরণ করিব। অতঃপর মহামতি বেতাল, ভৈরব তত্ত্বদর্শী নন্দীর বাক্য, আত্ম হৃৎপদ্মে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া পুত্রোৎপাদনে ইতস্তত গমন করত, একান্তই চেষ্টাপরায়ণ হইলেন।

রাজশ্রেষ্ঠ সগর! অতঃপর শ্রবণ কর, একদা নবীন কলেবর ভৈরব পুত্রার্থী হইয়া হিমালয়ের পূর্ব্ব প্রস্থে বিচরণ করিতেছেন; এমন সময়ে অকস্মাৎ অদৃষ্ট কৃসুমের ন্যায়

অপ্সরশ্রেষ্ঠা গজেন্দ্রগামিনী বরঙ্গনা উর্ব্বশীকে অবলোকন করিয়া যেন স্মর শরে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এদিকে সুস্তনী উর্ব্বশী, নলীননেত্র অথচ দিব্য কলেবর ভৈরবকে আয়ত লোচনে অবলোকন করত, পুনশ্চ নয়ন কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু মলয়জাত সৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্য এই ত্রিবিধ অনিল ঈষৎ সঞ্চলন হইতে থাকিল। যূথি, মালতী, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, বকুল ইত্যাদি নানা কুসুমরাশি আত্ম সৌরভ তৎকালে প্রদান করিতে লাগিলেন। ঋতুরাজ বসন্ত স্বয়ং সমাগত হইলেন; এদিকে দিব্য কলেবর কন্দর্প শরাসন গ্রহণ করত, ভৈরবকে লক্ষ করিয়া আকর্ণ পূর্ণ পঞ্চবাণ বারম্বার নিঃক্ষেপ করিতে থাকিলেন। অনন্তর হরকুমার ভৈরব সাতিশয় কামোন্মত্ত হওত, কামিনী উর্ব্বশীর প্রতি সুরত ক্রীড়া (রতিক্রীড়া) যাচিঞা করিলেন; সৌদামিনী উর্ব্বশী বেশ্যাভাব বশত সাতিশয় সুপ্রীতা হইয়া অমনি ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অঙ্গিকার করিলেন।

অতঃপর কামাত্মা ভৈরব পীনস্তনী সেই উর্ব্বশীর সহিত সুরতোৎসবে প্রবর্ত্ত হইলেন; উর্ব্বশীও তৎকালে কামোদ্দীপন ভৈরব হইতে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; সগররাজ! এইরূপে পরস্পর রতিক্রীড়ায় আশক্ত হইলে কিয়ৎকাল পরে, রতিক্লান্তা উর্ব্বশী ভৈরব হইতে পরাভব হইলে, দেব কুমার ভৈরব অমনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা উর্ব্বশীতে অব্যর্থ তেজঃ পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে বরঙ্গনা উর্ব্বশী বাল সূর্য্য প্রভ মনোরম্য তৎক্ষণাৎ

এক অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করিলেন। পরন্তু সুরত বিলাসিনী উর্ব্বশী সদ্যোজাত কুমার পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুপ্রীত ভৈরব পশ্চাৎ আরক্তিম কলেবর সেই নব কুমার গ্রহণ করত, নিজ ভবনে গমন করিলেন। প্রমোদ যুক্ত ভৈরব সেই তনয়ের সংস্কার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহপূর্ব্বক সুবেশ এই নামটী সংরক্ষণ করিলেন। হে দীনজন প্রতিপালক সগর! অনন্তর সুবেশ শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন, এবং চতুর্দ্দশ বিদ্যা সম্পূর্ণ অধিকার করিলেন; অধিকন্তু পবন কুমার ভীমের তুল্য পরাক্রম, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইলেন। মহামতি ভৈরব পুত্রের তাদৃশ পরাক্রম দর্শন করিয়া বিদ্যধরদিগের আধিপত্যকার্য্যে অভিষেক করিলেন। বিদ্যাধরাধ্যক্ষ সুবেশ একদা কন্দর্প শরে বিমুগ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অতীব সুন্দরী যেন সাক্ষাৎ ভুবনমোহিনী তনয়াতে রুরু নামক সুমনোহর এক পুত্রোৎপাদন করেন। পরন্তু মহাত্মা রুরু, ত্রিলোক মুগ্ধা মৈনাকীতে বাহু নামক একটী সন্তান সমুৎপাদন করেন; পরেতে বাহু হইতে ক্রমশঃ তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর এবং কনিষ্ঠ কুমুদ এই চারি সন্তান জন্মে। চতুর্থ সন্তান কুমুদ হইতে মহাবল পরাক্রম দেবসেন সমুৎপন্ন হন। পরেতে পরম রূপবান সেই দেবসেন এই ভুর্ল্লোকে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভুজবলে এই পৃথিবীর আধিপত্য পদ ক্রমশই লাভ করিতে লাগিলেন। সসাগরাধিপ সগর! অতঃপর কুমুদ সন্তান দেবসেন একদা অমল

সূর্য্যকুলোজ্জ্বল যৌবনাশ্ব মান্ধাতার তনয়া কোমলাঙ্গিনী অপ্সর তুল্যা কেশেনীকে ভার্য্যার্থে বারম্বার প্রার্থনা করেন। পরন্তু মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রের বচনানুসারে আত্মজা সুকামিনী কেশিনীকে দেবসেনের করে প্রদান করেন। দেবসেন প্রমোদোত্তমা কেশিনীকে সম্প্রাপ্ত হওত, পশ্চাৎ তাঁহার সহিত শিবপুরী বারাণসীতে সমাসীন হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিলোচন হরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এদিকে আশুতোষ বিশ্বেশ্বর, দেবসেন এবং তৎপত্নী কেশিনীর আরাধনায় পরম প্রীত হইয়া তৎ সম্বন্ধে ইষ্টবর প্রদান করেন। দেবসেন, তৎকালে বৃষাসন হরের নিকট এই বরত্রয় প্রার্থনা করিলেন, হে ভক্তবৎসল! অন্ধক রিপো! মদীয় আরাধনায় একান্ত যদি পরিতুষ্ট হইয়া থাক, হে করুণান্তঃকরণ! তবে দাসানুদাসের প্রতি এই বাঞ্ছিত বর ত্রয় দান করুন। যাবৎকাল দিবাকর সূর্য্য এবং নিশাকর চন্দ্র এই ভূর্ল্লোকে সংস্থিত থাকিবেন; তাবৎ কাল মদ্বংশে সন্ততি সংস্থিত থাকে। দ্বিতীয়ত এই মহাপুণ্য ক্ষেত্র কাশীধামে আমার বংশে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় আবহ কাল রাজত্ব পদ থাকে। তৃতীয়, হে ভক্তাধীন! আমার বংশে আপনি সর্ব্বদা আসন্ন থাকিবেন; মহাকৃতী দেবসেন ইত্যাদি অভিষ্ট বর ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু মহাবীর দেবসেন কৈলাসনাথ শঙ্করের প্রসাদত মনোরমা বারাণসী পুরী চিরকাল ভোগ করিতে থাকিলেন। তৎপরে সুমতি দেবসেন নিজ প্রণয়িনী পীনস্তনী কেশিনীতে ক্রমশঃ

সাতটী পুত্র সমুৎপাদন করেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ সকল! তোমরা ঐ পুত্র সকলের নাম একে একে শ্রবণ কর, সুমনস, বসুদাব, ঋতধ্বক্, জবন, কৃতী, নীল এবং বিবেকী এই সাতটী সন্তান সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ অথচ ইহাঁরা সকলেই স্ববংশের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। মহারাজ! এদিকে যথা কাল সমুপস্থিত হইলে পারলৌকিক কার্য্য সাধনার্থ মহাত্মা দেবসেন, ভার্য্যার সহিত উপযুক্ত পুত্রের প্রতি রাজ্য ঐশ্বর্য্য নিঃক্ষেপ করিয়া অক্ষয় বিদ্যাধরপদ সম্প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র সকল একত্রিত হইয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী যুবরাজ সুমনসকে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বসুদাবাদি নামক অপর রাজ কুমার সকল উত্তম শ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে যুবরাজ সুমনস্, সুচারু রূপে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে সুধার্ম্মিক সুমনস্ হইতে সাতিশয় বীর্য্যবান্ তিনটী সন্তান উৎপন্ন হয়; রাজন্! ঐ সন্তানদিগের নাম একে একে শ্রবণ কর। সুমতি, বিরূপ, সত্য ইহাঁরা সকলেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী অথচ ধর্ম্মশীল সর্ব্বদা তপস্যায় কাল নিঃক্ষেপ করিতে থাকিলেন। অতঃপর সুমতি হইতে কল্প নামক এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়, সত্যবাদী সত্য হইতে ডিণ্ডিম, সমুৎপন্ন হইলেন, আর বিরূপ হইতে গাধি নামক এক অপূর্ব্ব তনয় সংজাত হইল। অতঃপর গাধির ঔরসে মিত্র নামক এক সন্তান জন্মে, পরন্তু মিত্র হইতে কল্প নামক পুত্র সমুৎপন্ন হয়; আর ইনিই নিজ ভুজবলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং রসাতল এই ত্রিলোকের একাধিপত্য

লাভ করিলে; কিছুকাল পরে ভুবনবিজয়ী কল্প হইতে বিজয় নামক পরম রূপবান্ এক সন্তান জন্মিয়াছিল। যে বিজয় নিজ তেজো দ্বারা এই সসাগরা পৃথিবীর নৃপতিগণকে একে একে জয় করিয়া পশ্চাৎ সুরপতি শক্রের অনুমতিক্রমে শতযোজন বিস্তৃত খাণ্ডব নামক প্রমোদ কানন নির্ম্মাণ করত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করেন। মহা প্রতাপান্বিত সব্যশাচী অর্জ্জুন নিজ গাণ্ডীব দ্বারা মহাত্মা অগ্নির পরম প্রীতি সাধনার্থ ঐ শত যোজন পরিণত খাণ্ডবকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

নৈমিষারণ্যবাসি তাপস সকল বলিলেন, জগদ্বিজয়ী সেই বিজয় কিপ্রকারে দেবরাজ ইন্দ্রের শত যোজন বিস্তৃত খাণ্ডব বন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; হে তপোধন মার্কণ্ডেয়! আমরা সকলেই তদ্বৃত্তান্ত একান্তঃকরণে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি সকরুণ হৃদয়ে আমাদিগের নিকট বল। অতঃপর তাপসশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় কহিলেন; চন্দ্রবংশে রাজশ্রেষ্ঠ দানশীল অথচ প্রজারঞ্জক সুদর্শন নামক এক রাজা ছিলেন; ইহাঁর প্রতাপ সাক্ষাৎ তপণের ন্যায় এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ছিল। একদা মহাবীর সেই সুদর্শন হিমালয়ের অনতিদূরে নিবিড় বনমাঝে সিংহ, ব্যাঘ্র, মহীষ এবং গাণ্ডার ইত্যাদি অসংখ্য পশুসকল. উৎসারণ করত, ঐ স্থানেই অতীব সুন্দরী খাণ্ডবী নামক এক অপূর্ব্ব নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ খাণ্ডবনগরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ এবং চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা সম্বেষ্টিত।

প্রাচীরের প্রান্তভাগে দীর্ঘিকা সকল বিকাশীত নলীন দলে শোভা পাইতে লাগিল, ঐ সকল সরোবরের তীরে অধ্বর্য্যগণ স্বর, প্লুত উচ্চারণপূর্ব্বক বেদধ্বনী করিতে লাগিলেন। ঐ খাণ্ডব পুরীর অনতিদূরে বন, উপবন সকল প্রস্ফুটিত প্রসূনচয়ে সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল, বিশেষত খাণ্ডব পুরীর ইতস্ততবাসি প্রাণিগণ দিবিস্থিত দেবগণ যাদৃশ আনন্দ লাভ করেন, উহাঁরাও তাদৃশ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। রাজা সুদর্শন সকল বন্ধুবান্ধবের সহিত শরাসন দ্বারা ভূতল ভেদ করিয়া কনখলা গঙ্গাদেবীকে বিচিত্র খাণ্ডবনগরীতে সংযোগ করিয়া ছিলেন; পরন্তু শ্বেতাঙ্গিনী গঙ্গাদেবী নিজ প্রবাহ দ্বারা সেই খাতবর্ত্ত হইতে খাণ্ডবী মধ্যে গমন করেন; অধিকন্তু বক্রানুবক্র গতি দ্বারা শীতানদীর প্রতিও গমন করিয়াছিলেন।

সগর রাজ! অতঃপর ভুবনবিজয়ী রাজা সুদর্শন, নিজ বাহুবলে নিখিল ভূপতিদিগকে এককালীন পরাজয় করত, সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করিয়া খাণ্ডবী মধ্যে সেই অসংখ্য রত্নসমূহ রাশীকৃত করিলেন। অধিকন্তু নৃপতি সুদর্শন অন্যান্য নগর হইতেও প্রাণিগণ আনয়ন করিয়া অতীব শীঘ্র মহানগরী খাণ্ডবীতে বাস করাইলেন। খাণ্ডবীনাথ সুদর্শন দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ ইহাঁদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া অব্যর্থ আয়ুধ সকল, অমরসেবিত পারিজাত বৃক্ষ, অপূর্ব্ব রত্নরাজী, উৎকৃষ্ট বাহন সকল এবং ওষধীসমূহ এতৎ সমস্তই সুরম্য খাণ্ডবীমধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন।

এদিকে একদা অসহিষ্ণু নামক নৃপতি ত্রিভুবন জয়ী বিজয়ের নিকট আকস্মাৎ সসৈন্যে সমাগত হইয়া কহিলেন; হে বিজয়! সংপ্রতি রাজা সুদর্শনের দৌরাত্মতায় কি দেবতা কি মনুষ্য কিম্বা অপরাপর প্রাণিবর্গ এককালীন অধীর হইয়া পড়িতেছেন। রাজা অসহিষ্ণু বারাণসীপতি বীরাগ্রগণ্য জয়শালী বিজয়ের সহিত সচিব দ্বারা এতাদৃশ সন্ধি করিয়া নিজ বলসমূহ (সৈন্য সকল যোদ্ধা বিশেষ) তৎ সম্বন্ধে নিয়োগ করিলেন।

অতঃপর রাজা বিজয় মহাভয়ঙ্কর একটী বিবর (অর্থাৎ ভয়ানক গর্ত্ত) নির্ম্মাণ করত, তন্মধ্যে নৃপতি সুদর্শনের খাণ্ডব নগরীর অনতিদূরে একটী ভয়ঙ্কর অবস্কন্দ (সৈন্যসমূহের বাসস্থান সিবির) রচনা করিলেন। এদিকে লোকবিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ সুদর্শন আকস্মাৎ ভয়ঙ্কর সেই অবস্কন্দ, অধিকন্তু সৈন্যদলের কোলাহল আকর্ণন করিয়া তৎক্ষণাৎ সপ্তাশ্ব যোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গ বলের সহিত রণযাত্রায় গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ বিজয় সৌদর্শনী সেনার ভয়ঙ্কর চিৎকারধ্বনী শ্রবণ করিয়া দিব্য কিরীট-মনোহর কুণ্ডল এবং বলয়াদি নানা রত্নরাজী দ্বারা নিজ কলেবর সুভূষিত করত অপূর্ব্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক অমনি চতুরঙ্গিনী সেনায় সমাবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ সুদর্শনের প্রতি গমনোন্মুখী হইলেন। মহারাজ সগর! এইরূপে রণক্ষেত্রে উভয়ই সমাগত হইলে মহাত্মা বিজয়ের সহিত রাজা সুদর্শনের বেত্র বাসবের ন্যায় (দেবরাজ ইন্দ্র বেত্রাসুরের সহিত যেরূপ ঘোরতর

যুদ্ধ করিয়াছিলেন) তাদৃশ মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইতোমধ্যে রাজা সুদর্শনের একজন রুষন্নন্ত নামক সেনাধ্যাক্ষ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনরথে আরোহণপূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী মহারাজ বিজয়ের প্রতি ধাবমান্ হইলেন; অধিকন্তু অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সেই বিপক্ষীয় সৈন্য মধ্যে সিংহের ন্যায় উল্লম্ফনপূর্ব্বক গমন করিলেন। এদিকেও বিজয়ের সঞ্জয় নামক এক সেনানী স্বসৈন্যে সমাবৃত হইয়া অসংখ্য কুঞ্জরগণের সহিত রোষাবিষ্ট চিত্তে রুষন্নন্তের প্রতি তৎক্ষণাৎ ধাবমান্ হইলেন। সঞ্জয় এবং রুষন্নন্ত এই উভয়ে ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, রুষন্নন্ত সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সঞ্জয়ের প্রতি যুগপৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; আর এক এক বার ভীষণ কঠোর নাদ করত, বারণগণ অমনি ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। পরন্তু রুষন্নন্ত দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শাণিত বিংশতি বাণ আকর্ণপূর্ণ সন্ধান করত, সেনানী সঞ্জয়ের প্রতি এককালীন পরিত্যাগ করিলেন; অধিকন্তু শাণিত ক্ষুর দ্বারা উহার করস্থিত ধনুঃ তিল তিল প্রমাণে ছেদ করিলেন। এদিকে রণজয়ী সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ অপর আর একখানি কার্ম্মুক (ধনু) গ্রহণ করত, জ্যা-শব্দে যেন সৈন্যদল কম্পিত করিতে লাগিলেন।

অধিকন্তু তীক্ষ্ণ তিনটী বাণ শরাসনে সংযোজনা করিয়া সেনাগ্রবর্ত্তী রুষন্নন্তের প্রতি নিঃক্ষেপ করত, পরন্তু ভল্লাস্ত্র দ্বারা করলগ্ন ধনুঃ তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। রণজ্ঞ সঞ্জয় দারুণ বাণবর্ষণ দ্বারা রুষন্নন্তের ত্রিসহস্র অশ্ব, এবং তৎ

সংখ্যক পদাতি আশুই বিনাশ করিলেন। এদিকে রুষমন্ত আত্ম সেনাসমূহের প্রাণ বিনাশন দর্শন করত, অতিশয় প্রকোপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ একটী অব্যর্থ বাণ দ্বারা সঞ্জয়ের সারথির শিরঃ, কায়া হইতে ভূতলে নিপতিত করিলেন; পরন্তু চতুর্ব্বাণে অশ্ব সকলও করাল যমসদনে প্রেরণ করিলেন। অধিকন্তু নয়টী বাণ দ্বারা সঞ্জয়ের হৃদয় ভেদ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সঞ্জয় সাতিশয় বেগগামী হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী গুরুতর গদা গ্রহণ করত, রথোপস্থে অবস্থিত হইয়া রুষমন্তের প্রতি ধাবমান্ হইলেন। রুষমন্তও ধাবিত সঞ্জয়কে আকস্মাৎ অবলোকন করত, তৎক্ষণাৎ শরবর্ষণ দ্বারা উহার গমন নিবারণ করিতে লাগিলেন; তথাপি সেই গদা ভ্রমণ দ্বারা আষাঢ় সদৃশ শরবর্ষণ তৎক্ষণাৎ নিবর্ত্ত করিলেন। রণকুশলী সুঞ্জয়, মত্তকেশরী প্রমত্ত গজের প্রতি যাদৃশ ধাবমান্ হয়, রুষমন্তের প্রতি তাদৃশরূপ ধাবমান্ হওত, একটী গদাঘাতে রথের সহিত রুষমন্তকে বজ্রাহত প্রফুল্ল সালবৃক্ষ বনমধ্যে যেরূপে পতিত হয়, তদ্রূপই ভূতলে নিপাত করিলেন। রাজা সুদর্শন রঙ্গভূমিতে বীরাগ্রগণ্য রুষমন্তকে নিপতিত দেখিয়া শোক ও সধূম পাবকের ন্যায় রোষাবিষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ সাতিশয় ক্রোধ পরায়ণ হওত, জবনাশ্বযোজিত সিংহধ্বজ বিশিষ্ট সুভূষিত বিচিত্র কাঞ্চনরথে স্বয়ং আরোহণ করত, মুক্তাঝালর শোভিত আমুক্ত ধনুঃ বামকরে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণকর দ্বারা পুনঃ পুনঃ জ্যারোপণ করত; অতীব শীঘ্র

সেনানী সঞ্জয়ের প্রতি গমনোন্মুখী হইলেন। মৃগরাজ সিংহ নিবিড় বনমধ্যে যেমন মৃগকুল বিনাশ করেন, মহারাজ সুদর্শনও নিশিত বাণবর্ষণে অগ্রগামী সেনাসমূহকে তদনুরূপ বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তি সগর! দিনকর মার্ত্তণ্ড যেরূপে তমোরাশি বিনাশ করেন; প্রমত্ত বারণ বিক্রম রাজা সুদর্শন একাকী প্রবল বলশালী অথচ অগ্রগামী এতাদৃশ অক্ষৌহিণী সেনা এককালীন যমসদনে প্রেরণ করিলেন।

নৃপতি সুদর্শম এইরূপে অক্ষৌহিণী পর সেনা বিনাশ করত, পরন্তু রণবিচক্ষণ সঞ্জয়কে সম্প্রাপ্ত হইয়া ষষ্টি বাণ দ্বারা উহাঁকে বিদ্ধ করত, এক বাণে রথের ধ্বজা সকল ছেদ করিলেন। তখন আরক্তিম নয়ন সঞ্জয় দিব্য কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক একদা বিংশতি বাণে রণগামী সুদর্শনের বক্ষঃস্থল ভেদ করত, পরন্তু একটী তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম বাণ দ্বারা কিরীটের সহ ললাট বিদ্ধ করিলে, অধিকন্তু শাণিত ক্ষুর নিঃক্ষেপ দ্বারা রাজার করস্থিত কোদণ্ড সংছেদন করিয়া পুনশ্চ দশবাণে সারথিকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা সুদর্শন রোষবশত লজ্জাবনতমুখী হইয়া, তৎক্ষণাৎ কমনীয় কোমল করে অন্য কোদণ্ড আদনপূর্ব্বক আষাঢ়বর্ষাধারার ন্যায় সঞ্জয়ের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; হে মহারাজ! এইরূপে পরস্পর পস্পরের যুদ্ধে লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য যেন সাক্ষাৎ বলি বাসবের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, আর থাক

পর্ব্বত সকল ইতস্তত সঞ্চলন করত প্রচণ্ড পাদপ সকল বাতাহত কদলীর ন্যায় যে সে স্থানে পতিত হইতে লাগিল। অতঃপর রাজা সুদর্শন ভল্লাস্ত্রে সঞ্জয়ের সুদৃঢ় ধনু শ্ছেদ করত, ক্ষুর ধারের ন্যায় শাণিত বাণ দ্বারা সারথির মস্তক অমনি ভূতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। তখন রণবিজয়ী সঞ্জয় স্বয়ং রথরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব একখানি সুদৃঢ় ধনুঃ পুনশ্চ গ্রহণ করত, এককালীন দশ বাণ ধনুকে আকর্ণপূর্ণ সন্ধান করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী সুদর্শনকে সুবিদ্ধ করত, তৎক্ষণাৎ করলগ্ন সুদৃঢ় ধনুঃ তিল তিল প্রমাণে সংছেদন করিলেন। রাজা সুদর্শন অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা সঞ্জয়ের রথবাহক চারিটী অশ্ব যমালয়ে প্রেরণ করত অপর অষ্ট বাণে কার্ম্মুক কণ্ড ছেদ করিলে, পরন্তু বাণবর্ষণে উহাঁকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বিরথী অথচ ছিন্নধনুঃ হইয়া তৎকালে নির্ম্মল খড়্গ, চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হওত, অমনি রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এদিকে ভূপাল সুদর্শন খড়্গ চর্ম্মে সমাবৃত সঞ্জয়কে অবলোকন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ক্ষুরধারের ন্যায় সুশাণিত একটী ত্রিশূল দ্বারা উহাঁর খড়্গ এবং চর্ম্ম এই উভয়ই বিফল করিলেন। অনন্তর বিরথী সঞ্জয় অতি দ্রুতই তৎক্ষণাৎ একটী উল্লম্ফ দ্বারা বিশাল করাঘাতে সুদর্শনের কাঞ্চনরথস্থিত সূতের মস্তক অমনি ক্ষিতি তলে নিপাত করিলেন। রাজা সুদর্শন তৎকালীন আরক্তিম নয়নে প্রকোপিত হইয়া কহিলেন, ওরে দুষ্ট! ক্ষণং তিষ্ঠ তুমি ক্ষণকাল থাক, এই কথা বলিয়া

তৎক্ষণাৎ ধনুকে জ্যাশব্দ আরোপণপূর্ব্বক একটী সুদৃঢ় বাণ দৃঢ় সন্ধান করত, সঞ্জয়কে লক্ষ করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; সেই অব্যর্থ বাণ শান শান ক্রমে গমন করত, ফলপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ কুঠার দ্বারা যেরূপে নিপতিত হয়, তদ্রূপ কিরীট ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত সঞ্জয়ের উত্তমাঙ্গ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল। রাজা বিজয় প্রাণতুল্য সঞ্জয়ের দিব্য কলেবর রণভূমিতে ধূলাবলুণ্ঠিত অবলোকন করত, ক্রোধে অমনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন; পরন্তু মহান্ শঙ্খনাদে নভস্তল পরিব্যাপ্ত করিলেন। অতঃপর মহারাজ বিজয় মস্তকে দিব্য উষ্ণীশ বন্ধন করত ভালে মণিময় শোভিত অপূর্ব্ব মুকুট পরিধান করিলেন; পরন্তু মুক্তাজাল জড়িত অথচ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বিরাজিত অর্দ্ধ যোজন বিস্তারিত অমূল্য সুবর্ণরথে আরোহণ করিলেন; সেই বৃষধ্বজ রথের পতাকা সকল আকাশমণ্ডলে বিরাজ করিতে থাকিল। রাজা এবম্প্রকার অপূর্ব্ব রথে রণভূমিতে গমনোম্মুখী হইলে, ত্রিলোক লোক সকল যেন আকস্মাৎ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং পদাতিদ্দিগের পদক্ষোভে এই নিশ্চলা পৃথিবী যেন রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। রাজা বিজয় এই রূপে রণক্ষেত্রে মারয়, মারয় (মার মার ইত্যাকার শব্দ করিয়াছিলেন) ইত্যাকার শব্দ করত শরবর্ষণে রক্ষক্ষেত্র এককালীন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু ত্রিলোক জয়ী বিজয় সেই চক্রব্যূহ ক্রমশঃ ভেদ করত, রাজা সুদর্শনকে প্রাপ্ত হইয়া তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিন

বাণে রাজার হৃৎপদ্ম বিজয়কে একদা দশ বাণে বক্ষস্থল ভেদ করত, তদ্দ্বারা তাঁহার ধনুকও ছেদ করিলেন; অধিকন্তু তিনটী শর দ্বারা ছিন্নধন্বা বিজয়ের জানুযুগল ভঙ্গ করত গম্ভীর স্বরে একটী কঠোরশব্দ করিয়া, উন্মত্ত গজের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকিলেন। মহাবীর রাজা বিজয় আর একখানি অন্য ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনী করত, কঙ্কপত্র তিনটী শর হৃদয়ে পরিত্যাগ করিলে পার্থিবরাজ সুদর্শন যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; হে মহারাজ! তথাপিও অনলপ্রভ মহাশক্তি, সুতীক্ষ্ণ স্বর্ণদণ্ড, সেই সমূর্চ্ছিৎ রাজা সুদর্শনের প্রতি নিঃক্ষেপ করিলে, সেই অমোঘা মহাশক্তি সুদর্শনের হৃদয়ে মারমার শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল। তখন সসাগরাধিপ সুদর্শন রথোপস্থে বিকলেন্দ্রিয় হওত, উত্তান নয়নে অধোবক্ত্র হইয়া শয়ন করিলেন। সগররাজ! রথোপরি নৃপতি সুদর্শন মহা মোহ সমাপন্ন হইলে, হে দ্বিজোত্তম সকল! তাহাঁর অগ্রে কি পার্শ্বে যে যে সৈনিকগণ সংস্থিত ছিল; রাজা বিজয় ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন; দশ সহস্র রথ এবং তৎ সংখ্যক পদাতি অধিকন্তু পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্ব ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ করিলেন।

অতঃপর সুদর্শন সংজ্ঞালাভ করত সুদৃঢ় ধনু গ্রহণপূর্ব্বক মহতী শরবৃষ্টি দ্বারা বিজয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। দীনজন প্রতিপালক সগর! রাজা সুদর্শন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহতী শরবৃষ্টি দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠ বিজয়কে নিবারণ করত তৎক্ষণাৎ ভল্লাস্ত্রে উহাঁর কার্ম্মুক

ছেদন করিলেন; অধিকন্তু এক বাণে সারথির শিরশ্ছেদন করত যুগপৎ বাণ চতুষ্টয়ে অশ্ব চতুষ্টয় একদাই মৃত্যুসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সুদর্শন কঙ্কপত্র দশ বাণে বিরথ ভূপতি বিজয়ের হৃদয় পুনর্ব্বার ভেদ করত, মহান্ চীৎকার-ধ্বনী করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ বিজয় ছিন্নধনুঃ অথচ বিরথা হইয়াও সাতিশয় বলপূর্ব্বক মহতী একটী গদা গ্রহণ করত, বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজা সুদর্শনের প্রতি পুনশ্চ ধাবমান হইলেন। রণবিচক্ষণ সুদর্শন জয়কাঙ্ক্ষী বিজয় আগমন করিতেছেন; এইটী অবলোকন করত গোবর্দ্ধন-ধারী মুরারি হরির প্রতি দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া আত্ম মূর্ত্তি অম্বুদগণ দ্বারা যেরূপ স্থূলধারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপই বিজয়ের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা বিজয় সুদর্শন প্রেরিত বাণবৃষ্টি সহ্য করিয়াও, পুনশ্চ গদা ভ্রমণে রথারূঢ় সুদর্শনের প্রতি আগমন করত মহাবীর্য্য সুদর্শনকে সম্প্রাপ্ত হইয়া কিরীট ও কুণ্ডলে শোভমান শিরঃ একটী গদাঘাতে অমনি ভূতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। রাজেন্দ্র! অকস্মাৎ বজ্রপতনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেরূপে ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রাজা সুদর্শন সেই মহতী গদাঘাতে আহত হইয়া অমনি ভূতলে নিপতিত হইলেন। মানবেন্দ্র! মহাবীর সুদর্শন রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে বিজয়ের সেনাগণ কর্ত্তৃক সুদর্শন সৈনিক সাতিশয় পীড়িত হওত, প্রাণভয়ে দিক্ বিদিক্ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পর সৈন্য বিনষ্ট হইলে রাজা বিজয়

সসৈন্যে খাণ্ডবী নগরীতে প্রবেশ করত, পর্ব্বতাকার রাশীকৃত সুবর্ণ ও রত্নসমূহের পর্ব্বত সকল অধিকন্তু রত্ন নির্ম্মিত শরাসন এবং শরসমূহ অবলোকন করিলেন। অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে গমন করত সুরম্য সরোবরে প্রফুল্ল কমল এবং হংস ও কারণ্ডবাদির নিনাদ আকর্ণনপূর্ব্বক চিত্ত বৃত্তি যেন প্রফুল্ল হইতে লাগিল; অধিকন্তু অলিকুলে আকুলিত পুষ্পিত দেব বৃক্ষসকল স্থানে স্থানে সুগন্ধ দান করিতে লাগিল।

কৈলাস গিরির ন্যায় খাণ্ডবপুরীর প্রাসাদ সকল স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে, অধিকন্তু গন্ধাঢ্য বস্তু সকল প্রতি গৃহে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। রাজাধিরাজ বিজয় প্রফুল্ল চিত্তে তাদৃশী খাণ্ডবপুরীকে যেন সাক্ষাৎ অমরাবতীর ন্যায় জ্ঞান করিলেন। দেবরাজ সুরেন্দ্র; পুরদর্শী সেই বিজয়রাজকে দর্শন করত অতি সন্নিহিত হইয়া মধুর বচনে তাঁহাকে বলিলেন। সচীনাথ ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্! এই খাণ্ডব নগরীতে পূর্ব্বে এই স্থানে কত কত মহাত্মা (অর্থাৎ) দেবতাদিগের গণনায়ক, তত্ত্ববিৎ মানবগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর এবং মুনীন্দ্র সকল ইহাঁদিগকে উৎসারণ করত, অধিকন্তু আমার অপ্রিয় হইয়া এই অপূর্ব্ব খাণ্ডবনগরী বিনির্ম্মাণ করেন, পরন্তু রাজা সুদর্শন সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই মনোহারিণী খাণ্ডবপুরী ভোগ করিতেন; হে নরোত্তম! সেই পুরী সম্প্রতি তুমি পরিভোগ কর। হে রাজেন্দ্র! কিন্তু আমি এই স্থানেই তক্ষকের সহ সর্ব্বদা বন বিহার করিতাম; এবং যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র ইহাঁরাও এই সুরম্য

তপোবনে কঠোর তপশ্চরণ করিতেন। মুনীন্দ্র মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিজয় দেবরাজ ইন্দ্রের বচন আকর্ণন করত শক্রের গৌরব বৃদ্ধির কারণ অপূর্ব্ব খাণ্ডবনগরী তৎক্ষণাৎ বন ভূমি করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে ভগবন্! আপনি সপরিকরের সহ এই মধুর খাণ্ডবকাননে বন ক্রীড়া করুন; আমি স্বচ্ছন্দ সুখে পাত্র, মিত্র, অমাত্যের সহিত স্বরাজ্যে গমনোন্মুখী হই।

পরন্তু অমরনাথ ইন্দ্র কহিলেন, ভো রাজন্! যে স্থানে তোমার গমন করিতে অভিলাষ হয়, এবং প্রজাবর্গ যথেচ্ছাবশত যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করুন। অনন্তর মহাভাগ বিজয় কহিলেন, যে লোক মল্লোকে গমনে বাঞ্ছা করেন, সেই লোক সকল পুনশ্চ মৎ প্রতিপালিত বারাণসীর প্রতি গমন করুন। অতঃপর ধীরাজ বিজয়ের সুমধুর বচন আকর্ণনপূর্ব্বক কথেকাংশ লোক নিজ নিজ আস্পদে গমন করিলেন; এবং অবশিষ্ট কিয়দংশ বিজয়ের প্রতিপালিত বারাণসীর উদ্দেশে গমন করিলেন; অবশিষ্ট লোক সকল মহামতি বিজয়ের সঙ্গে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন।

অতঃপর রাজা বিজয় রত্নরাজীর স্তবাকার সেই সকল ধনরত্ন, অশ্ব, উষ্ট্র, গজ, কাঞ্চনস্তম্ভ, রজতস্তম্ভ এবং অন্যান্য উপাদেয় দ্রব্য সকল সমস্তই ধীবর দ্বারা নিজপুরী বারাণসীর প্রতি প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা এবং যক্ষ এতৎ কর্ত্তৃক যে ধন অপহৃত হইয়াছিল, তৎ সকল আনয়ন করত

প্রতিহারি দ্বারা স্বধাম বারাণসীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা বিজয় ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ শত যোজন আয়তন সেই খাণ্ডবপুরীকে অচিরকালেই বনভুমি করিলেন; এবং দেবেন্দ্রের অনুমত্যনুসারে স্বগণের সহিত তক্ষক সেই নিবিড় বনভূমিতে চিরকাল বাস করিতে লাগিল। সুরম্য খাণ্ডববনে দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণের সহিত বিজয়াবহ বিজয়ের সহিত রণক্রীড়া করিতে থাকিলেন।

সগররাজ! অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে দ্বাপরের শেষভাগে হুতাশন বহ্নি স্বয়ং ব্রাহ্মণরূপী হইয়া ভগবান্ জিষ্ণুর নিকট ভিক্ষা যাচিজ্ঞা করিলেন। তখন কমলনয়ন বিষ্ণু পাণ্ডুপুত্র গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের সহিত ভিক্ষা প্রদান করিবেন এই মাত্র অগ্নির প্রতি অঙ্গীকার করিলেন। কিরীটী অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ বনমালী স্বীকৃত হইলে, তখন অগ্নি নিজরূপ অবলম্বন করিয়া জগৎপতি বিষ্ণুর প্রতি কহিলেন। হে ভগবন্! আমিই অগ্নি, কিন্তু অতিশয় যজ্ঞভাগ ভোজন করিয়া, সম্প্রতি পীড়িত হইয়াছি, হে ত্র্যম্বকজয়িন্! অধুনা মদীয় ব্যাধি তুমি বৈ আর কে বিনাশ করিতে পারে (অর্থাৎ কেহই পারে না) তাহার কারণ গাণ্ডীব শরাসন দ্বারা পশু পক্ষি এবং রাক্ষসসমাকীর্ণ এই খাণ্ডববন হে পার্থ! যদ্যপি তুমি আমাকে ভোজন করাইতে পার, তাহা হইলে এই মহদ্ ব্যাধি হইতে আশুই আমি পরিত্রাণ পাই। পুরাকালে বিজয় রাজ খাণ্ডব নামক পুরী পরিভোগ করত, পশ্চাৎ

সেই পুরীকে অপূর্ব্ব বনভূমি করিয়াছিলেন; তদবধি খাণ্ডববন বলিয়াই বিখ্যাত হইল। সব্যসাচিন্! সুররাজ ইন্দ্রের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত, ভোজনার্থ দেববিহিত খাণ্ডব কানন আমাকে প্রদান কর; আমি স্বয়ং ভোজন করিতে কোনমতেই সমর্থ হই না। হে মহাভাগ অর্জ্জুন! এই বিপদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করত অবিলম্বে সেই মধুর খাণ্ডবোদ্দেশে যাত্রা কর; হে ধনুর্দ্ধর! তোমার প্রসাদত তৎ সমস্তই ভোগ করিতে বাঞ্ছা করি। মহাবল সব্যসাচী হুতভুক্ অগ্নির এতাদৃশ বচন আকর্ণ করত সমস্ত প্রাণির সহিত খাণ্ডব কানন এককালীন আচ্ছাদন করিলেন।

দেবকীকুমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিরীটী অর্জ্জুন পাবক অগ্নির হিতের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সুমধুর খাণ্ডব সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিলেন। তখন অগ্নি সুপ্রীত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, দেবনির্ম্মিত বারুণাস্ত্র, অক্ষয় তূণ, শ্বেত রাগ-রঞ্জিত চতুরশ্ব যোজিত দিব্য রথ, তদুপরি হনুমতাধিষ্ঠিত বানরধ্বজ গগণমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইতেছে, অধিকন্তু তীক্ষ্ণ খড়্গ এই মহামূল্য দ্রব্য সকল প্রদান করিলেন। হুতভুক্ বহ্নি ভগবান্ বিষ্ণু এবং গাণ্ডীবী অর্জ্জুন ইহাঁদিগের প্রসাদত নিরোগী হইয়া তৎকালে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পার্থ অর্জ্জুন বহ্নিদত্ত বাণ, গাণ্ডীব ধনু, নিশিত অসি, হনুমতাধিষ্ঠিত রথধ্বজ, চতুরশ্ব যোজিত স্যন্দনে আরোহণ করত, সমস্ত পরসৈন্য জয় করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ভৈরব বংশে সমুৎপন্ন লোকজয়ী বিজয় মহানগরী খাণ্ডবীকে এবম্প্রকারে নিবিড় বনভূমি করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহারাজ বিজয়ের বলপরাক্রম ক্রমিক ত্রয়োদশ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। রাজন্! ঐ সকল সন্তানের নাম একে একে বলিতেছি শ্রবণ কর; দ্যুতিমান্, সোমদর্শ, ভূরি, প্রদ্যুম্ন, ক্রতুতুণ্ড, বিরূপাক্ষ, বিক্রান্ত, ধনঞ্জয়, প্রধর্ষ, প্রণব, কেতু এবং উপরিচর ইহাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ উপরিচর রাজ্যাভিষিক্ত হওত এই সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য লাভ করিয়া মহানগরী বারাণসীধামে শাস্ত্রবিহিত লক্ষ যজ্ঞ সংপূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সসাগরা ক্ষিতিমণ্ডলে কোন রাজা এক দেহে লক্ষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই; মহাভাগ বিজয়রাজ মরুত রাজার যজ্ঞের ন্যায় একাধারে লক্ষ যজ্ঞ আচরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাত্মন্ সগর! ইহাঁদিগের সন্তান সন্ততি দ্বারা এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে পরিব্যাপ্ত; অতএব কোন জন চিরকাল ব্যাপিয়াও তাঁহাদিগের সংখ্যা করিতে শক্ত হন না; পরন্তু ক্রমান্বয়ে ভৈরব বংশ দ্বারা এই ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত। হে মুনীন্দ্র সকল! তোমাদের সম্বন্ধে মহাতপা ভৈরবের বংশানুকীর্ত্তন করিলাম; মানব এই ভৈরব বংশের গুণানুকীর্ত্তন শকৃৎ শ্রবণ করিলে, কদাচ তিনি পুত্রবিহীন হন না। যে মহাত্মা মহামতি বিজয়ের পুণ্য চরিত্র একান্তচিত্তে কীর্ত্তন করেন; তিনি সতত শত্রু হইতে জয়লাভ করেন; কদাচ কাহার নিকট পরাভব হন না। যে পুণ্যবান্ মনুষ্য

একান্তমনে মহারাজ বিজয়ের উত্তম গুণকীর্ত্তন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন; তাঁহার বংশ কদাচিৎও বিচ্ছেদ হয় না।

কালিকা-পুরাণে ভৈরব বংশানুকীর্ত্তন নামক একোন
নবতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ! সম্প্রতি মহামতি বেতালের সন্তান মাহাত্ম বলিতেছি; একচিত্তে অবহিত হও, যে সন্তানের মাহাত্ম একটীবার শ্রবণ করিলে, জীব সকল পাপ তাপ হইতে তৎক্ষণাৎ দিব্য পবিত্র কলেবর ধারণ করিয়া এই ভূলোকেই দেববৎ আচরণ করিতে থাকেন। রূপলাবণ্যবতী সুনয়না সুরভি প্রজাপতি দক্ষ হইতে সমুৎপন্না হন, যিনি তাবৎ গোসমূহের জননী সর্ব্বদা অমরধামে অবস্থিতি করেন। একদা পীনস্তনী সুরভি কশ্যপ প্রজাপতি হইতে অপূর্ব্ব গর্ব্ভ ধারণ করত ভুবনমোহিনী এক কন্যা প্রসব করিলেন। ঐ কন্যার রূপ অত্যাশ্চর্য্য শুভ্র কলেবর অথচ মৃগলোচনা রোহিণী নামে সুবিখ্যাতা। সুনেত্রা রোহিণী মহাতপা শুনঃশেফ হইতে একটী সর্ব্বলক্ষণ সংযুক্ত কাম ধেনু প্রসব করেন। সেই কামধেনু শ্বেতাভ্রের ন্যায় শরীর প্রভা,

চতুষ্পাদ সাক্ষাৎ চতুর্ব্বেদ, অধিকন্তু স্তন চতুষ্টয়ে ধর্ম্ম, অর্থ, অভিলাষ এত ত্রয় প্রসব করিয়াছেন। কালক্রমে সেই কামধেনু নির্ম্মল যৌবনযুক্তা হওত, নয়ন নিক্ষেপে তত্ত্ববিৎ তাপসদিগের মনও অপহরণ করিতে লাগিলেন। একদা চারুরূপা সুলক্ষণা কামধেনু সুমেরু পৃষ্ঠের ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন; অকস্মাৎ হরকুমার বেতাল ঐ অসামান্য রূপ-লাবণ্যা কামধেনুকে অবলোক করিলেন। চার্ব্বঙ্গী কামধেনু কামমুগ্ধ বেতালকে বিদিত হইয়া কামাস্ত্রে কমনীয় কলেবর জর্জ্জরিত হওত, পশুধর্ম্মাবলম্বিনী বশত শশিভৃৎপুত্র বেতালকে স্বয়ংই ভজনা করিলেন। শঙ্করাত্মজ বেতাল কামরমণী কামধেনুকে সম্প্রাপ্ত হইয়া যেমন দীন জন প্রচুর রত্ন লাভ করিলে যাদৃশ আনন্দ লাভ করে, ততোধিক সানন্দিত হইয়া উহাঁর সহিত সুদৃঢ় সুরতক্রীড়ায় আশক্ত হইলেন! কোমলাঙ্গিনী কামধেনু সুরসিক রসচতুর অথচ নবীন বয়স্ক বেতালের সহ সুরতোৎসবে অতুল আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। হে দীনজন প্রতিপালক! কমনীয়াঙ্গ বেতাল, এবং কোমলাঙ্গিনী কামধেনু এবম্প্রকার গাঢ় আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি নিঃক্ষেপ করত বহুকাল সমতীত হইলে, একটী মনোহর গর্ভধারণ করিলেন; পরন্তু যথাযোগ্য প্রসবকাল সমাগত হইলে চারুনয়না কামধেনু একটী মহান্ বৃষ প্রসব করেন। সেই বৃষ অচিরকালেই অতি সুমনোগ্য রূপবান্ হইলেন, অধিকন্তু মহা ককুদ (রাজচিহ্নযুক্ত) অথচ চারুশৃঙ্গদ্বয়ে সমন্বিত এতাদৃশ সুমহৎ রূপ গ্রহণ করিলেন।

সেই মহাবৃষ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদ্বয় উৎক্ষেপপূর্ব্বক কর্ণযুগল ঈষৎ সঞ্চলন করত দেবগণের সহিত সিতাচল বিচলন করিতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রগণ! সুমতি বেতাল, সন্তানের তাদৃশ বলবিক্রম অবলোকনে তৎকালে তাহাঁর ভৃঙ্গ এই নামটী সংরক্ষণ করিলেন। কালান্তরে সেই ভৃঙ্গ মহান্ জ্ঞান সম্পন্ন হওত পরমাত্মা ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন; রাজন্! এবম্প্রকারে বহুকাল জগদীশ্বরের সেবা করিলে, মহেশ্বর পরম তুষ্ট হইয়া তদুদ্দেশে ইষ্টবর প্রদান করেন। আশুতোষ মহাদেব দেবতনু সেই ভৃঙ্গকে নিজ বাহন করিবার কারণ চিরায়ু, পৃথিবীধর অনন্তের ন্যায় অপ্রমেয় বল প্রদান করিলেন। মহাতেজা বৃষ বিশ্বেশ্বরের বাহনে নিযুক্ত হওত মহেশ্বর হইতে তদবধি ভৃঙ্গী নামে বিখ্যাত হইলেন। সেই ভৃঙ্গ দেবদেব মহাদেবের ধ্যানে আশক্ত থাকিলে, একদা জলেশ বরুণের গৃহে গমন করত, যৌবনসম্পন্না সুরভিতনয়ার সহিত সুরতক্রীড়ায় আশক্ত হন। মহারাজ! অধিকন্তু বরুণালয়ে সুলক্ষণ সম্পন্ন গো সমূহ সতত বিপ্ররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের সন্তানের অগণ্য সন্তানসমূহ সমুৎপন্ন হয়; তাঁহাদিগের সূতি প্রসূতি দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হওত, তাঁহাদিগের হইতেই যজ্ঞ প্রবৃর্ত্ত হয়। ত্রিদশবাসি দেবতা সকল সতত আজ্য দ্বারা পরিতুষ্ট হন, আর যজ্ঞসকলও সর্ব্বদা আজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই ঐ যজ্ঞের অধিন, সেই আজ্যও গো সকলের অধিন; এইহেতু 'সমস্তই

গাবিতে সংস্থিত জানিবে। হে দ্বিজোত্তম সকল! সেইহেতু এই নিখিল বিশ্বই গো সমূহে নীত।

সূর্য্যকুলজাত সগর! মহাত্মা বেতালের বংশোৎপন্ন তাবৎ গো সকল, ইহারা ত্রিলোকের প্রিয়, অথচ ধর্ম্মের মূলীভূত জানিবেন; অতএব যে মানব একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক মহাত্মা বেতালের বংশাবলি শ্রবণ করেন; তাঁহারা সর্ব্বদা সুখরাশি উপভোগ করত প্রবল বলশালী হইয়া গো, বৈভব এবং সন্ততি ইহা হইতে কদাচ পরিত্যক্ত হন না; অধিকন্তু মহাভাগ বেতাল তাঁহাদিগের সর্ব্বদা বিপদ্বিনাশ করেন। হে বেদবিৎ বিপ্র সকল! যেরূপে বেতাল ও ভৈরব অবিচ্ছিন্ন সন্তান সন্ততি সমুৎপন্ন করিয়াছিলেন; তৎসমস্তই তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। আর আদ্যাশক্তি কালিকা আপন মোহিনী মায়ায় মহাযোগা মহেশ্বরকে যেরূপে মুগ্ধ করিয়াছিলেম, এবং তিনি অসীম রূপলাবণ্য দ্বারা ত্রিলোচন শম্ভুর অর্দ্ধাঙ্গ যেরূপে অপহরণ করেন; তাহাও তোমাদের নিকট কথিত হইয়াছে। হে ঋষিগণ! যে মানব কালিকায়ৈ নম এই শব্দটী অনুদিন উচ্চারণ করেন; ত্রিবর্গসাধক মুক্তি তাঁহার করতলে নিয়তই অবস্থিতি করে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! তোমাদের সম্বন্ধে পরম পুণ্যতম এই কালিকা নামক পুরাণ আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এই কালিকা নামক পুরাণ সাক্ষাৎ বেদমন্ত্র তুল্য, পরম পবিত্র, জ্ঞানপ্রদ, তথচ জীবের সাক্ষাৎ অভিলাষ প্রদান করেন।

হে তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ! এই কালিকা-পুরাণ অতি গুহ্য-

তম এই হেতু দেবলোকেও অতি দুর্ল্লভ অন্য থাক দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর এবং পিতৃগণ ইহাঁরা সকলেই এই সুধোপম কালিকা-পুরাণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। অমৃতময় রসাস্বাদক কালিকা-পুরাণ আদরের সহিত ভক্তবৎসল মহাদেব বেতাল, ভৈরবকে প্রদান করেন; সেই হেতু এই পুরাণ সুরালয় কামরূপে অতিশয় গোপনীয় ছিল; হে মহর্ষিগণ! অধুনা এই পুরাণখানি সর্ব্বতোভাবে সুব্যক্ত করিয়া তোমাদের সম্বন্ধে প্রদান করিলাম; অতএব তোমরা সতত সাবধানে রাখিবে, শঠ, চলচ্চিত্ত, নাস্তিক, পরনিন্দক, শ্রদ্ধাভক্তি বিহীন এতাদৃশ পুরুষকে কদাচ প্রদান করিবে না। যে জন এই কালিকা নামক পুরাণ একবারও যদি পাঠ করেন, তিনি মনোযায়ী অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া অন্তে পরম মোক্ষপদ সম্প্রাপ্ত হন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ সকল! যে মহাত্মা সুরম্য দেবমন্দির সুনির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ মন্দিরে এই উত্তম কালিকা-পুরাণের শ্লোক কিম্বা শ্লোকার্দ্ধ সংলিখন করেন; তাহার সম্বন্ধে মঙ্গল নিচয় সমুদিত হইয়া, তৎ কর্ত্তৃক নিখিল অমঙ্গল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে মহাভাগ এই কালিকা-পুরাণ অধ্যয়ন করেন, তিনি সমস্ত বেদাধ্যয়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন;—অতএব তাঁহার তুল্য আর অন্য কে আছে? এবং তিনিই কৃতকৃতার্থ পদ লাভ করিয়াছেন, পরন্তু তিনি সংসারসুখের সারভাগ গ্রহণ করত দীর্ঘায়ু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন।

যে পরমেশ্বর এই সমস্ত লোক বিকাশক্রমে ধারণ করেন, আর যিনি নিমিষ মাত্রে এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালন করেন,

পরন্তু যিনি কটাক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তক স্বরূপ, অধিকন্তু যিনি সমস্ত বিশ্বে ভ্রমণ করুন কিম্বা নাই করুন, সেই অদ্বিতীয় চিন্ময় পরম পুরুষোদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার এই সৃষ্টির যিনি প্রধান পুরুষ আর যোগিবরেরা যোগাসনে হৃৎপদ্মে যাঁহাকে নিরন্তর ধ্যান করেন; অধিকন্তু যিনি নিখিল পুরাণের অধিপতি সেই পরম বিষ্ণু আমাদিগের হৃৎপদ্মে সতত বিরাজ করুন; এই সৃষ্টির যিনি একমাত্র হেতু (কারণ) আর যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য প্রকৃতি, সাধারণ দেবগণ আবির্ভাব হইয়াছেন, সেই সনাতন সর্ব্ববাদি পরমেশ্বরকে নিরন্তর নমস্কার। পরন্তু পুরাণবেদ্য পুরাণকৃৎ পুরুষকেও প্রকৃষ্টরূপে স্তব করি; এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে প্রণাম করি। যে আদ্যাপ্রকৃতি কালিকা এই নিখিল জগৎকে শিরঃপুষ্পের ন্যায় ধারণ করেন, আর যাঁহার মায়ায় মধুরিপু বিমুগ্ধ হন; অধিকন্তু যিনি মহাযোগী মহেশ্বরের হৃদয়ে নিরন্তর রমণ করেন, হে ঋষিগণ! সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়া কালিকা তোমাদের সম্বন্ধে একান্ত মঙ্গল দান করুন।

কালিকা-পুরাণে মহামাহাত্মসূচক বর্ণন নামক
নবতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

—00—

শ্রীগুরুচরণ শিরোমণি।